BHÁVA PRAKÁSA

OR AN

ENCYCLOPÆDIA OF HINDU MEDICINE

CONTAINING

ANATOMY, MIDWIFERY, PHYSIOLOGY, THERAPEUTICS, HYGIENE, PATHOLOGY

AND

TREATMENT OF DISEASES

BY

BHÁVA MISRA

WITH BENGALI TRANSLATIONS

BY

KAVIRAJ RUSSICK LAL GUPTA.

(মূল ও অনুবাদ)

পূর্ব্ব খণ্ড।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ভাবপ্রকাশ প্রথমখণ্ড পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে মধ্যখণ্ড ও উত্তর
ণ্ড মুদ্রিত হইল, এই খণ্ডে সমস্ত রোগের নিদান পূর্ব্বরূপ সম্প্রাপ্তি, বাতাদি
ভদে সমস্ত লক্ষণ এবং পরিশেষে রোগের চিকিৎসা প্রণালী সুচারু রূপে
ন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শেষ খণ্ড ৪ চারি মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে,
বেচনায় ইত্যগ্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা না হওয়ার
রণ এই যে, এ দেশে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত যে ভাবপ্রকাশ আছে তাহার
নেক স্থলে অসঙ্গত পাঠ এবং স্থানে স্থানে ভ্রমবশতঃ অনেক পাঠও
রিত্যক্ত হইয়াছে এজন্য অনেক স্থলে সন্দেহ হওয়ায় ৺ কাশীধাম হইতে
শুদ্ধ হস্তাক্ষরিত গ্রন্থ আনিয়া সেই গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন
রা হইল। এক্ষণে ভরসা করি গ্রাহক মহোদয়গণ এই গ্রন্থ সমাদরে গ্রহণ
রিয়া চির বাধিত করিবেন। চরক, সুশ্রুত বা ভট প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে যে জ্ঞান
ভ করা না যায় এই একমাত্র ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা
ধিক জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

PREFACE.

It is now an acknowledged fact that the Hindu system of medicine is based upon a scientific method. Those who have devoted their time to the study of its principles and practice have borne testimony to it. Dr. Wise, in the preliminary remarks to "his commentary on the Hindu system of medicine," says—"the knowledge the Hindus possessed of medicine, as well as of the other sciences, may,therefore, be considered as forming a criterion by which we may judge of their pretensions to originality." Like many other Hindu systems it has come down to us as a portion of the Vedas, which comprise a knowledge of the material as well as of the spiritual world. The *Ayur Veda*, which is the most ancient treatise on medicine, commands universal respect. It treats of matters relating to what is beneficial or otherwise to life, of the origin of diseases and of the best method of curing them.

आयुर्हिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं तथा ।

विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते ॥

The age in which it was written is not exactly known, though some place it in the ninth century before the Christian era, that is, about the time Menu's code of laws was compiled.

The original work has not been found in its integrity. Our knowledge of it is derived from the commentaries which have been handed down to us, in a collected form, as fragments of the original which are procurable are too concise to be easily understood. The two famous commentaries that are universally known are Charaka and Susruta, which are supposed to have been written in the ninth or tenth century, although the fact that they existed before mythology found a place in the religious works of the Hindus and that their names are mentioned in the Puranas and associated with fables, leads us to assign to them a more ancient date. Professor Wilson is of opinion that the Charaka, the Sushruta and the treatise called Nidana &c. were translated and studied by the Arabians in the days of Harun and Mansur (A D. 773).

Harita Sanhita and Atri Sanhita which belong to a subsequent period are but rarely consulted. Among works of more recent date may be found the famous work Bháva-Prakása, which, for the terseness of its style. clear arrangement of the

subjects treated of, and a vast amount of information, combined with a philosophical elucidation of points under dispute, holds a prominent position in the Hindu medical literature of the day. A treatise like this is a desideratum. Considering the interest which our countrymen now feel in the progress of Hindu medical science, and the avidity with which works on the subject are purchased and read, I have thought it advisable to supply this want, knowing fully that it will benefit a large number of my countrymen who are unacquainted with the general rules of hygiene and with the nature and properties of the indigenous drugs that are necessary to health.

The work is not easily procurable. There is a printed copy of it edited by Pundit Jibanand Vidyasagur, but there are defects in it both of a typographical character and of language which defeat the object for which it is intended. Besides, it contains only the original and is therefore unfit for use by such of our countrymen (and their number is not small) as are not conversant with Sanskrit. I have therefore come forward with a Bengali translation, which with the original I have undertaken to publish in four parts. The first part is now before the public.

None more than myself is aware of the difficulty of the task I have taken in hand and none more than myself is alive to the defects that may appear in my writings. It is needless to observe that it has been found difficult to retain in the translation much of the beauty and simplicity of the original, but I may venture to add, without laying myself open to the charge of egotism, that I have tried my best to adhere as closely as possible to the original and preferred accuracy and perspicuity of style to elegance and richness. I have also endeavoured as much as possible to avoid giving a garbled version of the text, which prevents a right and clear understanding of the original.

In presenting the following pages to the public, I feel a degree of diffidence commensurate with the magnitude of the undertaking, but I entertain the fullest hope that my readers will look upon them with an indulgent eye and encourage me in the arduous task in which I am engaged.

In conclusion I beg to offer my best thanks to Pundits Bisesevar Vidyaratna and Upendra Nath Vidyabhushun for the valuable aid they have rendered me in bringing out the present volume.

CALCUTTA,
The 15th April 1883.

RUSSICK LAL GUPTA.

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের এই মানবীয় শরীর একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া যে অভিহিত হইয়াছে তাহা কেবল কল্পনা মাত্র নহে কিন্তু একটী সারগর্ভ কথা। ইহাতে জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ একীভূত হইয়া রহিয়াছে। জগৎ রচয়িতার শ্রেষ্ঠ রচনা-কৌশল ইহাতে দেদীপ্যমান। মানববৃন্দ এই কলেবর ধারণ করিয়া শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সহকারে কত যে অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, স্থির চিত্তে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মন বিমোহিত হয়। কি অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ধ্যান, ধারণা ও যোগ এবং আর্য্য সন্তানগণের কীর্ত্তিকলাপ; কি গ্রীস, রোম ও পারস্য জাতীয় কবিদিগের চিত্তবিনোদনকারী ভাবপ্রবাহ এবং দিগ্দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভ; কি বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের অতুল অধ্যবসায়, উন্নত শাসন-প্রণালী, বিজ্ঞানালোকের উজ্জ্বল দীপ্তি এবং প্রশস্ত হিম-গিরি হইতে সাগরস্পর্শী কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রসারিত দণ্ডচ্ছত্র—সকলই মনুষ্যের শক্তিসম্ভূত। দেহই সেই শক্তির আধার, সেই বিবিধ লীলারসাত্মক জ্ঞানময় পুরুষের একমাত্র কার্য্যালয় ও রত্নময় কোষ। এই দেহের সুস্থতাই যে চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভের প্রধান হেতু, "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্" এই বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং যাহাতে আরোগ্যলাভ এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান্ এবং যে শাস্ত্রে তদ্বিষয়ক সদুপদেশ বিদ্যমান আছে তাহা জ্ঞাত হওয়াও উচিত। সেই শাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ। যথা

> আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
> বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির আদি কারণ ও প্রশমন এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে তাহাকে পণ্ডিতেরা আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন। অথবা

> অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্ব্বিন্দতি বেত্তি চ।
> তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

যে হেতু এই শাস্ত্রদ্বারা পুরুষগণ দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং অন্যের আয়ু জানিতে পারেন, সেই হেতু এই শাস্ত্রকে মুনিবরেরা আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন।

এই আয়ুর্ব্বেদের যতই প্রচার হয় ততই আমাদিগের মঙ্গল। মুনিগণ তপস্যার বিঘ্নকারী বলিয়া রোগকে ভয় করিতেন এবং কথিত আছে তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনিকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। যথা

রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্থ চেষ্টাহরাঃ
দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমঃ কুতঃ প্রাণিনাম্॥
তত্তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্বুধৈঃ
যোগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিং তেঽব্রুবন্।
ত্বং যোগ্যো ভগবন্! সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং ক্রমাৎ
আয়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা ভবামো বয়ম্॥

রোগ সকল শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, বলক্ষয় করে, চেষ্টা হরণ করে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তি সংহার করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে পীড়া জন্মায়। তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, অখিলকামনাসিদ্ধি ও মুক্তিবিষয়ে মহা বিঘ্নস্বরূপ এবং বলপূর্ব্বক আশু প্রাণ নাশ করে। সুতরাং রোগাদির প্রাদুর্ভাবে প্রাণীদিগের মঙ্গল কোথায়? আপনারা পণ্ডিত ও যোগ্য লোক। অতএব যাহাতে তাহার শান্তি হয় এমন উপায় উদ্ভাবন করুন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে সভাস্থলে ভরদ্বাজ মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে ভগবন্! আপনি সহস্র নয়ন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ যাচ্ঞা করুন; আমরা আপনার নিকট হইতে তাহা অধ্যয়ন করিয়া রোগভয় হইতে মুক্ত হইব।

আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা অন্যান্য বেদের পর সংগৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল সেই সময়ে ইহারও কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন বেদ সকল খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল (See Asiatic Researches Vol III. P. 489) এবং আয়ুর্ব্বেদ তাহার কয়েক শতাব্দীর পর (অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের নয়শত বৎসর পূর্ব্বে) প্রচারিত হয়। চরক এবং সুশ্রুত এই দুই অতি প্রাচীন গ্রন্থ হিন্দু ধর্ম্মে দেব দেবীর পূজার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রচিত হয়। প্রফেসর উইল্‌সন্ অনুমান করেন যে পুরাণে চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং ইহারা খৃষ্টীয় নবম কিম্বা দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে আরও পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ল্যাটিন চিকিৎসা গ্রন্থে চরকের উল্লেখ আছে এবং আরব দেশীয় পণ্ডিতেরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে (৭৭৩ খৃষ্টাব্দে) হারুণ এবং মানসুর নামক আরবীয় রাজাদিগের রাজ্যকালে চরক, সুশ্রুত এবং নিদান ইত্যাদি গ্রন্থ সকল আরব ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আরবীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ মূল কেহ কেহ বা অনুবাদ অবলম্বন

করিতেন। বাগ্দাদ রাজসভায় এদেশীয় চিকিৎসকদিগের যে গতিবিধি ছিল তাহা প্রফেসর উইল্সন সপ্রমাণ করিয়াছেন। পুরাতন চিকিৎসাগ্রন্থ মধ্যে অত্রিমুনিকৃত অত্রিসংহিতা, অগ্নিবেশ বা চরক কৃত চরক, হারীত কৃত হারীত-সংহিতা এবং ধন্বন্তরি বা সুশ্রুতকৃত সুশ্রুত এই সকল প্রবন্ধ বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের পর অনেকানেক গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ভাবমিশ্রপ্রণীত ভাবপ্রকাশ তাহার মধ্যে একটী প্রধান গ্রন্থ। ইহার রচনাচাতুর্য্য এবং নিয়মাবলি অতি পরিপাটী। ইহা এক্ষণে বিরলপ্রচার, পণ্ডিতবর জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মূল মাত্র মুদ্রিত করেন। কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে পাঠের অনেক ব্যত্যয় আছে। এতদ্ব্যতীত আর মুদ্রিত পুস্তক নাই। আমি একবারে মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। এককালে ইহার সমগ্র বিষয় মুদ্রিত করা বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া আমি ইহাকে চারি খণ্ডে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই ইহার প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল, অবশিষ্ট খণ্ড ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা না করিলে কখনই তাহা ফলোপ-ধায়িনী হয় না। সুতরাং বিজাতীয় চিকিৎসাপ্রণালী দ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ধন্বন্তরি প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা অস্মদ্দেশীয় লোকের প্রকৃতি এবং জলবায়ুর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি ও রোগোপশমনার্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার ও তৎসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। সুতরাং তাহার দ্বারা আমাদিগের যাদৃশ উপকার দর্শিবে অন্য কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তাদৃশ উপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এরূপ ফলবান্ বৃক্ষ আমাদিগের আলস্যপ্রযুক্ত জলসিক্ত না হওয়াতে শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহাকে পুনর্জীবিত করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ অতি দুরূহ শাস্ত্র, সহজে সাধারণের বোধগম্য হয় না। সুতরাং ইহা শিক্ষা করিতে হইলে বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক এবং উত্তমরূপ শিক্ষিত না হইয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে আশানুরূপ ফললাভও হয় না। অধিকাংশ লোকে এক্ষণে তাদৃশ যত্নসহকারে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বা যথানিয়মে চিকিৎসা ও ঔষধাদি প্রস্তুত করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের চিকিৎসার ও ঔষধের তাদৃশ ফল লক্ষিত হয় না সেই কারণেই অনেকে আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমন কি অনেকের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসাপ্রণালী বিশেষ কার্য্যকারিণী নহে। কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতেন যে যথানিয়মে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা বিহিত হইলে এবং ঔষধ প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার ব্যাধিই নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্ত হইতে পারে,

তাহা হইলে কখনই তাঁহারা বাহ্যচাকচিক্যময় বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। অতএব যত দিন না আমাদিগের মন হইতে এতাদৃশ ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস অপনীত হইবে, তত দিন কখনই আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে না। যখন আমরা সেই বিলুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারকরণে সযত্ন হইব এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে; যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমাদিগের অজ্ঞতা প্রযুক্তই আমরা এরূপ মহামূল্য রত্ন এতকাল বঞ্চিত ছিলাম, তখন আমাদিগকে চিকিৎসাভাবে আর এরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভাবপ্রকাশ একখানি প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ভাবমিশ্র নামক জনৈক পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ফল, শারীরতত্ত্ব, গর্ভোৎপত্তিক্রম, ঔষধ গ্রহণের সঙ্কেত, দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা, ও ঋতুচর্য্যা, ব্যাধির লক্ষণ ও ভেদ, বৈদ্যের লক্ষণ ও কার্য্যাকার্য্য, দ্রব্যের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ, পরিভাষা, নাড়ীবিজ্ঞান, রোগবিশেষে পথ্যাপথ্যবিচার, রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, মুষ্টিযোগ এবং তৈল, ঘৃত ও ঔষধাদি প্রস্তুত করণের নিয়ম প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল বিশেষরূপে বিবৃত আছে। যে স্থলে পাঠের বৈলক্ষণ্য আছে সঙ্গতবোধে তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সকল ঔষধের নাম হিন্দী ভাষায় ছিল তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া সরল সাধুভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

কেবলমাত্র অনুবাদ মুদ্রিতকরণই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমার কতিপয় আত্মীয় ইহাতে মূলও সন্নিবেশিত করিতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে মূল ও অনুবাদ একত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে মূল বিশুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছি। তিন খানি প্রাচীন আদর্শ পুস্তক দৃষ্টে মূল সংশোধিত হইয়াছে। প্রথম খানি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে, দ্বিতীয় সোসাইটীর পুস্তকালয় হইতে এবং তৃতীয় খানি কাশীধাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুস্তক খানিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

যাঁহারা কেবলমাত্র মূল অথবা যাঁহারা কেবল অনুবাদ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন অনুবাদ যাহাতে এই উভয়বিধ পাঠার্থীর উপযোগী হয় তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই, জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। পাঠকগণের সহিত এই আমার প্রথম পরিচয়, সুতরাং এরূপ নূতন ও কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ মাত্রেই যে কৃতকার্য্য হইব তাহা কদাচ সম্ভব নহে। দেশের হিতসাধনে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে চেষ্টা ফলবতী হউক বা না হউক তাহাতে যশঃ ও পুণ্য আছে এই মহাজনোক্ত নীতিগর্ভ উপদেশবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়াই আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমার

সবিনয়ে প্রার্থনা এই, যে যদি তাঁহারা কেবলমাত্র দোষানুসন্ধান-পরতন্ত্র না হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য আদ্যোপান্ত এই পুস্তকখানি একবার অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে আমার পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে।

উপসংহারকালে আমার বক্তব্য এই যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ও উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরা এই পুস্তকের অনুবাদ ও মূল সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা; বহুবাজার,
আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়,
১৪ নং কলেজ্ ষ্ট্রীট্
সন ১২৯০ সাল তারিখ ১ বৈশাখ।

শ্রীরসিক লাল গুপ্ত
কবিরাজ।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

ভাবপ্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এ খণ্ড আকারে আরও পুষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু ইহার পর যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত করা অসংলগ্নবোধে দ্রব্যগুণ শেষ করিয়াই অগত্যা খণ্ড সমাপ্ত করিতে হইল এবং তজ্জন্য ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত ন্যূন করা গেল। এই খণ্ড সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কারণ ইহাতে গাছ, গাছড়া, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, রস, উপরস এবং ফল, মূল, মৎস্য, মাংস, অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, মিছরি, গুড় প্রভৃতি আমাদিগের আহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের গুণাগুণ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা দ্রব্যাভিধানেরও কার্য্য সাধিত হইবে। কারণ ইহাতে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আভিধানিক নামও আছে।

কলিকাতা বহুবাজার,
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়
১১১ নং কালেজ ষ্ট্রীট,
সন ১২৯০ সাল তারিখ ১ মাঘ।

শ্রীরসিক লাল গুপ্ত।
কবিরাজ।

সূচীপত্র।

অথ শাকবর্গ।

বিশেষ বিশেষ মৎস্যের গুণ।

কৃতান্ন বর্গ।

মাংসের ভিন্ন ভিন্ন পাক।

প্রপানক (পানা)।

দধিবর্গ।

নবনীত বর্গ।

সন্ধানবর্গ।

মধুবর্গ।

ইক্ষুবর্গ।

তৃতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

ভাব প্রকাশের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে মানপরিভাষা, ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস এবং রত্নের শোধন ও মারণ করিবার প্রণালী, স্বেদ, বস্তি, নস্য, গণ্ডূষ ও কবলাদির নিয়ম, নাড়ি, জিহ্বা ও মূত্রপরীক্ষা; জ্বরের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং বিবিধ প্রকার মুষ্টিযোগ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সকল সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এই খণ্ড কোন বিশেষ অপরিহার্য্য কারণবশতঃ মুদ্রিত করিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য পাঠকগণ ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। অতঃপর শীঘ্র শীঘ্র খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

২০ এ অগ্রহায়ণ }
১২৯১ সাল। }

শ্রীরসিক লাল গুপ্ত।

সূচীপত্র ।

উপরসের শোধন বিধি।

রত্নের শোধন ও মারণ বিধি।

বাতজ্বরের ঔষধ।

বিজ্ঞাপন।

ভাবপ্রকাশের চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অনেক দিনের পর ভাবপ্রকাশ গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে বলিয়া গ্রাহক মহোদয়গণ ইহার প্রতি কিছু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু কি করি, দৈব দুর্ব্বিপাক অনতিক্রমণীয়। যে সকল গূঢ় কারণে ইহার বিলম্ব সাধন করিয়াছে, বহু যত্নে সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া এখন যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা গেল।

গ্রাহকগণের উৎসুক চিত্ত পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই চতুর্থ খণ্ডের কলেবর ক্ষুদ্র হইল, কিন্তু আশা করি সত্বর আর এক খণ্ডে ইহা শেষ করিয়া গ্রাহকগণকে পরিতৃপ্ত করিব। যাহাই হউক এই চতুর্থ খণ্ডে জ্বর, অতীসার ও গ্রহণী রোগ এবং ঐ সকল রোগের লক্ষণ চিকিৎসা, ঔষধ, মুষ্টিযোগ, পাচন, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি এত উৎকৃষ্ট ও বিশদ রূপে বিবৃত হইয়াছে, যে, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চিত্ত যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে ভাসমান হয়। আমরা সাধ্যমত শ্রম স্বীকার করিয়া সরল বঙ্গ ভাষা সহিত ইহা প্রচার করিলাম, এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ইহা দ্বারা পাঠক বর্গের কিছু মাত্র উপকার সাধিত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীরসিক লাল গুপ্ত।

সূচি পত্র।

বাতপিত্তজ্বরাধিকার।

অথ বাতশ্লেষ্ম জ্বরাধিকার।

অথ আগন্তুজ্বরাধিকার।

বিষয়। পৃষ্ঠা — সার — পংক্তি।

অথ বিষমজ্বরাধিকার।

অথ জীর্ণ জ্বরাধিকার।

অথ অতীসারাধিকার।

ক্রমচিকিৎসা।

গ্রহণী রোগাধিকার।

নির্ঘণ্টপত্রং।

দ্বিতীয়ভাগঃ।

অর্শোঽধিকারঃ।

অথ জঠরাগ্নিবিকারাধিকারঃ।

অথ ক্রিম্যধিকারঃ।

অথ পাণ্ডুরোগকামলাহলীমকাধিকারঃ ॥

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ।

অথাম্লপিত্তাধিকারঃ ।

অথ রাজযক্ষ্মাধিকারঃ ।

অথ কাসাধিকারঃ।

অথ হিক্কাধিকারঃ।

অথ শ্বাসাধিকারঃ।

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

অথারোচকাধিকারঃ।

অথ ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণাধিকারঃ।

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ।

অথ মদাত্যয়াধিকারঃ।

অথ দাহাধিকারঃ।

অথোন্মাদাধিকারঃ।

অথোরুস্তম্ভাধিকারঃ।

অথামবাতাধিকারঃ।

অথ পিত্তব্যাধ্যধিকারঃ।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ।

অথ শূলাধিকারঃ।

অথোদাবর্ত্তাধিকারঃ।

অথ গুল্মাধিকারঃ।

অথ প্লীহাধিকারঃ।

অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অথাশ্মরীরোগাধিকারঃ।

অথ প্রমেহনিদানচিকিৎসাধিকারঃ ॥

অথ স্থৌল্যাধিকারঃ।

অথ কার্শ্যাধিকারঃ।

উদরাধিকারঃ।

অথ শোথাধিকারঃ।

অথ বৃদ্ধ্যধিকারঃ।

অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাপচ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

অথ শ্লীপদাধিকারঃ।

অথ বিদ্রধ্যধিকারঃ।

অথ ব্রণাধিকারঃ।

অথ ভগ্নাধিকারঃ।

অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

অথ ভগন্দরাধিকারঃ ।

অথ উপদংশাধিকারঃ ।

অথ কুষ্ঠাধিকারঃ।

অথ মসূরিকাধিকারঃ।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ।

অথ নেত্ররোগাধিকারঃ।

অথ কৃষ্ণমণ্ডলজা রোগাঃ।

অথ সন্ধিজা রোগাঃ।

শুক্লভাগজা রোগাঃ।

অথ বর্ত্মজা রোগাঃ ।

অথ পক্ষ্মরোগাঃ।

অথ সমস্তনেত্রজা রোগাঃ।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ ॥

অথ নাসারোগাধিকারঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ।

অথ দন্তবেষ্টরোগঃ।

অথ তালুরোগাঃ ।

অথ গলরোগাঃ ।

অথ স্ত্রীণাং প্রদরাদিরোগাণামধিকারঃ।

অথ সোমরোগাধিকারঃ।

অথ যোনিরোগাধিকারঃ।

অথ স্তনরোগাধিকারঃ।

অথ বালরোগাধিকারঃ।

অথ উত্তরখণ্ডঃ।

অথ রসায়নাধিকারঃ।

সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্বখণ্ডঃ।

প্রথমোভাগঃ।

গজমুখমমরপ্রবরং সিদ্ধিকরং বিঘ্নহর্ত্তারম্।
গুরুমবগমনয়নপ্রদমিষ্টকরীমিষ্টদেবতাং
বন্দে॥

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, সর্ব্বসিদ্ধিকর, অমরশ্রেষ্ঠ গণপতি এবং জ্ঞানচক্ষুদাতা গুরু ও অভিলাষসিদ্ধিকারিণী ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করি। ১

আয়ুর্ব্বেদাগমনং ক্রমেণ যেনাভবদ্ভুমৌ।
প্রথমং লিখামি তমহং নানাতন্ত্রাণি সংদৃশ্য॥

প্রথমে পৃথিবীতে যে প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও আগমন হইয়াছে তাহা নানা তন্ত্রাবলোকন পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণমাহ।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ।

যে শাস্ত্রে আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির আদি কারণ ও প্রশমন, এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে তাহাকে পণ্ডিতেরা আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিমাহ।

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

শরীরজীবয়োর্যোগো জীবনং। তেনাবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদদ্বারায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণিচ (১) দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যেণায়ুর্বিন্দতি। তেনৈব হেতুনা পরস্যাপ্যায়ুর্ব্বেত্তি চ। ক্রমমাহ।

আয়ুর্ব্বেদের নির্ব্বচন।

যে হেতু এই শাস্ত্র দ্বারা পুরুষ স্বয়ং দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং অন্যের আয়ুও জানিতে পারেন সেই হেতু এই শাস্ত্রকে মুনিবরেরা আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন।

শরীর ও জীবাত্মার সংযোগের নাম জীবন; তদবচ্ছিন্ন কালকে আয়ু কহে। আয়ুর্ব্বেদদ্বারা আয়ুর হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া একের সেবনএবং অপরের বিসর্জ্জনদ্বারা আরোগ্য-লাভ-জনিত দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কারণে অপরের আয়ুও

(১) দুষ্যাণ্যদূষ্যাণীতি পাঠান্তরম্।

জানিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদের ক্রম কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ

তত্রাদৌ ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ।

বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু।
বিধির্ধীনীরধিং (১) সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥

ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব।

বিধাতা অথর্ব্ববেদের সারসর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া নিজ নামে সরল লক্ষশ্লোকময়ী সংহিতা প্রস্তুত করেন। তাহার পর তিনি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতিকে সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অথ দক্ষপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।
বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥

দক্ষের প্রাদুর্ভাব।

অনন্তর কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি, স্বর্গবৈদ্য, বিদ্বান্, সুরশ্রেষ্ঠ ও সূর্য্যসম্ভূত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ অবগত করাইয়াছিলেন।

অথাশ্বিনীসুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকলচিকিৎসকলোকপ্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে (২) ধন্যাম্॥
স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষা যতঃ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ যাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ।
দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ।
অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যোদস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ॥
বজ্রিণোঽভূৎ ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ।
সোমাদ্বিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ॥
বিশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
শশিনো রাজযক্ষ্মাভূদশ্বিভ্যাস্তে চিকিৎসিতাঃ॥
ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজাং বরৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥

অশ্বিনীসুতপ্রাদুর্ভাব।

অশ্বিনীসুতদ্বয় দক্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য প্রশংসনীয় স্বীয় সংহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রুদ্রাংশ ভৈরব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিলে পুনরায় তাহা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা উভয়ে যজ্ঞভাগী হয়েন। পরে দেবাসুরযুদ্ধে দৈত্যকর্ত্তৃক যে দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল অশ্বিনীকুমারদ্বয়কর্ত্তৃক তাহারা সদ্যঃ ক্ষতবিমুক্ত হওয়াতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। ইন্দ্র ভুজস্তম্ভরোগ হইতে চিকিৎসিত হইয়া এবং চন্দ্র সোমলোক হইতে নিপতিত হইলে তাহাদিগের দ্বারাই আরোগ্যলাভ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। সূর্য্যের দন্তরোগ, ভগনামক আদিত্যের চক্ষুরোগ ও চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই আরোগ্য করিয়াছিলেন। কামুক ভৃগুপুত্র চ্যবন বৃদ্ধাবস্থায় বিকৃতশরীর হইলে অশ্বিনীসুতদ্বয়কর্ত্তৃক বল-

(১) বিধির্ধীনীরধিরিতি বা পাঠঃ।
(২) সকলচিকিৎসকলোকপ্রতিপত্তয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

বীর্য্যবর্ণজরাদিযুক্ত হইয়া পুনরায় যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হন। এই সকল কার্য্য ও অপর নানাকার্য্যদ্বারা ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীসুতদ্বয় ইন্দ্রাদিদেবগণকর্তৃক অতীব পূজ্য হইয়াছিলেন।

অথেন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ।

সংবীক্ষ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্।
আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥
নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ।
আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥
নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
অধ্যাপয়ামাস বহূনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্॥

ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব।

পরে শচীপতি ইন্দ্র তাঁহাদের এই সকল কার্য্য অবলোকন করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তাঁহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সত্যসন্ধ ইন্দ্রকর্তৃক যাচিত হইলে যথাপঠিত আয়ুর্ব্বেদ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয়প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন।

অথাত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ।

একদা জগদালোক্য গদাকুলমতন্ততঃ।
চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ।
ভবন্তি সাময়ানেতান্ শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্॥
দয়ালুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।
এতেষাং দুঃখতোদুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্॥
আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি (১) নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্।
ইতি নিশ্চিত্য ভগবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্॥

তত্র দৃষ্ট্বা মহেন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ।
সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ॥
ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমত্বিষা।
আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্॥
শক্রস্তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ।
তদগ্রে পূজয়ামাস ভৃশং ভূরিতপঃকৃশম্॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্।
স মুনির্বক্তুমারেভে নিজাগমনকারণম্॥
দেবরাজ ন রাজাসি দিব এব যতো ভবান্।
বিধাত্রা বিহিতো যস্মাৎ ত্রিলোকীলোকপালকঃ॥
ব্যাধিভির্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ।
ভূতলে সন্তি সন্তাপং তেষাং হন্তুং কৃপাং কুরু॥
আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাং।
তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্॥
মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ।
অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্ম্মহীম্॥
অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া (২)॥
ততোঽগ্নিবেশং ভেড়ঞ্চ জাতুকর্ণং পরাশরং।
ক্ষীরপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ॥
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা।
ততো ভেড়াদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ॥
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্।
শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ॥
যথাবৎ সূত্রিতস্তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্।
দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্॥

আত্রেয়প্রাদুর্ভাব।

একদা মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয়, অখিলজগতের চতুর্দ্দিক্ রোগাকুলিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। "কি করি, কোথা যাই কি প্রকারেই বা লোকসকল রোগমুক্ত হইবে। তাহাদিগের এরূপ অবস্থা আর

(১) করিষ্যামীতি পাঠান্তরম্।

(২) নরতন্ত্রানুকম্পয়েতি বা পাঠঃ।

দেখিতে পারি না। আমি স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু, এবং স্বভাব ত্যাগকরণে কেহই সমর্থ নহে, সুতরাং রোগীদিগের দুঃখে আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। অতএব দেহীদিগকে রোগহীন করণার্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব।” অত্রিনন্দন এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া দেখিলেন যে সর্ব্বদেবশিরোমণি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ইন্দ্র সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং দেবর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। ইন্দ্র তপঃকৃশ মুনিবরকে দর্শনমাত্র সিংহাসনপরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে তাঁহার পূজা বিধান করিলেন অনন্তর কুশলপ্রশ্নান্তে আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর স্বীয় আগমনবৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। ‘হে দেবরাজ কেবল মাত্র এই স্বর্গই যে আপনার অধিকৃত এমন নহে আপনি অস্মদাদির ও রাজা, কারণ আপনাকে বিধাতা যত্নসহকারে ত্রিলোকের অধীশ্বররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি মনুষ্যসকল ব্যাধিপীড়িত সুতরাং শোকাকুলচিত্ত হইয়া ভূতলে বাস করিতেছে, তাহাদের সেই সন্তাপ বিনাশ করিতে কৃপাপ্রদর্শন করুন এবং মনুষ্যদিগের হিতের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদোপদেশদ্বারা আমাকে কৃতার্থ করুন। পরে দেবরাজ স্বীকৃত হইয়া সেই মুনিবরকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করিলেন। মুনীন্দ্র ইন্দ্র হইতে সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দনপূর্ব্বক মহীমণ্ডলে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর করুণাকর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অত্রিনন্দন মনুষ্যগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার নামে এক সংহিতা প্রস্তুত করেন। পরে অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষীরপাণি ও হারীত প্রভৃতি মুনিগণকেও আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমে অগ্নিবেশমুনি স্বীয়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন; পরে ভেড়াদিমুনিগণও আপন আপন নামানুসারে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মুনিবৃন্দবন্দিত অত্রিনন্দনকে শ্রবণ করাইলেন। মুনিবর অত্রিসুতও, তচ্ছ্রবণে পরম পুলকিত হইলেন। ঐ সকল বিহিতবিধানে রচিত তন্ত্র শ্রবণ করিয়া অপরাপর মুনিগণ, স্বর্গস্থ দেবর্ষিগণ এবং দেবতারা ও হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অথ ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগত্য সঙ্গতাঃ।
মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহং॥
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরাস্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ॥
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বসিষ্ঠঃ সপরাশরঃ।
হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনস্তথা॥
জমদগ্নিশ্চ গার্গশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ।
নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিষ্ঠলঃ॥
শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিল্যঃ শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ।
আশ্বলায়নসাংকৃত্যো বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষিতঃ॥

দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাম্যকাত্যায়নাবুভৌ।
কাঙ্কায়নো বৈজবাপঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ॥
হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষিঃ শরলোমা চ গোভিলঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ।
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ।
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরং।
তচ্চ সর্ব্বার্থসংসিদ্ধ্যৈ ভবেৎ যদি নিরাময়ং॥
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্।
হর্ত্তারঃ প্রভূতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ॥
রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টা-
হরাঃ, দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গ-
পীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ
প্রাণিনাম্।
তত্তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভব-
দ্ভির্বুধৈ র্যোগৈ্যরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং
মুনিং তেঽব্রুবন্।
ত্বং যোগ্যো ভগবন্! সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং
ক্রমাৎ আয়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা
ভবামো বয়ম্॥
ইত্থং স মুনিভির্যোগৈ্যঃ প্রার্থিতো বিনয়া-
ন্বিতৈঃ।
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্॥
তত্রেন্দ্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্।
দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্॥
দৃষ্ট্বৈব স মুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা।
ধর্ম্মজ্ঞ! স্বাগতন্তেঽথ মুনিং তং সমপূজয়ৎ॥
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্।
ঋষীণাং বচনং সম্যগশ্রাবয়ত সত্তমঃ (১)॥
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥
তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
জীবেৎ বর্ষসহস্রাণি দেহী নীরুক্ বিশম্য যম্॥
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ॥
তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ঃ।
অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ॥(২)
তত্তন্ত্রজনিতজ্ঞানচক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ।
গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ॥
আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখসংযুতম্।
আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধিনান্যেঽপি স্যুর্নয়স্তথা॥

ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাব।

একদা হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বহু-সংখ্যক মুনি সহসা আসিয়া মিলিত হন, ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের নাম কহিতেছি। ভরদ্বাজ মুনিবর প্রথমে উপস্থিত হন, পরে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি. ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাঙ্খ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, যমদগ্নি, গার্গ, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাংকৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাম্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষি, শরলোমা, গোভিল, বৈখা-নস, বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মজ্ঞান, যম ও নিয়মের নিধিস্বরূপ এবং তপস্যার তেজে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ অপরাপর বহুবিধ মুনিগণ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া পরস্পর এই কথা

(১) শ্রাবয়ন্ মুনিসত্তম ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(২) নিরাময়মিতি বা পাঠঃ।

আরম্ভ করিলেন। দেহ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মূল অতএব শরীর সুস্থ থাকিলে সকলই সিদ্ধ হয়। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত এবং আয়ুর সংহারক রোগ সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। রোগদ্বারা কি অনিষ্ট না হয়, রোগ শরীরকে কৃশ করে, বল ক্ষয় করে, শরীরকে চেষ্টাবিহীন করে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের শক্তি ক্ষয় করে, সর্ব্বাঙ্গে পীড়া জন্মায় এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অতিশয় বিঘ্নকারী। তাহার বলে শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট হয়, অতএব জীবের মঙ্গল কোথায়। আপনারা পণ্ডিত ও যোগ্য ব্যক্তি অতএব তাহাদিগের রোগশান্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। সভাস্থমুনিগণকে এই কথা বলিয়া তাহারা ভরদ্বাজমুনিকে কহিলেন। "হে মহামুনে-ভরদ্বাজ! আপনি যোগ্য ব্যক্তি। আপনি দেবরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ প্রার্থনা করুন, পরে আমরাও ক্রমে ক্রমে তাহা অধ্যয়ন করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারিব।" মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ বিনয়ান্বিত এবং যোগ্যমুনিগণকর্ত্তৃক উক্তপ্রকারে প্রার্থিত হইয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

ভরদ্বাজ ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া সভামধ্যে দেবর্ষিগণমধ্যস্থ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান দেবরাজকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ শচীপতি মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে "হে ধর্ম্মজ্ঞ আপনার কুশল ত?" ইত্যাদিপ্রকারে আগতপ্রশ্ন করিয়া পূজা করিলেন। পরে মুনিবর নিকটস্থ হইয়া দেবরাজকে আশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দন করিয়া মুনিগণকথিত বাক্য শ্রবণ করাইয়া কহিলেন হে রাজন্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর ব্যাধিসকল ভূতলে উপস্থিত হইয়াছে, কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার প্রশমনের উপায় বিধান করুন। অনন্তর দেবরাজ ভরদ্বাজকে সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কহিলেন, যাহা শ্রবণ করিলে জীব বর্ষসহস্র নিরুদ্বেগে জীবনধারণ করিতে পারে। মহামুনি ভরদ্বাজ ও সেই অসীম এবং ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ তদ্গতচিত্ত হইয়া যথাবিধানে শীঘ্র বুঝিয়া লইলেন। তদ্দ্বারা মুনিবর আপনি স্বয়ং নীরোগ হইয়া দীর্ঘায়ুলাভ করত অন্যান্য মুনিগণকেও দীর্ঘায়ুঃ এবং রোগহীন করিলেন। তদবধি ঋষিগণ এবং অন্যান্য মুনিগণ আয়ুর্ব্বেদজনিতজ্ঞানচক্ষুদ্বারা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বিশেষরূপে অবগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদবিহিত নিয়মাদি প্রতিপালন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু হইয়া সুস্থশরীরে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অথ চরকপ্রাদুর্ভাবঃ।

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যক্ আয়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥ (১)
তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থানেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥

(১) চরক আগত ইতি বা পাঠঃ।

তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥
সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ।
প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ॥
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিৎ যতঃ।
তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥
স ভাতি চরকাচার্য্যোদেবাচার্য্যো (১) যথা দিবি।
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকং॥
তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা।
চরকেনাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥

চরকপ্রাদুর্ভাব।

যখন হরি মৎস্যাবতার হইয়া বেদোদ্ধার করেন তখন অনন্তদেব সেই স্থানে সাঙ্গ বেদ এবং অথর্ব্বান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি পার্থিব কার্য্যসকল দর্শনেচ্ছু হইয়া চররূপে ভূতলে আগমন করেন, এবং তথায় লোকদিগকে পীড়াগ্রস্ত, ব্যথাতে প্রপীড়িত, অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোগোপশমনের কারণ উদ্ভাবনে চিন্তিত হইলেন। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব এবং বেদ বেদাঙ্গবেত্তা এক মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। চররূপে এবং অজ্ঞাতসারে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চরক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইলেন। যে চরকাচার্য্য সকলপ্রকার রোগশান্তি করিয়াছেন সহস্রবদন অনন্তের অংশোৎপন্ন সেই চরকাচার্য্য স্বর্গস্থ দেবাচার্য্যের ন্যায় পৃথিবীতে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছেন অর্থাৎ চরকগ্রন্থপ্রণয়নহেতু অদ্যাপি তাঁহার নাম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অগ্নিবেশ প্রভৃতি অনেকানেক মুনিগণ আত্রেয়মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারাও প্রত্যেকে নিজ নিজ তন্ত্র প্রকাশ করেন। চরকমুনি সেই সকল তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া সংস্করণপূর্ব্বক নিজনামে চরকনামক এই গ্রন্থ প্রচার করেন।

অথ ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ (২)।
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥
ধন্বন্তরে! সুরশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্॥
তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব।
প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥
অধীত্য চায়ুষোবেদমিন্দ্রাৎ ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি।
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহত্তপঃ॥

(১) বেদাচার্য্য ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

(২) ভৃশপীড়িতা ইতি কচিৎ পাঠঃ।

যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপং।
ততো ধন্বন্তরির্লোকৈঃ কাশিরাজোঽভিধীয়তে॥
হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতান্তামপা-
ঠয়ৎ॥

ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাব।

কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি মহীতলে নিপতিত হইলে মর্ত্ত্যবাসী মানবদিগকে ব্যাধিতে নিতান্ত প্রপীড়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দয়াতে নিতান্ত পরিপীড়িত হইতে লাগিল। দয়ার্দ্রচিত্ত ইন্দ্র তখন ধন্বন্তরিকে কহিলেন। "ভগবন্ সুরশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরে! আপনাকে বক্তব্য এই যে আপনি যোগ্য ব্যক্তি, ভূতলে গমনপূর্ব্বক প্রাণিসমূহের উপকারসাধনে তৎপর হউন। পূর্ব্বকালে জনসমূহের উপকারজন্য কোন্ মহাত্মা কি না করিয়াছেন। দেখুন ত্রৈলোক্যাধিপতি নারায়ণ সময়ে সময়ে লোকের হিতার্থে মৎস্যাদি বিবিধ মূর্ত্তিধারণও করিয়াছিলেন। অতএব আপনি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া কাশীধামে রাজা হইয়া লোকের উপকারার্থ আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন। ইহা কহিয়া দেবরাজ প্রাণীদিগের হিতকামনায় ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ভূতলে আসিয়া কাশীধামে কোন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দিবোদাস নামে অবনীতে বিখ্যাত হইলেন, এবং বাল্যাবস্থাতেই সংসারাশ্রমে বীতরাগ হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পরে ব্রহ্মা অতিযত্নে দিবোদাসকে কাশীর রাজা করিলেন। তদবধি লোকে ধন্বন্তরি দিবোদাসকে কাশিরাজ কহিতে লাগিল। উক্ত ধন্বন্তরিই লোকহিতার্থে স্বনামে সংহিতা প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার্থীজনগণকে স্বকৃত সংহিতা অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে॥
বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ (১) পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে।
সর্ব্বপ্রাণিদয়া তীর্থমুপকারো মহামখঃ॥
পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্।
ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্বহুভিঃ স্তুতম্॥
কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্বিনয়ান্বিতাঃ।
স্বাগতঞ্চ ইতি প্রাহ দিবোদাসো যশোধনঃ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্।
ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্॥
ভগবান্মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা।
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভবান্ অস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ॥
ব্যাখ্যাতস্তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্মুনয়ো মুদা।
কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ॥

(১) মুনিস্তেঽভিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সুশ্রুতাদ্যাঃ সুশিষ্যার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্।
প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্।
সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥
সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভির্যতঃ।
তস্মাত্তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে।
ইত্যায়ুর্ব্বেদপ্রবক্তৄণাং প্রাদুর্ভাবঃ।

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাব।

অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জানিতে পারিলেন, যে ধন্বন্তরি দিবোদাস কাশীধামে কাশিরাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বামিত্রমুনি স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন তুমি বিশ্বেশ্বরপ্রিয় কাশীধামে গমন কর। তথায় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব দিবোদাস কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রাণিদয়াস্বরূপ তীর্থে পরোপকাররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশ্রুত কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত অনেকানেক মুনিপুত্রও অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রমস্থিত, মুনিগণপূজিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ধন্বন্তরিকে কাশিরাজ দিবোদাস জানিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। যশোধন দিবোদাস মুনিপুত্রদিগকে স্বাগতপ্রশ্নান্তে কুশলবার্ত্তা ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সুশ্রুত কহিলেন ভগবন্ মনুষ্যদিগকে ব্যাধিপীড়িত, রোরুদ্যমান ও ম্রিয়মান দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইতেছে। তাহাদিগের রোগোপশমনের উপায় জানিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করুন। কাশীরাজ মুনিবৃন্দের এবম্প্রকার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিপুত্রগণ যত্নসহকারে তৎকৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কাশীরাজকে জয়াশীর্ব্বাদদ্বারা অভিনন্দন করত কৃতকার্য্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। পরে তাহাদের মধ্যে প্রথমে সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া স্বয়ং এক তন্ত্র প্রস্তুত করেন। তৎপরে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণও পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্র অনেকে যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া সুশ্রুতনামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইল।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশকদিগের প্রাদুর্ভাব সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদাব্ধিমধ্যাদতিমতিমুনয়ো যোগরত্নানি যত্নাৎ,
লব্ধা স্বে স্বে নিবন্ধে দধুরখিলজনব্যাধিবিধ্বংসনায়।
তত্তদ্গ্রন্থাদ্গৃহীতৈঃ সুবচনমণিভির্ভাবমিশ্রশ্চিকিৎসা—
শাস্ত্রে জাড্যান্ধকারং প্রশময়িতুমিমং সংবিধত্তে প্রকাশম্॥

শ্রীপতিপদপ্রসাদাদাশীর্ভি র্ভূমিদেবানাম্।
ভাবপ্রকাশনাম্না গ্রন্থোঽয়ং পঠ্যতাং সর্ব্বৈঃ॥
এতস্য নিবন্ধস্য (১) ফলং চিকিৎসা, চিকিৎসা চ পুরুষস্য, পুরুষস্তু চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বজীবাত্মসমবায়স্তস্মাচ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং জীবাত্মনশ্চ স্বরূপনিরূপণায় সৃষ্টিক্রমমাহ।
আত্মা জ্যোতিশ্চিদানন্দরূপো নিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতের্যোগাৎসগুণঃ কুরুতে জগৎ॥
"সগুণঃ" ইচ্ছাদিগুণযুক্তঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ।
সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদব্যয়াৎ॥
সতঃ সাধোর্ভাবঃ সত্ত্বং, প্রকাশকং জ্ঞানং সুখহেতুঃ। রজোরাগাত্মকং দুঃখহেতুঃ। তাম্যতি গ্লানিং প্রাপ্নোতি অনেনেতি তমঃ, আবরকং মোহহেতুঃ। তে গুণাঃ সমাঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তথা সতি ন্যূনাধিকগুণাঃ বিকৃতিঃ।

আয়ুর্ব্বেদরূপ সাগর হইতে সুবুদ্ধি মুনিগণ জগজ্জনের ব্যাধিবিনাশের জন্য যোগরূপ রত্ন লাভ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে নিবন্ধ করিয়াছিলেন। ভাবমিশ্র সেই সেই গ্রন্থ হইতে গৃহীত সুবচনরূপ মণি সংগ্রহপূর্ব্বক চিকিৎসাশাস্ত্রের জড়তারূপ অন্ধকার নিবারণার্থে ভাবপ্রকাশ নামক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। নারায়ণদেবের প্রসাদে এবং ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে ভাবপ্রকাশনামক বিরচিত গ্রন্থ সকলে অধ্যয়ন করুন। পুরুষের চিকিৎসা এই গ্রন্থের ফল। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবাত্মার সমবায়কে পুরুষ কহে। অতএব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের ও জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণের জন্য সৃষ্টির ক্রম কহিতেছেন। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ চিদানন্দরূপী, নিত্য, নিস্পৃহ এবং স্বয়ং নির্গুণ কিন্তু প্রকৃতির যোগে ইচ্ছাদিগুণযুক্ত হইয়া জগৎকে সগুণ করিতেছে এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতিতে সমপরিমাণে অবস্থিত। প্রকৃতি স্বয়ং জড় হইলেও পরমাত্মা চিৎ এবং অব্যয় যোগে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। সতের অর্থাৎ সাধুর ভাবকে সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকাশকজ্ঞান কহে; সুতরাং সত্ত্ব সুখহেতু। রাগাত্মক জ্ঞানকে রজঃ কহে, সুতরাং রজঃ দুঃখহেতু। যাহাতে তমঃ অর্থাৎ গ্লানি জন্মাইয়া দেয় তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক জ্ঞান কহে। সুতরাং তমঃ মোহের কারণ। উক্ত গুণত্রয় সমপরিমাণে থাকিলে প্রকৃতি এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে থাকিলে বিকৃতি কহে।

অথশুশ্রূষুমুপদিশন্ ধন্বন্তরিঃ

স্বরূপবিশেষণমাহ।

সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণমষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তং নামেতি।

অস্যায়মর্থঃ। অব্যক্তং ন ব্যজ্যতে অস্মিন্নিতি অব্যক্তং, মূলপ্রকৃত্যাপরপর্য্যায়ং। তৎ সর্ব্বভূতানাং কারণং সমবায়িকারণং। অকারণং, ন বিদ্যতে কারণং যস্য তৎ, সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণং, সমসত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপং অষ্টরূপং অব্যক্তং। মহান্ অহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণীত্যষ্টৌ রূপাণি যস্য তৎ। যত ইন্দ্রিয়াণাং মহাভূতানাঞ্চ কারণতয়া মহদাদয়োঽপি সপ্ত প্রকৃতয়ঃ। এবমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তমিত্যুপসংহারঃ।

(১) গ্রন্থস্যেতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

অনন্তর ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে উপদেশচ্ছলে প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষণ যে রূপে কহিয়াছিলেন নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে।

প্রকৃতির স্বরূপবিশেষণ।

অব্যক্ত সকল প্রাণীর কারণ, কিন্তু স্বয়ং অকারণ। ইহা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোলক্ষণযুক্ত, অষ্টরূপী এবং অখিল জগতের সম্ভবহেতু। ইহার অর্থ এই যে, যাহা ব্যক্ত হয় না তাহার নাম অব্যক্ত। সুতরাং অব্যক্ত মূলপ্রকৃতির অপর পর্য্যায়মাত্র। সর্ব্বভূতের কারণ অর্থাৎ সমবায়ী কারণ। এবং উহার কারণ নাই বলিয়া স্বয়ং অকারণ। "সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোলক্ষণযুক্ত" অর্থাৎ ইহাতে সমভাগে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ আছে। অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টপ্রকার রূপ আছে বলিয়া অষ্টরূপী। ফলিতার্থ এই যে যেরূপ মহদাদি সপ্তগুণ ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের কারণ বলিয়া প্রকৃতিমধ্যে পরিগণিত তদ্রূপ অব্যক্তও এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিহেতু।

প্রকৃতিপুরুষযোঃ সাধর্ম্ম্যমাহ।

উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গাবুভাবপি নিত্যাবুভাবপ্যপরাবুভাবপি সর্ব্বগতৌ ইতি। উভাবপি নিত্যৌ লয়ং ক্বচিদপি ন যাতঃ। উভাবপ্যপরৌ, ন বিদ্যতে পরোঽপরো যাভ্যাত্তাবপরৌ।

অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষের সাধর্ম্ম্য কহিতেছেন।

উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অলিঙ্গ, নিত্য, অপর এবং উভয়ই সর্ব্বব্যাপী। উভয়ই নিত্য অর্থাৎ উহাদিগের কখন নাশ নাই। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ব্যতিরিক্ত পর অর্থাৎ অপর কিছুই নাই এই জন্য উহারা অপর।

তয়োর্বৈধর্ম্ম্যমাহ।

একা তু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। অচেতনা জড়া। ত্রিগুণা তুল্যগুণত্রয়াত্মিকা। বীজধর্ম্মিণী সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং বিকারাণাং বীজত্বেনাবস্থিতা। প্রসবধর্ম্মিণী পুরুষেণাক্রান্তা ক্ষোভং প্রাপ্য সাম্যমতিক্রম্য মহদহঙ্কারাদিক্রমেণ জগতঃ প্রসবিত্রী। অমধ্যস্থধর্ম্মিণী সুখদুঃখভোগভাগিনী। ন তু সুখদুঃখভোগাদুদাসীনা। পুরুষস্তু চেতনাবান্ নির্গুণোঽপ্রসবধর্ম্মা অবীজধর্ম্মা মধ্যস্থধর্ম্মা চেতি। নির্গুণঃ অবিদ্যমানসত্ত্বাদিগুণঃ। অবীজধর্ম্মা মহাপ্রলয়ে মহদাদীনাং বিকারাণাং প্রকৃতাবিব তস্মিন্নবস্থানাৎ। মধ্যস্থধর্ম্মা সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদিত্য উদাসীনঃ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বৈধর্ম্ম্য।

প্রকৃতি স্বয়ং অচেতনা, ত্রিগুণা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী। অচেতনা অর্থাৎ জড়। ত্রিগুণা অর্থাৎ তুল্যগুণত্রয়বিশিষ্টা। বীজধর্ম্মিণী অর্থাৎ মহদাদিবিকার সকলের বীজরূপে অবস্থিত। প্রসবধর্ম্মিণী অর্থাৎ পুরুষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ক্ষোভ পাইয়া সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করত মহদহঙ্কারাদিক্রমে জগতের প্রসবকর্ত্রী। অমধ্যস্থধর্ম্মিণী অর্থাৎ সুখদুঃখভোগে

উদাসীন নহে সুতরাং সুখদুঃখভোগরতা। পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট, নির্গুণ অপ্রসবধর্ম্মী, অবীজধর্ম্মী, এবং মধ্যস্থধর্ম্মী। নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণরহিত, অবীজধর্ম্মী মহাপ্রলয়ে মহদাদিবিকারের ন্যায় প্রকৃতিতে অনবস্থিত। মধ্যস্থধর্ম্মী অর্থাৎ সুখদুঃখেচ্ছা ও হিংসাদিতে বিরত।

প্রকৃতের্নামান্যাহ।

প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তির্নিত্যা চাবিকৃতিস্তথা।
এতানি তস্যা নামানি পুরুষং যা সমাশ্রিতা॥

প্রকৃতির নাম।—যিনি প্রধান পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার নাম প্রকৃতি, নিত্যাশক্তি এবং অবিকৃতি।

তস্যা গুণানাহ।

সত্ত্বং রজস্তমস্ত্রীণি বিজ্ঞেয়াঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তৈশ্চ যুক্তস্য চিত্তস্য কথয়াম্যখিলান্ গুণান্॥
আস্তিক্যং প্রবিভজ্যভোজনমনুতাপশ্চ তথ্যংবচো
মেধাবুদ্ধিধৃতিক্ষমাশ্চ করুণা জ্ঞানঞ্চ নির্দ্দম্ভতা।
কর্ম্মানিন্দিতমস্পৃহশ্চ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সদৈবাদরাদেতে সত্ত্বগুণান্বিতস্য মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ॥

অস্তি ধর্ম্মমোক্ষপরলোকাদিকমিতি বুদ্ধ্যা চরতীত্যাস্তিকস্তস্য ভাব আস্তিক্যং। অনুতাপ অক্রোধঃ। ধৃতির্ভূতপ্রেতস্মরক্রোধলোভাদ্যাবেশরাহিত্যং। জ্ঞানমাত্মজ্ঞানম্। নির্দ্দম্ভতা কপটাভাবঃ। কর্ম্ম অনিন্দিতং। অস্পৃহঃ নিষ্কামঃ॥

প্রকৃতির গুণ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। এক্ষণে উক্ত গুণত্রয়বিশিষ্ট চিত্তের গুণ সকল কহিতেছি। সত্ত্বাদিযুক্ত মনের গুণ।—আস্তিক্য প্রবিভজ্যভোজন, অনুত্তাপ, সত্য বাক্য, মেধা, বুদ্ধি, ধ্বতি, ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, দম্ভরাহিত্য, কর্ম্ম অনিন্দিত, অস্পৃহ, ও সর্ব্বদা আদরে বিনয়, জ্ঞানি ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণযুক্ত মনের এই সকল গুণ কহিয়া থাকেন।

যিনি ধর্ম্ম, মোক্ষ এবং পরলোকাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাকে আস্তিক এবং তাঁহার গুণকে আস্তিক্য বলে। অনুত্তাপ অর্থাৎ অক্রোধ; ধ্বতি অর্থাৎ ভূত, প্রেত, স্মর, ক্রোধ বা লোভাদিতে আবেশরাহিত্য (অবিচলতা); জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান; দম্ভরাহিত্য অর্থাৎ কপটাভাব; কর্ম্মানিন্দিত অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম; অস্পৃহ অর্থাৎ নিষ্কাম।

অথ রজোগুণযুক্তমনসো লক্ষণম্।

ক্রোধস্তাড়নশীলতা চ বহুলং দুঃখং সুখেচ্ছাধিকা
দম্ভঃ কামুকতাপ্যলীকবচনঞ্চাধীরতাহঙ্কৃতিঃ।
ঐশ্বর্য্যাদভিমানিতাতিশয়িতানন্দোঽধিকঞ্চাটনং
প্রখ্যাতা হি রজোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ॥

অলীকবচনং মিথ্যাকথনং; অটনং পৃথ্বীপরিভ্রমণম্।

নাস্তিক্যং সুবিষণ্ণতাতিশয়িতালস্যং চ দুষ্টা মতিঃ।
প্রীতির্নিন্দিতকর্ম্মশর্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাহর্নিশম্।
অজ্ঞানং কিল সর্ব্বতোঽপি সততং ক্রোধান্ধতা মূঢ়তা।
প্রখ্যাতা হি তমোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ॥

তত্র প্রভূতসত্ত্বস্তু সাত্ত্বিকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
রাজসস্তামসশ্চৈব ত্রিবিধস্তেন মানবঃ॥
ততোঽত্রবস্মহতত্ত্বং বুদ্ধিতত্ত্বাপরাভিধম্।
ত্রিগুণং সত্ত্ববহুলং নির্ম্মলং স্ফটিকোপমম্।

চিচ্ছায়াপ্রাপ্তচৈতন্যং তদিচ্ছামযমীরিতম্।

ততঃ প্রকৃতেস্ত্রিগুণং ত্রয়োগুণা যত্র তচ্চ সত্ত্ববহুলং। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ। যথা নিশ্চলে হ্রদাদৌ বহুদ্রব্যপাতাত্তদীয়ং জলং বর্দ্ধতে তথা চিদ্রূপপুরুষেণাক্রমণাতুল্যগুণত্রয়াত্মিকায়াঃ প্রকৃতের্জ্ঞানরূপপ্রকাশকঃ (১) সত্ত্বগুণোবৃদ্ধঃ। প্রবৃদ্ধসত্ত্বতঃ প্রকৃতেঃ সত্ত্ববহুলং বুদ্ধিতত্ত্বমভবৎ। মহতস্ত্রিগুণাজ্জাতোঽহঙ্কারস্ত্রিগুণান্বিতঃ। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চাপি তামসশ্চেতি স ত্রিধা।

মহতঃ বুদ্ধিতত্ত্বাৎ। ত্রিগুণাৎ, ত্রয়োগুণা যত্র ততঃ। ননু মহত্তত্ত্বং ত্রিগুণযুক্তমেব কিমর্থং মহতস্ত্রিগুণাদিতি বিশেষণং। সত্যং। ত্রিগুণাদিতি পুনর্ব্বিশেষণাদুক্তং সত্ত্ববহুলমিতি বিশেষণমত্র নানুবর্ত্ততে। তেনাহঙ্কারোৎপাদকং মহত্তত্ত্বং ত্রিগুণমপি রজোবহুলং বোদ্ধব্যম্। অহঙ্কারস্য রজোগুণান্বিতমনোধর্ম্মত্বাৎ। অহঙ্কারোঽভিমানব্যাপারলক্ষণঃ।

রাজোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ।

ক্রোধ, তাড়নশীলতা, দুঃখবাহুল্য, অধিক সুখেচ্ছা, দম্ভ, কামুকতা, মিথ্যাবাক্য, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যাভিমান, অতিশয় আনন্দ, অধিক ভ্রমণ, রজোগুণ-যুক্ত মনের এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

তমোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ।

নাস্তিকতা, সুবিষণ্ণতা, অতিশয় আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্ম্ম, মন্দলে সর্ব্বদা প্রীতি, দিবানিশি নিদ্রা, সকল বিষয়ে অজ্ঞানতা, সর্ব্বদা ক্রোধান্ধতা ও মূঢ়তা তমোগুণবিশিষ্ট মনের এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

মানব তিন প্রকার। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। প্রভূতসত্ত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষকে সাত্ত্বিক, প্রভূতরজোগুণবিশিষ্ট পুরুষকে রাজসিক এবং প্রভূততমোগুণ-বিশিষ্ট পুরুষকে তামসিক বলে।

মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বের অপর নাম মাত্র। উহা ত্রিগুণ কিন্তু সত্ত্বাধিক এবং স্ফটিকের স্থায় নির্ম্মল। জ্ঞানচ্ছায়া দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা চিদিচ্ছাময় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"ত্রিগুণ" ও "অধিকসত্ত্বগুণবিশিষ্ট" বিশেষণদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে নিশ্চল হ্রদাদিতে বহুদ্রব্য নিক্ষেপ করিলে যেরূপ তাহার জল বর্দ্ধিত হয়, চিদ্রূপী পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রকৃতিরও তদ্রূপ সত্ত্বগুণাধিক্য হয় এবং সেই সত্ত্বগুণ-বহুল প্রকৃতি হইতে সত্ত্বগুণবহুল বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

ত্রিগুণ মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অহঙ্কার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব; তিনটী গুণ যাহাতে আছে তাহাকে ত্রিগুণ বলে।

পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বকে ত্রিগুণ ও অধিক সত্ত্ব গুণবিশিষ্ট এইরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে উহাকে কেবলমাত্র ত্রিগুণ বলিবার অভিপ্রায় এই যে অহঙ্কারজনক মহত্তত্ত্বও ত্রিগুণ বটে কিন্তু অধিক রজোগুণ বিশিষ্ট। অহঙ্কার রজোগুণান্বিত মনের ধর্ম্ম বলিয়া উহাকে অভিমান-সূচক ব্যাপার বলা যায়।

(১) জ্ঞানহেতুপ্রকাশক ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অহঙ্কারস্ত্রিবিধস্তানাহ সাত্ত্বিক ইত্যাদি।

ত্রিবিধ অহঙ্কারের কার্য্য বলা যাইতেছে।

তস্য ত্রিবিধস্য কার্য্যমাহ।

জাতানি সাত্ত্বিকাত্তস্মাদিন্দ্রিয়াণি সরাজসাৎ।
তানি শ্রোত্রং ত্বচো নেত্রং রসনা নাসিকা তথা॥
বাগ্‌হস্তচরণোপস্থগুদান্যেকাদশো মনঃ।
পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ পূর্ব্বোক্তানীতরাণি তু॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব কথয়ন্তি বিপশ্চিতঃ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বুদ্ধেরাশ্রয়ত্বাৎ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাশ্রয়ত্বাৎ। সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জাতত্বাদিন্দ্রিয়াণি প্রকাশলক্ষণানি সত্ত্বস্য প্রকাশকত্বাৎ॥
মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়ং বিজ্ঞৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়মপি স্মৃতম্।
মনোঽধিষ্ঠিতমেবেদমিন্দ্রিয়ং যৎ প্রবর্ত্ততে॥

সাত্ত্বিক ও রাজসিক অহঙ্কারের যোগে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্য, হস্ত, চরণ, উপস্থ, মলদ্বার, একাদশ মন, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহা পরে বলা যাইবে এই সমস্ত অহঙ্কারের কার্য্য।

বুদ্ধির আশ্রয় বলিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মনকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় কহিয়া থাকেন যেহেতু ইন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠিত।

তত্রেন্দ্রিয়ানাং বিষয়মাহ।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধোহানুক্রমাৎ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ সমাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ॥
বাচ্যং গ্রাহ্যঞ্চ গন্তব্যমানন্দং ত্যাজ্যমেব চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়া জ্ঞানঞ্চঃ বিষয়ো হৃদঃ।
হৃদোমনসঃ।
তামসাদপ্যহঙ্কারাত্তন্মাত্রাণি সরাজসাৎ।
পঞ্চাল্পসত্ত্বসম্বন্ধাৎ তল্লিঙ্গানি ভবন্তি হি॥

শব্দতন্মাত্রকং, স্পর্শতন্মাত্রকং, রূপতন্মাত্রকং, রসতন্মাত্রকং, গন্ধতন্মাত্রকমিতি। তানি তু তল্লিঙ্গানি মোহাদিলিঙ্গানি, তান্যনুদ্ভূতস্বভাবানি বাহ্যেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যাণি। শব্দাদীন্যেব তন্মাত্রাণি, তানি চ যোগিভিরেব গ্রাহ্যাণি। সা সা মাত্রা যস্মিন্ তত্তন্মাত্রম্॥
তন্মাত্রেভ্যো বিয়দ্বায়ুর্বহ্নিবারিবসুন্ধরাঃ।
এতানি পঞ্চ জায়ন্তে মহাভূতানি তৎক্রমাৎ॥
একোত্তরপরিবৃদ্ধ্যা বিয়দাদয়ো জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।] তদ্যথা। শব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দগুণং বিয়জ্জায়তে। শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শগুণো বায়ুর্জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্রসহিতাৎ-রূপতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপগুণো বহ্নির্জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্ররূপতন্মাত্রসহিতাদ্রসতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগুণং বারি জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্ররূপতন্মাত্ররসতন্মাত্রসহিতাদ্গন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণা বসুন্ধরা জায়তে।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা যথাক্রমে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয়। বাচ্য, গ্রাহ্য, গন্তব্য আনন্দ, ত্যাজ্য ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। জ্ঞান মনের বিষয়। তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কারের যোগে পঞ্চ তন্মাত্র এবং অল্প সত্ত্বগুণসম্বন্ধপ্রযুক্ত তল্লিঙ্গ জন্মে। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র সমুদায়ে এই পঞ্চতন্মাত্র।

তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুদ্ভূতস্বভাব বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদিলিঙ্গ। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য। যাহাতে সেই সেই মাত্রা আছে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, বহ্নি জল পৃথিবী ক্রমে এই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধিক্রমে আকাশাদির সৃষ্টি হয়। যথা শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি হয়। শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় তন্মাত্রের যোগে শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুর সৃষ্টি হয়। শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিবিধতন্মাত্রযোগে শব্দাদিত্রিবিধগুণ-বিশিষ্ট বহ্নির সৃষ্টি হয়। এই রূপে শব্দাদিতন্মাত্রচতুষ্টয়ের যোগে শব্দাদিচতুর্গুণযুক্ত জলের উৎপত্তি এবং শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রযোগে শব্দাদিপঞ্চগুণবিশিষ্ট পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অথ মহাভূতানাং গুণানাহ।

শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ঞ্চাপি ছিদ্রাণি চ বিবিক্ততা।
বিয়তঃ কথিতা এতে গুণা গুণবিচারিভিঃ॥

বিবিক্ততাঃ শারীরাণাং ভাবানাং শিরাস্নায়ুস্থিপেশীপ্রভৃতীনাং (১) জাতিব্যক্তিভ্যাং মিথঃ-পৃথক্‌করণম্ (২)॥

স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়ঞ্চাপি লঘুতা স্পন্দনং তনোঃ।
চেষ্টাঃ সর্ব্বশরীরস্য বায়োরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
রূপং নেত্রেন্দ্রিয়ং পাকঃ সন্তাপস্তীক্ষ্ণতা তথা।
বর্ণো ভ্রাজিষ্ণুতামর্ষঃ শৌর্য্যং বহ্নের্গুণা অমী॥

(১) শিরাত্বগস্থিপেশীপ্রভৃতীনামিতি বা পাঠঃ।
(২) পৃথক্ত্বমিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

রূপং লাবণ্যম্। পাকঃ উদরাগ্নিনা আহারাদিপাকঃ। সন্তাপঃ ঔষ্ণ্যম্। 'তীক্ষ্ণতা' আশুকারিতা। বর্ণো গৌরাদিঃ। ভ্রাজিষ্ণুতা দীপ্তিঃ। অমর্ষঃ ক্রোধঃ।

রসো রসেন্দ্রিয়ং শৈত্যং স্নেহশ্চ গুরুতা তথা।
সর্ব্বদ্রবসমূহশ্চ শুক্রং বারিগুণাঃ স্মৃতাঃ (১)।
গন্ধো ঘ্রাণেন্দ্রিয়ঞ্চাপি কাঠিন্যং গৌরবং তথা।
বসুন্ধরাগুণা এতে গদিতা গুণবেদিভিঃ (২)।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তৎক্রমাৎ।
তন্মাত্রাণাং বিশেষাঃ স্যুঃ স্থূলভাবমুপাগতাঃ॥

তৎক্রমাৎ শব্দতন্মাত্রাদিক্রমাৎ বিশেষাঃ অনুভবযোগ্যৈঃ সুখদুঃখমোহরূপৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিশিষ্যন্ত ইতি বিশেষাঃ। অত্র কর্ম্মণি ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। তন্মাত্রাণি ত্ববিশেষাণি। যতস্তান্যনুভবযোগ্যৈঃ সুখাদিভির্ব্বিশেষ্টুং ন শক্যন্তে অতিসূক্ষ্মত্বাৎ।
প্রকৃতেঃ কারণাযোগাম্মতা প্রকৃতিরেব সা।]
মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত শক্তের্ব্বিকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।]

প্রকৃতিরেব কারণমেব নতু কস্যচিৎ কার্য্যমেবেতি। মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি, শক্তেঃ প্রকৃতের্ব্বিকৃতয়ঃ কার্য্যাণি।

ইন্দ্রিয়াণাং চ ভূতানাং কারণত্বান্মহর্ষিভিঃ।]
মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত প্রোক্তাঃ প্রকৃতয়োঽপি চ।]

তথা সতি প্রকৃতির্ম্মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।

দশেন্দ্রিয়াণি চিত্তঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতানি সৃষ্টিং জানদ্ভির্ব্বিকারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
বিকারাঃ কার্য্যাণি।
এবং চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ সিদ্ধে বপুর্গৃহে ততঃ।
জীবাত্মা নিয়তের্ন্নিম্নো বসতি স্বাত্মভূতবান্॥

(১) মতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
(২) কথিতা গুণবাদিভিরিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

মহাভূতের গুণ।

শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়, ছিদ্রসকল ও বিবিক্ততা গুণাগুণবিচারক পণ্ডিতেরা আকাশের এই কয়টী গুণ কহিয়া থাকেন।

শারীরিক স্রাব ও শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পেশি প্রভৃতির জাতিত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরস্পর বিভিন্নতাকে বিবিক্ততা কহে। স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, শরীরের লঘুতা ও স্পন্দন এবং সর্ব্বশরীরের চেষ্টা, বায়ুর এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষ্ণতা বর্ণ, ভ্রাজিষ্ণুতা, অমর্ষ এবং শৌর্য্য বহ্নির এই সকল গুণ উক্ত আছে। রূপ অর্থাৎ লাবণ্য; পাক অর্থাৎ জঠরাগ্নিদ্বারা আহারপাক; সন্তাপ অর্থাৎ উষ্ণতা; তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ আশুকারিতা; বর্ণ গৌরাদি; ভ্রাজিষ্ণুতা অর্থাৎ দীপ্তি; অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ।

রস, রসেন্দ্রিয়, শৈত্য, স্নেহ, শুক্লতা, সমুদায় দ্রবপদার্থ ও শুক্র জলের এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কাঠিন্য, ও গৌরব গুণজ্ঞব্যক্তিরা পৃথিবীর এই সকল গুণ কহিয়া থাকেন।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদিক্রমে তন্মাত্র স্থূলভাবাপন্ন হইয়া বিশেষ হয়। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদি রূপে অনুভবযোগ্য সুখ, দুঃখ বা মোহাদি ধর্ম্মের দ্বারা তন্মাত্রকে প্রভেদ করা যায়। বস্তুতঃ তন্মাত্রসকল অবিশেষ; কারণ সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত অনুভবযোগ্য সুখাদিদ্বারা উহাদিগকে বিশেষ করিতে পারা যায় না।

প্রকৃতি অকারণ এই জন্য উহা প্রকৃতি বলিয়াই খ্যাত। মহত্তত্ত্বাদি সাতটী শক্তির বিকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ প্রকৃতি স্বয়ং কারণ, কাহারও কার্য্য নহে। মহত্তত্ত্বাদি সাতটী অর্থাৎ মহান্ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি। বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য।

মহত্তত্ত্বাদি সাত শক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ও ভূতের কারণ বলিয়া মহর্ষিরা মহত্তত্ত্বাদিকেও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। অতএব প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটী প্রকৃতি। দশ ইন্দ্রিয় মনও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টিজ্ঞব্যক্তিরা এই ষোড়শটী বিকার কহিয়া থাকেন। বিকার অর্থাৎ কার্য্য।

অষ্টপ্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধ হইলে নিয়তির নিয়, আত্তদূতবান্ আত্মা এই শরীরগৃহে বাস করেন।

অত্র শব্দাদীনাং বিয়দাদিমহাভূতানাং ধর্ম্মিভ্যোঽভিন্নতয়া পৃথক্ত্বং নিরস্যন্ ভূতানাং তত্ত্বানামুপসংহারভাবমাহ চতুর্ব্বিংশতিভিরিতি। তানি চ প্রকৃতয়োঽষ্টৌ বিকারাঃ ষোড়শেতি। মহত্তত্ত্বানি প্রকৃত্যাদীনাং ভাবাঃ নিয়তেঃ শুভাশুভকর্ম্মণঃ, নিয় আয়ত্তঃ, আত্তদূতবান্ মনোদূতযুক্তঃ স দেহী কথ্যতে, পাপপুণ্যদুঃখসুখাদিভিঃ ব্যাপ্তো বদ্ধশ্চ মনসা কৃত্রিমৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ স জীবাত্মা তস্য দেহিনঃ শরীরজীবাত্মনো সং-

যোগকারকেণ মনসা সংযোগে যে যে গুণা উৎপদ্যন্তে তানাহ।

ইচ্ছাদ্বেষদুঃখসুখানি বিষয়জ্ঞানং প্রযত্নো মনঃ সংকল্পশ্চ বিচারণা স্মৃতিরথো বুদ্ধিঃ কলাবিজ্ঞতা। প্রাণস্যোপরিযাপনং গুদবসাদ্বায়োরধঃ প্রেরণং নেত্রোন্মেষনিমেষকৃত্যকরণোৎসাহাশ্চ জীবে গুণাঃ।

ইচ্ছা সুখহেতুরভিলাষঃ। দ্বেষো দুঃখহেতুর্মনঃ-প্রবৃত্তিঃ। সুখং প্রীতিঃ। দুঃখমপ্রীতিঃ। বিষয়-জ্ঞানং শব্দাদিজ্ঞানম্। প্রযত্নঃ কার্য্যে তাৎপর্য্যং। মনঃ সংশয়াত্মকং, তস্য কর্ম্ম সংকল্পঃ। বিচারণা উহাপোহাভ্যাং বস্তুনির্দ্দেশঃ। স্মৃতিঃ পূর্ব্বানু-ভূতস্যার্থস্য স্মরণম্। বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা। কলা-বিজ্ঞতা শিল্পশাস্ত্রাদিবোধঃ। প্রাণস্য হৃদয়-স্থিতস্য বায়োঃ উপরিযাপনম্, মুখাদিপ্রতি-নয়নম্। গুদবসাদ্বায়োরধঃপ্রেরণং, অপানস্যাধঃ প্রেরণং। নেত্রোন্মেষনিমেষৌ নেত্রয়োরুন্মীলন-নিমীলনৌ। কৃত্যকরণোৎসাহঃ কার্য্যারম্ভে সাম-র্থ্যোনোৎসাহঃ। জীবে মনোযুক্তস্য জীবাত্ম-নোহমী ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমম্মিশ্র-ভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে সৃষ্টি-প্রকরণং।

অনন্তর শব্দাদি তন্মাত্র ও আকাশাদি মহাভূত এই উভয়ের গুণের অভিন্নতা-প্রযুক্ত পৃথক্‌ত্বপরিহারপূর্ব্বক উক্ত তত্ত্বের উপসংহার কহিতেছেন—

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির ভাব, নিয়তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম। নিয় অর্থাৎ আয়ত্ত; আত্মদূতবান্ অর্থাৎ মনোদূত-যুক্ত।

সেই দেহী, পাপ, পুণ্য, সুখ, ও দুঃখা-দিতে আচ্ছন্ন হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মবন্ধন দ্বারা মনেতে বদ্ধ আছে। পরে সেই জীবাত্মা, শরীরও জীবাত্মার সংযো-জক মন এই তিনের সংযোগে যে যে গুণ উৎপন্ন হয় তাহা কহিতেছেন।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযত্ন, মন, সংকল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, কলাবিজ্ঞতা, প্রাণের উপরিযাপন, গুদদ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ, চক্ষের উন্মী-লন ও নিমীলন, কৃত্যকরণে উৎসাহ জীবে এই সকল গুণ অবস্থিতি করে।

'ইচ্ছা' অর্থাৎ সুখহেতু অভিলাষ। "দ্বেষ" দুঃখহেতু। মন অর্থাৎ প্রবৃত্তি। সুখ অর্থাৎ প্রীতি, দুঃখ-অপ্রীতি; "বিষয়জ্ঞান" শব্দাদিজ্ঞান, প্রযত্ন-কার্য্যতাৎপর্য্য। "মন" সংশয়াত্মক মন। "সংকল্প" মনের কর্ম্ম, (বিচারণা) চেষ্টাও নিশ্চেষ্টা দ্বারা বস্তু-নির্ণয়। (স্মৃতি) পূর্ব্বানুভূত অর্থের স্মরণ; বুদ্ধি-নিশ্চয়াত্মিকা। (কলাবিজ্ঞতা) শিল্প-শাস্ত্রাদিবোধ। প্রাণের অর্থাৎ হৃদয়স্থিত বায়ুর (উপরিযাপন) মুখাদিতে প্রেরণ। গুদ দ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ অর্থাৎ অপান বায়ুর অধঃপ্রেরণ। কৃত্যকরণের উৎসাহ অর্থাৎ কার্য্যারম্ভে সামর্থ্য-প্রযুক্ত উৎসাহ, জীবে অর্থাৎ মনোযুক্ত জীবা-ত্মাতে এই সকল গুণ অর্থাৎ ইচ্ছাদিগুণ আছে।

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়—শ্রীমম্মিশ্রভাববিরচিত ভাব প্রকাশে সৃষ্টিপ্রকরণ।

অথ গর্ভোৎপত্তি ক্রমঃ।

চিকিৎসায়াং শরীরী হ্যধিকৃতঃ। স শরীরী যথোৎপদ্যতে তথোধয়িতুং গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ॥ গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী।

চিকিৎসাতে শরীরধারী ব্যক্তিই অধিকারী। অতএব সেই শরীরী যে রূপে উৎপন্ন হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত গর্ভোৎপত্তির ক্রম বলা যাইতেছে।

রজস্বলা নারীই গর্ভোৎপত্তির আধার। তজ্জন্য প্রথমে রজস্বলার লক্ষণ কহিতেছি।

ততোরজস্বলাস্বরূপমাহ।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥
সর্ব্বাসামেব চতুর্বর্ণস্ত্রীণাং সর্ব্ববাদিসম্মতঃ পূর্ব্বোক্তঃ সময়ঃ। গ্রন্থান্তরে তু বিশেষঃ। তদ্যথা। স্নানদিবসাদূর্দ্ধং দ্বাদশরাত্রাবধি ব্রাহ্মণ্যাঃ। দশরাত্রাবধি ক্ষত্রিয়ায়াঃ। অষ্টরাত্রাবধি বৈশ্যায়াঃ। ষড়্‌রাত্রাবধি শূদ্রায়া গর্ভধারণে শক্তিঃ॥

রজস্বলাস্বরূপ।

দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ভগদ্বার হইতে প্রতি মাসে স্বভাবতঃ রজোনিঃসরণ হয়। ঋতুস্নানদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভগ্রহণের প্রশস্ত কাল।

চাতুর্ব্বর্ণীয় নারীরই পূর্ব্বোক্তকাল সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও গ্রন্থান্তরে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা ব্রাহ্মণীর ঋতুস্নান দিবস হইতে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ার দশরাত্রাবধি, বৈশ্যার অষ্টরাত্রাবধি এবং শূদ্রাস্ত্রীর ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভধারণে শক্তি বিহিত আছে।

অথ রজস্বলায়া নিয়মানাহ।

আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ॥
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাচরেৎ।
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্॥
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণম্।
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

রজস্বলার নিয়ম।

ঋতুস্নানদিবস হইতে স্ত্রী তিন দিবস অহিংসা, ব্রহ্মচারিণী ও কুশশয্যাশায়িনী হইয়া পতি বা অন্য পুরুষকে অবলোকন করিবে না। হস্তে বা শরাবে কিম্বা পত্রে দিবসত্রয় হবিষ্যান্ন আহার করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, তৈলমর্দ্দন, সুগন্ধলেপন, চক্ষুঃদ্বয়ে কজ্জললেপন, স্নান, দিবানিদ্রা, দ্রুতগমন, অতি উচ্চশব্দশ্রবণ, হাস্য, বহুবাক্যপ্রয়োগ, পরিশ্রম, ভূমিখনন, বায়ুসেবন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

এতস্যানিয়মকরণে দোষমাহ।

অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা লোভাদ্বা দৈবতশ্চ বা।
সা চেৎ কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি গর্ভো দোষাংস্তদাপ্নুয়াৎ॥
এতস্যা রোদনাদ্গর্ভো ভবেদ্বিকৃতলোচনঃ।
নখচ্ছেদেন কুনখী কুষ্ঠী ত্বভ্যঙ্গতো ভবেৎ॥
অনুলেপাত্তথা স্নানাৎ দুঃখশীলোঽঞ্জনাদ্দৃক্‌-
স্বাপশীলো দিবাস্বাপাচ্চঞ্চলঃ স্যাৎ প্রধাবনাৎ॥

অত্যুচ্চশব্দশ্রবণাদ্বধিরঃ খলু জায়তে।
তালুদন্তৌষ্ঠজিহ্বাসু শ্যাবো হসনতো ভবেৎ॥
প্রলাপী ভূরিকথনাদুন্মত্তশ্চ পরিশ্রমাৎ।
স্খলতে ভূমিখননাদুন্মত্তো বাতসেবনাৎ॥

উক্ত নিয়মলঙ্ঘনের ফল।

অজ্ঞানত কিম্বা ভ্রমে কিম্বা লোভে কি দৈবাৎ যদি ঋতুমতী স্ত্রী নিষিদ্ধ কার্য্য আচরণ করে তাহা হইলে গর্ভ দোষপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের রোদনে গর্ভ বিকৃত-লোচন হয়, নখচ্ছেদনে কুনখী, তৈলাভ্যঙ্গে কুষ্ঠী, সুগন্ধলেপনে বা স্নানে দুঃখী, কজ্জলধারণে দৃষ্টিশূন্য, দিবা স্বপনে নিদ্রালু, দ্রুতগমনে চঞ্চল, অত্যুচ্চ-শব্দশ্রবণে নিশ্চয় বধির হয়, হাস্যদ্বারা তালু দন্ত ওষ্ঠ ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, অনেক কথা কহিলে গর্ভস্থ জীব প্রলাপী এবং পরিশ্রম দ্বারা উন্মত্ত হয়। ভূমিখননে স্খলিত হয় এবং বায়ুসেবনেও উন্মত্ত হয়।

অথ রজস্বলাকৃত্যং।

পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্॥
প্রিয়মিতি ভর্ত্তর্য্যনাসন্নে পুত্রাদিকমপি পশ্যেৎ।
চতুর্থাদিদিবসেঽপি রজোনিবৃত্তৌ স্ত্রী পত্যা সঙ্গচ্ছেৎ নতু রজোঽনিবৃত্তৌ। যত আহ।
প্রবহৎসলিলে ক্ষিপ্তং দ্রব্যং গচ্ছত্যধো যথা।
তথা বহতি রক্তে তু ক্ষিপ্তং বীর্য্যমধো ব্রজেৎ॥
তত্র গর্ভাধানে নিষিদ্ধং বিহিতং চ কালং তয়োঃ ফলঞ্চাহ।

রজস্বলাকৃত্য।

রজস্বলা নারী ঋতুস্নান করিয়া প্রথমে যেরূপ মনুষ্যকে দেখে তদ্রূপ পুত্র জন্মায়। তজ্জন্য অগ্রে পতিকে বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিবে। প্রিয়ব্যক্তি অর্থাৎ পতি নিকটে না থাকিলে পুত্রকে দেখিবে।

চতুর্থাদি দিবসে রজোনিবৃত্তি হইলে স্ত্রী পতির সহিত সঙ্গম করিবে রজো নিবৃত্তি না হইলে করিবে না। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে স্রোতবিশিষ্ট জলে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে সেই দ্রব্য যেমন নিম্নগামী হয় তদ্রূপ রক্তপ্রবহন-কালে ক্ষিপ্ত বীর্য্য বহির্গমন করে অর্থাৎ নিষ্ফল হয়।

অনন্তর গর্ভকৃত্য এবং গর্ভাধানের নিষিদ্ধও বিহিত এই উভয়বিধ কালের ফল কহিতেছেন।

অথ ভর্ত্তৃকৃত্যং।

আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্।
দ্বিতীয়েঽপি দিনে রক্তো ত্যজেদৃতুমতীং তথা॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্ব্বিকলাঙ্গকঃ॥
অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্যাদষ্টমী দশমী তথা।
দ্বাদশী বাপি যা রাত্রিস্তস্যাং তাং বিধিনা ভজেৎ॥
বিধিনা গর্ভাধানোক্তবিধিনা।
অত্রোত্তরোত্তরং বিদ্যাদায়ুরারোগ্যমেব চ।
প্রজা সৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চাভিগমাৎ ফলম্॥
মনোভবাগারমুখেঽবলানাং তিস্রো ভবন্তি প্রমদা-জনানাম্।
সমীরণা চন্দ্রমসী চ গৌরী বিশেষমাসামুপ-বর্ণয়ামি॥
প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণা নাম বিশে-ষনাড়ী।
তস্যা মুখে যৎপতিতং তু বীর্য্যং তন্নিষ্ফলং স্যাদি-তি চন্দ্রমৌলিঃ॥

যা চাপরা চান্দ্রমসী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা।
সা সুন্দরী যোষিতমেব সূতে সাধ্যা ভবেদল্প-রতোৎসবেষু॥
গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাৎ।
পুত্রং প্রসূতে বহুধাজনানাং কষ্টোপভোগ্যাৎ সুরতোপবেশৎ॥

ভর্ত্তৃকৃত্য।

আয়ুঃক্ষয় হইবার ভয়ে ভর্ত্তা রজস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিন পরিত্যাগ করিবে। দ্বিতীয় দিবসেও তাহার সহিত রতিক্রিয়া ত্যাগ করিবে; কারণ উক্ত দিবসে গর্ভ জন্মাইলেও রক্ষা পায় না। তৃতীয় দিবসে আহিতগর্ভে সন্তান হইলে অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হয়। অতএব ঋতুর তিন দিবস অবশ্য পরিত্যাজ্য। সুতরাং চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, বা দ্বাদশী রাত্রিতে গর্ভোক্ত-বিধানে স্ত্রীগমন করিবে। এই কয় রাত্রির মধ্যে চতুর্থী রাত্রিতে গমন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে আরোগ্যলাভ, অষ্টমীতে সৌভাগ্য, দশমীতে ঐশ্বর্য্য এবং দ্বাদশী রাত্রিতে বলবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীদিগের ভগদ্বারে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী নামক তিনটী নাড়ী আছে। তাহাদের প্রত্যেকের গুণাগুণ বলা যাইতেছে। চন্দ্রমৌলি কহেন মদনের ছত্রে (ভগে) প্রধানভূতা সমীরণ নামে যে নাড়ী আছে তাহার মুখে বীর্য্য পতিত হইলে নিষ্ফল হয়। আর চান্দ্রমসী নামে কন্দর্পগৃহে (ভগে) যে প্রধান নাড়ী আছে তাহা অল্প সুরতক্রিয়াতেই সাধ্য হয় এবং কন্যা প্রসব করে। আর গৌরী নামে যে প্রধানভূতা নাড়ী আছে তাহা স্বভাবতঃ পুত্র প্রসব করে। উহা অল্প রতিক্রিয়াতে সাধ্য নহে।

যুগ্মাযুগ্মরাত্রীনাং ফলমাহ।

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তত্র পুংসং দম্পত্যোঃ সম্ভোগে যাদৃক্ পুরুষং-তাদৃগুচ্যতে॥
স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধিঃ সুমনোঽর্চ্চিতঃ।
ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বূলবদনস্তস্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥

যুগ্মাযুগ্মরাত্রির ফল।

যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে কন্যা জন্মে। এক্ষণে স্ত্রীসম্ভোগে পুরুষের যেরূপ নিয়ম কথিত আছে তাহা কহিতেছি। পুরুষ স্নানান্তর চন্দনাদি দ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া সুগন্ধ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে এবং উত্তম বেশভূষা ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক তাম্বূলবদনে স্ত্রীতে অনুরক্ত, অতিশয় কামাসক্ত ও পুত্রার্থী হইয়া, শুভশয্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে।

তত্রাযোগ্যং পুরুষমাহ।

অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুধান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্।

তত্র স্ত্রী যাদৃশী যোগ্যা তাদৃগুচ্যতে।

পুরুষস্য গুণৈর্যুক্তা বিহিতাঙ্গমভোজনা।
নারী ঋতুমতী পুরু[illegible]

অযোগ্যপুরুষের কর্ত্তব্য।

অতিভুক্ত, অধৃতি, ক্ষুধার্ত্ত, ব্যথিতাঙ্গ ও পিপাসিত ব্যক্তি অথবা বালক, বৃদ্ধ, অন্যবেগার্ত্ত এবং রোগী ব্যক্তি মৈথুন পরিত্যাগ করিবে।

যোগ্যা স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

নারী পরিমিত ভোজন করিয়া কামাসক্তা ও পুত্রার্থিনী হইয়া প্রশস্ত দিনে পুরুষের সহিত সহবাস করিবে।

তত্রাযোগ্যাং স্ত্রিয়মাহ।

রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাৎ যোনিরোগিণী।
বয়োঽধিকা চ নিষ্কামা মলিনা গর্ভিণী তথা॥
এতাসাং সঙ্গমাৎপুংসাং বৈগুণ্যানি ভবন্তি হি।
তত্র রজস্বলা দিনত্রয়ং যাবদৃতৌ নিষিদ্ধা॥

যত উক্তম্।

প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী পুংসাং যথা বর্জ্যা তথাঙ্গনা॥
ব্যাধিমতী চ বর্জ্যা। তত্র স্ত্রীণাং ব্যাধয়ঃ প্রদরাদয়স্তদযুক্তা নিষিদ্ধা। তত্রাপি বিশেষাৎ যোনিরোগিণী॥

অযোগ্যা স্ত্রী।

রজস্বলা, ব্যাধিমতী যোনিরোগিণী, বয়োধিকা, নিষ্কামা, মলিনা, এবং গর্ভিণী স্ত্রী গমন করিলে পুরুষের অনেক বৈগুণ্য জন্মে। রজস্বলার প্রথম তিন দিন সম্ভোগনিষেধ; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিবসে চণ্ডালিনী, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয়ে রজকী কাল। যোনি অর্থাৎ [illegible] দিবস স্ত্রী-সহবাস পরিত্যাগ করিবে। প্রদরাদিরোগবিশিষ্ট বিশেষতঃ যোনিরোগবিশিষ্ট নারী ত্যাজ্যা।

গর্ভাবতরণক্রমমাহ।

কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে॥
গর্ভঃ শুদ্ধঃ। অশুদ্ধগর্ভস্তু শুক্রশোণিতয়োরপি দম্পত্যোর্ভবতি। যত আহ।
দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতমিতি॥
কুষ্ঠং সংজাতং যস্য তৎ কুষ্ঠিতম্। অত্র তারকাদিত্বাদিতচ্প্রত্যয়ঃ।
যত্তু বাতাদিদুষ্টরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থাঃ (ইতিসুশ্রুতঃ) তত্তু শুদ্ধপ্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ইতি বোদ্ধব্যং।
রোগাদিনাশুদ্ধাস্তু প্রজাঃ বাতাদিদুষ্টশুক্রা অপি জনয়ন্তি। কন্যান্ধবধিরপঙ্গ্বাদিসম্ভবাৎ।
ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থঃ রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ।
বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে॥
তৎ সংক্রম্যার্ত্তবমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ॥

গর্ভাবতরণের ক্রম।

কামপ্রযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংযোগে শুদ্ধ শোণিত ও শুক্র হইতে নারীদিগের গর্ভ হয়। ঐ জাতগর্ভকে বাল্যগর্ভ কহে। পূর্ব্বোক্ত গর্ভ শুদ্ধ। অশুদ্ধ গর্ভ স্ত্রীপুরুষের অশুদ্ধ শুক্র ও শোণিতের সংযোগে হয়। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা

স্ত্রীপুরুষের যদি কুষ্ঠরোগ থাকে তাহা

হইলে তাহাদের শুক্র ও শোণিত দুষ্ট হয়। সুতরাং ঐ দুষ্ট শুক্রশোণিতে জাত বালক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। "বাতরোগাদিদ্বারা দুষ্টবীর্য্য ব্যক্তি পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হয় না" এই সুশ্রুতবাক্য শুদ্ধসন্তানোৎপাদন পক্ষে নহে, উহা অশুদ্ধসন্তানোৎপাদনবিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ বাতাদি জন্য, দুষ্টবীর্য্যে শুদ্ধ পুত্র উৎপাদন অসম্ভব; সুতরাং উক্ত বীর্য্য দ্বারা জন্মান্ধ, বধির, পঙ্গু প্রভৃতি অশুদ্ধ পুত্র জন্মাইবারই অধিক সম্ভাবনা। কামোন্মত্ততাপ্রযুক্ত ঋতুকালে স্ত্রীপুরুষের সংযোগে মেঢ্র ও যোনির পরস্পর ঘর্ষণে শরীরের উষ্ণবায়ু দ্বারা আহত হইয়া পুরুষের শরীরস্থ শুক্র দ্রব হয়। ঐ দ্রব শুক্র বায়ুভরে মেহন মার্গদ্বারা নারীর ভগে পতিত হয়। পরে গর্ভাশয়ের প্রতি গমনপূর্ব্বক তথায় শুক্রবৎ আগত আর্ত্তবের সহিত যুক্ত হয়।

গর্ভাশয়স্য স্বরূপমাহ।

শঙ্খনাভ্যাকৃতি র্যোনি স্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ ॥
গর্ভশয্যায়া মুখং রোহিতমৎস্যস্যেব ভবতি। যথা চ রোহিতমৎস্যস্য স্থিতির্জলে ভবতি তথা পিত্তাশয়পক্বাশয়মধ্যে গর্ভশয্যায়াঃ স্থিতির্ভবতি। রূপমপি তস্যেব ভবতি, যথা রোহিতস্য মুখং স্বল্পমাশয়স্তু মহানিত্যর্থঃ ॥
শুক্রার্ত্তবসমাস্নেষো যদৈব খলু জায়তে।
জীবস্তদৈব বিশতি যুক্তশুক্রার্ত্তবান্তরং ॥
সূর্য্যাংশোঃ সূর্য্যমণিত উভয়স্মাদ্‌যুতাদ্যথা।
বহ্নিঃ সঞ্জায়তে জীবস্তথা শুক্রার্ত্তবাদ্‌যুতাৎ ॥
আত্মানাদিরনন্তশ্চাব্যক্তো বক্তুং ন শক্যতে।
চিদানন্দৈকরূপোঽয়ং মনসাপি ন গম্যতে ॥
এবংভূতোঽপি জগতো ভাবিনীবলবত্তয়া।
অবিদ্যাস্বীকৃতে কর্ম্মবশো গর্ভং বিশত্যসৌ ॥
গর্ভং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়ম্।
স এব বেত্তা রসনো দ্রষ্টা ঘ্রাতা স্পৃশত্যসৌ।
শ্রোতা বক্তা চ কর্ত্তা চ গন্তা রন্তোৎসৃজত্যপি ॥
দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ॥
ঋতৌ রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাত্মকে, কালে।
যোনিরত্র ধরাদ্বারম্ ॥
বীজেঽত্রব্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ ॥
ধর্ম্মস্তদিতরোঽধর্ম্মস্তৌ পুরঃসরৌ যয়োঃ। তেন যমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভবত ইত্যর্থঃ।
আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে যথেচ্ছা পরমেশ্বরী ॥
নন্বেবং সতি কথং পুত্রোৎপত্তিঃ সদৈবার্ত্তবস্যৈব বাহুল্যাৎ। যত উক্তম্। আর্ত্তবং চতুরঙ্গুলিপ্রমাণং, শুক্রং প্রসৃতিমাত্রমিতি ॥
বাগ্‌ভটেঽপ্যুক্তমাত্রেয়াদিভিঃ।
মজ্জমেদোবসামূত্রপিত্তশ্লেষ্মশকৃদসৃক্।
রসো জলং, চ দেহেঽস্মিন্নেকৈকাঞ্জলিবর্দ্ধিতম্ ॥
পৃথক্ চ প্রসৃতং প্রোক্তমোজোমস্তিষ্করেতসাম্।
দ্বাবঞ্জলী তু দুগ্ধস্য চত্বারো রজসস্তু তে ॥
সমধাতোরিদং মানং বিদ্যাৎ বৃদ্ধিক্ষয়াদ্‌তইতি। নৈবং। যতো গর্ভাশয়স্থমেব শুক্রমার্ত্তবং চ গর্ভোৎপত্তিহেতুঃ। শুক্রং কদাচিদত্যন্তহর্ষবশাৎ দুগ্ধাদিশুক্রলভ্যদ্রব্যসেবনাৎ শুক্রবাহুল্যাৎ গর্ভাশয়ে বহু স্রবতি। কদাচিদ্বৈমনস্যাদিনা শুক্রাল্পত্বাচ্চাল্পমিতি। এবমার্ত্তবমপীতি ন দোষঃ।

গর্ভাশয়ের স্বরূপ।

যোনির আকার শঙ্খনাভির ন্যায়এবং উহার তিনটী আবর্ত্ত আছে। তাহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিত আছে। রোহিত মৎস্যের সংস্থান ও মুখের ন্যায়, পণ্ডিতেরা গর্ভশয্যার সংস্থান ও মুখ কহিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে গর্ভশয্যার মুখ রোহিত মৎস্যের মুখের তুল্য এবং রোহিত মৎস্য যেরূপ জলে অবস্থিতি করে তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে গর্ভশয্যার স্থিতি জানিবে। গর্ভশয্যার আকার ও তাহার ন্যায় অর্থাৎ রোহিত মৎস্যের মুখ যেরূপ ক্ষুদ্র কিন্তু আশয় মহৎ, তদ্রূপ গর্ভশয্যার মুখ ক্ষুদ্র হইলেও উহার আশয় মহৎ। সূর্য্যমণি ও সূর্য্যকিরণের সংযোগে যেরূপ অগ্নিজন্মে, সেইরূপ শুক্রশোণিতের যোগে জীবসঞ্চার হয়। অর্থাৎ অনন্ত, অব্যক্ত, চিদানন্দস্বরূপ, একরূপী এবং মন ও বাক্যের অগম্য আত্মা জগতের উৎপত্তিহেতু মায়াময় হইয়া গর্ভে প্রবেশ করে। গর্ভে অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময় গর্ভে। সেই জীবাত্মা আস্বাদন, দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ, কথন, গমন, পরিজ্ঞান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ দেহ পরিত্যাগ করে। দিনান্তে পদ্ম যেরূপ সঙ্কুচিত হয় তদ্রূপ ঋতুকাল অতীত হইলে স্ত্রীলোকের যোনি মুদ্রিত হয়। ঋতুকাল অর্থাৎ রজোদর্শন হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত কাল। যোনি অর্থাৎ ধরাধার। বীজ অন্তর্ব্বায়ুদ্বারা ভিন্ন হইয়া কুক্ষিতে আগমন পূর্ব্বক দুই যমজ জীব উৎপন্ন করে। ঐ যমজ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মসম্ভূত।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে শুক্রের আধিক্যে পুত্র, শোণিতের আধিক্যে কন্যা এবং উভয়ের সমতায় নপুংসক জন্মায়। যদি এরূপ বলা যায় যে শরীরে স্বভাবতঃ শোণিতের পরিমাণ অধিক অতএব সকল সময়েই কন্যা না হইয়া পুত্রোৎপত্তি হয় কেন? যেহেতু শাস্ত্রেউক্ত আছে যে শরীরে শোণিত চতুরঞ্জলিপ্রমাণ এবং শুক্র এক প্রসৃতিপ্রমাণ আছে। প্রসৃতি অর্থাৎ এক গণ্ডুষ মাত্র।

বাগ্‌ভটে ও আত্রেয়াদি মুনিগণ কহিয়াছেন।

মজ্জা, মেদ, বসা, মূত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা বিষ্ঠা, রক্ত, রস, জল দেহে ইহাদিগের পরিমাণ উত্তরোত্তর এক অঞ্জলি করিয়া বর্দ্ধিত আছে। তেজ, মস্তিষ্ক ও শুক্র ইহাদের পৃথক্ অঞ্জলি উক্ত হইয়াছে। দুগ্ধের পরিমাণ দুই অঞ্জলি ও রক্তের চারি অঞ্জলি। বৃদ্ধিক্ষয় ভিন্ন সমধাতুর এই পরিমাণ জানিবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিতই গর্ভোৎপত্তির হেতু। শরীরস্থ শুক্র ও শোণিত নহে। কখন অতিশয় হর্ষপ্রযুক্ত, অথবা দুগ্ধাদি শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন প্রযুক্ত সঙ্গমকালীন গর্ভাশয়ে অনেক পরিমাণে শুক্রস্রাব হয়। কখন চিন্তা প্রযুক্ত অল্প পরিমাণে শুক্র স্রাব হয়। শোণিতেরও এইরূপ জানিবে। অতএব শরীরে যে

পরিমাণে শুক্র বা শোণিত থাকুক না কেন গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পুত্রকন্যাদির উৎপত্তি হয়।

সুশ্রুতঃ পুনরাহ।

বৈলক্ষণ্যাচ্ছরীরাণামস্থায়িত্বাত্তথৈব চ।
দোষধাতুমলানাং তু পরিমাণং ন বিদ্যতে॥

বৈলক্ষণ্যাৎ দীর্ঘহ্রস্বকৃশাদিভেদেন সাদৃশ্যাভাবাৎ। অস্থায়িত্বাৎ বয়োঽহর্নিশর্তুভুক্তেষ্বেকমাত্রানবস্থানাৎ এবং তামভিসঙ্গম্য পুনর্মাসাদৃত্তেদসৌ মাসাদূর্দ্ধমিতি শেষঃ। অর্ব্বাগ্‌গমনেন গর্ভস্রাববিঘট্টনাৎ গর্ভচ্যুতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কেচিত্তু, পুনঃ পুষ্পদর্শনেন গর্ভালাভনিশ্চয়ে মাসাদূর্দ্ধং গচ্ছেৎ। লব্ধগর্ভাস্তু নৈব গচ্ছেদিতি বদন্তি। তত্র পরিহার্য্যপরিহারার্থং সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লক্ষণমাহ।

শুক্রশোণিতয়োর্যোনেরস্রাবোথ প্রমোদ্ভবঃ
সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃ স্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ।

অথ তস্যা এবোত্তরকালীনং লক্ষণমাহ।

স্তনয়োর্ম্মুখকার্ষ্ণ্যং স্যাদ্রোমরাজ্যুদ্গম স্তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ॥
ছর্দ্দয়েৎপথ্যভুক্তাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনঞ্চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গ উচ্যতে।

সুশ্রুত ও কহিয়াছেন। শরীরের বৈলক্ষণ্য ও অস্থায়িত্বপ্রযুক্ত দোষধাতুর ও মলের পরিমাণের স্থিরতা নাই। বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ শরীরের দীর্ঘ, হ্রস্ব ও কৃশাদিভেদে সাদৃশ্যের অভাব। অস্থায়িত্ব অর্থাৎ বয়স, দিন, রাত্রি ও ঋতুতে ভোজনের পৃথক্‌ত্ব হেতু সমভাবের অভাব। এই রূপে স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া একমাস বর্জ্জন করিবে। মাসান্তর পুনরায় গমন করিবে। কারণ নিয়ত গমনদ্বারা গর্ভস্রাব ঘর্ষিত হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন এক মাসের পর যদি পুনরায় পুষ্পদর্শন হয় তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই নিশ্চয় করিয়া এক মাসের পর পুনরায় গমন করিবে। গর্ভলাভ হইলে গমন করিবে না। এক্ষণে গর্ভাগর্ভ পরিজ্ঞানের জন্য সদ্যোগৃহীতগর্ভের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

শুক্রশোণিতে যোনির আর্দ্রতা, ও স্ফূর্ত্তি; প্রমোদ্ভব, সক্থি সাদ, পিপাসা, গ্লানি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ।

স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, রোমসমূহের উদ্গম, চক্ষুর পক্ষ্মসংমীলন, পথ্যভোজনে ছর্দ্দি ও শুভগন্ধে উদ্বেগ, প্রসেক ও সদন এই সকল গর্ভিণীর চিহ্ন।

তত্র পুত্রগর্ভবত্যা লিঙ্গমুচ্যতে।

পুত্রগর্ভযুতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে।
গর্ভো গর্ভাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু।
পিণ্ডো বর্ত্তুলাকৃতিঃ। মাসি দ্বিতীয়ক ইত্যস্য গর্ভঃ পিণ্ডাকারো লক্ষ্যঃ ইত্যনেনৈবান্বয়ো ন তৃত্রিমশ্লোকেঽপি।

দক্ষিণাক্ষিমহত্ত্বং স্যাৎ প্রাক্‌ক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে।
দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্নমুখবর্ণতা।
পুন্নামধেয় দ্রব্যেষু স্বপ্নেঽপি মনোরথঃ।
আম্রাদিফলমাপ্নোতি স্বপ্নেষু কমলানি চ।
কন্যা গর্ভবতী গর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে।
পুত্রাগর্ভস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেক্ষতে।

পুত্রবতীগর্ব্ভিণীর লক্ষণ।

পুত্রবতীগর্ব্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে এক পিণ্ডাকার পদার্থ লক্ষ্য হয়। পিণ্ডাকার অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতি। অপর লক্ষণ ক্রমে বলা যাইতেছে। দক্ষিণাক্ষি বৃহৎ হয়, অগ্রে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট হয় ও মুখের বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়। স্বপ্নেতেও পুত্রাভিলাষ জন্মে এবং আম্র ও পদ্ম প্রভৃতি স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়।

কন্যাবতীগর্ব্ভিণীর লক্ষণ।

কন্যাবতীর গর্ভে দ্বিতীয় মাসে পেশী দীর্ঘাকৃতি হয় এবং পুত্রবতী গর্ব্ভিণীর বিপরীত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

পেশীদীর্ঘাকৃতিঃ।

নপুংসকগর্ব্ভবত্যা লিঙ্গমুচ্যতে।

নপুংসকং যদা গর্ভে ভবেৎ গর্ভোঽর্ব্বুদাকৃতিঃ।
উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাদুদরং মহৎ॥
অর্ব্বুদং, বর্ত্তুলফলার্দ্ধতুল্যং।

নপুংসকগর্ব্ভবতীর লক্ষণ।

নারীর গর্ভে নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি হয়। উদরের পার্শ্বদ্বয় উন্নত এবং সম্মুখপ্রদেশ বৃহৎ হয়। অর্ব্বুদাকৃতি অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশের মত।

নপুংসক বিশেষমাহ।

আসেক্যশ্চ সুগন্ধী চ কুম্ভীকশ্চের্ষ্যকস্তথা।
অমী সশুক্রা বোদ্ধব্যা অশুক্রঃ ষণ্ডসংজ্ঞকঃ॥

ভিন্ন ভিন্ন নপুংসকের নাম।

আসেক্য, সৌগন্ধিক, কুম্ভীক ও ঈর্ষ্যক এই চারিপ্রকার নপুংসক সশুক্র এবং ষণ্ডনামক নপুংসক শুক্ররহিত জানিবে।

তেষাং লক্ষণান্যাহ।

পিত্রোস্তু স্বল্পবীর্য্যত্বাদাসেক্যঃ পুরুষো ভবেৎ।
স শুক্রং প্রাশ্য লভতে ধ্বজোচ্ছ্রিতিমসংশয়ম্॥
পিত্রোর্মাতাপিত্রোঃ। স্বল্পবীর্য্যত্বাৎ স্বল্প শুক্রার্ত্তবত্বাৎ। আসেক্যনামা মুখযোনীতি নামান্তরঃ। স শুক্রং প্রাশ্যেতি। স পুরুষোঽন্যপুরুষেণ স্বমুখে মৈথুনং কারয়িত্বা তস্য শুক্রং প্রাশ্য মেহনোত্থানং লভত ইত্যর্থঃ॥
যঃ পূতিযোনৌ জায়েত স হি সৌগন্ধিকো ভবেৎ।
স যোনিশেফসোগন্ধমাঘ্রায় লভতে বলম্॥

"সৌগন্ধিকঃ" সৌগন্ধিকনামা নাসাযোনীতি নামান্তরং। "বলং" মৈথুনে শক্তিং।
স্বে গুদেঽব্রহ্মচর্য্যাদ্যঃ স্ত্রীষু পুংবৎ প্রবর্ত্ততে।
স কুম্ভীক ইতি জ্ঞেয়ো গুদযোনিস্তু স স্মৃতঃ॥
"অব্রহ্মচর্য্যাৎ"। ব্রহ্মচর্য্যমমৈথুনং, অব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনং, তস্মাৎ

দৃষ্ট্বা ব্যবায়মন্যেষাং ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ত্ততে।
ঈর্ষ্যকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো দৃষ্টিযোনিস্তু স স্মৃতঃ॥
যো ভার্য্যায়ামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞকঃ॥
'স্ত্রীচেষ্টিতাকারঃ' স্ত্র্যাকারঃ, শ্মশ্রুরহিতঃ। "স্ত্রীচেষ্টিতঃ" সমেহনোঽপি পুরুষশক্তিরহিতঃ। কিন্তু স্ত্রীবদধোভূতঃ স্বে গুদে পুরুষান্তরেণ মৈথুনং কারয়তি।

ঋতৌ ঋতৌ পুরুষবৎ প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি।
তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা॥
পুরুষবৎ ক্রিয়মারুহ্য সা তস্যা যোনৌ স্বযোনিঘর্ষণং করোতি।

উহাদিগের লক্ষণ।

পিতামাতার বীর্য্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত আসেক্য নামক পুরুষ জন্মায়। ঐ পুরুষ অন্য পুরুষের শুক্র প্রাশনপূর্ব্বক স্বীয় মেঢ্রের উত্থানশক্তি প্রাপ্ত হয়।

বীর্য্য অর্থাৎ শুক্র ও আর্ত্তব। আসেক্যের অপর নাম মুখযোনি। "শুক্রপ্রাশন পূর্ব্বক" অর্থাৎ সেই পুরুষ স্বীয় মুখে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন করাইয়া তাহার শুক্র উদরস্থ করিলে স্বীয় লিঙ্গ মৈথুনকালে উত্থিত হয়।

পবিত্র যোনি হইতে সৌগন্ধিকের উৎপত্তি হয়। যোনির ও মেঢ্রের সুগন্ধ আঘ্রাণপ্রযুক্ত সৌগন্ধিক স্বয়ং মৈথুনে বল লাভ করে। সৌগন্ধিককে নাসাযোনিও বলিয়া থাকে। যে নপুংসকের স্বীয় যোনি মৈথুনযোগ্য হইলেও পুরুষের ন্যায় অন্য স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক বা গুদযোনি বলে।

অন্যের মৈথুন দেখিয়া যে ব্যক্তি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ঈর্ষ্যক বা দৃষ্টিযোনি কহে। যদি কোন ব্যক্তি ঋতুকালীন সম্ভোগের সময় স্বয়ং স্ত্রীর উপর না উঠিয়া স্ত্রীকে নিজের উপর উঠাইয়া সম্ভোগ করায় এবং সেই সম্ভোগে গর্ভোৎপত্তি হইয়া যে সন্তান জন্মে তাহাকে ষণ্ড কহে। ষণ্ডের স্ত্রীর ন্যায় আকার হয়। অর্থাৎ শ্মশ্রু থাকে না এবং পুরুষের ন্যায় মেহন থাকিলেও মৈথুনে অশক্ত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন করায়। স্ত্রী যদি প্রতি ঋতুতে পুরুষের উপর উঠিয়া মৈথুনক্রিয়া করে এবং যদি তাহাতে গর্ভ হইয়া কন্যা জন্মে তাহা হইলে সেই কন্যা নরচেষ্টিতা হয়। অর্থাৎ পুরুষের মত স্ত্রীর উপর উঠিয়া তাহার যোনিতে স্বীয় যোনি ঘর্ষণ করে।

অপরা অপি গর্ভপ্রকৃতীরাহ।

যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে॥
"অনস্থিঃ" অত্রেষদর্থে নঞ্। তেনাল্পকোমলাস্থিরিত্যর্থঃ।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি।
মাসি মাসি প্রবর্দ্ধেত স গর্ভো গর্ভলক্ষণঃ।
কললং জায়তে তস্য বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ॥
"গর্ভলক্ষণঃ" প্রকৃতগর্ভলক্ষণঃ। "পৈতৃকৈর্গুণৈঃ" কেশশ্মশ্রুলোমনখদন্তশিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতিভিঃ।

সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডাকৃতয়ো বিকৃতাশ্চ যে।
গর্ভাস্তে যোষিতস্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতো ভৃশম্॥
গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দোহদে চাপমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকো মিন্মিন এব চ॥

পুত্রাণামাহারাচারচেষ্টাভেদস্য হেতুমাহ।

আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥
সমুপেয়াতাং সংযোগং গচ্ছেতাম্।

গর্ভের অন্যান্য প্রকৃতি।

যদি দুইটী স্ত্রীলোক কামোন্মত্তা হইয়া পরস্পরের যোনি ঘর্ষণ দ্বারা শুক্র ত্যাগ

করে, তাহা হইলে তাহাতে গর্ভোৎপত্তি হয়। ঐগর্ভে অনস্থি অর্থাৎ কোমল অস্থিবিশিষ্ট জীব জন্মে। যদি স্ত্রী ঋতুস্নানানন্তর স্বপ্নে মৈথুন আচরণ করে, তাহা হইলে সেই আর্ত্তব বায়ুদ্বারা কুক্ষিগত হইয়া গর্ভ উৎপন্ন করে।

সেই গর্ভ গর্ভলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মাসে মাসে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পৈতৃক গুণে বর্জ্জিত হয়। পরে একটী কলল জন্মে। অর্থাৎ গর্ভের চারি দিকে চর্ম্মের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে।

গর্ভলক্ষণ অর্থাৎ প্রকৃত গর্ভচিহ্ন। পৈত্রিকগুণে অর্থাৎ কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, ও শুক্র প্রভৃতিতে।

যে গর্ভে সর্প বৃশ্চিক বা কুষ্মাণ্ডের ন্যায় বিকৃত পদার্থ জন্মে তাহা স্ত্রীলোকের অতি পাপকৃত গর্ভ। গর্ভিণীর দোহদ অপমানিত হইলে অর্থাৎ অভিলষিত দ্রব্যাদি না পাইলে, বায়ুর কোপপ্রযুক্ত গর্ভে কুব্জ, কুণি, বোবা, পঙ্গু, মিন্মিণ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

কি কারণে পুত্রের আহার, আচার এবং চেষ্টার বিভিন্নতা হয় তাহা কথিত হইতেছে। যেরূপ আহার, আচার ও চেষ্টাযুক্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষ সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পুত্রও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

অথ গর্ভলক্ষণমাহ।

গর্ভাশয়গতং শুক্রমার্ত্তবং জীবসংজ্ঞকঃ।
প্রকৃতিঃ সবিকারা চ তৎসর্ব্বং গর্ভসংজ্ঞকম্॥
কালেন বর্দ্ধিতো গর্ভো যদ্যঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ।
ভবেত্তদা স মুনিভিঃ শরীরীতি নিগদ্যতে॥
অঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ, ব্যক্তাঙ্গোপাঙ্গঃ।

গর্ভের লক্ষণ।

গর্ভাশয়গত শুক্র ও শোণিত, জীব, প্রকৃতি ও তাহার বিকার এই সমস্তকে গর্ভ কহে। যখন সেই গর্ভ কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গাদিযুক্ত হয় তখন তাহাকে পণ্ডিতেরা শরীরী গর্ভ বলিয়া থাকেন।

"অঙ্গ ও উপাঙ্গাদিযুক্ত হয়" অর্থাৎ যখন অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল জন্মায়।

তস্য ত্বঙ্গান্যুপাঙ্গানি জ্ঞাত্বা সুশ্রুতশাস্ত্রতঃ।
মস্তকাদভিধীয়ন্তে শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ॥
আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুন্তলাঃ।
তস্যান্তর্মস্তুলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগন্তথা॥
নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্বর্ত্তেতে দ্বে কনীনিকে।
দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌ চ বর্ত্ম্নী॥
পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌ চ কর্ণৌ তচ্ছষ্কুলীদ্বয়ম্।
পালিদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
ওষ্ঠাধরৌ চ সৃক্কিণ্যৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ম্।
দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টশ্চ রসনা চিবুকং গলঃ॥
দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবা তু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে।
তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে॥
তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্ত্বধঃ।
কফোণিযুতং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলন্তথা॥
মণিবন্ধৌ তলে হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়ো দশ।
নখাশ্চ দশ তে জ্ঞাপ্যা দশ ছেদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্ত তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে।
স্তনৌ পুংসস্তথা নার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ম্॥
যৌবনাগমনে নার্য্যাঃ পীবরৌ ভবতঃ স্তনৌ।
গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ॥

হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্।
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্তু নিমীলতি ॥
আশয়স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্।
অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি ॥
চেতনাস্থানমুত্তমমিতি অয়মভিপ্রায়ঃ—
চেতনানামধিষ্ঠানং মনোদেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্ন মলং দ্রব্যগুণৈর্ব্বিনা ॥
ইত্যুক্তবতা চরকেণ সকলং শরীরং চেতনাস্থান-মুক্তং। তদপেক্ষয়া হৃদয়ং বিশেষতশ্চেতনাস্থান-মিতি।

কক্ষয়োর্ব্বক্ষসঃ সন্ধী জত্রুণী সমুদাহৃতে।
কক্ষে উক্তে সমাখ্যাতে ভয়োঃ স্যাতাঞ্চ বঙ্ক্ষণৌ ॥

উদরং পঞ্চমঞ্চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতম্।
সপৃষ্ঠবংশপৃষ্ঠং তু সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্।
উপাঙ্গানি চ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ ॥
শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ ॥
হৃদয়াদ্বামতোহধশ্চ ফুস্ফুসো রক্তফেনজঃ।
অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াৎ যকৃতঃ স্থিতিঃ।
তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্ ॥
অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি।
জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্ ॥
ক্লোমতিলকম্ এতত্তু বাতরক্তজম্।

অথ বৃক্কযুগ্মোৎপত্তিঃ।

রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ।
মেদঃশোণিতয়োঃ সারাদ্বৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ ॥
তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ।
উক্তাঃ সার্দ্ধাক্ষয়ো ব্যামাঃ পুংসামন্ত্রাণি সূরিভিঃ।
অর্দ্ধব্যামেন হীনানি যোষিতোহন্ত্রাণি নির্দ্দিশেৎ।
উন্দুকশ্চ কটী চাপি ত্রিকং বস্তিশ্চ বঙ্ক্ষণৌ ॥
কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স্যাৎ মেঢ্রোহস্তা বীর্য্য-মূত্রয়োঃ।

স এব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাজ্জর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ ॥
শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥
বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্মাংসমেদসাম্।
বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ তৌ মতৌ পৌরুষাবহৌ ॥
গুদস্য মানং সর্ব্বস্য সর্ব্বং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।
তত্র স্যুর্ব্বলয়স্তিস্রঃ শঙ্খাবর্ত্তনিভাস্তু তাঃ ॥
প্রবাহিণী ভবেৎ পূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা।
উৎসর্জনী তু তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা ॥
তস্যা অধঃ সম্বরণী স্যাদেকাঙ্গুলসম্মিতা।
অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং তু বুধৈর্গুদমুখং মতম্ ॥
মলোৎসর্গস্য মার্গোঽয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ।
পুংসঃ প্রোথৌ স্মৃতৌ যৌ তু তৌ নিতম্বৌ চ যোষিতঃ ॥

তয়োঃ কুকুন্দরে স্যাতাং সক্থিনী ত্বঙ্গমষ্টমম্।
তদুপাঙ্গানি চ ক্রমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ম্ ॥
জঙ্ঘে দ্বে ঘুণ্টিকে পার্ষ্ণী গুল্ফে চ প্রপদে তথা।
পাদাবঙ্গুলয়স্তত্র দশ তাসাং নখা দশ ॥

তাহার মস্তকাদি অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল সুশ্রুত গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা কহিতেছি, হে শিষ্যগণ! যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

মস্তক উত্তমাঙ্গ। তাহার উপাঙ্গ—কেশসকল ও তাহার মধ্যস্থ জটা, ললাট, ভ্রূযুগল, দুই চক্ষু ও তাহার দুই তারা, কৃষ্ণবর্ণ গোলদ্বয়, দৃষ্টিদ্বয়, বর্ত্মদ্বয়, শ্বেত-ভাগ, পক্ষ্ম, অপাঙ্গদ্বয় ও শঙ্খদ্বয় এবং কর্ণদ্বয়, কর্ণকুহরদ্বয় ও তাহার প্রান্তদ্বয়, কপোলদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, ওষ্ঠাধর ও তৎ-পার্শ্বদ্বয়, মুখ, তালু, হনুদ্বয়। দন্তসকল ও তাহার মাড়ি, জিহ্বা, দাড়ি এবং গলদেশ।

দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা, যাহা মস্তককে ধারণ করিয়া আছে।

তৃতীয় অঙ্গ বাহুদ্বয়। তাহার উপাঙ্গ স্কন্ধদ্বয় ও তাহার নিম্নস্থ প্রগণ্ড। তাহার নিম্নে কফোণি (কনুই), পরে প্রকোষ্ঠদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, হস্ততল, হস্তদ্বয়, দশ অঙ্গুলি এবং স্থিতিশীল দশনখ ও ছেদনশীল দশ নখ এই কয়টীকে বাহুর উপাঙ্গ কহে।

চতুর্থ অঙ্গ বক্ষঃস্থল। তাহার উপাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষের স্তনদ্বয়। উভয় জাতীয় স্তনের বিশেষ এই যে যৌবনাবস্থায় নারীর স্তন উন্নত হইয়া থাকে। এবং গর্ভবতীর ও প্রসূতার স্তন দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু পুরুষের স্তন সকল অবস্থাতেই সমভাব থাকে। হৃদয় পদ্মের ন্যায় অধোমুখে থাকে এবং জাগ্রতাবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত হয়। উহা জীবের আশয় ও উত্তম চেতনাস্থান। সুতরাং যখন হৃদয় তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে তখন জীব নিদ্রা যায়। "উত্তম চেতনা স্থান" ইহার অভিপ্রায় এই যে "মল ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ, কেশ, লোম ও নখের অগ্রভাগ এবং দ্রব্যবিহীন ও গুণবিহীন মল এই কয়টী চেতনার স্থান"। এই চরকবাক্য—প্রমাণে সকল শরীরকে চেতনার স্থান বলিতে হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা হৃদয় বিশেষ চেতনার স্থান। কক্ষদ্বয় ও বক্ষের সন্ধিদ্বয় এবং স্কন্ধদ্বয়ের যে দুই কক্ষ বর্ণিত হইয়াছে তাহার দুই বক্ষণ। পঞ্চমাঙ্গ উদর, পার্শ্বদ্বয় ষষ্ঠ, এবং পৃষ্ঠদণ্ড সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ সপ্তমাঙ্গ। অনন্তর তাহার উপাঙ্গ সকল বলা যাইতেছে।

বামভাগস্থ হৃদয়ের নিম্নদেশে শোণিত হইতে প্লীহা জন্মায়। মহর্ষিরা প্লীহাকে রক্তবাহী শিরার মূল বলিয়া থাকেন। হৃদয়ের নিম্নে, বামভাগে রক্তের ফেনা হইতে জাত ফুস্ফুস্ অবস্থিত। হৃদয়ের নিম্নেও দক্ষিণভাগে যকৃতের স্থান। অর্থাৎ ঐরূপ স্থানে যকৃৎ অবস্থিতি করে। দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদয়ের নিম্নে ক্লোম অবস্থিতি করে। উহাই জলবাহী শিরার মূল ও তৃষ্ণানিবারক। ক্লোমতিলক বাত ও রক্ত হইতে জাত।

বৃদ্ধ বাগ্‌ভট কহিয়াছেন যে, বায়ুসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়কের উৎপত্তি হয়। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্কযুগল উৎপন্ন হয়। বৃক্কদ্বয় জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকর বলিয়া খ্যাত। পণ্ডিতদিগের মতে পুরুষের অন্ত্র (আঁতুড়ি) সাড়ে তিন ব্যাম পরিমিত, এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম মাত্র। তৎপরে উণ্ডুক, কটি, ত্রিক, বস্তি, উরুর সন্ধিদ্বয়, পরে মহানাড়ীর মূল। উহা বীর্য্য ও মূত্রের স্থান এবং স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে থাকিয়া গর্ভের সাধক হয়। পরে যোনিদেশ। যোনির আকৃতি শঙ্খনাভির ন্যায় এবং উহার তিনটি আবর্ত্ত আছে। গর্ভশয্যা উহার তৃতীয় আবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত। কফ, রক্ত, মাংস এবং মেদের সারভাগ হইতে কোষদ্বয় জন্মে। উহারা পুরুষের বীর্য্যবাহী শিরার আধার বলিয়া খ্যাত।

গুহ্যের পরিমাণ সাড়ে চারিঅঙ্গুলি মাত্র। উহা শঙ্খাবর্ত্ততুল্য তিনটি বলিবিশিষ্ট। প্রথমে প্রবাহিনী নামক শিরা অবস্থিত। উহার পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার নিম্নে উৎসর্জ্জনী নামক শিরা, তাহাও দেড় অঙ্গুলিপরিমিত। তাহার নিম্নে সঙ্বরিণী নামক শিরা। উহার পরিমাণ একাঙ্গুলিমাত্র। পণ্ডিতদিগের মতে গুহ্যদেশের মুখের পরিমাণ একাঙ্গুলিমাত্র। দেহস্থ মল বাহির হইবার জন্যই দেহে এই গুহ্যদ্বাররূপ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অপর নাম পায়ু। পুরুষের যেরূপ নিতম্বদ্বয় স্ত্রীলোকের ও তদ্রূপ দুই নিতম্ব জানিবে। নিতম্বের নিম্নদেশে সক্থিনী নামক অঙ্গকে অষ্টম অঙ্গ বলে। জানুদ্বয়, পিণ্ডিকাদ্বয় (জানুর অধোবর্ত্তী মাংসল স্থান,) জঙ্ঘাদ্বয়, গুল্ফ (গোড়মুড়া) পদদ্বয় এবং প্রত্যেক পাদে দশ অঙ্গুলি ও দশ নখ এই কয়টী শক্থিনীর উপাঙ্গ।

অথেদং শরীরমপরেণাপি যেন যেন
সমবায়িকারণেনোৎপদ্যতে
তানি সর্ব্বাণ্যাহ।

অথ দোষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে ধাতবস্তদনন্তরম্।
আহারাদের্গতিস্তস্য পরিণামশ্চ বর্ণ্যতে॥
আর্ত্তবং চাথ ধাতুনাং মলাস্তদুপধাতবঃ।
আশয়াশ্চ কলাশ্চাপি মর্ম্মাণ্যথ চ সন্ধয়ঃ॥
শিরাশ্চ স্নায়বশ্চাপি ধমন্যঃ কণ্ডরাস্তথা।
রন্ধ্রাণি ভূরিস্রোতাংসি জালৈঃ কূর্চ্চাশ্চ রজ্জবঃ॥
সেবন্যশ্চাথ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্তাশ্চ তথা ত্বচঃ।
রোমাণি লোমকূপাশ্চ দেহ এতন্ময়ো মতঃ॥

এই শরীর অপর যে যে সমবায়ি
কারণে উৎপন্ন হয় তাহা
কহিতেছি।

প্রথমে দোষ সকল, তৎপরে ধাতু সকল কহিব। পরে আহারাদির গতি ও পরিণাম, আর্ত্তব, ধাতুর মল ও তাহার উপধাতু, আশয়, কলা, মর্ম্ম ও সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, কণ্ডর (মহানাড়ী) রন্ধ্র সকল, স্রোত সকল, জাল, কূর্চ্চ-সকল, রজ্জু, সেবনী, সঙ্ঘাত, সীমন্ত, ত্বক্, লোম, লোমকূপ প্রভৃতি সমস্ত দেহস্থ পদার্থ ক্রমে বর্ণিত হইবে।

তত্র দোষস্বরূপমাহ বাগ্‌ভটঃ।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ॥
তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ॥

বাগ্‌ভটোক্ত দোষের লক্ষণ কথিত
হইতেছে।

বায়ু, পিত্ত, ও কফ সমুদায়ে এই তিন দোষ। তাহারা বিকৃত হইলে শরীরকে নষ্ট করে এবং অবিকৃত থাকিলে শরীর বর্দ্ধিত হয়। উহারা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও হৃন্নাভির মধ্য, ঊর্দ্ধ ও নিম্নদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। বয়স, দিবা, ও রাত্রিতে তাহারা ক্রমে নিম্নগামী, মধ্যগামীও ঊর্দ্ধগামী হয়।

দোষশব্দস্য নিরুক্তিমাহ।

ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দুষ্যন্ত্যেভির্যতস্ততঃ।
বাতপিত্তকফা এতে ত্রয়ো দোষা ইতি স্মৃতাঃ॥

দোষাইত্যত্র দুষ বৈকৃত্যে, ইতি দুষধাতোঃ দুষ্যন্ত্যেভিরিতি বাক্যে অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিত্যনেন সূত্রেণ করণেঽর্থে ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ।

তে ধাতবোঽপি বিদ্বদ্ভির্গদিতা দেহধারণাৎ।

যত আহ সুশ্রুতঃ।

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথেতি॥

অত্র যথাসঙ্খ্যেনান্বয়ো বোদ্ধব্যঃ। বিসর্গাদানং বাতস্যৈব। বিক্ষেপঃ, শীতোষ্ণাদীনাং বিবিধপ্রকারেণ প্রেরণম্।

মলাশ্চ তে রসাদীনাং (১) মলিনীকরণাস্মৃতাঃ॥

দোষ শব্দের ব্যাখ্যা।

বাত, পিত্ত ও কফের দ্বারা ধাতু ও মল দূষিত হয় বলিয়া বাতাদিত্রয়কে দোষ কহে। যদ্দ্বারা বিকৃত হয় এই করণার্থ-সূচক বাক্যে অকর্ত্তৃবাচ্যে দুষ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া দোষ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেহ ধারণ করিয়া আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা বাতাদিকে ধাতুও কহিয়া থাকেন। সুশ্রুত কহিয়াছেন, যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, ত্যাগ, গ্রহণ ও বিক্ষেপদ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই প্রকার কফ, পিত্ত ও বায়ু ত্যাগাদিদ্বারা এই দেহকে ধারণ করিতেছে। এস্থলে সঙ্খ্যানুসারে অন্বয় বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ও গ্রহণ কেবল বায়ুরই জানিবে। বিক্ষেপ অর্থাৎ শীত ও উষ্ণাদির বিবিধপ্রকারে প্রেরণ। রসাদিকে মলিন করে বলিয়া উহাদিগকে মলও বলা যায়।

(১) মলাশ্চ রেতসাদীনামিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ।

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ॥

"নেতা" স্থানান্তরং প্রাপয়িতা। "শীঘ্রঃ" আশুকারী। অন্যচ্চ

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসচেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ।
সম্যক্‌গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্॥
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতোরুক্ষো লঘুশ্চলঃ।
খরো মৃদুর্যোগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ॥
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ।
বিভাগকরণাদ্বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে॥
পক্বাশয়কটী সক্থি শ্রোত্রোঽস্থি স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ॥
একো বায়ুঃ পিত্তবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ।

অতঃপর বায়ুর স্বরূপ কহিতেছেন।

সমীরণ অর্থাৎ বায়ু—দোষ, ধাতু এবং মল প্রভৃতির নেতা, আশুকারী ও রজোগুণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতল এবং চলনশীল ও লঘু। নেতা অর্থাৎ তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যায়। তিনি স্থানান্তরে কহিয়াছেন। যখন হৃদয়, ইন্দ্রিয় এবং চিত্তকে অধিকার করিয়া বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে অনুকূল বলা যায়। সুতরাং তৎকালে শরীরে উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা, এবং বেগপ্রবৃত্তি জন্মায়, ধাতুর গতি ভাল

হয় এবং ইন্দ্রিয়ের পটুতা জন্মে। বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু, চলনশীল, প্রখর, অথচ মৃদু, এবং যোগবাহী। সুতরাং বায়ু তেজসহযোগে শরীরকে দাহ, এবং শৈত্যসংযোগে শীতল করে।

বিভাগকরণপ্রযুক্ত বায়ু দোষসংগ্রহে প্রধান। পক্বাশয়, কটিদেশ, সক্থি, শ্রোত, অস্থি এবং স্পর্শনেন্দ্রিয় এই কয়টি বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্বাশয়ই প্রধান। পিত্তের ন্যায় একমাত্র বায়ু নাম, স্থান এবং কর্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকার হয়।

তেষাং বায়ূনাং নামান্যাহ।

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ।
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ।

অথোদানাদীনাং স্থানান্যাহ।

কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎকোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ।

সেই সমস্ত বায়ুর নাম।

উদান, প্রাণ, সমান, অপান, ও ব্যান, এইসকল নাম বায়ুর স্থানভেদজন্য হইয়া থাকে।

অতঃপর উদানাদির স্থান নিম্নে বলা যাইতেছে। কণ্ঠ, হৃদয়, কোষ্ঠ বহ্নির নিম্নদেশ, মলাশয় এবং সকল শরীরে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাস করে।

অথ তেষাং কর্ম্মাণ্যাহ।

উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ।
যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্॥
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।
তজ্জানীত্যাদি। অন্নজান্ রসমলমূত্রাদীন্ পৃথক্ স্রোতৌত্যর্থঃ।
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতিসারগুল্মান্ করোতি হি।
পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ।
ক্রুদ্ধস্তু কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্।
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্॥
প্রস্যন্দনক্ষোভহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নতত্ত্বতঃ।
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্।
দেহং ভিন্দ্যুঃ, দেহং ভিন্নংকুর্য্যুর্মারয়েয়ুরিত্যর্থঃ।

তাহাদের কর্ম্ম।

উদান নামক উত্তম বায়ু যখন ঊর্দ্ধগামী হয় তখন বহুভাষণে ও গানে প্রবৃত্তি জন্মে এবং কুপিত হইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়া জন্মায়। প্রাণ নামক দেহস্থ বায়ু মুখে গমন কালে অন্নকে ভিতরে প্রবেশ করায়, এবং প্রাণসমূহকে অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু কুপিত হইলে হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ জন্মায়। সমান

নামক বায়ু আম ও পক্বাশয়স্থ হইয়া অগ্নির যোগে অন্নকে পাক করে, এবং তজ্জাত বিশেষ বিশেষ বস্তুকে পৃথক্ করে। অর্থাৎ অন্নগত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক্ করে। কিন্তু সমান বায়ু দুষ্ট হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, ও গুল্মরোগ জন্মে। পক্বাশয়স্থ অপান বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র, এবং গর্ভস্থ আর্ত্তবকে অধোগামী করে। শুক্রদোষ, প্রমেহ প্রভৃতি যে সকল গুহ্যসম্বন্ধীয় ভয়ানক রোগ আছে, ব্যান এবং অপান বায়ুর দোষে সেই সকল রোগ উৎপন্ন হয়। দেহগত ব্যান বায়ু রসসম্বাহকের কার্য্য করে। শোণিত-স্রাব ও স্বেদোদ্গম করাইয়া উহা পঞ্চ প্রকারে কার্য্য করে। গতি, উপ-ক্ষেপণ, উৎক্ষেপ, নিমেষ, উন্মেষ প্রভৃতি প্রাণীর তাবৎ ক্রিয়াই উহাতে আবদ্ধ। প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন, ধারণ এই পাঁচ প্রকার বায়ুর চেষ্টা উক্ত আছে। ঐ বায়ু ক্রুদ্ধ হইলে দেহে সমস্ত রোগ জন্মায় এবং সকল বায়ু এক কালে কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দেহ ও প্রাণকে বিনষ্ট করে।

অথ পিত্তস্য স্বরূপমাহ।

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লঞ্চ পাকতঃ॥

'পীতং' নিরামম্। 'নীলং' সামম্। একং পিত্তং স্থানবহ্বাদ্যনেককর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধমুপ

পিত্তের স্বরূপ।

পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীত, নীলও সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট, চঞ্চল, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, ও পাকে অম্ল।

'পীত' যখন আমরহিত। 'নীল' যখন আমযুক্ত। এক পিত্ত নাম, স্থান, ও কর্ম্মভেদে, পঞ্চপ্রকার হয়।

তেষাং পিত্তানাং নামান্যাহ।

পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ॥

সেই সমস্ত পিত্তের নাম।

পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ও ভ্রাজক, স্থান ভেদে পিত্তের এই সকল নাম হয়।

অথ পাচকাদীনাং স্থানান্যাহ।

অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নো হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥

পাচকাদির স্থান।

পিত্ত ক্রমান্বয়ে অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, লোচনদ্বয়, ত্বক্ এবং সর্ব্বশরীরে বাস করে।

অথ তেষাং কর্ম্মাণ্যাহ।

পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ॥

পাচকং পিত্তমামপক্বাশয়মধ্যস্থং ষড়্বিধমাহারং ভোজ্যং, ভক্ষ্যং, চর্ব্ব্যং, লেহ্যং, চূষ্যং, পেয়ং, পচতি, দোষরসমূত্রপুরীষাণি পৃথক্করোতি চ। তদ-গ্ন্যাশয়স্থমেবাত্মশক্ত্যা রসরঞ্জনহৃদয়স্থকফতমো-পনোদনরূপগ্রহণপ্রভাপ্রকাশনাভ্যঞ্জনলেপনাদি-পাচনাদ্যগ্নিকর্ম্মণা শেষাণাং পিত্তস্থানানাম-

মূগ্রহং করোতি। 'শেষাণ্যপি পিত্তস্থানানি' যকৃৎপ্লীহাদীনি, ভাগেন গত্বা তত্র তত্র রসরঞ্জনাদিকর্ম্মভিরুপকরোতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতং পাচকপিত্তং, শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। 'শেষা অগ্নয়ঃ' পৃথিব্যাদিমহাভূতগণাঃ॥

যত উক্তং চরকেণ।

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি।

'উষ্মাণঃ, অগ্নয়ঃ'।

তাহাদিগের কার্য্য।

পাচক পিত্ত, ভুক্ত বস্তু পরিপাক এবং অগ্নিরও বল বৃদ্ধি করে। উহা নিত্য মূত্র ও পুরীষ বিরেচন করায়।

পাচক পিত্ত, পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, চুষ্য, পেয় এই ষড়্‌বিধ আহার পাক করে। এবং দোষ, রস, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক্ করে। উহা অগ্ন্যাশয়স্থ হইলে নিজবলে রসরঞ্জন, হৃদয়স্থ কফরূপ তমোনিবারণ, রূপগ্রহণ ও প্রভাপ্রকাশন, অভ্যঙ্গলেপন ও পাচনাদি প্রভৃতি অগ্নি কর্ম্মের দ্বারা শেষ পিত্তস্থানের উপকার করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পাচক পিত্ত শেষ পিত্তস্থানে, অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহাদিতে ভাগক্রমে গমন করিয়া রসরঞ্জনাদি কর্ম্মদ্বারা সেই সেই স্থানের উপকার করে। পাচক পিত্ত শেষাগ্নির অর্থাৎ পৃথিব্যাদিমহাভূতগণের বলবর্দ্ধক। কারণ চরক ও কহিয়াছেন, যে ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব, নাভস ও জলীয়, শরীরে এই পঞ্চ প্রকার উষ্মা অর্থাৎ অগ্নি আছে।

যত উক্তং বাগ্‌ভটে।

দোষধাতুমলাদীনামূষ্মেত্যাগ্নেয়শাসন ইতি।

দোষধাতুমলাদীনামূষ্মৈবাগ্নিরিত্যর্থঃ। রসাদিধাতুগতাশ্চ সপ্ত তেষাং বলবর্দ্ধনম্। যথা গৃহে স্থাপিতানি রত্নানি খদ্যোতবদদূরভাস্বরাণি, তান্যপি দীপজ্যোতিষা দূরপ্রকাশকানি ভবন্তি। তথা অগ্ন্যাশয়স্থপাচকাগ্নিতেজসা সর্ব্বে অগ্নয়ো বলবন্তো ভবন্তি।

বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন, উষ্মাই দোষ, ধাতু ও মলাদির আগ্নেয় শাসন। অর্থাৎ উষ্মাই দোষ ধাতু এবং মলাদির অগ্নি এবং রসাদিধাতুগত সাত প্রকার পাচক পিত্ত তাহাদিগের বলবর্দ্ধক। যেমন গৃহস্থিত রত্ন সকলের দীপ্তি খদ্যোতের ন্যায় অদূরগামিনী হইলেও দীপালোক-প্রভাবে দূরস্থ দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে, তদ্রূপ অগ্ন্যাশয়স্থ পাচকাগ্নির তেজে সকল অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়।

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৄণামধিকো মতঃ। তন্মূলাস্তে হি তদ্‌বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকা ইতি।

ননু পিত্তাদন্যোঽগ্নিরাহোস্বিৎপিত্তমিবাগ্নিরিতি সন্দেহঃ। উচ্যতে। পিত্তস্যোষ্ণ্যাদিগুণাদাহারপাচনরঞ্জনদর্শনাদিকর্ম্মণশ্চ ন খলু পিত্তব্যতিরেকেণান্যোঽগ্নিঃ। তস্মাদগ্নিরূপস্যৈব পিত্তস্য স্থানভেদাৎ পাচকরঞ্জকসাধকালোচকভ্রাজকসংজ্ঞাঃ।

বাগ্‌ভটও এবিষয়ে কহিয়াছেন যে, সকল পাচকের মধ্যে অন্নপাচক অগ্নিই প্রধান বলিয়া খ্যাত। উহা সকল পাচকের মূল। সুতরাং উহার

বৃদ্ধি ও ক্ষয় অনুসারে সকল পাচকেরই বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়।

যদি এরূপ সন্দেহ হয়, যে পিত্তই একমাত্র অগ্নি অথবা পিত্ত ভিন্ন অন্য অগ্নি আছে। তাহার উত্তর এই যে পিত্তের উষ্মাদিগুণদ্বারাই আহারপাক, রঞ্জন ও দর্শনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। সুতরাং পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি নাই। তজ্জন্যই অগ্নিরূপ পিত্তের স্থানভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক বা ভ্রাজক, আখ্যা হয়।

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

পাচকং তিলমানং স্যাৎ কাঠিন্যাদ্যাস্য দোষতা।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতং পিত্তং পাকোষ্মদর্শনৈঃ।
ক্ষুত্তৃট্‌রুচিপ্রভামেধাধীশৌর্য্যতনুমার্দবৈঃ।
পিত্তং পঞ্চাত্মকং তচ্চ পক্কামাশয়মধ্যগম্।
পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজসগুণোদয়ম্।
ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণানলশব্দিতম্।
পচত্যন্নং বিভজতে সারকিট্টৌ পৃথক্ পৃথক্ (১)।
তত্রস্থমেব পিত্তানাং শেষাণামপ্যনুগ্রহং।
করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎস্মৃতম্।

ননু যদি পিত্তাগ্ন্যোরভেদস্তদা কথং ঘৃতং পিত্তস্য শমকমগ্নের্দীপকমিতি। তথা মৎস্যাঃ পিত্তং কুর্ব্বন্তি ন চ তেঽগ্নিদীপিকরা ইতি। তথা পিত্তাধিক্যাত্তীক্ষ্ণোঽগ্নিরিত্যপি কথং স্যাৎ। তথা সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চেত্যপি বক্তুং ন যুজ্যতে। তথা দ্রবং স্নিগ্ধমধোগঞ্চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথেতি। অত্রোচ্যতে। পিত্তমগ্নেঃ সত্তাধিষ্ঠানম্।

বাগ্‌ভট ও কহিয়াছেন যে পাচক তিল-প্রমাণ, কাঠিন্যপ্রযুক্ত উহার কোন দোষ নাই। উহা অবিকৃত অবস্থায় পাক, উষ্মা, ও দর্শনক্রিয়া দ্বারা জীবের উপকার করে, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, শৌর্য্য ও মৃদুতা জন্মায়। উহা পঞ্চাত্মক এবং পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। অতএব যে পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও তেজোগুণপ্রধান, যাহা দ্বারা দ্রবত্ব দূর হয় এবং পাকাদি ক্রিয়াহেতু যাহাকে অনল কহে। যে পিত্ত অন্নকে পাক করে, সারাংশ হইতে মলকে পৃথক্ করে এবং নিজ স্থানে থাকিয়া শেষ পিত্তের সহায়তা করে, তাহাকেই পাচক পিত্ত কহে। এস্থলে বক্তব্য এই যে যদি পিত্ত ও অগ্নি তুল্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে "ঘৃত পিত্তকে দমন কিন্তু অগ্নিকে বৃদ্ধি করে," "মৎস্য পিত্তবর্দ্ধক কিন্তু অগ্নি-দীপক নহে"। "পিত্তাধিক্য-প্রযুক্ত অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়," "সমদোষ ও সমাগ্নি" এবং "পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী; কিন্তু অগ্নি অন্যপ্রকার" ইত্যাদি পিত্ত ও অগ্নির বিভিন্নতা-সূচক বাক্যগুলি কিরূপে সঙ্গত হয়। ইহার মীমাংসা এই যে পিত্তকে অগ্নির সত্তাধিষ্ঠান বলিলে কোন স্থলেই বিরোধের শঙ্কা থাকে না।

তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে।

অগ্নির্ভিন্নগুণৈর্যুক্তঃ পিত্তং ভিন্নগুণৈস্তথা।
দ্রবং স্নিগ্ধমধোগঞ্চ পিত্তং বহ্নিরতোন্যথা।
তস্মাত্তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স শক্তিমান্।
স সঙ্কুরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ।
স কায়াগ্নিঃ স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্।
অনন্যগতিরিত্যেবং দেহে কায়াগ্নিরুচ্যতে।

(১) তথেতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

অন্যচ্চ

বামপার্শ্বাশ্রিতং নাভেঃ কিঞ্চিৎ সোমস্য মণ্ডলম্।
তন্মধ্যে মণ্ডলং সৌর্য্যং তন্মধ্যেঽগ্নির্ব্যবস্থিতঃ।
জরায়ুমাত্রপ্রচ্ছন্নঃ কাচকোশস্থদীপবৎ॥

তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে যে, পিত্ত ও অগ্নি ইহাদিগের পরস্পরের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। পিত্ত, দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী। অগ্নি সেরূপ নহে। অতএব পিত্ত তেজোময় এবং উষ্মাই উহার শক্তি। সেই শক্তি ধমনীমুখদ্বারা কুক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করে। ঐ পিত্তোষ্মাকেই কায়োষ্মা, পাচক বা জীবন কহে। দেহ ভিন্ন উহার অন্যত্র গতি নাই বলিয়া উহাকে কায়াগ্নি বলে।

অন্য তন্ত্রে উক্ত আছে যে, নাভির কিঞ্চিৎ বাম ভাগে সোমমণ্ডল অবস্থিত। তাহার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অগ্নির স্থান। তথায় অগ্নি জরায়ুদ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া কাচকোশস্থ দীপের ন্যায় অবস্থান করে।

তথা চ মধুকোষে।

দ্রবতেজঃসমুদায়াত্মকস্য পিত্তস্য তেজোভাগোঽগ্নিরিতি। তেন পিত্তমগ্নিবন্মন্যতে। অতিতাপিতায়োগোলকবৎ। পরমার্থতস্তু অগ্নিঃ পিত্তাদ্ভিন্ন এবেতি সিদ্ধান্তঃ।

মধুকোষেও ঐরূপ উক্ত আছে।

দ্রবত্ব ও তেজস্ববিশিষ্ট পিত্তের তেজোভাগকেই অগ্নি কহে। অতিশয় তাপিত গোলাকার লৌহপিণ্ড যেরূপ অগ্নিতুল্য হয়, সেইরূপ তেজস্বপ্রযুক্ত পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পিত্তও অগ্নিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অতএবাহ রসপ্রদীপে।

জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবেক্তুং নৈব শক্যতে॥
নাভৌ মধ্যে শরীরস্য বিশেষাৎসোমমণ্ডলম্।
সোমমণ্ডলমধ্যস্থং বিদ্যাৎ সূর্য্যস্য মণ্ডলম্।
প্রদীপবত্তত্র নৃণাং স্থিতো মধ্যে হুতাশনঃ।
সূর্য্যো দিবি যথা তিষ্ঠংস্তেজোযুক্তৈর্গভস্তিভিঃ॥
বিশোষয়তি সর্ব্বাণি পল্বলানি সরাংসি চ।
তদ্বচ্ছরীরিণাং ভুক্তং জ্বলনো নাভিমাশ্রিতঃ॥
ময়ূখৈঃ পচতে ক্ষিপ্রং নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতম্।
স্থূলকায়েষু সত্ত্বেষু যবমাত্রপ্রমাণতঃ।
হ্রস্বকায়েষু সত্ত্বেষু তিলমাত্রপ্রমাণতঃ।
কৃমিকীটপতঙ্গেষু বালমাত্রোঽবতিষ্ঠত ইতি॥

অতএব রসপ্রদীপে উক্ত আছে।

জঠরস্থ ভগবান্ অগ্নি, ঈশ্বরস্বরূপ, অন্নের পাচক ও সূক্ষ্ম হইলেও উহা কিরূপে রসগ্রহণ করে তাহা বলিতে পারা যায় না। শরীরমধ্যস্থ নাভিদেশে চন্দ্রমণ্ডল, সেই সোমমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল এবং তাহার মধ্যে প্রদীপের ন্যায় অগ্নি অবস্থিত। যেমন সূর্য্য আকাশে থাকিয়া তেজোময় কিরণদ্বারা পল্বল ও সরোবর প্রভৃতিকে শোষণ করে, তদ্রূপ অগ্নি নাভি আশ্রয় করিয়া প্রাণীদিগের নানাব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন বা ভুক্ত দ্রব্যকে স্বীয় তেজদ্বারা পরিপাক করে। স্থূলকায় শরীরে যবপ্রমাণ, হ্রস্ব আকারে তিল-

প্রমাণ এবং কৃমি, কীট ও পতঙ্গের শরীরে কেশপ্রমাণ অগ্নি থাকে।

পুনঃ প্রকৃতমনুসরতি।

রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।
যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্॥
'ধৃতিং' মেধাং।
যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্।
ভ্রাজকং কান্তিকারী স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদি পাচকম্॥

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় বলা যাইতেছে। রঞ্জক নামক পিত্ত রসকে শোণিতরূপে পরিণত করে। সাধক নামক পিত্ত, বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতিকে জন্মায়। আলোচক নামক পিত্ত ধৃতি, ও রূপগ্রহণের কারণ, এবং ভ্রাজক পিত্ত কান্তিকারক ও লেপাভ্যঙ্গাদির পাচক।

অথ শ্লেষ্মস্বরূপমাহ।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥
একঃ শ্লেষ্মা বাতপিত্তবচ্চ নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ।

শ্লেষ্মার লক্ষণ।

শ্লেষ্মা শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণাধিক, স্বাদু, বিদগ্ধ, ও লবণাক্ত। একমাত্র শ্লেষ্মা, বাত ও পিত্তের ন্যায়, স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চ প্রকার হয়।

অথ শ্লেষ্মাণাং নামান্যাহ।

কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনস্ত্বাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ॥

শ্লেষ্মার নাম।

স্থানভেদে শ্লেষ্মাকে ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, ও শ্লেষ্মণ কহিয়া থাকেন।

অথ ক্লেদনাদীনাং স্থানান্যাহ।

আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥
দোষাণাং সকলশরীরব্যাপিনামপি পঞ্চ পঞ্চ স্থানানীতি বাহুল্যাভিপ্রায়েণোক্তানি।

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যেকীকৃতাত্মনাম্।
ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্॥
চরকশ্চ। [ইতি।
তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়া ইতি।

ক্লেদনাদির স্থান।

আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, ও সন্ধিস্থল, দেহের এই সকল স্থানে শ্লেষ্মা ক্রমে অবস্থিতি করে। দেহস্থ দোষ সকল যদিও সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছে তথাপি বাহুল্যাভিপ্রায়ে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচটী করিয়া বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এবিষয়ে বাগ্‌ভট কহিয়াছেন। একীকৃত দোষ সকল সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও এই কয়টি তাহাদিগের বিশেষ স্থান। সুতরাং তাহাদের কর্ম্মও পৃথক্ পৃথক্ জানিবে।

চরক কহিয়াছেন।

বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা যদিও সর্ব্বশরীরব্যাপী, তথাপি হৃদয় এবং নাভির নিম্ন,

মধ্য এবং ঊর্দ্ধভাগ তাহাদিগের বিশেষ আশ্রয় স্থান।

অথ তত্তৎস্থানগতস্য শ্লেষ্মণঃ কর্ম্মাণ্যাহ চরকশ্চ।

ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যাপরাণ্যপি।
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা॥

অয়মর্থঃ। ক্লেদনোঽন্নং ক্লেদয়তি। তেন সংহতমন্নং ভেদং প্রাপ্নোতি। 'অপরাণ্যপি শ্লেষ্মস্থানানি' হৃদয়াদীনি, ভাগেন গত্বা তত্র তত্র হৃদয়ালম্বন-ত্রিকসংধারণ-রসগ্রহণ-সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণ-সন্ধিসংশ্লেষণাদ্যুদক-কর্ম্মভিরনুগৃহ্ণাতি উপকরোতি।

তত্তৎস্থানগত শ্লেষ্মার কর্ম্ম।

ক্লেদননামক শ্লেষ্মা স্বীয় শক্তিদ্বারা অন্নকে ক্লেদযুক্ত করে এবং উদক ক্রিয়া দ্বারা অপর শ্লেষ্মাস্থান সকলেরও উপকার-করে। ইহার অর্থ এই যে ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন করে, সুতরাং সংহত অন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। পরে সেই শ্লেষ্মা অপর শ্লেষ্মার স্থান অর্থাৎ হৃদয়াদিতে ভাগক্রমে গমন করিয়া, হৃদয়ালম্বন, ত্রিকসংধারণ, রসগ্রহণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তর্পণ, সন্ধিসংশ্লেষণ প্রভৃতি উদক-কার্য্য দ্বারা সেই সেই স্থানকে অনুগ্রহ করে।

তথাচ
রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থাবলম্বনম্।
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ॥
'ত্রিকং' শিরোবাহুদ্বয়সন্ধিঃ।
উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতন্ত্যান্তিকে যতঃ।
যতো রসান্ বিজানীতো রসনারসনৌ সতৌ।
'রসনা' রসনেন্দ্রিয়ং। 'রসনঃ' কণ্ঠস্থকফঃ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে, রসযুক্ত, আত্মবীর্য্য দ্বারা অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়াবলম্বন, ও ত্রিকসংধারণ বিধান করে। (ত্রিক অর্থাৎ মস্তক ও বাহু-দ্বয়ের সন্ধিস্থান,) রসন ও রসনা উভয়েই তুল্য। কারণ উভয়েই সৌম্য ও নিকটে অবস্থিত। রসনা শব্দের অর্থ রসনেন্দ্রিয়। রসন অর্থাৎ কণ্ঠস্থ কফ। স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহদানদ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে; এবং শ্লেষ্মণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধি সংশ্লেষণ করে।

অথ ধাতুশব্দস্য নিরুক্তিমাহ।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যৎ নৃণাম্।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥
ধাতব ইতি ধাধাতোস্তুপ্রত্যয়ঃ।

ধাতু শব্দের নিরুক্তি।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে; কারণ উহারা স্বয়ং দেহে অবস্থানপূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া থাকে। ধাধাতুর উত্তর তুপ্রত্যয় করিয়া ধাতুশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

অথ ধাতূনাং কর্ম্মাণ্যাহ।

প্রীণনং জীবনং লেপঃ স্নেহো ধারণপূরণে।
গর্ভোৎপাদশ্চ কর্ম্মাণি ধাতূনাং কথিতানি হি॥

ধাতুর কার্য্য।

প্রীণন, জীবন, লেপ, স্নেহ, ধারণ,

পূরণ, এবং গর্ভোৎপত্তি, ধাতুর এই সাতটি কার্য্য কথিত আছে।

তত্র রসশব্দস্য নিরুক্তিঃ।

গত্যর্থো রসধাতুর্যস্তত্তোঽভবদয়ং রসঃ।
সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ॥

রসশব্দের ব্যুৎপত্তি।

গত্যর্থবোধক রস্ ধাতু হইতে রস শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উহা সর্ব্বদা সমস্ত দেহে বিচরণ করে বলিয়া রসশব্দে খ্যাত হইয়াছে।

অথ রসস্য স্বরূপমাহ।

সম্যক্ পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতোরসঃ।
স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ।
'সারো' যথা গুড়মধুকপুষ্পবুব্বুলত্বগ্বদরীমূলাদি-ভবঃ সারো মদিরা।

রসের লক্ষণ।

ভুক্তবস্তু সম্যক্‌রূপ পরিপক হইলে তাহার সারকে রস কহে। রস দ্রব, শুভ্র, শীতল, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ও চঞ্চল। 'সার' যথা গুড়মধুক, পুষ্প, বুব্বুলত্বক্ ও বদরীমূলাদি জাত সারকে মদিরা বলা যায়।

অথ রসস্য স্থানমাহ।

সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্।
সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥

রসের স্থান।

রস সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও হৃদয় উহার প্রধান আধার। কারণ উহা সমান বায়ুদ্বারা প্রথমে হৃদয়ে রুদ্ধ হয়।

অথ রসস্য কর্ম্মাণ্যাহ।

আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ।
পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ।
'গুণৈঃ' শীতস্নিগ্ধপোষকত্বগুণৈঃ।
মন্দবহ্নিবিদগ্ধস্তু কটুর্ব্বাম্লো ভবেদ্রসঃ।
স কুর্য্যাদ্বহুলান্ রোগান্ বিষকৃত্যং করোত্যপি।

রসের কার্য্য।

রস সর্ব্বশরীরে আরোহণপূর্ব্বক ধমনীপথদ্বারা গমন করিয়া সকল ধাতুকে পোষণ করে। পশ্চাৎ স্বীয় গুণদ্বারা শরীরকে আচ্ছন্ন করে। গুণ অর্থাৎ শীত, স্নিগ্ধ, ও পোষকত্বাদি গুণ। রস মন্দাগ্নিতে বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লরসযুক্ত হয়, নানা প্রকার রোগ জন্মায় এবং বিষের কার্য্য করে।

অথ রক্তস্য স্বরূপমাহ।

যদা রসো যকৃদ্যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ।
রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্।
স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ভবেৎ॥

জীবস্যাধারমুত্তমমিতি, যত আহ।

জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্দেহে তত্র বিশেষতঃ।
বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাদিতি।

বীর্য্যে রক্তে মলে চ শরীরান্তকে বাগ্‌ভাটা-রূপরিমাণমিত্যেশুদ্ধে জীবো বসতি। ন তু দুষ্টে প্রবৃদ্ধে চ। রক্তস্য বণোপদেশস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। 'পিত্তবদ্ভবেৎ' অম্লং ভবেদিত্যর্থঃ

রক্তের লক্ষণ।

যখন রস যকৃতে গমন করিয়া

রঞ্জক নামক পিত্ত হইতে রাগ ও পাক প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে রক্ত কহা যায়। সর্ব্বশরীরস্থ শোণিত জীবের উত্তম আধার। উহা স্নিগ্ধ, গুরু, চঞ্চল, স্বাদু, বিদগ্ধ, ও পিত্ততুল্য। জীবের উত্তম আধার, এবিষয়ে নিম্নে প্রমাণ দর্শিত হইতেছে।

'জীব সমস্ত শরীরে অবস্থিতি করে বটে কিন্তু বীর্য্য, রক্ত ও মল উহার বিশেষ আধার। সুতরাং বীর্য্যাদি ক্ষীণ হইলে শরীর ক্ষণ কালের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়'।

জীব, বীর্য্য, রক্ত, মল, ও বাগ্‌ভটোক্তশুদ্ধ স্থানে বাস করে। দুষ্ট বা প্রবৃদ্ধ রক্তে নহে। কারণ তাহা হইলে রক্তস্রাবনোপদেশের সার্থকতা থাকে না। 'পিত্ত তুল্য' অর্থাৎ অম্ল।

অথ রসস্য স্থানমাহ।

যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানং তয়োঃ স্থিতম্।
অন্যত্র সংস্থিতস্যাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ॥

রক্তের স্থান।

রক্তের প্রধান স্থান যকৃৎও প্লীহা। রক্ত উক্ত স্থানে থাকিয়া অন্যস্থানস্থিত রক্তের পোষক হয়।

অথ মাংসস্য স্বরূপমাহ।

শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
তদেব মাংসং জানীয়াত্তস্য ভেদামপি ব্রুবে॥

শোণিতমিতি। শোণিতস্থানগতত্বাদ্রস এব শোণিতসংজ্ঞাং লভতে। এবমগ্রে রসস্যৈব মাংসাদিব্যপদেশঃ।

মাংসের স্বরূপ।

স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব শোণিত বায়ু কর্ত্তৃক ঘনীভূত হইলে মাংসরূপে পরিণত হয়। এক্ষণে মাংসের ভেদ বলা যাইতেছে।

রস শোণিতের স্থানে যাইয়া শোণিত নামে খ্যাত হয়; সুতরাং রসই অগ্রে মাংসরূপে পরিণত হয়।

অথ মাংসস্য পেশীমাহ।

যথার্থমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা॥
('যথার্থং' যথাপ্রয়োজনম্)

মাংসপেশী।

উষ্ণতাসহকারে সিরাপথের দ্বারা মাংসমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া মাংসকে পেশীর আকারে বিভক্ত করে। তাহাকেই মাংসপেশী কহে।

মাংসপেশীনাং সংখ্যামাহ।

মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চ শতানি হি।
তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ।
কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধগাস্তাস্তু চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মাংসপেশীর সংখ্যা।

মনুষ্যদেহে সমুদায়ে পাঁচ শত মাংসপেশী প্রধান প্রধান মুনিগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে হস্তপদে চারিশত, কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টি (৬৬) এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে চতুস্ত্রিংশৎসংখ্যক পেশী আছে।

ততঃ শাখাগতাঃ প্রাহ।

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ ১৫, পাদাগ্রে দশ ১০, পাদোপরি কূর্চসন্নিবিষ্টা দশ ১০, গুল্ফতলয়োর্দশ ১০. গুল্ফজান্বনোরন্তরে বিংশতি ২০, জানুনি পঞ্চ ৫, উর্বৌ বিংশতি ২০, বংক্ষণে দশ ১০, এবমেকস্মিন্ সক্থনি শতং ভবতি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ॥

শাখাস্থিত পেশী।

প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিন তিন করিয়া সমুদায়ে পনের; পাদাগ্রে দশ, পায়ের উপরিভাগে দশ; পদতলেও গুল্ফদেশে দশ; গুল্ফ ও জানুর মধ্যস্থলে বিংশতি, জানুতে পাঁচ, উরুতে বিংশতি এবং বঙ্ক্ষণে দশ। এইরূপে প্রত্যেক পায়ে এক শত করিয়া দুই পায়ে দুই শত পেশী। হস্তদ্বয়ের পেশীর সংখ্যাও ঐরূপ জানিবে।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহঃ।

গুদে তিস্রঃ ৩, শেফস্যেকা ১, সেবন্যামেকা ১, বৃষণয়োর্দ্বে ২, স্ফিচোঃ পঞ্চ ৫ পঞ্চ ৫, বস্তিমূর্দ্ধনি দ্বে ২, উদরে পঞ্চ ৫, নাভ্যামেকা ১, পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টা উভয়তঃ পঞ্চ পঞ্চ, দীর্ঘাঃ পঞ্চ ৫, পার্শ্বয়োঃ ষট্ ৬, বক্ষসি দশ ১০, অক্ষকাংসৌ প্রতিসমন্তাৎ সপ্ত ৭, অমু আ ইতি লোকে অংসৌ স্কন্ধৌ হৃদি দ্বে ২. যকৃতি দ্বে ২, প্লীহ্নি দ্বে ২, নাসায়াং দ্বে ২, নেত্রয়োর্দ্বে ২, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ ৪, ভ্রুগুকে দ্বে ২।

কোষ্ঠগত পেশীর সংখ্যা।

গুহ্যদেশে তিন, মেঢ্রে এক, সেবনীতে এক, মুষ্কদ্বয়ে দুই, নিতম্বে পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ, বস্তির উপরি ভাগে দুই, উদরে পাঁচ, নাভিতে এক, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে পাঁচ করিয়া উভয় দিগে দশ, দীর্ঘভাবে সন্নিবিষ্ট পাঁচ, পার্শ্বদ্বয়ে ছয়, বক্ষঃস্থলে দশ, স্কন্ধসন্ধির চতুর্দ্দিকে সাত, হৃদয়ে দুই, যকৃতে দুই, প্লীহাতে দুই, নাসিকাতে দুই, চক্ষুতে দুই, গণ্ডদ্বয়ে চারিও ভ্রুগুকে দুই।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগাঃ প্রাহ।

গ্রীবায়াঞ্চতস্রঃ ৪. হন্বোরষ্টৌ ৮, কণ্ঠমণৌ ঘণ্টিকায়ামিতি যাবৎ। গলে একা ১, তালুনি দ্বে ২, জিহ্বায়ামেকা ১, ওষ্ঠয়োর্দ্বে ২, নাসায়াং দ্বে ২, নেত্রয়োর্দ্বে ২, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ ৪. কর্ণয়োর্দ্বে ২, ললাটে চতস্রঃ ৪. শিরস্যেকা ১, এবং মাংসপেশ্যঃ পঞ্চশতানি ভবন্তি।

গ্রীবার ঊর্দ্ধগত পেশীর সংখ্যা।

গ্রীবাতে চারি, হনুতে আট, কণ্ঠমণি ও ঘণ্টিকাতে আট, গলদেশে এক, তালুদেশে দুই, জিহ্বাতে এক, ওষ্ঠদ্বয়ে দুই, নাসিকাতে দুই, নেত্রদ্বয়ে দুই, গণ্ডে চারি, কর্ণদ্বয়ে দুই, ললাটে চারিও মস্তকে এক।

স্ত্রীণামপি ভবন্ত্যতাঃ কিন্তু বিংশতিরুত্তরাঃ।
গর্ভাশয়ে গর্ভমার্গে যোনৌ চ স্তনয়োরপি॥

এতাঃ পঞ্চশতানি মাংসপেশ্যঃ। অধিকা বিংশতির্যথা। গর্ভাশয়ে তিস্রঃ ৩, গর্ভচ্ছিদ্রসংস্থিতাঃ শুক্রার্ত্তপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ ৩, যোনাবভ্যন্তরতো মুখাশ্রিতে প্রসৃতে দ্বে ২, যোনাবেব বহির্নির্গতে স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিতে বর্ত্তুলে যোনিকর্ণিকেইতি যাবৎ দ্বে ২, স্তনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ; যৌবনে তাসাং বৃদ্ধির্ভবতি।

এইরূপে শরীরে পাঁচ শত পেশী আছে। স্ত্রীলোকের শরীরে ইহা অপেক্ষা বিংশতি পেশী অধিক থাকে। তাহার মধ্যে গর্ভাশয়ে তিন, গর্ভচ্ছিদ্রে শুক্রশোণিতের পথে তিন, যোনি-প্রবেশের পথে তিন, যোনিমার্গের অভ্যন্তরমুখে দুই, বাহিরে দুই, এবং স্তনদ্বয়ে দশ। যৌবন কালে এই দশ পেশী বৃদ্ধি পায়।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্‌যাঃ প্রোক্তা মেহনমুষ্কজাঃ।
স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতং হি তাঃ॥

অস্যায়মর্থঃ। পুংসাং মেহনমুষ্কয়োশ্চ যাস্তিস্রো মাংসপেশ্যঃ পূর্ব্বমুক্তাস্তাঃ স্ত্রীনাং মেহনমুষ্কাভাবাৎ 'ফলং' গর্ভাশয়মাবৃত্য তিষ্ঠন্তি।

গয়দাসস্ত্বাহ।

স্ত্রীনাং মাংসপেশ্যস্ত্রিভির্হীনানি পঞ্চশতানি।

তথা চ ভোজঃ।

পঞ্চপেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধি ভূমিপ!
অতশ্চ তিস্রো হীয়ন্তে স্ত্রীনাং সেফসি মুষ্কয়োঃ॥

পুরুষের মেঢ্র ও মুষ্কদেশে যে তিন পেশী উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের সেই তিন পেশী গর্ভাশয় আবৃত করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে স্ত্রীলোকের মেঢ্র ও মুষ্কের অভাবে উর্ক্ত পেশীত্রয় তাহাদিগের গর্ভাশয় আবরণ করিয়া থাকে। গয়দাস কহেন, স্ত্রীলোকের মাংসপেশীর সংখ্যা ৪৯৭। ভোজও কহিয়াছেন "হে রাজন! কেবল পুরুষেরই এই পঞ্চ শত মাংসপেশী থাকে, স্ত্রীলোকের তদপেক্ষা তিন কম"।

অথ মাংসপেশীনাং কর্ম্মাণ্যাহ।

শিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যেব বলবন্তি ভবন্তি হি॥

মাংসপেশীর কার্য্য।

পেশী সকল শরীরের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধিস্থান আবৃত করিয়া থাকে, তাহাতে শিরাদি দৃঢ় হয়।

অথ মেদসঃ স্বরূপমাহ।

যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে।
তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণম্॥

মেদের স্বরূপ।

মাংস স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইলে মেদরূপে পরিণত হয়। ঐ মেদ গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারী ও পুষ্টিকর।

অথ মেদসঃ স্থানমাহ।

মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরেষ্বস্থিষু স্থিতম্।
অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥

উহার স্থান।

প্রাণীদিগের উদরে ও অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে। এই জন্য অধিকমেদ-বিশিষ্ট ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পায়।

অথাস্থ্নঃ স্বরূপমাহ।

মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চাতি শোষিতম্।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে সসারং সর্ব্ববিগ্রহে।
অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥

তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি সর্ব্বথা।

অস্থির স্বরূপ।

মেদ স্বাভাবিক অগ্নিতে পক্ক হইয়া বায়ু দ্বারা শোষিত হইলে অস্থিরূপে পরিণত হয়। অস্থি দেহের সার পদার্থ। বৃক্ষের সারদ্বারা যেরূপ বৃক্ষ রক্ষিত হয়, সেইরূপ অস্থিরূপ সারদ্বারা দেহী দেহ ধারণ করে। সেই কারণে শরীরস্থ ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি বিনষ্ট হইলেও অস্থির নাশ হয় না।

অথাস্থ্নাং সংখ্যামাহ।

শল্যতন্ত্রেঽস্থিখণ্ডানাং শতত্রয়মুদাহৃতম্।
তান্যেবাত্র নিগদ্যন্তে তেষাং স্থানানি যানি চ॥
সবিংশতিশতং ত্বস্থ্নাং শাখাসু কথিতং বুধৈঃ।
পার্শ্বয়োঃ শ্রোণিফলকে বক্ষঃপৃষ্ঠোদরেষু চ।
জ্ঞানীয়াস্থিবর্গেতেষু শতং সপ্তদশোত্তরম্।
গ্রীবায়ামূর্দ্ধগানাং বিদ্যাদস্থ্নাং ষষ্টিত্রিসংযুতাম্॥

অস্থির সংখ্যা।

শল্যতন্ত্রে তিন শত অস্থির সংখ্যা উক্ত আছে। এস্থলে সেই সমস্ত অস্থি ও তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ স্থান ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

শল্যশাস্ত্রমতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ে একশত বিংশতি অস্থি আছে। পার্শ্বদ্বয়, কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও উদরে একশত সপ্তদশ এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধগত ত্রিষষ্টিসংখ্যক অস্থি আছে।

তানি শাখাগতান্যাহ।

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ ১৫, পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাতদাধার ভূতমেকমস্থি এবং ষট্ ৬, কূর্চ্চে দ্বে ২, গুল্ফে দ্বে ২, পার্ষ্ণাবেকম্ ১, জঙ্ঘয়োর্দ্বে ২, জানুন্যেকম্ ১, ঊরাবেকং ১, এবং ত্রিংশদেকস্মিন্ সক্থিনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

হস্তপদাদিস্থিত অস্থি।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া পোনের, পদতলে ৬, কূর্চ্চে ২, গুল্‌ফে দুই, গোড়ালিতে এক, জঙ্ঘাতে দুই, জানুতে এক এবং ঊরুদেশে এক। এইরূপ অপর পাদে ও ত্রিশটি। সুতরাং সমুদায়ে একশত বিংশতি সংখ্যক অস্থি নির্দ্দিষ্ট হইল।

অথ পার্শ্বাদিগতান্যাহ।

পার্শ্বয়োঃ ষট্ত্রিংশৎ (৩৬) লিঙ্গে ভগে চ একম্ (১) গুদে একম্ (১) নিতম্বয়োরেকৈকম্ (২) ত্রিকে একম্ (১) বক্ষস্যষ্টৌ (৮) পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ (৩০) অক্ষকসংজ্ঞে দ্বে (২)

পার্শ্বাদিগত অস্থি।

প্রত্যেক পার্শ্বে ছত্রিশটি করিয়া পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিসপ্ততি (৭২) লিঙ্গে ও ভগে (১), গুহ্যে ১, দুই নিতম্বে দুই, কটিদেশে এক, বক্ষঃস্থলে আট, পৃষ্ঠে ত্রিশ এবং অক্ষদ্বয়ে দুইসংখ্যক অস্থি আছে।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতান্যাহ।

গ্রীবায়াং নব (৯) কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি (৪)

হন্বোরেকৈকম্ (২) দন্তা দ্বাত্রিংশৎ (৩২) নাসায়াং ত্রীণি (৩) তালুন্যেকং (১) গণ্ডয়োরেকৈকং (২) কর্ণয়োরেকৈকং (২) ভ্রুবোরেকৈকং (২) শিরসি ষট্ (৬)

গ্রীবার ঊর্দ্ধগত অস্থি।

গ্রীবাদেশে নয়, কণ্ঠনালীতে চারি, হনুদ্বয়ে দুই, দন্তে বত্রিশটি, নাসিকাতে তিন, তালুতে এক, গণ্ডস্থলে দুই, কর্ণদ্বয়ে দুই, ভ্রূযুগলে দুই, এবং মস্তকে ছয়খান অস্থি আছে।

এতান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তানি যথা—
তরুণানি কপালানি রুচকানি ভবন্তি হি।
বলয়ানীতি তানি স্যুর্নলকানি চ কানিচিৎ॥

অস্থি পাঁচ প্রকার। যথা, তরুণাস্থি, কপালাস্থি, রুচকাস্থি, বলয়াস্থি ও নলকাস্থি।

তেষাং স্থানান্যাহ।

অক্ষিকোশ-শ্রুতি-ঘ্রাণ-গ্রীবাসু তরুণানি চ।
শিরঃশঙ্খকপোলেষু তাল্বংশশ্রোণিজাদিষু॥
কপালানি ভবন্ত্যেষু (১) দন্তেষু রুচকানি চ (২)।
পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু॥
পাদয়োর্ব্বলয়ানি স্যুর্নলকানি ব্রুবেহধুনা।
হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চে চ মণিবন্ধকে॥
বাহুজঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানি তু।

উহাদিগের স্থান।

অক্ষিকোশ, নাসিকা, কর্ণ ও গ্রীবাতে তরুণাস্থি; মস্তক, শঙ্খ, তালু, গণ্ড, স্কন্ধ, জানু ও নিতম্বে কপালাস্থি; দন্তে রুচকাস্থি; পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষ এবং উদরে বলয়াস্থি এবং হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতলে, কূর্চ্চদেশে, মণিবন্ধে, বাহুদ্বয়ে ও জঙ্ঘাদ্বয়ে নলকাস্থি আছে।

(১) ভবন্তীহেতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।
(২) দশনা রুচকাঃ স্মৃতা ইতি বা পাঠঃ।

অথাস্থ্নাং প্রয়োজনমাহ।

মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি চ॥

অস্থির প্রয়োজন।

মাংস সকল শিরা ও স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ হইয়া অস্থিকে আশ্রয় করিয়া থাকাতে বিদারিত বা পতিত হইতে পারে না।

অথ মজ্জাস্বরূপমাহ।

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারোহত্রবোঘনঃ।
যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে॥

মজ্জার স্বরূপ।

অস্থি স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পক্ব হইলে উহাতে এক প্রকার ঘন সার পদার্থ জন্মে। ঐ সার ভাগ স্বেদবৎ পৃথক্ হইয়া মজ্জারূপে পরিণত হয়।

অথ মজ্জাস্থানমাহ।

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ॥

মজ্জার স্থান।

মজ্জা প্রায় স্থূল অস্থিতেই অবস্থিতি করে।

অথ শুক্রস্যোৎপত্তিমাহ।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥
সুশ্রুতেনানেন বচনেন শুক্রং মজ্জসম্ভবমুক্তম্।

নমু মাসেন রসঃ শুক্রো ভবতি, স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং ভবতীতি সুশ্রুতস্যৈব বচনেন রসাদেব শুক্রস্যোৎপত্তিরুচ্যতে। তদেতৎ কথং সঙ্গচ্ছতে। ইমমেব সন্দেহং দূরীকর্ত্তুমাহারাদের্গতিং পরিণামঞ্চাহ।

শুক্রের উৎপত্তি।

"রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়" এই সুশ্রুতবাক্য দ্বারা মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সুশ্রুত আর এক স্থলে কহিয়াছেন যে এক মাস কালে শরীরস্থিত রস হইতে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব উৎপন্ন হয়। অতএব এক গ্রন্থকারের বিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা মীমাংসা করিবার জন্য প্রথমে আহারাদির গতি ও পরিণাম বলা যাইতেছে।

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ।
মাধুর্য্যং ফেনভাবং চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ॥

আহার ইত্যত্র আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ। অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রেণ কর্ম্মণি ঘঞ্।

হৃদয়স্থিত প্রাণ নামক বায়ু মুখে গমনপূর্ব্বক আহারকে উদরস্থ করে। পরে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া সেই আহার ছয় প্রকার রসের সহিত মিলিত হইয়া ফেনভাব ও মাধুর্য্য প্রাপ্ত হয়।

যাহা আহরণ করা যায় তাহাকে আহার কহে। আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ঘঙ্ প্রত্যয় করিয়া আহার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

স চ ষড়্বিধঃ। তথা চ।

আহার্য্যং ষড়্বিধং ভোজ্যং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যন্তথৈব চ।
লেহ্যং চোষ্যং তথা পেয়ং তদুদাহরণানি তু॥
ভোজ্যমোদনসূপাদি ভক্ষ্যং মোদকমণ্ডকম্।
চর্ব্ব্যং চিপিটধান্যাদি রসালাদি তু লেহ্যতে।
চোষ্যমাম্রফলেক্ষ্বাদি পীয়তে পানকং পয়ঃ।

আহার ছয় প্রকার যথা—ভোজ্য, যেমন অন্ন-সূপাদি; ভক্ষ্য, যেমন মোদকাদি; চর্ব্ব্য, যেমন চিপিটকাদি; লেহ্য, যেমন রসালাদি; চোষ্য, যেমন আম্রফল ও ইক্ষুদণ্ড, এবং পেয় অর্থাৎ যাহা পান করা যায়, যেমন জল।

আমাশয়মাহ চরকঃ।

নাভিস্তনান্তরে জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধা ইতি।

অথ বিশেষমাহ।

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চ কণ্ঠদেশাৎ যড়ঙ্গুলম্।
উরস্তু তদ্বিজানীয়াৎ শেষে তু হৃদয়ং মতম্।
উরোরক্তাশয়স্তস্মাদধঃশ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ।
আমাশয়স্তু তদধস্তদধো দহনাশয়ঃ ইতি॥

প্রাণানিলেরিত ইতি। হৃদয়াধিষ্ঠানেন প্রাণনাম্না বায়ুনা মুখং গতেনান্তঃ প্রবেশিতঃ।

চরকোক্ত আমাশয়ের স্থান।

নাভি ও স্তনের অভ্যন্তরস্থ স্থানকে পণ্ডিতেরা আমাশয় কহিয়া থাকেন।

নাভির এক বিতস্তি ঊর্দ্ধে এবং কণ্ঠদেশের ছয় অঙ্গুলি নিম্নে যে স্থান তাহাকে বক্ষঃস্থল এবং শেষ ভাগকে হৃদয় বলা যায়। উক্তদেশের অভ্যন্তরে প্রথমে রক্তাশয়, তাহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয়, তাহার নিম্নে আমাশয় এবং আমাশয়ের নিম্নে দহনাশয় অবস্থিত।

'প্রাণ নামক বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত' অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠিত প্রাণ নামক বায়ু মুখে গমন করত আহারীয় দ্রব্যকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়।

তথা চ সুশ্রুতঃ।

যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বত ইতি।
তমাহারঃ ক্লেদননামা কফঃ ক্লেদয়তি ক্লেদনাৎ-
সংহতং ভিনত্তি চ।

উক্তং চ সুশ্রুতে।

ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নং সংহতং চ ভিনত্ত্যত ইতি।
স আহারঃ ষড়্‌রসোঽপ্যামাশয়ে মাধুর্য্যং লভতে আমাশয়স্থস্য মধুরস্য কফস্য যোগাৎ।

সুশ্রুতও কহিয়াছেন।

প্রাণ নামক যে বায়ু দেহকে ধারণ করিয়া আছে, উহা মুখে গমন করিয়া অন্নকে উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করায় এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

পরে সেই আহার আমাশয়ে নীত হইলে ক্লেদন নামক কফ উহাকে ক্লেদবিশিষ্ট করে এবং তৎপরে উহার সংহত ভাগ পৃথক্ করে। সুশ্রুতও কহিয়াছেন যে ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন ও তাহার সংহত ভাগকে পৃথক্ করে। অনন্তর সেই আহার ছয় প্রকার রস-সংযুক্ত হইলেও আমাশয়স্থ মধুর কফের যোগে মাধুর্য্য লাভ করে। শ্লেষ্মার যে মাধুর্য্য গুণ আছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত সুশ্রুতবচনে স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে।

উক্তঞ্চ শ্লেষ্মস্বরূপম্।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্ব্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ।
ফেনভাবঞ্চ লভতে জঠরানলতেজসা॥

শ্লেষ্মার স্বরূপ।

শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, অধিকতমোগুণবিশিষ্ট, স্বাদু, বিদগ্ধ ও লবণাক্ত।

যত আহ বাগ্‌ভটঃ।

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলমিতি।

বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন, স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুল যেরূপ বাহ্য অগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ আহার সমান বায়ু দ্বারা আমাশয়ে নীত হইয়া উদরাগ্নিদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

অথ স এবাহারঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতস্ততঃ কিঞ্চিৎ স্খলিতঃ পাচকাখ্যপিত্তোষ্মণেষৎপ-কোঽম্লরসো ভবতি।
উক্তঞ্চ।
অথ পাচকপিত্তেন বিদগ্ধশ্চাম্লতাং ব্রজেৎ।
'পাচকপিত্তেন' পাচকপিত্তস্যোষ্মণা।

ততঃ স এবাহারো নাভিমণ্ডলাধিষ্ঠানেন সমাননাম্না বায়ুনা প্রেরিতো গ্রহণীমভিনীয়তে।

অতএব আহার প্রাণ বায়ু দ্বারা প্রথমে উদরাভ্যন্তরে নীত হয়। পরে তাহার কিঞ্চিদংশ স্খলিত হইলে, পাচক নামক পিত্তাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া ঈষৎ অম্লরস হয়।

বাগ্‌ভটও এবিষয়ে কহিয়াছেন, 'ভুক্ত দ্রব্য পাচকপিত্তসহযোগে বিদগ্ধ ও অম্লরসযুক্ত হয়।'

এস্থলে পাচকপিত্ত শব্দে পাচকপিত্তের উষ্মা বুঝিতে হইবে।

পরে সেই আহার নাভিমণ্ডলস্থ সমান বায়ু দ্বারা গ্রহণীতে নীত হয়। উক্ত গ্রন্থেও এইরূপ উক্ত আছে যে 'সমান বায়ু দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য গ্রহণীতে নীত হয়।'

গ্রহণীলক্ষণমাহ।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
আমপক্বাশয়ান্তস্থা গ্রহণী সাভিধীয়তে॥

'পিত্তধরা' পাচকাখ্যং পিত্তং যদগ্ন্যধিষ্ঠানং তদ্ধারয়তি। তত্র গ্রহণ্যামামাশয়পক্বাশয়মধ্যবর্ত্তিপাচকাখ্যপিত্তাধিষ্ঠানেনাগ্নিনাহারঃ পচ্যতে স কটুশ্চ ভবতি।

তথাচ।

গ্রহণ্যাং পচ্যতে কোষ্ঠবহ্নিনা জায়তে কটুরিতি।

অয়মর্থঃ। আহারো 'গ্রহণ্যাং কোষ্ঠবহ্নিনা' গ্রহণীস্থিতপাচকপিত্তস্থেন বহ্নিনা, পচ্যতে। পচ্যমানঃ স গ্রহণীস্থিতস্য কটুরসস্য পিত্তস্য সংযোগাৎ কটুর্ভবতি॥

এতদাহারাপকে বিশেষমাহ।

শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্। তত্র পঞ্চসু ভূতেষু পঞ্চাগ্নয়স্তিষ্ঠন্তি।

বাগ্‌ভটোক্ত গ্রহণীর লক্ষণ।

আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পিত্তধরানামক যে ষষ্ঠী কলা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণী নামে কথিত হইয়া থাকে।

পাচক নামক পিত্তকে ধারণ করে বলিয়া উহাকে পিত্তধরা কহে।

গ্রহণীস্থিত আহার পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পাচক নামক পিত্তাধিষ্ঠিত অগ্নি দ্বারা পক্ক হইলে কটুরস প্রাপ্ত হয়। কারণ উক্ত গ্রন্থে উক্ত আছে যে গ্রহণীগত আহার কোষ্ঠবহ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া কটুত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইহার অর্থ—ভুক্ত বস্তু গ্রহণীতে নীত হইয়া কোষ্ঠবহ্নি অর্থাৎ গ্রহণীস্থিত পাচকপিত্তগত বহ্নি দ্বারা পক্ক হইলে তত্রস্থ কটু পিত্তের সহযোগে কটুরসবিশিষ্ট হয়।

তিনি আহারপাকবিষয়ে আরও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, শরীর পাঞ্চভৌতিক এবং সেই পঞ্চ ভূতে পঞ্চ প্রকার অগ্নি অবস্থান করে।

উক্তঞ্চ চরকেণ।

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি।
অত্রোষ্মপদেনাগ্নিরুচ্যতে।

আহারোঽপি পাঞ্চভৌতিকঃ। তত্র পাচকপিত্তস্থেনাগ্নিনোত্তেজিতেন শরীরবর্ত্তিনা ভূভাগাগ্নিনাহারবর্ত্তিভূভাগঃ পচ্যতে। পক্বো ভূভাগঃ স্বকীয়ান্ গুণানভিবর্দ্ধয়তি। এবং জলাদিভাগা অপি পচ্যন্তে।

চরকও কহিয়াছেন যে, ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পঞ্চ প্রকার উষ্মা দেহে অবস্থান করে। উহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় আহারকে পরিপাক করে। এস্থলে উষ্মা শব্দে অগ্নি বুঝিতে হইবে।

উপর্যুক্ত চরকবচনে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, আহারও পাঞ্চভৌতিক। শরীরবর্ত্তি পার্থিব অগ্নি, পাচকপিত্তস্থ অগ্নি কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া পঞ্চভূতাত্মক আহারের পার্থিব অংশকে পরিপাক করে। পক্ক হইলে সেই পার্থিবাংশের গুণ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে আহারের জলাদিভাগও ক্রমে জলীয়াদি অগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া থাকে।

তথাচ সুশ্রুতে।

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ। বিপক্কঃ পঞ্চধা সম্যগ্ গুণান্ স্বানভিবর্দ্ধয়েদিতি। গুণশব্দেনাত্র গুণিনঃ পৃথিব্যাদয় উচ্যন্তে। তেন গুণান্ শরীরবর্ত্তিনঃ পার্থিবাদীন্ ভাগানভিবর্দ্ধয়েদিত্যর্থঃ। এবমহোরাত্রেণ পক্ক আহারো মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরো ভবতি। অম্লস্ত্বম্লো ভবতি। কটুতিক্তকষায়শ্চ কটুর্ভবতি।

সুশ্রুতও কহিয়াছেন পঞ্চভূতাত্মক দেহে পাঞ্চভৌতিক আহার পঞ্চপ্রকারে পক্ক হয়। সম্যক্ রূপে পক্ক হইলে তাহাদিগের আপন আপন গুণ বর্দ্ধিত হয়।

এস্থলে গুণশব্দে গুণের আধারভূত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উক্তবচনদ্বারা শরীরস্থ পার্থিবাদি ভাগেরই বৃদ্ধি প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপে অহোরাত্রিতে আহার পরিপাক হয়। মিষ্ট ও পটু দ্রব্য পক্ক হইলে মধুর, অম্ল দ্রব্য অম্লরসবিশিষ্ট এবং কটু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্য পক্ক হইলে কটু হয়।

উক্তঞ্চ

মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ। কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকো জায়তে কটুরিতি। এবং বিপক্কস্যাহারস্য সারো নির্গলিতো রসঃ। শেষো গ্রহণীস্থো মলদ্রবঃ, মলদ্রবস্য জলভাগঃ শিরাভিরর্দ্ধিতং নীতো মূত্রং ভবতি।

সুশ্রুতও কহিয়াছেন-"মিষ্টও পটু আহারের পরিপাক মধুর, অম্লের পরিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত ও কষায়ের পরিপাক কটু হয়।"

সম্যক্ রূপে পরিপক্ক আহারের সারভাগকে রস কহে। অবশিষ্ট ভাগ মলরূপে পরিণত হইয়া গ্রহণীতে অবস্থিতি করে। পরে ঐ মলের জলীয়াংশ শিরাদ্বারা বস্তিদেশে নীত হইয়া মূত্র হয়।

উক্তঞ্চ।

আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ। শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ। শেষং কিট্টঞ্চ যত্তস্য তৎপুরীষং নিগদ্যতে। সমানবায়ুনা নীতমস্তিষ্ঠতি মলাশয়ে।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে আহারের রস সারবান্। কিন্তু মলভাগ সারবিহীন। মলভাগের জলীয়াংশ বস্তিদেশে নীত হইয়া মূত্ররূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্ট অংশকে পুরীষ কহে। পুরীষ সমানবায়ুদ্বারা নীত হইয়া মলাশয়ে অবস্থান করে।

তত্র মলাশয়ালয়েনাপানবায়ুনা প্রেরিতং মূত্রং মেঢ্রভগমার্গেণ, পুরীষং গুদমার্গেণ শরীরাদ্বহির্যাতি।

পরে আপনবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া মূত্র, মেঢ্র ও ভগমার্গ দ্বারা এবং পুরীষ, গুহ্যদ্বার দিয়া শরীর হইতে বহির্গত হয়।

উক্তঞ্চ।

মূত্রঞ্চোপস্থমার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ।
অপানবায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ॥
উপস্থঃ শিশ্নো ভগঞ্চ।

গ্রন্থান্তরেও ইহার প্রমাণ আছে যথা—"শরীরস্থ মূত্র ও পুরীষ অপান বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া ক্রমান্বয়ে উপস্থমার্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়"। উপস্থশব্দের অর্থ শিশ্ন ও ভগ।

রসস্তু সমানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রসস্য স্থানং হৃদয়ং গত্বা তেন সহ মিশ্রিতো ভবতি।

অনন্তর শরীরস্থ রস, সমান বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইলে ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক রসের স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে গমন করিয়া তত্রস্থ রসের সহিত মিশ্রিত হয়।

উক্তঞ্চ।

রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥
কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ।
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ॥

গ্রন্থোদ্ধৃতপ্রমাণ—"রস প্রথমতঃ সমান বায়ুদ্বারা হৃদয়ে প্রেরিত হয়। পরে ব্যানবায়ুদ্বারা সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া শরীরস্থ ধাতু সকলকে বৃদ্ধি করে। নদী যেরূপ স্বীয় জলদ্বারা পার্শ্বস্থ ভূভাগের ওষধিগণকে পরিবর্দ্ধিত করে, রস সেইরূপ দেহস্থ ধাতু সকলের পোষণক্রিয়া সম্পাদন করে।

রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে (১)।

উক্তঞ্চ চরকে।

স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ।
স্বং স্থূলোংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্।

অয়মর্থঃ। স্থূলোংশঃ স্বং যাতি, যথাস্থিতস্তিষ্ঠতি। সূক্ষ্মস্তুংশঃ পরং, দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি। 'তন্মলঃ' রসাদিমলঃ, 'তন্মলং' শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং, যাতীত্যর্থঃ।

যথা লৌকিকাগ্নিনেক্ষুরসঃ পচ্যতে তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে। পচ্যমানঃ স পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডমেকঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরসধাতাবেব তিষ্ঠতি।

রস প্রকারভেদে তিন অংশে বিভক্ত, চরকগ্রন্থে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে যথা; রস তিনপ্রকার স্থূল, সূক্ষ্ম ও তন্মল। তন্মধ্যে স্থূল ভাগ

(১) ভিদ্যতে ইতি কচিৎ পাঠঃ।

স্বস্থানে, সূক্ষ্ম ভাগ অপর স্থানে এবং তন্মল তন্মলে অবস্থিতি করে।

ইহার অর্থ এই যে রসের স্থূলভাগ স্বস্থানে অর্থাৎ স্বীয় নির্দ্দিষ্টস্থানে অবস্থিতি করে, সূক্ষ্মভাগ অপর অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে গমন করে এবং রসের তন্মল নামক অংশ তন্মল অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ধাতুমলে গমন করে।

বাহ্য অগ্নিতে যেরূপ ইক্ষুরস পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ শরীরারম্ভক রসাগ্নিতে আহার পরিপক্ক হয়। এই রূপে আহার পচ্যমান হইয়া পূর্ব্বোক্ত রস ও ধাতুতে পাঁচ দিন ও দেড় দণ্ড কাল অবস্থিতি করে।

উক্তঞ্চ চরকেণ।

স খলু রসস্ত্রীণি ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশকলা একৈকস্মিন্ধাতাবুপতিষ্ঠতে। অত্র কলানাং বিংশতিঃ, মুহূর্ত্তঃ। স চ দণ্ডদ্বয়াত্মকঃ।

চরক ও কহিয়াছেন "প্রত্যেক ধাতুতে রস তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা পরিমিত কাল অবস্থিতি করে"। এস্থলে "বিংশতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড" এইরূপ গণনাতেই কাল নিরূপণ করিতে হইবে।

তথাচ ভোজঃ।

ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতো রসঃ।
অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি॥
প্রত্যেকমেকস্মিন্নেকস্মিন্নিত্যর্থঃ।

ভোজও কহিয়াছেন "রস ক্রমান্বয়ে রস হইতে আরম্ভ করিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুর এক একটিতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে।

ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি. তথা পচ্যমানাদাহাররসান্মলো নির্গচ্ছতি। স কফঃ।

অনন্তর ইক্ষুরস অগ্নিতে পাক করিলে যেরূপ মল (গাদ) নির্গত হয়, আহাররস পরিপক্ক হইলেও সেই রূপ মল নির্গত হয়। তাহাকে কফ কহে।

উক্তঞ্চ সুশ্রুতে।

কফঃ পিত্তং মলঃ স্বেষু প্রস্বেদো নখরোম চ।
নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ॥
'স্বেষু মলঃ' কর্ণাদিস্রোতো মলঃ।

সুশ্রুতও কহিয়াছেন "কফ, পিত্ত, কর্ণাদিমল, স্রোতোমল, প্রস্বেদ, নখ, রোম, নেত্রমল ও নেত্রজল ধাতু হইতে ক্রমশঃ এই কয়টি মল নির্গত হইয়া থাকে"।

স চ কফঃ প্রাণানিলপ্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্মোভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়ন্ সকলশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্, পোষণ-স্নেহন-জঠরানলোদ্ভূত-সন্তাপনিবারণাদিভির্গুণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি। ততঃ স্থূলো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্য রক্তস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎসার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথাগ্নিনা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদিক্ষুবিকারাৎ বারং বারং

মলং নির্গচ্ছতি, তথা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদাহার-রসাৎ প্রতিবারং মলং নির্গচ্ছতি। তত্র রক্তাগ্নিনা পচ্যমানান্মলং পিত্তং নির্গচ্ছতি। তচ্চ পিত্তং সমানবায়ুনা প্রেরিতং ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং পাচকাখ্যং পিত্তং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। সূক্ষ্মোভাগো রঞ্জকাখ্যেন পিত্তেন রক্তীকৃতঃ শরীরারম্ভকং রক্তং পোষয়ন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকল-শরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ স্থূলো ভাগঃ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণি মাংসানি যাতি। ততো মাংসাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মাংসেম্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তদ্ব্যানবায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাবাগত্য কর্ণবিট্ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি। ততঃ স্থূলো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরারম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি। ততো মেদসোঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডং চ যাবন্মেদস্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি প্রস্বেদ-রূপঃ। স চ শীতঃ স্রোতস্যেব তিষ্ঠতি, শরীরোষ্ণাভিতপ্তশ্চেত্তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গৈর্লোমকূপেভ্যো বহির্যাতি। জিহ্বা-দন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলঞ্চ মেদোমলমিত্যেকে। ততঃ সারভূতরসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্মো ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি। উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিতান্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি। স্থূলো-ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽস্থ্যগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবদস্থিষ্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো-নির্গচ্ছতি। স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরা-মার্গৈরাগত্যাঙ্গুলিষু নখাঃ, তনৌ, লোমানি ভবন্তি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্মভাগো অস্থীনি পুষ্ণাতি। ততঃ স্থূলভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈর্মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যাভ্যন্তরাণি যাতি। ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মজ্জন্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরা-মার্গৈর্নয়নয়োরাগত্য নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্মোভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি। ততঃ স্থূলো ভাগো ব্যান-বায়ুনা প্রেরিতঃ ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্য স্থানং, সকলং শরীরং গত্বা শরীরারম্ভকেণ শুক্রেণ সহ মিশ্রিতো ভবতি। ততঃ শুক্র-স্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে। পচ্যমানে তস্মিন্মলং নাস্তি। স হি সহস্রধাধ্মাতস্বুবর্ণবৎ।

অনন্তর সেই কফরূপ মল প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গদ্বারা শরীরারম্ভক ক্লেদন নামক কফে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে পোষণ করে। পরে সেই সারভূত আহাররস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম ভাগ শরীরারম্ভক রসকে পুষ্ট করে এবং সর্ব্বশরীরচর ব্যান বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে গমন করত পোষণ, স্নেহন ও জঠরাগ্নিকৃত সন্তাপ নিবারণ প্রভৃতি গুণদ্বারা সকল শরীরকে পুষ্ট করে। স্থূলভাগ প্রাণ বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথ দিয়া শরীরারম্ভক রক্তের স্থানে অর্থাৎ যকৃৎপ্লীহা-

দিতে গমন করিয়া তথায় রক্তের সহিত মিলিত হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত রক্তের অগ্নিতে পুনরায় পচ্যমান হইয়া পাঁচ দিনও দেড় দণ্ড কাল সেই রক্তে অবস্থিতি করে। অনন্তর ইক্ষুবিকার বারংবার পাক করিলে প্রতিবারেই যেমন মল (গাদ) নির্গত হয় সেইরূপ আহাররস যত বার পরিপক্ক হইতে থাকে ততবারই তাহার মল নির্গত হয়। সুতরাং রক্তাগ্নিতে পক্ক হইলেও তাহা হইতে পিত্তরূপ মল নির্গত হয়। পরে সেই পিত্ত সমানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গদ্বারা পাচকপিত্তে গমন করত উহার পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। অনন্তর তৎকালে যে সারাংশ থাকে তাহাও পুনরায় স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সূক্ষ্মভাগ রঞ্জক নামক পিত্তের যোগে লোহিত বর্ণ হয়। পরে সেই রক্ত শরীরারম্ভক রক্তকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে সঞ্চরণ করত সকলশরীরস্থ রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পাদন করে। অনন্তর স্থূলভাগ ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শরীরস্থ মাংসে গমন করে। পরে মাংসাগ্নিতে পরিপক্ক হইয়া পাঁচ দিন ও দেড় দণ্ড তথায় অবস্থিতি করে। মাংসাগ্নিতে পক্ক হইলে যে মল নির্গত হয় তাহা ব্যানবায়ুদ্বারা কর্ণে নীত হইয়া কর্ণমল (খোল) রূপে পরিণত হয়। পরে সারাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে তাহার সূক্ষ্মভাগ মাংসকে পুষ্ট করে এবং স্থূলভাগ ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথ দিয়া শরীরস্থ মেদস্থান অর্থাৎ উদরে উপনীত হয় এবং তত্রস্থ মেদাগ্নিতে পুনরায় পক্ক হইয়া তথায় পাঁচ দিন ও দেড় দণ্ড অবস্থিতি করে। এইরূপ পক্ক হইলে যে মল নির্গত হয় তাহা প্রস্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্মরূপে পরিণত হয়। ঐ ঘর্ম্ম শীতল অবস্থায় থাকিলে শরীরস্থ স্রোতেই অবস্থান করে; কিন্তু শরীরের উষ্ণতাপ্রযুক্ত উষ্ণ হইলে উহা ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা গমন করত লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন জিহ্বা, দন্ত, কক্ষ ও মেঢ্র প্রভৃতি স্থানের মলই মেদোমল। ঐ মল নির্গত হইয়া গেলে যে সারাংশ থাকে তাহাও উক্তরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সূক্ষ্মভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতঃপথে গমন করত সূক্ষ্মাস্থিস্থিত মেদেরও পুষ্টি সাধন করে। পরে স্থূলভাগ ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শরীরারম্ভক অস্থিতে গমন করে, এবং তত্রস্থ অগ্নিতে পুনরায় পচ্যমান হইয়া পাঁচদিন ও দেড় দণ্ড তথায় অবস্থিতি করে। উক্ত পাকে যে মল নির্গত হয় তাহা ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নখ, স্তন ও লোমের আকারে পরিণত হয়। অনন্তর উহার সারাংশ উক্তরূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইলে, সূক্ষ্মভাগ অস্থিকে

পুষ্ট করে এবং স্থূলভাগ ব্যানবায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শরীরস্থ স্রোতঃ-পথ দিয়া স্থূল অস্থির অভ্যন্তরস্থ মজ্জাতে উপনীত হয় এবং তত্রস্থ অগ্নি-সহকারে পচ্যমান হইয়া পূর্ব্বোক্ত কাল তথায় অবস্থিতি করে। ঐ পাকে যে মল নির্গত হয় তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরাপথ দিয়া নয়নে উপস্থিত হইয়া নেত্রমল (পিঁচুটি) ও নেত্র-জল রূপে পরিণত হয়। উহার সারাংশও উক্ত প্রকার ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইলে, সূক্ষ্মভাগ মজ্জার পুষ্টি সাধন করে এবং স্থূলভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শুক্রস্থানে গমন-পূর্ব্বক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। অনন্তর শুক্রস্থ অগ্নিতে পুনরায় পক্ক হইয়া উক্ত রস সহস্র বার আধ্মাত সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। তখন উহাতে কিছুমাত্র মল থাকে না।

উক্তঞ্চ।

স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেষু রসাদিষু।
ষট্‌সু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ো জগুঃ॥
যথা সহস্রধাধ্মাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে।
তথা রসে মুহুঃ পক্বে ন মলং শুক্রতাজতে॥
ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্ম স্নেহভাগঃ ওজ

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে, "মুনিগণ কহিয়াছেন যে রসাদিক্রমে ছয় প্রকার ধাতু স্ব স্ব অগ্নিতে পরিপক্ক হইলে, ছয় ধাতু হইতে ছয় প্রকার মল উৎপন্ন হয়। সুবর্ণ সহস্র বার আধ্মাত হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, রস বারম্বার পক্ক হইয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র মল থাকে না। অনন্তর সেই সারভূত রস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, স্নেহময় সূক্ষ্ম-ভাগ ওজঃরূপে পরিণত হয়।

তস্য লক্ষণমাহ।

ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্।
সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্॥
'বলং' চেষ্টাপাটবম্।

তথাচ।

চেষ্টাসু পাটবং যত্তু বলং তদভিধীয়তে।

ওজের লক্ষণ।

ওজঃ সর্ব্বশরীরে অবস্থান করে। উহা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, সোমাত্মক, শরীরের বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারী। বল অর্থাৎ কার্য্যপটুতা। কারণ গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে, চেষ্টা বিষয়ে পটুতাকে বল কহা যায়।

যত্তু সুশ্রুতে রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎপরং তেজস্তৎখলু ওজস্তদেব বলমিতি। তেজস্তেজস্তুরঃ। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ, যস্মাদ্রসাদোজো ভবতি স রসঃ সর্ব্বধাতুস্থানগতত্বাত্তত্তদ্ধাতুবন্মন্যত ইতি। সর্ব্বধাতুনাং স্নেহমোজঃ। ক্ষীরে ঘৃতমিব তদৈব বলমিতি, তৎকার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। অভেদকথনঞ্চ চিকিৎসৈক্যার্থম্।

অন্যচ্চ।

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা।
প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্।

"রস হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্র

পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর দ্রব তেজো-ভাগকে ওজঃ বা বল কহে” এই সুশ্রুত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, যে রস হইতে ওজের উৎপত্তি হয় সেই রস সকল ধাতুস্থানে গমন করে বলিয়া রস ও ধাতু তুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ঘৃত যেমন দুগ্ধের স্নেহময় বিকার, সেইরূপ ওজঃ সকল ধাতুর স্নেহময় ভাগ। ঐ ওজকে বলও কহা যায়। রস ও বল ইহাদিগের পরস্পরের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিলেও চিকিৎসার একতা রক্ষার জন্য উভয়কেই তুল্য বলা যায়।

গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, স্থির, প্রসন্ন, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম ওজের এই দশটি গুণ প্রসিদ্ধ।

চরকে তু।

অষ্টবিন্দুপ্রমাণং তদীষদ্রক্তং সপীতকম্।
অগ্নিসোমাত্মকত্বেন দ্বিরূপং বর্ণিতন্তু তৎ।

ওজঃ অষ্টবিন্দুপরিমিত। উহার বর্ণ ঈষৎ রক্তসংযুক্ত পীত। উষ্ণতা ও শীতলত্ব এই উভয় গুণ থাকাতে উহা দ্বিরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

বাগ্‌ভটস্তু।

ওজস্তু তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়াঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন।

শুক্রান্ত ধাতু সকলের প্রধান তেজকে ওজ কহে। হৃদয় উহার বিশেষ আধার হইলেও উহা সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং শরীর রক্ষার প্রধান সাধন। ওজ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলোদয় হয়। উহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং উহার নাশেই জীবনের নাশ হইয়া থাকে। ওজঃপ্রভাবে শরীরে উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি বিবিধ দেহাশ্রিত ভাবের উদয় হয়।

ততঃ স্থূলো ভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি।

উক্তঞ্চ সুশ্রুতে।

এবং মাসেন রসঃ শুক্রো ভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং।
স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি।

অতএবোক্তং সুশ্রুতে।

যোষিতোঽপি স্রবত্যেব শুক্রং পুংসঃ সমাগমে।
তত্র গর্ভস্য কিঞ্চিত্তু করোতীতি ন চিন্ত্যতে।
'গর্ভস্য' শুদ্ধস্য। বিকৃতস্য তু গর্ভস্য কারণং তদপি ভবতি।

যত উক্তম্।

যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোঽন্যমনস্থিস্তত্র জায়ত ইতি।
এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমো ধাতুরার্ত্তবং, শুক্রমষ্টম-মিতি বোধিতম্। আশয়াদ্যাধিক্যবৎ।

অনন্তর এক মাসের মধ্যে রসের স্থূলভাগ হইতে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব ও শুক্র উৎপন্ন হয়। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন যে “এইরূপে একমাসকালে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়

জাতির শুক্র উৎপন্ন হয়।” তিনি আরও কহিয়াছেন পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে স্ত্রীদিগের ও শুক্রস্রাব হয়। এবং ঐ শুক্র গর্ভোৎপাদনেরও কারণ।

এস্থলে গর্ভশব্দে শুদ্ধ গর্ভই বুঝিতে হইবে।

শুক্র স্ত্রীদিগের বিকৃত গর্ভেরও কারণ; যেহেতু শাস্ত্রে তাহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা। “দুইটি স্ত্রীলোক কামোন্মত্তা হইয়া পরস্পরের যোনি ঘর্ষণ করত কোনরূপে শুক্র ত্যাগ করিলে গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তান অনস্থি হয়।” উপর্য্যুক্ত প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর্ত্তব স্ত্রীলোকের সপ্তম এবং শুক্র অষ্টম ধাতু। আশয়াদির আধিক্যের ন্যায় স্ত্রীলোকের ধাতুসংখ্যাও অধিক জানিবে।

স্ত্রীণাং গর্ভোপযোগি স্যাদার্ত্তবং সর্ব্বসম্মতম্।
তাসামপি বলং বর্ণং শুক্রং পুষ্টিং করোতি হি॥

এবং রসএব কেদারকুল্যান্যায়েন সর্ব্বান্ ধাতূন্ পূরয়ন্, মাসেন নবদণ্ডোত্তরেণ শুক্রমার্ত্তবঞ্চ ভবতীতি সিদ্ধান্তঃ। এবং সতি রসাদ্রক্তমিত্যাদি সঙ্গতমেব। ততো মাংসং। ‘ততো’ রক্তোৎপত্তেরনন্তরং, মাংসং জায়তে, রসাদেবেত্যর্থঃ। মাংসান্মেদঃ প্রজায়ত ইতি। মাংসাদনন্তরং মেদঃ প্রজায়তে রসাদেবেত্যর্থঃ। মেদসোঽস্থি জায়তে রসাদেবেত্যর্থঃ। এবং ততো মজ্জা। মজ্জ অগ্রে শুক্রং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

রসঃ শরীরে ত্রিধা সঞ্চরতি।

আর্ত্তব হইতে স্ত্রীদিগের গর্ভোৎপত্তি এবং শুক্র হইতে তাহাদিগের শরীরের বল, বর্ণ ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

এইরূপে কেদার ও কুল্যের ন্যায় একমাত্র রসই সকল ধাতুকে পুষ্ট করিয়া একমাস নয় দণ্ড কালের পর শুক্র ও আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বাক্য সম্পূর্ণ সঙ্গত। সুতরাং রস, মাংস, মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র ইহারা রস হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কারণ রস হইতে উহাদিগের সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে।

রস শরীরে তিন প্রকারে সঞ্চরণ করে।

তথাচোক্তম্।

রসঃ শরীরে শব্দার্চ্চির্জ্জলসন্তানবৎ ত্রিধা।
সঞ্চরত্যনুরূপোঽয়ং নিত্যমেব হি দেহিনাম্॥

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ। পুরুষাস্তীক্ষ্ণাগ্নয়ো মধ্যমাগ্নয়ো মন্দাগ্নয়শ্চ ভবন্তি। তত্র তীক্ষ্ণাগ্নীনাং রসঃ শব্দসন্তানবৎ শীঘ্রং সঞ্চরতি। মধ্যমাগ্নীনাং রসঃ, অর্চ্চিঃসন্তানবন্মধ্যবেগেন চরতি। মন্দাগ্নীনাং রসঃ জলসন্তানবন্মন্দং সঞ্চরতি। তেন মাসেন রসঃ শুক্রং ভবতীতি যদুক্তং তন্মধ্যবেগেন চরতি। মন্দাগ্নীনাং জলসন্তানবন্মন্দং চরতি। তেন মাসেন রসঃ শুক্রং ভবতীতি যদুক্তং তন্মধ্যমাগ্নীনধিকৃত্যোক্তম্। দীপ্তাগ্নীনান্তু রসঃ কিঞ্চিন্ন্যূনেন মাসেন শুক্রং ভবতি। মন্দাগ্নেঃ কিঞ্চিদধিকেন মাসেনেতি সিদ্ধান্তঃ। তর্হি বাজীকরণীনামোষধীনাং কিং প্রয়োজনমিত্যাহ।

বাজীকরণ্য ওষধ্যঃ স্বপ্রভাবগুণোচ্ছ্রয়াৎ।
বিরেচয়ন্তি তাঃ শুক্রং বিরেকিদ্রব্যবন্নৃণাম্॥

‘বাজীকরণ্যঃ, যাভিরোষধীভিঃ পুরুষঃ শুক্রা-

ধিক্যাৎ স্ত্রীষু বাজীবৎ সামর্থ্যং প্রাপ্নোতি তাঃ বাজীকরণ্যঃ। 'স্বপ্রভাবগুণোচ্ছ্রয়াৎ।' তত্র কাশ্চিদৌষধ্যঃ স্বপ্রভাবাধিক্যাৎ, কাশ্চিৎ স্বগুণাধিক্যাৎ, কাশ্চিচ্চ স্বপ্রভাবগুণাধিক্যাৎ। তত্র সঙ্কল্পপাদলেপবিশিষ্টকান্তাস্পর্শাদয়ঃ স্বপ্রভাবাধিক্যাৎ শুক্রং বিরেচয়ন্তি। ঘৃতক্ষীরাদয়ঃ স্বগুণাধিক্যাৎ, স্নিগ্ধত্বাদ্যাধিক্যাৎ। মাষাদয়ঃ স্বপ্রভাবস্নিগ্ধত্বাদিগুণাধিক্যাৎ। বাজীকরণ্য ইতি বহুবচনমাদ্যর্থানুবর্ত্তনম্। বল্যবৃংহণজীবনীয়গণাদয়স্তদ্বদ্বোদ্ধব্যাঃ। 'বিরেচয়ন্তি' স্বপ্রভাবগুণাধিক্যাৎ শীঘ্রমেব রসাদ্যুৎপাদনপূর্ব্বকং শুক্রং জনয়িত্বা প্রবর্ত্তয়ন্তি।

যত আহ।

দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাতকফলমজ্জাকলানি চ।
জনকানি নিগদ্যন্তে রেচনানি চ রেতসঃ।

ইহার প্রমাণ।

"শব্দ, আলোক ও জলের সঞ্চারের ন্যায় রস তিন প্রকারে সঞ্চরণ করে"।

ইহার অভিপ্রায় এই যে পুরুষের তীক্ষ্ণাগ্নি, মধ্যমাগ্নি ও মন্দাগ্নি এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নির রস শব্দের সঞ্চারের ন্যায় অতি শীঘ্র সঞ্চরণ করে। মধ্যমাগ্নির রস আলোকের সঞ্চারের ন্যায় বেগে সঞ্চরণ করে এবং মন্দাগ্নির রস জলসঞ্চারের ন্যায় মন্দগতিতে সঞ্চরণ করে। অতএব "রস হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইতে এক মাস সময় আবশ্যক হয়" এই বাক্যে মধ্যগতি অনুসারে কাল পরিগণিত হইয়াছে। যেহেতু দীপ্তাগ্নির রস শুক্ররূপে পরিণত হইতে একমাসের ন্যূন সময় আবশ্যক হয়। এবং মন্দাগ্নির রস এক মাসের অধিক সময়ে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

যদি এরূপ হয় তাহা হইলে বাজীকরণী ওষধীর প্রয়োজন কি, তাহা বলা যাইতেছে।

যদি অগ্নিভেদে শুক্রোৎপত্তির কালভেদ হয়, তাহা হইলে বাজিকরণী ওষধীর প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে বাজীকরণী ওষধী স্বীয় প্রভাবগুণে বিরেকিদ্রব্যের ন্যায় মনুষ্যের শুক্র বিরেচন করায়। যে ওষধীর দ্বারা শুক্রাধিক্যপ্রযুক্ত পুরুষ বাজীর ন্যায় স্ত্রীতে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বাজীকরণী বলে। তন্মধ্যে কোন কোন ওষধী স্বকীয় প্রভাবের আধিক্যপ্রযুক্ত, কোন ওষধী স্বীয় গুণের আধিক্যবশতঃ এবং কোন ওষধী বা স্বীয় প্রভাব ও গুণ এই উভয়ের আধিক্যপ্রযুক্ত শুক্র বিরেচন করায়। সঙ্কল্প, পাদলেপ ও বিশিষ্টকান্তাস্পর্শাদি, স্বীয় প্রভাবের আধিক্যেই শুক্র বিরেচন করায়। ঘৃত ও ক্ষীরাদি স্বীয় স্নিগ্ধত্বাদিগুণের আধিক্যপ্রযুক্ত এবং মাষকলাই প্রভৃতি স্বীয় প্রভাব ও স্নিগ্ধগুণের আধিক্যপ্রযুক্ত শুক্র বিরেচন করায়। এস্থলে বহুবচনান্ত বাজীকরণী শব্দ প্রয়োগ করাতে আদ্যর্থের অনুবর্ত্তন বুঝিতে হইবে। বল্য, বৃংহণ এবং জীবনীয় গণাদিরও ঐরূপ জানিবে। "বিরেচন করায়" অর্থাৎ প্রভাব ও গুণের আধিক্যপ্রযুক্ত শীঘ্র শীঘ্র রসাদি উৎপাদনপূর্ব্বক শুক্র জন্মাইয়া

প্রবর্ত্ত করায়। যেহেতু উক্ত আছে যে, দুগ্ধ, মাষকলাই, ভল্লাতকফল ও মজ্জাফল এই কয়টি শুক্রের জনক ও বিরেচক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নমু বালানাং কথং শুক্রং ন দৃশ্যত ইত্যাহ।

বালানাং শুক্রমস্ত্যেব কিন্তু সৌক্ষ্ম্যান্ন দৃশ্যতে।
পুষ্পাণাং মুকুলে গন্ধো যথা সন্নপি নাপ্যতে॥
তেষাং তদেব তারুণ্যে পুষ্টত্বাদ্ব্যক্তিমেতি হি।
কুসুমানাং প্রফুল্লানাং গন্ধঃ প্রাদুর্ভবেদ্যথা॥
রোমরাজ্যাদয়ঃ পুংসাং নারীণামপি যৌবনে।
জায়ন্তেঽত্র চ যো ভেদো জ্ঞেয়ো ব্যাখ্যানতঃ স চ॥
ব্যাখ্যানং।—যথা পুংসাং রোমরাজীশ্মশ্রুপ্রভৃতয়ঃ, নারীণান্তু রোমরাজীস্তনার্ত্তবপ্রভৃতয়ঃ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে দুগ্ধাদিদ্রব্য যদি শুক্রোৎপাদক ও শুক্রবিরেচক হয় তাহা হইলে বালকের শুক্র দৃষ্ট হয় না কেন? নিম্নোদ্ধৃত বচনদ্বারাই এ সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে যথা—

ফুলের মুকুলে গন্ধ থাকিলেও যেমন অনুভব করিতে পারা যায় না, সেইরূপ বালকের শুক্র থাকিলেও সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত উহা দৃষ্ট হয় না। এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে পর যেমন তাহার গন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ যৌবনাবস্থায় শুক্র পুষ্ট হইলে উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রপুষ্টির সহযোগে যৌবনাবস্থায় পুরুষ ও নারীর শরীরে রোমরাজী প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যামত উভয়ের ভেদ জানিতে হইবে অর্থাৎ যৌবনকালে পুরুষের রোমরাজী, শ্মশ্রু প্রভৃতি জন্মে এবং স্ত্রীলোকের রোমরাজী, স্তন, আর্ত্তব প্রভৃতি যৌবনের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হয়।

নমু অন্নরসো বৃদ্ধস্য ধাতুবৃদ্ধিং কথং ন করোতী-ত্যাহ।

বার্দ্ধকে বর্দ্ধমানেন বায়ুনা রসশোষণাৎ।
ন তথা ধাতুবৃদ্ধিঃ স্যাত্তত্তত্রানিলং জয়েৎ।

অন্নরস বৃদ্ধ ব্যক্তির ধাতু বৃদ্ধি করে না কেন? নিম্নোদ্ধৃত বচনদ্বারাই তাহা মীমাংসিত হইতেছে।

বৃদ্ধাবস্থায় শরীরস্থ বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া রসকে শোষণ করে বলিয়া ধাতু বৃদ্ধি হয় না। কারণ বার্দ্ধক্যে বায়ুরই প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে।

অথ শুক্রস্য স্বরূপমাহ।

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥

শুক্রের স্বরূপ।

শুক্র, সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টিকারক। উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

জীবস্যাশ্রয় উত্তম ইতি আহ।

জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্দেহে তত্র বিশেষতঃ।
বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥

শুক্র যে জীবের প্রধান আশ্রয় তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

"জীব যদিও সমস্ত দেহে অবস্থিতি

করে তথাপি বীর্য্য, রক্ত, ও মল উহার বিশেষ আধার। সুতরাং বীর্য্যাদি ক্ষীণ হইলে জীবের ও ক্ষয় হইয়া থাকে।”

অথ গর্ভসঞ্জননশুক্রস্য লক্ষণমাহ।

স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভঞ্চ তৎ॥

গর্ভোৎপাদক শুক্রের লক্ষণ।

গর্ভোৎপাদক শুক্র স্ফটিকাভ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুগন্ধি। কেহ কেহ তৈল বা ক্ষৌদ্রের ন্যায় শুক্রকে গর্ভোৎপাদক বলিয়া থাকেন।

অথ শুক্রস্য স্থানমাহ।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষৌ রসো যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥
অত্র সর্পির্দৃষ্টান্তো বহুশুক্রেহল্পমথনেন সর্পিঃশুক্রয়োর্লাভাৎ। ইক্ষুরসদৃষ্টান্তস্ত স্বল্পশুক্রে পুংসি অতিপীড়নেনেক্ষুরসশুক্রয়োর্লাভাৎ।

শুক্রের স্থান।

যেমন দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুতে রস বা গুড় অন্তর্ভাবীরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ দেহীর সকল শরীরে শুক্র অবস্থিতি করে। এস্থলে সর্পির্দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে যেমন অল্প মথনেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়, সেইরূপ অধিক শুক্রবান্ ব্যক্তির অল্প মৈথুনেই শুক্র ক্ষরণ হয়। ইক্ষুরসের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইক্ষু হইতে রস নিঃসরণ করিতে যেমন অধিক পীড়ন আবশ্যক করে, সেইরূপ অল্পশুক্রবান্ ব্যক্তির বহু আয়াসে শুক্র লাভ হয়।

অথ শুক্রস্য ক্ষরণমার্গমাহ।

দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথে শুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে।

শুক্রক্ষরণের পথ।

বস্তিদ্বারদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি নিম্নে পুরুষের মূত্রনির্গমনের যে পথ তাহাই শুক্রক্ষরণের পথ।

বৃদ্ধবাগ্‌ভটোঽপ্যাহ।

সপ্তমী শুক্রধরা দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধো মূত্রমার্গমাশ্রিতা সকলশরীরব্যাপিনী শুক্রং প্রবর্ত্তয়তীতি। “সপ্তমী” সপ্তমী কলা।

এবিষয়ে বাগ্‌ভটোদ্ধৃত প্রমাণ।

বস্তিদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি নিম্নে সকল-শরীর-ব্যাপিনী শুক্রধরা নাম্নী যে সপ্তমী কলা আছে, সেই স্থান দিয়া শুক্রস্রাব হয়।

অথ শুক্রক্ষরণকারণমাহ।

কৃৎস্নদেহস্থিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
“স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতঃ” স্ত্রীষু সুরতরূপং ব্যায়ামং কুর্ব্বতঃ।

অন্যচ্চ।

শুক্রং কামেন কামিন্যা দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি।
শব্দসংশ্রবণাৎ ধ্যানাৎ সংযোগাচ্চ প্রবর্ত্ততে॥

শুক্রক্ষরণের কারণ।

পুরুষ প্রসন্নমনে স্ত্রীতে সুরতরূপ ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইলে হর্ষবশতঃ শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে।

কামপ্রযুক্ত স্ত্রীলোককে দর্শন, স্পর্শ, ধ্যান, সম্ভোগ বা স্ত্রীলোকের শব্দ শ্রবণ করিলে শুক্রক্ষরণ হয়।

অথার্ত্তবস্য স্বরূপমাহ।

স্ত্রীণাং রস এব মাসেনার্ত্তবং ভবতীত্যুক্ত্বা-পুনরাহ সুশ্রুত এব—
রসাদেব রজঃ স্ত্রীণাং মাসি মাসি ত্র্যহং স্রবেৎ।
তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষদ্বিবর্ণং কৃষ্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ॥

আর্ত্তবের স্বরূপ।

"স্ত্রীদিগের দেহস্থ রস এক মাসের পর আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়" এই বাক্যাবসানে সুশ্রুত পুনরায় কহিয়াছেন, 'রস হইতে স্ত্রীদিগের রজঃ উৎপন্ন হয়। ঐ রজঃ প্রতি মাসে তিন দিন করিয়া নিঃসারিত হয়। দ্বাদশ বৎসরের পর পঞ্চাশত বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঐরূপ নিয়মে রজোনিঃসরণ হয়। ইহার কারণ এই যে এক মাসে স্ত্রীদিগের শরীরস্থ আর্ত্তব উপচিত হইয়া ঈষৎ বিবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বায়ুসহকারে যথাকালে ধমনীপথ দিয়া যোনিমুখে নীত হয়। তাহাতেই রজোনিঃসরণ হয়।

গর্ভগ্রহণযোগ্যস্যার্ত্তবস্য লক্ষণমাহ।

শশাসৃক্‌প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥

আর্ত্তবস্য বর্ণদ্বয়াভিধানং বাতাদিপ্রকৃতিভেদেন বর্ণভেদাৎ। "যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ।" যদ্বাসোলগ্নং প্রক্ষালিতং তদ্বাসস্ত্যজতি, নতু বিকৃতরক্তং কুর্য্যাৎ। ঋতুস্ত্রীণাং রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাস্তত্র ভবমার্ত্তবং। গৃহীতগর্ভানাং স্ত্রীণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং গর্ভেণাবরোধাদার্ত্তবং ন স্রবতি। কিন্তু তদেবাধঃপ্রতিহতমূর্দ্ধমাগতমুপচীয়মানমপরা ভবতি। "অপরা" আবরণা ইতি লোকে। শেষং চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরৌ যাতি। তস্মাদ্গর্ভিণ্যঃ পীনোচ্চায়তপয়োধরা ভবন্তি।

গর্ভগ্রহণযোগ্য আর্ত্তবের লক্ষণ।

যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায় এবং যাহার দাগ কাপড়ে লাগিলে ধৌতমাত্রেই উঠিয়া যায়, সেই আর্ত্তবই গর্ভগ্রহণের যোগ্য। "ধৌত মাত্রেই উঠিয়া যায়" অর্থাৎ বিকৃত রক্তের ন্যায় কস্ লাগে না। বাতাদিপ্রকৃতিভেদে আর্ত্তবের বর্ণভেদ হয় বলিয়া এস্থলে দুই প্রকার বর্ণ অভিহিত হইয়াছে।

স্ত্রীদিগের রজোদর্শনাবধি ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভগ্রহণের কাল। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের যে রজোনিঃসরণ হয় না, তাহার কারণ এই যে, গর্ভনিবন্ধন আর্ত্তববাহী স্রোতঃ সকল অবরুদ্ধ হওয়াতে আর্ত্তব অধোগামী হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। পরে ঐ ঊর্দ্ধগত আর্ত্তব

ক্রমে উপচীয়মান হইয়া অপরা অর্থাৎ গর্ভাবরণ হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শরীরের উর্দ্ধতর প্রদেশে গমনপূর্ব্বক সেই সঞ্চিত আর্ত্তবের অবশিষ্টাংশ পয়োধরে উপস্থিত হয়। তাহাতেই গর্ভিণী স্ত্রীলোকের স্তন পীন, উন্নত ও আয়ত হইয়া থাকে।

অথ ধাতুষ্বতিরিক্তান্ গুণানাহ।

অতিরিক্তা গুণা রক্তে বহ্নে র্মাংসে তু পার্থিবা।
মেদস্যপাং ভুবস্ত্বস্থ্নি পৃথিব্যনিলতেজসাম্॥
মজ্জি শুক্রে চ সোমস্য মূত্রে চ শিখিনো গুণাঃ।
ভুবস্তথার্ত্তবে স্তন্যে রসে ক্ষীরে তথাম্ভসঃ॥

ধাতুর অতিরিক্ত গুণ।

রক্তে বহ্নির গুণ, মাংসে পার্থিব গুণ, মেদে জলীয় ও পার্থিব গুণ, অস্থিতে পার্থিব, বায়ব ও তৈজস গুণ, মজ্জা ও শুক্রে সোমগুণ, মূত্রে আগ্নেয় গুণ, আর্ত্তবে পার্থিব গুণ এবং রস ও ক্ষীরে আগ্নেয় ও জলীয় গুণ থাকে।

অথ ধাতূনাং মলাঃ।

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোম চ।
নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ॥
নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলঞ্চ রসজং মলমিত্যেকে। "খেষু মলঃ" কর্ণাদিস্রোতঃসু মলঃ। রসনাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলমপি মেদোমলমিত্যেকে। নেত্রবিট্ ত্বচাং স্নেহশ্চ মজ্জমলঃ। শুক্রস্য মলমেব নাস্তি সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণস্যেব।

ধাতুর মল।

কর্ণাদিমল, স্রোতোমল, কফ, পিত্ত, স্বেদ, নখ, রোম, নেত্রবিট্ ও চক্ষুর স্নেহ ক্রমশঃ ধাতু হইতে এই সকল মল নির্গত হয়। কেহ কেহ নেত্র, জিহ্বা ও কপোলের জলকে রসজ মল কহিয়া থাকেন। অপরে জিহ্বা, দন্ত, কক্ষা ও মেঢ্র প্রভৃতির মলকে মেদের মল কহিয়া থাকেন। কেহ বা নেত্রবিট্ ও ত্বকের স্নেহকে মজ্জার মল কহেন। সহস্রবার আধ্মাত সুবর্ণের ন্যায় শুক্রের মল নাই।

অথোপধাতবঃ।

বনিতানাং প্রসূতানাং ধমনীভ্যাং স্তনে গতাৎ।
রসাদেব হি জায়েত স্তন্যং স্তনযুগাশয়ম্॥
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা।
মেদসস্তাপ্যমানস্য স্নেহো বা কথিতা বসা॥
শার্ঙ্গধরে তু।
স্তন্যং রজো বসা স্বেদো দন্তাঃ কেশাস্তথৈব চ।
ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতবঃ॥

উপধাতু।

রস ধমনীমার্গদ্বারা প্রসূতা নারীর স্তনে গমন করিয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয় এবং শুদ্ধ মাংসের স্নেহকে বসা কহে। মতান্তরে তাপ্যমান মেদের স্নেহকেও বসা কহিয়া থাকে।

শার্ঙ্গধরের মতে স্তনদুগ্ধ, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, কেশ ও ওজঃ এই সাতটি ক্রমান্বয়ে সপ্ত ধাতুর মল।

অথাশয়াঃ।

উরোরক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ।
আমাশয়স্তু তদধস্তন্নিজং চরকোঽব্রবীৎ॥

তদ্‌যথা।

নাভিস্তনান্তরং (১) জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধা ইতি।

আমাশয়াদধঃ পক্কাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা।
গ্রহণী নামকা সৈব কথিতঃ পাচকাশয়ঃ॥
ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্মধ্যভাগে ব্যবস্থিতঃ।
তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ॥
পক্কাশয়স্তু তদধঃ স এব তু মলাশয়ঃ।
তদধঃ কথিতো বস্তি স হি মূত্রাশয়ো মতঃ॥

আশয়।

বক্ষঃস্থল রক্তাশয়, তাহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় এবং তন্নিম্নে আমাশয় অবস্থিত। এই কয়টি আশয় চরক বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা—"পণ্ডিতেরা জন্তুর নাভি ও স্তনের অভ্যন্তরস্থানকে আমাশয় কহিয়া থাকেন। আমাশয়ের নিম্নে ও পক্কাশয়ের ঊর্দ্ধে গ্রহণী নামক যে কলা আছে তাহার নাম পাচকাশয়। শরীরের মধ্যভাগে ও নাভির ঊর্দ্ধে অগ্ন্যাশয় ও তাহার উপরিভাগে তিলাশয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিলের নিম্নে পবনাশয়, পবনাশয়ের নিম্নে পক্কাশয় বা মলাশয় এবং তাহার নিম্নে বস্তি বা মূত্রাশয় অবস্থান করে।

আশয়ানুক্রমস্তু বাগ্‌ভটেনোক্তঃ, স যথা।

কফামপিত্তবাতানামাশয়া মলমূত্রয়োঃ।
পুরুষেভ্যোধিকাশ্চান্যে নারীণামাশয়াস্ত্রয়ঃ॥
ধরা গর্ভাশয়ঃ প্রোক্তঃ পিত্তপক্কাশয়ান্তরে।
স্তনৌ প্রসিদ্ধৌ তাবেব বুধৈঃ স্তন্যাশয়ৌ মতৌ॥

(১) নাভিস্তনাভ্যন্তরে ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

বাগ্‌ভটোক্ত আশয়ের অনুক্রম।

কফাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, বাতাশয়, মলাশয় ও মূত্রাশয় পুরুষের এই কয়টি আশয় থাকে। স্ত্রীলোকের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক আশয় থাকে যথা, পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ধরাশয় বা গর্ভাশয় এবং স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া স্তন্যাশয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ কলাস্বরূপমাহ।

স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুনা।
শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংস্তু তান্ বিদুঃ॥
ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোর্যঃ ক্লেদস্ত্ববতিষ্ঠতি।
দেহোষ্মণাভিপক্বশ্চ সা কলেত্যভিধীয়তে।

কলাস্বরূপ।

শরীরের যে ভাগ স্নায়ুদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন, জরায়ু দ্বারা সন্তত এবং শ্লেষ্মাতে বেষ্টিত তাহাকে কলাভাগ কহে। দেহাগ্নিতে পক্ক হইলে ধাত্বাশয়ের অভ্যন্তরে ধাতুর যে ক্লেদ অবস্থিতি করে তাহাকে কলা কহে।

কলাসংখ্যামাহ।

তাঃ সপ্ত।

আদ্যা মাংসধরা প্রোক্তা দ্বিতীয়া রক্তধারিণী।
মেদোধরা তৃতীয়া তু চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী॥
পঞ্চমী তু মলং ধত্তে ষষ্ঠী পিত্তধরা মতা।
রেতোধরা সপ্তমী স্যাদিতি সপ্তকলাঃ স্মৃতাঃ॥

কলার সংখ্যা।

দেহে সাতটি কলা আছে। প্রথমার

নাম মাংসধরা, দ্বিতীয়া রক্তধারিণী, তৃতীয়া মেদোধরা, চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী, পঞ্চমী মলধরা, ষষ্ঠী পিত্তধরা এবং রেতোধরা সপ্তমী কলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ মর্ম্মাণি।

সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ।
মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥

মর্ম্ম।

মাংস, শিরা, অস্থি, স্নায়ু ও সন্ধি ইহাদিগের একত্র সন্নিবেশস্থলকে মর্ম্ম কহে। ঐ সকল মর্ম্মস্থান প্রাণের বিশেষ আধার।

তেষাং সংখ্যামাহ।

সপ্তোত্তরশতং সন্তি দেহে মর্ম্মাণি দেহিনাম্।
তান্যেকাদশ মাংসে স্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তি হি॥
সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ূনাং সপ্তবিংশতিঃ।
চত্বারিংশত্তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি তত্র তু॥
দ্বাবিংশতিঃ সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে।
দ্বাদশোরসি কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দশ॥
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধভাগে তু সপ্তত্রিংশন্মতানি হি।

মর্ম্মের সংখ্যা ও স্থান।

মনুষ্যদেহে এক শত মর্ম্মস্থান আছে যথা—মাংসে একাদশ, অস্থিতে আট, সন্ধিতে বিংশতি, স্নায়ুতে সাতাইশ, এবং শিরাতে একচল্লিশ। তন্মধ্যে সক্থিযুগে বত্রিশ, ভুজদ্বয়ে তেত্রিশ, বক্ষঃস্থল ও কুক্ষিতে দ্বাদশ, পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে সাঁইত্রিশটি মর্ম্ম আছে।

মর্ম্মাণি তানি সন্তি পঞ্চধা ভবন্তি॥

তান্যাহ।

সদ্যঃ প্রাণহরাণি স্যুর্মর্ম্মাণ্যেকোনবিংশতিঃ।
মর্ম্মদেশাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্যুঃ কালান্তরমারকাঃ॥
চত্বারিংশচ্চ চত্বারি বৈকল্যং জনয়ন্তি হি।
মর্ম্মাষ্টকং রুজাকারি বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্॥

এই সকল মর্ম্ম পাঁচ প্রকার। যথা—সদ্য প্রাণনাশক, কালবিলম্বে প্রাণনাশক, বৈকল্যজনক, পীড়াকারী এবং বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ যে স্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হয়। সদ্য প্রাণনাশক মর্ম্ম উনিশটি, কালান্তরে প্রাণনাশক তেত্রিশটি, বিশল্যঘ্ন তিনটি, বৈকল্যজনক চুয়াল্লিশটি এবং পীড়াকারী মর্ম্ম আটটি।

সদ্যোমারকাণি মর্ম্মাণি।

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরা গুদম্।
হৃদয়ং বস্তিনাভ্যৌচ সদ্যো ঘ্নন্তি হতানি চেৎ॥

সদ্যপ্রাণনাশক মর্ম্ম।

শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, কণ্ঠশিরা, গুহ্য, হৃদয়, বস্তি ও নাভি এই কয়টি মর্ম্ম আহত হইলে সদ্য প্রাণবিয়োগ হয়।

শৃঙ্গাটকানি। ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখানাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানগতানি, চত্বারি শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলপ্রমাণানি, হতানি সন্তি সদ্যোমারকাণি।

শৃঙ্গাটক—মস্তকের মধ্যে যে সকল শিরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে সন্তৃপ্ত করে, সেই সকল শিরামুখের

সংযোগ-স্থানকে শৃঙ্গাটক বলে। শৃঙ্গাটকের সংখ্যা চারিটি এবং পরিমাণ চারি অঙ্গুলি।

অধিপতিঃ।—মস্তকস্যাভ্যন্তরে সন্ধিশিরসোঃ সন্নিপাতঃ। উপরিষ্টাদ্রোমাবর্ত্তঃ স একঃ। সন্ধিমর্ম্মেদমর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং সদ্যোমারকং।

অধিপতি—মস্তকের অভ্যন্তরে সন্ধি ও মস্তকের সংযোগ-স্থান; অর্থাৎ উপরিস্থ রোমাবর্ত্তকে অধিপতি বলে। ঐ সন্ধিমর্ম্ম চতুরঙ্গুলিপরিমিতি।

শঙ্খৌ।—ভ্রুবোরন্তোপরি কর্ণললাটমধ্যে তৌ দ্বৌ, অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে সদ্যোমারকে।

শঙ্খ—ভ্রূযুগের অন্তভাগের উপর কর্ণ ও ললাটের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত শঙ্খ নামক অস্থিমর্ম্ম।

কণ্ঠশিরাঃ, শিরা মাতৃকাঃ।—গ্রীবায়া উভয়পার্শ্বয়োশ্চতস্রশ্চতস্রঃ শিরাস্তা অষ্টৌ, শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি সদ্যোমারকাণি।

কণ্ঠশিরা—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে চারিটি করিয়া আটটি শিরা আছে। সেই আটটি শিরাতে, যে আটটি চারিঅঙ্গুলিপরিমিত শিরামর্ম্ম আছে তাহাদিগকে কণ্ঠশিরা বা শিরামাতৃকা কহে।

গুদম্প্রসিদ্ধং। একং মাংসমর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

গুহ্যদেশে চারি অঙ্গুলিপরিমিত গুদ নামক প্রসিদ্ধ মর্ম্ম।

হৃদয়ং।—স্তনয়োর্ম্মধ্যমামাশয়দ্বারমেকং শিরামর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

হৃদয়—স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আমাশয়ের মুখে চারিঅঙ্গুলিপরিমিত হৃদয় নামক শিরামর্ম্ম। হৃদয় একটি।

বস্তিঃ নাভিপৃষ্ঠকটীগুদবংক্ষণশেফসাম্।
মধ্যে বস্তিস্তনুত্বক্ চ একদ্বারো হ্যধোমুখঃ॥
স্নায়ুমর্ম্মেদমঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

বস্তি—নাভি, পৃষ্ঠ কটি, বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) এবং গুহ্য বা লিঙ্গের মধ্যে যে চারিঅঙ্গুলিপরিমিত স্থান তাহাই বস্তি নামে কথিত হইয়াথাকে। বস্তি স্নায়ুমর্ম্ম। ঐ স্থানের চর্ম্ম অতিশয় পাতলা এবং উহার অধোভাগে একটি মাত্র মুখ আছে।

নাভিঃ প্রসিদ্ধা। শিরামর্ম্মেদমঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি—চারিঅঙ্গুলিপরিমিত প্রসিদ্ধ শিরামর্ম্ম।

কালান্তরহরাণি মর্ম্মাণি।

বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্তাস্তলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ।
বৃহত্যৌ পার্শ্বগৌ সন্ধী কটীকতরুণে চ যে॥
নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু।

কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্ম।

বক্ষোমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, বৃহতী, পার্শ্বসন্ধি, কটীকতরুণ ও নিতম্বদ্বয় এই কয়টি মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণনাশ হয়।

বক্ষোমর্ম্মাণি।

স্তনমূলে স্তনরোহিতাপলাপাপস্তম্ভাঃ।

বক্ষোমর্ম্ম।

স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ এবং অপস্তম্ভ এই চারিটি বক্ষোমর্ম্ম।

স্তনমূলে। স্তনয়োরধস্তাৎ দ্ব্যঙ্গুলং যাবৎ যে মাংসমর্ম্মণী, রক্তপূরিতকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

স্তনমূল।

স্তনদ্বয়ের অধোভাগে প্রত্যেক দিকে দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক দুইটি শিরামর্ম্ম আছে। উহারা কফে পরিপূর্ণ বলিয়া কালান্তরে প্রাণনাশক।

স্তনরোহিতে। স্তনয়োরুপরি দ্ব্যঙ্গুলং যাবৎ। যে মাংসমর্ম্মণী। রক্তপূরিতকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

স্তনরোহিত।

স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে উভয় দিকে দুইঅঙ্গুলিপরিমিত স্তনরোহিত নামক মাংসমর্ম্মদ্বয়। উহারা রক্তপূর্ণ বলিয়া কালান্তরে প্রাণনাশক।

অপলাপৌ। অংশকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বয়োরুপরি দ্বৌ। শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, রক্তেন পূয়তাঙ্গতেন কালান্তরমারকে।

অপলাপ।

অংশকূটের অধোভাগে পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অপলাপ নামক অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটি শিরামর্ম্ম। উহারা আহত হইলে সেই ক্ষত স্থানের রক্ত যদি পূঁযরূপে পরিণত হয় তাহা হইলে কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

অপস্তম্ভৌ। উরস উভয়তো নাড্যৌ বাতবহে। শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাশশ্বাসাভ্যাং চ কালান্তরমারকে।

অপস্তম্ভ।

বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাতবহা নাড়ীদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বায়ুপূর্ণ শিরামর্ম্মদ্বয় আপস্তম্ভ নামে উক্ত হইয়া থাকে। বায়ুপূর্ণ বলিয়া উহারা আহত হইলে শ্বাসকাশাদিদ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে।

সীমন্তাঃ। শিরসি পঞ্চ সন্ধয়ঃ। সন্ধিমর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি। উন্মাদভয়চিত্তবিনাশৈঃ কালান্তরমারকাণি।

সীমন্ত।

মস্তকের পাঁচটি সন্ধিস্থানকে সীমন্ত-মর্ম্ম কহে। উহাদিগের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। ঐ পাঁচটি সন্ধিমর্ম্ম ক্ষত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্তনাশ-দ্বারা কালান্তরে প্রাণ নষ্ট করে।

তলানি। মধ্যাঙ্গুলিমনুক্রম্য হস্তস্য মধ্যং তলমেবমপরস্য হস্তস্য পাদয়োশ্চ চত্বারি তলানি, মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি, রুজাভিঃ কালান্তরমারকাণি।

তল।

হস্ততল ও পদতলের মধ্যস্থলে মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রপাতস্থানে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত তল নামক মর্ম্ম। তলমর্ম্ম সমুদায়ে চারিটী। দুই হস্ততলে দুই এবং পদতলেও দুই। ঐ মর্ম্মচতুষ্টয় আহত হইলে পীড়াতে কালান্তরে মৃত্যু হয়।

ক্ষিপ্রাণি। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্ম্মধ্যং ক্ষিপ্রম্। তচ্চ হস্তয়োর্দ্বে পাদয়োর্দ্বে, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্যাক্ষেপকেণ কালান্তরমারকাণি।

ক্ষিপ্র।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম। উহারা স্নায়ুমর্ম্ম এবং উহাদিগের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। ক্ষিপ্রমর্ম্ম চারিটি। হস্তদ্বয়ের ঊর্দ্ধে দুই এবং পাদদ্বয়ের ঊর্দ্ধে দুই। ঐ চারিটি মর্ম্ম আহত হইলে আক্ষেপপ্রযুক্ত কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ। প্রকোষ্ঠয়োর্ম্মধ্যে দ্বে, জঙ্ঘয়োর্ম্মধ্যে দ্বে, এবং চত্বারি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি, শোণিতক্ষয়েণ কালান্তরমারকাণি।

ইন্দ্রবস্তি।

প্রকোষ্ঠের মধ্যে দুইটী এবং জঙ্ঘার মধ্যে দুইটি, ইন্দ্রবস্তি নামক এই চারিটি মাংসমর্ম্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া কালান্তরে প্রাণনাশ হয়। ইন্দ্রবস্তির পরিমাণ দুই অঙ্গুলি।

বৃহত্যৌ। স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশং যাবৎ, শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈঃ কালান্তরমারকে।

বৃহতী।

স্তনমূলের উভয় পার্শ্ব হইতে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে বৃহতী মর্ম্ম কহে। এই দুই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অতিশয় শোণিত-স্রাব-জনিত উপদ্রব দ্বারা কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

পার্শ্বসন্ধী। জঘনপার্শ্বয়োঃ সন্ধী। শিরামর্ম্মণী। অর্দ্ধাঙ্গুলে, শোণিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

পার্শ্বসন্ধি।

জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের সন্ধিস্থানে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে পার্শ্বসন্ধি বলে। উহারা রক্তপূর্ণ বলিয়া, বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণ নষ্ট করে।

কটীকতরুণে। ত্রিকসন্নিধানে উভয়তঃ শ্রোণিকাণ্ডং লক্ষীকৃত্যাস্থিনী। অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুবিবর্ণরূপস্তন্না কালান্তরমারকে।

কটীকতরুণ।

মেরুদণ্ডের সন্নিকট শ্রোণিকাণ্ডের উভয় পার্শ্বে যে দুই অস্থি আছে, তাহাতে কটীকতরুণ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। উহাদিগের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। উহারা আহত হইলে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং তজ্জন্য শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং রূপ বিকৃত হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিয়োগ হয়।

নিতম্বৌ প্রসিদ্ধৌ দ্বৌ, অস্থিমর্ম্মণী, অর্দ্ধাঙ্গুলে, অধঃকায়শোষেণ দৌর্ব্বল্যেন চ কালান্তরমারকে।

নিতম্ব।

শ্রোণিমধ্যস্থ অস্থিকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলিপরিমিত যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে তাহা নিতম্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ দুই মর্ম্ম আহত হইলে শরীরের অধো-

ভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত প্রাণবিয়োগ হয়।

বৈকল্যকরণানি।

লোহিতাক্ষাণিজানূর্ব্বীকূর্চাবিটপকূর্পরাঃ।
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে॥
অংশাংশফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণে তথা।
বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ॥

বৈকল্যজনক মর্ম্ম।

লোহিতাক্ষ, আণি, জানু, উর্ব্বি, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দরদ্বয়, কক্ষধরদ্বয়, বিধুরদ্বয়, কৃকাটিকাদ্বয়, অংশ, অংশফলক, অপাঙ্গ, নীলদ্বয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় এবং আর্ত্তবদ্বয় এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গের বৈকল্য জন্মে।

লোহিতাক্ষাণি।

উর্ব্বোরূর্দ্ধমধোবংক্ষণসন্ধের্লোহিতাক্ষং। তচ্চ দ্বে বাহ্বোঃ দ্বে উর্ব্বোরেবং তানি চত্বারি শিরা-মর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরণানি। তত্র শোণিতক্ষয়েন পক্ষাঘাতঃ সকৃথিসাদো বা।

লোহিতাক্ষ।

উর্ব্বি নামক মর্ম্মের ঊর্দ্ধভাগে এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির অধোভাগে যে স্থান, তাহাই লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম। লোহিতাক্ষ মর্ম্ম সমুদায়ে চারিটি যথা, বাহুতে দুই এবং উরুতে দুই। উহাদিগের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। উক্ত মর্ম্মচতুষ্টয় আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত ও সকৃথিসাদ হয়।

আণয়ঃ। জানুন ঊর্দ্ধং, উভয়োঃ পার্শ্বয়োস্ত্র্যঙ্গুলাঃ। একস্মিন্ জানুনি দ্বে, অপরস্মিন্ দ্বে, এবঞ্চতস্রঃ। স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্য-করাণি। তত্র শোথাভিবৃদ্ধিঃ সকৃথিস্তম্ভশ্চ।

আণি।

জানুর উভয় পার্শ্বে তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে আণি নামক স্নায়ুমর্ম্ম। প্রত্যেক জানুতে দুইটি করিয়া সমুদায়ে চারিটি আণি আছে। উহারা আহত হইলে শোথ জন্মে এবং পা স্তব্ধ হইয়া যায়। উহা-দিগের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি।

জানুনী জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধী। সন্ধিমর্ম্মণী ত্র্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র খঞ্জতা।

জানু।

জানুস্থিত জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থানকে জানুমর্ম্ম বলে। উহা সন্ধিমর্ম্ম এবং দুই অঙ্গুলিপরিমিত। জানুমর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জ হয়।

উর্ব্ব্যঃ। দ্বে উর্ব্বোর্মধ্যে দ্বে প্রগণ্ডয়োর্মধ্যে. এবং চতস্রঃ। শিরামর্ম্মাণি। একাঙ্গুলা বৈকল্যকার্য্যস্তত্র শোণিতক্ষয়াৎসকৃথিশোষঃ।

উর্ব্বি।

উরু ও প্রগণ্ড ইহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে দুইটি করিয়া, চারিটি একাঙ্গুলি-পরিমিত শিরামর্ম্ম উর্ব্বি নামে কথিত হইয়া থাকে। উহারা আহত হইলে শোণিতক্ষয় হইয়া পা বিকল হইয়া যায়।

কূর্চ্চাঃ। পাদয়োরঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে তয়োরূর্দ্ধ

মধশ্চ, এবং চত্বারঃ। স্নায়ুমর্ম্মাণি। বৈকল্য-করাঃ। তত্র পাদয়োর্ভ্রমণবেপনৌ ভবতঃ।

কূর্চ্চ।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যস্থিত স্থানের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যে চারিটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে তাহাদিগকে কূর্চ্চমর্ম্ম কহে। উহারা আহত হইলে পায়ের ভ্রমণ ও কম্প হয়। অর্থাৎ পা স্থির থাকে না এবং কাঁপিতে থাকে।

বিটপে। দ্বে বংক্ষণবৃষণয়োর্ম্মধ্যে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র স্বাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা।

বিটপ।

বঙ্ক্ষণ ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যে একাঙ্গুলি-পরিমিত যে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে তাহাই বিটপ নামে প্রসিদ্ধ। এই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে ষণ্ডতা ও শুক্রের অল্পতা জন্মে।

কূর্পরৌ, কফোণিজৌ দ্বৌ। সন্ধিমর্ম্মণী। দ্ব্যঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ। তত্র বাহুমধ্যে সঙ্কোচঃ।

কূর্পর।

হাতের কফোণিদ্বয় অর্থাৎ কনুইকে কূর্পরমর্ম্ম বলে। উহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। উহা আহত হইলে বাহুসঙ্কোচ হয়।

কুকুন্দরে। নিতম্বকূপকৌ দ্বৌ। সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃ কায়স্য চেষ্টোপঘাতশ্চ।

কুকুন্দর।

নিতম্বদেশে যে দুইটি কূপ বা গর্ত্ত আছে তাহাকে কুকুন্দর নামক মর্ম্ম বলে। এই দুইটি সন্ধিমর্ম্মের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি! ইহারা আহত হইলে শরীরের অধোভাগের স্পর্শজ্ঞান ও ক্রিয়া থাকে না।

কক্ষধরে। বক্ষঃকক্ষয়োর্ম্মধ্যে দ্বে, স্নায়ুমর্ম্মণী, একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র পক্ষাঘাতঃ।

কক্ষধর।

বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যস্থিত একাঙ্গুলি-পরিমিত দুইটি স্নায়ুমর্ম্মকে কক্ষধর বলে। উহারা আহত হইলে পক্ষাঘাত হয়।

বিধুরে। কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র বাধির্য্যম্।

বিধুর।

কর্ণপৃষ্ঠের কিঞ্চিৎ নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে তাহাই বিধুর নামে খ্যাত। উহারা বিদ্ধ হইলে বধিরতা জন্মে।

কৃকাটিকে। শিরোগ্রীবয়োরুভয়তঃ সন্ধী। দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র শিরঃকম্পঃ।

কৃকাটিকা

মস্তক ও গ্রীবা এই উভয়ের সন্ধি-স্থানে কৃকাটিকা নামক মর্ম্মদ্বয়। উহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। উহা বিদ্ধ হইলে শিরঃকম্প হয়।

'অংসৌ' স্কন্ধৌ। তৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ। তত্র বাহুস্তম্ভঃ।

অংশ।

স্কন্ধদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্নায়ুময় স্থানকে অংশ কহে। উহা বিদ্ধ হইলে বাহুস্তম্ভ হয়।

অংশফলকে। পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তঃ ত্রিকসম্বন্ধে (গ্রীবায়া অংশদ্বয়স্য চ সংযোগো যত্র তত্রি কং)। অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্য করে। তত্র বাহ্বোঃ শূন্যতা শোষশ্চ।

অংশফলক।

পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে গ্রীবাও অংশদ্বয়ের সংযোগস্থলে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত অস্থিময় স্থানকে অংশফলক বলে। উহা বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয় শূন্য ও শুষ্ক হইয়া যায়।

'অপাঙ্গৌ, নেত্রয়োরন্তৌ। শিরামর্ম্মণী, অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ। তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা।

অপাঙ্গ।

চক্ষুদ্বয়ের প্রান্তে অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্থানই অপাঙ্গ নামক শিরামর্ম্ম। উহা বিদ্ধ হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

নীলে মন্যেচ। কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ। দ্বে নীলে দ্বে মন্যে। তত্র একা মন্যা. একা নীলা একস্মিন্ পার্শ্বে, অন্যা নীলা অন্যা মন্যা অপরস্মিন্ পার্শ্বে। দ্বে দ্বে শিরামর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র মূকতা বিকৃতিস্বরতা রসগ্রাহিতা চ।

নীলা ও মন্যা।

কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে চারিটি ধমনী আছে। তন্মধ্যে দুইটি নীলা ও দুইটি মন্যা। একটি নীলা ও একটি মন্যা এক পার্শ্বে এবং ঐরূপ দুইটি অপর পার্শ্বে, দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানে অবস্থিত। এই দুইটি শিরামর্ম্ম বিদ্ধ হইলে মূকতা, স্বরের বিকৃতি এবং রসবহনে অসামর্থ্য জন্মে।

ফণে। ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ অভ্যন্তরতঃ, শিরামর্ম্মণী, অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র গন্ধাজ্ঞানম্।

ফণ।

নাসিকারন্ধ্রের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত মাংসময় মর্ম্মদ্বয়কে ফণমর্ম্ম বলে। ঐ দুই মর্ম্ম আহত হইলে ঘ্রাণশক্তির অভাব হয়।

আবর্ত্তৌ। ভ্রুবোরুপরিনিম্নয়োঃ সন্ধিমর্ম্মণী। অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা।

আবর্ত্ত।

ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগ ও নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত সন্ধিস্থানকে আবর্ত্ত কহে। আবর্ত্তমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অন্ধদৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

রুজাকরাণি।

গুল্ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ তথা কূর্চ্চশিরাংসি চ। রুজাকরাণি জানীযাদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্।

পীড়াজনক মর্ম্ম।

গুল্‌ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় এবং চারিটি কূর্চ্চশির এই আটটি মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় যাতনা হয় বলিয়া ইহাদিগকে পীড়াজনক মর্ম্ম বলে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ঐ কয়টি স্থান বিশেষরূপে দেখিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। এক্ষণে ক্রমে এই কয়টির লক্ষণ বলা যাইতেছে।

'গুল্‌ফৌ' ঘুণ্টিকে। সন্ধিমর্ম্মণী, দ্ব্যঙ্গুলে রুজাকরৌ। তত্র রুজা পাদস্তম্ভঃ খঞ্জতা বা।

গুল্‌ফ।

পদতল ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানকে গুল্‌ফ বা ঘুণ্টিকা কহে। উহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। উহা আহত হইলে পাদস্তম্ভ ও খঞ্জতা হয়।

'মণিবন্ধৌ' দ্বৌ হস্তপ্রকোষ্ঠসন্ধী, সন্ধিমর্ম্মণী। দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ। তত্র হস্তয়োঃ ক্রিয়ারাহিত্যং।

মণিবন্ধ।

হস্ত ও প্রকোষ্ঠের সন্ধিস্থানকে মণিবন্ধ কহে। উহার পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। এই মণিবন্ধ নামক মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে, হস্তদ্বয় ক্রিয়ারহিত হয়।

কূর্চ্চশিরাংসি। গুল্‌ফসন্ধেরধ উভয়তঃ একস্মিন্ পাদে দ্বে, দ্বে চ দ্বিতীয়ে। এবঞ্চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যেকাঙ্গুলানি রুজাকরাণি। তত্র রুজা শোফম্।

কূর্চ্চশির।

পাদসন্ধির (গোড়ালি) অধোভাগে উভয় দিকে একাঙ্গুলিপরিমিত স্নায়ুময় স্থান কূর্চ্চশির নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া সমুদায়ে চারিটি কূর্চ্চশির। উহারা আহত হইলে পা ফুলিয়া উঠে।

বিশল্যঘ্নানি।

উৎক্ষেপৌ স্থাপনীচৈব বিশল্যঘ্নং ত্রিকম্মতম্।

বিশল্যঘ্ন।

উৎক্ষেপ ও স্থাপনী নামক মর্ম্মত্রয় বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ ঐ স্থান হইতে বিদ্ধশল্য বাহির করিলেই মৃত্যু হয়।

উৎক্ষেপৌ। শঙ্খয়োরুপরি কেশং যাবৎ। স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে। তয়োর্ব্বিদ্ধয়োঃ সশল্যো জীবেৎ পাকাৎ পতিতশল্যো বা। উদ্ধৃতশল্যস্তু ম্রিয়েত। অতএব বিশল্যমুদ্ধৃতং শল্যং হন্তীতি বিশল্যঘ্নং।

উৎক্ষেপ।

শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশ পর্য্যন্ত দুইটি অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্নায়ুমর্ম্মকে উৎক্ষেপ বলে। যে শল্যদ্বারা উক্তমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হয় তাহা, ঐ স্থান পাকিয়া উঠিলে যদি আপনা হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী জীবিত হয়, অথবা যাবৎকাল বিদ্ধ শল্য সেই স্থানে সংলগ্ন থাকে তাবৎকাল রোগী বাঁচিয়া থাকে। বলপূর্ব্বক শল্য বাহির করিলেই মৃত্যু হয়। এই জন্যই উহাকে বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম বলে।

মর্ম্মস্থাপনী। একা ভ্রুবোর্মধ্যে। শিরা।
মর্ম্মেদমর্দ্ধাঙ্গুলং বিশল্যঘ্নম্।

স্থাপনী।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত শিরামর্ম্মকে স্থাপনী কহে।

সপ্তরাত্রান্তরে হন্যুঃ সদ্যঃ প্রাণহরাণি হি।
কালান্তরপ্রাণহরং পক্ষে মাসে চ মারকম্॥
সদ্যঃপ্রাণহরক্ষান্তে বিদ্ধং কালেন মারয়েৎ।
কালান্তরে প্রাণহরমন্তে বিদ্ধন্তু দুঃখদম্॥

অন্তে মর্ম্মসমীপে।

মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা
মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্।
প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি
বৈদ্যেন যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ॥

সদ্যপ্রাণহর মর্ম্মসকল বিদ্ধ হইলে সপ্তরাত্রের মধ্যে এবং কালান্তরে প্রাণহর মর্ম্মসকল আহত হইলে পক্ষান্তে বা মাসান্তে মারাত্মক হয়। যে সকল মর্ম্ম সদ্যপ্রাণহর তাহাদের অন্তে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে মৃত্যু হয় এবং কালান্তরে প্রাণহর মর্ম্ম সকলের অন্তে বিদ্ধ হইলে অতিশয় ক্লেশ দেয়। (অন্তে অর্থাৎ সমীপে।)

মর্ম্ম সকল আহত হইলে শরীরে নানা প্রকার বিকার জন্মে। বৈদ্য যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও উহারা কষ্টসাধ্য।

অথ সন্ধয়ঃ।

তে দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ।
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো ভবন্তি হি।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে স্থিরাস্তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতাঃ॥
কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়ো দ্বে শতে দশ।
শাখাসু তেঽষ্টষষ্টিশ্চ কোষ্ঠেহেকোনষষ্টিকাঃ॥
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু অশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রথমং পরিগণ্যন্তে তেষু শাখাগতা ইহ।

সন্ধি।

সন্ধি দুই প্রকার, স্থির ও চেষ্টাবান্। হস্ত, পাদ, হনু ও কটিদেশে যে সকল সন্ধি আছে তাহারা চেষ্টাবান্। অবশিষ্ট সন্ধি সকল স্থির। শরীরে সমুদায়ে দুই শত দশ সংখ্যক সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্ত ও পাদে আটষট্টি, কোষ্ঠদেশে উনষাট্ এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে তিরাশীটি সন্ধি আছে। এস্থলে প্রথমে হস্ত ও পদের সন্ধি বর্ণিত হইতেছে।

একৈকস্যাং তু পাদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ঃ, দ্বাবঙ্গুষ্ঠে, তে চতুর্দ্দশ। গুল্ফজানুবংক্ষণেষ্বেকৈকমেবং সপ্তদশ একস্মিন্ সক্থিনি ভবন্তি। এতেনেতর সক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। এবমষ্টষষ্টি শাখাসু।

শাখাগত সন্ধি।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া চারি অঙ্গুলিতে বারটি এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুইটি, জানু, গুল্ফ ও বঙ্ক্ষণ ইহাদিগের প্রত্যেকে এক একটী। এইরূপে প্রত্যেক পাদে সতেরটি করিয়া দুই পাদে চৌত্রিশটি সন্ধি থাকে। হস্তদ্বয়ের সন্ধির সংখ্যাও ঐ রূপ জানিবে।

অথ কোষ্ঠগতামাহ।

ত্রয়ঃ কটীকপালেষু, (১) চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে.

(১) কটীকপোলেষু ইতি কচিৎ পাঠঃ।

তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ, অষ্টাবুরসি. এবমেকোনষষ্টি কোষ্ঠে।

কোষ্ঠস্থিত সন্ধি।

কটিদেশ ও কপালে (২৪), পৃষ্ঠদণ্ডে (২৪), পার্শ্বদ্বয়ে (২৪), এবং বক্ষঃস্থলে (৮) কোষ্ঠদেশে সমুদায়ে এই উনষাট সংখ্যক অস্থি আছে।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতানাহ।

অষ্টৌ গ্রীবায়াং, ত্রযঃ কণ্ঠে, নাড়ীষু হৃদয-ক্লোমফুস্ফুসনিবন্ধাস্বষ্টাদশ। দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু. একঃ কণ্ঠমণৌ, নাসায়াঞ্চ একৈকো দ্বৌ, দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলগণ্ডকর্ণশঙ্খেষু, দ্বৌ হনুসন্ধৌ, দ্বাবুপরিষ্টাৎ ভ্রুবোঃ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ, পঞ্চ শীর্ষকপালেষু একো মূর্দ্ধ্নীতি। ('কণ্ঠমণৌ' ঘণ্টিকেতি প্রসিদ্ধে।) এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধা ভবন্তি। তে যথা।

কোরোদূখলসামুদ্গাঃ প্রতরস্তূণসেবনী।
কাকতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শঙ্খাবর্ত্তোঽষ্টসন্ধয়ঃ॥

কোরোগর্ত্তঃ। কলিকেত্যন্যে। উদূখলঃ প্রসিদ্ধঃ। 'সমুদ্গঃ' 'সংপুটঃ'। সমুদ্গ এব সামুদ্গঃ। অত্র স্বার্থে অণ্। প্রতরত্যনেনেতি প্রতরো বেলকঃ। 'তূণস্য' তূণীরস্য, 'সেবনী' স্যূতিস্তূণসেবনী। 'কাকতুণ্ডং' কাকমুখম্। মণ্ডলং প্রসিদ্ধং। শঙ্খস্যাবর্ত্তঃ শঙ্খাবর্ত্তঃ। এতে যথানাম প্রকৃতয়ঃ সন্ধয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ।

এষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবংক্ষণদন্তেষূদূখলাঃ। অংশপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োস্তু প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তূণসেবন্যঃ।

হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ। কণ্ঠহৃদয়ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ। শিরঃশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ।

অস্থ্নাং তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ সমুদাহৃতাঃ। পেশীস্নায়ুশিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

গ্রীবার ঊর্দ্ধগত সন্ধি।

গ্রীবাতে (৮) কণ্ঠদেশে (৩) হৃদয় ফুস্ফুস্ ও ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী. (১৮) দন্তমূলে (৩২) কণ্ঠমণিতে (১) নাসিকাতে (২) চক্ষুতে (২) গণ্ডস্থল, শঙ্খ ও কর্ণ ইহাদিগের প্রত্যেকে (১) হনুসন্ধি (২) ভ্রূর উপরিভাগে (২) শঙ্খের উপরিভাগে (২) মস্তকে (১) এবং কপালে (৫)। ঐ সকল সন্ধি আট প্রকার যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তূণসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত।

কোর অর্থাৎ গর্ত্ত। কেহ কেহ বা কলিকা বলেন। "উদূখল" প্রসিদ্ধ পাত্র বিশেষ। "সমুদ্গ" অর্থাৎ সম্পুট (চোঙা) সমুদ্গ শব্দে স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া সামুদ্গ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "প্রতর" অর্থাৎ বেলক, "তূণসেবনী" অর্থাৎ বাণ রাখিবার থলি। "কাকতুণ্ড" —কাকের মুখের ন্যায় মুখ। "মণ্ডল"—গোলাকার। শঙ্খের আবর্ত্তকে শঙ্খাবর্ত্ত কহে। ঐ কয়টি সন্ধির আকৃতি অনুসারে এই কয়টি নাম দেওয়া হইয়াছে।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পর এই সকল সন্ধিকে কোরসন্ধি বলে। কক্ষ, বঙ্ক্ষণ এবং দন্তের সন্ধিকে উদূখল বলে। অংশপীঠ, মলদ্বার, যোনিদেশ এবং নিতম্বের সন্ধিকে সামুদ্গ বলে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডের সন্ধিকে প্রতর বলে। মস্তক,

কটিদেশ ও কপালের সন্ধিকে তূণসেবনী বলে। হনুদ্বয়ের সন্ধিকে কাকতুণ্ড বলে। কণ্ঠ, হৃদয়, ক্লোম ও নাড়ীর সন্ধিকে মণ্ডল বলে এবং মস্তক ও শৃঙ্গাটকের সন্ধিকে শঙ্খাবর্ত্ত বলে।

যে সকল সন্ধির বিষয় বলা হইল উহারা কেবল অস্থিরই সন্ধি। পেশী, স্নায়ু, শিরা, প্রভৃতির সন্ধিসংখ্যা নাই।

অথ শিরাঃ।

সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বাণি বদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বস্তি সমন্ততঃ॥
শরীরং সকলঞ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।
প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ॥

অত্র প্রণালীভিঃ কুল্যাভিরিতি দৃষ্টান্তদ্বয়ং স্থূলসূক্ষ্মশিরাভেদাৎ।

প্রসারণাকুঞ্চনাদিক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ।
শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু॥
যথা দ্রুমদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ।
তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলে শিরাঃ॥
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥

শিরা।

শিরা সকল শরীরের সন্ধিবন্ধন এবং দোষ ও ধাতু বহন করে। উহারা নাভিমূলে বদ্ধ থাকিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। জলপ্রণালীর জলে উদ্যান এবং নদীর জলে ক্ষেত্রস্থ ধান্য যেমন পরিপুষ্ট হয়, শিরাসকলও রসদানদ্বারা সমস্ত শরীরকে সেইরূপ পোষণ করে। জলপ্রণালী ও নদী এই দুইটি ভিন্ন দৃষ্টান্তদ্বারা শিরারও স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া দ্বারা উহারা সতত শরীরের অনেক উপকার করে। বৃক্ষের পত্রে যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শিরা দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ শত শত শিরা এই শরীর ব্যাপিয়া আছে। যে নাভিমূলে প্রাণীদিগের প্রাণ অবস্থিত সেই নাভিমূলই শিরা সমূহের মূল। চক্রনাভির চারিদিকে যেরূপ অর সকল সংলগ্ন-থাকে, শরীরস্থ নাভির চারিদিকেও সেইরূপ শিরাসকল সংলগ্ন আছে।

তা যথা। তাসাং খলু মূলশিরাঃ চত্বারিংশৎ। তাসাং দশ বাতবহাঃ, দশ পিত্তবহাঃ, দশ শ্লেষ্মবহাঃ, দশ রক্তবহাঃ। তাসাং খলু বাতবহানাং বাতস্থানগতানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তাবন্ত্য এব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থানগতাঃ, শ্লেষ্মবহাঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ, রক্তবহা যকৃৎপ্লীহগতাঃ। এবং শিরাঃ সপ্তশতানি ভবন্তি। তত্র বাতবহাঃ একস্মিন্ সক্থিনি পঞ্চবিংশতিঃ এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ। তাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাশ্রিতা অষ্টৌ। দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ। ষট্ পৃষ্ঠে। তাবন্ত্য, এবোদরে। দশ বক্ষসি। একচত্বারিংশৎজত্রুণ ঊর্দ্ধম্। তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, চতস্রঃ কর্ণয়োঃ, নব জিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াং, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবং বাতবহানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবন্তি। এবং বিভাগঃ পিত্তবহানামপি, বিশেষস্তু পিত্তবহা নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে। এবং রক্তবহা অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং, কর্ণয়োঃ দ্বে। এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি।

শিরার বিশেষ বিশেষ স্থানও সংখ্যা।

মূলশিরা সমুদায়ে চল্লিশটি। তন্মধ্যে বাতবহা (১০) পিত্তবহা (১০) শ্লেষ্মবহা (১০) এবং রক্তবহা (১০)। এই চল্লিশটি মূল শিরা ও ইহাদিগের শাখা প্রশাখা লইয়া শরীরে সমুদায়ে সাত শত শিরা আছে। তন্মধ্যে বাতস্থানগত বাতবহা শিরা (১৭৫,) পিত্তস্থানগত পিত্তবহা (১৭৫) শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহা (১৭৫) এবং যকৃৎ ও প্লীহাতে (১৭৫) সংখ্যক শিরা আছে।

বাতবহা শিরা প্রত্যেক হস্ত ও পদে পঁচিশটি করিয়া থাকে। কোষ্ঠদেশে (৩৪); শ্রোণি, গুহ্যদেশ, মেঢ্র প্রভৃতি স্থানে (৮), পার্শ্বদ্বয়ে (৪), পৃষ্ঠে (৬) উদরে এবং বক্ষঃস্থলে (১০); স্কন্ধসন্ধির ঊর্দ্ধে (৪১), তন্মধ্যে গ্রীবাদেশে (১৪), কর্ণদ্বয়ে (৪), জিহ্বাতে (৯), নাসিকাতে (৬) এবং চক্ষুর্দ্বয়ে (৮), এই রূপে এক শত পঁচাত্তর বায়ুবহা শিরা বিভক্ত হইয়াছে। পিত্তবহা, শ্লেষ্মবহা ও রক্তবহা শিরা সকলেরও এইরূপ ভাগ জানিবে। কেবল মাত্র বিশেষ এই যে ইহারা চক্ষুঃদ্বয়ে (১০) এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি করিয়া থাকে।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্॥

'ক্রিয়াণাং' প্রসারণাকুঞ্চনাদীনাম্। 'অমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।' বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং, মনসো বুদ্ধেশ্চ, স্বে স্বে বিষয়ে জ্ঞানং ন করোতীত্যর্থঃ। 'অন্যান্ গুণান্' রসাদিব্যাপনদ্বারা শরীরপোষণাদীন্।

যদা তু কুপিতো বায়ুঃ স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ॥

বায়ু যখন আপন শিরাতে বিচরণ করে তখন শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা বুদ্ধিভ্রম হয় না। প্রত্যুত শরীর বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয়। কিন্তু বায়ু আপন শিরামধ্যে কুপিত হইলে বায়ুসম্বন্ধীয় নানা প্রকার রোগ জন্মে।

ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাত্মশিরাশ্চরন্॥

'অরোগতাং' পৈত্তিকরোগানুৎপত্তিং। 'অন্যান্ গুণান্' মেধাবুদ্ধিদর্শনাদীন্ (১)।

যদা তু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ॥

পিত্ত আপন শিরামধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শরীরের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অন্নে রুচি, এবং শরীরে অন্যান্য অনেক গুণ জন্মায়। তৎকালে পৈত্তিক রোগের চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু পিত্ত যখন স্বীয় শিরামধ্যে কুপিত ভাবে থাকে তখন পিত্তজন্য বিবিধ রোগ জন্মে।

"অন্যান্য অনেক গুণ" অর্থাৎ মেধা, বুদ্ধি, দর্শনশক্তি প্রভৃতি গুণ।

স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্।

'অরোগতাং' শ্লৈষ্মিকরোগানুৎপত্তিং। 'অন্যান্ গুণান্, 'বলপুষ্ট্যাদীন্।'

যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ॥

(১) মেধাবুদ্ধিদর্শনশক্ত্যাদীনিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

শ্লেষ্মা স্বীয় শিরামধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে, শরীরের চিক্কণতা, বল, স্ফূর্ত্তি সন্ধিস্থানের দৃঢ়তা এবং অন্যান্য বিবিধ গুণ জন্মায়। তৎকালে শরীরে শ্লেষ্মাজন্য কোন রোগ থাকে না। "অন্যান্য বিবিধ গুণ" অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি। কিন্তু শ্লেষ্মা যখন আপন শিরামধ্যে কুপিত ভাবে থাকে তখন শ্লেষ্মাজন্য নানাবিধ রোগ জন্মায়।

ধাতূনাং পূরণং বর্ণং (২) স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্।
স্বশিরাসু চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি॥
'অন্যান্ গুণান্' বলপুষ্ট্যাদীন্।
যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ॥

রক্ত যখন স্বীয় শিরামধ্যে সঞ্চরণ করে তখন শরীরস্থ ধাতু সকল পুষ্ট হয়। এবং বর্ণের উৎকর্ষ, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা ও অন্যান্য অনেক গুণ জন্মে অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রক্ত কুপিত হইলে শরীরে নানা প্রকার রক্তসম্বন্ধীয় রোগ জন্মে।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ।
পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ।
অসৃগ্বহাস্তু (৩) তা রক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ॥

বায়ুপূর্ণ শিরা সকল অরুণ বর্ণ, পিত্তপূর্ণ শিরা সকল উষ্ণ ও নীলবর্ণ, কফপূর্ণ শিরা সকল শীতল, স্থির ও শ্বেতবর্ণ এবং রক্তপূর্ণ শিরা সকল রক্তবর্ণ এবং অধিক শীতল বা অধিক উষ্ণ নহে।

(২) সম্যগিতি বা পাঠঃ।
(৩) অসৃঙ্করাস্তু ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অথ স্নায়বঃ।

তত্র স্নায়োঃ স্বরূপমাহ।
মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ।
শিরাণাং হি মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনান্তু ততঃ খরঃ॥
স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহমাংসাস্থিমেদসাম্।
সন্ধীনামপি যত্তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢাঃ স্মৃতাঃ॥
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্ব্বহুভির্যুতা।
নিযুক্তাগাধসলিলে ভবেদ্ভারসহা ভৃশম্॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥
'ফলকৈঃ' কাষ্ঠপট্টৈঃ। 'আস্তীর্ণাঃ' ব্যাপ্তাঃ।

স্নায়ু।

মেদের স্নেহভাগের যোগে শিরা সকল স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরার পাক মৃদু এবং স্নায়ুর পাক খর। স্নায়ু সকল দেহস্থ মাংস, অস্থি সন্ধি ও মেদের বন্ধন। উহারা শিরা অপেক্ষা দৃঢ়তর। কাষ্ঠফলক নানা সুদৃঢ় বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত হইলে নৌকার আকারে পরিণত হইয়া যেমন জলে মনুষ্যের ভার বহনে সমর্থ হয়, সেইরূপ শরীরের সন্ধিসকলও স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ হইলে দেহের ভার সহ্য করিতে পারে।

স্নায়ুসংখ্যামাহ।

শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্।
তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ॥
শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ॥

স্নায়ুর সংখ্যা।

মনুষ্যদেহে নয় শত স্নায়ু আছে;

তাহাদিগের বিবরণ কহিতেছি, শিষ্যগণ! যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই নয় শত স্নায়ুর মধ্যে শাখা অর্থাৎ হস্তপদে ছয় শত, কোষ্ঠদেশে দুই শত ত্রিশ এবং গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধভাগে সপ্ততি সংখ্যক (৭০) স্নায়ু অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ।

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ ষট্, তাস্ত্রিংশৎ। তাবত্য এব তলকূর্চ্চেষু। তাবত্য এব জঙ্ঘায়াং, দশ জানুনি। চত্বারিংশদূরৌ। দশ বঙ্ক্ষণে। এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন্ সক্থিনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

শাখাগত স্নায়ু।

পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলিতে ছয় করিয়া এক পায়ে (৩০), তল, কূর্চ্চ ও গুলফদেশে (৩০), জঙ্ঘাতে (৩০), জানুতে দশ, উরুদেশে (৪০) এবং বঙ্ক্ষণে (১০); এইরূপে প্রত্যেক পায়ে দেড় শত করিয়া দুই পায়ে (৩০০) স্নায়ু আছে। ঐ রূপ নিয়মে দুই হাতেও তিন শত সংখ্যক স্নায়ু আছে।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ।

ষষ্টি কট্যাং। তাবত্য এব পার্শ্বয়োঃ। অশীতি পৃষ্ঠে। ত্রিংশদুরসি।

কোষ্ঠগত স্নায়ু।

কটিদেশে (৬০) পার্শ্বদ্বয়ে (৬০) পৃষ্ঠে (৮০,) এবং বক্ষঃস্থলে (৩০)

। অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ।

ষট্ত্রিংশদ্গ্রীবায়াম্। চতুস্ত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি এবং স্নায়ূনাং নবশতানি ভবন্তি।

গ্রীবা ও তাহার উর্দ্ধগত স্নায়ু।

গ্রীবাতে (৩৬) এবং মস্তকে (৩৪) এইরূপে সমুদায়ে নয় শত স্নায়ু বর্ণিত হইল।

অথ ধমন্যঃ।

ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্গতাঃ স্মৃতাঃ॥

ধমনী।

নাভিমূল হইতে চব্বিশটি ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দশটি উর্দ্ধভাগে, দশটি অধোভাগে এবং চারিটি তির্য্যক্‌ভাবে গমন করিয়াছে।

তত্রোর্দ্ধগাঃ।

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুতহসিতকথিতরুদিতগীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি।

'প্রশ্বাসঃ' অন্তঃপ্রবিশদ্বায়ুঃ। 'উচ্ছ্বাসঃ' উর্দ্ধং গচ্ছদ্বায়ুঃ। স্তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে। তাস্ত্রিংশৎ। তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ। তা দশ। অষ্টাভিঃ শব্দরূপরসগন্ধান্ গৃহ্ণাতি পুরুষঃ। দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাং জাগর্ত্তি, দ্বে চাশ্রুবাহিন্যৌ, দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ, এতাস্ত্রিংশৎ। এতাভিরুদর পার্শ্ব-পৃষ্ঠোরঃ-স্কন্ধ-গ্রীবা-শিরো-বাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

ঊর্দ্ধগতধমনী।

ঊর্দ্ধগত দশটি ধমনী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভন (হাই-তোলা), ক্ষুত (হাঁচি), হাস্য, কথন, রোদন, ও গান প্রভৃতি কার্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া আছে। "প্রশ্বাস" অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ু। "উচ্ছ্বাস" ঊর্দ্ধগত বায়ু।

সেই দশটি ধমনী হৃদয়ে যাইয়া শাখা বিস্তার করত প্রত্যেকে তিনটি করিয়া সমুদায়ে ত্রিশটি হয়। তন্মধ্যে দুইটি করিয়া দশটি ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ও রস বহন করে এবং আটটি শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করে। অবশিষ্ট বারটি ধমনীর মধ্যে দুইটি দ্বারা বাক্যনিঃসরণ, দুইটি দ্বারা ঘোষণ, দুইটি দ্বারা নিদ্রা, দুইটি দ্বারা জাগরণ, এবং দুইটি দ্বারা শোণিতবহন কার্য্য সম্পাদিত হয়। অবশিষ্ট ধমনীদ্বয় স্ত্রীলোকের স্তন্যবহন এবং পুরুষের স্তনদেশ হইতে শুক্রবহন করিয়া থাকে। উক্ত ত্রিশটি ধমনী উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, ও বাহুদ্বয়কে ধারণ ও চালন করিয়া থাকে।

অধোগতাঃ প্রাহ।

অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীনধোবহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়স্থতাস্ত্রিধা জায়ন্তে। তাস্ত্রিংশৎ। তাসাং মধ্যে যে যে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ। তা দশ। যে অন্নবহে অন্ত্রাশ্রিতে, যে তোয়বহে, যে বস্তিগতে মূত্রবহে, যে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, যে তদ্বিসর্গায়, তএব নারীণামার্ত্তবং প্রাদুর্ভাবয়তো বিসৃজতশ্চ। যে-স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্বেদমর্পয়ন্তি। এতাস্ত্রিংশৎ। এতাভিরধোনাভেঃ পক্বাশয়-কটী মূত্র-পুরীষ-বস্তি-গুদ মেঢ্র-সক্‌থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

অধোগতধমনী।

অধোগামিনী দশটি ধমনী বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধোভাগে লইয়া যায়। তাহারা পিত্তাশয়ে যাইয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে দুইটি করিয়া ধমনী বাত পিত্ত, কফ, শোণিত ও রস ইহাদিগের প্রত্যেককে বহন করে। অবশিষ্ট বিংশতি ধমনীর মধ্যে দুইটি অন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অন্ন বহন করে, ও দুইটি জল বহন করে। দুইটি বস্তিদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্র বহন করে, দুইটি দ্বারা পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হয়, এবং দুইটি ঐ আর্ত্তব ও শুক্রকে নিঃসৃত করে; দুইটি স্থূল অন্ত্রে প্রতিবদ্ধ থাকিয়া পুরীষ নিঃসারিত করে। অবশিষ্ট আটটি ধমনী তির্য্যগ্‌গামিনী হইয়া স্বেদ নিঃসরণ করে। এই অধোগামিনী ধমনী সকল পক্বাশয়, কটি, মূত্র, পুরীষ, গুহ্যদেশ, বস্তি, মেঢ্র, পাদ প্রভৃতি স্থান আশ্রয় করিয়া উহাদিগের পোষণক্রিয়া সম্পাদন করে।

তির্য্যগ্গাতাঃ প্রাহ।

তির্য্যগ্‌গতানান্তু চতসৃণামেকৈকং শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে। তাস্ত্বসংখ্যেয়াস্তাভিরিদং শরীরঙ্গবাক্ষিতম্ নিবদ্ধমায়তঞ্চ।

গবাক্ষো বাতায়নং। যথা গবাক্ষে বহূনি ছিদ্রাণি ভবন্তি তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। 'নিবদ্ধমায়তজবাক্ষিতম্'। গবাক্ষাকারান্ধ্রনিকরযুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ। তাসাং মুখানি রোমলগ্নানি। যৈর্ম্মুখৈঃ স্বেদঃ স্রবন্তি, রসঞ্চাভিসন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্ব্বহিশ্চ। তৈরেবাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহনালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্কান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি। তৈরেব স্পর্শং শুভং অশুভং বা গৃহ্নন্তি।

তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী।

তির্য্যগ্‌গামিনী শিরাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া সমস্ত শরীরকে সচ্ছিদ্র করে। ঐ সকল অসংখ্য ধমনী শরীরে নিবদ্ধ থাকাতে শরীরকে গবাক্ষিত অর্থাৎ গবাক্ষাকৃতি অসংখ্য অন্ত্রে আচ্ছন্ন করে। ঐ সকল সূক্ষ্ম ধমনীর মুখ প্রতিলোমকূপে সংলগ্ন। ঐ সকল মুখদ্বারা স্বেদ নিঃসৃত হইয়া যায় এবং দেহস্থ রস অন্তরে ও বহির্ভাগে সন্তর্পিত হয়, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও লেপন ক্রিয়া দ্বারা তৈলাদির বীর্য্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্বক্‌কে পরিপক্ক করে এবং উহাদিগের দ্বারাই শুভজনক বা অশুভজনক স্পর্শ জ্ঞান হয়।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিশেষু চ।
ধমনীনাস্তথা খানি রসো যৈরভিতশ্চরেৎ॥
পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বঃ
পঞ্চেন্দ্রিয়ম্পঞ্চসু ভাবয়ন্তি।
পঞ্চেন্দ্রিয়ম্পঞ্চসু ভাবয়িত্বা
পঞ্চত্বমায়ান্তি বিনাশকালে॥

অস্যায়মর্থঃ। ধমন্যঃ কথম্ভূতাঃ, পঞ্চাভিভূতাঃ। পঞ্চভ্যঃ আকাশাদিমহাভূতেভ্যঃ অভি (সমন্তাৎ) ভূতাঃ। "পঞ্চেন্দ্রিয়ং" পঞ্চেন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মকং মনশ্চ যস্য তং পঞ্চেন্দ্রিয়ং, জীবাত্মানং। পঞ্চসু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু শ্রোত্রাদিষু, 'পঞ্চকৃত্বঃ' পঞ্চবারান্, পর্য্যায়েণ নত্বেকদৈব, ভাবয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। 'পঞ্চেন্দ্রিয়ং' পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং সমাহারঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং, শ্রোত্রাদি, তদুপলক্ষিতং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং মনশ্চ। পঞ্চসু পৃথিব্যাদিষু, বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়েষু, তদুপলক্ষিতেষু হস্তাদিষু কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু, মন্তব্যে মনোবিষয়ে চ 'ভাবয়িত্বা' প্রাপয্য সংযোজ্যেতি যাবৎ। বিনাশকালে 'পঞ্চত্বং' আকাশাদিভাবং। আয়ান্তি প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।

মৃণালের অভ্যন্তরে যেরূপ ছিদ্র থাকে, ধমনীর মধ্যেও সেই রূপ ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রদ্বারা সর্ব্বশরীরে রস সঞ্চারিত হয়। ধমনী পঞ্চভূতে অভিভূত হইয়া আত্মাকে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত স্থানে ক্রমান্বয়ে সংযোজিত করে এবং কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তদুপলক্ষিত মনকে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে, বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়ে ও তদুপলক্ষিত হস্তাদিতে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়ে ও মন্তব্য বিষয়ে সংযোজিত করিয়া বিনাশকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।

অথ কণ্ডরাঃ।

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্॥
চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ।
গ্রীবায়ামপি তাবত্যস্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ॥

তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবানিবন্ধনীনামধোভাগগতানাং প্ররোহোমেঢ্রঃ। পৃষ্ঠনিবদ্ধানাং প্ররোহা নিতম্বমূর্দ্ধোরুবক্ষোংসস্তনপিণ্ডাঃ।

কণ্ডরা।

প্রধান প্রধান ষোলটি স্নায়ু যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাই কণ্ডরা নামে প্রসিদ্ধ। উহাদিগের দ্বারা হস্তপদাদির প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ষোলটি কণ্ডরা এই রূপে বিভক্ত হইয়াছে যথা—হস্তে চারিটি, পাদে চারিটি, গ্রীবাতে চারিটি এবং পৃষ্ঠে চারিটি। তন্মধ্যে হস্তস্থিত ও পাদস্থিত কণ্ডরা হইতে নখ, গ্রীবানিবদ্ধ অধোভাগগত কণ্ডরা হইতে মেঢ্র এবং পৃষ্ঠসংলগ্ন কণ্ডরা হইতে নিতম্ব, মস্তক, বক্ষঃস্থল, উরুদেশ, অংস ও স্তনপিণ্ড জন্মে।

অথ রন্ধ্রাণি।

নেত্রশ্রবণনাসানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে।
মুখমেহনপায়ূনামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥
দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ।
স্ত্রীণামন্যানি চ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি॥

রন্ধ্র। (ছিদ্র)

চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, মেঢ্র ও শিরোরন্ধ্র পুরুষের দেহে এই দশটি রন্ধ্র আছে। স্ত্রীলোকের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে; যথা-স্তনদ্বয় ও গর্ভনিঃসরণের পথ।

অথ স্রোতাংসি।

মনঃপ্রাণান্নপানীয়দোষধাতূপধাতবঃ।
ধাতূনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়স্তথা॥
সঞ্চরন্তি হি যৈর্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সঞ্জগুঃ।
বহূনি তানি সঙ্খ্যায় শক্যন্তে নৈব ভাষিতুম্॥

অথ স্রোতাংসি।

যে সকলমার্গ দ্বারা মন, প্রাণ, অন্ন-রস, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র, এবং পুরীষ সঞ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্রোত কহে। তাহাদিগের সংখ্যা এত অধিক যে স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না।

অথ জালানি।

নিরন্তররন্ধ্রনিকরকলিতানি সম্মূহিতানি চ জালানীব জালানি।

জালানি তু শিরাস্নায়ুমাংসাস্থ্যুদ্ভবন্তি হি।
তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ॥

তানি মণিবন্ধগুল্ফসংস্থতানি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি। যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্। অয়মর্থঃ একস্মিন্মণিবন্ধে একং জালং শিরায়াঃ, অপরং স্নায়োস্তৃতীয়ং মাংসস্য, চতুর্থমস্থ্নঃ, এবঞ্চত্বারি জালানি। এতেনেতরমণিবন্ধগুল্ফৌ চ ব্যাখ্যাতৌ। 'গবাক্ষিতং, বিরচিতনিরন্তরজালাকাররন্ধ্রনিকরপরিকলিত মিত্যর্থঃ।

জাল।

শরীরস্থ জালসকল শিরা, স্নায়ু, মাংস ও অস্থি হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা জালের ন্যায় অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ও পরস্পর সংলগ্ন। জাল সমুদায়ে ষোলটি।

প্রত্যেক মণিবন্ধে ও গুল্‌ফে মাংসজাল একটি, শিরাজাল একটি স্নায়ুজাল একটি ও অস্থিজাল একটি করিয়া থাকে। উহারা সমস্ত শরীরকে জালের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট করত মণিবন্ধ হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত অবস্থিত।

অথ কূর্চ্চাঃ।

কূর্চ্চাঃ স্যুর্হস্তয়োর্দ্বৌ দ্বৌ তাবন্তৌ পাদয়োরপি।
গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেঽপি ষট্ স্মৃতাঃ॥
কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ুমাংসাস্থিপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।

কূর্চ্চ।

জালের ন্যায় কূর্চ্চও শিরা স্নায়ু, মাংস ও অস্থি হইতে উৎপন্ন। কূর্চ্চ সমুদায়ে ছয়টি যথা—হস্তদ্বয়ে দুই, পাদদ্বয়ে দুই, গ্রীবাতে এক ও মেঢ্রে এক।

অথ রজ্জবঃ।

পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ।
চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়োজনম্॥

রজ্জু।

পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় ভাগে চারিটি প্রধান রজ্জু আছে। মাংসপেশী বন্ধন করাই উহদিগের কার্য্য।

অথ সেবন্যঃ।

সেবন্যঃ সপ্ত তাসাস্তু ভবেয়ুঃ পঞ্চ মস্তকে।
একা শেফসি জিহ্বায়ামেকা বিজ্ঞেয় তাঃ ক্বচিৎ॥

সেবনী।

মস্তকে পাঁচটি, লিঙ্গে একটি ও জিহ্বাতে একটি সমুদায়ে এই সাতটি সেবনী। সেবনী কখন বিদ্ধ করিবে না।

অথ সঙ্ঘাতাঃ।

চতুর্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাঃ। তেষাস্ত্রয়ো গুল্‌ফ-জানুবংক্ষণেষু। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ। অত্র তু ত্রিক-পদেন বাহুগ্রীবাস্থিসঙ্ঘাত উচ্যতে।

অস্থিসংঘাত।

অস্থিমিলনের স্থানকে সংঘাত কহে। শরীরে সমুদায়ে চৌদ্দটি সংঘাত আছে। তন্মধ্যে গুল্‌ফ, জানু ও বংক্ষণে তিন, এইরূপ অপর পায়েও তিন, হস্তদ্বয়ে ছয়, বাহু ও গ্রীবার অস্থি সংঘাত এক এবং মস্তকে এক।

অথ সীমন্তাঃ।

চতুর্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সঙ্ঘাতাঃ সীবিতা যৈস্ত সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যৈরস্থিভিঃ।

সীমন্ত।

যে সকল অস্থির দ্বারা সংঘাত অর্থাৎ অস্থির মিলনের স্থান সীবিত হয় তাহাদিগকে সীমন্ত কহে। মুনিপুঙ্গব কর্ত্তৃক চৌদ্দটি সীমন্ত কথিত হইয়াছে।

অথ ত্বচঃ।

ক্ষীরস্য পচ্যমানস্য যথা সন্তানিকা ভবেৎ।
পচ্যমানস্য শুক্রস্য রজসশ্চ তথা ত্বচঃ॥
পূর্ব্বাবভাসিনী তাসাং সিধ্মস্থানং চ সা মতা (১)॥

ত্বক্।

দুগ্ধ অগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহা

(১) স্মৃতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হইতে যেমন সন্তানিকা (শর) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শরীরস্থ পচ্যমান শুক্র ও শোণিত হইতে ত্বক্ জন্মে। ত্বক্ সাত প্রকার, যথা- অবভাসিনী, লোহিতা, শ্বেতা, তাম্রা, বেদিনী, রোহিণী ও স্থূলা।

অথাবভাসিনী।

ভ্রাজকেন পিত্তেনাবভাসনাৎ পরিণাহেন বিস্তারিতস্য ব্রীহের্বিংশতিভাগেঽষ্টাদশ ভাগাঃ প্রমাণং তস্যাঃ। ব্রীহিরত্র যবঃ। সা সিধ্মপদ্ম কণ্টকয়োরধিষ্ঠানং।

অবভাসিনী-ভ্রাজক নামক পিত্ত হইতে দীপ্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে অবভাসিনী বলে। বিস্তৃত যবকে বিংশতি ভাগ করিয়া তাহার অষ্টাদশ ভাগ একত্র করিলে যত স্থূল হয় অবভাসিনীর পরিমাণও তত। উহা সিধ্ম ও পদ্মকণ্টকের স্থান।

দ্বিতীয়া লোহিতা জ্ঞেয়া তিলকালকজন্মভূঃ।
সা যবষোড়শভাগপ্রমাণা, তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গানামধিষ্ঠানম্।

লোহিতা—উহা বিস্তৃত যবের ষোড়শভাগপরিমিত এবং তিলকা, অলকা, ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গের অধিষ্ঠান।

তৃতীয়া তু ভবেচ্ছ্বেতা স্থানঞ্চর্ম্মদলস্য সা।
সা যবদ্বাদশভাগপ্রমাণা, চর্ম্মদলাজগল্লিকামশকানামধিষ্ঠানম্।

শ্বেতা—উহা বিস্তৃত যবের দ্বাদশ ভাগপরিমিত এবং চর্ম্মদল, অজগল্লিকা ও মশকের জন্মস্থান।

তাম্রা চতুর্থী বিজ্ঞেয়া কিলাসশ্চিত্রভূমিকা।
সা যবাষ্টভাগপ্রমাণা।

তাম্র—যবের অষ্টভাগপরিমিত এবং যেখানে কিলাস ও চিত্রভূমিকা জন্মে।

পঞ্চমী বেদিনী নাম্না সর্ব্বকুষ্ঠোদ্ভবাস্তু সা।
সা যবপঞ্চভাগপ্রমাণিকা।

বিখ্যাতা রোহিণী ষষ্ঠী গ্রন্থিগণ্ডাপচীস্থিতিঃ।
সা ব্রীহিপ্রমাণা। গ্রন্থ্যপচীগলগণ্ডগণ্ডমালার্বুদশ্লীপদানামধিষ্ঠানম্।

বেদিনী—যবের পঞ্চভাগপরিমিত এবং বিসর্গ ও কুষ্ঠের জন্ম। রোহিণী-যবপরিমিত এবং গ্রন্থি, অপচী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, ও শ্লীপদ নামক রোগের স্থান।

স্থূলাত্বক্ সপ্তমী খ্যাতা বিদ্রধ্যাদেঃ স্থিতিশ্চ সা। সা ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা। অতএবোক্তং শার্ঙ্গধরেণ। স্থূলা ব্রীহিদ্বিমাত্রয়েতি। সপ্তাপি ত্বচঃ সমুদিতা বিংশতিতমভাগোনষট্‌যবপ্রমাণা। ষট্‌যবপ্রমাণন্তু অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যম্। যত উক্তম্। উদরেঽঙ্গুষ্ঠোদরপ্রমাণমেব গাঢ়ংবিধ্যেদিতি। এতৎ প্রমাণং মাংসলেষু স্থলেষু বোদ্ধব্যম্। ন তু ললাটসূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু।

স্থূলা—যবদ্বয়পরিমিত এবং বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের জন্মস্থান।

শার্ঙ্গধর ও কহিয়াছেন যে সপ্তমী স্থূলাত্বক্ যবদ্বয়প্রমাণ। এই সপ্তত্বক্ একত্র করিলে তাহার পরিমাণ ছয় যবের বিংশতিতম ভাগ কম হয়। ছয় যবের পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের ন্যায়। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে উদরে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বিদ্ধ করিবে। কিন্তু এ প্রমাণ কেবল স্থূল ও মাংসল

স্থানে জানিবে, ললাট বা সূক্ষ্মাঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে নহে।

অথ লোমানি লোমকূপাশ্চ।

অস্থ্নো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তি হি।
সন্তি যাবন্তি লোমানি তাবন্তো লোমকূপকাঃ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্বৃ্ত্তিঃ স্বাভাবাদেব জায়তে।
সন্নিবেশশ্চ গাত্রাণাং নাত্রান্তে কারণান্তরম্॥

'নির্বৃত্তিঃ' সিদ্ধিঃ। 'স্বভাবাৎ' ঈশ্বরাৎ। 'সন্নিবেশো' রচনাবিশেষঃ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্বৃত্তৌ যে ভবন্ত্যগুণা গুণাঃ।
তে তে গর্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ॥
দন্তানাং পতনং জন্ম পুনঃ পাতে ত্বসম্ভবঃ।
তলেষনুদ্ভবো লোম্নামেতৎ সর্ব্বং স্বভাবতঃ॥

লোম ও লোমকূপ।

লোম সকল অস্থির মল হইতে জন্মে। শরীরে অসংখ্য লোম আছে। লোমের সংখ্যা যত লোমকূপেরও সংখ্যা তত।

স্বভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গসিদ্ধির কারণ, গাত্ররচনার কারণান্তর নাই। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুণাগুণ হয়। দন্তের পতন ও পুনরুৎপত্তি, অধিক বয়সে দন্ত পতিত হইলে উৎপত্তি না হওয়া, হস্ততল, পদতল, প্রভৃতি স্থানে লোমোৎপত্তি না হওয়া প্রভৃতি শারীরীক নিয়ম সকল স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ।

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবম্।
তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি॥
যকৃৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।
কললস্থমহাভূতসমুদায়ো ঘনো ভবেৎ॥

অত্র যকৃৎকফয়োরপি পাকহেতুত্বমেব। তয়োরপ্যগ্নেঃহধিকরণত্বাৎ।

যত উক্তং চরকে।

ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি।

তৃতীয়ে মাসি শিরসো হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।
পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ সিদ্ধন্তি সূক্ষ্মা অঙ্গয়বাস্তনোঃ॥
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানি হি।
হৃদয়ব্যক্তিভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ॥
তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানাবস্তুনি বাঞ্ছতি।
তত্র দ্বিহৃদয়া যৎ স্যান্নারী দৌহৃদিনী মতা॥
দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিষণ্ঢং (১) বামনম্।
বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে॥
যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্।
পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্যৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ॥
ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভবাধাভয়াত্তাসাং ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ॥

ভোক্তুমুপভোক্তুমিত্যর্থঃ।

সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥
যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে সাবমানিতা।
প্রসূয়তে সুতং সার্ত্তিংতস্মিংস্তস্মিংস্তদিন্দ্রিয়ে॥

'সার্ত্তিং' সব্যথাম্।

প্রতিমাসে গর্ভের যেরূপ অবস্থা হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে।

গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে গর্ভের প্রথম মাসে শুক্র ও আর্ত্তব যেরূপ তরল অবস্থায় গর্ভাশয়ে পতিত হয় সেই রূপই থাকে। দ্বিতীয় মাসে কললস্থ

(১) কুণিখঞ্জেতি পাঠান্তরম্।

মহাভূত, বায়ু পিত্ত ও কফের সহ-যোগে পচ্যমান হইয়া ঘন হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে বায়ু এবং কফেরও উষ্ণতাগুণ আছে। কারণ উষ্ণতা গুণ না থাকিলে উহাদিগের দ্বারা কখন পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইত না। সেই কারণে চরকও পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয়, বায়ব্য এবং নাভস এই পাঁচ প্রকার অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বের স্থানে পাঁচটি মাংসপিণ্ড জন্মে এবং সূক্ষ্মরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। চতুর্থ মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং হৃদয় জন্মে ও চেতনার আবির্ভাব হয়। এই মাসে হৃদয় জন্মে বলিয়া স্ত্রীলোকের নানা বস্তুতে অভিলাষ জন্মে। এই মাসে স্ত্রীলোক স্বীয় ও সন্তানের এই উভয় হৃদয়বিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী কহে। অতএব তৎকালে স্ত্রীলোকের অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি, ষণ্ড, বামন, বিকৃতাক্ষ বা অন্ধ হয়। সুতরাং গর্ভিণী স্ত্রীলোকের যে যে দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে তৎসমুদায় তাহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তৎকালে অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সন্তান বীর্য্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হয়। ফলতঃ গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করা উচিত। তাহা না হইলে গর্ভবাধা জন্মাইতে পারে। অর্থাৎ গর্ভিণীর যে যে অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে, গর্ভিণী স্বয়ং ভীত হয় এবং গর্ভের ও আশঙ্কা করে।

দৌহৃদবিশেষফলমাহ।

রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়ঃ।
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে॥
দুকূলপট্টকৌশেয়ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ।
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে॥
আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে।
দেবতাপ্রতিমায়ান্তু প্রসূতে পার্ষদোপমম্॥

'আশ্রমে' তপস্বিনামাশ্রমে দৌহৃদাৎ। 'পার্ষদোপমং' প্রমথোপমম্।

দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে।
রক্তাক্ষং লোমশং শূরং মহিষামিষদৌহৃদাৎ॥
বারাহমাংসে স্বপ্নালুং শূরং সংজনয়েৎ সুতম্।
মৃগমাংসে তু জঙ্ঘালং বিক্রান্তং বনচারিণম্॥
অতোঽনুক্তেষু যা নারী দৌহৃদং বিদধাতি হি।
শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি॥

দৌহৃদবিশেষে ফলের বিশেষ।

গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান সৌভাগ্যশালী ও ধনবান্ হয়। পট্টবস্ত্র, ভূষণ বা রেশমী কাপড়ে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান সুকুমার ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রমগমনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবপ্রতিমাতে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান প্রমথতুল্য (১) হয়, সর্পাদি হিংস্র জন্তু দর্শনে

(১) শিবের পারিষদের নাম প্রমথ।

অভিলাষ জন্মিলে সন্তান হিংস্রক হয়। মহিষমাংস ভক্ষণ করিতে অভিলাষ জন্মিলে রক্তাক্ষ, লোমশ ও বীর পুত্র জন্মে। বরাহমাংস ভক্ষণ করিতে অভিলাষ জন্মিলে নিদ্রালু ও বীর পুত্র জন্মে, এবং মৃগমাংস ভোজনে ইচ্ছা হইলে পুত্র দ্রুতগামী, বিক্রমশালী ও বনচারী হয়। পূর্ব্বোক্ত জন্তু ভিন্ন গর্ভিণীর অন্য যে যে জন্তুর মাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মে সেই সেই জন্তুর আকার ও স্বভাব অনুসারে প্রসূত সন্তানের আকার ও স্বভাব হইয়া থাকে।

পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতি প্রবুধ্যতে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভূশং ব্যক্তানি সপ্তমে॥
ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ।
তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি॥
ন জীবত্যষ্টমে জাতস্তত্রৌজো ন স্থিরং যতঃ।
তথা নৈঋ্ঋত্যভাগন্তাদ্দাপয়েত্তুবলিং অতঃ॥
নৈঋ্ঋত্যায় ভাগশ্চ বালেষু রুদ্রেণ দত্তঃ।

যত উক্তং কুমারতন্ত্রে।

অষ্টমে মাসি নৈঋ্ঋত্যায় মাংসৌদনং বলিং দাপয়েদিতি।
নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ॥

পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ শিশুর মন এবং ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং অষ্টম মাসে ওজের সঞ্চার হয়। এই মাসে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ শিশু ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরের ওজঃ-গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মাতার ওজের অভাব হইলে সন্তান হইতে এবং সন্তানের ওজের অভাব হইলে মাতা হইতে ওজঃগ্রহণ করে। সুতরাং মাতা ও পুত্র ক্রমান্বয়ে ম্লান ও প্রফুল্ল হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন মাতা সন্তান হইতে ওজঃ-গ্রহণ করে তখন মাতা প্রফুল্ল ও সন্তান ম্লান হয় এবং সন্তান মাতা হইতে ওজঃ-গ্রহণ করিলে মাতা ম্লান ও সন্তান প্রফুল্ল হয়। অষ্টম মাসে ওজের স্থিরতা নাই বলিয়া ঐ মাসে সন্তান জন্মিলে প্রায় জীবিত থাকে না। সন্তানরক্ষার জন্য অষ্টম মাসে নৈঋ্ঋত কোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষসের উদ্দেশে বলিপ্রদান করাও বিধি আছে। কারণ উক্ত রাক্ষস গর্ভস্থ বালকের অংশভাগী। অধিক কি স্বয়ং রুদ্রদেবও সন্তান রক্ষার নিমিত্ত উক্ত রাক্ষসকে অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। কুমারতন্ত্রেও উক্ত আছে যে অষ্টম মাসে নৈঋ্ঋত রাক্ষসকে মাংস ও অন্ন বলি দিবে।

পরে নবম, দশম একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইলে গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হয়।

গর্ভে যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ।

শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ শৌনকঃ।
শিরস্যেবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়াণি যৎ॥
হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽবদন্মুনিঃ।
বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতম্॥
পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবঃ।
প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যাত্মসংযুতঃ॥

পাণিপাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়মুনের্ম্মতম্।
দেহিনঃ সকলাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পাণিপাদাশ্রয়া যতঃ॥
প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভবঃ।
এতত্তু কথয়ামাস গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ॥
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তি হি।
সুক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদম্॥
আম্রস্যানুফলে ভবন্তি যুগপৎ মাংসাস্থিমজ্জাদয়ো
লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাঃ।
এবং গর্ভসমুদ্ভবে হ্যবয়বাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যেকদা
লক্ষ্যাঃ সুক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিঙ্গতাঃ॥

মজ্জাদয় ইত্যাদিশব্দেন ত্বক্কেশরমজ্জত্বগঙ্কুরবৃন্তানি গৃহ্যন্তে।

অনন্তর প্রথমে গর্ভস্থ শিশুর যে যে অঙ্গ জন্মে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

শৌনক কহেন, অগ্রে গর্ভস্থ বালকের মস্তক জন্মে, কারণ মস্তকই প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের আধার। কৃতবীর্য্য মুনি বলেন যে অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয়ই মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্যাসদেব কহেন যে অগ্রে নাভির উৎপত্তি হয়, কারণ প্রাণ নাভিতে অবস্থানপূর্ব্বক উষ্মাসহকারে সমস্ত দেহকে বর্দ্ধিত করে। হস্তপদই দেহীর প্রধান ক্রিয়ার কারণ বলিয়া মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক অগ্রে হস্তপদের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। মুনিপুঙ্গব গৌতম কহেন কোষ্ঠ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ, সকল অঙ্গের মূল, অতএব অগ্রে কোষ্ঠেরই উৎপত্তি হয়। ধন্বন্তরি কহেন যে এককালে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই উৎপত্তি হয়, কিন্তু সুক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তৎকালে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। আম্রফলের মাংস অস্থি ও মজ্জাদি এককালে জন্মাইলেও পুষ্ট না হইলে যেমন স্পষ্টরূপে জানা যায় না, সেইরূপ গর্ভও পুষ্ট না হইলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় না।

"মজ্জাদি" এস্থলে আদিশব্দে ত্বক্ কেসর, মজ্জাত্বক্, বৃন্ত (বোঁটা) এবং অঙ্কুর জানিতে হইবে।

অথ শরীরে পিতৃজ-মাতৃজা-ত্মজা ভাগা উচ্যন্তে।

তত্র।

কেশাঃ শ্মশ্রু চ লোমানি নখা দন্তাঃ শিরাস্তথা।
ধমন্যঃ স্নায়বঃ শুক্রমেতানি পিতৃজানি হি॥
মাংসাসৃঙ্মজ্জমেদাংসি যকৃৎপ্লীহান্ত্রনাভয়ঃ।
হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চাপি ভবন্ত্যেতানি মাতৃতঃ॥
শরীরোপচয়ো বর্ণো বলং দেহস্থিতিস্তথা।
রসাদেতানি জায়ন্তে ভিষজো মুনয়ো জগুঃ॥
জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুশ্চ সুখদুঃখাদিকং তথা।
ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি ভবন্ত্যেতানি চাত্মনঃ॥

দুঃখাদিকমিত্যাদিশব্দেন নানাযোনিজন্মাদিকমুচ্যতে। 'আত্মনঃ' আত্মসন্নিকর্ষাৎ, নত্বাত্মনো জায়ন্তে। আত্মনো নির্ব্বিকারাৎ প্রকৃতিভাবানুপপত্তেঃ।

অতঃপর শরীরস্থ পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ ও আত্মজ ভাগ ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, দন্ত, লোম,

ধমনী, শিরা, স্নায়ু ও শুক্র ইহারা পিতৃজ। বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ কহেন যে রক্ত, মাংস, মজ্জা, মেদ, হৃদয়, নাভি, অন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা, গুহ্যদেশ এই কয়টি মাতৃজ। শরীরের বৃদ্ধি, বল, বর্ণ ও স্থিতি, ইহারা রজস।

ইন্দ্রিয়সকল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু, সুখ, ও দুঃখাদি আত্মজ।

এ স্থলে দুঃখাদিশব্দের আদিশব্দে নানা যোনিজন্মাদি কথিত হইয়াছে। আত্মজশব্দে সাক্ষাৎ আত্মা হইতে জাত নহে, আত্মার সন্নিকর্ষপ্রযুক্ত জাত বুঝিতে হইবে। কারণ আত্মা নির্ব্বিকার, সুতরাং আত্মার প্রকৃতিভাবের উপপত্তি হইতে পারে না।

গর্ভস্য কিং কিং বিশিষ্টোপকারকং তত্তদাহ।

অগ্নীষোমৌ মহী বায়ুর্ব্বিভুঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মা গর্ভং সঞ্জীবয়ন্তি হি॥

অগ্নিরত্র পাচক-ভ্রাজকা-লোচক-রঞ্জক-সাধকানাং, তথা পাঞ্চভৌতিকানাং, তথা সপ্তধাতুগতানামগ্নীনাং শক্তিরূপতয়াবস্থিতো বাচোধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ। স চ পাচকাদিকর্ম্মণা জীবয়তি। সোমশ্চ পঞ্চাত্মকশ্লেষ্মরসশুক্রাদীনাং তোয়াত্মকানাং ভাবানাং রসনেন্দ্রিয়স্য চ রূপতয়াবস্থিতো মনসশ্চাধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ। স চ সৌম্যধাতোরোজঃপ্রভৃতেঃ পোষণেন পবনপাবকসংশুষ্কভাগস্যার্দ্রতাবিধানেন জীবয়তীতি শেষঃ। মহী চ জলেন ক্লিন্নস্যাপি কঠিনবিধানেন। বায়ুর্দোষধাতুমলাদীনাং সঞ্চারণেনোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং চ। নভোঽনিলানলবিদারিতস্রোতসামূর্দ্ধাধস্তির্য্যগবকাশদানেন। সত্ত্বং রজস্তম ইতি মনোরূপতয়া পরিণতং জীবাত্মনঃ শরীরান্তরগ্রহণমোক্ষণে হেতুরিতি, তদপি জীবয়তি। 'পঞ্চেন্দ্রিয়াণি' শ্রোত্রত্বঙ্‌নেত্রজিহ্বাঘ্রাণানি, শব্দাদিগ্রহণকর্ম্মণা। 'ভূতাত্মা' কর্ম্মপুরুষঃ। সচাশেষস্যেব কর্ম্মরাশেশ্চৈতন্যহেতুরিতি জীবয়তি।

অনন্তর যে যে পদার্থ গর্ভের বিশেষ উপকারক তাহা বর্ণিত হইতেছে।

অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ত্ব, রজঃ, তম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা এই কয়টী গর্ভসঞ্জীবক।

অগ্নি শব্দে এস্থলে পাচক, ভ্রাজক, আলোচক, রঞ্জক ও সাধক এই পঞ্চ অগ্নি, পাঞ্চভৌতিক অগ্নি ও ধাতুগত অগ্নি এই কয় প্রকার অগ্নি বুঝিতে হইবে। ঐ অগ্নি শক্তিরূপে অবস্থিত বলিয়া বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পাচকাদি কর্ম্ম দ্বারা গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। সোম পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মা, রস ও শুক্র প্রভৃতি তরল পদার্থের এবং রসনেন্দ্রিয়ের শক্তিরূপে অবস্থিত বলিয়া মনের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর পোষণ এবং বায়ু ও অগ্নি দ্বারা শুষ্কভাগকে আর্দ্র করত গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। এইরূপে মৃত্তিকা শরীরস্থ জলক্লিন্ন ভাগের কাঠিন্যবিধান দ্বারা; বায়ু নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, দোষ, ধাতু, ও মলাদির সঞ্চারণ দ্বারা; আকাশ বায়ু ও অগ্নি দ্বারা বিদারিত স্রোত সকলকে ঊর্দ্ধ, অধঃ

ও তির্য্যক্ গমনে অবকাশ প্রদান দ্বারা, শিশুর জীবন রক্ষা করে। মনোরূপী, সত্ত্ব রজঃ ও তম জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষণের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় শব্দাদি-গ্রহণরূপ কর্ম্ম দ্বারা জীবন রক্ষা করে এবং কর্ম্মপুরুষ ভূতাত্মা অশেষ কর্ম্মরাশির চৈতন্যস্বরূপে দেহে অবস্থানপূর্ব্বক দেহীর জীবন রক্ষা করে।

অপরং গর্ভস্য জীবনোপায়মাহ।

গর্ভস্য নাভিনাড়ী তু নাড়ী রসবহা স্মৃতা।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নাংশান্ সোঽধিগচ্ছতি।
মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছ্বাসসঙ্ক্ষোভস্বপ্নসম্ভবাৎ।

'সঙ্ক্ষোভঃ' সঞ্চলনং। মাতা নিশ্বাসাদিকা যা যাশ্চেষ্টাঃ করোতি তাস্তা গর্ভোঽপি করোতীত্যর্থঃ।

গর্ভের অপর জীবনোপায়।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত জননীর রসবহা নাড়ী সংলগ্ন থাকে বলিয়া জননীর আহাররসাদি দ্বারা দিন দিন গর্ভ বৃদ্ধি হইতে থাকে। জননীর নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, সঞ্চলন ও নিদ্রা অনুসারে সন্তানেরও নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, সঞ্চলন ও নিদ্রা হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাতার নিঃশ্বাসাদি যে যে চেষ্টা হয়, সন্তানেরও সেই সেই চেষ্টা হইয়া থাকে।

অথ গর্ভবৃদ্ধেরুপায়মাহ।

গর্ভস্য নাভিমধ্যে তু জ্যোতিঃস্থানং ধ্রুবং স্মৃতম্।
তদা ধমতি বাতস্তু দেহস্তেনাস্য বর্দ্ধতে।
উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মারুতঃ।
ঊর্দ্ধংতির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংসি তু যথা তথা।

যথা 'দারয়তি' বিস্তারয়তি, তথা দেহী বর্দ্ধতে, ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

গর্ভবৃদ্ধির উপায়।

গর্ভস্থ বালকের নাভিমধ্যে স্থির জ্যোতিঃস্থান আছে। তথায় বায়ু সর্ব্বদা ধমন করে। তাহাতেই সন্তানের দেহ বর্দ্ধিত হয়, ধমিত বায়ু উষ্ণতাসহকারে স্রোতঃপথে শরীরের ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্‌ভাগে গমন করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের দেহ বৃদ্ধি করে।

দৃষ্টিরোমকূপানামবৃদ্ধিমাহ।

দৃষ্টিশ্চ রোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন।
ধ্রুবাণ্যেতানি মর্ত্ত্যানামিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্।

দৃষ্টি ও রোমকূপ যে বৃদ্ধি হয় না তাহার প্রমাণ।

ধন্বন্তরি কহেন যে মর্ত্যবাসীদিগের দৃষ্টি ও রোমকূপ সকল বর্দ্ধনশীল নহে। সুতরাং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বৃদ্ধি হইলেও উহারা কখন বর্দ্ধিত হয় না। এক ভাবেই থাকে।

নখকেশানাং সদা বৃদ্ধিমাহ।

শরীরে ক্ষীয়মাণেঽপি বর্দ্ধেতে দ্বাবিমৌ সদা।
স্বভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিঃ।
'প্রকৃতিং কৃত্বা' কারণং কৃত্বা। স্থিতির্ম্মর্য্যাদা।

নখ ও কেশের বৃদ্ধির কারণ।

শরীর ক্ষীণ হইলেও নখ ও কেশ সর্ব্বদা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বভাবই উহাদিগের নিত্যবৃদ্ধির কারণ।

চেতনাচেতনাঙ্গান্যাহ।

চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্তর্ম্মলদ্রব্যগুণৈর্ব্বিনা॥

চেতন ও অচেতন অঙ্গ।

মন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ চেতনার অধিষ্ঠান এবং কেশ, লোম ও নখের অগ্রভাগ, অন্তরস্থ মল, দ্রব্য ও গুণ এই কয়টি অচেতন।

গর্ভস্থ বাতবিণ্মূত্রোৎসর্গাকরণে কারণমাহ।

বাতাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্কাশয়স্য চ।
বাতমূত্রপুরীষাণি গর্ভস্থো ন বিমুঞ্চতি॥
'অযোগাৎ' ঈষদ্যোগাৎ।

গর্ভস্থ সন্তানের বায়ু, বিষ্ঠা ও মূত্রনিঃসরণ না করিবার কারণ।

বায়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত এবং বায়ু ও পক্কাশয়ের ঈষৎ সংযোগবশতঃ গর্ভস্থ সন্তান বায়ু, মূত্র এবং পুরীষ ত্যাগ করে না।

গর্ভারোদনে কারণমাহ।

জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্ম্মার্গনিরোধাচ্চ (১) ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি।

(১) মার্গ্যামার্গাবরোধাচ্চেতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

গর্ভস্থ বালকের রোদন না করিবার কারণ।

গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু-কর্তৃক আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফবেষ্টিত এবং বায়ুর পথ অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে পারে না।

অথ গর্ভবতীকৃত্যাকৃত্যানি।

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরা দেবগুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা॥
ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যন্দ্রবং লঘু।
সংস্কৃতং দীপনীয়ঞ্চ নিত্যমেবোপযোজয়েৎ॥
গুর্ব্বিণী নতু কুর্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্।
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্॥
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্॥
দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ম্।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেদ্বয়নাপ্রিয়ম্॥
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত ক্বথিতং ন চ॥
চৈত্যশ্মশানবৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্।
বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
নোচ্চৈর্ব্রূয়াত্তৎকুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি॥
ন মৃদাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাসনম্।
এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী॥

গর্ভবতীর কার্য্যাকার্য্য।

গর্ভের প্রথম দিবস হইতে স্ত্রীলোক উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া

সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত থাকিবে এবং শুদ্ধচারিণী হইয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবাতে সতত অবহিত থাকিবে। সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘু, সুসংস্কৃত ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। ব্যায়াম বা অপকৃষ্ট বিষয়ে আনন্দ অনুভব করিবে না। মৈথুন বা অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রি-জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ বেগরোধ এবং উৎকট আসন পরিত্যাগ করিবে। দোষ বা অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হইয়া থাকে। গর্ভবতী নারী বিকৃতাকার, মলিন বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, অপ্রীতিকর বস্তু দর্শন, উদ্বর্ত্তন বা অঙ্গে অধিক তৈল মর্দ্দন করিবে না। শুষ্ক পর্য্যুষিত বা অপক্ব অন্ন আহার করিবে না। উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কওয়া বা যাহাতে গর্ভনাশ হয় এরূপ কার্য্য করিবে না। চৈত্য, শ্মশান বৃক্ষ, অযশস্কর ভাব, বহির্নিক্রমণ, ক্রোধ ও শূন্যাগার বর্জ্জন করিবে। মৃত্তিকাতে শয়ন বা উপবেশন সর্ব্বথা করিবে না। গর্ভিণী স্ত্রী উক্ত নিয়ম সকল যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবে।

অথ প্রসবমাসানাহ।

নবমে দশমে মাসি নারী গর্ভং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ॥

সন্তান প্রসবের মাস বলা যাইতেছে।

নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ মাসে গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করে। ইহা অপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইলেই বিকৃত গর্ভ বুঝিতে হইবে।

অথ সূতিকাগৃহাকৃতিঃ।

অষ্টহস্তায়তঞ্চারু চতুর্হস্তবিশালকম্।
প্রাচীদ্বারমুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহম্॥

সূতিকাগৃহের আকার।

আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত পূর্ব্বদ্বারী বা উত্তরদ্বারী সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইবে।

আসন্নপ্রসবায়া লক্ষণমাহ।

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে।
সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোৎসুকা॥
আসন্নপ্রসবায়াস্তু কটীপৃষ্ঠস্তু সব্যথম্।
ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্য চ মলস্য চ॥

আসন্নপ্রসবার লক্ষণ।

কুক্ষি শিথিল, হৃদয়বন্ধন মুক্ত; জঘন বেদনাযুক্ত, কটী ও পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত এবং মুহুর্ম্মুহু মূত্র ও মলত্যাগে প্রবৃত্তি হইলে গর্ভিণীর প্রসবকাল আসন্ন জানিবে।

অথাসন্নপ্রসবায়া উপচারঃ।

তৈলেনাভ্যক্তগাত্রাণাং সুস্নাতামুষ্ণবারিণা (১)।
যবাগূম্পায়য়েৎ কোষ্ণাং মাত্রয়া ঘৃতসংযুতাম্॥
কৃতোপধানে মৃদুনি বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ।
অতুগ্নসক্থী চোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্বাথাস্থিতা॥
'অতুগ্নসক্থী' অসঙ্কোচিতোরুঃ।

(১) সংস্নাতামুষ্ণবারিণেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আসন্নপ্রসবার উপচার।

প্রসবের কাল আসন্ন জানিয়া গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণ জলে স্নান করাইবে। পরে ঈষৎ উষ্ণ যবাগূ (যবের মণ্ড) ঘৃতের সহিত যথাপরিমাণে সেবন করাইবে। অনন্তর উপাধানযুক্ত কোমল শয্যা প্রস্তুত করিবে। ব্যথান্বিতা নারী আস্তে আস্তে তদুপরি শয়ন করত উরুদ্বয় সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিবে।

অথ জনয়িত্রীরাহ।

চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ স্রাবণে কুশলা হিতাঃ।
বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাং সম্যক্ছিন্ননখাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

জনয়িত্রী।

প্রসবকার্য্যে কুশলা চারিটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নখচ্ছেদনপূর্ব্বক আসন্নপ্রসবার পরিচর্য্যা করিবে, তাহা হইলে স্রাবণের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অথ জনয়িত্রীকৃত্যম্।

অপত্যমার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ।
একা তু তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ॥
অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি।
প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরম্॥
ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বারমুপাগতে।
অপরাসহিতো গর্ভো যাবৎ পততি ভূতলে॥

ব্যথারহিতায়াঃ প্রবাহণাদ্বৈগুণ্যমাহ।

মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাসকাসক্ষয়ান্বিতম্।
সূতে ধ্বস্ততনুং বালমকালে তু প্রবাহণাৎ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণং দ্বিতীয়ম্।

জনয়িত্রীকৃত্য।

গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া জনৈক পরিচারিকা তাহার অপত্যপথের চতুর্দ্দিকে তৈল মাখাইয়া দিয়া কহিবে সুভগে! প্রবাহণ কর (কোঁথ পাড়)। যদি ব্যথা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রবাহণ কর; ব্যথা না থাকিলে প্রবাহণ করিও না। প্রথমে ক্রমে ক্রমে প্রবাহণ করিয়া গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে গাঢ়তর প্রবাহণ করিবে। এইরূপে যতক্ষণ না আবরণসহিত গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয় ততক্ষণ প্রবাহণ করিবে।

ব্যথারহিতা প্রসবিনীর প্রবাহণে সন্তানের বৈগুণ্য জন্মে। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন যে "অকালে প্রবাহণ করিলে মূক, বধির, কুব্জ, ধ্বস্ততনু এবং শ্বাসকাশ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে।

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়—শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশগ্রন্থে গর্ভপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ বালস্য জন্মোত্তরবিধিঃ।

অথ বালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা।
যথৈব কুলবৃদ্ধস্ত্রীব্যবহারপরম্পরা॥

অতঃপর প্রসূত বালকের জন্মোত্তরবিধি নির্ণীত হইতেছে।

বালক জন্ম গ্রহণ করিলে কুলবৃদ্ধ-স্ত্রীলোকপরম্পরায় যেরূপ ব্যবহার আছে সেইরূপ নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইবে!

অথ প্রসূতায়া নিয়মানাহ।

প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেত্তৎপথ্যমাচরেৎ॥

প্রসূতা নারীর নিয়ম।

প্রসূতা নারী হিতকর আহার বিহার আচরণ করিবে। ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ এবং শৈত্যক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। কারণ অবৈধ আচরণদ্বারা সূতিকাবস্থায় যে রোগ জন্মে তাহা কষ্ট সাধ্য বা অসাধ্য। অতএব যাহাতে স্বাস্থ্যের অনিষ্টসম্ভাবনা আছে এরূপ আচরণ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবে।

প্রসূতায়া নিয়মসময়াবধিমাহ।

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা।
'সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা' ক্ষুতাবশিষ্টদুষ্টরুধিরা।
'অতন্দ্রিতা' সাবধানা।
প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে।
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥
যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ॥

প্রসূতা নারীর নিয়মের কাল-নিরূপণ।

প্রসবের পর একমাস অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। স্নিগ্ধ, হিতকর ও অল্প ভোজন করিবে এবং শরীর সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিবে। এই এক মাস সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য; কারণ বস্ত্রাদিলগ্ন দুষ্ট রক্ত প্রত্যহ ধৌত বা পরিষ্কৃত না হইলে নানা প্রকার পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা। ধন্বন্তরি কহেন যে দেড়মাস অতীত হইলে অথবা পুনরায় রজোদৃষ্ট হইলে নারীর সূতিকাদোষ থাকে না। তৎকালে তাহাকে বিশুদ্ধ ও উপদ্রবশূন্য জানিবে। অনন্তর চতুর্থ মাসের পর আর আহারাদির কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না।

অথ স্তন্যস্বরূপমাহ।

রসপ্রসাদো মধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নাদ্দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে॥
"রসপ্রসাদঃ" রসস্য সারঃ।

স্তনদুগ্ধের স্বরূপ।

পক্ক আহারের রস হইতে যে মধুর

সারভাগ জন্মে তাহা সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হইলে স্তন্য বা স্তনদুগ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকে।

স্তন্যস্য প্রবৃত্তিমাহ।

স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং বা চতুরাত্রাদনন্তরম্।
প্রবর্ত্তয়ন্তি বিবৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ॥

স্তনদুগ্ধের সঞ্চার।

প্রসবের তিন রাত্রি বা চারি রাত্রির পর হৃদয়স্থিত ধমনীর পথ পরিস্কৃত হইলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

অথ স্তন্যপ্রবৃত্তিমাহ।

পয়ঃ পুত্রস্য সংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি।
গ্রহণাদপ্যুরোজস্য শুক্রবৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥
স্নেহো নিরন্তরস্তস্য প্রবাহে হেতুরুচ্যতে।

স্তনে দুগ্ধপ্রবৃত্তির কারণ।

কামিনীর দর্শনাদিদ্বারা যেরূপ পুরুষের শুক্রক্ষরণ হয়, সেইরূপ পুত্রের দর্শন, স্পর্শ, স্মরণ ও গ্রহণ দ্বারা মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। অতএব স্নেহই দুগ্ধ সঞ্চারের কারণ।

অথ স্তন্যস্যাল্পতাহেতুমাহ।

অবাৎসল্যাদ্ভয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদপ্যপতর্পণাৎ।
স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তরবিধারণাৎ॥

স্তনদুগ্ধন্যূনতার কারণ।

শোক, ক্রোধ, ভয়, অপতর্পণ (অপকৃষ্ট বিষয়ে তৃপ্তি), গর্ভান্তরপরিগ্রহ ও বাৎসল্যের অভাব এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধের ন্যূনতা হয়।

অথ স্তন্যস্য বৃদ্ধিহেতুমাহ।

শালিষষ্টিকগোধূমান্ মাংসক্ষুদ্রঝষানপি।
কালশাকমলাবুঞ্চ নারিকেরং কসেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারীকন্দমেব চ।
লশুনং দুগ্ধবৃদ্ধ্যৈ স্ত্রী সেবেত সুমনা ভবেৎ॥
কলমস্য তণ্ডুলানাং কল্কং যা ক্ষীরপেষিতম্ পিবতি।
সা ভবতি প্রচুরতরক্ষীরভরেণৈব তুঙ্গকুচযুগলা॥

কলমো ধান্যবিশেষস্তস্য লক্ষণমাহ।

কলমঃ কলিবিখ্যাতো জায়তে স বৃহদ্দ্রুদে।
কাশ্মীরদেশ এবোক্তো মহাতণ্ডুলসংজ্ঞকঃ॥
বিদারিকন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে।
তচ্চূর্ণং তস্য বৃদ্ধ্যর্থং পিবেদ্বা ক্ষীরসংযুতম্॥

স্তন্যবৃদ্ধির কারণ।

শালি বা ষাট্‌ধান্য, মাংস ও ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ, কালশাক, অলাবু, (লাউ) নারিকেল, কসেরু (কেশুর), পানিফল, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোধূম ও লশুন প্রভৃতি সেবন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। প্রসূতির মন প্রফুল্লিত রাখাও স্তন্যবৃদ্ধির কারণ। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে, যে নারী কলম ধান্যের তণ্ডুলের কল্ক দুগ্ধে পেষিত করিয়া পান করে তাহার স্তনদ্বয় দুগ্ধভরে উন্নত হয়।

কলমনামক ধান্যবিশেষের লক্ষণ।

কলম নামক কলিপ্রসিদ্ধ ধান্য বৃহৎ

জলাশয়ে উৎপন্ন হয়। কাশ্মীরদেশে উহাকে মহাতণ্ডুল বলে।

কেহ কেহ বলেন যে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস অথবা উক্ত কুষ্মাণ্ডচূর্ণ দুগ্ধসহযোগে পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

অথ স্তন্যস্য দুষ্টহেতুমাহ।

ধাত্র্যা গুরুভিরাহারৈর্ব্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দেহদোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদূষ্যতি (১)।
মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শরীরে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ॥

স্তন্য দুষ্ট হইবার কারণ।

ধাত্রীর গুরু এবং দূষ্য আহারবিহারপ্রযুক্ত দেহে দোষের প্রকোপ হইলে স্তন্যের দোষ জন্মে। মিথ্যা আহার ও বিহার দ্বারা স্ত্রীলোকের শরীরে বাতাদি দুষ্ট হইলেই স্তনদুগ্ধকে দূষিত করে। সুতরাং সেই দুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পীড়া জন্মে। অতএব যাহাতে স্তনদুগ্ধ দুষ্ট হইতে না পারে তদ্বিষয়ে প্রসূতির বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

অথ দুষ্টস্তন্যস্য লক্ষণমাহ।

কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষিতম্।
পিত্তাদম্লঞ্চ কটুকং রাজ্যোহম্ভসি তু পীতিকা॥
কফদুষ্টন্তু যত্তোয়ে নিমজ্জতি চ পিচ্ছিলম্।
দ্বন্দ্বজন্তু দ্বিলিঙ্গং স্যাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্॥

দুষ্ট স্তন্যের লক্ষণ।

শরীরে বায়ু দুষ্ট হইলে স্তন্য কষায় ও জলবৎ হয়, পিত্ত দুষ্ট হইলে স্তন্য অম্ল, কটু এবং জলে নিক্ষেপ করিলে পীতবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়। এবং কফ দুষ্ট হইলে স্তন্য পিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়। স্তন্য এককালীন উপর্য্যুক্ত দুই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিলক্ষণাক্রান্ত হইলে সান্নিপাতিকজ স্তন্য জানিবে।

অথ দুষ্টস্তন্যস্য শোধনবিধিমাহ।

ধাত্রী ক্ষীরবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী।
ভার্গীদারুবচাঃ পিষ্টাঃ পিবেৎ সাতিবিষাস্তথা॥
পাঠামূর্ব্বাব্দভূনিম্বদারুশুণ্ঠীকলিঙ্গকৈঃ।
সারিবামৎস্যপিত্তাখ্যৈঃ ক্বাথঃ স্তন্যবিশোধনঃ॥
'মৎস্যপিত্তা' কটুকী।

পটোলনিম্বাসনদারুপাঠাঃ
মূর্ব্বাং গুড়ূচীং কটুরোহিণীঞ্চ।
সনাগরাঞ্চ ক্বথিতাঞ্চ তোয়ে
ধাত্রী পিবেৎ স্তন্যবিশুদ্ধিহেতোঃ॥

দুষ্ট স্তন্যের শোধনবিধি।

দুষ্টস্তন্যা ধাত্রী স্তন্যশুদ্ধির জন্য মুদ্গযূষ বা বামুনহাটী, দারু ও বচ অতিবিষের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। পাঠা, মূর্ব্বা, মুতা, চিরাতা দারু, শুণ্ঠী, অনন্তমূল ও কট্‌কী এই কয় দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলেও স্তন্য বিশুদ্ধ হয়। স্তন্যশুদ্ধির জন্য পটোল, নিম্ব, আসন (ওষধি বিশেষ), দারু, পাঠা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও নাগর এই কয়টি দ্রব্য জলে মিশ্রিত করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, সেই ক্বাথ সেবন করিলেও স্তন্যশুদ্ধি হয়।

(১) 'প্রকুপ্যন্তীতি' পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

অথ শুদ্ধস্য লক্ষণমাহ।

নীরে স্তন্যং (১) যদেকি স্যাদবিবর্ণমতন্তুমৎ।
পাণ্ডুরং তনুশীতঞ্চ তদ্দুগ্ধং শুদ্ধমাদিশেৎ॥

বিশুদ্ধ স্তন্যের লক্ষণ।

যে স্তনদুগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ, ঈষৎ শীতল এবং জলে নিক্ষেপ করিলে বিবর্ণ বা তন্তুর ন্যায় বোধ হয় না তাহাকে বিশুদ্ধ স্তনদুগ্ধ বলা যায়।

অথ ধাত্রীলক্ষণমাহ।

পিতাথ যদি বালস্য বিদধাদুপমাতরম্।
সুবিচার্য্য গুণান্দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীম্॥
সবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাম্বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশাং শিশৌ॥

ধাত্রীর লক্ষণ।

বালককে স্তন্যপান করাইবার জন্য যদি কাহারও উপমাতা (ধাই) রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার দোষ ও গুণ বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া রাখিবে।

যে স্ত্রীলোক স্বজাতীয়া, কুলীনা, সদ্বংশজাতা, মধ্যবয়স্কা, সাধুশীলা, শুদ্ধদুগ্ধা, বহুক্ষীরা, সবৎসা, স্বাধীনা ও নির্লোভিনী। যাহার অন্তঃকরণে বাৎসল্যভাবের আধিক্য আছে, যে নারী প্রবঞ্চক নহে এবং যে বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করে, সেই ধাত্রীই শিশুর স্তন্য পানের পক্ষে প্রশস্ত।

(১) ক্ষীরমিতি বা পাঠঃ।

অথ নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ।

শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা॥
গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা।
অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা॥
আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যেষু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ।
এতাসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ॥

নিষিদ্ধধাত্রীর লক্ষণ।

যে ধাত্রী শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা ব্যাধিমতী, অতিশয় উচ্চ বা নীচ, স্থূল বা কৃশ, গর্ভিণী, জ্বরপীড়িতা, দুঃখার্ত্ত ও চঞ্চল। যাহার পয়োধর লম্বমান বা উন্নত, যে ধাত্রী ভুক্তবস্তু সম্যক্ জীর্ণ না হইলেও পুনরায় ভোজন করে এবং যাহার পথ্যাপথ্য বিচার নাই, যাহার নীচ কর্ম্মে আশক্তি আছে এরূপ গুণবিশিষ্টা নারী সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ওরূপ ধাত্রীর স্তন্যপানে সন্তানের পীড়া জন্মাইবার অধিক সম্ভাবনা আছে।

অথ বালস্য স্তন্যপানবিধিঃ।

তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবক্ষা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যগ্দক্ষিণং স্তনমস্তুনা॥
প্রক্ষাল্যেষৎপরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতা।
উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈরাধায় পায়য়েৎ॥
মাতেত্যুপলক্ষণম্। ধাত্রী চ ঈষৎপরিস্রাব্য।
অন্যথা বৈগুণ্যমাহ সুশ্রুতঃ।
অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবন্ স্তন্যেন ভূয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমীকাসশ্বাসৈর্ভবতি পীড়িতঃ॥

বালককে স্তন্যপান করাইবার বিধি।

প্রসূত বালকের মাতা উত্তম বস্ত্র পরি-

ধ্যান পূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী ও পূর্ব্বমুখী হইয়া, শিশুর মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া আসনে উপবেশন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত ও মন্ত্রপূত করিয়া অগ্রে ঈষৎ দুগ্ধ নিসঃরণ করিয়া ফেলিবে। অনন্তর আস্তে আস্তে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যপান করাইবে।

এস্থলে মাতৃশব্দ উপলক্ষণ মাত্র। ধাত্রীরও উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। অগ্রে স্তন হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য এই যে তাহা হইলে দুগ্ধের বৈগুণ্য থাকে না। এ সম্বন্ধে শুশ্রুতও কহিয়াছেন যে, বালককে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে স্তন হইতে ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসারিত করিয়া না ফেলিলে স্তন দুগ্ধে পরিপূর্ণ থাকাপ্রযুক্ত বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রবিষ্ট হওয়াতে বালক কাশ, শ্বাস ও বমীতে পীড়িত হয়।

অভিমন্ত্রণমাহ।

ক্ষীরনীরনিধিস্তেঽস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীরপূরকঃ।
সদৈব শুভগো বালো ভবত্বেষ মহাবলঃ॥
পয়োঽমৃতসমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা॥

মন্ত্রৌ চ পিত্রান্যেন ব্রাহ্মণেন বা পঠনীয়ৌ। যাবন্মন্ত্রপাঠস্তাবন্মাত্রা ধাত্র্যা বা দক্ষিণহস্তেন দক্ষিণস্তনস্পর্শঃ কার্য্যঃ।

স্তন্যপানের মন্ত্র।

ক্ষীরসমুদ্র তোমার স্তনদ্বয় ক্ষীরে পরিপূর্ণ করুক এবং ঐ ক্ষীর দ্বারা এই বালক বলবান্ ও সৌভাগ্যশালী হউক। দেবতারা যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছিলেন তোমার এই অমৃততুল্য স্তনদুগ্ধ পান করিয়া বালকও সেইরূপ দীর্ঘজীবী হউক।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র পিতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণে পাঠ করিবেন। মন্ত্রপাঠ করিবামাত্র মাতা বা ধাত্রী দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিবে।

অথ জনন্যাঃ ক্ষীরাভাবে ধাত্র্যাশ্চালাভে প্রকারমাহ।

ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজমব্যমথাপি বা।
দদ্যাদাস্তন্যপর্য্যাপ্তের্ব্বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া॥

ক্ষীরসাত্ম্যতয়েতি। যতঃ শিশোঃ ক্ষীরমেব সাত্ম্যং ভবতি নত্বন্নাদিকম্।

আস্তন্যপর্য্যাপ্তেরিতি। যাবৎ স্ত্রিয়াঃ স্তন্যস্য সমস্ততো ভাবেন প্রাপ্তির্ভবতি। অথবা যাবৎ স্তন্যপানস্য যোগ্যতা ভবেদিত্যর্থঃ।

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না থাকে এবং ধাত্রী না পাওয়া যায় তাহা হইলে ছাগীদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করাইবে; কারণ তৎকালে দুগ্ধই বালকের জীবন। অতএব যত দিন না স্তনদুগ্ধ পাওয়া যায় তত দিন ঐরূপ দুগ্ধ পান করাইবে।

অথ বালস্যান্নপ্রাশনসময়ঃ।

যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি চ।
অন্নং সম্প্রাশয়েৎকিঞ্চিত্ততস্তদ্বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ॥

শিশুর অন্নপ্রাশনের কাল।

অনন্তর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে শিশুকে অল্প পরিমাণে

অন্নপ্রাশন করাইবে। পরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে অন্নের মাত্রাও পরিবর্দ্ধিত করিবে।

অথ বালস্য পরিচর্য্যাবিধিঃ।

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ॥
"অযোগ্যং" উপবেশনাসমর্থং।
নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্ন ক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা॥
'আবশ্যকো' বিধিঃ' ভেষজদানতৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিঃ।
তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ॥
সংসেবিতমনা এবং নিত্যমেবাভিবর্দ্ধতে।
বাতাতপতড়িদ্‌বৃষ্টিধূমানলজলাদিতঃ।
নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥

বালকের পরিচর্য্যাবিধি।

যাহাতে বালক স্বচ্ছন্দে থাকে সেই রূপে তাহাকে ক্রোড়ে লইবে। বালককে তর্জ্জন বা সহসা জাগরিত করা কর্ত্তব্য নহে। যত দিন না বালক উপবেশন করিতে সমর্থ হইবে তত দিন তাহাকে উপবেশন করান কর্ত্তব্য নহে। বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বালককে ক্রোড়ে লওয়া, হটাৎ শয়ন করান এবং আবশ্যক বিধি ব্যতিরেকে কখন রোদন করান উচিত নহে। কারণ তাহাতে বালকের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আবশ্যকবিধিব্যতিরেকে অর্থাৎ ঔষধ-সেবন, তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্যানুরোধভিন্ন।

যাহাতে বালকের মন প্রফুল্লিত থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে। কারণ মন সন্তুষ্ট থাকিলে শরীরও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুতালোক, বৃষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল এবং নিম্ন বা উচ্চ স্থান হইতে বালককে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

বালস্য স্বভবাদ্ধিতান্যাহ।

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা।
বমনং (১) মৃদু যৎ তচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনম্॥
জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা।

বালকের স্বাভাবিক হিতকর পরিচর্য্যা।

অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, চক্ষে কজ্জলধারণ, মৃদু বমন ও মৃদু অনুলেপ জন্মাবধি এই কয়টি বালকের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বালস্য কবলাদেঃ সময়মাহ।

কবলঃ পঞ্চমাদ্বর্ষাদষ্টমান্নস্যকর্ম্ম (২) চ।
বিরেকঃ ষোড়শাদ্বর্ষাদ্বিংশতেশ্চৈব মৈথুনম্॥

বালকের কবলাদির সময়।

পঞ্চম বর্ষের পর কবল, অষ্টম বর্ষের পর নস্য, ষোড়শ বর্ষের পর বিরেচক ঔষধ ব্যবহার এবং বিংশতি বর্ষের পর মৈথুন আচরণ করিলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মায় না।

(১) বমনমিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।
(২) অষ্টমাস্তস্য কর্ম্ম ইতি বা পাঠঃ।

বাল্যাদেরবধিমাহ সুশ্রুতঃ।

বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকন্তথা।
ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে॥
ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্।
দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্দ্বয়ম্॥
তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ।
মধ্যে ষোড়শসপ্তত্যোর্ম্মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
চতুর্দ্ধা মধ্যমং বৃদ্ধির্যুবাপূর্ণক্ষয়ান্বিতম্।
ভবেদাবিংশতের্বৃদ্ধির্যুবা ত্বাত্রিংশতোমতঃ।
চত্বারিংশৎসমা যাবাত্তদৈর্দ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ॥
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাং যাবদ্ভবতি সপ্ততিঃ।

বীর্য্যাদীত্যাদিশব্দেন রসাদিসর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়-বলোৎসাহা উচ্যন্তে; 'ক্ষীণঃ' সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলোৎসাহৈর্হীনঃ।

ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ।
ক্ষীয়মাণেন্দ্রিয়বলঃ ক্ষীণরেতা দিনে দিনে॥
বলীপলিতখালিত্যযুক্তঃ কর্ম্মসু চাক্ষমঃ।
কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ॥
বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং স্যান্মধ্যমেঽধিকম্।
বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে বায়ুর্ব্বিচার্য্যৈতদুপক্রমেৎ॥

'উপক্রমেৎ' চিকিৎসেৎ।

তন্ত্রান্তরে তু—

বাল্যং বৃদ্ধিশ্ছবির্ম্মেধা ত্বগ্দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতন্দশতোহ্রসেৎ॥

বাল্যাদিকালনিরূপণ।

বয়স তিন প্রকার বাল্য, মধ্যম ও বার্দ্ধক্য। ঊনষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বল্যকাল, ষোড়শ হইতে সপ্ততি (৭০) বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যমকাল এবং সপ্ততি বৎসর অতীত হইলে বার্দ্ধক্য বলা যায়। আহারভেদে বাল্যকালও তিন অংশে বিভক্ত। জন্মাবধি এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রথম বাল্য, এক বৎসরের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যম বাল্য, এবং তাহার পর শেষবাল্য। প্রথম বাল্যের আহার দুগ্ধ, মধ্যম বাল্যের আহার দুগ্ধ ও অন্ন এবং শেষ বাল্যের আহার কেবলমাত্র অন্ন। বর্দ্ধনশীল, যুবা, পূর্ণ ও ক্ষয়শীল, মধ্যম কাল এই চারি অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধনশীল অবস্থা, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনকাল এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বীর্য্য, উৎসাহ, ধাতু, ইন্দ্রিয় ও রসাদি পূর্ণ থাকে। তাহার পর ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। সত্তর বৎসর অতীত হইলে মানব বৃদ্ধ হয়। বৃদ্ধাবস্থায় দেহ খালিত্যযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়বল, ধাতু, রস ও বীর্য্য প্রভৃতি দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে,মাংস লোল হইয়া পড়ে এবং কেশ পক্ক হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি শ্বাস কাশাদিতে পীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বাল্যকালে শ্লেষ্মার, মধ্যম বয়সে পিত্তের এবং বৃদ্ধকালে বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে; সুতরাং বয়স বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে যে বাল্য, বৃদ্ধি, দীপ্তি, মেধা, ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং জীবিত, জন্মাবধি প্রতি দশ বৎসরের পর ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর ইহাদিগের হ্রাস হইয়া থাকে, অর্থাৎ দশ বৎসরের পর বাল্যের হ্রাস, বিংশতি বৎসরের পর বৃদ্ধির হ্রাস ইত্যাদি।

অথ প্রকৃতিলক্ষণানি।

সপ্ত প্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাত্তথা।
সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তি ভিন্নজান্মতে॥

শুক্রশোণিতসংযোগে যো দোষস্তুৎকটো ভবেৎ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে॥

প্রকৃতির লক্ষণ।

বাত, পিত্ত ও কফ এবং ইহাদিগের দুইটির সংযোগ অর্থাৎ বাত ও পিত্তের সংযোগ, বাত ও কফের সংযোগ এবং পিত্ত ও কফের সংযোগ এবং ইহাদিগের সন্নিপাত, অর্থাৎ তিনটির সংযোগ এই সাত প্রকার দোষ হইতে সাতটি প্রকৃতি জন্মে। শুক্র ও শোণিতের সংযোগে যে উৎকট দোষ হয় তাহাতেও প্রকৃতি জন্মে। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

বাগ্‌ভটে ত্বাত্রেয়াদয়ঃ।

শুক্রাসৃগ্‌গর্ভিণীভোজ্যচেষ্টাগর্ভাশয়ার্ত্তিষু।
যঃ স্যাদ্দোষোঽধকস্তেন প্রকৃতিঃ সপ্তধোদিতা॥
সোঽপি দোষঃ স্বভাবাবস্থিতো ন তু দুষ্টঃ।
দুষ্টেন তু শুক্রশোণিতয়ো দুষ্টাশুদ্ধগর্ভাসম্ভবাৎ।

বাগ্‌ভট্‌ গ্রন্থে আত্রেয়াদি মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে শুক্র, শোণিত, এবং গর্ভিণীর ভোজ্য, চেষ্টা ও গর্ভাশয়ের পীড়াতে যে দোষের আধিক্য হয় তাহাতে প্রকৃতি জন্মে। এইরূপে প্রকৃতি সাত প্রকার কথিত হইয়া থাকে। উক্ত দোষ স্বাভাবিক অর্থাৎ দুষ্ট নহে। কারণ শুক্রশোণিত দুষ্ট হইলে শুদ্ধ গর্ভোৎপত্তি অসম্ভব।

অথ বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্।

জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রিকরঃ কৃশঃ।
শীঘ্রগো বহুবাগ্‌রুক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি।
এবংবিধো যঃ সংজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥

বাতপ্রকৃতির লক্ষণ।

যে ব্যক্তি জাগরূক, অল্পকেশবিশিষ্ট, কৃশ, শীঘ্রগামী, বহুভাষী ও রুক্ষ, যাহার হস্ত ও পাদ স্ফুটিত এবং যিনি স্বপ্নে আকাশে গমন করেন তাঁহাকে বাতপ্রকৃতিস্থ বলে।

পিত্তপ্রকৃতিকো যাদৃক্ তাদৃশোঽথ নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্॥
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি।
এবংবিধো ভবেদ্ যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ॥

অতঃপর পিত্তপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলা যাইতেছে।

যে ব্যক্তি গৌরবর্ণ, ক্রোধী, বুদ্ধিমান্, বহুভোজী, তাম্রনেত্র এবং স্বপ্নে নক্ষত্র দর্শন করে। যাহার কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি অকালে পক্ক হয়, যাহার শরীর হইতে সর্ব্বদা স্বেদনিঃসরণ হয় এবং যাহার চক্ষুঃদ্বয় তাম্রবর্ণ তাহাকে পিত্তপ্রকৃতিক বলে।

শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্।

শ্যামকেশঃ ক্ষমঃ স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো ভবেৎ॥
দৃশ্যতে প্রকৃতৌ যত্র রূপং দোষদ্বয়স্য তু।
তাং সংসর্গেণ জানীয়াৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ।

যে ব্যক্তি সক্ষম, স্থূল, বহুবীর্য্য, মহাবল ও স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে এবং

যাহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ মনুষ্য বলে।

যে প্রকৃতিতে দুইপ্রকার দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা দ্বিদোষজ এবং যাহাতে সকল দোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা ত্রিদোষজ জানিতে হইবে।

বাগ্‌ভটে তু।

বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ।
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ॥

সর্ব্বব্যাপিত্ব, আশুকারিত্ব, বলিত্ব, অন্যকোপনত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং বহুরোগত্ব এই কয়টি গুণ থাকাতে বায়ু সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল।

প্রায়স্ত এব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যাঃ
দোষাত্মকাঃ স্ফুটিতধূসরকেশগাত্রাঃ।
শীতদ্বিষশ্চলধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিচেষ্টা—
সৌহার্দ্দদৃষ্টিগতয়োঽতিবহুপ্রলাপাঃ॥
অল্পপিত্তকফজীবিতনিদ্রাসন্নশক্তবহুজর্জ্জরবাচঃ।
নাস্তিকা বহুভুজঃ সবিলাসা গীতহাস্যমৃগয়া কেলিলোলাঃ॥
মধুরাম্লকটূষ্ণসাত্ম্যকাংক্ষাঃ কৃশদীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযানাঃ।
ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চার্য্যা ন চ কান্তাদয়িতা বহুপ্রজা বা॥

নেত্রানি চৈষাঙ্খরধূসরাণি
বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমানি।
উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে
শৈলদ্রুমাস্তে গগনং প্রয়ান্তি॥

অধন্যা মৎসরাধ্মাতাস্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ।
শ্বশৃগালোষ্ট্রগৃধ্রাখুকাকোলূকাশ্চ বাতিকাঃ॥

বাগ্‌ভট কহিয়াছেন যে সকল মনুষ্য দোষাত্মক, বহুপ্রলাপী ও শীতদ্বেষী, যাহার কেশ ও গাত্র স্ফুটিত এবং ধূসরবর্ণ, যাহাদিগের ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, চেষ্টা, সৌহার্দ্দ, দৃষ্টি এবং গতি চঞ্চল, তাহারা প্রায় বাতপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। যাহাদিগের দেহে পিত্ত ও কফের ভাগ অল্প, যাহারা অল্পায়ু ও অল্পকাল নিদ্রা যায়, যাহারা আসন্ন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত, বহু ও জর্জ্জরবাচী, নাস্তিক, বহুভোজী, বিলাসী এবং হাস্য, গীত, মৃগয়া ও কৌতুকে আসক্ত; মধুর, অম্ল, কটু, এবং উষ্ণ দ্রব্যে যাহাদিগের স্পৃহা থাকে, যাহাদিগের আকার কৃশ ও দীর্ঘ, যাহাদিগের গমন সশব্দ, যাহারা অনার্য্য, যাহাদিগের মনের দৃঢ়তা নাই এবং যাহারা জিতেন্দ্রিয় নহে। যে সকল পুরুষ স্ত্রীতে অনুরক্ত নহে, যাহাদিগের বহু পুত্র হয় না। যাহাদিগের নেত্রদ্বয় খর, গোলাকার ও ধূসর বর্ণ, যাহারা কুৎসিত, নিদ্রাকালে যাহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত থাকে এবং মৃতব্যক্তির ন্যায় চক্ষুর দুইটি তারা ঊর্দ্ধগামী হয়। যাহারা স্বপ্নে পর্ব্বত বা বৃক্ষের অন্তে অথবা শূন্যে গমন করে, সেই সকল ব্যক্তিকেই বাতপ্রকৃতিস্থ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন পরস্ত্রীতে যাহারা কাতর হয়, যাহাদিগের চরিত্র নিন্দিত এবং যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না, যাহাদিগের পিণ্ডিকা উদ্বদ্ধ এবং যাহাদিগের প্রকৃতি কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, মূষিক, কাক বা উলূকের ন্যায় তাহাদিগকেই বাতপ্রকৃতিস্থ মনুষ্য বলা যায়।

পিত্তং বহ্নির্বহ্নিজম্বা তদস্মাৎ পিত্তোদ্রিক্তস্তী-
ব্রতৃষ্ণা বুভুক্ষুঃ।
গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্ঘ্রিচক্ষুঃ শূরো মানী পিঙ্গ-
কেশোঽল্পরোমা॥
দয়িতমাল্যবিলেপনমণ্ডনঃ সুচরিতঃ শুচিরাশ্রিত-
বৎসলঃ।
বিভবসাহসবুদ্ধিবলান্বিতো ভবতি ভীষুগতির্দ্বিষ-
তামপি॥
মেধাবী প্রশিথিলিতসন্ধিবন্ধমাংসো নারীণামন-
ভিমতোঽল্পশুক্রকামঃ।
আবাসঃ পলিতব্যঙ্গনীলিকানাং ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং মধুর-
কষায়তিক্তশীতম্॥
ধর্ম্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধির্ভূর্য্যুচ্চারঃ ক্রোধপা-
নাশনের্ষ্যঃ।
সুপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকারান্ পলাশান্ দিগ্দাহো-
ল্কাবিদ্যুদর্কানলাংশ্চ॥

তনূনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং
তন্বল্পপক্ষ্মাণি হিমপ্রিয়াণি।
ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা
রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি॥

মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষকপিমার্জ্জারযক্ষা ভূতাশ্চ পৈত্তিকাঃ॥

পিত্ত স্বয়ং অগ্নি অথবা অগ্নিসম্ভূত। সুতরাং পিত্তপ্রকৃতিস্থ মনুষ্য তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক মনুষ্যের অন্যান্য লক্ষণ বলা যাইতেছে। পিত্ত-প্রকৃতিস্থ মনুষ্যের দেহ গৌরবর্ণ ও উষ্ণ, হস্ত, চক্ষু ও পাদদ্বয় তাম্রবর্ণ। যে ব্যক্তি বীর, মানী, সচ্চরিত্র ও শুচি, যাহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও রোম অল্প। যে ব্যক্তি মাল্যধারণ, বিলেপন এবং ভূষণ পরিধান করিতে ভাল বাসে, যিনি আশ্রিত-বৎসল, বিভবশালী, শুচি, সাহসী, বুদ্ধিমান্, বলবীর্য্যসম্পন্ন এবং শত্রু-দিগের পক্ষে ভীষুগতি, তাঁহাকে পিত্ত-প্রকৃতিস্থ বলা যায়। যে ব্যক্তি মেধাবী এবং যাহার দেহস্থ সন্ধি, বন্ধন বা মাংস শিথিল। যে পুরুষ নারীগণের অনভি-মত, অল্পশুক্রবিশিষ্ট, অল্পকামী এবং যাহার শরীরে পলিত, ব্যঙ্গ ও নীলিকা জন্মে। যে ব্যক্তি মধুর, কষায়, তিক্ত ও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করে, যিনি ধর্ম্মদ্বেষী, যাহার গাত্র স্বেদন ও পূতিগন্ধযুক্ত, যে মনুষ্য বহুপ্রলাপী, ক্রোধী, অন্নপানে ঈর্ষল, এবং স্বপ্নে কর্ণিকার ও পলাশপুষ্প, দিগ্দাহ, উল্কাপাত, বিদ্যুৎ, সূর্য্য বা অগ্নিকে দর্শন করে। যাহাদিগের শরীর পিঙ্গলবর্ণ ও চলনশীল, চক্ষুর পক্ষ্ম অল্প ও তনু, এবং ক্রোধ, সূর্য্যের আলোক বা মদ্যপানে যাহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় শীঘ্র অরুণবর্ণ হয়। যাহারা মধ্যায়ু, মধ্যবল, পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক বানর, বিড়াল যক্ষ বা ভূতের ন্যায় যাহাদিগের স্বভাব, এই প্রকার লক্ষণা-ক্রান্ত মনুষ্যকেই পিত্তপ্রকৃতিস্থ বলা যায়।

শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মলস্তেন সৌম্যো গূঢ়স্নিগ্ধ-
শ্লিষ্টসন্ধ্যস্থিমাংসঃ।
ক্ষুৎতৃট্‌দুঃখক্লেশঘর্ম্মৈরতপ্তো বুদ্ধ্যা যুক্তঃ
সাত্ত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ॥

প্রিয়ঙ্গুদূর্ব্বাশরকাণ্ডদর্ভ—
গোরোচনাপদ্মসুবর্ণবর্ণঃ।
প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ
মহাললাটো ঘননীলকেশঃ॥
মৃদ্বঙ্গঃ সমসুবিভক্তচারুদেহো
বহ্বোজো রতিরসশুক্রপুত্রভৃত্যঃ।

ধর্ম্মাত্মা বদতি ন নিষ্ঠুরং চ যাতু
প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্॥
সমদদ্বিরদেন্দ্রতুল্যযানো
জলদাম্ভোধিমৃদঙ্গশঙ্খঘোষঃ।
স্মৃতিমানভিযোগবান্বিনীতো
ন চ বালোঽপ্যতিরোদনো ন লোলঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণরুক্ষ—
মল্পঞ্চ ভুঙ্ক্তে বলবাংস্তথাপি।
রক্তান্তসুস্নিগ্ধবিশালদীর্ঘ—
সুব্যক্তশুক্লাসিতপক্ষ্মলাক্ষঃ॥
অল্পাহারক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ
প্রাজ্ঞচিত্তো দীর্ঘসূত্রী বদান্যঃ।
হৃদগম্ভীরঃ স্থূলবক্ষাঃ ক্ষমাবান্
নিদ্রালুশ্চালুব্ধস্তঃ কৃতজ্ঞঃ॥
ঋজুর্বিপশ্চিৎ সুভগঃ সলজ্জো
ভক্তো গুরূণাং স্থিরসৌহৃদশ্চ।
স্বপ্নে সপদ্মান্ সবিহঙ্গমালান্
তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ॥
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রবরুণতার্ক্ষ্যহংসগজাধিপৈঃ।
শ্লেষ্মপ্রকৃতয়স্তুল্যাস্তথা সিংহাশ্বগোবৃষৈঃ॥

শ্লেষ্মা সোমগুণবিশিষ্ট। সেই জন্য শ্লেষ্মল ব্যক্তি সৌম্য। যাহার দেহস্থ সন্ধি, অস্থি ও মাংস গূঢ়, স্নিগ্ধ ও শ্লিষ্ট থাকে এবং যে ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, দুঃখ, বা ক্লেশে একান্ত পরিতপ্ত হয় না। শ্লেষ্মল ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, সাত্ত্বিক এবং সত্যসন্ধ। শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ মনুষ্যের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, দর্ভ, গোরোচনা, পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায়। তাহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিস্তৃত, বাহুদ্বয় লম্বমান্, ললাট প্রশস্ত, কেশ ঘন ও নীলবর্ণ, অঙ্গ মৃদু এবং দেহ সুবিভক্ত ও চারু। শ্লেষ্মল ব্যক্তি স্মৃতিমান্ রতিরসযুক্ত, সশুক্র, সপুত্র ও সভৃত্য, সদা সত্যবাদী এবং দৃঢ় ও চিরবদ্ধ বৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে সহ্য করে। তাহার গমন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কণ্ঠস্বর মেঘ, সমুদ্র, মৃদঙ্গ বা শঙ্খের শব্দের ন্যায় এবং যে ব্যক্তি নম্রভাষী, স্মৃতিমান্, উদ্‌যোগী, বাল্যকালে অতিশয় রোদনশীল বা লোলস্বভাব নহে এবং কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ এবং ঈষদুষ্ণ দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করিলেও যাহার বলের হ্রাস হয় না, যাহার নেত্রযুগল শুক্লবর্ণ, সুস্নিগ্ধ, বিশাল, দীর্ঘ, সুব্যক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মদ্বয়ে শোভিত, কিন্তু চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে মৌনী হইয়া থাকে, অশনপানে যাহার ঈর্ষা আছে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, দীর্ঘসূত্রী, বদান্য, ক্ষমাবান্, নিদ্রালু, নির্লোভী, কৃতজ্ঞ, সুভগ, সরলস্বভাব, পণ্ডিত, লজ্জাশীল, স্থিরপ্রণয় এবং গুরুজনকে যে ব্যক্তি অচল ভক্তি করে, যাহার হৃদয় গম্ভীর এবং বক্ষঃস্থল স্থূল। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পদ্ম এবং নানাবিধ জলচর পক্ষীসমূহে উপশোভিত জলাশয় বা মেঘমালা দর্শন করে এবং যাহার প্রকৃতি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, তার্ক্ষ্য, হংস, গজরাজ, সিংহ, অশ্ব, গো বা বৃষের ন্যায় তাহাকেই শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ বলে।

ননু প্রকৃতিহেতূনাং মধ্যে যোঽধিকঃ স স্বব্যাধীন্ কথং ন করোতীত্যাশঙ্কায়ামাহ।
বিষজাতো যথা কীটো ন বিষেন প্রবাধ্যতে।
তদ্বৎ প্রকৃতয়োমর্ত্ত্যং শক্নুবন্তি ন বাধিতুম্॥

এতৌ দ্বাবপীষদর্থৌ। তেন বিশেষেণ বিষজদাহাদিনা ঈষৎ প্রবাধ্যতে, ন তু ভৃশং।

তথাচ প্রকৃতয়ঃ প্রকৃতিহেতবো দোষা বাধিতুং ন শক্নুবন্তি। * করচরণস্ফুটিতত্বক্স্বেদনিদ্রাধিক্যাদিনা ঈষদ্বাধিতুং শক্নুবন্ত্যেব, নতু জ্বরাদিভিঃ। প্রকোপো বান্যভাবো বা ক্ষয়ো বা নোপজায়তে। প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে বালপ্রকরণং তৃতীয়ম্।

যে দোষ যে শরীরে প্রকৃতিরূপে অবস্থিত সেই শরীরে সেই দোষের আধিক্য থাকিলেও তদ্দোষজ ব্যাধি জন্মে না। অর্থাৎ পিত্তপ্রকৃতিস্থ দেহে পৈত্তিক রোগ, শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ দেহে শ্লেষ্মজন্য রোগ ইত্যাদি উৎপন্ন হয় না। কারণ দোষ কুপিত না হইলে স্বজাতীয় ব্যাধি জন্মায় না। বিষজাত কীটের পক্ষে বিষ যেরূপ অধিক অনিষ্টকর নহে, প্রকৃতি সেইরূপ জীবের অধিক পীড়াজনক নহে। অর্থাৎ বিষজন্য দাহাদিদ্বারা বিষজাত কীটের যে ক্লেশ বোধ হয় তাহা যেমন অতি সামান্য, সেইরূপ প্রকৃতিদোষজন্য জীবের হস্ত ও পাদ স্ফুটিত হওয়া, স্বেদনিঃসরণ ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি সামান্য পীড়া জন্মায় বটে, কিন্তু জ্বরাদির ন্যায় কঠিন পীড়া জন্মায় না। মানবদেহে স্বভাবতঃ প্রকৃতির প্রকোপ, অন্যভাব বা ক্ষয় হয় না। যদি হয় তাহা হইলে জীব বাঁচে না। অর্থাৎ বাতপ্রকৃতিস্থ জীবের বাত রোগ, পিত্তপ্রকৃতিস্থের পৈত্তিকরোগ এবং শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির শ্লৈষ্মিক রোগ হইলে কখন রক্ষা পায় না।

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়—শ্রীমন্মিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশে বালপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ দেশাঃ।

ভূমিদেশস্ত্রিধানূপো জাঙ্গলো মিশ্রলক্ষণঃ।

দেশ।

অতঃপর যে যে দেশে যে যে দোষের প্রকোপ হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। দেশ তিনপ্রকার অনূপ, জাঙ্গল ও মিশ্রলক্ষণ বিশিষ্ট।

তত্রানূপলক্ষণম্।

নদীপল্বলশৈলাঢ্যঃ ফুল্লোৎপলকুলৈর্যুতঃ।
হংসসারসকারণ্ডচক্রবাকাদিসেবিতঃ॥
শশবরাহমহিষরুরুরোহিকুলাকুলঃ।
প্রভূতক্রমপুষ্পাঢ্যো নালশস্যফলান্বিতঃ॥
অনেকশালিকেদারকদলীক্ষুবিভূষিতঃ।
অনূপদেশো জ্ঞাতব্যো বাতশ্লেষ্মাময়ার্ত্তিমান্॥

অনূপের লক্ষণ।

যে স্থানে নদী, পর্ব্বত ও পল্বল আছে। যে প্রদেশের সরোবর সকল প্রস্ফুটিতকমল এবং হংস, কারণ্ডব, সারস চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিসমূহে উপশোভিত। যথায় শশক, বরাহ, মহিষ,

রুরু, রোহিত প্রভৃতি জন্তু সকল বিচরণ করে। যে প্রদেশের বৃক্ষসকল ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রসকল নাল, শস্য, শালিধান্য, কদলী ও ইক্ষুতে উপ-শোভিত সেই স্থানকে অনূপদেশ বলা যায়। অনূপদেশ বাতশ্লেষ্মপীড়াজনক।

অথ জাঙ্গললক্ষণম্।

আকাশঃ শুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ।
শমীকরীরবিল্বার্কপীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ ॥
হরিণৈণর্ক্ষপৃষতগোকর্ণখরসঙ্কুলঃ।
সুস্বাদুঃ ফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ ॥

জাঙ্গলদেশের লক্ষণ।

যে দেশে শমী (শাঁইগাছ), করির (বংশাঙ্কুর), বিল্ববৃক্ষ, অর্ক (আকন্দগাছ), পিলু ও কর্কন্ধুবৃক্ষ (আমাড়া গাছ) থাকে। যে দেশের আকাশ শুভ্রবর্ণ ও উচ্চ এবং জলাশয় ও বৃক্ষসকল বিরল। যথায় হরিণ, এণ, ঋক্ষ, গোকর্ণ পৃষত, ও খর নামক জন্তু সকল বিচরণ করে এবং যথায় সুস্বাদু ফল জন্মে তাহাকে জাঙ্গল দেশ বলে। জাঙ্গল দেশে বাতের প্রকোপ হয়।

তন্ত্রান্তরে তু।

বহূদকনগোঽনূপঃ কফমারুতরোগবান্।
জাঙ্গলোঽল্পাম্বুশাখী চ পিত্তাসৃঙ্মারুতোত্তরঃ।

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে বহু জলাশয় ও পর্ব্বতযুক্ত স্থানকে অনূপ এবং অল্প-জলাশয় ও বৃক্ষবিশিষ্ট প্রদেশকে জাঙ্গল বলা যায়। অনূপদেশ বাতিক ও শ্লৈষ্মিক পীড়ার স্থান এবং জাঙ্গল দেশ পৈত্তিক বাতিক এবং রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার স্থান।

সাধারণলক্ষণম্।

সংসৃষ্টলক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণো মতঃ।
সমাঃ সাধারণো যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ।
সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো বরঃ ॥

সুশ্রুতাৎ।

উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দুর্দ্দেশজং ভয়ম্।
আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য কৃতে সতি ॥

বৃদ্ধবাগ্‌ভটাৎ

যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জন্তস্যৌষধংহিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্যগুণমৌষধম্ ॥
স্বে দেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ।
বলবন্তস্তথা নস্যুর্জ্জলজাঃ স্থলজাস্তথা ॥

মিশ্র বা সাধারণ দেশের লক্ষণ।

সংসৃষ্টলক্ষণাক্রান্ত দেশকে সাধারণ দেশ বলা যায়। সাধারণ দেশ সর্ব্বা-পেক্ষা স্বাস্থ্যকর। কারণ উক্ত দেশে শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও মারুত এই চারি ঋতুর সমতাপ্রযুক্ত দোষের ও সমতা হইয়া থাকে।

অভ্যাস হইয়া গেলে দুর্দ্দেশে আহার, বিহার বা শয়ন করিলেও স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না। বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন, যে জন্তু যে দেশে বাস করে সেই জন্তুর পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর। স্বদেশ হইতে দেশান্তরে বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত দেশের যেরূপ গুণ সেইরূপ গুণবিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করা

উচিত। স্বদেশে সঞ্চিত স্থলজ বা জলজ দোষ অন্যত্র কুপিত হইলেও প্রবল হয় না।

অথ দিনাদিচর্য্যা।

মানবো যেন বিধিনা স্বস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্ ॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাম্।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা ॥*

* দিনাদিচর্য্যা।

যে নিয়মে থাকিলে মনুষ্য সুস্থশরীরে থাকিতে পারে বৈদ্যের সেইরূপ নিয়ম প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বাস্থ্য সকলেরই অভীপ্সিত। বৈদ্যশাস্ত্রে দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা যেরূপ বিহিত আছে যে ব্যক্তি সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করে তাহার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ থাকে।

তত্র স্বস্থস্য লক্ষণমাহ।

সুশ্রুতঃ।
সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥
ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। তেন 'সমক্রিয়ঃ' শরীরানুরূপকর্ম্মা।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

যদি দেহস্থ বাতাদি দোষ, অগ্নি, ধাতু, মল এবং ক্রিয়া সমভাবে থাকে এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন হয় তাহা হইলেই শরীর সুস্থ বলা যায়।

তত্র দিনচর্য্যামাহ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বাঘশান্ত্যর্থং স্মরেচ্চ মধুসূদনম্ ॥
দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধার্থবিল্বগোরোচনাস্রজাম্।
দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহম্ ॥
স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেৎ যদীচ্ছেৎ চিরজীবিতম্।
আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্ ॥
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদরগৌরববারণম্।
আদিশব্দেন বাতমূত্রাদীনাং গ্রহণম্ ॥

দিনচর্য্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে এবং সর্ব্বপাপশান্তির জন্য মধুসূদনকে স্মরণ করিবে। অনন্তর দধি, ঘৃত, আদর্শ (আয়না,) বট বা বিল্ববৃক্ষ, গোরোচনা অথবা পুষ্পমাল্য দর্শন এবং স্পর্শ করিবে। তাহা হইলে মঙ্গল হয়। দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিলে গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃতে আপন মুখ দর্শন করিবে। প্রত্যূষে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনও আয়ুস্কর। কারণ তাহা হইলে অন্ত্রের কূজন (কামড়ান) ও আধ্মান (ফাঁপা) এবং উদরের গুরুত্ব থাকে না।

আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ
সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমার্গাদথবা নিরেতি
পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য ॥

'পরিকর্ত্তিকা' গুদে পরিকর্ত্তনবৎপীড়া। পুরীষস্য সঙ্গো নিরোধঃ। 'ঊর্দ্ধবাতঃ' উদ্গারবাহুল্যম্।

পুরীষের বেগ ধারণ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ,

আটোপ, শূল ও গুহ্যদেশে পরিকর্ত্তনবৎ পীড়া জন্মে। এবং মুহুর্মুহু উদ্গার উঠিতে থাকে অথবা বায়ু নিঃসরণ হয়।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গোঽধ্মানং ক্লমো রুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যু বাতনিগ্রহাৎ॥
বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে॥

'বিনামঃ' শরীরস্য নম্রতা। 'বঙ্ক্ষণানাহঃ' বঙ্ক্ষণস্যাকর্ষণবৎপীড়া।

ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্ন বেগান্ধারয়েদ্বলাৎ।
কামশোকভয়ক্রোধান্মনোবেগান্ বিধারয়েৎ॥
গুদাদিমলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদম্।
পবিত্রকরমায়ুষ্যমলক্ষ্মীকলিপাপহৃৎ॥
প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণম্।
মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহম্॥

বাতনিগ্রহে বাত, মূত্র ও পুরীষের নিরোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, প্রভৃতি বাতজও অন্যান্য রোগ জন্মে। মূত্রনিগ্রহে বস্তিদেশ ও মেঢ্রশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, বিনাম (শরীরের নম্রতা) বঙ্ক্ষণের আনাহ (টেনে ধরা) প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক এবং মনোবেগ ধারণ করিবে। কিন্তু মলমূত্রাদির বেগ বলপূর্ব্বক ধারণ বা অন্যথাকরণ কর্ত্তব্য নহে। গুহ্যাদি মলমার্গ শুচি থাকিলে শরীর কান্তিযুক্ত, বলিষ্ঠ ও পবিত্র হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি করে এবং অলক্ষ্মী ও কলির পাপ দূরীভূত হয়। হস্ত ও পাদপ্রক্ষালন করিলে শরীর শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, শ্রান্তি দূর হয়, এবং শরীর সুস্থ থাকে।

দন্তকাষ্ঠবিধিঃ।

ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্।
কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলমৃজ্বগ্রন্থি তথাব্রণম্॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন তু।
দন্তশোধনচূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥
ক্ষৌদ্রত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্নিত্যং বিশোধয়েৎ॥
'তেজোবতী' তেজবল্কল ইতি লোকে প্রসিদ্ধা।
মধূকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা।
নিম্বস্যাত্তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা॥
সময়ন্তু সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা।
যথোচিতৈ রসৈর্বীর্য্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রয়োজয়েৎ॥
তেনাস্য মুখবৈরস্যদন্তজিহ্বাস্যজা গদাঃ (১)।
রুচিবৈশদ্যলঘুতা ন ভবন্তি ভবন্তি চ॥

দন্তকাষ্ঠবিধি।

দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থিশূন্য, ও নরম দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে। কোমল কূর্চ্চকদ্বারা এক একটি করিয়া সমস্ত দন্ত ঘর্ষণ করিবে এবং দন্তশোধন চূর্ণদ্বারা দন্তমাস (দাঁতের মাড়ি) ঘর্ষণ করিবে। মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ অথবা তেজবল্কল চূর্ণদ্বারা অথবা তৈল ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া প্রত্যহ দন্ত শোধন করিবে। মধুরকাষ্ঠের মধ্যে মধুক বৃক্ষ, কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তের মধ্যে নিম্ব এবং কষায়ের মধ্যে খদির কাষ্ঠ দন্তধাবনের পক্ষে প্রশস্ত। সময়, দোষ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া

(১) গন্ধজিহ্বাস্যজা গদা ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

যথোচিত রস ও বীর্য্যযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত। তাহা হইলে মুখের বিরসভাব, জিহ্বা ও দন্তের মল দূরীভূত হয় এবং দন্ত শুভ্রবর্ণ ও লঘু হয় এবং সুন্দর দেখায়।

অর্কে বীর্য্যং বটে দীপ্তিঃ করঞ্জে বিজয়ো ভবেৎ।
প্লক্ষে চৈবার্থসম্পত্তির্ব্বদর্য্যাং মধুরোধ্বনিঃ।
খদিরে মুখসৌগন্ধ্যং বিল্বে তু বিপুলং ধনম্॥
উদুম্বরে তু বাক্‌সিদ্ধিরাম্রে ত্বারোগ্যমেব চ।
কদম্বে তু ধৃতির্ম্মেধা চম্পকে চ দৃঢ়া মতিঃ॥
শিরীষে কীর্ত্তিসৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যমেব চ।
অপামার্গে ধৃতির্ম্মেধা প্রজ্ঞাশক্তিস্তথা স্বনিঃ॥
দাড়িম্যাং সুন্দরাকারঃ ককুভে কুটজে তথা।
জাতীতগরমন্দারৈর্দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি॥
গুবাকস্তালহিন্তালৌ কেতকশ্চ বৃহত্তৃণঃ।
খর্জ্জূরং নারিকেরঞ্চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥
তৃণরাজসমুৎপন্নং (১) যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
নরশ্চাণ্ডালযোনিঃ স্যাৎ যাবদ্গঙ্গাং ন পশ্যতি॥
ন খাদেদ্গলতাল্বোষ্ঠজিহ্বাদন্তগদেষু তৎ।
মুখস্য পাকে শোথে চ শ্বাসকাসবমীষু চ॥
দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ হিক্কামূর্চ্ছামদান্বিতঃ।
শিরোরুজার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তো যানক্লমান্বিতঃ॥
অর্দ্দিতঃ কর্ণশূলী চ নেত্ররোগী নবজ্বরী।
বর্জ্জয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু হৃদাময়যুতোঽপি চ॥

'অজীর্ণভুক্তঃ' ন জীর্ণং ভুক্তং যস্য সঃ।

আকন্দবৃক্ষে দন্তধাবন করিলে বল, বটবৃক্ষে দীপ্তি, করঞ্জবৃক্ষে বিজয়, প্লক্ষে অর্থসম্পত্তি, বদরীতে মধুরধ্বনি, খদিরে মুখসৌগন্ধ্য, বিল্বে বিপুল ধন, যজ্ঞডুম্বুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রে আরোগ্য, কদম্বে মেধা ও বুদ্ধি, চম্পকে দৃঢ়মতি, শিরীষবৃক্ষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ; অপামার্গে (আপাঙ্গগাছে) ধৃতি, মেধা, প্রজ্ঞাশক্তি ও সুস্বর; দাড়িম, অর্জ্জুন বৃক্ষ ও কুড়চি বৃক্ষে সুন্দর আকার এবং জাতী, তগর ও মন্দারবৃক্ষে দন্তধাবন করিলে দুঃস্বপ্ন নাশ হয়।

গুবাক (গুয়া), তাল, হিন্তাল (হাঁতাল গাছ), কেতক, (কেঁয়া গাছ) বৃহত্তৃণ, খর্জ্জুর ও নারিকেল বৃক্ষ এই সাতটিকে তৃণরাজক বলে। তৃণরাজকে দন্তধাবন করিলে মনুষ্য যাবৎকাল গঙ্গার দর্শন না পায় তাবৎকাল চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়।

গলদেশ, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্তরোগে এবং মুখপাক, মুখশোথ, শ্বাস, কাশ, ও বমী প্রভৃতি রোগে অথবা দুর্ব্বল, অজীর্ণভুক্ত, শিরঃপীড়াগ্রস্ত, তৃষিত, ক্লান্ত, পথশ্রান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কর্ণশূলী, নেত্ররোগী, নবজ্বরী, হৃদ্রোগী হিক্কা ও মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত এবং মদান্বিত ব্যক্তির পক্ষে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

জিহ্বানির্লেখনমাহ।

জিহ্বানির্লেখনং হৈমং রাজতং তাম্রজং তথা।
পাটিতং মৃদু তৎকাষ্ঠং মৃদুপত্রময়ং তথা॥
'তৎকাষ্ঠং' দন্তশোধনযোগ্যং কাষ্ঠম্।
দশাঙ্গুলং মৃদু স্নিগ্ধং তেন জিহ্বাং লিখেৎ সুখম্।
তজ্জিহ্বামলবৈরস্যদুর্গন্ধজড়তাহরম্॥

জিহ্বানির্লেখন (জিবছোলা।)

স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রনির্ম্মিত জিহ্বানির্লেখন ব্যবহার করিবে; অথবা

(১) তৃণরাজশিরাপত্রৈরিতি বা পাঠঃ।

দশাঙ্গুলপরিমিত মৃদু, স্নিগ্ধ দন্তশোধন-যোগ্য কাষ্ঠ বিদীর্ণ করত তদ্দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। জিহ্বানির্লেখনদ্বারা জিহ্বার মল, বিরসভাব, দুর্গন্ধ ও জড়তা দূর হইয়া থাকে।

মুখগণ্ডূষমাহ।

গণ্ডূষমপি কুর্ব্বীত শীতেন পয়সা মুহুঃ।
কফতৃষ্ণামলহরং মুখান্তঃশুদ্ধিকারকম্॥
মুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ কফারুচিমলাপহঃ।
দন্তজাড্যহরশ্চাপি মুখলাঘবকারকঃ॥
বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং শোষিণাং রক্তপিত্তিনাম্।
কুপিতাক্ষিমলক্ষীণরূক্ষাণাং স ন শস্যতে॥
"সঃ" মুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ।
মুখপ্রক্ষালনং শীতপয়সা রক্তপিত্তজিৎ।
মুখস্য পীড়কাশোষনীলিকাব্যঙ্গনাশনম্॥
কুর্য্যাদ্বাপি কদুষ্ণেন পয়সাস্যবিশোধনম্।
কফবাতহরং স্নিগ্ধং মুখশোষবিনাশনম্॥

মুখগণ্ডূষ।

দন্তধাবন কালে বারম্বার শীতলজলে গণ্ডূষ করিবে; কারণ তদ্দ্বারা কফ, তৃষ্ণা ও মলের নাশ হয় এবং মুখের অভ্যন্তর শুদ্ধ হয়। কেহ কেহ উষ্ণোদকেও গণ্ডূষ করিয়া থাকেন। উষ্ণ জলে গণ্ডূষ করিলে যদিও কফ, অরুচি, মল ও দন্তের জড়তা নাশ এবং মুখ লঘু হয় বটে কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উষ্ণোদক গণ্ডূষ বিধেয় নহে। কারণ ক্ষীণ ও রুক্ষ ব্যক্তি অথবা যাহার চক্ষু ও মল কুপিত তাহার পক্ষে উষ্ণোদকগণ্ডূষ প্রশস্ত নহে। শীতল জলে গণ্ডূষ করিলে রক্তপিত্ত এবং মুখের পিড়কা, শোষ, নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ঈষদুষ্ণ জলে গণ্ডূষ করিলে কফ, বাত ও মুখশোষ নিবারিত হয় এবং শরীর স্নিগ্ধ থাকে।

নস্যপ্রয়োজনমাহ।

কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং সমীরণে॥
সুগন্ধবদনাঃ স্নিগ্ধনিঃস্বনা বিমলেন্দ্রিয়াঃ।
নির্ব্বলীপলিতব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ॥

নস্যের প্রয়োজন।

প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে পিত্ত এবং সায়ংকালে বায়ুর প্রকোপ হয় বলিয়া কটু তৈলাদির নস্য নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নস্যশীলী ব্যক্তির মুখ সুগন্ধ-বিশিষ্ট, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় বিমল হয় এবং বলী, কেশপক্কতা বা ব্যঙ্গরোগ জন্মে না।

অঞ্জনপ্রয়োগমাহ।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোস্ততো ভজেৎ।
লোচনে ভবতস্তেন মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে॥
"সৌবীরং" শ্বেতসুরমা ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্।
স্রোতোঽঞ্জনং মতং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবম্।
দৃষ্টেঃ কণ্ডূমলহরং দাহক্লেদরুজাপহম্॥
অক্ষোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ।
নেত্ররোগা ন জায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ॥
"স্রোতোঽঞ্জনং" কৃষ্ণসুরমা ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্। "বিশুদ্ধং" শোধনং বিনাপি। সিন্ধু-সম্ভবম্। সিন্ধুনামা পর্ব্বতস্তত্র ভবম্।
রাত্রৌ জাগরিতঃ শ্রান্তশ্ছর্দ্দিতো ভুক্তবাংস্তথা।
জ্বরাতুরঃ শিরঃস্নাতো নাক্ষ্ণোরঞ্জনমাচরেৎ।

অঞ্জনপ্রয়োগ বিধি।

অঞ্জন চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকর;

অতএব নিত্য অঞ্জন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শ্বেত সুরমার অঞ্জন ব্যবহার করিলে চক্ষু সূক্ষ্মদর্শন ও মনোহর হয়। কৃষ্ণ সুরমার অঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। কারণ উহা বিশুদ্ধ ও সিন্ধুজাত এবং উহা দ্বারা চক্ষুর কণ্ডূ (চুলকুনি), মল, দাহ, ক্লেদ এবং যন্ত্রণার উপশম হয়। উহা ব্যবহার করিলে চক্ষু সুশ্রী এবং বায়ু ও আতপ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। অঞ্জন ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য।

(বিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহা শোধন করিতে হয় না। সিন্ধু নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে সিন্ধুজাত বলে।)

রাত্রি জাগরণ করিলে, পরিশ্রান্ত হইলে, ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি হইলে, আহার করিলে, জ্বরাক্রান্ত হইলে অথবা স্নান করিলে অঞ্জন ব্যবহার করিবে না।

নখাদিকর্ত্তনবিধিমাহ।

পঞ্চরাত্রান্নখশ্মশ্রুকেশরোমাণি কর্ত্তয়েৎ।
কেশশ্মশ্রুনখাদীনাং কর্ত্তনং সম্প্রসাধনম্।
পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং শৌচকান্তিকরং পরম্॥
"সম্প্রসাধনম্" শোভাজনকম্।
উৎপাটয়েত্তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন।
তদুৎপাটনতো দৃষ্টের্দৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ॥
কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা প্রসাধনম্।
কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তুমলাপহম্॥
আদর্শালোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকম্।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্॥

নখাদিকর্ত্তন করিবার বিধি।

নখ, কেশ, শ্মশ্রু এবং লোম কর্ত্তন করিলে দেহী পুষ্ট, ধন্য, আয়ুষ্য, শুচি ও কান্তিবিশিষ্ট হয় এবং দেহের শোভা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পাঁচ দিন অন্তর নখ ও কেশাদি কর্ত্তন করিবে। নাসিকার লোম কদাচ উৎপাটিত করিবে না; যে হেতু তাহাতে শীঘ্র দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য জন্মে। চিরুণি দ্বারা প্রত্যহ চুল আঁচড়াইবে। তাহা হইলে চুলের মধ্যে ধুলা, কেশকীট বা মলা থাকিতে পারে না এবং চুলের শোভা বৃদ্ধি হয়।

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে আদর্শে (আর্শিতে) মুখাবলোকন করিলে পাপ ও অলক্ষ্মী দূরীভূত হওয়াতে দেহীর মঙ্গল হয় এবং দেহের লাবণ্য, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হওয়াতে দেহী দীর্ঘজীবী হয়।

ব্যায়ামস্য প্রয়োজনমাহ।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ।
ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি॥
ন চাস্তি সদৃশস্তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষকম্।
স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্॥
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ।
অন্যদাপি চ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথাবলম্॥
হৃদয়স্থো যদা বায়ুর্ব্বক্ত্রং শীঘ্রং প্রপদ্যতে।
মুখঞ্চ শোষং লভতে তদ্বলার্দ্ধস্য লক্ষণম্॥
কিম্বা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ।
যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদাদিশেৎ॥

ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন॥
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে॥

ব্যায়ামের আবশ্যকতা।

শরীররক্ষার্থে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম করিলে শরীর লঘু হয়, কর্ম্মে সামর্থ্য জন্মে, দেহ দৃঢ় ও সুবিভক্ত হয় এবং দোষের ক্ষয় ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখন কোন প্রকার ব্যাধি জন্মে না, বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপক্ক হয় এবং শীঘ্র জরাক্রান্ত হইয়া শরীরের বলী ও শিথিলতা জন্মে না। স্থূলতাপ্রযুক্ত শরীরে যে যে দোষ ঘটে ব্যায়ামই তন্নিবারণের প্রধান সাধক। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি স্নিগ্ধভোজী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির গুণ ধারণ করে। সুতরাং শীত ও বসন্ত কালে ব্যায়াম হিতকারী। অন্য কালে ব্যায়াম করিতে হইলে শক্তি অনুসারে করিবে। যতক্ষণ না শরীরে বলার্দ্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যায়াম অনুমোদনীয়। তদপেক্ষা অধিক ক্ষণ ব্যায়াম করিলে শরীরের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

বলার্দ্ধের লক্ষণ।

হৃদয়স্থ বায়ু শীঘ্র-শীঘ্র মুখে গমনাগমন করিতে থাকিলে অর্থাৎ হাঁপ ধরিলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে বলার্দ্ধ বলা যায়। ললাটে, নাসাতে, গাত্রসন্ধিতে অথবা কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলেও বলার্দ্ধের লক্ষণ জানিবে।

ভোজন বা সম্ভোগের পর ব্যায়াম নিষিদ্ধ এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও শোষরোগগ্রস্ত অথবা কৃশ ব্যক্তি কদাচ ব্যায়াম করিবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে কাস, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্রম, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক ও রক্তপিত্ত রোগ জন্মে।

অথাভ্যঙ্গঃ।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদম্।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন॥
"গন্ধতৈলম্"। গন্ধদ্রব্যাণামগুর্ব্বাদীনামগ্নিযোগেন নিষ্কাশিতঃ স্নেহঃ।
অভ্যঙ্গো বাতকফহৃচ্ছ্রমশান্তিং বলং সুখম্।
নিদ্রাবর্ণমৃদুত্বায়ুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সকলেন্দ্রিয়তর্পকঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরো হন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্॥
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতে কুর্য্যাচ্ছিরসঃ পূর্ণতামপি॥

অভ্যঙ্গ।

সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক, কর্ণ ও পাদে প্রত্যহ তৈলাদি মর্দ্দন করিলে শরীর পুষ্ট হয়। তৈলের মধ্যে সার্ষপ তৈল, গন্ধতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল (ফুলেলতৈল) অথবা অন্যান্য দ্রব্যমিশ্রিত তৈল দোষজনক নহে। অগ্নিযোগে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত

স্নেহকে গন্ধতৈল বলা যায়। তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা কফ, বাত ও শ্রমের শান্তি হয় এবং শরীরের বল, বর্ণ ও দৃঢ়তা জন্মে। উহা আয়ুষ্কর, সুখজনক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। অভ্যঙ্গ মস্তকে শীলিত হইলে সকল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা জন্মে, শরীর পুষ্ট হয়, কেশ সকল বহু, দৃঢ়, মৃদু, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মস্তক পূর্ণ থাকে এবং শিরোভূমিগত সকল প্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

ন কর্ণরোগা ন মলং ন চ মন্যা হনুগ্রহঃ।
নোচ্চৈঃ শ্রুতির্ন্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণপূরণাৎ॥
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে॥
পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎস্থৈর্য্যং নিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ।
পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভসঙ্কোচস্ফুটনপ্রণুৎ॥
ব্যায়ামক্ষুন্নবপুষং পদ্ভ্যাং সংমর্দ্দিতং তথা।
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥
লোমকূপশিরাজালধমনীভিঃ কলেবরম্।
তর্পয়েদ্বলমাধত্তে স্নেহযুক্তোঽবগাহনে॥
অদ্ভিঃ সংসিক্তমূলানাং তরুণাঃ পল্লবাদয়ঃ।
বর্দ্ধন্তে হি তথা নৃণাং স্নেহসংসিক্তধাতবঃ॥
নবজ্বরী হ্যজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্যঃ কথঞ্চন।
তথা বিরিক্তো বাতশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ॥
"নিরূঢ়ঃ" দত্তো নিরূহ বস্তিশ্চ যস্মৈ সঃ।
পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপি বা।
শেষাণাং তদিহ প্রোক্তা বহ্নিসাদাদয়ো গদাঃ॥
'পূর্ব্বয়োঃ' তরুণজ্বরিণোঽজীর্ণিনশ্চ।

প্রতিদিন কর্ণে তৈলাদি প্রদান করিলে কর্ণমল থাকে না এবং মন্যা, হনুগ্রহ, উচ্চশ্রুতি, বধিরতা প্রভৃতি কর্ণরোগ জন্মে না। ভোজনের পূর্ব্বে রসাদিতে কর্ণপূরণ এবং সায়ংকালে তৈলাদিতে কর্ণপূরণ প্রশস্ত জানিবে। পাদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দন করিলে, শ্রম দূর হয়, সুনিদ্রা হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এবং পায়ের সুপ্তি, স্তম্ভ, সঙ্কোচ ও স্ফুটনের শান্তি হয়। ব্যায়ামক্ষুন্ন ব্যক্তির পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিলে গরুড় পক্ষীর নিকট সর্পের ন্যায় ব্যাধি সকল শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক অবগাহন করিলে সেই স্নেহময় পদার্থ লোমকূপ, শিরা, জাল ও ধমনীদ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে পরিতৃপ্ত করে এবং বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ অবগাহনজনিত স্নেহসংসেচন দ্বারা ধাতু সকল পুষ্ট ও শরীর বর্দ্ধিত হয়। নবজ্বরী, অজীর্ণরোগী, নিরূঢ় এবং যাহার শরীরে বায়ু কুপিত হয় তাহার পক্ষে অভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। অভ্যঙ্গদ্বারা অজীর্ণগ্রস্ত ও নবজ্বরীর রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয় এবং তদ্ভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বহ্নিসাদ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদোঘ্নং শুক্রদস্পরম্।
বল্যং শোণিতকৃৎ কান্তিত্বক্প্রসাদমৃদুত্বকৃৎ॥
মুখলেপাৎ দৃঢ়ং চক্ষুঃ পীনো গণ্ডস্তথাননম্।
কান্তিমব্যঙ্গপিড়কং ভবেৎকমলসন্নিভম্॥
দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদম্।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদতন্দ্রাতৃট্দাহপাপনুৎ॥
বাহ্যৈশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ।
নরস্য স্নানমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥
শীতেন পয়সা স্নানং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ।
তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহম্॥
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যমত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা।
বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে তু হিতং তচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

অশীতেনাম্ভসা স্নানং পয়ঃপানং নবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্বো মানবাঃ পথ্যং স্নিগ্ধমল্পঞ্চ ভোজনম্ ॥

গাত্রে উদ্বর্ত্তনদ্বারা কফ ও মেদের নাশ এবং শুক্র ও শোণিতের বৃদ্ধি হয়। উহাতে কান্তি, ত্বকের প্রসন্নতা ও মৃদুতা জন্মে। মুখলেপদ্বারা চক্ষু দৃঢ়, গণ্ডস্থল পীন হয় এবং মুখে ব্যঙ্গ ও পীড়কা জন্মে না বলিয়া মুখ পদ্মের ন্যায় কমনীয় হয়। উহা দ্বারা শরীর উদ্দীপিত হয়, পুষ্টি, আয়ুঃ, প্রাণ, ও বল বৃদ্ধি হয় এবং কণ্ডূ, মলা, স্বেদ, শ্রম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপের শান্তি হয়। বাহ্যিক সেক ও শীতাদি দ্বারা অন্তরস্থ উষ্মা পীড়িত হয়। সেই জন্য স্নানমাত্রেই অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে রক্তপিত্তের শান্তি এবং উষ্ণ জলে স্নান করিলে বায়ু ও কফের শান্তি ও বলবৃদ্ধি হয়। অত্যুষ্ণ জলে সর্ব্বদা স্নান করিলে দৃষ্টির দোষ জন্মে, কিন্তু দেহে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে উষ্ণোদকস্নান হিতকর জানিবে। অতএব কাহারও সুস্থ শরীরে উষ্ণজলে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। হে মানবগণ উষ্ণজলে স্নান, পয়ঃপান, যুবতী স্ত্রী, স্নিগ্ধ ও অল্প ভোজন তোমাদিগের পথ্য জানিবে।

হরিশ্চন্দ্রস্ত্বেতৎ।

যঃ সদামলকৈঃ স্নানং করোতি স বিনিশ্চিতম্।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥
স্নানং জ্বরেঽতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্ ॥

হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যিনি সর্ব্বদা আমলকের জলে স্নান করেন তিনি বলীপলিতশূন্য হইয়া নিশ্চয়ই শত বৎসর জীবন ধারণ করেন। নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বায়ুরোগ, জ্বর, অতিসার, উদরাধ্মান, পীনস ও অজীর্ণ এই সকল রোগে এবং আহারান্তে কদাচ স্নান করিবে না। স্নান করিয়া শুষ্কবস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জন করিবে। কারণ তাহাতে শরীরের লাবণ্যবৃদ্ধি হয় এবং কণ্ডূ (চুলকানি) ও সর্ব্বপ্রকার ত্বক্‌দোষের উপশম হয়।

বস্ত্রধারণমাহ।

স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্বস্ত্রেণ তনুমার্জ্জনম্।
কান্তিপ্রদং শরীরস্য কণ্ডূত্বগ্দোষনাশনম্ ॥
কৌশেয়ং চিত্রবস্ত্রঞ্চ রক্তবস্ত্রস্তথৈব চ।
বাতশ্লেষ্মহরন্তত্তু শীতকালে বিধারয়েৎ ॥
'কৌশেয়ং' পট্টাম্বরং ত্রসরবস্ত্রঞ্চ।
মেধ্যং সুশীতম্পিত্তঘ্নং কষায়ং বস্ত্রমুচ্যতে।
তদ্ধারয়েদুষ্ণকালে তত্রাপি লঘু শস্যতে ॥
কষায়ক্বোকটী ইতি লোকে, কষায়রাগরক্তং বা।
শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণম্।
নচোষ্ণং নচ বা শীতন্তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ ॥

বস্ত্রধারণ।

রেশমী কাপড়, চিত্রবস্ত্র (ছিটের কাপড়) ও রক্তবস্ত্র ব্যবহার করিলে বাতশ্লেষ্মার শান্তি হয়। অতএব শীতকালে ঐ সকল কাপড় গাত্রে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কষায় বস্ত্র মেধ্য, সুশীতল ও পিত্তঘ্ন। সুতরাং গ্রীষ্মকালে উহা

ব্যবহার করা উচিত। পাতলা কষায় বস্ত্রই প্রশস্ত। উহা কষায় বা রক্তবর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। শুক্ল বস্ত্র শুভদায়ক, এবং শীতল বা উষ্ণ নহে, বিশেষতঃ উহাতে শীত ও আতপ নিবারিত হয় বলিয়া উহা বর্ষাকালের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

যশস্যং কাম্যমায়ুষ্যং শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনম্।
ত্বচ্যংবশীকরং রুচ্যং নবনির্ম্মলমম্বরম্॥

'কাম্যং' কামোদ্দীপকম্।

কদাপি ন জনৈঃ সদ্ভির্ধার্য্যং মলিনমম্বরম্।
তত্তু কণ্ডূকৃমিকরং গ্লান্যলক্ষ্মীকরম্পরম্॥

'অলক্ষ্মী' অশোভা দারিদ্র্যঞ্চ।

সজ্জনমাত্রেরই নূতন ও নির্ম্মল বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত; কারণ উহা যশস্কর, কামোদ্দীপক, আয়ুষ্কর, শ্রীপ্রদ, আনন্দবর্দ্ধক, ত্বকের শোভাসম্পাদক, বশীকরণযোগ্য এবং রুচিকর। মলিন বসন কদাপি ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে গাত্রকণ্ডূ, কৃমি ও শরীরে গ্লানি জন্মে, দেহ বিশ্রী দেখায় এবং দরিদ্র হয়।

সুগন্ধানুলেপনমাহ।

কুঙ্কুমঞ্চন্দনঞ্চাপি কৃষ্ণাগুরুবিমিশ্রিতম্।
উষ্ণং বাতকফঘ্নংসি শীতকালে তদিষ্যতে॥
চন্দনং ঘনসারেণ বালকেন চ মিশ্রিতম্।
সুগন্ধি পরমং শীতমুষ্ণকালে প্রশস্যতে॥

'ঘনসারঃ' কর্পূরঃ, 'বালকং' হ্রীবেরম্।

চন্দনকুসৃণোপেতং মৃগনাভিসমাযুতম্।
ন চোষ্ণং ন চ বা শীতং বর্ষাকালে তদিষ্যতে॥

'ঘুসৃণং' কুঙ্কুমম্। 'মৃগনাভিঃ' কস্তুরী।

অনুলেপস্তৃষামূর্চ্ছাদুর্গন্ধশ্রমদাহজিৎ।
সৌভাগ্যতেজস্ত্বগ্বর্ণপ্রীত্যোজোবলবর্দ্ধনঃ।
স্নানার্হলোকানামনুলেপোঽপি নো হিতঃ।
সুগন্ধিপুষ্পপত্রাণাং ধারণঙ্কান্তিকারকম্।
পাপরক্ষোগ্রহহরং কামৌজঃশ্রীবিবর্দ্ধনম্॥

সুগন্ধানুলেপন।

শীতকালে কুঙ্কুম (জাফ্রান), চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে অনুলেপন করিবে; কারণ তাহাতে শরীর উষ্ণ এবং বাত ও কফের নাশ হয়। গ্রীষ্মকালে কর্পূর, বালা ও চন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধ লেপন করিলে শরীর অতিশয় শীতল হয়; সুতরাং গ্রীষ্মকালেই উহা প্রশস্ত। বর্ষাকালের পক্ষে কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও চন্দনমিশ্রিত অনুলেপই হিতকর, কারণ ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের শৈত্য বা উষ্ণতা গুণ থাকে না। অনুলেপ দ্বারা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, স্বেদ ও দাহের শান্তি হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, প্রীতি, ওজঃ ও বল বৃদ্ধি হয়। যাহাদিগের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে অনুলেপ ও তাহাদিগের পক্ষে হিতকর নহে। সুগন্ধ পুষ্প ও পত্রের ধারণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কারণ উহাতে পাপক্ষয়, রক্ষ ও গ্রহের শান্তি, কামের উদ্রেক, এবং শ্রী ও ওজোবৃদ্ধি হয়।

ভূষণাদিধারণমাহ।

ভূষণৈর্ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যং বিধানতঃ।
শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং শুভম্॥
গ্রহদৃষ্টিহরম্পুষ্টিকরং দুঃস্বপ্ননাশনম্।
পাপদৌর্ভাগ্যশমনং রত্নাভরণধারণম্॥

মাণিক্যং তরণেঃ সুজাত্যমমলং মুক্তাফলং শীতগো-
র্মাহেয়স্য চ বিক্রমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মকম্।
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং
শনের্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োশ্চ গদিতে গোমেদ-বৈদূর্য্যকে।

বাসঃ পুষ্পাধরত্নানাং ধারণং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
রক্ষোঘ্নমর্থ্যমোজস্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্॥
সততং সিদ্ধমন্ত্রস্য মহৌষধ্যাস্তথৈব চ।
রোচনা সর্ষপাদীনাং মাঙ্গল্যানাঞ্চ ধারণম্॥
আয়ুর্লক্ষ্মীকরং রক্ষোহরং মঙ্গলদং শুভম্।
হিংস্রাদিভয়বিধ্বংসি বশীকরণকারণম্॥
দেবগোবিপ্রবৃদ্ধানাং গুরূণাঞ্চৈব পূজনং।
ততো ভোজনবেলায়াং কুর্য্যান্মাঙ্গল্যদর্শনম্।
তস্য প্রদক্ষিণং নিত্যমায়ুর্ধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্॥
লোকেঽস্মিন্মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যসর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥
পাদুকারোহণঙ্কুর্য্যাৎ পূর্ব্বং ভোজনতঃ পরম্।
পাদরোগহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যঞ্চায়ুষোহিতম্॥

ভূষণাদিধারণ।

যথাযোগ্য ও যথাবিধানে ভূষণদ্বারা অঙ্গ ভূষিত করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে যে ধাতুর ভূষণ ধারণ করিলে যে যে ফল হয় তাহা বলা যাইতেছে—স্বর্ণাভরণ ধারণ করিলে শুচি ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং মনে সন্তোষ জন্মে। রত্নাভরণ ধারণে দেহ নিষ্পাপ ও পুষ্ট হয় এবং দুঃখ, দৌর্ভাগ্য বা গ্রহদৃষ্টি থাকে না। সূর্য্যের মাণিক্য, চন্দ্রের সুন্দর ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের প্রবাল, বুধগ্রহের মরকত মণি, বৃহস্পতির পদ্মরাগমণি, শুক্রাচার্য্যের হীরক, শনিগ্রহের নির্ম্মল নীলকান্তমণি এবং অপর গ্রহদ্বয়ের গোমেদ ও বৈদূর্য্য-মণি, নবগ্রহের এই নয় প্রকার রত্ন কথিত আছে। বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য ধারণ করিলে রক্ষোবিনাশ, অর্থলাভ, ওজোবৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও মঙ্গল হয়। সিদ্ধমন্ত্র, মহৌষধী, সর্ষপাদির রোচনা এবং মাঙ্গল্য দ্রব্য ধারণ করিলে লক্ষ্মী, আয়ুর্বৃদ্ধি, শুভ এবং মঙ্গল হয়, রাক্ষস ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ভয় থাকে না এবং বশীকরণের ক্ষমতা জন্মে। অতএব বিঘ্নবিনাশের জন্য সতত মাঙ্গল্য-দ্রব্য ধারণ করিবে। ভোজনকালে নিত্য মঙ্গল্য দর্শন করিবে। প্রত্যহ মাঙ্গল্য প্রদক্ষিণ করিলে আয়ু ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, পুষ্প-মাল্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও নৃপতি লোকে এই আটটি মাঙ্গল্যজনক।

পাদুকারোহণ।

আহারের পূর্ব্বে ও পরে পাদুকা-রোহণ করিবে। পাদুকারোহণে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, শরীরে বল ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং পায়ে কোন প্রকার রোগ জন্মে না।

শরীরে জায়তে নিত্যং বায়ুঃ নৃণাঞ্চতুর্ব্বিধা।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা সুরতস্পৃহা॥
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দোঽরুচিঃ শ্রমঃ।
তন্দ্রা লোচনদৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ॥
বিঘাতেন পিপাসায়াঃ শোষঃ কণ্ঠাস্যয়োর্ভবেৎ।
শ্রবণস্যাবরোধশ্চ রক্তশোষো হৃদি ব্যথা॥

নিদ্রাবিঘাততো জৃম্ভা শিরোলোচনগৌরবম্।
অঙ্গমর্দ্দস্তথা তন্দ্রা স্যাদন্নাপাক এব চ॥
বুভুক্ষিতো ন যোঽশ্নাতি তস্যাহারেন্ধনক্ষয়াৎ।
মন্দীভবতি কায়াগ্নি র্যথা চাগ্নির্নিরিন্ধনঃ॥
আহারং পচতি শিখী দোষানাহারঃ পচতি।
দোষক্ষয়ে ধাতূন্ পচতি চ ধাতুক্ষয়ে প্রাণান্॥
আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যো বলকৃদ্দেহধারণঃ।
স্মৃত্যায়ুঃশক্তিবর্ণৌজঃসত্বশোভাবিবর্দ্ধনঃ॥
যথোক্তগুণসম্পন্নং নিত্যং সেবেত ভোজনম্।
বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি॥

"উভয়োঃ কালয়োঃ" প্রাতঃ সায়ঞ্চ।

তথাচ।

সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতম্।
নান্তরা ভোজনঙ্কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ॥

'প্রাতঃ' প্রথমযামাদুপরি দ্বিতীয়যামাদর্ব্বাক্।

তথাচ।

যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ॥

অন্যচ্চ।

ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥

মনুষ্যের শরীরে নিত্য চারি প্রকার ইচ্ছা জন্মে যথা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, শয়নেচ্ছা ও স্ত্রীসঙ্গমেচ্ছা। ভোজনেচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে অঙ্গমর্দ, অরুচি, শ্রম, তন্দ্রা, নেত্রদৌর্ব্বল্য, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় হয়। পিপাসার ব্যাঘাত জন্মিলে কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, বধিরতা, রক্তশোষ, এবং হৃদয়ে ব্যথা জন্মে। নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিলে জৃম্ভা (হাই উঠা), মস্তক ও চক্ষুর ভারত্ব, অঙ্গমর্দ, তন্দ্রা এবং অজীর্ণতা জন্মে। ক্ষুধা হইলে যে ব্যক্তি ভোজন না করে, কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় তাহার জঠরানল আহাররূপ কাষ্ঠের অভাবে মন্দীভূত হয়। অগ্নি আহারীয় বস্তু পরিপাক করে এবং আহার প্রথমে দোষকে, দোষক্ষয় হইলে ধাতুকে এবং ধাতুক্ষয় হইলে অবশেষে প্রাণকে পরিপক করে। আহারীয় বস্তু প্রীতিকর, সদ্য বলকারক এবং দেহধারণের প্রধান সাধন। আহারদ্বারা স্মরণশক্তি, আয়ু, বল, বর্ণ, ওজঃ, সত্ব এবং শোভা বর্দ্ধিত হয়। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দোষকালাদি বিবেচনা করিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে এতাদৃশ গুণসম্পন্ন আহার সেবন করা কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্রের ন্যায় প্রাতে ও সায়ংকালে আহার করিবার বিধি বেদে বিহিত আছে। অতএব অন্য সময়ে আহার করা উচিত নহে। এস্থলে প্রাতঃশব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যবর্ত্তী কাল বুঝিতে হইবে। কারণ তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে এক প্রহরের মধ্যে বা দুই প্রহরের পর ভোজন করিবে না। এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি এবং দুই প্রহরের পর আহার করিলে বলক্ষয় হয়। কেহ কেহ বলেন যে আহারের কালাকাল নাই। রস দোষ এবং মলের পরিপাক হইলে অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহার করিবে।

রসাদীনাং পাকজ্ঞানমাহ।

উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ।
লঘুতা ক্ষুৎ পিপাসা চ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্ (১)॥

(১) যদা কালঃ স ভোজনে ইতি বা পাঠঃ।

রসাদি পরিপাকের লক্ষণ।

উদ্গারশুদ্ধি, উৎসাহ, যথোচিত বেগোৎসর্গ, শরীরের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসা এই কয়টি জীর্ণাহারের লক্ষণ।

স্থানমাহ।

আহারো বিজনে কুর্য্যান্নির্হারমপি সর্ব্বদা।
উভাভ্যাং লক্ষ্ম্যুপেতঃ স্যাং প্রকাশে হীয়তে প্রিয়া॥

'নির্হারঃ' মলমূত্রোৎসর্গঃ।
অন্যচ্চ।

আহারনির্হারবিহারযোগাঃ
সদৈব সদ্ভির্ব্বিজনে বিধেয়াঃ।

আহারাদির স্থান।

নির্জ্জন স্থানে আহার এবং মল ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে লক্ষ্মীপ্রাপ্তি হয় এবং প্রকাশ্যে আহারাদি করিলে শ্রীভ্রষ্ট হয়। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে সাধু ব্যক্তিদিগের আহার, বিহার, যোগ এবং মলমূত্রোৎসর্গ নির্জ্জনে কর্ত্তব্য।

ভোজনকালে শুভাশুভদৃষ্টিমাহ।

পিতৃমাতৃসুহৃদ্বৈদ্যপাককৃদ্ধংসবর্হিণাম্।
সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা॥
দীনহীনক্ষুধার্ত্তানাং পাপপাষণ্ডরোগিণাম্।
কুক্কুটাদিশুনো দৃষ্টি র্ভোজনে নৈব শোভনা॥

ভোজনের পূর্ব্বে শুভাশুভ দৃষ্টির বিষয় বলা যাইতেছে।

দীন, হীন ক্ষুধার্ত্ত, পাপিষ্ঠ, পাষণ্ড, রোগী, কুকুর এবং কুক্কুটাদির দৃষ্টি ভোজনকালে অশুভদায়ক। কিন্তু পিতা, মাতা, সুহৃদ্, বৈদ্য, পাচক, এবং হংস, সারস, ময়ূর ও চকোর পক্ষীর দৃষ্টি ভোজনে শুভজনক।

ভোজনপাত্রমাহ।

দোষঘ্নদৃষ্টিদং পথ্যং হৈমং ভোজনভাজনম্।
রৌপ্যং ভবতি চক্ষুষ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতকৃৎ॥
কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।
পৈত্তলং বাতকৃদ্রুক্ষমুষ্ণং কৃমিকফপ্রণুৎ॥
আয়সে কাচপাত্রে চ ভোজনং সিদ্ধিকারকম্।
শোথপাণ্ডুহরং বল্যং কামলাপহমুত্তমম্॥
শৈলজে মৃণ্ময়ে পাত্রে ভোজনং শ্রীনিবারণম্।
দারুভবে বিশেষেণ রুচিদং শ্লেষ্মকারি তু।
পাত্রং পত্রময়ং রুচ্যং দীপনং বিষপাপনুৎ॥

ভোজনপাত্র।

সুবর্ণনির্ম্মিত ভোজনপাত্র দোষহারী, দৃষ্টিপ্রদ এবং হিতকর। রৌপ্যপাত্র দৃষ্টিবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক হইলেও বাত ও কফবর্দ্ধক। কাংস্যপাত্র বুদ্ধিপ্রদ, রুচিকর এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং পিত্তলনির্ম্মিত পাত্র বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ এবং কৃমি ও কফনাশক। আয়স এবং কাচপাত্রে ভোজন করিলে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা রোগের শান্তি হয় এবং কার্য্যসিদ্ধি, বলবৃদ্ধি ও মঙ্গল হয়। মৃণ্ময় বা প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে ভোজন করিলে শ্রীহীন হয়, দারুময় পাত্রে ভোজন করিলে আহারে বিশেষরূপ রুচি হয় বটে কিন্তু শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। পত্রময়

পাত্র ভোজনের বিশেষ হিতকর। উহাতে ভোজন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, অন্নে রুচি জন্মে এবং পাপও বিষদোষ থাকে না।

অথ জলপাত্রমাহ।

জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদোহিতম্।
পবিত্রং শীতলং পাত্রং গঠিতঃ স্ফটিকেন যং।
কাচেন রচিতন্তদ্বত্তথা বৈদূর্য্যসম্ভবম্॥

জলপাত্র।

জলপানের পক্ষে তাম্রময় পাত্রই প্রশস্ত। তদভাবে মৃণ্ময় পাত্রে ও জলপান করা যাইতে পারে। স্ফটিক, বৈদূর্য্যমণি বা কাচনির্ম্মিত জলপাত্র পবিত্র ও শৈত্যগুণবিশিষ্ট।

ভোজনমাহ।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥

ননু লবণস্য পিত্তজনকত্বাদার্দ্রকস্য কটুকত্বেন পিত্তলত্বাদ্বুভুক্ষিতস্য বৃদ্ধপিত্তস্য কথম্প্রথমং লবণার্দ্রকমুচিতম্।

উচ্যতে।

'লবণং সৈন্ধবং জ্ঞেয়ং চন্দনং রক্তচন্দনম্' ইতি বচনাল্লবণমত্র সৈন্ধবং, তৎ ত্রিদোষঘ্নং। যত আহ গুণগ্রন্থে।

সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনম্পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ।

আর্দ্রকন্তু কটুকমপি ন পিত্তবিরোধি, মধুরপাকিত্বাৎ। যত আহ তত্রৈব।

আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী চ সা।
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা॥

অথ চান্যদপি লবণমার্দ্রকঞ্চ নাত্র পিত্তবিরোধি সংযোগস্বভাবাৎ। সংযোগস্বরূপকৈতাদৃশস্থা। ভোজনস্য পূর্ব্বং লবণার্দ্রকভক্ষণবোধকবচনমেব প্রমাণয়তি।

ভোজনপরিচর্য্যা।

ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ ও আর্দ্রক মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অগ্নির দীপ্তি হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে লবণ পিত্তজনক এবং কটুত্বপ্রযুক্ত আর্দ্রকও পিত্তল; অতএব বৃদ্ধপিত্ত ও বুভুক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে লবণ ও আর্দ্রক এই উভয় পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। উক্তরূপ সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "লবণ শব্দে সৈন্ধব লবণ এবং চন্দনশব্দে রক্তচন্দন জানিবে" এই বচনপ্রমাণে এস্থলে সৈন্ধব লবণই বুঝিতে হইবে। সৈন্ধব লবণ ত্রিদোষঘ্ন সুতরাং বুভুক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখন অনিষ্টকর হইতে পারে না। গুণগ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে সৈন্ধব লবণ স্বাদু, উদ্দীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শীতল, বৃষ্য, সূক্ষ্ম, দৃষ্টিবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষঘ্ন। আর্দ্রক ভক্ষণে কটু হইলেও ফলে পিত্তবিরোধি নহে; কারণ উহা পাকে মধুর। উক্তগ্রন্থে আর্দ্রকেরও এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে যে আর্দ্রক, ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ,

দীপক, কটু, কিন্তু পাকে মধুর, সূক্ষ্ম এবং বাত ও কফনাশক। যদিও লবণ ও আর্দ্রকের পিত্তবর্দ্ধকত্ব গুণ স্বীকার করা যায় তথাপি ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আর্দ্রক ভক্ষণের বিধি থাকাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে উহাদিগের একত্র সংযোগ কখন পিত্তবিরোধী হয় না।

ভোজনাদৌ দৃষ্টিদোষবিনাশায় ব্রহ্মাদীন্ স্মরেৎ তদ্যথা।

অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে॥
অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণম্।
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমন্তং স্মরাম্যহম্॥

ভোজনের পূর্ব্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্য ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিবে যথা—

ব্রহ্মা অন্ন, বিষ্ণু রস, ভোক্তা ভোলানাথ।
এইরূপ চিন্তা করি অন্নে দিবে হাত॥
বিধিমতে এইরূপ যে করে আহার।
কখন দুর্দৃষ্টিদোষ না হয় তাহার॥
অঞ্জনার গর্ভ হ'তে জনম যাঁহার।
ব্রহ্মচারী হনুমান পবনকুমার॥
স্মরণ করিনু তাঁরে দৃষ্টিদোষতরে।
যেহেতু তাঁহার নামে দৃষ্টিদোষ হরে॥

অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বং তু মধুরং রসম্।
মধ্যেঽম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্॥
ফলান্যাদৌ সমশ্নীয়াদ্দাড়িমাদীনি বুদ্ধিমান্।
বিনা মোচাফলস্তদ্বদ্বর্জ্জনীয়া চ কর্কটী॥
মৃণালবিশশালুককন্দেক্ষুপ্রভৃতীন্যপি।
পূর্ব্বমেব হি ভোজ্যানি ন তু ভুক্ত্বা কদাচন॥

'মৃণালং' পদ্মনালং। 'বিশং' বিসণ্ডকম্। 'শালুককন্দং' প্রসিদ্ধম্।

অনন্তর তন্মনা হইয়া পূর্ব্বে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণরস এবং অবশেষে কটু, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে। কদলী ও কর্কটীফল (কাঁকুড়) ব্যতিরেকে দাড়িম, ইক্ষু প্রভৃতি মধুর ফল অগ্রে ভোজন করিবে। পদ্মনাল বিষণ্ড এবং শালুকমূল ও অগ্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য, ভোজনানন্তর শালুকাদি-ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

গুরুপিষ্টময়ং দ্রব্যং তণ্ডুলান্ পৃথুকানপি।
ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদেদ্বুভুক্ষিতঃ॥

বুভুক্ষিত ব্যক্তি অল্প পরিমাণে গুরু ও পিষ্টময় দ্রব্য, তণ্ডুল এবং চিপিটক ভক্ষণ করিতে পারে। ভোজনের পর কদাচ এসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

ঘৃতপূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কঠিনং প্রাক্ ততো মৃদু।
অন্তে পুনর্দ্রবাশী তু বলারোগ্যং ন মুঞ্চতি॥
অয়মর্থঃ।

প্রাক্ঘৃতপূর্ব্বং কঠিনং সমশ্নীয়াৎ। যথা কাশ্যাদিবাসিনঃ প্রথমং সব্যঞ্জনাজ্যপূর্ব্বাং রোটিকাং ভুঞ্জতে। ততো মৃদু সস্থপাদিকমোদনম্ভুঞ্জতে। অন্তে পুনর্দ্রবাশীতি, ভোজনান্তে দধিতক্রদুগ্ধাদি ভুঞ্জতে।

অগ্রে ঘৃতপূর্ব্ব কঠিন দ্রব্য, তদনন্তর মৃদু এবং অন্তে তরল পদার্থ ভক্ষণ করা উচিত। কারণ উক্তরূপ ভোজনে বল ও আরোগ্য লাভ হয়। অর্থাৎ পশ্চিম-দেশবাসীরা যেমন অগ্রে সঘৃত রোটিকা ও ব্যঞ্জন, তৎপরে সূপাদিমিশ্রিত অন্ন এবং অবশেষে দধি, দুগ্ধ ও তক্রাদি আহার করে সেইরূপ সর্ব্বাগ্রে সঘৃত কঠিন, তদনন্তর মৃদু এবং অবশেষে তরল পদার্থ আহার করা কর্ত্তব্য।

স্বাদন্নস্য লক্ষণমাহ।

যং যৎ স্বাদুতরন্তদ্ধি বিদধ্যাদুত্তরোত্তরম্।
ভুক্ত্বা যৎ প্রার্থ্যতে ভূয়স্তদুক্তং স্বাদু ভোজনম্॥

একবার ভোজন করিয়া যে বস্তু পুনরায় ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় তাহাকে স্বাদু ভোজন কহে। যে যে বস্তু যে যে বস্তু অপেক্ষা স্বাদুতর সেই সেই বস্তু সেই সেই বস্তুর উত্তোরত্তর ভোজন করিতে দিবে।

স্বাদন্নস্য গুণমাহ।

সৌমনস্যং বলম্পুষ্টিমুৎসাহং রসনাসুখং।
স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদু চ বিপর্য্যয়ম্॥

স্বাদু অন্নের গুণ।

স্বাদু অন্ন ভোজন করিলে প্রসন্নতা, বল, পুষ্টি, রসনাসুখ ও উৎসাহ জন্মে এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অস্বাদু অন্নাহারে ইহার বিপরীত গুণ হয়।

অত্যুষ্ণান্নং বলং হন্তি শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরম্।
অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনম্॥
অতিদ্রুতাশিতাহারে গুণান্দোষান্ন বিন্দতি।
ভোজ্যং শীতমহৃদ্যঞ্চ স্যাদ্বিলম্বিতমশ্নতঃ॥

অতিশয় উষ্ণ অন্ন আহার করিলে বলনাশ হয়, শীতল ও শুষ্ক অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না এবং অতিশয় ক্লিন্ন অন্ন শরীরের গ্লানিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত ভোজনই প্রশস্ত।

অতিশয় শীঘ্র ভোজন করিলে আহারের দোষগুণ জানা যায় না এবং অতি বিলম্বে আহার করিলে ভোজ্য দ্রব্য শীতল ও অহৃদ্য হয়।

গুরুস্ত্রিবিধস্তন্নিবারয়ন্নাহ।

মন্দানলো নরো দ্রব্যং মাত্রাগুরু বিবর্জ্জয়েৎ।
স্বভাবতশ্চ গুরু যৎ তথা সংস্কারতো গুরু।
মাত্রাগুরুস্তু মুদ্গাদিঃ মাষাদিঃ প্রকৃতে গুরুঃ।
সংস্কারগুরু পিষ্টান্নং প্রোক্তমিত্যুপলক্ষণম্॥
আহারং ষড়্‌বিধঞ্চূষ্যং পেয়ং লেহ্যন্তথৈব চ।
ভোজ্যন্তক্ষ্যন্তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥

'চূষ্যং' ইক্ষুদাড়িমাদি। 'পেয়ম্' পানকশর্করোদকাদি। 'লেহ্যম্' রসালকথিতাদি। 'কথিতা' কঢী ইতি লোকে। 'ভোজ্যং' ভক্তসূপাদি। 'ভক্ষ্যং' লড্ডুকমোদকাদি। 'চর্ব্ব্যং' চিপিটচণকাদি।

তিন প্রকার গুরু দ্রব্য ভোজন নিবারণ পূর্ব্বক কহিয়াছেন। আহারীয় দ্রব্য তিন প্রকারে গুরু হইয়া থাকে মাত্রায়, স্বভাবতঃ এবং সংস্কারতঃ। মুদ্গাদি মাত্রায় গুরু, মাষাদি স্বভাবতঃ গুরু এবং পিষ্টান্ন সংস্কারতঃ গুরু বলিয়া উপলক্ষিত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগে উক্ত তিন প্রকার গুরু দ্রব্যই বর্জ্জনীয়। চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য এবং চর্ব্ব্য এই ষড়্‌বিধ আহার উত্তরোত্তর গুরুতর জানিবে। ইক্ষুদাড়িমাদি চূষ্য। শর্করোদকাদি পানীয়দ্রব্য পেয়। কথিতাদি রসাল দ্রব্য লেহ্য। অন্নসূপাদি ভোজ্য। লড্ডুকমোদকাদি ভক্ষ্য। এবং চিপিট (চিঁড়ে) ও ছোলা প্রভৃতি চর্ব্ব্য।

স্বভাবগুরুসংস্কারগুরুণোঃ স্বভাবলঘুনশ্চ ভক্ষ্যস্য ভোজনপরিমাণমাহ।

গুরূণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনাং তৃপ্তিরিষ্যতে।
অয়মর্থঃ। মাষপিষ্টান্নাদিভিরর্দ্ধসৌহিত্যং কর্ত্তব্যং। মুদ্গাদিভিঃ স্বাভাবিক্যা মাত্রয়া তৃপ্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ।

দ্রবো দ্রবোত্তরশ্চাপি ন মাত্রাগুরুরিষ্যতে।

'দ্রবঃ' পেয়াদিঃ। 'দ্রবোত্তরঃ' তক্রাদ্যধিক ওদনাদিঃ। মাত্রাতোঽধিকোঽপি মাত্রাগুরুর্ন মন্তব্যঃ। পেয়স্য সর্ব্বতো লঘুত্বাৎ।

অতঃপর স্বাভাবিক গুরু, সংস্কারতঃ গুরু এবং স্বাভাবিক লঘু ভক্ষ্য দ্রব্যের ভোজন পরিমাণ বলা যাইতেছে। গুরু দ্রব্য স্বাভাবিক মাত্রায় ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। অর্থাৎ মাষকলাই ও পিষ্টান্নাদি অর্দ্ধ মাত্রায় এবং মুদ্গ প্রভৃতি স্বাভাবিক মাত্রায় ভোজন করিলে জীর্ণের ব্যাঘাত হয় না। দ্রব ও দ্রবাধিক দ্রব্যের গুরুমাত্রাও অনিষ্টকর নহে। অর্থাৎ পেয়াদি এবং যে ভোজ্য-দ্রব্যে তক্রাদির ভাগ অধিক ও অন্নের ভাগ অল্প, তাহা মাত্রায় অধিক হইলেও গুরু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ পেয়দ্রব্য সর্ব্বতঃ লঘু।

উক্তঞ্চ সুশ্রুতেন।

পেয়লেহ্যাদিভক্ষ্যাণাং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তর মিতি।

'পেয়ং' পেয়াদি ? 'লেহ্যং' রসালাদি। আদি শব্দাৎ ভোজ্যমোদনসূপাদি। ভক্ষ্যম্মোদকাদি।

দ্রবাঢ্যমপি শুষ্কন্তু সম্যগেবোপপদ্যতে।
বিশুষ্কমন্নমভ্যস্তং ন পাকং সাধু গচ্ছতি॥

অয়মর্থঃ। শুষ্কমপি স্রোতোরোধকরমপি দ্রবাঢ্যং সম্যক্ পাকং যাতি। কেবলস্য শুষ্কান্নস্য দোষমাহ বিশুষ্কমন্নমিত্যাদি। অপকন্তৎকিন্তুব-ভীত্যপেক্ষায়ামাহ।

পিণ্ডীকৃতমসংক্লিন্নং বিদাহমুপগচ্ছতি।

'পিণ্ডীকৃতম্' অষ্ঠিলাবদ্ভূতম্। 'অসংক্লিন্নং' ন সম্যগার্দ্রং। 'বিদাহমুপগচ্ছতি' বিদগ্ধং ভবতীত্যর্থঃ।

সুশ্রুতও কহিয়াছেন পেয়, লেহ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য উত্তরোত্তর গুরুতর জানিবে। এস্থলে পেয় শব্দে পানীয়াদি, লেহ্যশব্দে রসালাদি, ভক্ষ্যশব্দে মোদকাদি, এবং আদি শব্দে অন্নসূপাদি ভোজ্য দ্রব্য বুঝিতে হইবে। দ্রব-প্রধান দ্রব্য শুষ্ক অর্থাৎ স্রোতের অব-রোধক হইলেও সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ হয়, কিন্তু কেবল শুষ্ক অন্ন অভ্যস্ত হইলেও জীর্ণ হয় না। উক্ত গ্রন্থকার অপক্ব অন্ন ভক্ষণ বিষয়ে কহিয়াছেন অপক্ব অন্ন আহার করিলে সম্যক্‌রূপ আর্দ্র ও জীর্ণ হয় না এবং উদরে অষ্ঠিলার ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে।

শুষ্কাদীনাং বৈগুণ্যমাহ।

শুষ্কং বিরুদ্ধং বিষ্টম্ভি বহ্নিব্যাপাদকৃদ্ভবেৎ।

'শুষ্কং' চিপিটকাদি। 'বিরুদ্ধং' ক্ষীরমৎস্যাদি। 'বিষ্টম্ভি' চণকমসূরাদি বহ্নিমান্দ্যঙ্কুর্য্যাৎ॥

তিনি শুষ্কাদি দ্রব্যেরও বৈগুণ্য কহিয়াছেন যথা—শুষ্ক, বিরুদ্ধ ও বিষ্টম্ভী দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য হয়।

শুষ্ক অর্থাৎ চিপিটকাদি। বিরুদ্ধ অর্থাৎ ক্ষীরমৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভী অর্থাৎ চণকমসূরাদি।

ন ভুক্ত্বা ন রদৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতানস্তিঃ সক্তূনদ্যান্ন কেবলান্॥
পুনর্দ্দানং পৃথক্‌পানং সামিষম্পয়সা নিশি।
দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত সক্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥

ভোজনান্তর, চর্ব্বণ করিয়া, রাত্রি-কালে, অধিক পরিমাণে, জল ব্যতিরেকে, অথবা কেবল জলে মিশ্রিত করিয়া শক্তু ভোজন করিবে না। শক্তু ভোজন করিতে হইলে এই সাতটি বর্জ্জন করিবে যথা—ভোজন কালে পুনর্ব্বার শক্তু দান, পৃথক্ জলপান, সামিষ, দুগ্ধমিশ্রিত অথবা উষ্ণ শক্তু, রাত্রিকালে শক্তু ভোজন এবং দন্তে চর্ব্বণপূর্ব্বক শক্তু ভোজন।

বিষমাশনস্য লক্ষণমাহ।

যথা-কালেঽতিমাত্রং যত্তদ্ধ্বেদ্বিষমাশনম্।
বহ্বস্তোকমকালে বা জ্ঞেয়ং তদ্বিষমাশনম্॥

বিষম ভোজনের লক্ষণ।

অসময়ে বহু বা অল্প আহার এবং যথাসময়ে অধিক আহারের নাম বিষম আহার কহে।

বহুনোঽল্পস্যচ ভক্ষিতস্য দোষমাহ।

আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্।
হীনমাত্রং তনোঃ কার্শ্যং করোতি চ বলক্ষয়ম্॥
'অধিকম্' অন্নম্।

অল্প বা অতিভোজনের দোষ।

অতিভোজন করিলে আলস্য, গৌরব, আটোপ এবং সাদ এই চারিটি উপসর্গ জন্মে এবং অতিশয় অল্পমাত্রায় ভোজন করিলে শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হয়।

অকালে ভুক্তস্য দোষমাহ।

অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানোঽসমর্থতনুর্নরঃ।
তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি।

'অপ্রাপ্তকালে' কালাদতিপ্রাক্ ভুঞ্জানঃ অসমর্থশরীরো ভবতি। তথা সতি তাংস্তান্ ব্যাধীন্ শিরোব্যথাবিসূচিকালসকবিলম্বিকাদীন্ প্রাপ্নোতি; তেষামাধিক্যে মরণমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কালেঽতীতেঽশ্নতো জন্তো র্বায়ুনোপহতেঽনলে।
কৃচ্ছ্রাদ্ বিপচ্যতে ভুক্তং ন স্যাদ্ভোক্তুং পুনঃ স্পৃহা॥

অকালভোজনের দোষ।

ভোজনের নিয়মিত কালের বহুক্ষণ পূর্ব্বে আহার করিলে শরীর দুর্ব্বল হয় এবং শিরঃপীড়া, বিসূচিকা, অলসক, বিলম্বিক প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং ঐ সকল পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ভোজনের নিয়মিত কাল অতীত হইলে ভোজন করে তাহার জঠরানল বায়ুকর্ত্তৃক উপহত হয়। সুতরাং ভুক্তবস্তু সম্যক্ জীর্ণ হয় না এবং পুনর্ব্বার আহারে স্পৃহা থাকে না।

কুক্ষের্ভাগদ্বয়ং ভোক্তুং তৃতীয়ে বারি পূরয়েৎ।
বায়োঃ সঞ্চারণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ॥
রসেনাম্নস্য রসনা প্রথমেনোপতর্পিতা।
ন তথা স্বাদুমাপ্নোতি ততঃ শোধ্যাম্বুনান্তরা॥

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন-
মনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায়
মুহুর্মুহুর্ব্বারি পিবেদভূরি॥

ভুক্তস্যাদৌ জলম্পীতং কার্শ্যমন্দাগ্নিদোষকৃৎ।
মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থৌল্যকফপ্রদম্॥
অন্যচ্চ।
সমস্থূলকৃশাঃ ভুক্তমধ্যান্তঃপ্রথমাম্বুপাঃ।
ইতি বাগ্‌ভটঃ।
'ভুক্তম্' ভোজনম্।

উদরের অর্দ্ধাংশ ভুক্ত দ্রব্যে এবং তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ করিবে। অবশিষ্ট ভাগ বায়ুসঞ্চারণের জন্য শূন্য রাখিবে। প্রথমে এক প্রকার স্বাদুরসে রসনা তর্পিত হইলে অন্য প্রকার স্বাদুরস উত্তমরূপ উপলব্ধি হয় না। অতএব প্রত্যেক রসের আহারান্তে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল পান করিয়া জিহ্বা বিশুদ্ধ করিবে। অধিক পরিমাণে জল পান করিলে অথবা একেবারে জলপান না করিলে পরিপাক হয় না। সুতরাং অগ্নিবৃদ্ধির জন্য মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে জলপান করিবে। ভোজনের প্রথমে জল পান করিলে শরীর কৃশ হয়, মধ্যে জল পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অন্তে জল পান করিলে শরীর স্থূল ও কফ বৃদ্ধি হয়। বাগ্‌ভট্টও কহিয়াছেন যে, ভোজনের মধ্যে, অন্তে এবং প্রথমে জল পান করিলে ক্রমান্বয়ে শরীরের সমতা, স্থূলতা ও কার্শ্য এই তিন প্রকার ফল হয়।

তৃষিতস্তু নচাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতো ন পিবেজ্জলম্।
তৃষিতস্তু ভবেদ্ গুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী॥

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনে গুল্মরোগ এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির জলপানে জলোদর রোগ জন্মে। অতএব এরূপ আহারবিপর্য্যয় বর্জন করিবে।

ননু শিষ্টা ভোজনান্তে দুগ্ধং পিবন্তি তৎকথমুচিতম্। যতস্ত্রিধাবিভক্তস্য ভোজনকালস্য প্রথমো ভাগো বাতস্য, দ্বিতীয়ঃ পিত্তস্য, তৃতীয়ঃ কফস্য। অতএবাহ।

অশ্নীয়াৎ তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্।
মধ্যেঽম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্॥

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ। ভোজনে পূর্ব্বং ভুক্তো মধুরো রসো বুভুক্ষিতস্য বাতপিত্তয়োঃ শমকো ভবতি। ভোজনমধ্যে ভুক্তাবম্ললবণৌ পিত্তাশয়ে চ বহ্নিবৃদ্ধিং কুরুতঃ। ভোজনান্তসময়ে ভুক্তাঃ কটুতিক্তকষায়রসাঃ কফং শময়ন্তীতি। অতো ভোজনাবসানসময়স্য কফকালত্বাৎ তত্র কথং শ্লেষ্মজনকং দুগ্ধম্পাতুমুচিতম্ভবতি।

যত উক্তম্।

দুগ্ধং স্বাদুরসং স্নিগ্ধং ওজস্যং ধাতুবর্দ্ধনম্।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং শ্লেষ্মলংগুরু শীতলমিতি॥

উচ্যতে।

বিদাহীন্যন্নপানানি যানি ভুঙ্‌ক্তে হি মানবঃ।
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ॥

তথাচ ব্রহ্মপুরাণে।

কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচনেতি।
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীন্যতি যানি তু।
তদ্দোষং হর্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

ভোজনাবসানসময়ে দুগ্ধাদিমধুরভোজনেনৈব বর্দ্ধিতঃ কফো লবণাম্লকটুভোজনজনিতপিত্তস্য বৃদ্ধিং বিনাশয়তি। পিত্তবৃদ্ধিবিনাশনেন কফস্যাপি বৃদ্ধিস্তু ক্ষীণা ভবতি। ক্ষীণা কফবৃদ্ধিরগ্নিমান্দ্যাদীন্ ব্যাধীনুৎপাদয়িতুং ন শক্নোতি।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে যদি ভোজনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন প্রকার ভাগ ক্রমান্বয়ে বাত, পিত্ত ও কফের কাল হয় এবং সেই কারণে "তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস এবং অবশেষে কটু, তিক্ত ও কষায় রস ভোজন করিবে," যদি এই বাক্যের ও সার্থকতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শিষ্ট ব্যক্তির ভোজনান্তে দুগ্ধ পান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভোজনের প্রথম, মধ্যম এবং শেষভাগ যদি বাত, পিত্ত ও কফের কাল হয়, তাহা হইলে "প্রথমে মধুর রস আহার করিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির বাত ও পিত্তের শমতা হয়, মধ্যে অম্ল ও লবণরস আহার করিলে পিত্তাশয়ে উপস্থিত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি করে এবং ভোজনান্তে কটু, তিক্ত ও কষায় রস ভোজনপ্রযুক্ত কফের শমতা হয়," এই তিনটি বাক্যই সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে ভোজনান্তে অর্থাৎ কফের কালে শ্লেষ্মাজনক দুগ্ধপান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? দুগ্ধ যে শ্লেষ্মাজনক তাহাও নিম্নোদ্ধৃত বচনদ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যথা—দুগ্ধ স্বাদুরসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ওজস্য, ধাতুপোষক, বাত, পিত্ত ও কফনাশক, বলকারক, শ্লেষ্মাজনক, গুরু ও শীতল। ইহার উত্তর এই যে ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হইয়া থাকে এবং বিদাহদোষ (অম্লতা বা বুকজ্বালা) নাশ করে। বিশেষতঃ "বিদাহী অন্ন ও পানীয় ভোজন করিয়া সেই বিদাহদোষশান্তির জন্য ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিবে" এই গ্রন্থোদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা যখন দুগ্ধের বিদাহিকতাদোষনাশক গুণ দৃষ্ট হইতেছে এবং "আহারের পর দুগ্ধ পান করিবে, ভোজনান্তে কদাচ দধি ভোজন করিবে না। যে সকল লবণাক্ত কটু, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্য আহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্যের দোষশান্তির জন্য মধুর রস ভোজনপূর্ব্বক আহার সমাপন করা কর্ত্তব্য" এই ব্রহ্মপুরাণোক্ত প্রমাণদ্বারা যখন দুগ্ধের এত অধিক উপকারিতা গুণ আছে জানা যাইতেছে তখন ভোজনান্তে দুগ্ধ সেবনে যে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। দুগ্ধ শ্লেষ্মল হইলেও যে উহার ঈদৃশ গুণ হয় তাহার কারণ এই যে আহারের অন্তে দুগ্ধাদি মধুর ভোজনদ্বারা কফ বর্দ্ধিত হইয়া লবণাক্ত, অম্ল এবং কটু ভোজনজনিত পিত্তকে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। সুতরাং পিত্তবৃদ্ধি না হওয়াতে বর্দ্ধিত কফেরও হ্রাস হয়। এবং কফবৃদ্ধি ক্ষীণ হওয়াতে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে না।

ননু শত্রোর্নাশনেন শত্রুহন্তুর্বৃদ্ধির্দৃশ্যতে ন তু ক্ষীণতা, তৎ কথং কফঃ ক্ষীয়তে ইতি

উচ্যতে।

বলবচ্ছত্রুবিনাশনেন শত্রুহন্তুঃ ক্ষীণতা চ দৃশ্যতে।

তথাচ।

নাশনাৎ প্রত্যনীকস্য স্বয়ঞ্চ ক্ষীয়তে যথা।
বহ্নিসন্তপ্তলৌহস্য তপ্ততানাশনাজ্জলম্॥

ননু ভোজনাবসানসময়ে ভুক্তাঃ কটুতিক্তকষায়াঃ রসাঃ কফং শময়িষ্যন্তি বাতস্য বৃদ্ধিং বিধাস্যন্তি ইতি চেৎ। তন্ন। কট্বাদীনাং ক্ষীণশক্তিকত্বাৎ।

তথাচ।

যদেকং নাশয়েদ্দোষং তন্নান্যং বর্দ্ধয়েৎ কুতঃ।
নাশনে হ্যেকদোষস্য যতস্তৎ ক্ষীণশক্তিকমিতি॥
বস্তুতো য এব রসঃ প্রাচুর্য্যেণ ভুক্তস্তস্যৈব সর্ব্বে রসা বশা ভবন্তি।

যত আহ সুশ্রুতঃ।
অন্যাঃ সর্ব্বেঽপি গচ্ছন্তি বলিনো বশ্যতাং রসাঃ।
যথা প্রকুপিতা দোষাঃ বশং যান্তি বলীয়সঃ॥
'বলিনঃ' রসস্য বলীয়সঃ দোষস্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শত্রু নাশ করিলে শত্রুহন্তার ক্ষীণতা না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবার সম্ভাবনা। অতএব পিত্তনাশদ্বারা কফের ক্ষীণতা হইবার কারণ কি? একথা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ বলবান্ শত্রুকে নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শত্রুহন্তাকেও ক্ষীণ-বল হইতে হয়। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "বহ্নিসন্তপ্ত লৌহের তপ্ততা নাশ করিতে জলেরও যেরূপ ক্ষয় হয় সেইরূপ শত্রু নাশপ্রযুক্ত শত্রুহন্তাও ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।" যদি এরূপ বলা যায় যে আহারের সময়ে ভুক্ত কট্বাদি দ্রব্যই ত কফ-শান্তি ও বাতবৃদ্ধি করিতে পারে। তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ উক্ত কট্বাদি-দ্রব্যের তাদৃশ শক্তি থাকে না। ইহার প্রমাণও আছে যথা—"একটি দোষ নাশ হইলে অপর দোষ কখন বর্দ্ধিত হইতে পারে না; কারণ একটি দোষ নাশ হইলে অন্য দোষও ক্ষীণবল হইয়া থাকে।" বস্তুতঃ যে রস প্রচুর পরিমাণে ভোজন করা যায় অন্যান্য রস তাহার বশীভূত থাকে। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন, যে প্রকুপিত দোষ সকল যেমন প্রবল দোষের বশবর্ত্তী হয় সেইরূপ সকল ভুক্ত রসই প্রবল রসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

অথাচমনম্।

এবং ভুক্ত্বা সমাচামেদ্রুক্ষগ্রহণপূর্ব্বকম্।
ভোজনে দন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ॥
দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ।
কুর্য্যাদনির্হৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাম্॥
দন্তলগ্নমনির্হার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নং নির্হরণং প্রতি॥
আচম্য জলযুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষী স্পৃশেৎ।
ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষো যদি দীয়তে।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

ভোজনান্তরক্রিয়ামাহ।

ভুক্ত্বা চ সংস্মরেন্নিত্যমগস্ত্যাদীন্ সুখাবহান্।
বিষ্ণুরাত্মা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদন্তথা॥
অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং
যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহম্॥
অঙ্গারকমগস্তিঞ্চ পাবকং সূর্য্যমশ্বিনৌ।
পঞ্চৈতান্ সংস্মরেন্নিত্যং ভুক্তং তস্যাশু জীর্য্যতি॥

এইরূপ নিয়মে ভোজন সমাপন হইলে রুক্ষগ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দন্তলগ্ন অন্নাদি অল্পে অল্পে বাহির করিয়া ফেলিবে। কারণ দন্তান্তর্গত অন্ন বাহির করিয়া না ফেলিলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দন্তলগ্ন অন্নাদি বাহির করিবার জন্য অধিক বলপ্রকাশ করিবে না। এই-রূপে বাহির করিলেও যাহা অনি-র্হার্য্য বোধ হইবে তাহাকে দন্তবৎ লেপ বুঝিতে হইবে। অতএব তাহা কখন বাহির করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর আচমন করিয়া জলযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয় স্পর্শ করিবে। কারণ ভোজনান্তে হস্তদ্বারা চক্ষুতে জলপ্রদান করিলে সেই জল শীঘ্রই তিমির নাশ করে। ভোজনান্তর নিত্য সুখাবহ অগস্তি প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে। যথা—

আত্মা বিষ্ণু অন্ন বিষ্ণু বিষ্ণু পরিপাক।
সেই সত্যে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয়ে যাক॥
অগস্তি অনল আর বাড়ব অনল।
করুন নিঃশেষে জীর্ণ ভুক্তান্ন সকল॥
পরিণামসুখে সুখী করিয়ে আমারে।
রাখুন্ কৃপাতে সদা নীরোগ শরীরে॥
অগ্নি, সূর্য্য, ভূমিসুত, অশ্বিনীকুমারযুত,
অগস্তি নামেতে খ্যাত, উর্ব্বশীতনয়।
নিত্য ভোজনের পর, স্মরে যেবা নিরন্তর,
সত্য সত্য ভুক্ত অন্ন শীঘ্র জীর্ণ হয়॥

ইত্যাচার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥

'অতন্দ্রিতঃ' নিরন্তরং জাগ্রত্তিষ্ঠেন্নতু স্বপ্যাৎ। 'ভুক্তমাত্রস্য তু স্বপাদ্বন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ' ইতি বচনাৎ।

জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেধতে।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ক্রমোঽয়ং ভোজনোপরি॥

'বিদগ্ধে' কিঞ্চিৎপক্কে কিঞ্চিদপক্কে।

এইরূপে অগস্ত্যাদির নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্বহস্তে উদর পরিমার্জ্জন করিয়া অনায়াসসাধ্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিবে। ভোজনের পর নিদ্রা না যাইয়া নিরন্তর জাগরিত থাকিবে। কারণ বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে ভোজনের অব্যবহিত পরে নিদ্রা যাইলে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য জন্মায়। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে ভোজনের পরক্ষণেই কফের বৃদ্ধি, অন্ন অর্দ্ধপক্ক হইলে পিত্তের বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ জীর্ণ হইলে বায়ুর বৃদ্ধি, ভোজনান্তর এইরূপ ক্রম হইয়া থাকে।

ভুক্তমাত্রে সঞ্জাতস্য কফস্য প্রতীকারমাহ।
ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
পূগকর্পূরকস্তূরীলবঙ্গসুমনঃফলৈঃ॥
ফলৈঃ কটুকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারিভিঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ॥

'ধূমেন' অগুর্ব্বাদিধূমেন। "অপোহ্য" কফং দূরীকৃত্য। কষায়কটুতিক্তকৈঃ ফলৈঃ কর্পূরকস্তূরীলবঙ্গাদিভিঃ। 'পূগৈঃ' ক্রমুকৈঃ, 'সুমনঃফলৈঃ' জাতীফলৈঃ এলাহরিতক্যাদিফলৈঃ।

এক্ষণে ভুক্তমাত্রে যে কফ জন্মে তাহার প্রতীকার বলা যাইতেছে। অগুরু প্রভৃতির ধূম, কটু, তিক্ত ও কষায় হৃদ্যদ্রব্য, সুপারি, কর্পূর, মৃগনাভি, লবঙ্গ ও জাতীফল, অথবা এলাইচ, হরিতকী প্রভৃতি মুখসংশোধনকর কটু বা কষায় ফল ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি পৃথক্ অথবা সুগন্ধ তাম্বূল পত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফের শান্তি হয়।

রতৌ সুপ্তোত্থিতে স্নাতে ভুক্তে বান্তে চ সঙ্গরে।
সভায়াং বিদুষাং রাজ্ঞাং কুর্য্যাত্তাম্বূলচর্ব্বণম্॥

রমণের পর, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানান্তর, ভোজনান্তর, বমনান্তর, স্নানান্তর, যুদ্ধকালে এবং রাজা বা পণ্ডিতগণের সভাতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

তাম্বূলগুণম্।

তাম্বূলমুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনন্তু বরং সরম্।
তিক্তং ক্ষারোষণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু॥

বশ্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্যমলবাতশ্রমাপহম্।
মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্যকান্তিসৌষ্ঠবকারকম্॥
হনুদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনম্।
মুখপ্রসেকশমনং গলাময়বিনাশনম্॥
নবং তদেব মধুরং কষায়ানুরসং গুরু।
বলাসজননং প্রায়ঃ পত্রশাকগুণং স্মৃতম্॥
বঙ্গদেশোদ্ভবং পর্ণং পরং কটুরসং সরম্।
পাচনং পিত্তজনকমুষ্ণং কফহরং স্মৃতম্॥
পর্ণং পুরাণমকটু খুল্লকন্তনুপাণ্ডুরম্।
বিশেষাদ্ গুণবদেদ্যমন্যদ্ধীনগুণং স্মৃতম্॥

তাম্বূলের গুণ।

তাম্বুল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচক, অতিশয় সারক, তিক্ত, ক্ষারযুক্ত, উষণ, উষ্ণ, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তকর ও বশীকরণযোগ্য। তাম্বূলসেবনে শ্লেষ্মা, মুখদৌর্গন্ধ্য, মলা, বাত ও শ্রমের শান্তি হয়, মুখ বিশুদ্ধ ও সুগন্ধ হয়, এবং মুখের কান্তি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়; হনু ও দন্তের মলা ধ্বংস হয়, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয় বিশোধিত হয়, এবং মুখপ্রসেক ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। নূতন তাম্বুল মধুর, ঈষৎ কষায়রসযুক্ত, গুরুপাক, শ্লেষ্মাজনক এবং পত্রশাকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বঙ্গদেশে যে পর্ণ জন্মে তাহা অতিশয় কটুরস বিশিষ্ট, সর, পাচক, পিত্তজনক, উষ্ণ ও কফনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাতন পর্ণ খুল্লক ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং কটুরস নহে। অন্যপ্রকার পর্ণের তাদৃশ গুণ নাই জানিবে।

পূগগুণম্।

পূগং গুরু হিমং রূক্ষং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥
পূগং স্যাদ্দৃঢ়মধ্যং যৎ স্নিগ্ধং বাপি ত্রিদোষনুৎ।
সরসং গুর্ব্বভিষ্যন্দি তদ্ভূশং বহ্নিনাশনম্॥

গুবাকের গুণ।

গুবাক গুরুপাক, শীতল, রূক্ষ, কষায়, মোহজনক, উদ্দীপক, রুচিকর এবং কফ, পিত্ত ও মুখের শুষ্কতা নাশ করে। যে গুবাকের মধ্যস্থ শস্য দৃঢ় এবং স্নিগ্ধ তাহা ত্রিদোষনাশক, সরস, গুরুপাক, অভিষ্যন্দি এবং অতিশয় অগ্নিমান্দ্য জন্মায়।

খদিরঃ কফপিত্তঘ্নশ্চূর্ণং বাতবলাসনুৎ।
সংযোগতস্ত্রিদোষঘ্নং সৌমনস্যং করোতি চ।
মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্যকান্তিসৌষ্ঠবকারকম্॥

খদির সেবন করিলে কফ ও পিত্তের শান্তি হয়, চূর্ণ সেবনে বাত এবং শ্লেষ্মার শান্তি হয়। কিন্তু খদিরের সংযোগে চূর্ণ ত্রিদোষ নাশ করে এবং সৌমনস্য জন্মায়। সংযোগতঃ চূর্ণ সেবন করিলে মুখ বিশদ, সুগন্ধ এবং কান্তিও সৌষ্ঠবযুক্ত হয়।

প্রভাতে পূগমধিকং মধ্যাহ্নে খদিরং তথা।
নিশাসু চূর্ণমধিকং তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ সদা॥

প্রভাতে অধিক মাত্রায় গুবাক, মধ্যাহ্নে অধিক পরিমাণে খদির এবং রাত্রিতে অধিক মাত্রায় চূণ দিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিবে।

আয়ুরগ্রে যশো মূলে লক্ষ্মী মধ্যে ব্যবস্থিতা।
তস্মাদগ্রং তথা মূলং মধ্যং পর্ণস্য বর্জ্জয়েৎ॥
পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবং।
চূর্ণং পর্ণং হরত্যায়ুঃ শিরা বুদ্ধিবিনাশিনী॥
আদ্যং বিষোপমং পীকং দ্বিতীয়ং ভেদি দুর্জ্জরম্।
তৃতীয়াদি তু পাতব্যং সুধাতুল্যং রসায়নম্॥
তাম্বূলং নাতি সেবেত ন বিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ॥

দেহদৃক্‌কেশদন্তাগ্নিশ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ।
শোষঃ পিত্তানিলাস্রং স্যাদতিতাম্বূলভক্ষণাৎ॥
তাম্বূলং ন হিতং দন্তদুর্ব্বলেক্ষণরোগিণাম্।
বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং ক্ষয়িণাং রক্তপিত্তিনাম্॥

পর্ণের অগ্রভাগে আয়ু, মূলে যশ এবং মধ্যস্থলে লক্ষ্মীর স্থান। অতএব পর্ণের মূল, অগ্রভাগ ও মধ্য বর্জ্জন করিবে। পর্ণমূল ভক্ষণে ব্যাধি এবং পর্ণাগ্রভক্ষণে পাপ জন্মে। চূর্ণপর্ণ ভক্ষণে আয়ুঃক্ষয় এবং পর্ণের শিরা ভক্ষণে বুদ্ধির নাশ হয়। পর্ণের প্রথম পীক বিষতুল্য, দ্বিতীয় পীক বিরেচক ও দুর্জ্জর এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত পীক সুধাতুল্য ও রসায়ন। অতএব পানের প্রথম ও দ্বিতীয় পীক বর্জ্জন করিবে। বিরিক্ত ও বুভুক্ষিত ব্যক্তি তাম্বূল সেবন করিবে না। কারণ অধিক তাম্বূলসেবনে দেহ, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণশক্তি, বর্ণ এবং বলের ক্ষয় হয়, মুখশোষ জন্মে এবং বায়ু, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ হয়। শরীর দুর্ব্বল হইলে অথবা দন্ত ও চক্ষুর পীড়া জন্মাইলে, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগে এবং বিষান্বিত, মূর্চ্ছান্বিত বা মদার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাম্বূল সেবন হিতকর নহে।

ভুক্ত্বা শতপদং গচ্ছেচ্ছনৈ স্তেন তু জায়তে।
অন্নসঙ্ঘাতশৈথিল্যং গ্রীবাজানুকটীসুখম্॥
ভুক্তোপবিশতস্তুন্দং শয়ানস্য তু পুষ্টতা।
আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥

'চংক্রমমাণস্য' পদশতং শনৈর্গচ্ছতঃ।

শ্বাসানষ্টৌ সমুত্তানস্তান্ দ্বিঃ পার্শ্বে তু দক্ষিণে।
ততস্তদ্দ্বিগুণান্ বামে পশ্চাৎ স্বপ্যাদ্ যথাসুখম্।
বামদিশায়ামনলো নাভেরূর্দ্ধেঽস্তি জন্তুনাম্।
তস্মাত্তু বামপার্শ্বে শয়ীত ভুক্তপ্রপাকার্থম্॥

ভোজনান্তর অল্পে অল্পে শতপদ গমন করিবে। তাহাতে পিণ্ডীকৃত অন্ন শিথিল হয় এবং গ্রীবা, জানু ও কটীদেশের সুখ জন্মে। ভোজন করিয়া উপবেশন করিলে তুন্দ (ভুঁড়ি), উত্তানভাবে শয়ন করিলে পুষ্টতা, আস্তে আস্তে শতপদ গমন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি এবং ধাবমান হইলে সত্বর মৃত্যু হয়।

অষ্টশ্বাসপরিমিত কাল উত্তানভাবে, তাহার দ্বিগুণিত কাল দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তদ্দ্বিগুণিত কাল বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার পর স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। জন্তুদিগের বামপার্শ্ব এবং নাভির ঊর্দ্ধদেশ অগ্নির স্থান। অতএব ভুক্তবস্তু সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইবার জন্য বামপার্শ্বেই শয়ন করা কর্ত্তব্য।

অথ শয়নপরিচর্য্যামাহ।

ত্রিদোষশমনী খট্বা তূলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠপট্টী তু বাতলা॥
অন্যঃ পুনরাহ।
ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।
সুশয্যাশয়নং হৃদ্যং পুষ্টি নিদ্রাধৃতিপ্রদম্।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥

শয্যাবিশেষের গুণ।

খট্বাতে শয়ন করিলে ত্রিদোষ শান্তি হয়। তূলীতে (লেপে) শয়ন করিলে বাত ও কফের শান্তি হয়; ভূমীতে শয়ন করিলে বল ও পুষ্টি হয় এবং কাষ্ঠপট্টীতে

শয়ন করিলে বাত বৃদ্ধি হয়। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে ভূশয্যা অতিশয় বাতল, রুক্ষ এবং পিত্ত ও রক্তনাশক। উত্তম শয্যাতে শয়ন অতিশয় হৃদ্য এবং পুষ্টি, নিদ্রা ও ধৃতিপ্রদ শ্রমনাশক ও বলকারক।

সম্বাহনং মাংসরক্তত্বক্প্রসাদকরং পরম্।
প্রীতিনিদ্রাকরং বৃষ্যং কফবাতশ্রমাপহম্॥

অঙ্গ মর্দ্দন করিলে মাংস, রক্ত ও ত্বক্ প্রসন্ন হয়, মনে অতিশয় প্রীতি জন্মে, সুনিদ্রা হয়, বল জন্মে এবং কফ বাত ও পরিশ্রমের লাঘব হয়।

প্রবাতং রৌক্ষ্যবৈবর্ণ্যস্তম্ভকৃদ্দাহপিত্তনুৎ।
স্বেদমূর্চ্ছাপিপাসাঘ্নমপ্রবাতমতোঽন্যথা॥
সুখং প্রবাতং সেবেত গ্রীষ্মে শরদি চান্তরা।
নির্ব্বাতমায়ুষে সেব্যমারোগ্যায় চ সর্ব্বদা॥
পূর্ব্বোঽনিলো গুরুঃ সোষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাস্রদূষকঃ।
বিদাহী বাতলঃ শ্রান্তিকফশোষবতাং হিতঃ॥
স্বাদুঃ পটুরভিষ্যন্দী ত্বগ্দোষার্শোবিষকৃমীন্।
সন্নিপাতং জ্বরং শ্বাসমামবাতঞ্চ কোপয়েৎ॥
"স্বাদুঃ" ভক্ষ্যদ্রব্যেষু বাহুল্যেন মধুররসজনকঃ॥
দক্ষিণঃ পবনঃ স্বাদুঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।
বীর্য্যেণ শীতলো বল্যশ্চক্ষুষ্যো ন তু বাতলঃ॥
পশ্চিমঃ পবনস্তীক্ষ্ণঃ শোষণো বলহৃল্লঘুঃ।
মেদঃপিত্তকফধ্বংসী প্রভঞ্জনবিবর্দ্ধনঃ॥
উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধো দোষপ্রকোপকৃৎ।
ক্লেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃদুঃ॥
দোষপ্রকোপকৃৎ আতুরাণাম্।
আগ্নেয়ো দাহকৃদ্রুক্ষো নৈর্ঋতো ন বিদাহকৃৎ।
বায়ব্যস্তু ভবেত্তিক্ত ঐশানঃ কটুকঃ স্মৃতঃ॥
বিষগায়ুরনায়ুষ্যঃ প্রাণিনাং বহুরোগকৃৎ।
অতস্তং নৈব সেবেত সেবিতঃ স্যান্ন শর্ম্মণে॥
ব্যজনস্যানিলো দাহস্বেদমূর্চ্ছাশ্রমাপহঃ।
তালবৃন্তভবো বাতস্ত্রিদোষশমকো মতঃ॥
বংশব্যজনজস্তূষ্ণো রক্তপিত্তপ্রকোপনঃ।
চামরো বস্ত্রসম্ভূতো মায়ূরো বেত্রজস্তথা॥
এতে দোষজিতা বাতাঃ স্নিগ্ধাঃ হৃদ্যাঃ সুপূজিতাঃ।

বায়ুসেবন করিলে রুক্ষতা, বিবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধভাব, হৃদয়ের দাহ, পিত্ত, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও পিপাসার শান্তি হয়। বায়ু সেবন না করিলে ইহার বিপরীত ফল হয়। গ্রীষ্ম, ও শরৎ কালে মধ্যে মধ্যে সুখজনক বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। নির্ব্বাত সেবন সর্ব্বদা আয়ুষ্কর ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকের বায়ু শরীরের পক্ষে গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও রক্তের দোষজনক, বিদাহী ও বাতল। সুতরাং পূর্ব্ববায়ু শোষী, কফরোগী ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। উক্ত বায়ু সেবন করিলে ভক্ষ্যদ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে মধুর রস জন্মে, শরীর সুস্থ হয় এবং অভিষ্যন্দ, ত্বক্‌দোষ, অর্শ, বিষ, কৃমি, সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস এবং আমবাত প্রভৃতি রোগের প্রকোপ হয়। দক্ষিণ বায়ু স্বাদু, রক্ত ও পিত্তনাশক, লঘু, শীতলবীর্য্য, বলকারক, দৃষ্টিপ্রসাদকর এবং বাতল নহে। পশ্চিমবায়ু তীক্ষ্ণ, শোষক, বলহারী, লঘু, মেদ, পিত্ত ও কফনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক। উত্তরপবন শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মৃদু, পীড়িত ব্যক্তির দোষের প্রকোপকারী, ক্লেদন এবং প্রকৃতিস্থব্যক্তির পক্ষে বলকারক। আগ্নেয় বায়ু দাহকৃৎ ও রুক্ষ। নৈর্ঋতবায়ু বিদাহকৃৎ নহে। বায়ব্য বায়ু তিক্ত এবং

ঐশান বায়ু কটুরস বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিষমবায়ু (গোলমেলে বাতাস) কদাচ সেবন করিবে না। সেবন করিলে আয়ুঃ-ক্ষয় হয়, বহুবিধ রোগ জন্মে এবং অনেক অনিষ্ট ঘটে। ব্যজনের বায়ু দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রমের শান্তিকারক। তালবৃন্ত-জনিত বায়ু ত্রিদোষনাশক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বংশনির্ম্মিত ব্যজনের বায়ু উষ্ণ ও রক্তপিত্তের প্রকোপকারী। চামর ও বস্ত্রসম্ভূত বায়ু এবং ময়ূরপুচ্ছ ও বেত্র-নির্ম্মিত ব্যজনের বায়ু দোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, হৃদ্য ও সুপূজিত।

দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বপ্নো নিষিধ্যতে॥
উচিতো হি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥
ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতান্ ক্লান্তানতীসারিণঃ,
শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্।
ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধানথাজীর্ণিনো
রাত্রৌ জাগরিতানরান্নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নিদ্রা সাত্মীকৃতা তু যৈঃ।
ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাং চোপজায়তে॥
স্বপতাং দিবা বা জাগ্রতাং রাত্রৌ।

দিবসে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাতে কফবৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম ভিন্ন কালে দিবাস্বপ্ন নিষিদ্ধ। যাহাদিগের নিত্য দিবসে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে, নিদ্রা না যাইলে তাহাদিগের শরীরে বাতাদির প্রকোপ হয়। অতএব তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দিবাস্বপ্ন অনিষ্টকর নহে। যাহারা ক্লান্ত বা ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্বগমন, ও যানারোহণে আসক্ত, যাহারা অতিসার, শূল, শ্বাস, হিক্কা, বায়ু ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, এবং দুর্ব্বল, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণকফ, শিশু, মদহত, বৃদ্ধ, উপবাসী ও রাত্রিজাগরিত, তাহারা ইচ্ছামত দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারে। যাহাদিগের দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে অভ্যাস আছে তাহাদিগের দিবানিদ্রা বা রাত্রিজাগরণে কোন অনিষ্ট হয় না।

ভোজনানন্তরং নিদ্রা বাতং হরতি পিত্তহৃৎ।
কফং করোতি বপুষঃ পুষ্টিং সৌখ্যন্তনোতি হি॥

ভোজনের পর নিদ্রা যাইলে বাত ও পিত্তের শান্তি, কফবৃদ্ধি এবং শরীর পুষ্ট ও সচ্ছন্দ হয়।

শয়নং পিত্তনাশায় বাতনাশায় মর্দ্দনম্।
বমনং কফনাশায় জ্বরনাশায় লঙ্ঘনম্॥

পিত্তনাশের পক্ষে শয়ন, বায়ুনাশের পক্ষে অঙ্গমর্দ্দন, কফনাশের পক্ষে বমন এবং জ্বরনাশের পক্ষে লঙ্ঘন হিতকর।

আসীনং চূর্ণিতং যত্তু নাভিষ্যন্দি ন রুক্ষণম্।

· ভোজনান্তর উপবেশন বা চূর্ণমর্দ্দন অভিষ্যন্দি বা রুক্ষতাজনক নহে।

অপরানপ্যুদরেঽন্নস্য সংস্থাপনহেতুনাহ।

শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ রূপাণি রসান্ গন্ধান্ মনঃপ্রিয়ান্
ভুক্তবানপি সেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি॥
উদরে ইতি শেষঃ।

উদরস্থ অন্নের অপর সংস্থাপন হেতুও কহিয়াছেন যথা—মনঃপ্রিয় শব্দ, স্পর্শ,

রূপ এবং রস ও গন্ধ, ভোজনের পর এই কয়টি সেবন করিলে উদরস্থ অন্ন উত্তম অবস্থায় থাকে।

অন্নস্যোদরে অস্থিতিহেতুনাহ।

শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধো জুগুপ্সিতঃ।
ভুক্তমপ্রয়তঞ্চান্নমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ ॥

'অপ্রয়তম্' অপবিত্রম্।

উদরে অন্ন না থাকিবারও কারণ কহিয়াছেন যথা—জুগুপ্সিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সেবন করিলে, অপবিত্র অন্ন ভোজন অথবা অতিশয় হাস্য করিলে ভুক্ত অন্ন উদরে থাকে না অর্থাৎ বমন হইয়া যায়।

অন্যদপি বর্জ্জনীয়মাহ।

শয়নং চাসনঞ্চাতি ন ভজেন্ন দ্রবাধিকম্।
নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্ ॥

'প্লবনম্, বাহুভ্যাং জলপ্রতরণম্। 'যানম্' মার্গে চলনম্। বাহনমশ্বাদি।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেব চ।
যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ ॥

ভোজনান্তর অন্যান্য বর্জনীয়ও বর্ণিত হইতেছে। ভোজনের পর অতিশয় শয়ন বা উপবেশন, অধিক পরিমাণে দ্রব দ্রব্য ভোজন, অগ্নি বা আতপ সেবন, জলপ্রতরণ, অধ্বগমন এবং অশ্বাদি বাহনে গমন বর্জ্জন করিবে। মৈথুন, পরিশ্রম, ধাবন, যানারোহণ, এবং যুদ্ধ, গীত ও পাঠ ভোজনের পর মুহূর্ত্তকাল এই কয়টি পরিত্যাগ করিবে।

পরিবর্জ্জনার্থমজীর্ণস্য হেতুনাহ।

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য ॥

ঈর্ষ্যাভয়ক্রোধপরিপ্লুতেন
লুব্ধেন রুগ্দৈন্যনিপীড়িতেন।
বিদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমান-
মন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি ॥

সন্ধারণাৎ, অধোবাতমলমূত্রাদীনাম্।

পরিবর্জনার্থে অজীর্ণের কারণ বলা যাইতেছে। অধিক পরিমাণে জলপান অথবা ভোজনের নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ভোজন করিলে, অধোবাত বা মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে বা নিদ্রার বিপর্য্যয় ঘটিলে কিম্বা যথা সময়ে সাত্ম্য অন্ন লঘু পরিমাণে ভোজন করিলে অন্ন জীর্ণ হয় না। ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধ লোভ বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী অথবা রোগ ও দৈন্যাবস্থায় নিপীড়িত হইলে সম্যক্ প্রকারে অন্নের পরিপাক হয় না।

অধ্যশনলক্ষণমাহ।

অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে।

অধ্যশনের লক্ষণ।

ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে যদি পুনরায় ভোজন করা যায় তাহাকে অধ্যশন বলে।

তন্নিবারয়ন্নাহ।

প্রাগ্‌ভুক্তে ত্বনলে মন্দে দ্বিরন্নো ন সমাহরেৎ।

অস্যায়মর্থঃ। প্রাতর্ভুক্তেঽজীর্ণে স ত অহন্যেব পুন র্ন ভুঞ্জীত ইত্যর্থঃ। রাত্রৌ পুনস্তথাপি সতি ভুঞ্জীতৈব।

অধ্যশন নিবারণপূর্ব্বক কহিয়াছেন—প্রাতঃকালে ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে পুনরায় দিবাভাগে ভোজন করিবে না কিন্তু রাত্রিতে ভোজন করিবে।

যত আহ সুশ্রুত এব।

প্রাতরাশে ত্বজীর্ণে তু সায়মাশো ন দুষ্যতীতি।
পূর্ব্বভুক্তে বিদগ্ধেঽন্নে ভুঞ্জানো হন্তি পাবকম্॥

অস্যায়মর্থঃ। 'পূর্ব্বভুক্তে' রাত্রিভুক্তে অন্নে বিদগ্ধে "কিঞ্চিৎ পক্কে কিঞ্চিদপক্কে" প্রাতর্ভুঞ্জানঃ পাবকং হন্তীত্যর্থঃ।

যত আহ।

সায়মাশে ত্বজীর্ণে তু প্রাতর্ভুক্তং বিষোপমমিতি।

সুশ্রুত ও কহিয়াছেন—প্রাতঃকালীন আহার জীর্ণ না হইলে সায়ংকালে পুনর্ব্বার আহার করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু রাত্রিভুক্ত অন্ন সম্যক্‌প্রকারে জীর্ণ না হইলে প্রাতঃকালে পুনরায় আহার করিলে পাচকাগ্নি মন্দীভূত হয়। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "সায়ংভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে প্রাতঃকালে ভোজন করিলে তাহা বিষতুল্য হয়।"

সায়মাশাজীর্ণে ভোজনোপায়মাহ।

ভবেদ্যদি প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্।
বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জীত চান্নং মিতমন্নকালে॥

রাত্রিভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে ভোজনের উপায়।

প্রাতঃকালে অজীর্ণ শঙ্কা হইলে হরিতকীচূর্ণ, শুণ্ঠী ও সৈন্ধব লবণ একত্রে শীতল জল দিয়া সেবন করিয়া আহারকালে অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে।

আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্বিদ্বান্নাহ্নি সেবেত কামিনীম্।
অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ॥

'অবশঃ' অজিতেন্দ্রিয়ঃ।

মৈথুন।—পণ্ডিতেরা আয়ুঃক্ষয়ের ভয়ে দিবাভাগে স্ত্রীসহবাস করিবে না। যদি কখন ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া দিবাভাগে মৈথুনেচ্ছা জন্মে তাহা হইলে গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে। কিন্তু অপর ঋতুতে দিবামৈথুন নিষিদ্ধ।

আস্যা বর্ণকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যসুখপ্রদা।
অধ্বা বর্ণকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যবিনাশনঃ॥
যত্তু চংক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ।
তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নিপ্রদমিন্দ্রিয়বোধনম্॥

পথ ভ্রমণ না করিলে বর্ণের উজ্জ্বলতা, কফ ও স্থূলতা বৃদ্ধি হয় এবং শরীর সুকুমার ও সচ্ছন্দ হয়। সুতরাং পথভ্রমণে বর্ণের উজ্জ্বলতা, কফ, স্থূলতা ও সুকুমারতা নাশ হয়। অতিশয় ভ্রমণ নিষিদ্ধ। যে ভ্রমণ শরীরের পক্ষে অতিশয় পীড়াকর নহে তাহাতে আয়ুঃ, বল, মেধা, অগ্নি ও সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

উষ্ণীষধারণম্।

উষ্ণীষং কান্তিকৃৎ কেশ্যং রজোবাতকফাপহম্।
লঘু তচ্ছস্যতে যস্মাৎ গুরু পিত্তাক্ষিরোগকৃৎ॥

উষ্ণীষধারণ—উষ্ণীষ ধারণ করিলে মস্তকের কান্তি ও কেশ বৃদ্ধি হয় এবং ধূলি, বাত, ও কফ নিবারিত হয়। লঘু উষ্ণীষই প্রশস্ত। কারণ উষ্ণীষ গুরু হইলে পৈত্তিক ও চক্ষুরোগ জন্মে।

উপানদ্ধারণম্।

উপানদ্ধারণং নেত্র্যমায়ুষ্যং পাদরোগহৃৎ।
সুখপ্রচারমোজস্যং বৃষ্যঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥
পাদাভ্যামনুপানদ্ভ্যাং সদা চংক্রমণং নৃণাম্।
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমিন্দ্রিয়ঘ্নমদৃষ্টিদম্॥

চর্ম্মপাদুকাধারণ—চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, পাদরোগ জন্মে না, ভ্রমণে সুখ হয়, এবং পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হয়। চর্ম্মপাদুকা ব্যতিরেকে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে শরীর অসুস্থ হয় এবং আয়ু, ইন্দ্রিয়শক্তি ও দৃষ্টির হ্রাস হয়।

ছত্রধারণমাহ।

ছত্রস্য ধারণং বর্ষাতপবাতরজোঽপহম্।
হিমঘ্নং হিতমক্ষ্ণোশ্চ মাঙ্গল্যমপি কীর্ত্তিতম্॥

ছত্রধারণ—মাঙ্গল্যজনক ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর। উহা ধারণ করিলে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, হিম ও ধূলি নিবারিত হয়।

দণ্ডধারণম্।

সত্ত্বোৎসাহবলস্থৈর্য্যধৈর্য্যবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
অবষ্টম্ভকরঞ্চাপি ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণম্॥

দণ্ডধারণ—দণ্ডধারণ করিলে বল, সত্ত্ব, উৎসাহ, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারা যায় এবং মনে ভয় থাকে না।

যানারোহণম্।

ঊর্দ্ধাচ্ছাদনসংযুক্তা শিবিকা সর্ব্ববল্লভা।
তস্যামারোহণং নৃণাং ত্রিদোষশমনকং মতম্॥
বাতশ্লেষ্মগদার্ত্তানামহিতা জলযানতরিঃ।
পিত্তানিলকরো হস্তী লক্ষ্ম্যায়ুঃপুষ্টিবর্দ্ধনঃ॥
ঘোটকারোহণং বাতপিত্তাগ্নিশ্রমকৃন্মতম্।
মেদোবর্ণকফঘ্নঞ্চ হিতং তদ্বলিনাং পরম্॥

যানারোহণ—যানের মধ্যে ঊর্দ্ধাচ্ছাদনযুক্ত শিবিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে আরোহণ করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয়। বাতশ্লেষ্মা-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তরিতে আরোহণ করা হিতকর নহে। হস্তীতে আরোহণ করিলে পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ হয়, দেহ পুষ্ট হয় এবং লক্ষ্মীলাভ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অশ্বারোহণ করিলে অতিশয় শ্রান্তিবোধ হয়, বায়ু, পিত্ত ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং মেদ, বর্ণ ও কফের নাশ হয়। অতএব বলিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই অশ্বারোহণ হিতকর।

অথাতপঃ।

আতপঃ স্বেদমূর্চ্ছাস্রপিত্ততৃষ্ণাক্লমভ্রমান্।
দাহং বিবর্ণতাং কুর্য্যাদেতান্ ছায়া ব্যপোহতি॥

আতপ—আতপ স্বেদ, মূর্চ্ছা, চক্ষের জল, পিত্ত, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শ্রান্তি, দাহ ও বিবর্ণতা উৎপন্ন করে এবং ছায়া উহাদিগকে নিবারণ করে।

বৃষ্টিমাহ।

বৃষ্টির্বৃষ্যা হিমা বল্যা নিদ্রালস্যবিধায়িনী।

বৃষ্টি—বৃষ্টির জল বৃষ্য, শীতল, বলকারক এবং নিদ্রা ও আলস্যজনক।

কুহতিঃ।

ভয়াবহা মোহকরী কুহ'ত্তঃ কফবাতলা।
কুহতিঃ কুহেশ ইতি লোকে।

কুহতি—কুহতি (কুয়াশা) ভয়াবহ, মোহকর, বাতল ও কফজনক।

অগ্নিমাহ।

অগ্নির্বাতকফস্তম্ভশীতবেপথুনাশনঃ।
আমাভিষ্যন্দশমনো রক্তপিত্তপ্রকোপনঃ॥

অগ্নি—অগ্নি সেবন করিলে বায়ু, কফ, স্তব্ধতা, শীত, কম্প, আম, ও অভিব্যন্দের শান্তি এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ হয়।

অথ ধূমঃ।

সদ্যঃ শ্লেষ্মকরো ধূমো নেত্রয়োরহিতো ভৃশম্।
শিরোগৌরবকৃচ্ছাপি বাতপিত্তঞ্চ কোপয়েৎ॥

ধূম—ধূম সদ্য শ্লেষ্মাকারী, ও চক্ষের অতিশয় অহিতকর। ধূমসেবনে মস্তক ভার এবং বাত ও পিত্তের প্রকোপ হয়।

অথাচারঃ।

মৈত্রং সদ্ভিরসদ্ভিশ্চ কুর্য্যাৎ সৎসু তু সর্ব্বথা (১)।
সংসর্গং সাধুভিঃ কুর্য্যাদসৎসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
"সৎসু তু সর্ব্বথা।" সজ্জনেষু মনোবাকর্ম্মভিঃ।

সদাচার।

সৎ ও অসৎ উভয়েরই সহিত মিত্রতা করা উচিত। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে অসতের সহিত মৌখিক মিত্রতা কিন্তু সজ্জনের সহিত কায়মনোবাক্যে মিত্রতা রক্ষা করিবে। সর্ব্বদা সাধুলোকের সংসর্গে থাকিবে এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

সেবেত দেবভূদেববৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্।
বিমুখানার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত কামপি॥
গুরূণাং সন্নিধৌ তিষ্ঠেৎ সদৈব বিনয়ান্বিতঃ।
পাদপ্রসারণাদীনি তত্র নৈব সমাচরেৎ॥
অপকারপরেঽপি স্যাদুপকারপরঃ পুমান্।
আত্মবৎ সকলান্ পশ্যেদ্বৈরিণো দূরতো বসেৎ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বৈদ্য, রাজা ও অতিথিকে সর্ব্বদা সেবা করিবে এবং যাচককে বিমুখ বা কাহারও অপমান করিবে না। গুরুজনের নিকট সতত বিনয়ান্বিত থাকিবে এবং তাহাদিগের সম্মুখে কদাচ পাদপ্রসারণাদি করিবে না। অপকারী ব্যক্তিরও উপকার করিবে। সকলকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিবে এবং শত্রু হইতে দূরে থাকিবে।

ন কশ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্।
প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ॥

কেহ আপনার শত্রু হইলে অথবা আপনার কাহারও সহিত শত্রুতা থাকিলে, কাহারও নিকট অবমানিত হইলে এবং প্রভুর অস্নেহভাব দেখিলে প্রকাশ করিবে না।

নাত্মানমুদকে পশ্যেন্ন নগ্নঃ প্রবিশেজ্জলম্।
তথা নাজ্ঞাতগাম্ভীর্য্যং ন হিংস্রপ্রাণিসেবিতম্॥
কালে হিতং মিতং সত্যং সম্বাদি মধুরং বদেৎ।
ভুঞ্জীত মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং কালে হিতং মিতম্॥

(১) মৈত্রং সদ্ভিঃ সমং কুর্য্যাৎ স্নেহং সৎসু তু সর্ব্বথা ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত ন চ নির্লবণং তথা।
নামুদ্গযূষং নাক্ষৌদ্রং ন চাপ্যঘৃতশর্করম্॥
জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥
নৈকঃ সুখী ন সর্ব্বত্র বিশ্বস্তো ন চ শঙ্কিতঃ।
নোদ্যমে বিরমেৎ ক্বাপি হেত্বাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু॥
'হেতৌ' ফলহেতৌ। 'উদ্যমে' ফলে ধনাদৌ।

জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না অথবা বিবস্ত্র হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না। যে জলাশয়ের গভীরতা জানা নাই এবং যাহাতে হিংস্র জন্তু বাস করে তাহাতে অবতরণ করিবে না। সময় বিবেচনা করিয়া, হিতজনক, পরিমিত, সম্বাদী, সত্য ও মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। নিয়মিত সময়ে স্নিগ্ধ, মধুর, হিতকর ও পরিমিত ভোজন করিবে। রাত্রিতে অথবা লবণ ব্যতিরেকে দধিভোজন করিবে না। মুদ্গযূষ, মধু, বা শর্করা ব্যতিরেকে এবং অঘৃত দধিভোজন নিষিদ্ধ। যাঁহারা পরের আরাধনাতে পণ্ডিত তাঁহারা লোকের আশয় বুঝিয়া যিনি যেরূপে সন্তুষ্ট হন তাঁহাকে সেইরূপেই পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। একাকী সুখভোগ করিবে না। সকলকে বিশ্বাস বা সকল বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি ধন প্রাপ্তির আশায় উদ্যত হইয়াছে সে তাহা হইতে কখন বিরত হইবে না এবং কোন কারণে যদি অন্যের ঐশ্বর্য্য হয় তাহা হইলে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

বেগং ন ধারয়েৎ কিঞ্চিৎ মনোবেগান্ বিধারয়েৎ।
ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি নচৈতান্যতিলালয়েৎ॥

মলমূত্রাদির বেগ কদাচ ধারণ করিবে না, কিন্তু মনোবেগ ধারণ করিবে। ইন্দ্রিয়কে অতিশয় সংযত করিবে না। অথবা অধিক ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হইবে না

বর্ষাতপাদিষু চ্ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
সোপানৎকশ্চনুং রক্ষেৎ বিচরেদ্যুগমাত্রদৃক্॥
'যুগমাত্রদৃক্' অগ্রতো হস্তচতুষ্টয়মিতাং ভূমিং পশ্যন্।
নদীন্তরেন্ন বাহুভ্যাং নাগ্নিস্কন্ধমভিব্রজেৎ।
সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেদ্দুষ্টযানবৎ॥
'দুষ্টযানং' দুষ্টগজঘোটকাদি।
নাসংবৃতমুখং কুর্য্যাৎ সভায়াং সুবিচক্ষণঃ।
কাসং হাসং তথোদ্গারং জৃম্ভণং ক্ষবথুং তথা॥
নাসিকাং ন বিকুঞ্চীয়ান্নাসীতোৎকটুকঃ ক্বচিৎ।
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্ন নখেন লিখেদ্ভুবম্॥

বর্ষা ও রৌদ্রের সময় ছত্র ধারণ, রাত্রিকালে বা বনে গমন করিতে হইলে দণ্ডধারণ, ভ্রমণকালে সম্মুখবর্ত্তী চতুর্হস্তপ্রমাণ ভূমিনিরীক্ষণ এবং উপানদ্ধারণ প্রভৃতি হিতকরকার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করিবে। সন্তরণপূর্ব্বক নদী পার হইবে না। অগ্নিস্কন্ধে প্রবেশ করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকা বা বৃক্ষকে দুষ্ট গজাদি যানের তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে আরোহণ করিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি সভাতে হাস্য, কাস, উদ্গার, জৃম্ভন বা ক্ষবথু (হাঁচি) করিতে হইলে মুখ আচ্ছাদিত করিবে। নাসিকা বিকুঞ্চিত করিবে না। কদাচ উৎকটুকাসনে উপবেশন করিবে না, অধিক ক্ষণ ঊর্দ্ধজানু হইয়া থাকিবে না এবং নখ দিয়া ভূমি লেখন করিবে না।

সম্মার্জ্জনীরজো নৈব দেহে দধ্যাৎ কদাচন।
ন নখেন তৃণং ছিন্দ্যাদোচ্ছিষ্টো ব্রাহ্মণং স্পৃশেৎ॥
নোপরক্তং নচোদ্যন্তং নাস্তং যান্তং দিবাকরম্।
সর্ব্বথা ন সমীক্ষেত ন জলে প্রতিবিম্বিতম্॥
নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মদীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ।
পৌরন্দরং ধনুর্নৈব দর্শয়েৎ কমপি ক্বচিৎ॥
নেচ্ছেদ্ বলবতা যুদ্ধং ন ভারং শিরসা বহেৎ।
গাত্রং ন নাদয়েৎ কেশান্ হস্তেন ধুনুয়ান্ন চ॥
ন গচ্ছেৎ পূজ্যয়োর্ম্মধ্যে দম্পত্যোরন্তরেণ চ।
রিপোরন্নং ন ভুঞ্জীত গণিকান্নমপি ক্বচিৎ॥
প্রতিভূর্ন ভবেৎ ক্বাপি ন চ সাক্ষী বৃথা ভবেৎ।

'প্রতিভূঃ' জামিনঃ।

ছদ্মং ন ধারয়েজ্জাতু দ্যূতং দূরাৎ পরিত্যজেৎ॥

'ছদ্মং' কপটরূপং।

বিশ্বাসং নাচরেৎ স্ত্রীণাং তাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ নাচরেৎ।
রক্ষণীয়াঃ সদা যত্নাৎ যৌবনে তু বিশেষতঃ॥
ন ভিন্নে শয়নে সুপ্যান্নানেকবিবরেঽপিচ।
নৈকো দেবালয়ে নৈব রাত্রৌ তরুতলেঽপিচ॥
এবং দিনানি গময়েৎ সদাচারপরঃ সদা।
ততো রাত্রিপ্রযুক্তানি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ॥
ইত্যাচারং সমাসেন ভাষিতং যঃ সমাচরেৎ।
স বিন্দত্যায়ুরারোগ্যং প্রীতিং ধর্ম্মং ধনং যশঃ॥

সম্মার্জ্জনীর (ঝাঁটা) ধূলা কদাচ গাত্রে লাগাইবে না এবং নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না। রাহুগ্রস্ত, উদিত, অস্তগত বা জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কদাচ নিরীক্ষণ করিবে না, সতত সূক্ষ্ম, দীপ্ত, অপবিত্র, বা অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না এবং কাহাকেও ইন্দ্রধনু দর্শন করাইবে না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিবে না অথবা মস্তকে ভার বহন করিবে না। হস্তদ্বারা গাত্রনাদন বা কেশ ধুনিত করিবে না। পূজ্যব্যক্তির বা দম্পতির মধ্যে গমন করিবে না। শত্রু বা গণিকার অন্ন ভোজন করিবে না। কখন কাহারও জামিন বা বৃথা সাক্ষী হইবে না। কদাচ ছদ্মবেশ ধারণ করিবে না, দ্যূতক্রীড়া দূরে বর্জ্জন করিবে। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না অথবা তাহাদিগকে স্বাধীন হইতে দিবে না। সর্ব্বদা বিশেষতঃ যৌবনকালে তাহা-দিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। ভিন্ন বা বহুবিবরযুক্ত স্থানে কদাচ শয়ন করিবে না। রাত্রিতে একাকী দেবালয়ে বা তরুতলে অবস্থান করিবে না। সর্ব্বদা এইরূপ সদাচারপর হইয়া দিনযাপন করিবে। অনন্তর রাত্রিপ্রযুক্ত কার্য্য সমাধা করিবে। যে সদাচার বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলাম যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিবেন তিনি আয়ু, আরোগ্য প্রীতি, ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ লাভ করিবেন।

অথ সন্ধ্যায়াং নিষিদ্ধানি কর্ম্মাণি।

এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েৎ বুধঃ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সম্পাঠং গতিমধ্বনি॥
ভোজনাজ্জায়তে ব্যাধি র্মৈথুনাদ্গর্ভবৈকৃতিম্।
নিদ্রায়া নিঃস্বতা পাঠাদায়ুর্হানির্গতের্ভয়ম্॥

অনন্তর সন্ধ্যাকালে যে সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ তাহা বর্ণিত হইতেছে।

পণ্ডিতগণ আহার, মৈথুন, নিদ্রা, পাঠ ও অধ্বগমন এই পাঁচটী কর্ম্ম সন্ধ্যা-কালে বর্জ্জন করিবেন। কারণ সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে দেহ পীড়িত হয়, মৈথুন

করিলে গর্ভ বিকৃতভাবাপন্ন হয়, নিদ্রিত হইলে মিষ্টতা ও পাঠ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় এবং পথ চলিলে ভয় জন্মে।

অথ রাত্রিচর্য্যামাহ।

জ্যোৎস্না শীতা স্মরানন্দপ্রদা তৃট্‌পিত্তদাহহৃৎ।
ততো হীনগুণঃ কুর্য্যাদবশ্যায়োঽনিলকফম্॥

রাত্রিচর্য্যা।

জ্যোৎস্না শীতল, কামোদ্দীপক, আনন্দজনক, এবং পিত্ত, তৃষ্ণা ও দাহের শান্তিকারক; কিন্তু তদপেক্ষা হীনগুণ অবশ্যায়, বায়ু ও কফের বৈগুণ্যজনক।

তমোভয়াবহং মোহদিগ্‌ভ্রমজনকস্তবেৎ।
পিত্তহৃৎকফহৃৎ কামবর্দ্ধনং ক্লমকৃচ্চ তৎ॥

অন্ধকার—অন্ধকারে বিচরণ করিলে ভয়, মোহ ও দিগ্‌ভ্রম জন্মে, পিত্ত ও কফের শান্তি হয়, কাম বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের ক্লান্তিবোধ হয়।

রাত্রৌ চ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথমপ্রহরান্তরে।
কিঞ্চিদূনং সমশ্নীয়াৎ দুর্জ্জরন্তত্র বর্জ্জয়েৎ॥

রাত্রিকালে একপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে এবং অধিক পরিমাণে বা দুর্জ্জর দ্রব্য ভোজন করিবে না।

শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।
অব্যবায়াৎস্নেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥
বালেঽতি গীয়তে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।
ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি॥
তদূর্দ্ধমধিরূঢ়া স্যাৎ পঞ্চাশদ্বৎসরাবধি।
বৃদ্ধা তৎপরতো জ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা॥
'অধিরূঢ়া' প্রৌঢ়া।
নিদাঘশরদোর্ব্বালা হিতা বিষয়িণী মতা।
তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ॥
নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলম্।
তরুণী হ্রাসয়েচ্ছক্তিং প্রৌঢ়োত্থাবয়তে জরাম্॥
সদ্যো মাংসং নবান্নং বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকে স্নানং সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥
পূতিমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥
প্রাণশব্দোঽত্র বলবাচকঃ। 'বালার্কঃ' 'কন্যার্কঃ'।
বৃদ্ধোঽপি তরুণীং গত্বা তরুণত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বয়োঽধিকাং স্ত্রিয়ং গত্বা তরুণঃ স্থবিরায়তে॥
আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

মনুষ্যের শরীরে নিত্য মৈথুনের ইচ্ছা জন্মে। মৈথুন না করিলে মেহ ও মেদ বর্দ্ধিত এবং শরীর শিথিল হয়। অতএব দেহ রক্ষার জন্য মৈথুনও আবশ্যক। ষোড়শ বৎসরের অনধিক বয়স্কাস্ত্রীলোককে বালা, তদুত্তর দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, তদুত্তর পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা নারীকে বৃদ্ধা বলা যায়। নারী বৃদ্ধ হইলে সুরতকার্য্যে অসমর্থ হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা, শীতকালে তরুণী এবং বর্ষা ও বসন্তকালে প্রৌঢ়াস্ত্রী মৈথুনের পক্ষে হিতকারিণী ও বিষয়িণী। নিত্য বালাস্ত্রী সেবন করিলে নিত্য বল বর্দ্ধিত, তরুণীস্ত্রীসেবনে শক্তির হ্রাস এবং প্রৌঢ়াস্ত্রীসেবনে দেহ বৃদ্ধভাবাপন্ন হয়। সদ্যমাংস, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বালা স্ত্রী, ক্ষীরভোজন, ঘৃতভোজন এবং উষ্ণজলে স্নান এই ছয়টি সদ্য বলকারক। পূতিমাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, আশ্বিন মাসের রৌদ্র, তরুণ দধি, প্রভাতে মৈথুন

ও মিশ্রা এই ছয়টি সন্ত বলনাশক। তরুণীস্ত্রীসেবনে বৃদ্ধের ও তরুণত্বপ্রাপ্তি এবং বয়োধিকা স্ত্রীগমনে যুবা ব্যক্তিরও স্থবিরত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মিতরূপে স্ত্রীগমন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের মন্দতা, শরীর পুষ্ট, বর্ণ উজ্জ্বল ও বল বর্দ্ধিত হয়, এবং দেহের মাংস সকল স্থির ও উপচিত হয়।

সেবেত কামতঃ কামং বলাদ্বাজীকৃতো হিমে।
প্রকামস্তু নিষেবেত মৈথুনং শিশিরাগমে।
ত্র্যহাদ্বসন্তশরদোঃ পক্ষাৎ বৃষ্টিনিদাঘয়োঃ॥

সুশ্রুতস্তু।

ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমেয়াৎ প্রমদাং নরঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎপক্ষাদ্ব্রজেদ্বুধঃ॥

'সমেয়াৎ' সঙ্গচ্ছেৎ। 'ঘর্ম্মে' গ্রীষ্মে।

শীতে রাত্রৌ দিবা গ্রীষ্মে বসন্তে তু দিবানিশি।
বর্ষাসু বারিদধ্বানে শরৎসু সরসঃ স্মরঃ॥
নোপেয়াৎ পুরুষো নারীং সন্ধ্যয়োর্ন চ পর্ব্বসু।
গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রে চ তথা মধ্যদিনেঽপি চ॥
বিহারস্তার্য্যয়া কুর্য্যাদ্দেশেঽতিশয়সংবৃতে।
রম্যে শ্রব্যাঙ্গনাগানে সুগন্ধে সুখমারুতে॥
দেশে গুরুজনাসন্নে বিবৃতেঽতিত্রপাকরে।
শ্রূয়মাণব্যথাহেতুবচনে চ রমেত ন॥
স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধঃ সুমনোঽন্বিতঃ।
ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বূলবদনঃ পত্ন্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥

হেমন্ত কালে বাজীকৃত হইয়া বলপূর্ব্বক ও কামতঃ মৈথুন করিবে। শীতকালে ইচ্ছা হইলেই মৈথুন কর্ত্তব্য। বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর এবং বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর মৈথুন করিলে শরীরের পক্ষে কোন অনিষ্ট হয় না। সুশ্রুতও কহিয়াছেন যে, পণ্ডিতগণ সকল ঋতুতে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবেন। শীতকালে রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে, বসন্তকালে দিবানিশি, বর্ষাকালে মেঘগর্জ্জন করিলে এবং শরৎকালে কামের উদ্রেক হইলেই মৈথুন করিলে ক্ষতি নাই। সন্ধিকালে বা পঞ্চপর্ব্বে, গোসর্গে, (প্রত্যূষে,) অর্দ্ধরাত্রে, বা মধ্যদিনে, নারীতে উপগত হওয়া উচিত নহে। অতিশয় সংবৃত ও রম্যস্থানে এবং সুশ্রাব্য অঙ্গনার গান শ্রবণ করিলে ও সুগন্ধী মলয় পবন বহিতে থাকিলে ভার্য্যার সহিত বিহার করিবে। গুরুজন নিকটে থাকিলে, অতিশয় বিবৃত ও লজ্জাজনক স্থানে অথবা ব্যথাজনক বাক্য শ্রবণ করিলে মৈথুন করিবে না। স্নান করিয়া, গাত্রে সুগন্ধ ও চন্দনের লেপ দিয়া, উত্তম বেশ, বসন ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক, বলকর দ্রব্য আহার করিয়া, তাম্বূল দ্বারা বদন রঞ্জিত করত এবং পত্নীতে অতিশয় কামাসক্ত হইয়া পুরুষ পুত্রার্থী হইয়া নারীর সহিত শুভ শয্যায় শয়ন করত প্রসন্ন মনে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবেন।

অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুধান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ
বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্

'রোগী' মৈথুনসম্বর্দ্ধনীয়রোগযুক্তঃ। ...।

ভার্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুর্য্যাৎ জন
অভিকামোঽভিকামাক্ত মত্তো মত্তা[illegible]ন।

সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণবৃংহিতঃ।
রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াস্তথা॥
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্।
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগসমন্বিতাম্॥
সগোত্রাঙ্গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি।
নাভিগচ্ছেৎপুমান্নারীং ভূরিবৈগুণ্যশঙ্কয়া॥
রজস্বলামভিবতো নরস্যাসংযতাত্মনঃ।
দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ॥
লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু।
বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবনক্ষয়ঃ॥
'লিঙ্গিনীম্' প্রব্রজিতাম্।
গর্ভিণ্যাং গর্ভপীড়া স্যাদ্ব্যাধিতায়াং বলক্ষয়ঃ।
হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যাং ক্ষামাস্বন্ধ্যামসংবৃতে।
দেশেঽভিগচ্ছতো রেতঃ ক্ষীণং ম্লানং মনো ভবেৎ॥

গর্ভিণীং গর্ভবাসদিবসাৎ দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভ স্থিতৌ নিশ্চয়ে যথোক্তনক্ষত্রাদিলাভে বা তৃতীয়ে মাসি পুংসবনে কৃতে নাভিগচ্ছেৎ। যতঃ পুংসবনানন্তরমাহ ব্যাসঃ।
তত্যজেন্নদীতীরং দেবখাতোদকং তথা।
ভর্ত্তুঃ শয্যাং মৃতাপত্যাং তথৈবামিষভোজনম্॥
অন্যচ্চ
আমিষস্যাশনং যত্নাৎ প্রমদা পরিবর্জ্জয়েৎ।
দেবারামনদীযানং প্রয়োগং পুরুষস্য চ॥

অতিভুক্ত, অধৃতি, ক্ষুধার্ত্ত, ব্যথিতাঙ্গ, পিপাসিত, বালক, বৃদ্ধ, বেগার্ত্ত এবং যে সকল রোগ মৈথুনের পক্ষে হিতকর নহে তাদৃশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মৈথুন নিষিদ্ধ। রূপবতী, সদ্গুণসম্পন্না, তরুণী, শীলা, সদ্বংশজাতা, অভিকামা, বৃদ্ধালঙ্কৃতা ও হৃষ্টা ভার্য্যার সহিত বাজী- [illegible] দ্বারা বৃংহিত ও অতিশয় কামাতুর [illegible]মনে যথানিয়মে মৈথুন আচ- [illegible]। রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, বর্ণজ্যেষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধি-পীড়িত, হীনাঙ্গী, গর্ভিণী, দ্বেষ্যা, যোনি-রোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী ও প্রব্রজিতা নারীতে মৈথুন আচরণ করিবে না; যে হেতু তাহাতে অতিশয় বৈগুণ্য শঙ্কা আছে। যে ব্যক্তি আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে তাহার দৃষ্টি, আয়ু ও তেজের হানি এবং অধর্ম্ম হয়। প্রব্রজিতা, গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধাতে উপরত হইলে এবং সন্ধিকালে বা পঞ্চপর্ব্বে মৈথুন আচরণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। গর্ভিণী স্ত্রীতে গমন করিলে গর্ভপীড়া জন্মে, ব্যাধিমতীতে গমন করিলে বলক্ষয় হয় এবং হীনাঙ্গী, মলিনা, বন্ধ্যা, দ্বেষ্যা ও দুর্ব্বলা স্ত্রীতে এবং অসংবৃত স্থানে মৈথুন আচরণ করিলে বীর্য্য ক্ষীণ ও মন অপ্রসন্ন হয়। এস্থলে গর্ভিণী শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে গর্ভবাস দিবস হইতে দ্বিতীয় মাসে অর্থাৎ গর্ভস্থিতির নিশ্চয় হইলে, অথবা যদি যথোক্ত নক্ষত্রাদি লাভ হয় তাহা হইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন সমাপন হইলে মৈথুন আচরণ করিবে না। কারণ ব্যাস কহিয়াছেন পুংসবনের পর স্ত্রী-লোক নদীতীর, বা দেবখাতের জল, ভর্ত্তার সহিত এক শয্যায় শয়ন, মৃতবৎসাকে স্পর্শ, এবং আমিষ ভোজন বর্জন করিবে। তন্ত্রান্তরে ও উক্ত আছে যে গর্ভিণী নারী আমিষ ভোজন, দেবস্থানে গমন, জল-যান এবং পুরুষের সহিত সহবাস যত্ন-পূর্ব্বক বর্জন করিবে।

ক্ষুধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহ্নে তৃষিতোঽবলঃ।
স্থিতস্য হানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি॥
ব্যাধিতস্য রুজা প্লীহা মূর্চ্ছা মৃত্যুশ্চ জায়তে।
প্রত্যূষে চার্দ্ধরাত্রে চ বাতপিত্তে প্রকুপ্যতঃ॥
তির্য্যগ্যোনাবযোনৌ বা দুষ্টযোনৌ তথৈব চ।
উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রসুখক্ষয়ঃ॥
উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে।
উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্ত সম্ভবঃ॥
সর্ব্বমেতত্ত্যজেত্তস্মাদ্ যতো লোকদ্বয়াহিতম্।
শুক্রন্তুপস্থিতং মোহান্ন সন্ধার্য্যং কদাচন॥

ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুব্ধচিত্ত, তৃষিত ও দুর্ব্বল অবস্থায় অথবা মধ্যাহ্নকালে, মৈথুন আচরণ করিলে শুক্রের হানি ও বায়ুর প্রকোপ হয়। ব্যাধিত ব্যক্তির মৈথুনে পীড়া, প্লীহা, ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। প্রত্যূষে অথবা অর্দ্ধরাত্রে মৈথুন আচরণ করিলে বাত ও পিত্তের প্রকোপ হয়। তির্য্যগ্যোনি, অযোনি বা দুষ্টযোনিতে মৈথুন আচরণ করিলে উপদংশ (গরমি) রোগ জন্মে, বায়ুর প্রকোপ এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হয়। মৈথুনকালে মল বা মূত্রের বেগ ধারণ অথবা রেতোধারণ করিলে এবং উত্তান হইয়া শয়ন করিলে শীঘ্র শুক্রাশ্মরীরোগ (পাতরী) জন্মে। অতএব লোকদ্বয়ের হিতের জন্য ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ক্ষরণোন্মুখ শুক্রকে মোহপ্রযুক্ত কদাচ ধারণ করিবে না।

স্নানং সশর্করং ক্ষীরং ভক্ষ্যমৈক্ষবসংস্কৃতম্।
বাতো মাংসরসঃ স্বপ্নো ব্যবায়ান্তে হিতা অমী॥
শূলকাশজ্বরশ্বাসকার্শ্যপাণ্ড্বাময়ক্ষয়াঃ।
অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ॥

স্নান, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধ, ঐক্ষবসংস্কৃত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন, মাংসরস এবং নিদ্রা, মৈথুনান্তে এই কয়টি হিতকর জানিবে। অতিরিক্ত মৈথুনদ্বারা জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, কার্শ্য, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং আক্ষেপ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং কফদোষবিষার্ত্তিজিৎ।
নিদ্রা তু সেবিতা কালে ধাতুসাম্যমতন্দ্রিতম্।
পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহং বহ্নিদীপ্তিং করোতি হি॥
যো লেঢ়ি শয়নসময়ে মধুমিশ্রং বীজপূরদলচূর্ণম্।
স ব্রীড়াকরবাতপ্রসরনিরোধাৎ সুখং স্বপিতি॥
সবিতুঃ সমুদয়কালে প্রসৃতীঃ সলিলস্য পিবেদষ্টৌ।
রোগজরাপরিমুক্তো জীবেৎ বৎসরশতং সাগ্রম্॥
অস্য জলপানস্যোপক্রমকালো রাত্রেশ্চতুর্থপ্রহরপ্রবেশঃ॥

রাত্রিজাগরণ করিলে শরীর রুক্ষ হয় এবং কফদোষ ও বিষদোষ নিবারিত হয়। নিয়মপূর্ব্বক নিদ্রা সেবিত হইলে ধাতুর সমতা, অতন্দ্রিতা, শরীরের পুষ্টি, বল ও উৎসাহ জন্মে, বর্ণ উজ্জ্বল এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি শয়নকালে টাবা লেবুর পাতা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করে সে লজ্জাকর বাতরোগের দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। সূর্য্যোদয়কালে যে ব্যক্তি আট প্রসৃতিপরিমিত জল পান করে সে সকল প্রকার রোগ ও জরা হইতে বিমুক্ত হইয়া শত বৎসর সুস্থশরীরে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভই ঐ জল পানের উপক্রমকাল বুঝিতে হইবে।

তথাচ ভোজঃ।

পিবতি পর্য্যুষিতং জলমম্বহং তিমিরিণীচরমে প্রহরে যদীতি।

এতজ্জলপানকালমর্য্যাদা সূর্য্যোদয়াতিসন্নিহিত-প্রাক্কালঃ॥

তথাচ তন্ত্রান্তরে।

অম্ভসঃ প্রসৃতীরষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ।
বাতপিত্তকফান্ জিত্বা জীবেদ্বর্ষশতং সুখীতি॥
সলিলস্যাত্র পর্য্যুষিতগ্রহণং ভোজবচনানুরোধাৎ।

"রাত্রির শেষ প্রহরে যদি পর্য্যুষিত জল পান করে" এই ভোজবাক্যানুসারে সূর্য্যোদয়ের অতি সন্নিহিত প্রাক্কালই জলপানের পক্ষে প্রশস্ত জানিবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আট প্রসৃতি জল পান করা কর্ত্তব্য। কারণ তাদৃশ জলপানদ্বারা বাত, পিত্ত ও কফের শমতা হয় এবং সুখী হইয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে পারা যায়"। ভোজবাক্যের অনুরোধে এস্থলে পর্য্যুষিত জলগ্রহণেরই বিধি বুঝিতে হইবে।

অর্শঃ শোথগ্রহণ্যো জ্বরজঠরজরাকুষ্ঠমেদোবিকারাঃ
মূত্রাঘাতাস্রপিত্তশ্রবণগলশিরঃশ্রোণিশূলাক্ষিরোগাঃ।
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো-
স্তাং স্তানভ্যাসযোগাদপহরতি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥

রাত্রিশেষে জলপান অভ্যাস করিলে অর্শ, শোথ, গ্রহণী, জ্বর, পেটের পীড়া, জরা, কুষ্ঠ, মেদবৃদ্ধি, রোগাদি, মূত্রাঘাত, রক্তপিত্ত এবং কর্ণ, গলদেশ, মস্তক ও শ্রোণি দেশের শূল, চক্ষুরোগ এবং প্রাণিদিগের অন্যান্য বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ক্ষতজ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে তৎসমুদায়েরই উপশম হয়।

বিগতঘননিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলু নরো যো ঘ্রাণরন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতিপূর্ণশ্চক্ষুষা তার্ক্ষ্যতুল্যো-
বলিপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্ব্বিমুক্তঃ॥
নিশীথোঽত্র নিশান্ধকারঃ।
পাতব্যং নাসয়া নীরং প্রসৃতিত্রয়মাত্রয়া।

যখন প্রভাতের প্রভাবে রাত্রির ঘন অন্ধকার দূরীকৃত হয়, সেই সময়ে যে ব্যক্তি নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া নাসারন্ধ্রযোগে জলপান করে সে ব্যক্তি প্রখর বুদ্ধি এবং তার্ক্ষ্যতুল্য দৃষ্টি লাভ করে এবং বলি ও পলিতবিহীন হইয়া সর্ব্বরোগ হইতে বিমুক্ত হয়। উক্ত প্রকারে তিন প্রসৃতি জলপান করা কর্ত্তব্য।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাশশোথহরম্।
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিসঞ্জননম্॥
স্নেহে পীতে ক্ষতে শুদ্ধাবাধ্মানে স্তিমিতোদরে।
হিক্কায়াং কফবাতোত্থে ব্যাধৌ তদ্বারি বারয়েৎ॥
'তদ্বারি' নাসাপেয়ম্।

রাত্রিশেষে জলের নস্য লইলে ব্যঙ্গ, বলী, ও পলিত নিবারিত হয়, পীনস, বিস্বরতা, কাশ, ও শোথ প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এবং শরীরে রসের সঞ্চার হয়। স্নেহ দ্রব্য পান করিলে, ক্ষত হইলে, শুদ্ধাচারে থাকিলে,

উদর আধ্মাত বা স্তিমিত হইলে, এবং হিক্কা অথবা কফজ বা বাতজ রোগে প্রপীড়িত হইলে নাসারন্ধ্রে জলপান করিবে না।

অথর্ত্তুচর্য্যা।

চয়কোপশমা যস্মিন্ দোষাণাং সম্ভবন্তি হি।
ঋতুষট্কং তদাখ্যাতং রবে রাশিষু সংক্রমাৎ॥
গ্রীষ্মো মেষবৃষৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃণ্মিথুনকর্কটৌ।
সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ।
ধনুর্গ্রাহৌ চ হেমন্তো বসন্তঃ কুম্ভমীনয়োঃ॥

মেষবৃষে রবিণা সংক্রান্তৌ। এবং মিথুনকর্কটাবিত্যাদি।

ঋতুচর্য্যা।

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণপ্রযুক্ত ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। ঋতুকালে বাতাদিদোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও শমতা হইয়া থাকে। মেষ ও বৃষ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হইলে গ্রীষ্মঋতু এবং মিথুন ও কর্কট রাশিতে সংক্রমণ হইলে প্রাবৃট্ ঋতু বলা যায়। এইরূপ সিংহ ও কন্যা রাশিতে সংক্রমণ হইলে বর্ষা ঋতু, তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণ হইলে শরৎ ঋতু, ধনু ও মকরে সংক্রমণ হইলে হেমন্ত এবং কুম্ভ ও মীনে সূর্য্যের সংক্রমণ হইলে বসন্ত ঋতু বলা যায়। অর্থাৎ বৈশাখাদিক্রমে দুই দুই মাস করিয়া গ্রীষ্ম, প্রাবৃট্, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল হইয়া থাকে।

অন্যে তু

শিশিরঃ পুষ্পসময়ো গ্রীষ্মো বর্ষা শরদ্ধিমঃ।
মাঘাদিমাসযুগ্মৈস্তু ঋতবঃ ষট্ ক্রমাদমী॥
গঙ্গায়া দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্বহুলভাবতঃ।
উভৌ মুনিভিরাখ্যাতৌ প্রাবৃড়্বর্ষাভিধাবৃতূ॥
তস্যা এবোত্তরে দেশে হিমপ্রচুরভাবতঃ।
এতাবৃতূ সমাখ্যাতৌ হেমন্তশিশিরাবৃতূ॥
উত্তরায়ণমাদ্যৈস্ত্রৈঃ পরৈঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্।
আদ্যমুষ্ণং বলহরং ততোঽন্যদ্ বলদং হিমম্॥
হেমন্তঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুর্জ্জঠরবহ্নিকৃৎ।
শিশিরঃ শীতলোঽতীব রূক্ষো বাতাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

'স্বাদুঃ' প্রায়েণ দ্রব্যেষু স্বাদুরসজনকঃ। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যম্।

বসন্তো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরশ্চ সঃ।
গ্রীষ্মো রূক্ষোঽতিকটুকঃ পিত্তকৃৎ কফনাশনঃ॥
বর্ষাঃ শীতা বিদাহিন্যো বহ্নিমান্দ্যানিলপ্রদাঃ।
শরদুষ্ণা পিত্তকর্ত্রী নৃণাং মধ্যবলাবহা॥
চয়প্রকোপোপশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু।
বর্ষাদিষু চ পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু॥
চীয়তে লঘুরূক্ষাভিরোষধিভিঃ সমীরণঃ।
তদ্বিধস্তদ্বিধে দেহে কালস্যৌষ্ণ্যান্ন কুপ্যতি॥

'তদ্বিধঃ' রূক্ষো লঘুশ্চ। 'তদ্বিধে' রূক্ষে লঘৌ চ।

অম্লিরম্লবিপাকাভিরোষধিভিশ্চ তাদৃশম্।
পিত্তং যাতি চয়ং কোপং নতু কালস্য শৈত্যতঃ॥

'তাদৃশম্' অম্লবিপাকম্।

চীয়তে স্নিগ্ধশীতাভিরুদকৌষধিভিঃ কফঃ।
তুল্যে চ কালে দেহে চ স্কন্নত্বান্ন প্রকুপ্যতি॥

'তুল্যেঽপি কালে' স্নিগ্ধে শীতলে চ। 'স্কন্নত্বাৎ' শুষ্কত্বাৎ॥

হিমে যাতি শমং পিত্তং বায়ুঃ শ্লেষ্মা চ চীয়তে।
স বায়ুঃ শিশিরে কোপং যাত্যোষোপহতঃ কফঃ॥
হেমন্তে সঞ্চিতঃ শ্লেষ্মা শিশিরে স্ত্যতিচীয়তে।
শীতস্নিগ্ধগুরুদ্রব্যৈঃ শৈত্যাৎ স্কন্নো ন কুপ্যতি॥

'স্কন্নঃ' কঠিনীভূতঃ।

ইতি কালস্বভাবোঽয়মাহারাদিবশাৎ পুনঃ।
চয়াদীন্ যান্তি সদ্যোঽপি দোষাঃ কালে বিশেষতঃ॥

পূর্ব্বাহ্নে বসন্তস্য লিঙ্গং, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মস্য, অপরাহ্নে প্রাবৃষঃ, প্রদোষে বার্ষিকম্। শারদমর্দ্ধরাত্রে, প্রত্যুষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ।

এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষাদিলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জ্জানীয়াদিতি সুশ্রুতঃ।

চয়কোপসমান্ দোষা বিহারাহারসেবনৈঃ।
সমানৈর্যান্ত্যকালেঽপি বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ম্॥
'সমানৈঃ' তুল্যৈঃ, চয়াদিযোগ্যৈরিতি যাবৎ।
'বিপর্য্যয়ং' কালেঽপি বৈপরীত্যং।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে মাঘাদিক্রমে দুই দুই মাস করিয়া শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ক্রমান্বয়ে এই ছয় ঋতু হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন এই দুইমাস শীতকাল, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস হেমন্তঋতু। গঙ্গার দক্ষিণপ্রদেশে বৃষ্টির আতিশয্যপ্রযুক্ত প্রাবৃট্ ও বর্ষা নামক ঋতুদ্বয় এবং উহার উত্তর প্রদেশে শীতের আধিক্যপ্রযুক্ত হেমন্ত ও শিশির নামক ঋতুদ্বয় মুনিগণ কর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়া থাকে। এইরূপে দুইটি অয়ন হইয়া থাকে। প্রথমটি উত্তরায়ণ এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণায়ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ উষ্ণ ও বলহারী এবং দক্ষিণায়ন শীতল ও বলপ্রদ। হেমন্তকাল স্নিগ্ধ ও শীতল। এই সময়ে সকল দ্রব্য প্রায় স্বাদুরসবিশিষ্ট হয় এবং প্রাণীদিগের জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। শিশির ঋতু শীতল, অতিশয় রুক্ষ এবং বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক। বসন্তকাল মধুর, স্নিগ্ধ, ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। গ্রীষ্মকাল রুক্ষ, অতিশয় কটুরসজনক, পিত্তবর্দ্ধক, ও কফনাশক। বর্ষাকাল বিদাহী ও শীতল। এইকালে বায়ুবৃদ্ধি ও অগ্নিমান্দ্য হয়। শরৎকাল উষ্ণ, পিত্তকারী ও মনুষ্যের পক্ষে কতক পরিমাণে বলপ্রদ। গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে বায়ুর, বর্ষাদিতে পিত্তের এবং শিশিরাদিতে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশম হইয়া থাকে। লঘু এবং রুক্ষ ওষধি ভক্ষণ করিলে বায়ুর সঞ্চয় হয়। লঘু ও রুক্ষ সমীরণ লঘু ও রুক্ষ দেহেই কুপিত হয়, কালের উষ্ণতাপ্রযুক্ত নহে। অম্লপাক ওষধি ও জল সেবন করিলে অম্লপাকবিশিষ্ট পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইয়া থাকে, কালের শৈত্যপ্রযুক্ত নহে। স্নিগ্ধ ও শীতল জল এবং ওষধি সেবন করিলে কফের সঞ্চয় হয় এবং স্নিগ্ধ ও শীতল কাল বা দেহে সেই কফ কুপিত হয়; কিন্তু শুষ্ক দেহে উহার প্রকোপ হয় না। হেমন্তকালে পিত্তের শান্তি এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়। শিশির সময়ে সেই বায়ু ও কফ কুপিত হয়। অতএব শ্লেষ্মা হেমন্ত কালে সঞ্চিত হইয়া শীতল, স্নিগ্ধ বা গুরুপাক দ্রব্যসেবনদ্বারা শিশিরে অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু শৈত্যপ্রযুক্ত কঠিন হইলে কুপিত হয় না। এইরূপে কালের স্বভাবে বাত, পিত্ত ও কফের সঞ্চয়াদি হইয়া থাকে। আহারাদির দোষে, বিশেষতঃ সঞ্চয়াদির অনুরূপকালের সংযোগ হইলে সত্ত্ব সত্ত্বই

দোষের সঞ্চয় প্রকোপ বা শমতাও হইয়া থাকে। সুশ্রুত কহিয়াছেন যে, সম্বৎ-সরের ন্যায় দিবারাত্রির মধ্যেও ছয় ঋতুর লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাতঃ-কালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্ণে প্রাবৃটের লক্ষণ, সন্ধ্যা-কালে বরষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং রাত্রিশেষে হেমন্তের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। দিবসের উক্ত ছয় ভাগে বাতাদি দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং শমতা হইয়া থাকে। সঞ্চয়াদির অনুরূপ আহারবিহারদ্বারা অকালেও দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও শমতা হয়। ইহার বৈপরীত্য হইলে কালেও বিপরীত ফল হয়।

এবং চয়লক্ষণমাহ সুশ্রুতঃ।

স্বস্থানস্থস্য দোষস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ স্তব্ধকোষ্ঠতা।
পীতাবভাসতা বহ্নিমন্দতা চাঙ্গগৌরবম্॥
আলস্যং চয়হেতৌ তু দোষস্য চয়লক্ষণম্।
সঞ্চয়োপহতা দোষা লভন্তে নোত্তরাং গতিম্।
তে তুত্তরাসু গতিসু ভবন্তি বলবত্তরাঃ॥

সুশ্রুতসম্মত সঞ্চয়ের লক্ষণ।

দোষ স্বস্থানে থাকিয়াও যখন বর্দ্ধিত হয় এবং যখন সঞ্চয়ের হেতুসত্ত্বে কোষ্ঠ-বদ্ধতা, পীতাবভাসতা, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গগৌরব, ও আলস্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সেই দোষের সঞ্চয় হইয়াছে জানিতে হইবে। দোষ সকল সঞ্চিত হইলে উত্তর গতি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং উত্তরগতি প্রাপ্ত হইলেই অতিশয় প্রবল হয়।

বর্ষাসু প্রবলো বায়ুস্তস্মান্মিষ্টাদয়স্ত্রয়ঃ।
রসাঃ সেব্যা বিশেষেণ পবনস্যোপশান্তয়ে॥

'মিষ্টাদয়স্ত্রয়ঃ' মধুরাম্ললবণাঃ।

ভবেদ্বর্ষাসু বপুষঃ ক্লিন্নত্বং যদ্বিশেষতঃ।
তৎক্লেদশান্তয়ে সেব্যা অপি কট্বাদয়স্ত্রয়ঃ॥

'কট্বাদয়স্ত্রয়ঃ' কটুতিক্তকষায়াঃ

স্বেদনং মর্দ্দনং সেব্যং দধ্যুষ্ণং জাঙ্গলামিষম্।
গোধূমাঃ শালয়ো মাষা জলং কৌপং জলং চ্যুতম্॥
ন ত্যজেৎ পূর্ব্বপবনং বৃষ্টিং ঘর্ম্মং হিমং শ্রমম্।
নদীতীরং দিবাস্বপ্নং রূক্ষং নিত্যঞ্চ মৈথুনম্॥
সর্পিঃ স্বাদুকষায়তিক্তকরসা যচ্ছীতলং যল্লঘু
ক্ষীরং স্বচ্ছসিতৈক্ষবঃ পটুরসঃ স্বল্পং পলং জাঙ্গলম্।
গোধূমা যবমুদ্গশালিসহিতা নাদেয়মংশূদকং
চন্দ্রশ্চন্দনমিন্দুরাদিরজনৌ মাল্যং পটো নির্ম্মলঃ।
বিশ্রামঃ সুহৃদাং গণেষু মধুরা বাচঃ সরঃক্রীড়নং
পিত্তানাঞ্চ বিরেচনং বলবতো যুক্তং শিরামোক্ষণম্।
এতানাত্র ঘনাবসানসময়ে পথ্যানি মুঞ্চেদ্দধি
ব্যায়ামাম্লকটূষ্ণতীক্ষ্ণদিবসস্বপ্নং হিমঞ্চাতপম্॥

বর্ষাকালে বায়ু প্রবল হয়। সুতরাং সেই সময় মধুর, অম্লও লবণ রস সেবন করা কর্ত্তব্য। এই কালে শরীরের বিশেষ ক্লিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সেই ক্লেদশান্তির জন্য কটু, তিক্ত ও কষায় রস সেবন করাও উচিত। ঘর্ম্মনিঃসরণ, গাত্র-মর্দ্দন, উষ্ণ দধি, জাঙ্গল মাংস, গোধূম, শালিধান্য, মাষকলাই এবং কূপ বা বৃষ্টির জল প্রভৃতি বর্ষাকালে সেবন করা কর্ত্তব্য। এই কালে পূর্ব্বদিকের

বায়ু, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম, শ্রম, নদীতীরে গমন, দিবানিদ্রা, রুক্ষদ্রব্য ও নিত্য মৈথুন বর্জ্জন করিবে। মধুর, তিক্ত স্বাদু বা কষায় রস, শীতল বা লঘু দ্রব্য, ক্ষীর, স্বচ্ছ ও শুক্ল গুড়, পটুরস, অল্পপরিমাণে জাঙ্গল মাংস, গোধূম, যব, মুদ্গ ও শালিধান্য, নাদেয় অংশূদক, কর্পূর, চন্দন, আদিরজনীর চন্দ্রকিরণ, মাল্য, নির্ম্মল বস্ত্রপরিধান, বিশ্রাম, সুহৃদ্গণের সহিত মধুরালাপ, সরোবরে ক্রীড়া, পিত্তের বিরেচন, এবং বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে শিরামোক্ষণ বর্ষার অবসানে এই সকল হিতকর। দধি, ব্যায়াম, অম্ল, কটু, উষ্ণ বা তীক্ষ্নরস সেবন, দিবানিদ্রা, হিম ও রৌদ্র কদাচ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

অংশূদকলক্ষণমাহ।

দিবসেঽর্ককরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ।
জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্॥
অত্র সমগ্রদিবসপ্রাপ্ত্যর্থং দিবাপদমেবং নিশাপদঞ্চ। 'চন্দ্রঃ' কর্পূরঃ।

অংশূদকের লক্ষণ।

যে জলে দিবসে সূর্য্যের কিরণ এবং রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ লাগে তাহাকে অংশূদক কহে। অংশূদক স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষনাশক। এস্থলে সমগ্র দিবস বুঝাইবার জন্য দিবস ও রাত্রি এই উভয় শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইক্ষবঃ শালয়ো মুদ্গাঃ সরোঽম্ভঃ ক্বথিতং পয়ঃ।
শরদ্যেতানি পথ্যানি প্রদোষে চেন্দুরশ্ময়ঃ॥

প্রাতর্ভোজনমম্লমিষ্টলবণানভ্যঙ্গঘর্ম্মশ্রমান্
গোধূমৈক্ষবশালিমাষপিশিতং পিষ্টং নবান্নং তিলান্।
কস্তূরীম্বরকুঙ্কুমাগুরুযুতাম্বুষ্ণাম্বুশৌচেন্ধনলং।
স্নিগ্ধং স্ত্রীষু সুখং গুরূষ্ণবসনং সেবেত হেমন্তকে॥
শিশিরে শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্।
বিশেষতস্তুতন্ত্র হেমন্তস্য মতো বিধিঃ॥
বাস্তিং নস্যমথাভয়াঞ্চ মধুনা ব্যায়ামমুদ্বর্ত্তনং
সংসেবেত মধৌ কফঘ্নকবলং শুণ্ঠ্যং পলং জাঙ্গলম্।
গোধূমান্ বহুভেদশালিসহিতান্মুদ্গান্ যবান্ ষষ্টিকান্
লেপশ্চন্দনকুঙ্কুমাগুরুকৃতং রূক্ষং কটূষ্ণং লঘু॥
মিষ্টমম্লং দধি স্নিগ্ধং দিবাস্বপ্নঞ্চ দুর্জ্জরম্।
অবশ্যায়মপি প্রাজ্ঞো বসন্তে পরিবর্জ্জয়েৎ॥
স্বাদুস্নিগ্ধহিমং লঘু দ্রবময়ং দ্রব্যং রসালাং সিতাং।
শক্তুক্ষীরদশাক্তুলানি সিতয়া শালিং রসং মাংসজম্।
শীতাংশুং শয়নং দিবা মলয়জং শীতম্পয়ঃপানকং
সেবেতোষ্ণদিনে ত্যজেত্তু কটুকক্ষারাম্লঘর্ম্মশ্রমান্॥
ঋতুষ্বেতেষু য এতৈ র্বিধিভি র্বর্ত্ততে নরঃ।
দোষানুতুকৃতান্নৈব লভতে স কদাচন॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্র-ভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যা-ঋতুচর্য্যা-প্রকরণঞ্চতুর্থং সমাপ্তম্।

শরৎকালে ইক্ষু, শালিধান্য, মুদ্গ, সরোবরের জল, ক্বথিত দুগ্ধ এবং প্রদোষে চন্দ্ররশ্মি সেবন হিতকর। প্রাতর্ভোজন, অম্ল, মিষ্ট ও লবণ রস, অভ্যঙ্গ, গোধূম, ঐক্ষব, শালিধান্য, মাষকলাই, মাংস, পিষ্টান্ন, নবান্ন, তিল, মৃগনাভি, বর কুঙ্কুম,

অগুরু, উষ্ণজল, শৌচে অগ্নি, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্ত্রীমুখ এবং গুরু ও উষ্ণ বসন হেমন্তে এই সকল সেবন করা কর্ত্তব্য। এই কালে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ ও পরিশ্রম করা উচিত। হেমন্ত-কালে যেরূপ বিধি প্রতিপালন করিতে হয় শিশিরে সেইরূপ বিধি প্রতিপালন করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে এই কালে শীতের আধিক্য এবং আদানকালজ রুক্ষতা জন্মে। বমন, নস্য, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন, মধুযোগে হরিতকীসেবন, কফঘ্ন কবল, ভর্জ্জিত জাঙ্গল মাংস, গোধূম, বহুবিধ শালি বা ষাটধান্য, মুগ, যব চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য গাত্রে লেপন, এবং রূক্ষ, উষ্ণ, কটু বা লঘু দ্রব্য সেবন বসন্তকালে হিতকর। মিষ্ট, অম্ল বা স্নেহযুক্ত দধি, দিবানিদ্রা, নীহার এবং যে সকল দ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হয় না প্রাজ্ঞব্যক্তি বসন্তকালে কদাচ এই সকল সেবন করিবে না। গ্রীষ্মকালে স্বাদু, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক ও দ্রবময় দ্রব্য, দ্রাক্ষা, শর্করা, শক্তু, ক্ষীর, দশাঙ্গুল, শালিধান্য, বলাডুমুর, মাংসের যুষ, কর্পূর, চন্দন, শীতল জল ও শর্করাদির পানক সেবন করা কর্ত্তব্য। এই কালে দিবানিদ্রাও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কটু, ক্ষারযুক্ত বা অম্ল দ্রব্য সেবন করিবে না এবং যে সকল কার্য্যে পরিশ্রম বা ঘর্ম্মনিঃসরণ হয় সেরূপ কার্য্য বর্জ্জন করিবে। যে ঋতুতে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল যে ব্যক্তি সেইরূপ বিধি প্রতিপালন করেন তাঁহার শরীর কদাচ ঋতুজন্য দোষে দূষিত হয় না।

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়—শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা সমাপ্ত।

অথ ব্যাধেলক্ষণম্।

তত্র বাগ্‌ভটঃ।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ

তত্র স্বাভাবিকাঃ শরীরস্বভাবাদেব জাতাঃ। ক্ষুৎপিপাসাস্বপ্নজরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ। অথবা স্বস্য ভাবাদুৎপত্তে র্জাতা স্বাভাবিকাঃ সহজা ইতি যাবৎ। তে চ জন্মান্ধত্বাদয়ঃ।

'আগন্তবঃ' অভিঘাতাদিজনিতাঃ। অথবা জন্মোত্তরভাবিনঃ।

মানসাঃ। কামক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়াভিমান-দৈন্য-পৈশুন্য-শোক-বিষাদের্ষাসূয়া-মাৎসর্য্য-প্রভৃতয়ঃ। অথবা উন্মাদাপস্মারমূর্চ্ছাভ্রমতমঃ-সন্যাসপ্রভৃতয়ঃ।

'কায়িকাঃ' পাণ্ডুরোগপ্রভৃতয়ঃ।

কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয় স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।

ব্যাধির লক্ষণ।

বাগ্‌ভট কহিয়াছেন দোষের বৈষ-

ম্যকে রোগ এবং সমতাকে অরোগতা বলা যায়। রোগে প্রাণীকে অতিশয় কষ্ট দেয়। জ্বর, কাশ, গ্রহণী প্রভৃতিকে রোগ বলে। রোগ চারি প্রকার; স্বাভাবিক আগন্তু, মানসিক ও শারীরিক। শরীরের স্বভাবপ্রযুক্ত অথবা জন্মাবধি যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগকে স্বাভাবিক বা সহজ রোগ কহে; যেমন ক্ষুধা, পিপাসা, সুষুপ্সা, জরা, মৃত্যু, জন্মান্ধতা ইত্যাদি। অভিঘাতাদিজনিত বা জন্মান্তরভাবি রোগকে আগন্তু বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দৈন্য, পৈশুন্য, শোক, বিষাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, মাৎসর্য্য অথবা উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তম, সন্ন্যাস প্রভৃতিকে মানসিক রোগ কহে এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগকে শারীরিক রোগ কহে। ঐ সকল রোগের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মজ, কতকগুলি দোষজ এবং কতকগুলি কর্ম্মদোষজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

তত্র কর্ম্মজাঃ ব্যাধয়ঃ। যৎপ্রাক্তনদুষ্কর্ম্মপ্রাবল্যং কেবলভোগনাশ্যং প্রায়শ্চিত্তনাশ্যং বা ততো জাতাঃ। নতু দুষ্টবাতাদিদোষেণ জনিতাঃ।

তথা।
যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতা যথাব্যাধি চিকিৎসিতাঃ।
ন শমং যান্তি যে রোগাস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মজা বুধৈঃ॥

কর্ম্মজব্যাধি। পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল দুষ্কর্ম্ম কেবলমাত্র ভোগ বা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নষ্ট হয়, সেই সকল দুষ্কর্ম্ম হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগকে কর্ম্মজ ব্যাধি কহে। ঐ সকল ব্যাধি দুষ্টবাতাদির দোষে উৎপন্ন নহে। কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রানুসারে নির্ণয়পূর্ব্বক যথাবিধি চিকিৎসা করিলেও যে সকল রোগের উপশম হয় না পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে কর্ম্মজ ব্যাধি কহিয়া থাকেন।

দোষজাঃ। মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ।

ননু মিথ্যাহারবিহারিণামপি প্রাক্তনশুক্রতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যত এব। ততো দোষজেষ্বপি প্রাক্তনং দুষ্কর্ম্মৈব কারণং, তৎ কথং দোষজা ইতি। উচ্যতে। দোষজেষ্বপি বস্তুত আদিকারণং দুষ্কর্ম্ম বর্ত্তত এব। কিন্তু তত্র মিথ্যাহারবিহারদূষিতা দোষা হেতবো দৃশ্যন্ত ইতি দোষজা ইত্যুচ্যত ইতি সমাধিঃ।

দোষজ ব্যাধি। আহার ও বিহারের দোষে বাত, পিত্ত ও কফ দূষিত হইলে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে দোষজ ব্যাধি বলে।

যখন দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বজন্মের সুকৃত থাকিলে আহার ও বিহারের দোষ সত্ত্বেও শরীরে কোন রোগ জন্মে না, তখন পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম যে দোষজ ব্যাধির কারণ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যাধিসকলকে দোষজ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এস্থলে বক্তব্য এই যে বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্ম উক্ত দোষজ ব্যাধির আদিকারণ হইলেও মিথ্যা আহার ও বিহার দ্বারা দূষিত দোষও উক্ত ব্যাধি সকলের হেতু ইহা যখন

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে তখন উহাদিগকে দোষজ বলিবার বাধা কি।

কর্ম্মদোষোদ্ভবাঃ।

স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ।
অত্র কারণং দুষ্কর্ম্ম প্রবলং। যতো দোষাল্পত্বেঽপি ব্যাধের্গরীয়স্ত্বং তৎকর্ম্মক্ষয়াদেব ক্ষীণং ভবতি। দোষাস্তু স্বল্পা অপি নিদানগ্রন্থেনোক্তা দৃশ্যন্ত এবেতি দোষাণাং কারণতা মন্যত ইতি কর্ম্মদোষোদ্ভবাঃ।

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি। স্বল্পদোষে যদি প্রবল ব্যাধি জন্মে তাহা হইলেই কর্ম্মদোষজ ব্যাধি বলা যায়। প্রবল দুষ্কর্ম্মই এই ব্যাধির কারণ; তাহা না হইলে স্বল্পদোষে কখন ব্যাধির প্রাবল্য হইতে পারে না। অতএব প্রবল দুষ্কর্ম্মই যে ঐ সকল রোগের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই সকল দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যধিরও ক্ষীণতা হইয়া থাকে। স্বল্পদোষও উক্ত ব্যাধিসকলের অন্যতর কারণ। কারণ নিদানশাস্ত্রে স্বল্পদোষও রোগোৎপাদক বলিয়া উক্ত আছে। দোষ এবং কর্ম্ম এই উভয় কারণেই উক্ত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি বলা যায়।

কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্বস্বভেষজৈঃ।
কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্॥
দোষজাঃ স্বস্বভেষজৈরিতি। দোষজেষ্বাদিকারণং দুষ্কর্ম্ম। তদ্ভেষজার্থ-দ্রব্য-ক্ষয়াদি-জনিত দুঃখ-ভোগেন কটুতিক্তকষায়াদ্যহৃদ্যভক্ষণাদিজনিত-দুঃখ-ভোগেন চ ক্ষয়ং যাতি। শেষা দৃষ্টহেতবো দোষাস্তে স্বস্বভেষজৈঃ ক্ষয়ং যান্তীত্যর্থঃ।

কর্ম্মের ক্ষয় হইলে কর্ম্মকৃত ব্যাধি সকলের, উপযুক্ত ঔষধ সেবনদ্বারা দোষজ ব্যাধি সকলের এবং কর্ম্ম ও দোষ এই উভয়ের ক্ষয় হইলে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

এস্থলে "উপযুক্ত ঔষধসেবনদ্বারা দোষজ ব্যাধির শান্তি হয়" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে দোষজ ব্যাধির মূলীভূত কারণ দুষ্কর্ম্ম এবং ঔষধার্থে যে সকল দ্রব্যাদি প্রয়োজন সেই সকল দ্রব্যের অভাবজনিত দুঃখভোগের দ্বারা এবং কটু, তিক্ত ও কষায় প্রভৃতি অহৃদ্য ভক্ষণাদিজনিত দুঃখভোগের দ্বারা উক্ত দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয়। পরে উপযুক্ত ঔষধ সেবনদ্বারা উক্ত ব্যাধি সকলের প্রত্যক্ষীভূত কারণের অর্থাৎ বাতাদিদোষের ক্ষয় হয়।

সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে॥

ব্যাধি সকল সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য এই তিন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে সাধ্য দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য।

যাপ্যলক্ষণমাহ।

যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়া ধারয়তে হি যম্।
ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি॥
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্যমাতুরম্।
প্রপতিষ্যদিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ॥

যাপ্যের লক্ষণ।

চিকিৎসা করিলে যে রোগ স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসার অভাব হইলেই যাহা দ্বারা প্রাণনাশ হয় তাহাকে যাপ্য বা যাপনীয় রোগ বলা যায়। যত্নপূর্ব্বক যোজিত স্তম্ভদ্বারা পতনোন্মুখ গৃহও যেমন রক্ষিত হয়, সেইরূপ সুচিকিৎসাদ্বারা যাপ্যরোগ-বিশিষ্ট রোগীরও দেহ সুরক্ষিত হইয়া থাকে।

সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যশ্চাসাধ্যতাস্তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্॥
'অক্রিয়াবতাং' চিকিৎসারহিতানাম্।

চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগও ক্রমশঃ যাপ্য হয়, যাপ্যরোগ ও অসাধ্য হয় এবং অসাধ্য রোগও জীবন নষ্ট করে।

অথোপদ্রবস্য লক্ষণম্।

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে।
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ॥

উপদ্রবের লক্ষণ।

রোগারম্ভক দোষের প্রকোপে যে কোন বিশেষ বিকারের উৎপত্তি হয় পণ্ডিতেরা তাহাকেই উপদ্রব বলিয়া থাকেন।

অথারিষ্টস্য লক্ষণমাহ।

রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে॥

অরিষ্টের লক্ষণ।

যে লক্ষণদ্বারা রোগীর মৃত্যুর নিশ্চয় হয় তাহাকে অরিষ্ট বা রিষ্ট বলা যায়।

অথ চিকিৎসায়া লক্ষণমাহ।

যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে।
দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ॥

ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। ব্যাধির্হ্রিয়তেঽনয়েতি ব্যাধিহরণী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি সূত্রেণাত্র করণার্থে ল্যুট্।

তথাচ।

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাম্মতম্॥
যা হ্যুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ॥
ক্রিয়াত্র চিকিৎসা।

তথা চামরসিংহঃ।

আরম্ভো নিষ্কৃতিঃ শিক্ষা পূজনং সম্প্রধারণম্।
উপায়ঃ কর্ম্ম চেষ্টা চ চিকিৎসা চ নব ক্রিয়া ইতি॥

চিকিৎসার লক্ষণ।

যে ক্রিয়া বা কর্ম্মদ্বারা দোষ, ধাতু ও মলের শমতা বা ব্যাধির নাশ হয় তাহাকে চিকিৎসা কহে। যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরে ধাতুসকল সমভাবে থাকে তাহাকে বিকারের চিকিৎসা কহে। এইরূপ চিকিৎসাই বৈদ্যদিগের অভিমত। যে ক্রিয়াদ্বারা এক রোগের নাশ কিন্তু অন্যপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না। যে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধির শান্তি হয় এবং অন্যপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি নিবারিত হয় তাহাই চিকিৎসা শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এস্থলে ক্রিয়া শব্দে চিকিৎসা বুঝিতে হইবে, কারণ অমরসিংহ কহিয়াছেন যে চিকিৎসা শব্দে আরম্ভ,

নিষ্কৃতি, শিক্ষা, পূজন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ, উপায়, কর্ম্ম এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া বুঝায়।

অথ চিকিৎসাবিধ্যুপদেশঃ।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥
রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

অয়মর্থঃ।

ভিষক্ আদৌ রোগং 'পরীক্ষেত' বিচারয়েৎ। 'ততঃ পশ্চাৎ' রোগৌষধবিচারানন্তরং 'জ্ঞানপূর্ব্বং' সাবধানো নত্বনজ্ঞায়, 'কর্ম্ম' চিকিৎসামৌষধদানাদিরূপাং সমাচরেদিত্যর্থঃ।

চিকিৎসাবিধির উপদেশ।

জাতমাত্রেই রোগের চিকিৎসা করিবে। অল্প হইলেও রোগকে উপেক্ষা করিবে না। কারণ রোগ সামান্য হইলেও বহ্নি, শত্রু বা বিষের ন্যায় সহসা বিকার জন্মাইতে পারে। বৈদ্য অগ্রে রোগ নির্ণয় করিয়া তদনুরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন। অনন্তর মনোযোগের সহিত চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ দানাদিরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

রোগাজ্ঞানে চিকিৎসাকরণে দোষমাহ।

যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥

যদৃচ্ছয়া সিদ্ধির্ভবতি নাপি ভবতীত্যর্থঃ।

অন্যচ্চ।

ঔষধং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চাময়ম্।
বৈদ্যকর্ম্ম স চেৎ কুর্য্যাদ্বধমর্হতি রাজতঃ॥

রোগ না জানিয়া চিকিৎসা করার দোষ।

যিনি লক্ষণদ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে পারেন না কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন তিনি যদি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি অনিশ্চিত। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "যিনি কেবল মাত্র ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে অক্ষম তিনি বৈদ্যকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন"।

রোগজ্ঞানে ভেষজাজ্ঞানে দোষমাহ।

যস্তু কেবলরোগজ্ঞো ভেষজেষ্ববিচক্ষণঃ।
তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগী স্যাদ্যথা নৌর্নাবিকং বিনা॥

'নাবিকং' কর্ণধারং বিনা যথা নৌঃ সঙ্কটে পততি তথা রোগীত্যর্থঃ।

অন্যচ্চ।

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ ক্রিয়াস্বকুশলো ভিষক্।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য বীরং ভীরুরিবাহবে (১)॥

কেবলমাত্র রোগ নির্ণয় করিতে জানিলে এবং ঔষধ না জানিলেও শাস্ত্রে দোষের উল্লেখ আছে যথা—যে বৈদ্য কেবলমাত্র রোগজ্ঞ কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত করণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ঈদৃশ ব্যক্তি দ্বারা চিকিৎসিত হইলে রোগী কাণ্ডারিবিহীন নৌকার ন্যায় বিপদগ্রস্ত হয়েন।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "যে ভিষক্ কেবল মাত্র শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ক্রিয়াতে অনভিজ্ঞ, যুদ্ধে ভীরু ব্যক্তির বীরদর্শনের

(১) যথা ভীরুরিবাহবমিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

স্থায় রোগ দেখিয়া তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সমর্থ হন না।

রোগৌষধয়োর্জ্ঞানে গুণমাহ।

যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
দেশকালবিভাগজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥
আদাবস্তে রুজাং জ্ঞানে প্রযতেত চিকিৎসকঃ।
ভেষজানাং বিধানেন ততঃ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥
চিকিৎসিতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ।

রোগ ও ঔষধনির্ণয়ে পারদর্শী বৈদ্যের গুণ।

যে বৈদ্য রোগ, ঔষধ, দেশ, এবং কাল, বিভাগ বা নিরূপণ করিতে বিশেষ পারদর্শী তাঁহার চিকিৎসা নিশ্চয়ই ফলোপধায়িনী হয়। বৈদ্য অগ্রে রোগের আদ্যন্ত জানিতে যত্ন করিবেন। পরে যথাবিধানে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবেন।

চিকিৎস ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া চিকিৎসিত শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে।

বিকারাণামকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥
'ন জিহ্রীয়াৎ' ন লজ্জেৎ। 'ধ্রুবা' নিয়তা।
নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাচ্চিকিৎসকঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥
যে ন কুর্ব্বন্ত্যসাধ্যানাং চিকিৎসাং তে ভিষগ্বরাঃ।
অতো বৈদ্যৈঃ শ্রমঃ কার্য্যঃ সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষণে॥

সকল বিকারনির্ণয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে বৈদ্যের লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। কারণ নামতঃ সকল বিকার নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বিনাদোষে রোগোৎপত্তি হয় না। অতএব স্বয়ং রোগী বা তাহার পরিচারকেরা নিশ্চয় করিয়া যদি রোগের কারণ বলিতে না পারেন তাহা হইলে বৈদ্য স্বয়ং লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিবেন। যে সকল বৈদ্য অসাধ্য রোগের চিকিৎসা না করেন তাঁহাদিগকেই প্রধান বৈদ্য বলা যায়। অতএব সাধ্য এবং অসাধ্য রোগ নিরূপণ করিবার জন্য বৈদ্যের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

রোগজ্ঞানোপায়া অগ্রে বক্ষ্যন্তে।

শীতে শীতপ্রতীকারমুষ্ণে চুষ্ণনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥
অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন ক্রিয়া কৃতা।
ক্রিয়াহীনাতিরিক্তা চ সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি॥
অয়মর্থঃ।

'কালে' চিকিৎসাবসরে 'অপ্রাপ্তে' অনাগতে যা 'ক্রিয়া' চিকিৎসা, যথা জ্বরে জীর্ণতামপ্রাপ্তে তরুণএব কষায়দানক্রিয়া ন সিধ্যতি। যা চ ক্রিয়া চিকিৎসাবসরে প্রাপ্তে ন কৃতা অর্থাৎ পশ্চাৎ কৃতা, যথা দাহে কথঞ্চিচ্ছান্তে পশ্চাচ্ছীতলানুলেপনাদিক্রিয়া তথা হীনাতিরিক্তা চ ক্রিয়া সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি।

প্রথমে রোগজ্ঞানের উপায় বলা যাইতেছে।

শৈত্যজনিত রোগে শৈত্যের প্রতিকার এবং উষ্ণতাজনিত রোগে উষ্ণতার শমতা

করিয়া পরে যথাকালে চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসার কাল বহির্ভূত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসার বিহিতকালের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ চিকিৎসা করিলে এবং সামান্ত রোগে অতিরিক্ত ক্রিয়া অথবা প্রবল রোগে হীন ক্রিয়া করিলে সাধ্য-রোগ হইলেও সফল হয় না। জ্বর জীর্ণ হইলে কষায় প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তরুণ জ্বরেই কষায় প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে কখনই কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। কোন রোগীর দাহ হইতেছে, কিন্তু সে সময় তাহার কোন প্রতীকার না করিয়া যখন দাহের কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে তখন যদি শীতল অনুলেপনাদি ক্রিয়া করা যায় তাহা হইলে প্রতীকার না হইয়া বরং অপকার হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

অতিরিক্তাং হীনাঞ্চ ক্রিয়াং বর্জ্জয়ন্নাহ।

বিকারেঽল্পে মহৎ কর্ম্ম ক্রিয়া লঘ্বী গরীয়সি।
দ্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তকর্ম্মতা।
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রয়োজয়েৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করোঽহিতঃ।

ভিন্নরূপাভিস্তু ক্রিয়াভিঃ সাঙ্কর্য্যমপি ন দোষায়।

যত আহ।

ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভির্ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ।
তাভিস্তু ভিন্নরূপাভিঃ সাঙ্কর্য্যং নৈব দুষ্যতি।

অতএবোক্তম্।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চাপি প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে।
জ্বর ইতি শেষঃ।
নৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে শাস্ত্রে নিবিশতে বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্কনীয়ং চিকিৎসতা।
যত আহ।
উৎপদ্যতে চ সাবস্থা দোষকালবলপ্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যং বিবর্জ্জিতম্।
বিবর্জ্জিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ভবতীত্যর্থঃ।

অতিরিক্ত এবং হীন ক্রিয়া যে শাস্ত্র-সঙ্গত নহে নিম্নে তাহা ব্যক্ত হইতেছে—অল্প বিকারে মহৎ কর্ম্ম এবং প্রবল বিকারে লঘু ক্রিয়া এ উভয়ই হিতকর নহে। যুক্তিসঙ্গত কর্ম্মই হিতকর। একটি ক্রিয়ার কোন উপকার না হইলে অন্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। কারণ পূর্ব্ব-ক্রিয়ার বেগ শান্ত না হইলে ক্রিয়ান্ত-রের সংযোগ অনিষ্টকর। ভিন্নরূপ ক্রিয়ার সাঙ্কর্য্য দোষাবহ নহে। গ্রন্থান্ত-রেও ইহার প্রমাণ আছে যথা "তুল্যরূপ ক্রিয়ার সাঙ্কর্য্য হিতকর নহে। কিন্তু ক্রিয়া ভিন্নরূপ হইলে সাঙ্কর্য্যে দোষ হয় না"। অতএব ত্রিদোষজ জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগের বিধি বিহিত আছে। কেবল একমাত্র নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সমুদায় কার্য্য করা সুপণ্ডিতের কার্য্য নহে। অতএব রোগীর অবস্থা দেখিয়া বৈদ্য স্থলবিশেষে স্বয়ং বিবেচনা করিয়াও চিকিৎসার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন। কারণ দোষ, কাল বা বলের অবস্থানুসারে শাস্ত্রবিহিত কার্য্য অকার্য্য এবং নিষিদ্ধ কার্য্যও বিহিত হইয়া থাকে।

অথ চিকিৎসায়া ফলমাহ।

কচিদর্থঃ কচিন্মৈত্রী কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিদ্‌যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চেতি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥
আয়ুর্ব্বেদোদিতাং যুক্তিং কুর্ব্বাণাশ্চ হিতাশ্চ যে।
পুণ্যায়ুর্বৃদ্ধিসংযুক্তা নীরোগাশ্চ ভবন্তি তে॥
নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে॥
চিকিৎসিতং শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং সর্ব্বং তদ্ভিষগশ্নুতে॥
ন দেশো মনুজৈর্হীনো ন মনুষ্যা নিরাময়াঃ।
ততঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধা এব বৃত্তয়ঃ॥

চিকিৎসার ফল।

অর্থ, মৈত্রী, ধর্ম্ম, যশ এবং কার্য্যদক্ষতা চিকিৎসাভেদে এই কয় প্রকার ফল হইয়া থাকে। চিকিৎসা কখন নিষ্ফল হয় না। যাঁহারা উপকারপরতন্ত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদোদিত যুক্তি অনুসারে চিকিৎসা করেন তাঁহারা পুণ্যবান্, দীর্ঘায়ু ও নীরোগী হয়েন। চিকিৎসক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থগ্রহণপূর্ব্বক চিকিৎসারূপ পুণ্যবিক্রয় করিবেন না। যদি অর্থাভাবে স্বীয় বৃত্তি না চলে তাহা হইলে ধনশালী রাজার নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করিবেন। যে দুর্ম্মতি বৈদ্যের চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়া বৈদ্যকে পারিতোষিক দান না করে, তাহার সমস্ত সুকৃত বৈদ্য হরণ করিয়া থাকেন। মানবহীন দেশ প্রায় লক্ষিত হয় না এবং মনুষ্যমাত্রেরই প্রায় রোগ জন্মিয়া থাকে সুতরাং বৈদ্যের বৃত্তি সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অথ চিকিৎসায়া অঙ্গানি।

রোগী দূতো ভিষগ্‌দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ।
সদৌষধং চিকিৎসায়া ইত্যঙ্গানি বুধা জগুঃ।

চিকিৎসার অঙ্গ।

রোগী, দূত, বৈদ্য, দীর্ঘ আয়ু, দ্রব্য, সুসেবক, ও উত্তম ঔষধ, পণ্ডিতেরা এই কয়টিকে চিকিৎসার অঙ্গ বলিয়া থাকেন।

তত্র রোগিণো লক্ষণমাহ।

রোগো যস্যাস্তি রোগী স স চিকিৎস্যস্তু যাদৃশঃ।
যাদৃশশ্চাচিকিৎস্যোঽপি বক্ষ্যমাণো নিশম্যতাম্॥

রোগীর লক্ষণ।

যাহার রোগ জন্মে তাহাকে রোগী কহে। রোগী দুই প্রকার, চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য। উভয়ের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর।

তত্র চিকিৎস্যঃ।

নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

'সত্ত্বং' বলং ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিষবিহ্বলতাকরং, তেন যুক্তঃ। 'চক্ষুষা' চক্ষুরুপলক্ষিতেনান্যেনাপীন্দ্রিয়েণ 'চিকিৎস্যঃ' রোগান্মোচয়িতব্যঃ।

অন্যচ্চ।

আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্ মিত্রবানপি।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ।
আয়ুর্ব্বেদোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ।

চিকিৎস্য রোগীর লক্ষণ।

যে রোগীর নিজ প্রকৃতি ও বর্ণ বিকৃত হয় নাই, যে রোগী সুখজনক বা দুঃখজনক ক্রিয়াদিতে বিহ্বল হয় না, যাহার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি আছে এবং যে রোগী বৈদ্যভক্ত বা জিতেন্দ্রিয় তাহাকে চিকিৎস্য রোগী বলা যায়।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "যে রোগী আয়ুষ্মান্, সত্ত্ববান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, মিত্রবান্ ও বৈদ্যের বাক্য অবহেলা না করে এবং যাহার আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাস আছে তাহারই চিকিৎসা করিবে।

অথাচিকিৎস্যঃ।

চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ।
শোকাকুলো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ॥
বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ।
ভিষজামবিধেয়াঃ স্যুর্নোপক্রম্যা ভিষগ্বিধাঃ।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥

'চণ্ডঃ' অত্যন্তক্রোধশীলঃ। 'সাহসিকঃ' অবিচার্য্যকারী। 'ভীরুঃ' ভয়শীলঃ। 'কৃতঘ্নঃ' বৈদ্যকৃতোপকারলোপকঃ। 'ব্যগ্রঃ' ব্যাকুলঃ। 'বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ' নেত্রাদীন্দ্রিয়শক্তিরহিতঃ। 'বৈরী' ন চিকিৎস্যঃ, কদাচিদ্রোগোদ্রেকে অপবাদভয়াৎ। 'বৈদ্যবিদগ্ধঃ' বৈদ্যধূর্ত্তঃ। 'শঙ্কিতঃ' বৈদ্যবিশ্বাসরহিতঃ। 'ভিষজামবিধেয়াঃ' বৈদ্যবচনাবিধায়িনঃ। 'ভিষগ্বিধাঃ' বৈদ্যতুল্যাঃ। এতে 'নোপক্রম্যাঃ' ন চিকিৎস্যাঃ।
তথা চ সুশ্রুতঃ।
স ন সিধ্যতি বৈদ্যস্তু গৃহে যস্য ন পূজ্যতে।

অচিকিৎস্য রোগীর লক্ষণ।

যে রোগী অতিশয় ক্রোধশীল, ভীরুস্বভাব, ব্যাকুলচিত্ত, শোকাকুল, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তি-বিহীন, ও বৈদ্যব্যবসায়ী, যে রোগী বৈদ্যকৃত উপকার স্বীকার করে না, বৈদ্যের বাক্য অবহেলা করে বা বৈদ্যের প্রতি ধূর্ত্ততাচরণ করে; যাহার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা অথবা বৈদ্যের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নাই এবং যে রোগী অচিকিৎস্য অর্থাৎ যাহা হইতে বৈদ্যের অপযশের সম্ভাবনা আছে এরূপ রোগীকে বৈদ্য কদাচ চিকিৎসা করিবে না; কারণ তাহাতে বহু দোষের আশঙ্কা আছে। সুশ্রুতও কহিয়াছেন "যে রোগীর গৃহে বৈদ্য সুপূজিত না হন তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

অথ দূতস্য লক্ষণম্।

যশ্চিকিৎসকমানেতুং যাতি দূতঃ স কথ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমুচিতস্তাদৃগত্র নিগদ্যতে॥
দূতাঃ সুজাতযোঽব্যঙ্গাঃ পটবো নির্ম্মলাম্বরাঃ।
সুখিনোঽশ্ববৃষারূঢ়াঃ শুভ্রপুষ্পফলৈর্যুতাঃ॥
সজাতয়ঃ সুচেষ্টাশ্চ সজীবদেশসঙ্গতাঃ।
ভিষজং সময়ে প্রাপ্তা রোগিণঃ সুখহেতবে॥
'সজাতয়ঃ' রোগিসমানজাতয়ঃ।
'যস্যাং প্রাণমরুদ্যাতি সা নাড়ী জীবসংজ্ঞিতা।

দূতের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি বৈদ্যকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করে তাহাকেই দূত বলা যায়। অনন্তর দূতের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা বর্ণিত হইতেছে। যে দূত প্রীতিমান্, কার্য্যদক্ষ, হিতকারী, সুজাতি ও রোগীর সজাতি এবং অঙ্গহীন নহে;

যে দূত নির্ম্মল বস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শুভ্র পুষ্প বা ফল হস্তে করিয়া অশ্ব বা বৃষে আরোহণ করিয়া আইসে এবং রোগীর জীবনাড়ী আছে এমন সংবাদ দেয় সেই দূতই রোগীর পক্ষে শুভ। (যে নাড়ীতে প্রাণবায়ু বহে সেই নাড়ীকেই জীবনাড়ী কহে।)

অথ দূতস্য যাত্রায়াং শকুনবিচারঃ।

বৈদ্যাহ্বানায় দূতস্য গচ্ছতো রোগিণঃ কৃতে।
ন শুভং সৌম্যশকুনং প্রদীপ্তস্তু সুখাবহম্।

প্রদীপ্তোঽগ্নিঃ।

দূতের যাত্রাকালে শকুনবিচার।

রোগীর জন্য চিকিৎসক ডাকিতে গমন করিবার সময় দূত যদি সম্মুখে সৌম্য শকুন দর্শন করে তাহা হইলে রোগীর শুভ হয় না। কিন্তু অগ্নিদর্শন রোগীর পক্ষে সুখাবহ।

দূতো রোগী চ রিক্তহস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেৎ।
তথাচ।
রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুমিতি।

রোগী ও দূত রিক্তহস্তে কদাচ বৈদ্যকে দর্শন করিবে না; কারণ পণ্ডিতেরা রাজা, বৈদ্য ও গুরুকে রিক্তহস্তে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অথ বৈদ্যস্য লক্ষণম্।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে।
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ।
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।

'দৃষ্টকর্ম্মা' দৃষ্টা পরেণ কৃতা চিকিৎসা যেন সঃ। 'স্বয়ংকৃতী' স্বয়ং চিকিৎসাকুশলঃ। 'লঘুহস্তঃ' সিদ্ধিমদ্ধস্তঃ।

বৈদ্যের লক্ষণ।

যিনি চিকিৎসা করেন তাঁহাকে বৈদ্য বা চিকিৎসক কহে। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ং চিকিৎসাকুশল, সুসিদ্ধহস্ত, শুচি, শূর, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী এবং ঔষধ ও চিকিৎসার উপযোগী অন্যান্য সকল প্রকার উপকরণে সুসজ্জিত তিনিই চিকিৎসার উপযুক্ত ও প্রশংসনীয়।

অথ নিষিদ্ধো বৈদ্যঃ।

কুচেলঃ কর্কশস্তব্ধো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা অপি।

'কর্কশঃ' অপ্রিয়বাদী। 'স্তব্ধঃ' সাভিমানঃ। 'গ্রামীণঃ' ব্যবহারাচতুরঃ।

নিষিদ্ধ বৈদ্য।

কুচেল, অপ্রিয়বাদী, অভিমানী, লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং স্বয়ং আগত অর্থাৎ বিনা আহ্বানে আগত এই পাঁচ প্রকার বৈদ্য ধন্বন্তরিতুল্য হইলেও প্রশংসাভাজন হন না।

অথ বৈদ্যস্য কর্ম্মাহ।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ।

অস্যায়মর্থঃ। ব্যাধেঃ সম্যক্-পরিচয়ো ব্যথা-শান্তিকরণঞ্চ বৈদ্যস্য কর্ম্ম। ন তু বৈদ্যঃ আয়ুষঃ প্রভুরিত্যর্থঃ। অপরে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে। ব্যাধেস্তত্ত্বতঃ পরিচয়ো বেদনায়াঃ শান্তিকরণঞ্চ এতদেব বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন, কিন্তু বৈদ্যঃ আয়ুষোঽপি প্রভুঃ। আগন্তুমৃত্যুশতহরণাৎ।

বৈদ্যের কর্ম্ম।

সম্যক্‌রূপে ব্যাধির নির্ণয় ও বেদনার নিগ্রহ এই দুইটি বৈদ্যের কর্ম্ম। বৈদ্য আয়ুর প্রভু নহে। ইহার অর্থ এই যে বৈদ্য সম্যক্‌প্রকারে রোগ নির্ণয় এবং ঔষধাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্যথার শান্তি করিতে পারে। কিন্তু বৈদ্য জীবনদানে অসমর্থ। কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে সম্যক্‌প্রকার ব্যাধির নির্ণয় ও ব্যথার শান্তিকরণই যে বৈদ্যের কেবলমাত্র কর্ম্ম তাহা নহে জীবনদানেও বৈদ্যের ক্ষমতা আছে। কারণ বৈদ্যকর্ত্তৃক শত শত আগন্তু মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে।

তথা চ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ।

একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥

অয়মর্থঃ। অথর্ব্বাণঃ অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞত্বেনাথর্ব্বতুল্যাঃ, মৃত্যুমেকোত্তরং শতং প্রচক্ষতে। তত্রৈকোমৃত্যুঃ কালসংযুক্তঃ। কাল আয়ুষোঽন্তে শরীরিণামবশ্যং সংহর্ত্তা সর্ব্বৈরুপায়ৈর্নিবারয়িতুমশক্যঃ। স ব্রহ্মাদীনাযুষোঽন্তে সংহরতি। যত আহ লিঙ্গপুরাণে কার্ত্তিকেয়ং প্রতি মহাদেবঃ। মমায়ু র্গ্রসতে কালঃ কুতঃ পুত্র রসায়নমিতি।

তেন 'কালেন সংযুক্তঃ' সংহারায় নিযুক্তঃ সোঽবশ্যম্ভাবী। শেষাঃ শতমৃত্যবঃ 'আগন্তবঃ' আগন্তুরূপহেতুজন্মানঃ। কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। আগন্তবো হেতবো যথা। বিষভক্ষণমজীর্ণেঽত্যন্তমধিকভোজনঞ্চ দুর্দ্দেশজলপানম্, তথাতিবলবৈরি-ব্যাঘ্র-বন্যমহিষ-মত্তমাতঙ্গাদিভির্যুদ্ধং, দন্দশূকেন ক্রীড়নমত্যুচ্চবৃক্ষাগ্রারোহণং, বাহুভ্যাং মহাতরঙ্গিণীতরণমেকাকিনো রাত্রৌ দুর্গমমার্গে গমনমিত্যাদি। আগন্তুহেতুজা মৃত্যবো দুর্নিমিত্ত-ভাবিতাবনা-বলবত্ত্বাদায়ুষি সত্যপি মারয়ন্তি। যথা মল্লিকা-তৈল-বর্ত্তিবহ্নিষু বিদ্যমানেষু বাত্যা দীপং নাশয়তি।

তথা চ।

তথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপংনির্ব্বাপয়েন্মরুৎ।
এবমায়ুষ্যহীনেঽপি হিংসন্ত্যাগন্তুমৃত্যবঃ॥

সুশ্রুতগ্রন্থে ধন্বন্তরিও কহিয়াছেন অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা একোত্তরশত মৃত্যুর সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিকে কালসংযুক্ত এবং অবশিষ্ট একশত মৃত্যুকে আগন্তু বলা যায়। ইহার অর্থ এই যে অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা একশত এক সংখ্যক মৃত্যু গণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি মৃত্যু দেহীর আয়ুঃশেষ হইলেই তাহাকে সংহার করে। কোন উপায়েই সে মৃত্যু নিবারণ করা যায় না। সেই মৃত্যু ব্রহ্মাদি দেবগণকেও যে৲ সংহার করিয়া থাকে নিম্নোদ্ধৃত লিঙ্গপুরাণস্থ কার্ত্তিকেয়ের প্রতি মহাদেবের বাক্যই তাহার প্রমাণ, যথা "কাল আমার আয়ুঃ গ্রাস করিতে আসিয়াছে; অতএব হে বৎস এক্ষণে রসায়ন কোথায় রহিল।" অতএব কালসংযুক্ত অর্থাৎ প্রাণসংহারার্থ নিযুক্ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশিষ্ট একশত মৃত্যু আগন্তুক। এস্থলে কার্য্যকারণের তুল্যারোপপ্রযুক্ত আগন্তু-

শব্দে "আগন্তুরূপ-হেতু-সম্ভূত" বুঝিতে হইবে। বিষভক্ষণ, অজীর্ণে অতি-ভোজন, দুর্দ্দেশে জলপান, অতিশয় প্রবল শত্রু অথবা ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, মত্ত মাতঙ্গ প্রভৃতি বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধ, সর্পের সহিত ক্রীড়া, অত্যুচ্চবৃক্ষে আরোহণ, সন্তরণদ্বারা মহানদীতরণ, রাত্রিতে একাকী দুর্গম পথে গমন প্রভৃতিকে মৃত্যুর আগন্তু হেতু বলা যায়।

তৈল ও বর্ত্তিসত্ত্বেও প্রজ্বলিত দীপ যেমন প্রবল বায়ুভরে নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ দুর্নিমিত্ত জন্য উপসর্গের প্রাবল্য-প্রযুক্ত আগন্তুহেতুজ মৃত্যু জীবন সত্ত্বেও দেহীর প্রাণ নাশ করে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে "তৈলাদি সত্ত্বেও বায়ুবেগে যেমন দীপ নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ আয়ু থাকিতে আগন্তুমৃত্যুতেও জীবন নষ্ট হয়"।

কিন্তু আগন্তুনিমিত্তানি নিবারয়িতুঞ্চ শক্যন্তে।

যত আহ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ।

দোষাগন্তু-নিমিত্তেভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ।
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্বৈদ্যপুরোহিতৌ॥

বৈদ্যমন্ত্রিণৌ নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্রক্ষতাম্। কুতঃ দোষাগন্তুনিমিত্তেভ্যঃ। 'দোষাঃ' নিষিদ্ধা-হার-বিহার-দূষিতা বাতপিত্তকফা রোগোৎপা-দকাঃ, 'আগন্তবঃ' নিষিদ্ধা বিহারা অতিবলবৈরি-বিগ্রহাদয়ঃ, তে নিমিত্তানি যেষান্তেভ্যঃ শতমৃত্যু-ভ্যঃ। ননু বৈদ্যপুরোহিতৌ কথং শতং মৃত্যুং নিবারয়িতুং শক্তৌ। তত্রাহ। যতস্তৌ রসমন্ত্র-বিশারদৌ। প্রথমং বৈদ্যেন দিনচর্য্যা-রাত্রিচর্য্য-র্তুচর্য্যোক্তাহারবিহারাভ্যাং বাতপিত্তকফধাতুম-লানাং সমানেব রক্ষতি। ততো রসজ্ঞত্বাত্তস্মৈ মৃত্যুগ্রস্তাদিভির্নিষিদ্ধাহার-বিহার-দূষিত-দোষ-জনিতান্ বিকারান্ মৃত্যুহেতূনপহরতি। মন্ত্রী চ সমুদ্ধিদানেন মৃত্যুহেতুভ্যো নিষিদ্ধবিহারেভ্যো নৃপতিং নিবারয়তি। তত আগন্তুমৃত্যবো নিবা-রয়িতুং শক্যাঃ, নতুবশ্যম্ভাবিনঃ।

আগন্তুমৃত্যুও যে পরিহার করিতে পারা যায় তাহা নিম্নোক্ত সুশ্রুত-গ্রন্থস্থ ধন্বন্তরিবাক্যদ্বারাই প্রমাণীকৃত হই-তেছে যথা "রস ও মন্ত্রবিশারদ বৈদ্য এবং পুরোহিত দোষ এবং আগন্তু নিমিত্ত হইতে সর্ব্বদা রাজাকে রক্ষা করিবেন"।

এস্থলে পুরোহিত শব্দে মন্ত্রী, দোষ শব্দে নিষিদ্ধ আহার ও বিহারসেবনে দূষিত সুতরাং রোগোৎপাদক বাত, পিত্ত ও কফই বুঝিতে হইবে। আগন্তু শব্দে নিষিদ্ধ বিহার এবং প্রবল শত্রুবিগ্রহ প্রভৃতিকে বুঝায় এবং আগন্তুই যাহা-দিগের নিমিত্ত এই বহুব্রীহিবাক্যে আগন্তুনিমিত্তশব্দে অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-পণ্ডি-তোক্ত শত মৃত্যুই বুঝিতে হইবে। বৈদ্য ও পুরোহিত কিরূপে শত মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কহিতেছেন যেহেতু তাহারা রসমন্ত্র-বিশারদ। প্রথমতঃ বৈদ্য দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যাতে যেরূপ আহার ও বিহার বিহিত আছে তদনুসারে বাত, পিত্ত, কফ এবং ধাতু ও মলের সমতা সাধন করিয়া রাজার দেহ রক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ আহার ও বিহারদ্বারা যে সকল মৃত্যুর হেতুভূত বিকার জন্মে

রসজন্তুপ্রযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়াদিরসের দ্বারা সেই সকল বিকারের নাশ করিয়া থাকেন। মন্ত্রীও সদ্বুদ্ধিপ্রদান-পূর্ব্বক রাজাকে নিষিদ্ধ আহার ও বিহার হইতে বিরত করিয়া রাখেন। অতএব আগন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে। উহা নিবারণ করিতেও পারা যায়।

অথায়ুর্ব্বিচারঃ।

ভিষগাদৌ পরীক্ষেত রুগ্নস্যায়ুঃ প্রযত্নতঃ।
তত আয়ুষি বিস্তীর্ণে চিকিৎসা সফলা ভবেৎ॥

আয়ুর্ব্বিচার।

বৈদ্য অগ্রে যত্নপূর্ব্বক রোগীর আয়ু পরীক্ষা করিবেন। কারণ আয়ু না থাকিলে চিকিৎসা সফল হয় না।

তত্র দীর্ঘায়ুষো লক্ষণানি।

সৌম্যা দৃষ্টির্ভবেদ্ যস্য শ্রোত্রং বক্তু স্তথৈবচ।
স্বাদুগন্ধং বিজানাতি স সাধ্যো নাত্র সংশয়ঃ॥
পাণিপাদৌ চ যস্যোষ্ণৌ দাহঃ স্বল্পতরো ভবেৎ।
জিহ্বা তু কোমলা যস্য স রোগী ন বিনশ্যতি॥
স্বেদহীনো জ্বরো যস্য শ্বাসো নাসিকয়াচরেৎ।
কণ্ঠশ্চ কফহীনঃ স্যাৎ স রোগী জীবতি ধ্রুবম্॥
যস্য নিদ্রা সুখেন স্যাৎ শরীরং সোদ্যমং ভবেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসন্নানি স রোগী নৈব নশ্যতি॥

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

যে রোগী সদসৎ-গন্ধ-পরিজ্ঞানে সমর্থ এবং যাহার চক্ষু, কর্ণ ও মুখের বিকৃতভাব লক্ষিত হয় না, সে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করে। যে রোগীর হাত ও পা উষ্ণ থাকে, অল্প দাহ হয়, জ্বরকালে ঘর্ম্মনিঃসরণ বা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয় না, যাহার সুখে নিদ্রা হয় এবং কণ্ঠ কফহীন, জিহ্বা কোমল, ইন্দ্রিয় প্রসন্ন ও দেহ সচেষ্ট থাকে সে রোগীর কখন মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না।

অথ স্বল্পায়ুষো লক্ষণানি।

শরীরশীলয়োর্যস্য প্রকৃতের্ব্বিকৃতির্ভবেৎ।
তদরিষ্টং সমাসেন ব্যাসতশ্চ নিবোধ মে॥
শৃণোতি বিবিধান্ শব্দান্ বিপরীতান্ শৃণোতি চ।
ন শৃণোতি চ যোঽকস্মাত্তং বদন্তি গতায়ুষম্॥
যস্তুষ্ণমিব গৃহ্নাতি শীতমুষ্ণঞ্চ শীতবৎ।
উষ্ণগাত্রোঽতিমাত্রং যো ভৃশং শীতেন কম্পতে॥

তমপি গতায়ুষং বদন্তীত্যন্বয়ঃ।

প্রহারং নৈব জানাতি যো গচ্ছেদন্যথাপি বা।
পাংশুনৈবাবকীর্ণানি যশ্চ গাত্রানি মন্যতে॥
বর্ণান্যত্বা বা রাজ্যো বা যস্য গাত্রে ভবন্তি হি।
স্নানানুলিপ্তং যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ॥
বিপরীতেন গৃহ্নাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্।
যো বা রসান্ সংবেত্তি তং গতাসুম্প্রচক্ষতে॥
সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধন্দুর্গন্ধঞ্চ সুগন্ধবৎ।
গৃহ্নাতি যোঽন্যথা গন্ধং শান্তে দোষে নিরাময়ঃ॥
রাত্রৌ সূর্য্যং জ্বলন্তং বা দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসম্।
দিবা জ্যোতীংষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্যতি॥

দিবা বা চন্দ্রবর্চসং সূর্যমিত্যন্বয়ঃ। 'জ্যোতীংষি' নক্ষত্রাণি।

বিদ্যুত্বতোঽসিতান্মেঘান্ গগনে নির্ঘনে ঘনান্।
বিমানযানপ্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কুলমম্বরম্॥
যশ্চানিলং মূর্ত্তিমন্তমন্তরীক্ষেঽবলোকতে।
ধূমনীহারবাসোভিরাবৃতাং যশ্চ মেদিনীম্॥
প্রদীপ্তমিব যো লোকং যো বাপ্লুতমিবাম্ভসা।
ভূমিমষ্টাপদাকারাং লেখাভির্যশ্চ পশ্যতি॥

যো ন পশ্যতি শুক্রাদি যশ্চ দেবীমরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাঞ্চ তং বদন্তি গতায়ুষম্॥
আদর্শেঽম্বুনি ঘর্ম্মে বা ছায়াং যশ্চ ন পশ্যতি।
পশ্যত্যেকাঙ্গহীনাং বা বিকৃতাং বান্যসত্ত্বজাম্॥
শ্বকাককঙ্কগৃধ্রাণাং প্রেতানাং যশ্চ রক্ষসাম্ (১)।
আতুরো লভতে মৃত্যুং স্বস্থো ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ॥
হ্রীশ্রিয়ৌ নশ্যতো যস্য তেজ-ওজঃ-স্মৃতি-প্রভাঃ।
অকস্মাচ্চ ভজন্তে যং স গতাসুরসংশয়ম্॥

প্রভাত্র প্রতিভা।

যস্যাধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিপ্তশ্চোর্দ্ধং তথোত্তরঃ।
উভৌ বা জাম্ববাভাসৌ দুর্ল্লভং তস্য জীবনম্॥
আরক্তা দশনা যস্য শ্যাবা বা স্যুঃ পতন্তি বা।
খঞ্জনপ্রতিমা বাপি তং গতায়ুষমাদিশেৎ॥
কৃষ্ণা তথানুলিপ্তা চ জিহ্বা শূনা চ যস্য বৈ।
কর্কশা বা ভবেদ্‌যস্য সোঽচিরাদ্বিজহাত্যসূন্॥
কুটিলা স্ফুটিতা বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিকা।
অবস্ফূর্জ্জতি ভগ্না বা স ন জীবতি মানবঃ॥

'অবস্ফূর্জ্জতি' শ্বাসবেগেনোচ্চৈঃ শব্দং করোতীত্যর্থঃ।

স্বল্পায়ুর লক্ষণ।

শরীর, প্রকৃতি বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলেই তাহাকে সামান্যতঃ মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। অতঃপর বিশেষ করিয়া মৃত্যুর লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। যে রোগী কোন শব্দ না হইলেও কখন কখন বিবিধপ্রকার বা বিপরীত শব্দ শ্রবণ করে এবং কখন বা কিছুই শুনিতে পায় না। যে ব্যক্তি শীতলকে উষ্ণ অথবা উষ্ণকে শীতল জ্ঞান করে এবং গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইলেও যে শীতে কম্পিত হয় তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে জানিবে। প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে ব্যক্তি জানিতে পারে না, এবং শরীর গাত্র পাংশুতে অবকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া যাহার ভ্রম জন্মে, যাহার বর্ণ বিকৃত হয় বা গাত্রে রেখার ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয়, গন্ধচূর্ণাদি লেপন করিলেও যাহার অঙ্গে নীল মক্ষিকা আশ্রয় করে, বৈদ্যপ্রযুক্ত ঔষধ যাহার অহিতকর জ্ঞান হয় অথবা যে ব্যক্তি ঔষধ সেবন না করে তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে নিশ্চয় জানিবে। বাতাদি দোষ নিবারিত হইয়া শরীর নীরোগী হইলেও যাহার ঘ্রাণ শক্তির অন্যথাভাব লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সুগন্ধকে দুর্গন্ধ অথবা দুর্গন্ধকে সুগন্ধ জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি রাত্রিতে জ্বলন্ত সূর্য্য, দিবসে প্রদীপ্ত জ্যোৎস্না ও নক্ষত্র, অথবা নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও বিদ্যুৎ, গগনমণ্ডল বিমানযান (ব্যোমযান) বা প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ, অন্তরীক্ষে মূর্ত্তিমান বায়ু, পৃথিবীকে ধূম, নীহার বা বস্ত্রসমূহে আচ্ছন্ন, সমস্ত লোক প্রদীপ্ত বা জলপ্লাবিতের ন্যায় অথবা ভূমি সুবর্ণের ন্যায় রেখাসমূহে অঙ্কিত দর্শন করে, যে রোগী ধ্রুবাদি নক্ষত্র সকল, অরুন্ধতী বা আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায় তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। যে ব্যক্তি আদর্শ, জল বা রৌদ্রে আপনার ছায়া দেখিতে না পায় অথবা দেখিতে পাইলেও যদি সেই ছায়া অঙ্গহীন, বিকৃত বা কুক্কুর, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, প্রেত, অথবা রাক্ষ-

(১) বক্ষোরক্ষসামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সের ছায়া বলিয়া ভ্রম জন্মে, সে ব্যক্তি সুস্থ থাকিলে পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। যে রোগীর লজ্জা, শ্রী, তেজ, বল, স্মরণশক্তি এবং প্রভা বিনষ্ট হয় অথবা লজ্জাদিবিহীন রোগীর যদি অকস্মাৎ লজ্জাদির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় তাহা হইলে সে রোগী কখন বাঁচে না। যে রোগীর নিম্নভাগের ওষ্ঠ লম্বমান্ বা উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত অথবা দুইটী ওষ্ঠই জম্বুফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় তাহার জীবন দুর্লভ। যাহার দন্ত রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা খঞ্জন পক্ষীর বর্ণের ন্যায় লক্ষিত হয় বা পতিত হইতে থাকে তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার জিহ্বা বা অধোজিহ্বা (আলজিভ্) কৃষ্ণবর্ণ, অম্বুলিপ্ত বা কর্কশ বোধ হয় সে রোগীর শীঘ্রই প্রাণবিয়োগ হয়। যাহার নাসিকা কুটিল, স্ফুটিত, ভগ্ন বা শুষ্ক হইয়া যায় অথবা শ্বাস-নিঃসরণ-কালে যাহার নাসিকা হইতে উচ্চ শব্দ নিঃসৃত হয় সে রোগী কখন বাঁচে না।

সঙ্কুচিতে বিষমে স্তব্ধে রক্তে স্রস্তে চ লোচনে।
স্যাতাং চ প্রস্রুতে যস্য স গতায়ুর্নরো ধ্রুবম্॥
কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সঙ্কুচিতে,বিনতে ভ্রুবৌ।
লুটন্তি চাক্ষিপক্ষ্মাণি সোঽচিরাদ্যাতি মৃত্যবে॥
'লুটন্তি' পতন্তি।
নাহরত্যন্নমাস্যস্থং ন ধারয়তি যঃ শিরঃ।
একাগ্রদৃষ্টির্মূঢ়াত্মা সদ্যঃ প্রাণান্ স মুঞ্চতি।
উত্থাপ্যমানো বহুশঃ সম্মোহং যোঽধিগচ্ছতি।
বলবান্ দুর্ব্বলো বাপি তং ত্যক্তং ভিষগাদিশেৎ॥
নিদ্রা নিরন্তরং যস্য যো জাগর্ত্তি চ সর্ব্বদা।
মুহ্যেদ্বা বক্তুকামশ্চ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা॥
উত্তরৌষ্ঠঞ্চ যো লিহ্যাদুৎকরাংশ্চ করোতি যঃ।
প্রেতৈর্ব্বা ভাষতে সায়ং প্রেতরূপং তমাদিশেৎ॥
'উৎকরান্' হস্তপাদাদিবিক্ষেপান্।
স্বেত্যশ্চ রোমকূপেভ্যো যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে।
পুরুষস্যাবিষার্ত্তস্য স সদ্যো জীবিতং ত্যজেৎ॥
সম্যক্ চিকিৎস্যমানস্য বিকারো যোঽভিবর্দ্ধতে।
প্রক্ষীণবলমাংসস্য লক্ষণং তদ্গতায়ুষঃ॥

যে রোগীর একটি চক্ষু ছোট এবং অপর চক্ষু বড় অথবা উভয় চক্ষুই ক্ষুদ্র, স্তব্ধ, রুক্ষ, বিগলিত এবং যাহার চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পড়ে তাহার নিশ্চয়ই জীবন শেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার কেশ সীমন্ত-বিশিষ্ট (দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত) ভ্রূযুগল সংকুচিত ও অবনত এবং চক্ষুর পক্ষ্ম পতিত হয় সে রোগী শীঘ্রই যমালয়ে গমন করে। যে রোগী মুখস্থিত আহার গ্রাস করিতে অথবা মস্তক সরলভাবে ধারণ করিতে অসমর্থ, যাহার দৃষ্টি এক ভাবেই থাকে এবং চৈতন্য থাকে না সে রোগীর মৃত্যু আসন্ন জানিবে। যে রোগীকে উঠাইয়া বসাইলে বারংবার মূর্চ্ছিত হয় সে রোগী সবল হউক বা দুর্ব্বল্ হউক বিচক্ষণ বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী সর্ব্বদা নিদ্রাতে অভিভূত বা সর্ব্বদা জাগরিত অথবা কোন কথা বলিতে উদ্যত হইলে যাহার মোহপ্রাপ্তি হয় সুবিজ্ঞ বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী নিম্ন ওষ্ঠ লেহন বা হস্তপদাদি বিক্ষেপ করে অথবা সায়ংকালে প্রেতের সহিত বাক্যালাপ

করে, সে রোগীকে প্রেতরূপী বলা যায়। সে কখন বাঁচে না। শরীর বিষাক্ত না হইলেও যাহার রোমকূপ হইতে রক্ত নিঃসরণ হয় সে রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সম্যগ্‌রূপে চিকিৎসা করিলেও যাহার বিকারের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে এবং বল ও মাংস ক্রমে ক্ষীণ হয় তাহার নিশ্চয় মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
মরণাভিমুখং জন্তুমুপসর্পন্তি নিত্যশঃ।
তানি ভেষজবীর্য্যাণি প্রতিঘ্নন্তি জিঘাংসয়া।
তস্মাদমোঘাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যেব গতায়ুষঃ॥

ভূত, প্রেত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র প্রাণী মরণোন্মুখ রোগীর নিকট প্রতি দিন আগমনপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিবার অভিপ্রায়ে বৈদ্য-প্রযুক্ত ঔষধের বীর্য্য নষ্ট করে। সুতরাং কোন প্রতীকারই সফল হয় না।

যদ্যায়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ সাফল্যমুক্তম্। আয়ুশ্চেদস্তি তদা তদেব জীবনহেতুঃ। কিং চিকিৎসাবিধানেন। তত্রোচ্যতে। আয়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ ফলং বেদনানিগ্রহঃ।
উক্তঞ্চ।
আয়ুষ্মান্ পুরুষো জীবেৎ সব্যথো ভেষজং বিনা।
ভেষজেন পুনর্জ্জীবেৎ স এব হি নিরাময়ঃ॥

কিঞ্চ। আয়ুষি সত্যপি রোগী চিকিৎসাং বিনা উত্থাতুং ন শক্নোতি।
যত আহ চরকঃ।
সতি চায়ুষি বোপায়ং বিনোত্থাতুং ক্ষমো ক্বচঃ।
দর্শিতস্তাত্র দৃষ্টান্তঃ পঙ্কলগ্নো মহাগজঃ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে ব্যক্তির আয়ু আছে চিকিৎসাদ্বারা যদি কেবল তাহারই প্রতিকার হয়, তাহা হইলে বিনা চিকিৎসাতেও ত সে ব্যক্তি জীবন লাভ করিতে পারে। অতএব তাহার আর চিকিৎসার প্রয়োজন কি? এবং চিকিৎসা দ্বারাই বা তাহার কি বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে? এস্থলে বক্তব্য এই যে আয়ু থাকিলেও বেদনাশান্তির জন্য চিকিৎসা আবশ্যক। কারণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে যে আয়ুঃসত্ত্বেও যদি রোগী ঔষধ সেবন না করে তাহা হইলে সে ব্যথিত দেহে জীবন ধারণ করে। কিন্তু সে যদি ঔষধ সেবন করে তাহা হইলে তাহার পীড়ার উপশম হয়; সুতরাং সুস্থ-শরীরে কাল যাপন করে। বিশেষতঃ আয়ু থাকিলেও চিকিৎসা না করিলে রোগীর উত্থানশক্তি থাকে না। কারণ চরক কহিয়াছেন "কোন বৃহৎ হস্তী সুদুস্তর পঙ্কে মগ্ন হইলে যেমন উঠিতে পারে না, সেইরূপ রোগীর আয়ু থাকিলেও রোগের প্রতীকার না করিলে সে কখন উঠিতে সমর্থ হয় না"।

কিঞ্চ। চিকিৎসাং বিনায়ুষ্মানপ্যবসীদতি।
যত আহ সএব।
সতি চায়ুষি নষ্টঃ স্যাদাময়ৈশ্চাচিকিৎসিতঃ।
যথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপো নির্ব্বাতি বাত্যয়া॥
অতএবোক্তম্।
সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যা গচ্ছন্ত্যসাধ্যতাম্।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতামিতি॥

প্রবল-রোগাক্রান্ত হইলে জীবনসত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। কারণ

উক্ত গ্রন্থকার কহিয়াছেন "তৈলাদি সত্ত্বেও প্রবল বায়ুভরে দীপ যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ চিকিৎসা না করিলে জীবনসত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে"। এই কারণে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগ যাপ্য (নিঃশেষে অপ্রতিকার্য্য) হয়, যাপ্য রোগ অসাধ্য হয় এবং অসাধ্য হইলে ত্বরায় রোগীর প্রাণ নাশ করে।

চিকিৎসা তু অনিশ্চিতায়ুষোঽপি কর্ত্তব্যা।
যত আহ।
তাবৎ প্রতিক্রিয়া কার্য্যা যাবচ্ছ্বসিতি মানবঃ।
কদাচিদ্দৈবযোগেন দৃষ্টারিষ্টোঽপি জীবতি॥
ইতি তু যস্যাসাধ্যত্বং সন্দিগ্ধং তং প্রত্যুক্তম্।
যেষাং ত্বসাধ্যতা শাস্ত্রেণানুভবেন বিনিশ্চিতা তে পুনর্ন্ন চিকিৎস্যাঃ।
যত উক্তম্।
সদ্বৈদ্যাস্তে ন যেঽসাধ্যানারভন্তে চিকিৎসিতুমিতি।

যে রোগীর জীবনবিষয়ে সন্দেহ আছে তাহারও চিকিৎসা করা উচিত। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতীকার করিতে বিরত হইবে না। কারণ মৃত্যুর লক্ষণ লক্ষিত হইলেও রোগী কখন কখন দৈবযোগে বাঁচিয়া উঠে। যে রোগীর অসাধ্যতাবিষয়ে সন্দেহ আছে তাহার পক্ষেই উক্ত বিধি জানিবে। কিন্তু শাস্ত্রাবলোকন বা অনুভবদ্বারা যে রোগীর অসাধ্যতার নিশ্চয় হইয়াছে কদাচ সে রোগীর চিকিৎসা করিবে না। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যে সকল বৈদ্য অসাধ্য রোগেরও চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা সদ্বৈদ্য নহেন।

অথ দ্রব্যম্।

সর্ব্বে দ্রব্যমপেক্ষন্তে রোগিপ্রভৃতয়ো যতঃ।
বনা বিত্তং ন ভৈষজ্যং চিকিৎসাঙ্গং ততো ধনম্॥

ঔষধ।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ঔষধের আবশ্যক এবং অর্থ ব্যতিরেকে ঔষধপ্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব অর্থকে চিকিৎসার অঙ্গ বলিতে হইবে।

অথ পরিচারকস্য লক্ষণম্

স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্ব্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তো যুজ্যতে পরিচারকঃ॥
'স্নিগ্ধঃ প্রীতঃ' 'অজুগুপ্সুঃ' অনিন্দকঃ।

পরিচারকের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, অনিন্দক, বলবান্ ও রোগীর রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত; যাহার অল্প পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ হয় না এবং যে ব্যক্তি বৈদ্যের বাক্যানুসারে কার্য্য করেন, সেই ব্যক্তিই পরিচারকের উপযুক্ত।

অথ ভেষজস্য লক্ষণম্।

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেৎ যেন তদ্দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধম্।
তদ্দ্রব্যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে।

ঔষধের লক্ষণ।

যে দ্রব্যদ্বারা বৈদ্য রোগ নিবারণ করেন তাহাকে ঔষধ কহে। অতঃপর যে প্রকার ঔষধ রোগ শান্তির পক্ষে অব্যর্থ তাহা বর্ণিত হইতেছে।

তত্রৌষধ-গ্রহণ-পরিভাষা।

প্রশস্তদেশে সঞ্জাতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরমবিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্গুণাবহম্॥
আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরিঃ স্মৃতঃ।
অতস্তদৌষধানি স্যুরনুরূপাণি হেতুভিঃ॥

'আগ্নেয়াঃ' অধিকাগ্ন্যংশাঃ। 'সৌম্যঃ' অধিকসোমাংশঃ। ওষধয় এবৌষধানি। অত্র স্বার্থে অণ্। 'অনুরূপাণি' সদৃশানি।

ঔষধ গ্রহণের পরিভাষা অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত।

যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন এবং প্রশস্ত দিনে উদ্ধৃত, যাহার অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও সমধিক ফলোপধায়কতা হয়, যাহা গন্ধ, বর্ণ, রসবিশিষ্ট ও ত্রিদোষঘ্ন, যাহা সেবন করিলে শরীরে কোনপ্রকার গ্লানি বোধ হয় না অথবা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেও যাহাদ্বারা কোন বিকার জন্মাইবার আশঙ্কা নাই এইরূপ ঔষধ পরীক্ষা করিয়া যথোচিত কালে প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই তাহার উপকারিতাগুণ লক্ষিত হয়। বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত সকলে আগ্নেয় গুণের আধিক্য আছে এবং হিমালয় পর্ব্বত অধিক সোমগুণবিশিষ্ট, সুতরাং উক্ত স্থানের ঔষধেরও ঐরূপ গুণ হইয়া থাকে।

ওষধি শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ করিয়া ঔষধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অন্যেষপি প্ররোহন্তি বনেষূপবনেষু চ।
গৃহ্ণীয়াত্তানি সুমনাঃ শুচিঃ প্রাতঃ সুবাসরে॥
আদিত্যসম্মুখো মৌনী নমস্কৃত্য শিবং হৃদি।
সাধারণধরাদ্রব্যং গৃহ্ণীয়াদুত্তরাশ্রিতম্॥

'সাধারণধরাদ্রব্যং' সর্ব্বভূমিভবং দ্রব্যম্। 'উত্তরাশ্রিতং' স্বস্মাৎ উত্তরদিগ্‌ভবম্।

বল্মীককুৎসিতানূপশ্মশানোষরমার্গজাঃ।
জন্তুবহ্নিহিমব্যাপ্তা নৌষধ্যঃ কার্য্যসাধিকাঃ॥
শরদ্যখিলকার্য্যার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থন্তু বসন্তান্তে সমাহরেৎ॥

'বসন্তান্তে' বসন্তমধ্যে। 'সমাহরেৎ' সংগৃহ্ণীয়াৎ।

অতিস্থূলজটা (১) যা স্যু স্তাসাং গ্রাহ্যাস্ত্বচো ধ্রুবম্।
গৃহ্ণীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান্॥

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বন ও উপবন প্রভৃতিতেও ঔষধ জন্মায়। প্রশস্ত দিনে এবং শুচি, সুমনা ও পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া শিবকে নমস্কার পূর্ব্বক ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ গ্রহণকালে মৌনাবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূমির ঔষধ গ্রহণ করিতে হইলে উত্তরদিক্ হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বল্মীক (উইয়ের ঢিবি), শ্মশান, এবং কুৎসিত, জলপ্রায় বা লবণাক্ত প্রদেশে অথবা পথের ধারে যে সকল ওষধি জন্মে এবং যে সকল ওষধি

(১) স্থূলমূলজটা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কীট, অগ্নি বা নীহারে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন, সে সকল ওষধিদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় না। শরৎকালে সরস ওষধি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু বিরেচক ও বমনকারক ওষধি বসন্তকালে গ্রহণ করা উচিত। যে সকল বৃক্ষের মূল ও জটা স্থূল তাহা হইতে ত্বক্ এবং যাহাদিগের মূল সূক্ষ্ম তাহার সকলই গ্রহণ করিবে।

অন্যচ্চ।

মহান্তি যেষাং মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি দূরতঃ।
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি সর্ব্বশঃ॥

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে সকল বৃক্ষের মূল বৃহৎ এবং অভ্যন্তর কেবল কাষ্ঠময় তাহা হইতে বল্কল গ্রহণ এবং হ্রস্বমূল ওষধির সকলই গ্রহণ করিবে।

ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যা সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেস্তু পত্রাণি ফলং স্যাৎ ত্রিফলাদিতঃ॥

ন্যগ্রোধাদি (১) বৃক্ষের ত্বক্, বীজকাদির সার এবং তালীশাদির (ভুঁই আমলকী) পত্র ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণ করিবে।

ক্বচিন্মূলং ক্বচিৎ কন্দং ক্বচিৎ পত্রং ক্বচিৎ ফলম্।
ক্বচিৎ পুষ্পং ক্বচিৎ সর্ব্বং ক্বচিৎ সারঃ ক্বচিৎ ত্বচঃ॥

কোন কোন বৃক্ষের মূল, কাহারও বা কন্দ, কাহারও পত্র, কাহারও পুষ্প, কাহারও ফল, কাহারও সার, কাহারও ত্বক্ এবং কাহারও সকলই গ্রহণ করিতে হয়।

চিত্রকঃ স্যাৎ নিম্বো বাসা চ ত্রিফলা ক্রমাৎ।
ধাতকী কণ্টকারী চ খদিরঃ ক্ষীরিপাদপাঃ॥

এরণ্ড বা চিতাগাছের মূল, ওলের কন্দ, নিম্ব ও বাকসের পত্র, হরিতকী বহেড়া ও আমলকীর ফল, ধাতকীর (ধাইফুল) পুষ্প, কণ্টকারীর সমুদায়, খদিরের সার এবং অশ্বত্থাদি পঞ্চবিধ ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের ত্বক্ ঔষধার্থে গৃহীত হইয়া থাকে।

ক্বচিন্নিম্বস্য গৃহ্নীয়াৎ পত্রাভাবে ত্বচামপি।
বালং ফলন্তু বিল্বস্য পক্বমারগ্বধস্য চ॥
অঙ্গেঽনুক্তে জটা গ্রাহ্যা ভাগেঽনুক্তেঽখিলং সমং।
পাত্রেঽনুক্তে মৃদঃ পাত্রং কালেঽনুক্তে ত্বহর্ম্মুখম্॥
নবান্যেব হি যোজ্যানি দ্রব্যাণ্যখিলকর্ম্মসু।
বিনা বিড়ঙ্গকৃষ্ণাভ্যাং গুড়ধান্যাজ্যমাক্ষিকৈঃ॥

'ধান্যং' অন্নং।

পত্রাভাবে নিম্বের ছালও কখন কখন গৃহীত হইয়া থাকে। বিল্বের অপক্ব ফল এবং সোঁদালের পক্ব ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে স্থলে বৃক্ষের কোন বিশেষ অঙ্গের উল্লেখ না থাকিবে সেস্থলে জটা গ্রহণ করিবে, দ্রব্যের মাত্রার উল্লেখ না থাকিলে সকল দ্রব্যেরই সমভাগ লইতে হইবে, পাত্রের উল্লেখ না থাকিলে মৃণ্ময় পাত্র এবং কালের উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে। সকল কার্য্যে বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণ (মরিচ), গুড়,

(১) অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বর, পিয়াল, পাকুড়, আম্র, জম্বু, বেতস, অর্জ্জুন, কুল, মৌলবৃক্ষ, লোধ্র, গাব, কট্‌কী, মীপী, গন্ধভাণ্ড ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষকে ন্যগ্রোধাদিগণ কহে।

অম্ল, ঘৃত ও মধু ভিন্ন অন্যান্য সকল দ্রব্যই নূতন গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরাণন্ত প্রশস্তং স্যাত্তাম্বূলক্ষ্ণাম্লিকন্তথা।
শুষ্কং নবীনং দ্রব্যন্ত যোজ্যং সকলকর্ম্মসু॥
আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং যুঞ্জ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ।
গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী॥
অশ্বগন্ধাসহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারিণী।
প্রয়োক্তব্যাঃ সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণা নৈব কারয়েৎ॥
'সহচরঃ' কুরণ্টকঃ।

কেহ কেহ বলেন তাম্বুল ও কাঁজির পুরাতনই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন সকল ঔষধে শুষ্ক ও নূতন দ্রব্যই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের উপযোগী দ্রব্য আর্দ্র হইলে বিহিত মাত্রার দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে। কিন্তু গুলঞ্চ, কুড়্চি, বাকস, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, সহচর, শতপুষ্পা (শুলপ শাক), ও গন্ধভাদুলে এই কয়টি দ্রব্যের আর্দ্রই প্রশস্ত এবং আর্দ্রত্বপ্রযুক্ত উহা-দিগের দ্বিগুণ মাত্রা গ্রহণ না করিয়া যথাবিহিত মাত্রাই গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে সহচর শব্দে কুরণ্টক অর্থাৎ পীত-ঝিণ্টী জানিবে।

বাসানিম্বপটোলকেতকবলাকুষ্মাণ্ডকৈন্দ্রীবরী-
বর্ষাভূকুটজাশ্চ কন্দসহিতাঃ সপূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসী নাগবলা কুরণ্টকপুরৌ হিঙ্গ্বার্দ্রকঞ্চৈক্ষবং
গৃহ্নীয়াৎ সরসান্যমূনি ন পুনঃ কুর্য্যাদ্দ্বিভাগানি চ॥
'ঐন্দ্রী' ইন্দ্রবারুণী। 'বরী' শতাবরী। 'পূতি-গন্ধা' গন্ধপ্রসারণী। 'নাগবলা' গুলসকরী। 'কুরণ্টকঃ' পীতপুষ্পঃ কটুসরৈয়া। 'পুরঃ' গুগ্গুলুঃ। ঘৃততৈলঞ্চ পানীয়ং কষায়ং ব্যঞ্জনাদিকম্।
পক্ত্বা শীতীকৃতং চোষ্ণং তৎসর্ব্বং স্যাদ্বিষোপমম্।

কেহ কেহ বলেন বাকস, নিম্ব, পটোল, কেতকী (কেয়া গাছ), বলা (বেড়েলা), কুষ্মাণ্ড, ইন্দ্রবারুণী, শত-মূলী, পুনর্নবা, কুড়্চি, কন্দশাক, গন্ধ-প্রসারণী (গন্ধভাদুলে), অমৃতা (গুলঞ্চ), মাংসী, নাগবলা (চাকুলে), পীতঝিণ্টী, গুগ্গুলু, হিঙ্গু (হিঙ্), আর্দ্রক ও গুড়াদি ইক্ষু বিকার এই সকল দ্রব্য সরস দেখিয়া যথাবিহিতভাগে গ্রহণ করিবে, দ্বিগুণ লইতে হইবে না। ঘৃত, তৈল, পানীয় বা কষায় দ্রব্য এবং ব্যঞ্জনাদি পাকান্তর শীতল হইলে পুনরায় উষ্ণ করিলে বিষতুল্য হয়।

অথ দ্রব্যাণাং পরীক্ষা।

সূক্ষ্মাস্থিমাংসলা পথ্যা সর্ব্বকর্ম্মণে পূজিতা।
ক্ষিপ্তাম্ভসি নিমজ্জেদ্যা ভল্লাতকী তথোত্তমা॥
বরাহমূর্দ্ধবৎকন্দো বারাহীকন্দসংজ্ঞিতঃ।
সৌবর্চলন্তু কাচাভং সৈন্ধবং স্ফটিকপ্রভম্॥
সুবর্ণচ্ছবিকং জ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্।
ওড্রপুষ্পপ্রতীকাশা মনোহ্বা চোত্তমা মতা।
শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জ্ঞেয়ং যৎ ক্ষিপ্তং ন বিশীর্য্যতে॥
তোয়পূর্ণে কাংস্যপাত্রে প্রতানেন বিবর্দ্ধতে।
কর্পূরস্তু বরঃ স্নিগ্ধঃ এলা সূক্ষ্মফলা বরা॥
শ্বেতচন্দনমত্যন্তং সুগন্ধি গুরু পূজিতম্।
রক্তচন্দনমত্যন্তং লোহিতপ্রবরং মতম্।
কাকতুণ্ডনিভঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্রেষ্ঠোঽগুরুর্ম্মতঃ॥
সুগন্ধি লঘু রুক্ষঞ্চ সুরদারু বরং মতম্।
অতিপীতা প্রশস্তা তু জ্ঞেয়া দারুনিশা বুধৈঃ।
জাতীফলং গুরু স্নিগ্ধং সমং শুভ্রান্তরং বরম্॥
মৃদ্বীকা চোত্তমা জ্ঞেয়া যা স্যাদ্গোস্তনসন্নিভা।
করমর্দ্দফলাকারা মধ্যমা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
'গোস্তনসন্নিভা' মনক্কা ইতি লোকে। 'করমর্দ্দঃ' করৌন্দা ইতি লোকে।

খণ্ডস্তু বিমলং শ্রেষ্ঠং চন্দ্রকান্তসমপ্রভম্।
গব্যাজ্যসদৃশং রুচ্যগন্ধং মধু বরং মতম্॥

দ্রব্যপরীক্ষা।

যে সকল দ্রব্য সূক্ষ্মাস্থিবিশিষ্ট ও মাংসল, সেই সকল দ্রব্যই হিতকর ও ঔষধের পক্ষে প্রশস্ত। যে ভল্লাতকী (ভেলাগাছ) জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হয় তাহাই উত্তম। যে কন্দের আকার বরাহের মস্তকের ন্যায় তাহাকে বারাহী-কন্দ (চামার আলু) কহে। যে লবণের আভা কাচের ন্যায় তাহাকে সৌবর্চ্চল (সচেল) এবং স্ফটিকের ন্যায় লবণকে সৈন্ধব লবণ কহে। সুবর্ণসদৃশ স্বর্ণ-মাক্ষিকই প্রশস্ত। জবাপুষ্পের ন্যায় মনঃশিলাই উত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে শিলাজতু ভূমে নিক্ষেপ করিলে বিশীর্ণ হয় না তাহাই উৎকৃষ্ট জানিবে। যে কর্পূর স্নিগ্ধ এবং জলপূর্ণ কাংস্যপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যায় তাহাই উত্তম। যে এলার ফল সূক্ষ্ম তাহাই প্রশস্ত জানিবে। শ্বেতচন্দন অতিশয় সুগন্ধি ও গুরু হইলে, রক্তচন্দনের বর্ণ অত্যন্ত লোহিত হইলে, এবং অগুরুচন্দন (কৃষ্ণচন্দন) কাকতুণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও গুরু হইলেই উৎকৃষ্ট বলা যায়। দেবদারু সুগন্ধবিশিষ্ট, লঘু ও রুক্ষ হইলেই উত্তম এবং সরল-বৃক্ষ অতিশয় স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি হইলেই গুণকারক হইয়া থাকে। বুধগণ অতিশয় পীতবর্ণ দারুহরিদ্রাকেই প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। যে জাতীফল গুরু ও স্নিগ্ধ এবং যাহার উপরিভাগ মসৃণ ও অভ্যন্তরভাগ শুভ্রবর্ণ তাহাই উত্তম। যে দ্রাক্ষাফল গোস্তনের ন্যায় তাহা উত্তম এবং করঞ্জফলের (করমচার) ন্যায় দ্রাক্ষা মধ্যম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চন্দ্রকান্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং পরিষ্কার খণ্ডই (খাঁড়গুড়) শ্রেষ্ঠ এবং গব্য-ঘৃত-সদৃশ, ও রুচিকর গন্ধ-বিশিষ্ট মধুই উত্তম।

অথ স্বভাবতো হিতানি।

শালীনাং লোহিতঃ শালিঃ ষষ্টিকেষু চ ষষ্টিকা।
শূকধান্যেষ্বপি যবো গোধূমঃ প্রবরো মতঃ॥
শমীধান্যে বরো মুদ্গো মসূরশ্চাঢ়কী তথা।
রসেষু মধুরঃ শ্রেষ্ঠো লবণেষু চ সৈন্ধবং॥
দাড়িমামলকদ্রাক্ষা খর্জ্জূরঞ্চ পরূষকম্।
রাজাদনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গেষু শস্যতে॥

'পরূষকং' ফল্সা ইতি লোকে। 'রাজাদনং' খিরিণী ইতি লোকে। 'মাতুলুঙ্গং' বিজৌরা ইতি লোকে।

স্বাভাবিক হিতকর দ্রব্য।

শালিধান্যের মধ্যে লোহিত শালি, ষাট ধান্যের মধ্যে ষষ্ঠিকা, শূকধান্যের মধ্যে যব ও গোধূম, এবং শমীধান্যের মধ্যে মুগ, মসূর ও আঢ়কী (অড়র) শ্রেষ্ঠ। রসের মধ্যে মধুর রস, লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ, এবং ফলের মধ্যে দাড়িম, আমলক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, পরূষক (ফলসা) রাজাদন (ক্ষীরিণী) এবং মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) উত্তম।

পত্রশাকেষু বাস্তুকং জীবন্তী পোতিকা বরা।
পটোলং ফলশাকেষু কন্দশাকেষু সূরণম্॥

পত্রবিশিষ্ট শাকের মধ্যে বাস্তুক (বেতো), জীবন্তী (জীবশাক) ও পোতিকা শাক (গাঁদাল), ফলবিশিষ্ট শাকের মধ্যে পটোল এবং কন্দবিশিষ্ট শাকের মধ্যে সূরণ (ওল) প্রশস্ত।

এণঃ কুরঙ্গো হরিণো জাঙ্গলেষু প্রশস্যতে।
পক্ষিণাং তিত্তিরির্লাবো বরো মৎস্যেষু রোহিতঃ॥
হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেণঃ কৃষ্ণতয়া মতঃ।
কুরঙ্গস্তাম্র উদ্দিষ্টো হরিণাকৃতিকো মহান্॥
জলেষু দিব্যং দুগ্ধেষু গব্যমাজ্যেষু গোভবম্।
তৈলেষু তিলজস্তৈলমৈক্ষবেষু সিতা হিতা॥

জাঙ্গলমাংসের মধ্যে এণ, কুরঙ্গ ও হরিণ মাংস, পক্ষিমাংসের মধ্যে তিত্তির ও লাব এবং মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্যই প্রশস্ত। হরিণ, এণ ও কুরঙ্গ এই তিন জন্তুর প্রভেদ এই যে এণ কৃষ্ণবর্ণ এবং হরিণ ও কুরঙ্গ উভয়েই তাম্রবর্ণ বটে কিন্তু বিশেষ এই যে হরিণ আকারে কুরঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। জলের মধ্যে দিব্য জল, দুগ্ধের মধ্যে গব্য দুগ্ধ, ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃত, তৈলের মধ্যে তিলের তৈল এবং ইক্ষুবিকারের মধ্যে শর্করা হিতকারী।

অথ স্বভাবাদহিতানি।

শমীষু মাষান্ গ্রীষ্মর্ত্তৌ লবণেষ্বৌষরং ত্যজেৎ।
ফলেষু লকুচং শাকে সার্ষপং ন হিতং মতম্॥
গোমাংসং গ্রাম্যমাংসেষু ন হিতা মহিষীবসা।
মেষীপয়ঃ কুসুম্ভস্য তৈলমাজ্যঞ্চ ফাণিতম্॥
ইক্ষুরসঃ পরিপক্বো যোঽর্দ্ধঘনঃ ফাণিতম্ তৎ।
তদ্ধি ছোয়ারাব ইতি লোকে।

স্বভাবতঃ অহিতকর দ্রব্য।

শমীর মধ্যে মাষকলাই (গ্রীষ্মঋতুতে) এবং লবণের মধ্যে পাংশুলবণ বর্জ্জন করিবে। ফলের মধ্যে মাদার ফল এবং শাকের মধ্যে সার্ষপ (সরিষা) শাক হিতকর নহে। গ্রাম্যজন্তুর মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষীর বসা, দুগ্ধের মধ্যে মেষীদুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম্ভের তৈল এবং ইক্ষুবিকারের মধ্যে ফাণিত (ফেণী) হিতকর নহে।

ইক্ষুরস অর্দ্ধপরিপক্ক হইলে যে অল্প ঘন ফেন উত্থিত হয় তাহাকে ফাণিত বা ছোয়ারাব বলে।

অথ সংযোগবিরুদ্ধানি।

মৎস্যানূপমাংসঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবর্জ্জয়েৎ।
কপোতং সার্ষপস্নেহভর্জ্জিতম্পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মৎস্যানিক্ষোর্বিকারেণ তথা ক্ষৌদ্রেণ বর্জ্জয়েৎ।
শক্তূন্ মাংসপয়োযুক্তানুষ্ণৈর্দধি বিবর্জ্জয়েৎ॥
উষ্ণৈর্ম্মত্তোঽম্বুনা ক্ষৌদ্রং পায়সং কৃশরান্বিতম্।
রক্তাকলং ত্যজেৎ তক্রে দধি বিল্বফলান্বিতম্॥
দশাহমুষিতং সর্পিঃ কাংস্যে মধু ঘৃতং সমম্।
কৃতান্নঞ্চ কষায়ঞ্চ পুনরুষ্ণীকৃতং ত্যজেৎ॥
একত্র বহুমাংসানি বিরুধ্যন্তে পরস্পরম্।
মধুসর্পির্ব্বসাতৈলপানীয়ানি যথা তথা॥

সংযোগতঃ বিরুদ্ধ দ্রব্য।

দুগ্ধের সহিত মৎস্য বা অনূপদেশজ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিবে না। কপোতমাংস সার্ষপ তৈলে ভর্জ্জিত হইলে হিতকর হয় না। সুতরাং উহা বর্জ্জন করিবে। ইক্ষুবিকার বা মধুর সহিত মৎস্য ভক্ষণ

করিবে না। মাংস বা দুগ্ধের সহিত শক্তু, উষ্ণদ্রব্যের সহিত দধি, উষ্ণদ্রব্য বা বৃষ্টিরজলের সহিত মধু, কৃশরার (খিচড়ির) সহিত পায়স, তক্রের সহিত রম্ভাফল বা বিল্বফলের সহিত দধি কদাচ ভোজন করিবে না। দশ দিনের পর্য্যুষিত ঘৃত ভোজন অথবা পক্ব কৃতান্ন ও কষায় দ্রব্য শীতল হইলে পুনরায় উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃতের সংযোগ অনিষ্টকারী হয়। মধু, ঘৃত, বসা, তৈল এবং পানীয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন বিরুদ্ধ হয় বহুবিধ মাংস একত্র ভোজন করিলেও সেইরূপ বিরুদ্ধগুণকারী হয়।

অথ ভেষজগ্রহণসঙ্কেতঃ।

লবণং সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ॥
কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্॥
অন্তঃসম্মার্জ্জনে জ্ঞেয়া হ্যজমোদা যবানিকা।
বহিঃসম্মার্জ্জনে সৈব বিজ্ঞাতব্যাজমোদিকা॥
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগে তু গব্যমেব হি গৃহ্যতে।
শকৃদ্রসো গোময়াম্বু মূত্রং গোঃ মূত্রমুচ্যতে॥

ঔষধ গ্রহণের সঙ্কেত।

ঔষধার্থে লবণের প্রয়োজন হইলে সৈন্ধবলবণ এবং চন্দনের প্রয়োজন হইলে রক্তচন্দন গ্রহণ করিবে, কিন্তু চূর্ণ, লেহন, আসব ও স্নেহ শ্বেতচন্দনের সহযোগেই ফলদায়ক হয়। কষায় ও লেপন প্রায় রক্তচন্দনের সহিতই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্তঃসম্মার্জনে যবানী বা বনযবানী এবং বহিঃসম্মার্জনে কেবল বনযবানী প্রয়োগ করিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃত ব্যবহার করিতে হইলে গব্য দুগ্ধ ও গব্য ঘৃতই গ্রহণ করিবে। শকৃৎরসশব্দের উল্লেখ থাকিলে গোময়জল এবং মূত্র শব্দের উল্লেখ থাকিলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে।

অথ প্রতিনিধিঃ।

চিত্রকাভাবতো দন্তী ক্ষারঃ শিখরিজোঽথবা।
অভাবে ধন্বয়াসস্য প্রক্ষেপ্যা তু দুরালভা।
'শিখরী' অপামার্গঃ।
তগরস্যাপ্যভাবে তু কুষ্ঠং দদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ।
মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিনীপ্রভবা বুধৈঃ॥
অহিংস্রায়া অভাবে তু মানকন্দঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
লক্ষ্মণায়া অভাবে তু নীলকণ্ঠশিখা মতা॥

'নীলকণ্ঠশিখা' ময়ুরশিখা।

বকুলাভাবতো দেয়ং কহ্লারোৎপলপঙ্কজম্।
নীলোৎপলস্যাভাবে তু কুমুদং দেয়মিষ্যতে॥
জাতীপুষ্পং ন যত্রাস্তি লবঙ্গং তত্র দীয়তে।
অর্কপর্ণাদিপয়সো হ্যভাবে তদ্রসো মতঃ॥
পৌষ্করাভাবতঃ কুষ্ঠং তথা লাঙ্গল্যভাবতঃ।
স্থৌণেয়কস্য চাভাবে ভিষগ্ভির্দীয়তে গদঃ।
চবিকাগজপিপ্পল্যৌ পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতৌ॥

'গদঃ' কুষ্ঠম্।

অভাবে সোমরাজ্যাস্তু প্রপুন্নাটফলং মতম্।
যদি ন স্যাদ্দারুনিশা তদা দেয়া নিশা বুধৈঃ॥

'সোমরাজী' বাকুচী। 'প্রপুন্নাটফলং' চক্রমর্দ্দফলম্। 'দারুনিশা' দারুহরিদ্রা। 'নিশা' হরিদ্রা।

রসাঞ্জনস্যাভাবে তু সম্যগ্দার্ব্বী প্রযুজ্যতে।
সৌরাষ্ট্র্যভাবতো দেয়া স্ফটিকা তজ্জ্ঞগণা জনৈঃ।

'সৌরাষ্ট্রী' সোরটীমাটী ইতি লোকে। 'স্ফটিকা' ফটিকারী ইতি লোকে।

তালীশপত্রকাভাবে স্বর্ণতালী প্রশস্যতে।
ভার্গ্যভাবে তু তালীশং কণ্টকারীজটাথবা ॥
রুচকাভাবতো দদ্যাল্লবণং পাংশুপূর্ব্বকম্।
অভাবে মধুযষ্ট্যাস্তু ধাতকীঞ্চ প্রয়োজয়েৎ ॥

'রুচকং' চৌহার ইতি লোকে। 'পাংশুলবণং' খারী অথবা রেহ ইতি লোকে।

প্রতিনিধি অর্থাৎ এক দ্রব্যের অভাবে দ্রব্যান্তরের গ্রহণ।

চিত্রকের অভাবে দন্তী অথবা অপামার্গের ক্ষার গ্রহণ করিবে। ধন্বযাসের অভাবে দুরালভা প্রক্ষেপ করিবে। সুবৈদ্য তগরের অভাবে কুষ্ঠ (কুড়) এবং মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনী বৃক্ষের ত্বক্ গ্রহণ করিবেন। অহিংস্রার অভাবে মানকন্দ (মানকচু) গ্রহণ করিবার বিধি বিহিত আছে। শ্বেত কণ্টকারীর অভাবে ময়ূরের পুচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বকুলার (কট্‌কি) অভাবে কহ্লার, উৎপল বা পঙ্কজ এবং নীলোৎপলের অভাবে কুমুদ প্রয়োগ করা উচিত। যে প্রদেশে জাতীফল না পাওয়া যায় তথায় তৎপরিবর্ত্তে লবঙ্গ প্রয়োগ করিবে। আকন্দ ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের দুগ্ধের (আটার) অভাবে উহাদিগের রস গ্রহণ করিবে। বৈদ্যকর্ত্তৃক পৌষ্করা, লাঙ্গলী এবং স্থৌনেয়কের অভাবে গদ (কুষ্ঠ) প্রদত্ত হইয়া থাকে। চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপ্‌পলীর মূল এবং সোমরাজীর অভাবে চক্রমর্দ্দফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ দারুহরিদ্রা না থাকিলে হরিদ্রা এবং রসাঞ্জন না থাকিলে দার্ব্বী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সৌরাষ্ট্রীর (সোরটি মাটি) অভাবে তদ্গুণবিশিষ্ট ফটিকারী, তালিশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, ভার্গীর অভাবে তালিশ বা কণ্টকারীর জটা। রুচকের অভাবে পাংশুলবণ, এবং যষ্টিমধুর অভাবে ধাতকী প্রশস্ত। হিন্দীভাষায় রুচককে চৌহার এবং পাংশুলবণকে খারি বা রেহ বলে।

অম্লবেতসকাভাবে চুক্রং দাতব্যমিষ্যতে।
দ্রাক্ষা যদি ন লভ্যেত প্রদেয়ং কাশ্মরীফলম্ ॥
তয়োরভাবে কুসুমং মধুকস্য মতং বুধৈঃ।
লবঙ্গকুসুমং দেয়ং নখস্যাভাবতঃ পুনঃ ॥
কস্তূর্য্যভাবে কঙ্কোলং ক্ষেপণীয়ং বিদুর্বুধাঃ।
কঙ্কোলস্যাপ্যভাবে তু জাতীপুষ্পং প্রদীয়তে ॥
সুগন্ধি মুস্তকং দেয়ং কর্পূরাভাবতো বুধৈঃ।
কর্পূরাভাবতো দেয়ং গ্রন্থিপর্ণং বিশেষতঃ ॥
কুঙ্কুমাভাবতো দদ্যাৎ কুসুম্ভকুসুমং নবম্।
শ্রীখণ্ডচন্দনাভাবে কর্পূরং দেয়মিষ্যতে ॥
অভাবে শ্বেতয়োর্ব্বৈদ্যাঃ প্রক্ষিপেৎ রক্তচন্দনম্।
রক্তচন্দনকাভাবে নবোশীরং বিদুর্বুধাঃ ॥
মুস্তা চাতিবিষাভাবে শিবাভাবে শিবা মতা।
অভাবে নাগপুষ্পস্য পদ্মকেশরমিষ্যতে ॥
মেদাজীবককাকোলীঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি চাসতি।
বরীবিদার্য্যশ্বগন্ধাবারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ ॥

'বরী' শতাবরী।

বারাহ্যাশ্চ তথাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু পশ্চিমে গৃষ্টিসংজ্ঞকঃ ॥

'গৃষ্টিঃ' জেঠি ইতি লোকে।

বারাহীকন্দএবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
অনূপসম্ভবে দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥

ভল্লাতকাসহস্থে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।
ভল্লাতাভাবতশ্চিত্রং নলশ্চেক্ষোরভাবতঃ॥
সুবর্ণাভাবতো স্বর্ণমাক্ষিকং প্রক্ষিপেৎ বুধঃ।
শ্বেতন্তু মাক্ষিকং জ্ঞেয়ং বুধৈ রজতবৎ ধ্রুবম্।
মাক্ষিকস্যাপ্যভাবে তু প্রদদ্যাৎ স্বর্ণগৈরিকম্॥
সুবর্ণমথবা রৌপ্যং মৃতং যত্র ন লভ্যতে।
তত্র কান্তেন কর্ম্মাণি ভিষক্কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
কান্তাভাবে তীক্ষ্ণলোহং যোজয়েদ্বৈদ্যসত্তমঃ।
অভাবে মৌক্তিকস্যাপি মুক্তাশুক্তিং প্রয়োজয়েৎ॥
মধু যত্র ন লভ্যেত তত্র জীর্ণগুড়ো মতঃ।
মৎস্যণ্ড্যভাবতো দদ্যুর্ভিষজঃ সিতশর্করাম্॥
অসম্ভবে সিতায়াস্তু বুধৈঃ খণ্ডং প্রযুজ্যতে।
ক্ষীরাভাবে রসো মৌদ্গো মাসুরো বা প্রদীয়তে॥
অত্র প্রোক্তানি বস্তূনি যানি তেষু চ তেষু চ।
যোজ্যমেকতরাভাবেঽপরং বৈদ্যেন জানতা॥
রসবীর্য্যবিপাকাদ্যৈঃ সমং দ্রব্যং বিচিন্ত্য চ।
যুজ্যাত্তদ্বিধমন্যচ্চ দ্রব্যাণাস্তু রসাদিবিৎ॥
যোগে যদপ্রধানং স্যাত্তস্য প্রতিনিধির্ম্মতঃ।
যত্তু প্রধানং তস্যাপি সদৃশং নৈব গৃহ্যতে॥
ব্যাধেরযুক্তং যৎ দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যুক্তং যৎ যোজয়েৎ তত্রসাদিবিৎ॥

অম্লবেতসের অভাবে চুক্র, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারী ফল এবং তদভাবে মধূকের কুসুম প্রয়োগ করিবে। নখের অভাবে লবঙ্গকুসুম প্রশস্ত। পণ্ডিতগণ কর্তৃক কস্তুরীর অভাবে কঙ্কোল এবং তদভাবে জাতীপুষ্প প্রদত্ত হইয়া থাকে। কর্পূরের অভাবে গ্রন্থিপর্ণই প্রশস্ত, তদভাবে সুগন্ধি মুস্তকও প্রদত্ত হইয়া থাকে। কুঙ্কুমের অভাবে নূতন কুসুমফুল, শ্রীখণ্ড চন্দনের অভাবে কর্পূর, তদভাবে রক্তচন্দন এবং তদভাবে নূতন বেণার মূল প্রয়োগের বিধি আছে। অতিবিষার (আতইচ) অভাবে মুস্তা, হরীতকীর অভাবে আমলকী ও নাগকেশরের অভাবে পদ্মকেশর ব্যবহার করিবে। মেদা, জীবক, কাকোলী এবং ঋদ্ধি না পাইলে ক্রমান্বয়ে শতাবরী, বিদারী, অশ্বগন্ধা ও বারাহী ক্ষেপণ করিবে। বারাহীর অভাবে চামার আলু প্রশস্ত। পশ্চিম প্রদেশে বারাহী কন্দকে গৃষ্টি বা জেড়ি বলে। পূর্ব্বাঞ্চলে উহা চর্ম্মকার আলু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অনূপদেশজ বারাহীর বরাহের ন্যায় লোম থাকে। ভল্লাতকের অভাবে রক্তচন্দন বা চিত্র, ইক্ষুর অভাবে নল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক ও শ্বেতমাক্ষিক, এবং মাক্ষিকের অভাবে স্বর্ণগৈরিক প্রদান করিবে। যে স্থানে মৃত (ভস্মীকৃত) স্বর্ণ বা রৌপ্য না পাওয়া যায় বিচক্ষণ বৈদ্য তথায় কান্ত লৌহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং কান্ত লৌহের অভাবে তীক্ষ্ণ লৌহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তার অভাবে মুক্তাশুক্তি, মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, মৎস্যণ্ডীর (মিছরির), অভাবে শ্বেত শর্করা, শ্বেত শর্করার অভাবে খণ্ড (খাঁড় গুড়) এবং দুগ্ধের অভাবে মুগ বা মসূরের যূষ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এস্থলে যে যে বস্তুর অভাবে যে যে বস্তু বর্ণিত হইল সেই সেই বস্তুর অভাবে তৎসদৃশ অন্য বস্তু প্রয়োগ করিবে। ঔষধের উপযোগী দ্রব্য যদি প্রধান হয় তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, কিন্তু অপ্রধান হইলে সেই

সকল দ্রব্যের রস, বীর্য্য ও পাকাদি বিবেচনা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তত্তুল্য-রসাদিবিশিষ্ট অন্য বস্তু প্রয়োগ করিবে। গণোক্ত দ্রব্য যদি পীড়ার উপযোগী না হয় তাহা হইলে রসাদিবৎ বৈদ্য সে দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন এবং উপযোগী দ্রব্য উক্ত না হইলেও প্রয়োগ করিবেন।

দ্রব্যগতপদার্থপঞ্চকর্ম্মাণ্যাহ।

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥

দ্রব্যগত পঞ্চ পদার্থ ও তাহাদের কার্য্য।

রস, গুণ, বীর্য্য বিপাক ও শক্তি এই পাঁচটি পদার্থ দ্রব্যে থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পান্ন করে।

তত্র রসঃ।

তত্র বাগ্‌ভটঃ।

রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণতিক্তোষণকষায়কাঃ।
ষট্‌দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ॥

'ঊষণঃ' কটুঃ।

তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্‌।
কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥
যে রসা বাতশমনাঃ ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্‌॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তৈক্ষ্ণ্যোষ্ণ্যে লঘুতা চৈব নঁ তে তৎকর্ম্মকারিণঃ।
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং সদা॥

রস।

বাগ্‌ভট কহিয়াছেন মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্‌বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্বানুক্রমে বলাবহ জানিবে; অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু বলবত্তর, কটু অপেক্ষা তিক্ত বলবত্তর ইত্যাদি। মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুনাশক; তিক্ত, কটু ও কষায় রস শ্লেষ্মঘ্ন এবং মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তঘ্ন। অন্যান্য রস বাতাদিবর্দ্ধক। বায়ুনাশক রসে যদি রুক্ষতা, লঘুতা বা শীতলতা গুণ থাকে তাহাদ্বারা বায়ুর শান্তি, পিত্তনাশক রস তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লঘু হইলে তাহার দ্বারা পিত্তের শান্তি এবং শ্লেষ্মানাশক রস স্নেহবিশিষ্ট, গুরু বা শীতল হইলে তাহাদ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হয় না। অর্থাৎ রস স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলেই স্ব স্ব কার্য্যকরণে সমর্থ হয়।

তত্র মধুররসস্য গুণাঃ।

মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যমলক্রিমীন্‌।
বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষো হিতঃ॥
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণবর্ণকেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্‌।
প্রশস্তো বৃংহণঃ কেশ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ॥

মধুর রসের গুণ।

মধুর রস সেবন করিলে ধাতুপুষ্টি এবং বল ও স্তন্য বৃদ্ধি হয়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, বাত

ও পিত্তের শান্তি হয়, শরীর স্থূল হয় এবং মল ও কৃমি জন্মে। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত বা ক্ষীণ ব্যক্তি অথবা যাহাদিগের বর্ণ, কেশ, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ওজধাতুর হীনতা জন্মে, মধুর রস তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। কারণ উহা শীতল পুষ্টিকারক, কেশবর্দ্ধক, গুরু, ব্রণের সন্ধানকারী, বিষঘ্ন, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ এবং প্রীতিজনক ও আয়ুষ্কর।

অথাতিযুক্তস্য মধুররসস্য গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাসগলগণ্ডার্ব্বুদক্রিমীন্।
স্থৌল্যাগ্নিমান্দ্যমেহাংশ্চ কুর্য্যাৎ মেদঃকফাময়ান্॥

অধিক মধুররসসেবনের ফল।

মধুর রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, কৃমি, স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ এবং মেদ ও কফবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ জন্মে।

অথাম্লস্য গুণাঃ।

রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রদো লঘুঃ।
লেখিতোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ পবনাপহঃ॥
স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণঃ সরঃ শুক্রবিবন্ধানাহদূষিতা।
হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রূর্বিনিকোচনঃ॥

'লেখিতা' লেখনঃ। 'বহিঃশীতঃ' স্পর্শে শীতঃ। 'বিনিকোচনঃ' সঙ্কোচনঃ।

অম্লরসের গুণ।

অম্লরস লঘু, পাচক, রুচিকর, পিত্ত শ্লেষ্মা ও রক্তের প্রসাদক, জিহ্বা-পরিষ্কারক, ক্লেদকর, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, চলনশীল, শুক্রনাশক, দৃষ্টির অপ্রসাদকর, রোম ও দন্তের হর্ষজনক, চক্ষু ও ভ্রূর সঙ্কোচক এবং মল ও মূত্রের প্রসাদকর। অম্লরস স্পর্শে শীতল হইলেও উষ্ণগুণবিশিষ্ট।

অথাতিযুক্তস্যাম্লস্য গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তো ভ্রমং কুর্য্যাৎ তৃট্‌দাহতিমিরজ্বরান্।
কণ্ডূপাণ্ডুত্ববীসর্পশোথবিস্ফোটকুষ্ঠকৃৎ॥

অধিক অম্লরস সেবনের ফল।

অধিক মাত্রায় অম্লরস সেবন করিলে ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধতা, জ্বর, কণ্ডু, পাণ্ডু, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোটক এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

অথ লবণস্য গুণাঃ।

লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ।
পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়শৈথিল্যমৃদুতাকরঃ।
বক্ত্রস্য আস্যজলদঃ কপোলগলদাহকৃৎ॥

লবণরসের গুণ।

লবণরস সংশোধনকারী, রুচিকর ও পাচক। এই রস সেবন করিলে শ্লেষ্মা ও পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, বায়ু ও পুরুষত্বের নাশ হয়, শরীর শিথিল, বলহীন ও কোমল হয়, মুখ সজল হয় এবং কপোল ও গলদেশে দাহ জন্মে।

অতিযুক্তস্য লবণস্য গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তোঽক্ষিপাকাস্রপিত্তকোটক্ষতাদিকৃৎ।
বলীপলিতখালিত্যকুষ্ঠবীসর্পতৃট্‌প্রদঃ॥

'কোটঃ' বরটীকৃতদংশকৃতশোথবৎ। 'পলিতং' কেশশুক্লতা। 'খালিত্যং' শিরসি কেশনাশঃ।'

অধিক লবণরস সেবনের ফল।

অধিক পরিমাণে লবণরস সেবন করিলে অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোট, ক্ষত, বিসর্প এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ ও তৃষ্ণা জন্মে এবং শরীরে বলী, পলিত ও খালিত্য প্রভৃতি বার্দ্ধক্যের লক্ষণ লক্ষিত হয়।

রাজহংস বা বনমক্ষিকা (ডাঁশ) কৃত শোথের ন্যায় শোথকে কোট বলে এবং শুক্লকেশতাকে পলিত বলা যায়। খালিত্য অর্থাৎ কেশনাশতা (টাক্)।

অথ কটুগুণাঃ।

কটুরুক্ষশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ বিশদো বাতপিত্তকৃৎ।
শ্লেষ্মহল্লঘুরাগ্নেয়ঃ ক্রিমিকণ্ডুবিষাপহঃ॥
শুক্রস্তন্যহরশ্চাপি মেদঃস্থৌল্যাপকর্ষকৃৎ।
অশ্রুদো নাসিকাস্যাক্ষিজিহ্বাগ্রোদ্বেজকো মতঃ॥
দীপনঃ পাচনো রুচ্যো নাসিকাশোষণো ভৃশম্।
ক্লেদমেদোবসামজ্জশকৃন্মূত্রোপশোষণঃ॥
স্রোতঃপ্রকাশকো রুক্ষো মেধ্যো বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ।

'আগ্নেয়ঃ' অধিকাগ্ন্যংশঃ। 'মেধ্যঃ' মেধায়ৈ হিতঃ। 'বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ'। মলবন্ধং করোতি।

কটুরসের গুণ।

কটুরস আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বৈশদ্য-কারী, বাত ও পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মা, কৃমি, কণ্ডু, বিষ, শুক্র, স্তন্য, মেদ, ও স্থূলতার নাশকারী, লঘু, রুক্ষ, অশ্রুজনক, দীপন, পাচন, রুচিকর, স্রোতের প্রকাশক, মেধাবর্দ্ধক, মলের অবরোধক, মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও জিহ্বার অগ্রভাগের উদ্বেগজনক, এবং নাসিকা, ক্লেদ, মেদ, বসা, মজ্জা, মল ও মূত্রের শোষক।

যাহাতে অধিক অগ্নির অংশ থাকে তাহাকে আগ্নেয় কহে।

অতিযুক্তস্থ কটুরসস্থ গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তো ভ্রান্তিদাহমুখতাল্বোষ্ঠশোষকৃৎ।
কণ্ঠাদিপীড়ামূর্চ্ছাতৃট্কম্পদো বলশুক্রহৃৎ॥

অধিক কটুরস সেবনের ফল।

কটুরস অতিরিক্ত মাত্রায় সেবিত হইলে ভ্রান্তি, দাহ, এবং মুখ, তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

অথ তিক্তরসস্থ গুণাঃ।

তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছাজ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ।
কৃমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশদাহরক্তগদাপহঃ॥
রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ।
বাতলোঽগ্নিকরোনাসাশোষণো রুক্ষণো লঘুঃ॥

'রুচ্যঃ' অন্যেষু বস্তুষু রুচিমুৎপাদয়তি। 'স্বয়মরোচিষ্ণুঃ', যথা নিম্বঃ স্বয়ং ন রোচতে অন্যেষু বস্তুষু রুচিং করোতি।

তিক্তরসের গুণ।

তিক্তরস বাতল, পাচক, নাসিকার শোষজনক, রুক্ষ, লঘু, স্তন্য ও কণ্ঠের সংশোধনকর, শীতল, এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, বিষ, উৎক্লেশ,

দাহ ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক। তিক্তরস স্বয়ং রোচক না হইলেও অন্য বস্তুতে রুচি জন্মাইয়া দেয়। যেমন নিম্ব যদিও মুখপ্রিয় নয় বটে তথাপি উহা সেবন করিলে অন্য বস্তুতে রুচি হয়।

অতিযুক্তস্য তিক্তস্য গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূলমন্যাস্তম্ভশ্রমার্ত্তিকৃৎ।
কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ॥

অতিরিক্ত তিক্তরস সেবনের ফল।

অতিরিক্ত মাত্রায় তিক্তরস সেবন করিলে শিরঃপীড়া, মন্যাস্তম্ভ, শ্রম, পীড়, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

অথ কষায়গুণাঃ।

কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা।
লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ॥
কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুর্মতঃ।
ত্বক্প্রসাদন আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ॥
জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠস্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ।
রোপণো ব্রণস্য। স্তম্ভনো গাত্রাণাং। শোধনো ব্রণস্য। লেখনো ব্রণাদ্যুৎসন্নমাংসস্য শোষণো ব্রণমজ্জাদীনাম্। পীড়নো হৃদয়স্য বাতকারিত্বাৎ। 'সৌম্যঃ' সোমাদুৎপন্নঃ॥

কষায় রসের গুণ।

কসায় রস রুক্ষ, শীতল, লঘু, বিশদ, গাত্রের স্তম্ভনকারী, মলরোধক, কফনাশক, বাতের প্রকোপজনক, হৃদয়ের পীড়াকর, মেদশোষক, কফঘ্ন, রক্তপিত্তের শান্তিকারক, ত্বকের প্রসাদন, আমের স্তম্ভনকর, জিহ্বার জড়তাকর এবং কণ্ঠ ও স্রোতসমূহের অবরোধক। কষায় রস সোমগুণ হইতে উৎপন্ন এবং ব্রণের রোপণ, শোধন, লেখন ও শোষণের কার্য্য করে।

লেখন অর্থাৎ ব্রণাদিদ্বারা উৎসন্ন মাংসের লেখনকারী। হৃদয়ের পীড়াকর অর্থাৎ বাতকারিত্বপ্রযুক্ত হৃদয়ে পীড়া জন্মায়।

অতিযুক্তস্য কষায়স্য গুণাঃ।

সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মানহৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ।

অতিরিক্ত কষায় রস সেবন করিবার ফল।

কষায় রস অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলে গ্রহ, উদরাধ্মান, হৃৎপীড়া, ক্ষেপণ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

মধুরাদীনামপরে বিশেষাঃ।

মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণশালিযবাদৃতে।
মুদ্গাদ্গোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ॥
অম্লং পিত্তকরং প্রায়ো বিনা ধাত্রীঞ্চ দাড়িমীম্।
লবণং প্রায়শো স্বেষ্যং নেত্রয়োঃ সৈন্ধবং বিনা॥
প্রায়ঃ কটু তথা তিক্তমবৃষ্যং বাতকোপনম্।
শুণ্ঠীকৃষ্ণারসোনানি পটোলমমৃতং বিনা॥
উক্তঞ্চ চরকে।
পিপ্পলী নাগরং বৃষ্যং কটু চাবৃষ্যমুচ্যতে।
প্রায়শঃ স্তম্ভনং প্রোক্তং কষায়মভয়াং বিনা॥
সামান্যেনাত্রনির্দ্দিষ্টা গুণাঃ ষড়্ রসজ্ঞবাঃ।
রসানাং যোগতস্তু স্যাদন্য এব গুণোদয়ঃ॥
সংযোগাদ্ বিষতাং যাতি সমমাজ্যেন মাক্ষিকম্।
অমৃতত্বং বিষং যাতি সর্পদষ্টস্য বৈ যথা॥

মধুরাদি রসের বিশেষ গুণ।

পুরাতন শালি, যব, মুগ, গোধূম, মধু, শর্করা ও জাঙ্গল মাংস ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল মধুর রসই প্রায় শ্লেষ্মকারী হইয়া থাকে। আমলকী ও দাড়িম ফল ব্যতিরেকে আর সকল অম্লরসই প্রায় পিত্ত বৃদ্ধি করে। সৈন্ধবলবণ ভিন্ন অন্যান্য লবণ রস প্রায় চক্ষুর পক্ষে হিতকর নহে। শুণ্ঠী, পিপ্পলী, রশুন, পটোল ও গুলঞ্চ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল কটু ও তিক্ত রসই প্রায় বায়ুর প্রকোপজনক ও অবৃষ্য। চরক কহিয়াছেন "পিপ্পলী ও শুণ্ঠী পুষ্টিকারক কিন্তু অন্যান্য কটু দ্রব্য পুষ্টিকর নহে এবং হরীতকী ভিন্ন প্রায় সকল কষায় দ্রব্যই স্তম্ভনকর বলিয়া উক্ত আছে। এস্থলে মধুরাদি ষড়্বিধ রসের গুণ সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু সংযোগবশতঃ এই সকল রসের ভিন্নপ্রকার গুণ হইয়া থাকে। মধু, মধুররস হইলেও ঘৃতসংযোগে বিষতুল্য হয়। সেইরূপ অমৃতত্বও সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বিষত্ব প্রাপ্ত হয়।

অথ গুণাঃ।

লঘুর্গুরু স্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষস্তীক্ষ্ণ ইতি ক্রমাৎ।
নভোভূবারিবাতানাং বহ্নেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

গুণের লক্ষণ।

আকাশ, পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি এই পঞ্চ ভূতের ক্রমান্বয়ে লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পঞ্চবিধ গুণ কথিত হইয়া থাকে।

অথ লঘ্বাদিগুণবতাং গুণাঃ।

লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ।
'লঘু' লঘুদ্রব্যম্। এবং গুর্ব্বাদি।
তথাচোক্তম্।
গুর্ব্বাদয়ো গুণা দ্রব্যে পৃথিব্যাদৌ রসাশ্রয়ে।
রসেষু ব্যপদিশ্যন্তে সাহচর্য্যোপচারতঃ॥
গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।
স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্॥
রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্।
তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ॥

লঘ্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থের গুণ।

লঘু দ্রব্য অতিশয় হিতকর, কফঘ্ন ও শীঘ্রপাকী।

গুর্ব্বাদিরও ঐরূপ গুণ উক্ত আছে যথা—গুর্ব্বাদিগুণ দ্রব্য, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত বা রসকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে সাহচর্য্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে রস বলা যায়। গুরুরস বাতনাশক, শ্লেষ্মজনক, পুষ্টিকারক ও গুরুপাক। স্নিগ্ধরস বাতনাশক, শ্লেষ্মকারী, স্বাস্থ্যকর ও বলকারক; রুক্ষ রস বায়ুবর্দ্ধক ও অত্যন্ত কফঘ্ন এবং তীক্ষ্ণরস প্রায় পিত্তকারী, লেখন, কফজনক ও বাতবর্দ্ধক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

সুশ্রুতে তু গুণা এতে বিংশতিস্তান্ ব্রুবে শৃণু।
গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ॥
পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুষ্কঃ আশুর্মন্দঃ স্মৃতা গুণাঃ॥
তত্র গুরু—লঘু-স্নিগ্ধ—রুক্ষ—তীক্ষ্ণা উক্তা এব।
শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ
স্থিরো বাতমলস্তম্ভী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ॥
পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।

সন্ধানো গুণস্য।

ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ।
শীতস্তু হ্লাদনঃ স্তম্ভী মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহনুৎ।
উষ্ণো ভবতি শীতস্য বিপরীতশ্চ পাচনঃ॥

'হ্লাদনঃ' সুখজনকঃ। স্তম্ভী রক্তাদিপ্রবৃত্ত্যাদীনাম্। 'উষ্ণঃ' শীতস্য বিপরীতত্বেন অসুখজনকঃ রক্তাদিপ্রবৃত্ত্যাদীনামস্তম্ভনঃ মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহকৃচ্চ। পাচনো ব্রণাদীনাম্। মৃদুকর্কশৌ প্রসিদ্ধৌ।

সুশ্রুতগ্রন্থে বিংশতি প্রকার গুণ উক্ত আছে যথা—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীতল, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু ও মন্দ। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি গুণের গুণ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট কয়টি গুণের গুণ ক্রমে বলা যাইতেছে। শ্লক্ষ্ণগুণ স্নেহহীন ও কঠিন হইলেও চিক্কণ, স্থিরগুণ বাত ও মলের অবরোধক এবং সর উহাদিগের প্রবর্ত্তক। পিচ্ছিলগুণ তন্তুল, বলকারক, শ্লেষ্মল, গুরু ও ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী। বিশদগুণ ক্লেদনাশক ও ব্রণের রোপক, শীতগুণ হ্লাদন, স্তম্ভী এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, স্বেদ ও দাহের শান্তিকারক। উষ্ণগুণ শীতের বিপরীত ও পাচন।

হ্লাদন অর্থাৎ সুখজনক। স্তম্ভী অর্থাৎ রক্তাদি ও প্রবৃত্ত্যাদির অবরোধক। "উষ্ণ শীতের বিপরীত" অর্থাৎ উহা অসুখজনক, রক্তাদি ও প্রবৃত্ত্যাদির অস্তম্ভন এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, স্বেদ ও দাহের উৎপাদক। পাচন অর্থাৎ ব্রণাদির পাচন।

মৃদু ও কর্কশ এই দুইটি গুণ প্রসিদ্ধ; সুতরাং ইহার বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক।

স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ।
দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেৎ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে॥
দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তু বিপরীতকঃ।
আশুরাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ॥
মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে।

স্থূলগুণ স্থূলতাজনক ও দেহস্থ স্রোতসমূহের অবরোধক এবং যে গুণ শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবিষ্ট হয় তাহাকে সূক্ষ্মগুণ কহে। যে গুণ ক্লেদজনক ও ব্যাপী তাহাতে দ্রব এবং ইহার বিপরীতকে শুষ্ক বলা যায়। আশুগুণ আশুকারী এবং জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে যেমন উহা শীঘ্র জলের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হয় আশুগুণও সেইরূপ সমস্ত দেহে শীঘ্র ধাবিত হয়। কার্য্যশৈথিল্যকে মন্দতা বা অল্পতা বলা যায়।

অথ গুণপ্রস্তাবাদ্দীপনাদয়ো গুণাঃ সলক্ষণা লিখ্যন্তে।

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্যদ্দীপনং তদ্যথামিসিঃ।

'বহ্নিকৃৎ' বহ্নিদীপ্তিকৃৎ। ননু যদ্বহ্নিং প্রদীপয়তি তদামঙ্কথং ন পচেদিত্যাশঙ্কায়ামুচ্যতে। দীপনদ্রব্যন্তাবদ্বহ্নিং প্রদীপয়তি য আমে ভোক্তুমিচ্ছ মুৎপাদয়তি নত্বামং পক্তুং ক্ষমঃ। যথা সূক্ষ্মদীপো গৃহদ্যোতং করোতি ন তু বৃহৎস্থালীস্থান্ তণ্ডুলানোদনং কর্ত্তুং ক্ষমঃ।

অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে দীপনাদি গুণ ও তাহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে গুণ দ্বারা অগ্নির দীপ্তি হয়, কিন্তু আমের পরিপাক হয় না, তাহাকে দীপন বলা যায়; যেমন জটামাংসী।

যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে যাহাদ্বারা অগ্নির দীপ্তি হয় তাহাতে আমের পরিপাক হইবার বাধা কি? উক্ত রূপ সন্দেহ দূর করিবার জন্য এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সূক্ষ্ম দীপাগ্নি যেমন স্বীয় প্রভাবে চতুর্দ্দিক আলোকময় করে, কিন্তু বৃহৎ স্থালীস্থিত তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করিতে পারে না, সেইরূপ ভোজনে ইচ্ছা জন্মাইবার জন্য যে পরিমাণে বহ্নির উদ্দীপন আবশ্যক দীপন দ্রব্যদ্বারা তৎপরিমিত বহ্নিই উদ্দীপিত হয়। সুতরাং তাদৃশ বহ্নির প্রভাবে আম পরিপক্ক হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব অগ্নির দীপ্তি হইলেই যে আমের পরিপাক হয় তাহা নহে, আম পাক করিতে হইলে প্রবল বহ্নির আবশ্যক।

পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্যত্তদ্ধি পাচনম্।
নাগকেশরবদ্বিদ্যাচ্চিত্তোদ্দীপনপাচনঃ॥

যাহাতে আম পরিপক্ক হয় কিন্তু অগ্নির দীপ্তি হয় না তাহাকে পাচন কহে। নাগকেশরের ন্যায় পাচনও চিত্তের উদ্দীপক।

ননু যদ্বহ্নিং ন দীপয়তি তদামং কথং পচতীত্যাশঙ্কায়ামাহ। পাচনং বহ্নিদীপ্তিমকুর্ব্বাণমপ্যামং পচতি। যথাগ্ন্যাধানস্থোঽঙ্গারসমূহোঽন্নম্পচতি ন তু দীপবৎ সর্ব্বতঃ প্রদীপয়তি।

যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায় যে যে দ্রব্যের দ্বারা অগ্নির দীপ্তি না হয় তাহাতে কিরূপে আমের পরিপাক হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে অগ্ন্যাধান-স্থিত অঙ্গারসমূহ, দীপের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত না হইলেও যেমন অন্ন পাক করে সেইরূপ পাচনদ্বারা অগ্নির দীপ্তি না হইলেও আমের পরিপাক হয়।

ন শোধয়তি যৎ দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ (১) শমনন্তদ্ যথামৃতা॥

যদ্দ্রব্যং দোষত্রয়ং ন শোধয়তি নোর্দ্ধাধোমার্গাভ্যামানয়তি, সমান্ দোষান্নোদীরয়তি ন বর্দ্ধয়তি চ শমনং তৎ।

যে দ্রব্যের গুণে বাতাদি দোষ ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গদ্বারা চালিত হয় অথবা সমদোষের বৃদ্ধি না হয় এবং বর্দ্ধিত দোষের সমতা হয় তাহাকে সমন বলা যায়। যেমন গুলঞ্চ।

কৃত্বা পাকং মলানাং যৎ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥

'মলানাম্' অপক্কানাং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং। 'বন্ধং' বায়ুবন্ধং। 'ভিত্ত্বা অধো নয়েৎ' মলানধঃ পাতয়তি।

যে দ্রব্য অপক্ক বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিপাক বিধান করত বায়ুবন্ধ ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।

পক্তব্যং যদপক্কৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনন্তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্॥

'মলাদিকম্' আদিশব্দাৎ কফপিত্তে। কৃতমালঃ' 'ঘনবহের' ইতি লোকে।

যে দ্রব্য কোষ্ঠসংশ্লিষ্ট পক্তব্য মলাদিকে পাক না করিয়াই অধঃপাতিত করে

(১) বিষমানিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

তাহাকে অংসন বলে, যেমন কৃতমাল। এস্থলে আদি শব্দে কফ ও পিত্ত বুঝিবে। হিন্দিতে কৃতমালকে ধনবহের বলে।

মলাদিকমবদ্ধং বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ভেদনং কটুকী যথা॥

'অবদ্ধং' শিথিলং। 'বদ্ধং' গাঢ়ং। 'মলৈঃ' দোষৈঃ, তত্রাপি বাতৈঃ। বহুত্বমাধিক্যবোধনার্থং তৈঃ 'পিণ্ডিতম্' গুটিকীকৃতম্।

যে দ্রব্য শিথিল, গাঢ় বা বায়ুর আধিক্যে গুটিকীকৃত মলাদিকে ভেদ করিয়া অধঃপাতিত করে তাহাকে ভেদন বলে, যেমন কটুকী।

বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদি দ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তৎ জ্ঞেয়ং রেচনস্ত্রিবৃতা যথা॥

'রেচয়ত্যপি' অধঃপাতয়তি চ। ত্রিবৃতাপনিলর।

যাহাদ্বারা বিপক্ক বা অপক্ক মলাদি দ্রবীকৃত ও অধোনিঃসারিত হয়, তাহাকে রেচন কহে; যেমন ত্রিবৃতা (তেউড়ি)।

অপক্কং পিত্তশ্লেষ্মাণং চয়মূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ।
বমনন্তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা॥

'ঊর্দ্ধং নয়েৎ' মুখমার্গেণ বাহিঃকুর্য্যাৎ। 'মদনস্য ফলং' ময়নাফল।

যাহা দ্বারা অপক্ক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন উপচিত এবং মুখমার্গদ্বারা বহিষ্কৃত হয় তাহাকে বমন কহে, যেমন মদনফল (ময়নাফল)

স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনন্তৎ স্যাদ্দেবদালীফলং যথা॥

'দেবদালী' সোনৈআ ইতি লোকে।

যে দ্রব্যদ্বারা দেহস্থ সঞ্চিতমল স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধে বা অধোভাগে নীত এবং বহিষ্কৃত হয় তাহাকে সংশোধন কহে, যেমন দেবদালী ফল।

হিন্দীতে দেবদালী ফলকে সোনৈয়া বলে।

দীপনম্পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্।
গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকজগপিপ্পলী॥

যে দ্রব্য দীপক, পাচক, ও উষ্ণ এবং যাহা দ্বারা দ্রবতা নাশ হয় তাহাকে গ্রাহী কহে; যেমন শুণ্ঠী, জীরক ও গজপিপ্পলী।

রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনন্তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ॥

'বাতকৃৎ' প্রতিলোমবাতকৃৎ। 'স্তম্ভনং' অধোগামিমলাদীনাম্। 'বৎসকঃ' কুরৈআ। 'টুণ্টুকঃ' সোনাপাঠা।

রুক্ষতা, শৈত্য, কষায়ত্ব বা লঘুপাকপ্রযুক্ত যে দ্রব্য বাতকারি হয় তাহাকে স্তম্ভন বলা যায়, যেমন বৎসক ও টুণ্টুক। এস্থলে বাতকারিশব্দে প্রতিলোমবাতকারি এবং স্তম্ভনশব্দে অধোগামী মলাদির অবরোধক বুঝিতে হইবে। বৎসককে হিন্দীতে কুরৈয়া এবং টুণ্টুককে শোনাপাঠা বলে।

শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্বলাৎ।
ছেদনন্তৎ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতুঃ॥

'ক্ষারাঃ' যবক্ষারাদয়ঃ।

যে দ্রব্য বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট কফাদি দোষকে উন্মূলীত করে তাহাকে ছেদন কহে, যেমন যবক্ষারাদি ক্ষার, মরিচ ও শিলাজতু।

ধাতূন্মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনন্তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবা॥

'উল্লেখয়েৎ' কৃশীকুর্য্যাৎ। 'লেখনং' কৃশীকারকং। 'ক্ষৌদ্রং' মধু। 'যবা' ইন্দ্রযবাঃ।

যে দ্রব্য দেহস্থ ধাতু ও মলকে শোষণ-পূর্ব্বক উল্লেখন (ক্ষীণবল) করে তাহাকে লেখন কহে; যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও ইন্দ্রযব। লেখন অর্থাৎ কৃশীকারক।

যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুশলী শর্করা চ শতাবরী॥

'হর্ষঃ' রন্তুং সমুৎসাহঃ।

যে দ্রব্যের গুণে স্ত্রীতে হর্ষ অর্থাৎ রমণেচ্ছা জন্মে তাহাকে বাজীকরণ কহে; যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, শর্করা ও শতাবরী।

যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যু র্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্॥

'নাগবলা' গুরুসকরী।

যে দ্রব্যের দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয় তাহাকে শুক্রল বলে; যেমন আলকুশির বীজ, নাগবলা ইত্যাদি। হিন্দীতে নাগবলাকে গুরুসকরী বলে।

দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাতকলমজ্জাকলানি চ।
এতানি জনকানি স্যুঃ রেচকানি চ রেতসঃ॥

'জনকানি' প্রভাবাচ্ছীঘ্রমেব রসাদ্যুৎপাদনপূর্ব্বকং শুক্রং জনয়ন্তি। 'রেচকানি' আধিক্যাৎ প্রবর্ত্তয়ন্তি চ।

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভল্লাতফল, ও মজ্জাফল ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক। অর্থাৎ স্বীয় প্রভাবে শীঘ্র রসাদি উৎপাদনপূর্ব্বক শুক্র জন্মায় এবং অধিক্য-প্রযুক্ত প্রবর্ত্তিত ও করায়।

প্রবর্ত্তিনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্।
জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কালিঙ্গং ক্ষয়কারি চ॥

স্ত্রী স্মরণ-কীর্ত্তন-দর্শন-সম্ভাষণ-স্পর্শন-চুম্বনালিঙ্গন-নিধুবনৈঃ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ শুক্রস্য 'প্রবর্ত্তিনী' প্রবৃত্তিকারিণী। 'রেচনং' বৃহতীফলং 'বৃহৎকণ্টকারীফলমপি শুক্রস্য রেচনং প্রবর্ত্তকং। 'কালিঙ্গং' কলিন্দফলম্।

স্ত্রী ও বৃহতীফল (বৃহৎকণ্টকারি) শুক্রের রেচক, জাতীফল স্তম্ভক এবং কালিন্দফল (তরমুজ) শুক্রনাশক।

"স্ত্রী শুক্রের রেচক" ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রীলোকের স্মরণ বা কীর্ত্তন, স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ, তাহাকে স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গন বা রমণ ইহাদিগের পৃথক্ এক একটী কার্য্যদ্বারা অথবা সমুদায়ের একত্র সংযোগে শুক্ররেচন হয় বলিয়া স্ত্রীলোক শুক্রের রেচক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

রসায়নন্তু তৎ জ্ঞেয়ং যৎ জরাব্যাধিনাশনম্।
যথামৃতা রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ হরীতকী।

যে দ্রব্যদ্বারা জরা ও ব্যাধির নাশ হয় তাহাকে রসায়ন বলে; যেমন গুলঞ্চ, রুদন্তী, গুগ্গুল ও হরীতকী।

পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্।

অন্যদ্দ্রব্যং পকস্তাজ্যং করোতি। ব্যবায়ি তু অপক্কমেব স্বগুণৈঃ সকলশরীরং ব্যাপ্য পাকং যাতি। 'অহিসমুদ্ভবং ফেনম্' অফীমং।

যে দ্রব্য অগ্রে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার পর পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহকে ব্যবায়ী বলা যায় যেমন সিদ্ধি ও অহিফেন (আফিং)। অন্যান্য দ্রব্য প্রায় পরিপক হইলেই তাহার

গুণ লক্ষিত হয়, কিন্তু ব্যবায়ী সেরূপ নহে অপক্ব অবস্থাতেই উহা স্বীয় গুণে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে।

সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশোষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ।

'ধাতুভ্যঃ' সকলশরীরস্থেভ্যো বীর্য্যেভ্যঃ। 'ওজঃ' উপধাতুবিশেষং বিশোষ্য। 'ক্রমুকঃ পূগম্'।

যে দ্রব্য সমস্ত শরীরস্থ বীর্য্য এবং ওজনামক উপধাতুকে শোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল করে তাহাকে বিকাশি কহে; যেমন গুবাক ফল ও কোদ্রব (কোদধান্য)।

বুদ্ধিং লুম্পতি যৎ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্॥

'মদকারি' মাদকম্।

যে দ্রব্যে তমোগুণের আধিক্য আছে এবং যাহা সেবন করিলে বুদ্ধির লোপ হয় তাহাকে মদকারি বা মাদক বলে যেমন সুরাদি।

ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদি মদাবহম্।
আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্॥

ব্যবায়ি দ্রব্য বিকাশি, শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য মদাবহ, আগ্নেয় দ্রব্য জীবননাশক এবং বিষ যোগবাহী।

'ব্যবায়ি' সকলকায়গুণব্যাপনপূর্ব্বকপাকগমনশীলম্। 'বিকাশি' ওজঃশোষণপূর্ব্বকসন্ধিবন্ধশিথিলীকরণশীলম্। 'মদাবহম্' তমোগুণাধিক্যেন বুদ্ধিবিধ্বংসকম্। 'আগ্নেয়ম্' অগ্নিকার্য্যংশম্। 'যোগবাহি' সংসর্গিগুণগ্রাহকম্। বিষং তত্ত্ব্যং। দৃষ্টান্তো বৎসনাভশঙ্কুকাদিঃ।

সমস্তশরীরে গুণব্যাপনপূর্ব্বক পরিপাক প্রাপ্ত হয় বলিয়া ব্যবায়ি, ওজঃশোষণপূর্ব্বক সন্ধিবন্ধকে শিথিল করে বলিয়া বিকাশি, তমোগুণের আধিক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিনাশ করে বলিয়া মদাবহ যাহাতে অগ্নিগুণের আধিক্য থাকে তাহাকে আগ্নেয় এবং সংসর্গিদ্রব্যের গুণ গ্রহণ করে বলিয়া বৎসনাভ ও শঙ্কুক প্রভৃতি বিষকে যোগবাহি কহে।

নিজবীর্য্যেন যদ্দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাত্তদ্যথা মরিচং বচা॥

'দোষাঃ' বাতাদয়ঃ।

যে দ্রব্য নিজবীর্য্যের দ্বারা স্রোত সকল হইতে সঞ্চিত বাতাদি দোষকে নিরস্ত করে তাহাকে প্রমাথি কহে, যেমন মরিচ ও বচ।

পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদ্দ্রব্যং রুদ্ধা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি॥

গৌরবং শরীরে।

পিচ্ছিলতা ও গুরুত্বপ্রযুক্ত যে দ্রব্য রসবহা শিরা সকল অবরুদ্ধ করিয়া শরীরে গুরুভাবাপন্ন হয় তাহাকে অভিষ্যন্দি কহে, যেমন দধি।

বিদাহিদ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ॥

বিদাহিদ্রব্য সেবন করিলে অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা এবং হৃদ্দাহ (বুকজ্বালা) জন্মে। বিদাহিদ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয় না।

গৃহ্ণাতি যোগবাহিদ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্যসূতলোহাদি॥

যোগবাহিদ্রিব্য যে বস্তুর সহিত মিশ্রিত হয় তাহারই গুণ গ্রহণ করে, যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারদ, লৌহ ইত্যাদি।

অথ বীর্য্যম্।

তত্র বাগ্‌ভটঃ।

উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাত্তত্র বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্।
যৎ সর্ব্বমগ্নিসোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্॥

বীর্য্য।

এই ত্রিভুবন সমস্তই প্রায় অগ্নি ও সোমময়; সুতরাং উষ্ণ ও শীত এই দুই প্রকার গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত পণ্ডিতেরা বীর্য্যও দুই প্রকার কহিয়া থাকেন।

অথ তদ্‌গুণাঃ।

উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তন্তু তনুতে জরাম্।
শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তনুৎ পরম্॥

অন্যচ্চ।

তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃড়্‌গ্লানিস্বেদদাহাশুপাকতাম্।
শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরঃ পুনঃ।
হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ॥

বীর্য্যের গুণ।

উষ্ণ বীর্য্য বাত ও কফের নাশ, পিত্তবৃদ্ধি এবং শরীর জীর্ণ করে; শীতল বীর্য্য পিত্ত নাশ করে বটে কিন্তু বাত, কফ ও আতঙ্ক জন্মায়। গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে যে উষ্ণ বীর্য্য ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ ও আশুপাকতা জন্মায় এবং বাত ও কফের শান্তি করে। কিন্তু শীতল বীর্য্য সুখজনক, জীবনপ্রদ, মলাদির অবরোধক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসাদক।

অথ বিপাকঃ।

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥
মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ॥

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

ত্রিধা রসানাং পাকঃ স্যাৎ স্বাদ্বম্লকটুকাত্মকঃ।

প্রায়ঃপদেন ব্রীহিঃ স্যাৎ স্বাদুরম্লবিপাকঃ, শিবা কষায়া মধুরপাকা। শুণ্ঠী কটুকা মধুরপাকেত্যাদি।

বিপাক।

জঠরাগ্নির সহযোগে যে রসান্তরের উৎপত্তি হয় রসের পরিপাক হইলে পর তাহাকে বিপাক কহে। মিষ্ট ও পটুরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের পরিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসের পরিপাক প্রায় কটু হইয়া থাকে। এস্থলে "প্রায়" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে কখন কখন পাকে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ও ঘটিয়া থাকে। যেমন ব্রীহি মধুর রস হইলেও পাকে মধুর না হইয়া অম্ল হয়, হরীতকী কষায়রস হইলেও পাকে মধুর, এবং শুণ্ঠী কটুরস হইলেও পাকে মধুর ইত্যাদি।

অথ বিপাকানাং গুণাঃ।

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মনাশনঃ॥

কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
বিশেষ এষ রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ॥

বিপাকের গুণ।

বৈদ্যশাস্ত্রে রসের বিপাকসম্বন্ধে গুণের যেরূপ বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত আছে তাহা বলা যাইতেছে। মধুরপাক বাত ও পিত্তের শান্তিকারক এবং শ্লেষ্মাজনক, অম্লপাক পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ ব্যাধির শান্তিকারক এবং কটুপাক বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

অথ প্রভাবঃ।

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্।
দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী॥
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্।
প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ॥
সমাপি কুরুতে দোষত্রিতয়স্য বিনাশনম।
কচিত্তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ।
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবীজটাযথা॥

প্রভাব।

যাহাদ্বারা তুল্যরসেরও ভিন্নক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহাকে প্রভাব বলে। যেমন দন্তী চিত্রকের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও বিরেচনী। দ্রাক্ষা মধুকরসের তুল্য এবং ঘৃত দুগ্ধের রসের তুল্য হইলেও উভয়েই দীপন। আমলকীর রস মাদার ফলের রসের তুল্য হইলেও ত্রিদোষ নাশ করে। প্রভাবের গুণে কোন কোন দ্রব্য কেবলমাত্র ক্রিয়া প্রদর্শন করে; যেমন সহদেবীজটা শিরোবদ্ধ করিয়াও জ্বরনাশ করে।

তথা নানৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এবাশ্রয়ণীয়ো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।

যত আহ সুশ্রুতঃ।

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ॥
প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কদাচন॥
বিরুদ্ধগুণসংযোগে ভূয়সাল্পং হি জায়তে।
রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্ ব্যপোহতি॥

নানাবিধ ঔষধি একত্রে প্রয়োজিত হইলে সে স্থলে রসাদিরূপ হেতুবিচার না করিয়া স্বভাবের উপরই নির্ভর করিবে। সুশ্রুত ও কহিয়াছেন স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সকল মীমাংসা বা চিন্তার বিষয় নহে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। যে সকল ঔষধ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ এবং যাহাদিগের ফল প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয় বিজ্ঞব্যক্তি তাহাদিগের রসাদি বিচারপূর্ব্বক কদাচ পরীক্ষা করিবেন না। কারণ বিরুদ্ধগুণের সংযোগে কখন দোষের বৃদ্ধি এবং কখন বা হ্রাস হইতে পারে। সুতরাং রসাদিরূপ হেতুদ্বারা ফলস্থির করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ রস অপেক্ষা বিপাক, তদপেক্ষা বীর্য্য এবং তদপেক্ষা প্রভাব প্রবল। সুতরাং প্রভাবের শক্তি কোন ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। অতএব যে দ্রব্যের যেরূপ রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক

ও প্রভাব উক্ত আছে তাহা না জানিলে কখনই ফলস্থির হয় না।

ইতি রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণাং স্বরূপাণ্যভিধায় কুত্র দ্রব্যে কে রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাঃ সন্তীতি বোধয়িতুং দ্রব্যগতান্ রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানাহ। তত্র প্রথমং হরীতক্যা উৎপত্তিনামলক্ষণগুণানাহ।

এইরূপে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া কোন্ দ্রব্যে কি কি রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব আছে তাহা বুঝাইবার জন্য দ্রব্যগত রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব বলা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে হরীতকীর উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে।

দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ।
কুতো হরীতকী জাতা তস্যাস্তু কতিজাতয়ঃ॥
রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ।
নামানি কতি চোক্তানি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণম্॥
কে চ বর্ণা গুণাঃ কে চ কা চ কুত্র প্রযুজ্যতে।
কেন দ্রব্যেন সংযুক্তা কাংশ্চ রোগান্ ব্যপোহতি॥
প্রশ্নমেতদ্‌যথাপৃষ্টং ভগবন্! বক্তুমর্হতি।
অশ্বিনোর্ব্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো বচনমব্রবীৎ॥
পপাত বিন্দুর্মেদিন্যাং শক্রস্য পিবতোঽমৃতম্।
ততো দিব্যাৎ সমুৎপন্না সপ্তজাতির্হরীতকী॥

একদা প্রজাপতি দক্ষ সুস্থচিত্তে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! কোথা হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার কতপ্রকার জাতি আছে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম, লক্ষণ, বর্ণ, গুণ, রস ও উপরসের বিষয়ই বা কিরূপ উক্ত আছে, কোন্ জাতীয় হরীতকী কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহৃত হয় এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহযোগে কোন্ কোন্ রোগ নাশ করে আমার এই সমস্ত জানিতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করুন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ অশ্বিনীকুমারদিগের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরীতকীর সবিশেষ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, একদা দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতপান করিতেছিলেন দৈবযোগে তাহা হইতে একবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয় এবং সেই অমৃতবিন্দু হইতেই সপ্তজাতি হরীতকীর উৎপত্তি হয়। অতএব হরীতকী দিব্যসম্ভূত।

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা।
বয়স্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ॥

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়স্থা, জীবন্তী, বিজয়া ও রোহিণী এই পঞ্চদশ প্রকার হরীতকীর নাম।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয়ঃ॥

বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী হরীতকীর এই সাত প্রকার জাতি আছে।

অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা।
পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥

বিজয়ার আকার অলাবুর ন্যায় গোল, রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনা অস্থিমতী ও সূক্ষ্মা, অমৃতা মাংসল, অভয়া পঞ্চরেখাবিশিষ্টা, জীবন্তী সুবর্ণবর্ণ এবং চেতকী রেখাত্রয়বিশিষ্ট; সপ্ত প্রকার হরীতকীর এই সপ্তবিধ আকৃতি হইয়া থাকে।

বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থং চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রয়োজয়েৎ॥

এই সপ্তজাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়া ও জীবন্তী সর্ব্বপ্রকার রোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোহিণী ব্রণের রোহণকর, পূতনা প্রলেপের উপযোগী, অমৃতা শোধনের পক্ষে হিতকর, অভয়া চক্ষুরোগে প্রশস্ত এবং চূর্ণার্থে চেতকী প্রশস্ত। অতএব যে হরীতকী যে রোগের উপযোগী তাহা সেই রোগেই প্রয়োগ করিবে।

চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ।
ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা চৈকাঙ্গুলা স্মৃতা॥

বর্ণভেদে চেতকী দ্বিবিধ শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্লের আয়তন ষড়ঙ্গুল এবং কৃষ্ণের আয়তন একাঙ্গুল।

কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥

কোন কোন হরীতকীর আস্বাদনে কাহারও বা গন্ধে কাহারও স্পর্শে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠতি দেহিনঃ।
তাবদ্ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥
তৃষ্ণার্ত্তসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী॥

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ বা অন্যান্য জন্তুগণ যদি চেতকীবৃক্ষের ছায়াতে গমন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের ভেদ হয়। চেতকীর মলবিরেচনী শক্তি এত অধিক যে যতক্ষণ উহা হস্তে ধারণ করিবে ততক্ষণ প্রবল বেগে ভেদ হইতে থাকিবে। এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তৃষার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধদ্বেষী ব্যক্তির পক্ষে চেতকী প্রশস্ত ও হিতকর; কারণ উহা দ্বারা সুখে বিরেচন হয়।

সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা।
সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥
হরীতকী পঞ্চরসালবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমিনী॥
শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃকুষ্ঠশোথোদরকৃমীন্।
বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগবিবন্ধবিষমজ্বরান্॥
গুল্মাধ্মানব্রণচ্ছর্দ্দিহিক্কাকণ্ডূহৃদাময়ান্।
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥
স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃত্তু সা।
কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা॥
পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্বাতকৃন্ন কথং শিবা।

প্রভাবাদ্দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যত্তৎ প্রকাশ্যতে।
হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং ন পূর্ব্বং ক্রিয়তেঽধুনা ॥
কর্ম্মান্যত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ।
যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রীলকুচয়োর্যথা ॥
পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুঃ স্থিস্থস্তু বরো রসঃ ॥
নবা স্নিগ্ধা ঘনাবৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা ॥
নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥
চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত সপ্তজাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বরোগের পক্ষে প্রশস্ত; কারণ উহা সুখসেব্য ও সুলভ। লবণরস ভিন্ন হরীতকীতে আর সকল রসই আছে বলিয়া উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণ, দীপন, পাকে মধুর, রসায়ন, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ, বায়ুর অনুলোমকর এবং মেধা ও দৃষ্টির প্রসাদজনক। হরীতকী সেবন করিলে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, বিস্বরতা গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, ব্রণ, ছর্দ্দি, দাহ, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগের নাশ হয়। স্বাদু, তিক্ত ও কষায়রস আছে বলিয়া হরীতকী পিত্তনাশক; কটু, তিক্ত ও কষায় রস আছে বলিয়া কফনাশক, অম্লরস আছে বলিয়া বাতনাশক এবং কটু ও অম্ল রস আছে বলিয়া পিত্তনাশক। হরীতকী কি কারণে বাতবর্দ্ধক নহে তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে। প্রভাবসিদ্ধ দোষহন্তৃত্ব স্বভাবতঃই লক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে শিষ্যবোধার্থ এইমাত্র বলা যায় যে আমলকী ও মাদার এই উভয় ফলের গুণ তুল্যরূপ হইলেও যখন ক্রিয়া বিভিন্ন হয় ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আশ্রয়-ভেদে তুল্যগুণেরও ভিন্ন ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হরীতকী কি কারণে যে বাতবর্দ্ধক নহে তাহা কোনক্রমে বিচার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু স্বভাবই ইহার কারণ। হরীতকীর মজ্জাতে স্বাদুরস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটুরস এবং অস্থিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস ব্যবস্থিত। যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, ঘনাবৃত্ত ও গুরু এবং জলে নিক্ষেপ করিলে যাহা মগ্ন হইয়া যায় তাহাই প্রশস্ত ও অতিশয় গুণপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। যে হরীতকীফলে নবাদিগুণযুক্তত্ব এবং একত্রে দ্বিকর্ষত্ব এই উভয় গুণ থাকে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চর্ব্বণ করিয়া হরীতকী সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষিত হরীতকীসেবনে মলশুদ্ধি, আর্দ্র-হরীতকীসেবনে কোষ্ঠবদ্ধ এবং ভর্জ্জিত হরীতকীসেবনে ত্রিদোষনাশ হয়।

উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং
নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং
হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন ॥

অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা॥
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা॥
সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষ্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা॥
অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ
রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী
বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥

ভোজনের সহিত হরীতকী সেবন করিলে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল উন্মীলিত হয়, শরীরে বলাধান হয়, বায়ু, পিত্ত ও কফের নাশ হয় এবং বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি শরীরের সমস্ত মল নির্গত হইয়া যায়। ভোজনান্তর হরীতকী সেবনে অন্নপানকৃত বাতজ, পিত্তজ ও কফজ দোষের আশু প্রতীকার হয়। লবণের সহিত হরীতকী ভোজন করিলে কফনাশ, শর্করার সহিত পিত্তনাশ, ঘৃতের সহিত বাতজ রোগ নাশ এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার রোগেরই উপশম হইয়া থাকে। বর্ষাদিক্রমে ছয় ঋতুতে রসায়ন-গুণৈষী ব্যক্তিকর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে সৈন্ধব-লবণ, শর্করা, শুণ্ঠী, পিপ্‌পলী, মধু ও গুড় এই ছয় দ্রব্যের সহিত হরীতকী ভোজন করা কর্ত্তব্য। পথভ্রমণে ক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, অনাহারে প্রপীড়িত, পিত্তাধিক, বিমুক্তরক্ত এবং গর্ভবতী নারী কদাচ হরীতকী সেবন করিবে না।

অথ বিভীতকস্য নামানি গুণাশ্চ।

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলশ্চ সঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্।
রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং কৃমিবৈস্বর্য্যনাশনম্॥
বিভীতমজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দিকফবাতহরো লঘুঃ।
কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্গুণঃ॥

বিভীতকের (বহেড়ার) নাম ও গুণ।

বিভীতক ত্রিলিঙ্গ এবং অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এই কয়টি বিভীতকের নাম। বিভীতক স্বাদুপাক, কষায়, কফপিত্তঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, ভেদন, কাসরোগের শান্তি-কারক, রুক্ষ, নেত্র ও কেশের প্রসাদকারী এবং কৃমি ও বিস্বরতার নাশকারী। বিভীতকের মজ্জা, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক, লঘু, কষায় ও মদ-কারী। আমলকীর মজ্জারও ঐরূপ গুণ জানিবে।

অথামলক্যা নামানি গুণাশ্চ।

ত্রিষ্বামলকমাখ্যাতং ধাত্রী ত্রিষ্বফলামৃতা।
হরীতকীসমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্॥
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশং।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥

আমলকীর নাম ও গুণ।

আমলকীশব্দ ত্রিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ধাত্রী, অফলা ও অমৃতা এই তিনটি উহার নামান্তর। আমলকী

গুণে প্রায় হরীতকীরই তুল্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহের শান্তিকারক, অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, রসায়ন ও ত্রিদোষনাশক অর্থাৎ অম্লত্ব-প্রযুক্ত বায়ুনাশ, মাধুর্য্য ও শৈত্যপ্রযুক্ত পিত্তনাশ এবং রুক্ষতা ও কষায়ত্বপ্রযুক্ত কফনাশ করিয়া থাকে। এস্থলে যে ফলের যেরূপ বীর্য্য বলা যাইবে সেই ফলের মজ্জারও সেইরূপ বীর্য্য জানিতে হইবে।

অথ ত্রিফলায়া লক্ষণনামগুণাঃ।

পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্যাৎ ত্রিফলাসমৈঃ।
ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা বরা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠহরা সরা।
চক্ষুষ্যা দীপনী রুচ্যা বিষমজ্বরনাশিনী॥

ত্রিফলার লক্ষণ, গুণ ও নাম।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই ফলত্রয়ের সহযোগকে ত্রিফলা বা ফল-ত্রিক বলে। ত্রিফলা প্রধান ঔষধি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ত্রিফলা দীপনী, কফ ও পিত্তের নাশকারী, দৃষ্টি-বর্দ্ধনী, রুচিকরী, চলনশীলা এবং মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরের শান্তিকরী।

অথ শুণ্ঠ্যা নামানি গুণাশ্চ।

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজং।
ঊষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধং॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাসশূলকাসহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শআনাহোদরমারুতান্॥
আগ্নেয়গুণভূয়িষ্ঠং তোয়াংশশোষি যৎ।
সংগৃহ্লাতি মলং তত্তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা॥
বিবন্ধভেদনী যা তু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ।
শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাৎ যতো ন মলপাতনে॥

শুণ্ঠীর নাম ও গুণ।

বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, ঊষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ, শুণ্ঠীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শুণ্ঠী কটু, লঘু পাচন, রুচিকর, আমবাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, বায়ু, কফ ও কোষ্ঠবদ্ধতার নাশকারী, বলকারক, স্বরের প্রসাদকর এবং বমি, শ্বাস, শূল, কাশ, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, আনাহ, উদর ও বায়ুরোগের শান্তিকারক, আগ্নেয় গুণের আধিক্যপ্রযুক্ত যে দ্রব্য অভ্যন্তরস্থ জলীয়াংশকে শোষণপূর্ব্বক মলসংগ্রহ করে তাহাকে গ্রাহী বলে, যেমন শুণ্ঠী ইত্যাদি” এই বচনদ্বারা স্পষ্ট জানা যাই-তেছে যে শুণ্ঠীরও গ্রাহিতাগুণ আছে। যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে শুণ্ঠী বিবন্ধ-ভেদিনী হইয়া কিরূপে গ্রাহিণী হইতে পারে, এস্থলে বক্তব্য এই যে উহার বিবন্ধ (মলাবরোধ) নাশ করিবার শক্তি আছে বটে তথাপি উহা মলকে অধঃ-পাতিত করিতে পারে না।

অথার্দ্রকস্য নামানি গুণাশ্চ।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী তথা॥
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ।
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥

অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥

আর্দ্রকের নাম ও গুণ।

শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এই তিনটি আর্দ্রকের নামান্তর। আর্দ্রক ভেদী, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, রুক্ষ, বাতঘ্ন ও কফনাশক। আর্দ্রক ভক্ষণে কটু হইলেও পাকে মধুর। এতদ্ভিন্ন শুণ্ঠীর যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে আর্দ্রকেরও সেই সমস্ত গুণ জানিবে। ভোজনের পূর্ব্বে লবণসংযুক্ত আর্দ্রক-ভক্ষণ বিশেষ হিতকারী। কারণ তাহাতে অগ্নি সন্দীপিত হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক ভক্ষণ হিতকর নহে।

অথ পিপ্পল্যা নামানি গুণাশ্চ।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥
পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্।
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃপ্লীহশূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী॥
পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরহরী বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী॥
জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ডুকৃমিরোগনুৎ।
দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ॥

পিপ্পলীর নাম ও গুণ।

মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণ-তণ্ডুলা এই কয়টি পিপ্পলীর নামান্তর। পিপ্পলী দীপনী, বৃষ্য, স্বাদুপাক, রসায়নী, শীতল, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মঘ্ন, লঘু, রেচনী এবং শ্বাস, কাশ, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল, আমবাত প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। আর্দ্র পিপ্পলী কফজনক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর, গুরু ও পিত্তঘ্ন। শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তের প্রকোপজনক। মধুর সহিত পিপ্পলী সেবন করিলে মেদবৃদ্ধি, কফ, শ্বাস, কাশ, ও জ্বর, প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়, শরীরে বলাধান হয় এবং মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। জীর্ণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্যরোগে গুড়পিপ্পলী প্রশস্ত। বৈদ্যশাস্ত্রমতে একভাগ পিপ্পলীচূর্ণ ও দুই ভাগ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাশ, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও কৃমি প্রভৃতি রোগ নাশ হয়।

অথ মরিচস্য নামানি গুণাশ্চ।

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেৎ॥
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্মপ্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥

মরিচের নাম ও গুণ।

বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন, মরিচের এই চারিটি নামান্তর। মরিচ কটুরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, দীপন, কফঘ্ন, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তকারী, রুক্ষ এবং শ্বাস, শূল ও ক্রিমি নাশ করে। আর্দ্র মরিচ ভক্ষণে কটু হইলেও পাকে মধুর, গুরু, ঈষৎ তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও শ্লেষ্মপ্রসেকী। উহা পিত্তজনক বা অতিশয় উষ্ণ নহে।

অথ ত্রিকটুকনামলক্ষণগুণাঃ।

বিশ্বোপকুল্যা মরিচং ত্রয়ং ত্রিকটু কথ্যতে।
কটুত্রিকন্তু ত্রিকটুং ত্র্যূষণং ব্যোষ উচ্যতে॥
ত্র্যূষণং দীপনং হন্তি শ্বাসকাসত্বগাময়ান্।
গুল্মমেহকফস্থৌল্যমেদঃশ্লীপদপীনসান্॥

ত্রিকটুর, নাম, লক্ষণ ও গুণ।

শুণ্ঠী, পিপ্‌পলী ও মরিচ এই কটুত্রয়কে ত্রিকটু কহে। কটুত্রিক, ত্র্যূষণ ও ব্যোষ ত্রিকটুর এই তিনটি নামান্তর। ত্রিকটু দীপন এবং শ্বাস, কাশ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থূলতা, মেদবৃদ্ধি, শ্লীপদ ও পীনস প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ পিপ্‌পলীমূলস্য নামানি গুণাশ্চ।

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ।
দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু॥
রূক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং কৃমিশ্বাসক্ষয়াপহম্॥

পিপ্‌পলী মূলের নাম ও গুণ।

গ্রন্থিক, ঊষণ, চটকাশির, পিপ্‌পলীমূলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পিপ্‌পলীমূল দীপন, কটু, উষ্ণ, পাচন, লঘু, রুক্ষ, পিত্তজনক, ভেদী এবং কফদোষ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ চতুরূষণস্য লক্ষণনামগুণাঃ।

ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্।
ব্যোষস্যৈব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥

চতুরূষণের লক্ষণ, নাম ও গুণ।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পিপুলমূল এই চারি প্রকার কটুদ্রব্যকে চতুরূষণ কহে। ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণাধিক্য উক্ত আছে।

অথ চব্যস্য নামগুণাঃ।

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা।
কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাৎ গুদজাপহম্॥

চব্যের নাম ও গুণ।

চবিকা ও উষণা চব্যের এই দুইটি নাম প্রসিদ্ধ। চব্য (চই) পিপুলমূলের তুল্য গুণকারী কেবল এই মাত্র বিশেষ যে ইহাতে গুদজরোগেরও প্রতিকার হয়।

অথ গজপিপ্‌পল্যা নামানি গুণাশ্চ।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।
কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী চ শিরশ্চ সা॥
গজকৃষ্ণা কটুর্ব্বাতশ্লেষ্মঘ্নবহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারশ্বাসকণ্ঠাময়কৃমীন্॥

গজপিপ্পলীর নাম ও গুণ।

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা চবিকার ফলকে গজপিপ্পলী কহিয়া থাকেন। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী, শির ও গজকৃষ্ণা, গজপিপ্পলীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গজপিপ্পলী কটু, বাতশ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণ এবং অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও কৃমি নাশ করে।

অথ চিত্রকস্য নামানি গুণাশ্চ।

চিত্রকোঽনলনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ।
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণা গ্রহণীকুষ্ঠশোথার্শঃকৃমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥

চিত্রকের নাম ও গুণ।

অনল, পীঠ, ব্যাল ও উষণ চিত্রকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। চিত্রক পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ এবং গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কৃমি, কাশ, বাত, বাতশ্লেষ্ম, শ্লেষ্মজ ও পৈত্তিক রোগের শান্তিকারক এবং মলের অবরোধক।

অথ পঞ্চকোলস্য লক্ষণগুণাঃ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥
পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ।
গুল্মপ্লীহোদরানাহশূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥

পঞ্চকোলের লক্ষণ ও গুণ।

পিপুল, পিপুলের মূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ এই পঞ্চ দ্রব্যের সংযোগকে পঞ্চকোল বলে। পঞ্চকোল রসে ও পাকে কটু, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচন, অত্যন্ত দীপন, কফঘ্ন, বায়ুনাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক। পঞ্চকোল সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ এবং শূল রোগ আরোগ্য হয়।

অথ ষড়ূষণস্য লক্ষণনামগুণাঃ।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্।
পঞ্চকোলগুণং তত্তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্।

ষড়ূষণের লক্ষণ, নাম ও গুণ।

সমরিচ পঞ্চকোলকে ষড়ূষণ বলে। পঞ্চকোলের যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে ষড়ূষণেরও সেই সমস্ত গুণ জানিবে। অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণ ও বিষঘ্ন।

অথ যবান্যা নামানি গুণাশ্চ।

যবানিকোঽগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাঽজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্যবসাহ্বয়া॥
যবানা পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহগুল্মপ্লীহকৃমিপ্রণুৎ॥

যবানীর নাম ও গুণ।

যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা, এবং যবস যবানীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। যবানী (যোঁয়ান) পাচনী, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, দীপনী, তিক্ত, পিত্তজনক

এবং শুক্রশূল, বাতশ্লেষ্ম, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমিরোগের শান্তি-কারক।

অথাজমোদায়া নামানি গুণাশ্চ।

অজমোদা খরাশ্বা চ মায়ূরী দীপ্যকা তথা।
তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা॥
অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ।
নেত্রামযকৃমিচ্ছর্দ্দিহিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ॥

অজমোদার নাম ও গুণ।

খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যকা, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তক অজমোদার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। অজমোদা কটু, তীক্ষ্ণ, দীপনী, কফঘ্ন, বাত-নাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকারক ও লঘু। উহা সেবন করিলে চক্ষুরোগ, কৃমি, ছর্দ্দি, হিক্কা ও বস্তিদেশের পীড়ার শান্তি হয়।

অথ খুরাসানীযবানীগুণাঃ।

পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ।
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥

খরসানী যমানীর নাম ও গুণ।

খরসানী যবানীকে পারসীকও বলে। ইহা গুণে প্রায় যবানীরই তুল্য, অধিকন্তু ইহা পাচন, রুচিকর, গ্রাহী, মাদিনী ও গুরু।

অথ শুক্লজীরা কৃষ্ণজীরা কলৌজী এষাং নামানি গুণাশ্চ।

জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।
কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ॥
কণাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা।
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি॥
জীরকত্রিতয়ং রূক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥
জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মানগুল্মচ্ছর্দ্যতিসারহৃৎ॥

শুক্লজীরা, কৃষ্ণজীরা ও কলৌজীর নাম ও গুণ।

শুক্লজীরককে জীরক, জারণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক বলে। কৃষ্ণজীরককে কণা, অজাজী, সুষবী, কালিকা, উপ-কালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা ও উপকুঞ্চিকা বলে। কৃষ্ণজীরক সুগন্ধ ও উদ্গারশোধন এবং কলৌজীকে উপকুঞ্চী, কুঞ্চী বা বৃহজ্জীরক বলে। এই তিন প্রকার জীরকই রূক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু, সংগ্রাহী, পিত্তবর্দ্ধক, মেধার ও দৃষ্টির প্রসাদকর, গর্ভাশয়ের শোধনকারী, পাচক, বৃষ্য, রুচিকর, কফঘ্ন, এবং জ্বর, বায়ুজন্য আধ্মান গুল্ম, ছর্দ্দি ও অতীসার প্রভৃতি রোগের শান্তি-কারক।

অথ ধান্যাকস্য নামানি গুণাশ্চ।

ধান্যাকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা।
কুনটী ধেনুকা ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্॥
ধান্যাকং তু বরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্।
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ॥
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাসকাসকার্শ্যকৃমিপ্রণুৎ।
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনং॥

ধান্যাক অর্থাৎ ধনের নাম ও গুণ।

ধান্যাক, ধান্যক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক ধনের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ধান্যাক অতিশয় স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রল, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, পাচন, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে স্বাদু, ত্রিদোষঘ্ন এবং তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, অর্শ, আম, কৃমি প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। আর্দ্র ধনেরও ঐরূপ গুণ অধিকন্তু উহা পিত্তনাশক।

অথ সোক্ফিসাতয়োর্নামানি গুণাশ্চ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ।
ছত্রা শালেয়শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ॥
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ॥
মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্‌যোনিশূলনুৎ।
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌কৃমিশুক্রহৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥

শতপুষ্পা ও মিশ্রেয়ার নাম ও গুণ।

শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা, ও সংহিতচ্ছত্রিকা এই কয়টি শতপুষ্পার (মৌরির) নাম। ছত্রা, শালেয়, শালীন, মধুরা ও মিসি এই কয়টি মিশ্রেয়ার নাম। শতপুষ্পা লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারী, দীপন, কটু, উষ্ণ, এবং জ্বর, বায়ুরোগ, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও অক্ষিরোগের শান্তিকারক। মিশ্রেয়ার গুণও ঐরূপ অধিকন্তু উহা রুক্ষ, উষ্ণ, পাচন, হৃদ্য এবং যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃমি, শুক্র, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ুরোগ নাশ করে।

অথ মেথীবনমেথীনামগুণাঃ।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বোধিনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনিচ্ছদা॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং সা তু পুজিতা॥

মেথী ও বনমেথীর নাম ও গুণ।

মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধিনী, গন্ধবীজা, জ্যোতির্গন্ধা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা, মুনিচ্ছদা ও চন্দ্রিকা এই কয়টি মেথীর নাম। মেথী বাত ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক এবং জ্বরনাশক। বনমেথীর গুণ ইহা অপেক্ষা অল্প কিন্তু উহা বাজীকরণের পক্ষে প্রশস্ত।

অথ চন্দ্রশূরস্য নামগুণাঃ।

চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাস্তপুষ্পা সুবাসরা॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কাবাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

চন্দ্রশূরের নাম ও গুণ।

চন্দ্রিকা, চর্ম্মনাশক, পশুমেহনকারক, নন্দিনী, কারবী ভদ্রা, বাস্তপুষ্পা ও

সুবাসরা উহার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। চন্দ্রশূর বলকারক ও পুষ্টিজনক। উহা হিক্কা, বাতশ্লেষ্মা, ও অতিসার রোগের পক্ষে হিতকর, কিন্তু রক্ত ও বায়ুসম্বন্ধীয় পীড়ার পক্ষে হিতকর নহে।

অথ চারদানা।

মেথিকা চন্দ্রশূরশ্চ কালাজাজী যবানিকা।
এতচ্চতুষ্টয়ং যুক্তং চতুর্বীজমিতি স্মৃতম্॥
তচ্চূর্ণং ভক্ষিতং নিত্যং নিহন্তি পবনাময়ান্।
অজীর্ণং শূলমাধ্মানং পার্শ্বশূলং কটিব্যথাম্॥

চারদানা।

মেথী, চন্দ্রশূর, কৃষ্ণজীরা ও যবানী এই চারি দ্রব্যের সংযোগকে চতুর্বীজ বা চারদানা বলে। চারদানা চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বায়ুরোগ, অজীর্ণ, শূল, উদরাধ্মান পার্শ্বশূল ও কটিদেশের ব্যথা নাশ হয়।

অথ হিঙ্গুঃ।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহকৃমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনং॥

হিঙ্গু (হিঙ্)।

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক ও রামঠ হিঙ্গুর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। হিঙ্গু উষ্ণ, পাচন, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাত ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক, কিন্তু পিত্তবর্দ্ধক। হিঙ্ সেবন করিলে শূল গুল্ম, উদর, আনাহ ও কৃমি নিবারণ হয়।

অথ বচায়া নামানি গুণাশ্চ।

বচোগ্রগন্ধা ষড়্গ্রন্থা গোলোমী শতপর্ব্বিকা।
ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা॥
বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধনী।
অপস্মারকফোন্মাদভূতজন্তুনিলান্ হরেৎ॥

বচের নাম ও গুণ।

উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশ বচের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বচ উগ্রগন্ধ, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমনকারক, অগ্নির উদ্দীপক, মল ও মূত্রের শোধনকারী এবং বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, কীট এবং ভূতজ ও বায়ুজ রোগের শান্তিকারক।

অথ খুরাসানীবচা।

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা।
হৈমবত্যুদিতা তদ্বদ্বাতং হন্তি বিশেষতঃ॥

খরসানী বচ।

খরসানী বচকে পারসীক বচ বলে। উহা হৈমবতীর ন্যায় উপকারী বলিয়া উহাকে হৈমবতীও বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ উহা তণ্ডুল্য বায়ুনাশক।

অথ মহাভরীবচা।

যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্।
সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাশনুৎ।
সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী।
অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ যস্যা লোকে মহাভরী ইতি নাম।
স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধান্যা ততো হীনগুণা স্মৃতা॥

মহাভরী বচ।

মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জনও বলিয়া থাকে। সুগন্ধা নামক বচ উগ্র-গন্ধা, কফ ও কাশ রোগের বিশেষ উপকারী, সুস্বরজনক, রুচিকর এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখের শোধনকারী। মহাভরী সুগন্ধার অপর জাতি। উহার গ্রন্থি স্থূল এবং উহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণ।

অথ তোপচিনীতি লোকে প্রসিদ্ধা তস্যা গুণাঃ।

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিত্তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥
বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্।
ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী॥

তোপচিনীর গুণ।

তোপচিনি দ্বীপান্তরে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে দ্বীপান্তরবচ কহে। উহা ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণ, পাচকাগ্নির দীপ্তিকর, মল ও মূত্রের প্রসাদকর এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও গাত্রবেদনা নাশ করে। তোপচিনি ফিরঙ্গা নামক মেঢ্ররোগের প্রধান ঔষধ।

অথ হৌহবেরদ্বয়ম্।

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধং দ্বিতীয়মশ্বত্থফলসদৃশং মৎস্যগন্ধং তয়োর্নামানি গুণাশ্চ।

হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা।
মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী॥
হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তু বরা গুরুঃ।
পিত্তোদরসমীরার্শোগ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ।
পরাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বযোরপি।

হৌহবের বা মৎস্যগন্ধ।

হৌহবের দুই প্রকার। প্রথমটীর ফল মৎস্যের ন্যায় আঁইসগন্ধ, দ্বিতীয়ের ফল অশ্বত্থ ফলের ন্যায় ও মৎস্যগন্ধ। নিম্নে উভয়েরই নাম ও গুণ বলা যাই-তেছে। হবুষা, বপুষা, ও বিস্রা প্রথমের এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয়টিকে অশ্বত্থফলা কহে। মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্ন ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। হবুষা দীপন, তিক্ত, ঈষদুষ্ণ, অত্যন্ত গুরু এবং পিত্তোদর, বায়ুরোগ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগের শান্তিকারক। শেষোক্ত ফলের ও এইরূপ গুণ, কিন্তু আকার বিভিন্ন।

অথ বিড়ঙ্গঃ।

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ।
তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥
বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্মকৃমিবাতবিবন্ধনুৎ॥

বিড়ঙ্গ।

বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহার হইয়া থাকে। তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা বিড়ঙ্গের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বিড়ঙ্গ কীটনাশক, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, আগ্নেয়, লঘু এবং শূল, আধ্মান, উদর, শ্লেষ্মা, কৃমি, বাত ও বিবন্ধ প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ তুম্বুরুফলম্ (মরীচবৎ ব্যাত্তমুখং)।

তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ।
তুম্বুরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু।
রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ॥
বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠশিরোরুক্গুরুতাকৃমীন্।
কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাসপ্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ॥

তুম্বুরু ফল।

এই ফল মরীচের ন্যায় ব্যাত্তমুখ। সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক তুম্বুরুর এই পাঁচটি নামান্তর। তুম্বুরু তিক্ত, কটুপাক, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু, বিদাহী এবং বাত-শ্লেষ্মা, চক্ষু, কর্ণ বা ওষ্ঠের পীড়া, শিরঃপীড়া, মস্তকের গুরুতা, কৃমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও কৃচ্ছ্রাদি রোগ নাশ করে।

অথ বংশলোচননামগুণাঃ।

স্যাদ্বংশরোচনা বাংশী তুঙ্গা ক্ষীরী তুগা শুভা।
ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী॥
বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাশজ্বরশ্বাসক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং কষায়া বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥

বংশলোচনের নাম ও গুণ।

বংশরোচনা, বাংশী, তুঙ্গা, ক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী, বংশলোচনের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বংশলোচন বৃংহণ, বৃষ্য, বলকারক, স্বাদু, শীতল, কষায় এবং তৃষ্ণা, কাশ, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু ও বাত রোগের শান্তিকারক।

অথ সমুদ্রফেনঃ।

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ ডিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা।
সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলঃ সরঃ।
কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্কফজল্লঘুঃ॥

সমুদ্রের ফেনা।

সমুদ্রফেন, ফেন, ডিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, সমুদ্রের ফেনার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। উহা চক্ষুর প্রসাদক, লেখন, শীতল, কষায়, বিষঘ্ন, পিত্তনাশক, লঘু, সর, কফঘ্ন ও কর্ণরোগের শান্তিকারক।

অথাষ্টকবর্গস্য লক্ষণগুণাঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদু বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কামবলাসবলবর্দ্ধনঃ।
বাতপিত্তাস্রতৃট্দাহজ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ॥

অষ্টকবর্গের লক্ষণ ও গুণ।

জীবক, ঋষভক, মেদা, কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মহামেদা ও ক্ষীরকাকোলী, চরকাদি ঋষিগণ এই ঔষধাষ্টককে অষ্টবর্গ কহিয়া থাকেন। অষ্টবর্গ শীতল, স্বাদু, বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারি, কাম, কফ ও বলের বর্দ্ধনকারী এবং বাত, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর।

তত্র জীবকর্ষভকয়োরুৎপত্তি-লক্ষণনামগুণাঃ।

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ।

জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি॥
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহাস্রকার্শ্যবাতক্ষয়াবহৌ॥

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

জীবক ও ঋষভক হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশে জন্মে। উহাদিগের কন্দ রসোনের ন্যায়, পত্র সূক্ষ্ম এবং সার নাই। জীবকের আকার কূর্চ্চকের ন্যায় এবং ঋষভ বৃষের শৃঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। শৃঙ্গ, কূর্চ্চশীর্ষক, হ্রস্বাঙ্গ ও মধুর এই কয়টি জীবকের নাম এবং ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ ঋষভকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ইহারা উভয়েই বলকারক, শীতল, মধুর, শুক্রজনক, কফপ্রদ এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, কার্শ্য, বাত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ মেদা-মহামেদয়োরুৎপত্তি-লক্ষণনামগুণাঃ।

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদ সুনামেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জ্জনৈঃ॥
শল্যপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ।
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহং।
বৃংহণং শীতলং পিত্তরক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥

মেদা ও মহামেদার উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

মহামেদানামক কন্দ মোরঙ্গাদিতে উৎপন্ন হয়। প্রধান মুনিগণ উহাকে মহামেদা বা সুনামেদা বলেন। এই লতাজাত কন্দ শুক্ল আর্দ্রকের ন্যায় ও পাণ্ডুবর্ণ। অতঃপর মেদার লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে শুক্লবর্ণ কন্দ নখদ্বারা ছেদ করিলে মেদধাতুর ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাহাকেই মেদা বলিয়া জানিবেন। শল্যপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা মেদার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ এবং মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী ও দেবতামণি মহামেদার এই কয়টি নামান্তর। মেদাদ্বয় গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, স্তন্যজনক ও কফপ্রদ, বৃংহণ, শীতল, এবং পিত্ত, দূষিত রক্ত, বাত ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ কাকোলীক্ষীরকাকোল্যোরুৎপত্তি-লক্ষণনামগুণাঃ।

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে॥
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্।
স প্রোক্তঃ ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে॥
যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিদ্ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি॥
কাকোলী বায়সোলী চ ধীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরা শুক্লা পয়স্বিনী॥
কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্রপিত্তশোষজ্বরাপহম্॥

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর উৎপত্তি লক্ষণ, নাম ও গুণ।

মহামেদা যে স্থানে জন্মে ক্ষীরকাকোলী এবং কাকোলীও সেই স্থানে জন্মে। যে কন্দ শতমূলীর ন্যায় ও গন্ধবান্ এবং যাহার ক্ষীর (আটা) থাকে তাহাকে ক্ষীরকাকোলী কহে। অতঃপর কাকোলীর লক্ষণ বলা যাইতেছে। ক্ষীরকাকোলী যেরূপ কাকোলীও সেইরূপ হইয়া থাকে। কেবল মাত্র প্রভেদ এই যে কাকোলী ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা কাকোলীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ এবং ক্ষীরকাকোলীকে শুক্লা, বয়স্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষিরিণী, ধীরা, ক্ষীরা শুক্লা বা পয়স্বিনী বলা যায়। কাকোলীদ্বয় শীতল, শুক্রজনক, মধুর, গুরু, বৃংহণ এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথর্দ্ধিবৃদ্ধ্যোরুৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ।

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে।
তুলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা॥
বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্তফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
ঋদ্ধির্যোগ্যং সিদ্ধিলক্ষ্ম্যৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া হমে॥
ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছারক্তপিত্তবিনাশিনী॥
বৃদ্ধিগর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা।
বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাশক্ষয়াপহা॥

রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্লভঃ।
তস্য দদ্যা প্রতিনিধিং গৃহ্ণীয়াত্তদ্গুণং ভিষক্॥
মুখ্যঃ সদৃশঃ প্রতিনিধিঃ।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি নামক ওষধির উৎপত্তি লক্ষণ, নাম ও গুণ।

উক্ত ওষধিদ্বয় কোশযামল নামক দেশে উৎপন্ন হয়। উভয়বিধ কন্দই শুক্লবর্ণ লোমে আবৃত, লতাজাত এবং রন্ধ্রবিশিষ্ট। অতঃপর উহাদিগের ভেদ বলা যাইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন যে ঋদ্ধি তুলগ্রন্থির ন্যায় এবং উহার ফল বামাবর্ত্ত এবং বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি উভয়েরই নামান্তর। ঋদ্ধি বলকারক, ত্রিদোষঘ্ন, শুক্রজনক, মধুর, গুরু, প্রাণপ্রদ, ঐশ্বর্য্যজনক এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং বৃদ্ধি গর্ভপ্রদ, শীতল, বৃংহণী, মধুর, বৃষ্য, এবং দূষিত রক্ত, পিত্ত, ক্ষত, কাশ, ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

বৈদ্যগণ প্রায় এই অষ্টবর্গের প্রতিনিধিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ উহা ভূপতিগণেরও দুর্লভ। উক্ত প্রতিনিধি মুখ্য ও তত্তুল্যগুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত।

এতস্য প্রতিনিধিমাহ।

মেদাজীবককাকোলীঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি চাসতী।
বরীবিদার্য্যশ্বগন্ধাবারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ॥

মেদামহামেদাস্থানে শতাবরীমূলম্, জীবকর্ষভকস্থানে বিদারীমূলম্, কাকোলীক্ষীরকাকোলীস্থানে অশ্বগন্ধামূলম্, ঋদ্ধিবৃদ্ধিস্থানে বারাহীকন্দং গুণৈস্তত্তুল্যং ক্ষিপেৎ।

অষ্টবর্গের প্রতিনিধি।

মেদাদ্বয়, জীবকদ্বয়, কাকোলীদ্বয় ও ঋদ্ধিদ্বয় ইহাদিগের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে বরী, বিদারী, অশ্বগন্ধা ও বারাহী ক্ষেপণ করিবে। অর্থাৎ মেদা ও মহামেদার পরিবর্ত্তে শতাবরীমূল, জীবক ও ঋষভকের পরিবর্ত্তে বিদারীমূল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধার মূল এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বারাহীকন্দ ক্ষেপণ করিবে। কারণ উহারা পরস্পর তুল্যগুণবিশিষ্ট।

ষষ্ঠীমধু।

যষ্টীমধু তথা যষ্টী মধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকন্তত্তু ভবেত্তোয়ে মধূলিকা॥
যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা॥

যষ্টিমধু ও জলযষ্টিমধু।

যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক, যষ্টিমধুর এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ এবং যে যষ্টিমধু জলে জন্মে তাহাকে ক্লীতনক বা মধূলিকা বলে। যষ্টিমধু, শীতল, গুরুপাক, স্বাদু, চক্ষু, কেশ ও বর্ণের প্রসাদকর, বলকারক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রের উৎপাদক ও প্রবর্ত্তক, বায়ু, পিত্ত ও দূষিত রক্তের নাশকারী, এবং ব্রণ, শোথ, বিষ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

কম্বীলা।

কাম্পিল্লঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ।
কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্রকৃমিগুল্মোদরব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ॥

কাম্পিল্ল।

কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন কাম্পিল্লের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কাম্পিল্য রেচক, কটু, উষ্ণ এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কৃমি, গুল্ম, উদর, ব্রণ, মেহ, আনাহ, বিষ এবং পাতরী নাশ করে।

ধনবহেরা।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরবেত ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ॥
কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ॥
জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্রবাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ।
তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্॥

ধনবহেরা (সোঁদাল)।

আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরবেত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ সোঁদালের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। সোঁদাল গুরু, স্বাদু, শীতল, স্রংসন, উত্তম এবং জ্বর, হৃদ্রোগ, বাত, উদাবর্ত্ত ও শূলরোগের শান্তিকারক। সোঁদালফল স্রংসন, রুচিকর, অত্যন্ত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, কুষ্ঠ, পিত্ত ও কফের শান্তিকারক এবং জ্বরের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অথ কটুকী।

কটী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী॥
মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী।
কটী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ॥
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
প্রমেহশ্বাসকাসাস্রদাহকুষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ॥

কটুকী।

কটী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী, কটুকীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কটুকী কটুরসবিশিষ্ট, পাকে তিক্ত, রুক্ষ, শীতল, লঘু, ভেদিনী, দীপনী, হৃদ্যা, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও কৃমিরোগের নাশকারী।

অথ চিরাতা।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ।
কাণ্ডতিক্তো নার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ॥
কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽৰ্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ।
কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ॥
সন্নিপাতজ্বরশ্বাসকফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাসশোথতৃষাকুষ্ঠজ্বরব্রণকৃমিপ্রণুৎ॥

চিরাতা।

কিরাততিক্ত, কাণ্ডতিক্ত, নার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব, রামসেনক, ও কিরাতক চিরাতার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। চিরাতা সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্ত, লঘু এবং সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, দূষিত রক্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও কৃমি নাশ করে; নৈপাল নামক চিরাতা অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরান্তকৃৎ।

অথ ইন্দ্রযবঃ।

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা।
কলিঙ্গঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি॥
ইতি ক্লীবেঽমরঃ প্রাহ।
কচিদিন্দ্রস্য নামৈব ভবেত্তদভিধায়কম্।
ফলানীন্দ্রযবাস্তস্য তথা ভদ্রযবং স্মৃতং॥
ইতি ধন্বন্তরিঃ প্রাহ।
ঐন্দ্রং যবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্।
জ্বরাতিসাররক্তার্শঃকৃমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলাস্রবাতামশ্রমশূলজিৎ॥

ইন্দ্রযব।

অমরকোষ ইন্দ্রযবের ক্লীবলিঙ্গ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা। কুড়্চির বীজকে যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ বা ভদ্রযব বলে। ধন্বন্তরি কহেন কখন কখন ইন্দ্রকে (কুড়্চিকে) ইন্দ্রযব বলা যায় এবং উহার ফলকে ইন্দ্রযব ও ভদ্রযব বলে। ইন্দ্রযব ত্রিদোষঘ্ন, সংগ্রাহী, দীপন, কটু, শীতল এবং গুদকীল, রক্তদোষ, বাত, আম, শ্রম, শূল, জ্বর, অতিসার, রক্তার্শ, কৃমি, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ নাশ করে।

অথ মদনফলম্।

মদনশ্ছর্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকস্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃৎ বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ।
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহশোথগুল্মব্রণাপহঃ।

ময়নাফল।

মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাটী, মরুবক, শল্যক, ও বিষপুষ্পক ময়নাফলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। মদনফল মধুর, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, রুক্ষ, বমনকারক এবং বিদ্রধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ রাস্না।

রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা॥
রাস্নামপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাসসমীরার্শোবাতশূলোদরাপহা।
কাসজ্বরবিষাশীতিবাতিকাময়হিধ্মহৃৎ॥

রাস্না।

রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা, ও শ্রেয়সী রাস্নার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। রাস্না অপাচক, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, কফঘ্ন, বায়ুনাশক এবং শোথ, শ্বাস, বায়ুরোগ, অর্শ, বাত, শূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতি, বাতিক এবং হিধ্ম প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ রাস্নাভেদনা ইতি লোকে।

নাকুলী সুরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাঙ্গী বিষনাশিনী॥
নাকুলী তু বরা তিক্তা কটুরোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
ভোগিলূতাবৃশ্চিকাখুবিষজ্বরকৃমিব্রণান্॥

সর্পাক্ষী।

নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাঙ্গী, ও বিষনাশিনী, সর্পাক্ষীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। সর্পাক্ষী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা তিক্ত, কটু, ও উষ্ণ এবং সর্প, লূতা (মাকড়সা), বৃশ্চিক ও মূষিক প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর বিষ এবং জ্বর, কৃমি ও ব্রণ নাশ করে।

অথ মাচিকা।

পশ্চিমদেশে মোহুয়া ইতি লোকে প্রসিদ্ধো বৃক্ষবিশেষঃ।
মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা।
ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা॥
মাচিকাম্ল রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্বাতিসারপিত্তাস্রকফকণ্ঠাময়াপহা॥

মাচিকা (মৌও)।

প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা, মাচিকার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। মাচিকা অম্লরসবিশিষ্ট, পাকে কষায়, শীতল, লঘু, পক্বাতিসার, রক্তদোষ, পিত্ত, কফ, ও কণ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ তেজবতী।

তেজবল্কল ইতি চ।
তেজস্বিনী তেজবতী তেজোহ্বা তেজনী তথা।
তেজস্বিনী কফশ্বাসকাশাস্যাময়বাতহৃৎ।
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী॥

তেজবতী বা তেজবল্কল।

তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী তেজবল্কলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। তেজবল্কল পাচনী, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, আগ্নেয় এবং কফ, শ্বাস, কাশ, ও মুখরোগের শান্তিকারক।

অথ উমিজ্জিনী মালকাঙ্গুনী ইতি বা।

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ।
পারাবতপদী পণ্যালতা প্রোক্তা ককুন্দনী ॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা ॥

জ্যোতিষ্মতী লতা।

কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যালতা ও ককুন্দনী জ্যোতিষ্মতীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষ্মতী কটু, তিক্ত, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অতিশয় উষ্ণ, বমনকারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নি, বুদ্ধি ও স্মৃতির প্রসাদক এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ কুষ্ঠঃ।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ঞ্চাপ্যং পারিভব্যন্তথোৎপলম্।
কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্রবীসর্পকাসকুষ্ঠমরুৎকফান্ ॥

কুষ্ঠ (কুড়)

রোগ, আপ্য, পারিভব্য ও উৎপল, কুষ্ঠের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কুষ্ঠ, উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রল, তিক্ত, লঘু, এবং বাত দূষিত রক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

অথ কুষ্ঠভেদপুষ্করমূলম্।

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিদং জগুঃ ॥
পৌষ্করং কটুকন্তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্
হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ ॥

পুষ্করমূল।

পুষ্করমূল, পুষ্কর, পৌষ্কর, পদ্মপত্র, কাশ্মীর ও কুষ্ঠভেদ, পুষ্করমূলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পৌষ্কর, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতনাশক, কফঘ্ন এবং জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূলের নাশকারী।

অথ চোকঃ।

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে ॥
হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারিণী।
কৃমিকণ্ডুবিষানাহকফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ ॥

চোক।

কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেম ও পীতদুগ্ধা এই কয়টী স্বর্ণক্ষীরির নামান্তর। স্বর্ণক্ষীরীর মূলকে চোক বলে। হেমক্ষীরী রেচনী, তিক্ত, ভেদিনী, উৎক্লেশজনক এবং কৃমি, কণ্ডু, বিষ, আনাহ, কুষ্ঠ এবং কফজ, পিত্তজ ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অথ কাকরাশৃঙ্গী।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা।
অজশৃঙ্গী চ বক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা ॥

শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোঽর্দ্ধবাততৃট্কাসহিক্কারুচিবমীন্ হরেৎ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরক, বিষাণিকা, অজশৃঙ্গী, বক্রা ও কর্কট, কাকড়াশৃঙ্গীর এই কয়টী নাম প্রসিদ্ধ। কাকরাশৃঙ্গী কষায় তিক্ত, উষ্ণ এবং কফ, বাত, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, ঊর্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমির শান্তিকারক

অথ কায়ফলস্য নামগুণাঃ।

কট্ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাঽপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥
কট্ফলস্তু বরস্তিক্তঃ কটুর্ব্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃকাসকণ্ঠামযারুচীঃ॥

কায়ফল।

সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, কট্ফল, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী, কায়ফলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কট্ফল অতিশয় তিক্ত, কটু, এবং বাত, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস, অরুচি ও কণ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ ভার্গী বামনেটীতি চ।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা॥
ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তু বরা গুল্মরক্তমুন্নাশয়েদ্ধ্রুবম্।
শোথকাসকফশ্বাসপীনসজ্বরমারুতান্॥

বামনহাটী।

ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক, ও হঞ্জিকা, বামনহাটীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বামনহাটী, রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘু, অত্যন্ত দীপন, এবং রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বাতের শান্তিকারক।

অথ হথাজুড়ি (পাষাণভেদ)।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিদ্ভিন্নযোজনী।
অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ॥
ভেদনো হন্তি দোষার্শোগুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ।
যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ॥

পাষাণভেদ।

পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, পাষাণভেদের এই কয়টি নামান্তর। উহা শীতল, তিক্ত, কষায়, বস্তিশোধনকর, ভেদকারক এবং বাতাদিদোষ, অর্শ, গুল্ম, কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল, ও ব্রণের শান্তিকারক

অথ ধাবই।

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা॥
ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তু বরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতিসারপিত্তাস্রবিষকৃমিবিসর্পজিৎ॥

ধাতকী।

ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী,

কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, ও বহ্নিজ্বালা ধাতকীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ধাতকী কটু, শীতল, মদকারী, অতিশয় লঘু এবং তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তদোষ, পিত্ত, বিষ, ক্রমি ও বিসর্প প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা।
মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরা ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি॥
রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা।
ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরা মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ।
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্মশোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্।
রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্রবিসর্পব্রণমেহনুৎ॥

মঞ্জিষ্ঠা।

বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরা, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী মঞ্জিষ্ঠার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। মঞ্জিষ্ঠা মধুর, তিক্ত, কষায়, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্যজনক, গুরু, উষ্ণ, এবং বিষ, শ্লেষ্ম, শোথ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, দূষিতরক্ত, বিসর্প, ব্রণ, মেহ, এবং চক্ষু, কর্ণ ও যোনিরোগের শান্তিকারক।

অথ কুসুম্ভঃ।

স্যাৎ কুসুম্ভম্বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।
কুসুম্ভম্বাতলং কৃচ্ছ্র রক্তপিত্তকফাপহম্॥

কুসুম্ভ।

কুসুম্ভকে বহ্নিশিখ এবং বস্ত্ররঞ্জক ও বলে। কুসুম্ভ বাতজনক এবং কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ লাক্ষা।

লাক্ষাপলং কষালক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ।
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তু বরা লঘুঃ॥
অনুষ্ণা কফপিত্তাস্র হিক্কাকাসজ্বরপ্রণুৎ।
ব্রণোরঃক্ষতবীসর্পকৃমিকুষ্ঠগদাপহা।
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনঃ॥

লাক্ষা।

পল, কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষময় ও জতু লাক্ষার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। লাক্ষা রঞ্জক, শীতল, বলকারক, স্নিগ্ধ, অতিশয় লঘু, অনুষ্ণ এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বিসর্প, ক্রমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। অলক্তেরও ঐরূপ গুণ জানিবে অধিকন্তু উহা ব্যঙ্গনাশক।

অথ হরিদ্রা।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
কৃমিঘ্না হলদী যোষিৎপ্রিয়া হট্টবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রুক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্দোষমেহাস্রশোথপাণ্ডুব্রণাপহা॥

হরিদ্রা।

কাঞ্চনী, পীতা, নিশা, বরবর্ণিনী, ক্রমিঘ্ন, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হট্টবিলাসিনী হরিদ্রার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। হরিদ্রা কটুরস, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বর্ণের প্রসাদকর এবং চর্ম্ম-

রোগ, মেহ, অস্র, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণের, শান্তিকারক।

অথ বনহরদি।

অরণ্যহরদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ।

বন হরিদ্রা।

বনহরিদ্রা নামক কন্দ কুষ্ঠ, বাত ও দূষিত রক্তের শান্তিকারক।

অথ কর্পূরহরদি।

দার্ব্বী ভেদাম্রগন্ধা চ সুরভীদারু দারু চ।
কর্পূরা পদ্মপত্রা স্যাৎ সুরভী সুরনায়িকা॥
আম্রগন্ধি হরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা।
পিত্তহৃন্মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডূবিনাশিনী॥

কর্পূরহরিদ্রা।

দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভিদারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী, সুরনায়িকা, কর্পূরহরিদ্রার এই কয়টী নাম প্রসিদ্ধ। আম্রগন্ধি হরিদ্রা শীতল, বাতকারী, পিত্তনাশক, মধুর, তিক্ত, ও সকল প্রকার কণ্ডুরোগের শান্তিকারক।

অথ দারুহরিদ্রা।

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু চ পীতকম্।
দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ॥

দারুহরিদ্রা।

দার্ব্বী, পর্জ্জন্য, পর্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও পীতক দারুহরিদ্রার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। দারুহরিদ্রা গুণসম্বন্ধে হরিদ্রারই তুল্য বটে, তবে বিশেষ এই যে ইহাদ্বারা চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগের শান্তি হয়।

অথ রসাঞ্জনম্।

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদম্পক্ত্বা যথাঘনম্।
তথা রসাঞ্জনাখ্যন্তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্।
রসাঞ্জনন্তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্॥
রসাঞ্জনঙ্কটু শ্লেষ্মবিষনেত্রবিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নন্তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

রসাঞ্জন।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া পাক করিতে হইবে। এই রূপ পাক করিয়া পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে সেই ঘন পদার্থকে রসাঞ্জন বলে। রসাঞ্জন চক্ষুর পক্ষে পরম হিতকর। রসাঞ্জনকে তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ এবং তার্ক্ষ্যজ ও কহে। রসাঞ্জন কটু, শ্লেষ্মঘ্ন, বিষনাশক, উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন এবং ব্রণ, দোষ ও চক্ষুবিকারের শান্তিকারক।

অথ বকুচী।

অবল্গুজী বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা।
শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ॥
সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা।
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী।
বিষ্টম্ভকৃদ্ধিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
রূক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠমেহজ্বরকৃমিপ্রণুৎ।
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠকফানিলহরং কটু।
কেশ্যন্ত্বচ্যং কৃমিশ্বাসকাশশোথামপাণ্ডুহৃৎ।

বাকুচী।

অবল্গুজী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পুতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী বাকুচীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বাকুচী মধুর, তিক্ত, পাকে কটু, রসায়নী, রুচিকর, শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, হৃদ্য, বিষ্টম্ভকারী এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও কৃমি রোগের শান্তিকারক। বাকুচীর ফল পিত্তজনক, ত্বক্ ও কেশের প্রসাদকর, কটু এবং কুষ্ঠ, কফ, বাত, কৃমি, শ্বাস, কাশ, শোথ, আম ও পাণ্ডু রোগের শান্তিকারক॥

অথ চক্রমর্দ্দঃ।

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দক্রঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি॥
চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদুঃ রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাসকুষ্ঠদক্রকৃমীন্ হরেৎ॥
হন্ত্যুষ্ণন্তৎফলং কুষ্ঠকণ্ডূদক্রবিষানিলান্।
গুল্মকাসকৃমিশ্বাসনাশনং কটুকং স্মৃতম্॥

চক্রমর্দ্দ।

চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দক্রঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট চক্রমর্দ্দের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। চক্রমর্দ্দ লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, পিত্তনাশক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, শীতল এবং কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দক্রু ও কৃমি রোগের শান্তিকারক। উহার ফল কটু-রস, উষ্ণ, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, দক্রু, বিষ, বাত, গুল্ম, কাস, কৃমি ও শ্বাস রোগের শান্তিকারক।

অথ অতিবিষা।

বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা॥
বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
কফপিত্তাতিসারামবিষকাসবমিকৃমীন্॥

অতিবিষা।

বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা অতিবিষার এই কয়টী নাম প্রসিদ্ধ। অতিবিষা উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পাচনী, দীপনী এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, আম, বিষ, কাশ, বমি ও কৃমি নাশ করে।

অথ সাবরলোধ্র পট্টিকালোধ্র ইতি লোকে।

লোধ্রস্তিল্বস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা।
দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধ্রঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ॥
জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ।
লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্জ্বরাতীসারশোথহৃৎ॥

শাবরলোধ্র ও পট্টিকালোধ্র।

লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব লোধ্রের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ, এবং পট্টিকালোধ্রকে ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদক কহে। লোধ্র গ্রাহী, লঘু, শীতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, কষায়, এবং রক্তপিত্ত, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, জ্বর, অতিসার ও শোথ রোগের শান্তিকারক।

অথ লশুনঃ।

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্।
অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ॥
যদামৃতং বৈনতেয়ো জহার সুরসত্তমাৎ।
তদা ততোঽপতদ্বিন্দুঃ স রসোনোঽভবদ্ ভুবি॥
পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ॥
কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ।
নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ।
বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্গুণবেদিভিঃ॥
রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ।
রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ॥
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ।
বলবর্ণকরো মেধাহিতো নেত্র্যো রসায়নঃ॥

হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-
বিবন্ধগুল্মারুচিকাশশোফান্।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-
সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি॥

মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্।
ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়ো গুড়ম্।
রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্নিরন্তরম্॥

রশুন।

লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক রশুনের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। যৎকালে পক্ষিরাজ গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করে সেই সময়ে এক বিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয় এবং তাহাতেই রশুনের উৎপত্তি হয়। রশুন পঞ্চরসাত্মক। উহাতে কেবলমাত্র অম্লরস নাই বলিয়া দ্রব্য-গুণ-বেদিব্যক্তি কর্তৃক উহা রসোন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গুণজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন রসোনের মূল কটু, পত্র তিক্ত, নাল কষায়, নালের অগ্রভাগ লবণরস এবং বীজ মধুররস। লশুন বৃংহণ, বৃষ্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাচন, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রসে ও পাকে কটু, মধুর, তীক্ষ্ণ ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী, পিত্ত ও রক্তের বর্দ্ধনকর, গুরু, রসায়ন এবং কণ্ঠ, বল, বর্ণ, মেধা ও নেত্রের প্রসাদকর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। রশুন সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোফ, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, বাত, অবসাদ, দেহস্থ কীট, বায়ুরোগ, শ্বাস ও কফ নষ্ট হয়। রশুনসেবী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্ল হিতকর। কিন্তু লশুনসেবী ব্যক্তি নিরন্তর পরিশ্রম, আতপ, রোষ, অধিক জলসেবন, দুগ্ধ, ও গুড় পরিত্যাগ করিবে।

অথ পলাণ্ডু।

পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ॥
স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।
হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ॥

পলাণ্ডু।

যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক পলাণ্ডুর এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ। পলাণ্ডু রসে ও পাকে মধুর, কফজনক, বলকারক, বীর্য্যজনক, গুরু ও বাতনাশক এবং অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক বা উষ্ণ নহে।

এতদ্ভিন্ন রসোনের যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে পলাণ্ডুরও সেইরূপ গুণ জানিবে।

অথ ভল্লাতকং।

ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুষ্কোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ।
তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ॥
ভল্লাতকফলং পক্কং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্মশোফানাহজ্বরকৃমীন্॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা।
বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ॥
ভল্লাতকঃ কষায়োষ্ণঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহকুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্।
হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্রবহ্নিমান্দ্যকৃমিব্রণান্॥

ভল্লাতক (ভেলা)।

ভল্লাতক তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ ভল্লাতকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ভল্লাতকের পক্ক ফল পাকে ও রসে স্বাদু, লঘু, কষায়, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ছেদী, ভেদন, মেধার প্রসাদক, অগ্নির উদ্দীপক এবং কফ, বাত, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শোফ, আনাহ, জ্বর, ও কৃমির শান্তিকারক। উহার মজ্জা, মধুর, বৃষ্য বৃংহণ, বাতঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং বৃন্ত স্বাদু, পিত্তঘ্ন, আগ্নেয় ও কেশের প্রসাদক। ভল্লাতক কষায়, উষ্ণ, শুক্রল, মধুর, লঘু এবং বাতশ্লেষ্ম, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি ও ব্রণ প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ ভঙ্গা।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিনী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

ভঙ্গা (সিদ্ধি)

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া সিদ্ধির এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। সিদ্ধি কফঘ্ন, তিক্ত গ্রাহিনী, পাচনী, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, এবং মোহ, মদবাক্য ও অগ্নির বর্দ্ধনকারী।

অথ পোস্তা।

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ।
স্যাৎ খাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং শীতলং লঘু॥
গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ।
ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্বাগ্বিবর্দ্ধনম্॥
মুহুর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্।

পোস্তা।

তিলভেদ, খসতিল ও খাখস পোস্তার এই তিনটি নামান্তর। পোস্তাফলের বল্কল শীতল, লঘু, গ্রাহী, তিক্ত, কষায়, ধাতুর শোষণকারী, রুক্ষ, মদকারী, বাগ্বর্দ্ধক, মুহুর্মুহু মোহকারী, রুচিকর, বাতজনক এবং কফ ও কাসরোগের শান্তিকারক। পোস্তা সেবন করিলে পুরুষত্বের হানি হয়।

অথ অহিফেনম্।

উক্তং খসফলক্ষীরমাফূকম্ অহিফেনকম্।
আফূকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্॥
তথা খসফলোদ্ভূতবল্কলপ্রায়মিত্যপি।

আফিঙ্।

পোস্তাফলের আটাকে অফ্রুক অহিফেন বা আফিঙ্ বলে। আফিঙ্ শোষণকারী, গ্রাহী. শ্লেষ্মঘ্ন, বাতকারী, পিত্তজনক এবং খসফলের বল্কলের তুল্য গুণকারী।

অথ খাখসদানা।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খ খসতিলা অপি।
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ।
জনয়ন্তি কফং তানি শময়ন্তি সমীরণম্॥

পোস্তদানা।

পোস্তদানাকে খসবীজ বা খাখসতিল বলে। পোস্তদানা বলকারী, বৃষ্য, অতিশয় গুরু, কফজনক ও বায়ুনাশক।

অথ সৈন্ধবং।

সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্।
সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ

সৈন্ধব।

সৈন্ধব শব্দ পুলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ সৈন্ধব লবণের এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ। সৈন্ধব লবণ স্বাদু, দীপন পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শীতল, বৃষ্য, সূক্ষ্ম, ত্রিদোষঘ্ন ও দৃষ্টির পক্ষে হিতকর।

অথ শাকম্ভরিং।

শাকম্ভরীয়ং কথিতং গড়াখ্যং রোমকন্তথা।
গড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

শাকম্ভরীলবণ।

শামরলবণকে শাকম্ভরীয়, গড়লবণ বা রোমক বলে। শামরলবণ, লঘু বাতঘ্ন, অতিশয় উষ্ণ, ভেদি, পিত্তল, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, অভিষ্যন্দি এবং কটুপাক।

অথ পাঙ্গা।

সামুদ্রং যত্তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ।
সামুদ্রং মধুরম্পাকে সাতক্তং মধুরং গুরু॥
নাত্যুষ্ণদীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ।
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তিক্তমরূক্ষং নাতিশীতলম্॥

সমুদ্রলবণ।

সামুদ্রলবণকে অক্ষীব এবং বশির ও কহিয়া থাকে। সামুদ্রলবণ তিক্ত ও মধুররসবিশিষ্ট, পাকে মধুর, গুরু, দীপন, ভেদী, ক্ষারযুক্ত, শ্লেষ্মল, বাতঘ্ন, এবং অতিশয় উষ্ণ বা শীতল অথবা বিদাহী বা রুক্ষ নহে।

অথ বিড়ম্।

বিড়ম্পাকঞ্চ কৃতকং তথা দ্রাবিড়মাসুরম্।
বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃকফবাতানুলোমনম্॥
ঊর্দ্ধংকফমধোবাতং সঞ্চারয়েদিতার্থঃ।
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভশূলগৌরবশূলনুৎ॥

বিটলবণ।

পাক, কৃতক ও দ্রাবিড়মস্থর বিটলবণের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বিটলবণ সক্ষার, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, ব্যবায়ী এবং উর্দ্ধগত কফ ও অধোবাতকে সঞ্চারিত করে। এই লবণ সেবন করিলে বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুতা এবং শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

অথ সৌবর্চ্চলম্।

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাকঞ্চ তন্মতম্।
রুচকং রোচনম্ভেদি দীপনম্পাচনম্পরম্ ॥
সুস্নেহং বাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ ॥

সচেল লবণ।

সচেল লবণকে সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ বা পাক বলে। উহা রোচন, ভেদী, দীপন, অতিশয় পাচক, সুস্নেহ, বাতঘ্ন, বিশদ, লঘু, উদ্গারশোধক, সূক্ষ্ম এবং অতিশয় পিত্তজনক নহে। উহা সেবন করিলে বিবন্ধ, "আনাহ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

রিহাঙ্গাব প্রভৃতি।

ঔদ্ভিদম্পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূ মতঃ স্বয়ম্।
ক্ষারঙ্গুরু কটু স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতনাশনম্ ॥

পাংশুলবণ।

পাংশুলবণ ভূমি হইতে জন্মে। উহাকে ঔদ্ভিদ ও কহে। এই লবণ সক্ষার, গুরু, কটু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মল ও বাতনাশক।

অথ চণকলোনী।

চণকাম্লকমত্যুষ্ণং দীপনন্দন্তহর্ষণম্।
লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ ॥

চনকলবণ।

চণকলবণ অম্লরস, অতিশয় উষ্ণ, দীপন, দন্তের হর্ষজনক, ঈষৎ লবণরস, রুচিকর এবং শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধের শান্তিকারক।

অথ যবক্ষারঃ সাজীসোরা।

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ।
স্বর্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কাপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ ॥
কথিতঃ স্বর্জ্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকাঃ।
যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ ॥
নিহন্তি শূলবাতামশ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
পাণ্ড্বর্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্ ॥
সর্জ্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৃৎ।
সুবর্চ্চিকা সর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ ॥

যবক্ষার, সাজীক্ষার ও সোরা।

যবক্ষারকে পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক বা যবাগ্রজ বলে। সাজীক্ষারকে ক্ষার কাপোত বা সুখবর্চ্চক বলে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে সুবর্চ্চিকা সাজীরই ভেদ মাত্র। যবক্ষার লঘু, স্নিগ্ধ, অতিশয় সূক্ষ্ম, অগ্নির উদ্দীপক এবং শূল, বাত, আম, শ্লেষ্ম, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী গুল্ম, আনাহ, প্লীহা এবং হৃদ্রোগ নাশ করে। সাজী নামক ক্ষার উহা অপেক্ষা হীনগুণ কিন্তু বিশেষ এই যে ইহা গুল্ম ও

শূলরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। সুবর্চ্চিকার গুণ সর্জ্জিকারই তুল্য জানিবে।

অথ সোহাগা।

সৌভাগ্যং টঙ্কণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে।
টঙ্কণং বহ্নিকৃদ্রূক্ষং কফঘ্নদ্বাতপিত্তকৃৎ॥

সোহাগা।

সোহাগাকে সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার বা ধাতুদ্রাবক বলা যায়। সোহাগা অগ্নির উদ্দীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন, বাতজনক ও পিত্তকারী।

অথ ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ।

সর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্।
টঙ্কণেন যুতং তচ্চ ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্॥
মিলিতস্তুক্তগুণকৃদ্বিশেষাদ্গুল্মহৃৎপরম্।

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়।

যবক্ষার ও সর্জ্জিকা এই দুই প্রকার ক্ষারের সহযোগকে ক্ষারদ্বয় কহে। ক্ষারদ্বয়ে সোহাগা মিশ্রিত হইলেই ক্ষারত্রয় বলা যায়। এই ক্ষারত্রয়ের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে মিলিত হইলেও উহাদিগের সেইরূপ গুণই হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত ক্ষার গুল্মরোগের মহৌষধ।

ক্ষারাষ্টকং।

পলাশবর্জ্জিশিখরিচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ।
যবজঃ সর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্॥
ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্।

ক্ষারাষ্টক।

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব ইহাদিগের ক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার এই আট প্রকার ক্ষারকে ক্ষারাষ্টক বলে। এই ক্ষারাষ্টক অগ্নি-তুল্য এবং গুল্ম ও শূল রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অথ চুক্রম্।

চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্রসাম্লং শুক্তমিত্যপি।
চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্॥
গুল্মশূলবিবন্ধামবাতশ্লেষ্মহরং সরম্।
বমিতৃষ্ণাস্যবৈরস্যহৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যহৃৎ॥

ইতি শ্রীভাবমিশ্রবিরচিতে ভাব—প্রকাশে হরীতক্যাদিবর্গঃ।

চুক্র।

চুক্রকে সহস্রবেধি, রসাম্ল বা শুক্ত বলে। চুক্র অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণ, দীপন, পাচন, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং গুল্ম, শূল বিবন্ধ, আম, বাতশ্লেষ্ম, বমি, তৃষ্ণা, মুখশোষ, হৃৎপীড়া ও অগ্নিমান্দ্য রোগের শান্তিকারক।

শ্রীমদ্ভাবমিশ্রবিরচিত ভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদি বর্গ সমাপ্ত।

অথ কর্পূরাদিবর্গঃ।

তত্রাদৌ কর্পূরস্য নামানি গুণাশ্চ।

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রনামা হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্যমেদোদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥
কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্বাপক্বপ্রভেদতঃ।
পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্বং গুণবত্তরম্॥

কর্পূরাদি বর্গ।

তন্মধ্যে প্রথমে কর্পূরের নাম ও গুণ বলা যাইতেছে। কর্পূরশব্দ পুলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতাভ্র, হিমবালুক, ঘনসার, চন্দ্র ও হিম কর্পূরের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কর্পূর শীতল, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, লেখনকারী, লঘু, সুরভি, মধুর, তিক্ত এবং কফ, পিত্ত, বিষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসভাব, মেদ, ও দুর্গন্ধ নাশ করে। কর্পূর দ্বিবিধ পক্ব ও অপক্ব। পক্ব কর্পূর অপেক্ষা অপক্বের গুণ অধিক।

অথ চিনীয়াকর্পূরঃ।

চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।
কুষ্ঠকণ্ডূবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ॥

চিনেরকর্পূর।

চিনাককর্পূর রসে তিক্ত, কফঘ্ন, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি প্রভৃতি রোগের শান্তি-কারক।

অথ কস্তুরী।

মৃগনাভির্মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ।
কস্তূরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্।
কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা।
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ॥
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরী হ্যধমা মতা॥
কস্তূরিকা কটু স্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দিশীতদৌর্গন্ধ্যশোষহৃৎ॥

কস্তূরী।

মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভেদী, কস্তূরিকা ও বেধমুখ্যা, কস্তুরীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। দেশভেদে কস্তূরী তিন প্রকার। কামরূপোদ্ভব কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, নেপালদেশজ কস্তুরী নীলবর্ণ ও মধ্যম এবং কাশ্মীরদেশোদ্ভব কস্তূরী কপিলবর্ণ ও অধম। কস্তূরী কটু, তিক্ত, সক্ষার, উষ্ণ, শুক্রজনক, গুরু, শীতঘ্ন, দুর্গন্ধনাশক এবং কফ, বাত, বিষ, শোষ ও ছর্দ্দির নাশকারী।

অথ লতাকস্তুরিকা।

লতাকস্তূরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যা ছেদিনী শ্লেষ্মতৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ॥

লতাকস্তূরিকা।

লতাকস্তূরিকা তিক্ত, স্বাদু, বৃষ্য, শীতল, লঘু, চক্ষুর প্রসাদকর, ছেদিনী, শ্লেষ্মঘ্ন, তৃষ্ণাপহারক, এবং মুখরোগ ও বস্তিরোগের শান্তিকারক।

অথ গন্ধমার্জ্জারঃ, আড়ী ইতি লোকে।

গন্ধমার্জ্জারবীজন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতজিৎ।
কণ্ডূকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ॥

গন্ধমার্জ্জার।

গন্ধমার্জ্জারের বীজ বীর্য্যজনক, কফঘ্ন, বাতনাশক, দৃষ্টির প্রসাদকর, সুগন্ধ, স্বেদাপহারক, দুর্গন্ধনাশক এবং কণ্ডূ ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ চন্দনং।

শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রীস্তিলপর্ণিকঃ।
গন্ধসারো মলয়জ স্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥
স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্।
গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোষবিষশ্লেষ্মতৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

চন্দন।

চন্দন শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দন, শ্রীখণ্ড, ভদ্রশ্রী, তিলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ, ও চন্দ্রদ্যুতি, চন্দনের এই কয়টি নামান্তর। যে চন্দনের আস্বাদ তিক্ত, কষ পীতবর্ণ, উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, কিন্তু ছেদন করিলে রক্তবর্ণ বোধ হয় এবং যাহার গ্রন্থি ও কোটর আছে তাহাই উৎকৃষ্ট। চন্দন শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, আহ্লাদজনক, লঘু, এবং শ্রম, শোষ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও দূষিত রক্তের নাশকারী।

অথ পীতচন্দনং।

কলম্বক ইতি লোকে।

কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্।
কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনম্॥

পীতচন্দন।

কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক পীতচন্দনের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পীতচন্দন রক্তচন্দনের তুল্য গুণকারী, অধিকন্তু ইহা ব্যঙ্গনাশক।

অথ রক্তচন্দনং।

রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্॥
রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্॥

রক্তচন্দন।

রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল রক্তচন্দনের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। রক্তচন্দন শীতল, গুরু, স্বাদু, তিক্ত, দৃষ্টির প্রসাদকর, বৃষ্য এবং তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ পতঙ্গ নাম।

পতঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তুরঞ্চ কুচন্দনম্॥
পতঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ।
হরিচন্দনবদ্বেদ্যং বিশেষাদ্দাহনাশনম্॥

চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ।
গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ॥

পতঙ্গ নামক চন্দন।

পতঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্ট রঞ্জক, পত্তুর ও কুচন্দন পতঙ্গের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পতঙ্গ মধুর, শীতল এবং পিত্তশ্লেষ্মা, ব্রণ ও দূষিত রক্তের নাশকারী। এই চন্দন হরিচন্দনের তুল্য গুণকারী অধিকন্তু ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহা-দ্বারা দাহের শান্তি হয়। সকল প্রকার চন্দনই প্রায় রসাদিতে তুল্য, কিন্তু প্রত্যেকের গন্ধ বিভিন্ন। পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর হীনগুণ জানিবে।

অথ অগুরু কৃষ্ণাগুরু।

অগুরু প্রবরং লৌহং রাজার্হং যোগজং তথা।
বংশিকং কৃমিজং বাপি কৃমিজগ্ধ মনার্য্যকম্॥
অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।
লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ॥
কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্ত্ব লৌহবদ্বারি মজ্জতি।
অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ॥

অগুরু ও কৃষ্ণাগুরু।

প্রবর, লৌহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, কৃমিজ, কৃমিজগ্ধ ও অনার্য্যক অগুরুর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। অগুরু উষ্ণ, কটু, ত্বকের প্রসাদকর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, লঘু, পিত্তজনক, শীতনাশক, কফঘ্ন এবং চক্ষু ও কর্ণরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। কৃষ্ণাগুরু ইহা অপেক্ষা অধিকতর গুণ-কারি এবং জলে ফেলিয়া দিলে মগ্ন হইয়া যায়। এ উভয় প্রকার চন্দনেরই স্নেহ সমান।

অথ দেবদারু।

দেবদারু স্মৃতং দারুভদ্রদার্ব্বীন্দ্রদারু চ।
মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ॥
দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মানশোথামতন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ।
প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-শ্বাস-কণ্ডূ-সমীরনুৎ॥

দেবদারু।

দারু, ভদ্রদারু, মস্তদারু, ইন্দ্রদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরবৃক্ষ দেবদারুর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। দেবদারু লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কটুপাক, তন্দ্রাপহারক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, হিক্কা, জ্বর, রক্তজ পীড়া, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্ম, শ্বাস, কণ্ডু ও বায়ুসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তি-কারক।

অথ সরলঃ।

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাত্তথা সুরভিদারুকঃ।
সরলো মধুরস্তিক্তো কটুপাকরসো লঘুঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষিরোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ।
কফানিলস্বেদদাহকাসমূর্চ্ছাব্রণাপহঃ॥

সরলবৃক্ষ।

সরল, বৃক্ষকে পীতবৃক্ষ, বা সুরভি-দারু বলে। সরল বৃক্ষ, মধুর, তিক্ত, কটুপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, রক্ষঘ্ন এবং কর্ণরোগ কণ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। উহাদ্বারা কফ, বায়ু, স্বেদ, কাশ, দাহ, মূর্চ্ছা, অলক্ষ্মী ও ব্রণ বিনষ্ট হয়।

অথ তগরম্।

কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং মধুরং নতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্॥
তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাং স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্।
বিষাপস্মারশূলাক্ষিরোগদোষত্রয়াপহম্॥

তগর।

তগর দুই প্রকার। প্রথমটির নাম কালানুসার্য্য, কুটিল, ও মধুর এবং অপরের নাম পিণ্ড, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ বলে। উভয়বিধ তগরই উষ্ণ, স্বাদু, স্নিগ্ধ, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন এবং বিষ, অপস্মার, শূল ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ পদ্মকং।

পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাত্তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্।
পদ্মকস্তু বরস্তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু॥
বীসর্পদাহবিস্ফোটকুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ॥

পদ্মক।

পদ্মককে পদ্মগন্ধি, পদ্মক বা পদ্ম বলে। পদ্মক অতিশয় তিক্ত, শীতল, বাতল, লঘু, রুচিকর, গর্ভসংস্থাপক এবং দাহ, বিসর্প, বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

অথ গুগ্গুলুঃ।

গুগ্গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ।
কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ॥
মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ।
ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ॥
কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মাণিক্যসন্নিভঃ।
হিরণ্যাক্ষস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্॥
মহিষাক্ষো মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ।
হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্থ্যারোগ্যকরৌ পরৌ॥
বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি॥
গুগ্গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
কষায়ঃ কটুকঃ পাকে কটু রূক্ষো লঘুঃ পরঃ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ।
দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥
মেদো মেহাংশ্চ বাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্।
পিড়কাগ্রন্থিশোফার্শোগণ্ডমালাকৃমীন্ জয়েৎ॥
মাধুর্য্যাচ্ছমরেদ্বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা।
তিক্তত্বাৎ কফজিত্তেন গুগ্গুলুঃ সর্ব্বদোষহা॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বতিলেখনঃ।
স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্বজম্বুফলোপমঃ।
নূতনো গুগ্গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ॥
শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ।
পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্গুলু র্বীর্য্যবর্জ্জিতঃ॥
অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্।
মদ্যং রোষস্ত্যজেৎ সম্যগ্ গুণার্থী পুরসেবকঃ॥

গুগ্গুলু।

গুগ্গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখল, মহিষাক্ষ, পল ও কষ গুগ্গুলুর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য গুগ্গুলুর এই পঞ্চবিধ জাতি আছে। মহিষাক্ষের বর্ণ ভৃঙ্গাঞ্জনের ন্যায়। মহানীলের নামানুরূপ লক্ষণ জানিবে। কুমুদ কুমুদসদৃশ, পদ্ম মাণিক্যসদৃশ

এবং হিরণ্য সুবর্ণসদৃশ, পঞ্চজাতীয় গুগ্‌গুলুর এই পঞ্চ প্রকার লক্ষণ জানিবে। মহিষাক্ষ ও মহানীল এই উভয়বিধ গুগ্‌গুল গজেন্দ্রের পক্ষে বিশেষ হিতকর, কুমুদ ও পদ্ম অশ্বের প্রধান স্বস্তিজনক ও আরোগ্যকর এবং কনক মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। কখন কখন মহিষাক্ষও মনুষ্যের হিতকারী হয়। গুগ্‌গুলু বিশদ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, কষায়, রসে ও পাকে কটু, রুক্ষ, অতিশয় লঘু, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী, বৃষ্য, সূক্ষ্ম, স্বরের প্রসাদকর, রসায়ন, দীপন, পিচ্ছিল, বলকারক এবং কফ, বাত, ব্রণ, অপচী, মেদ, মেহ, বাত, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আম, বাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোফ, অর্শ, গণ্ডমালা ও কৃমি নাশ করে। মাধুর্য্যপ্রযুক্ত উহাদ্বারা বায়ুর শান্তি, কষায়ত্বপ্রযুক্ত পিত্তের শান্তি এবং তিক্তত্বপ্রযুক্ত কফের শান্তি হয়। সুতরাং গুগ্‌গুলু ত্রিদোষঘ্ন। নূতন গুগ্‌গুলু সুগন্ধি, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, কাঞ্চনসদৃশ, পক্ব জম্বুফলের ন্যায় এবং বৃংহণ ও বৃষ্য। পুরাতন গুগ্‌গুলু অতিশয় লেখন, বীর্য্যহীন, শুষ্ক, দুর্গন্ধি ও বিকৃতবর্ণ। গুণার্থী ও গুগ্‌গুলুসেবী ব্যক্তি অম্ল, তীক্ষ্ণ ও দুর্জর দ্রব্য, মৈথুন, পরিশ্রম, আতপ, মদ্য ও রোষ সমকরূপে পরিত্যাগ করিবে।

অথ সরলনির্য্যাস গুণাঃ।

শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ।
শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তু বরঃ সরঃ॥
পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষিস্বররোগকফাপহঃ।
রক্ষোঃশ্রীস্বেদদৌর্গন্ধ্যযূকাকণ্ডূব্রণপ্রণুৎ॥

সরল বৃক্ষের রস।

শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপ, সরল বৃক্ষের রসের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শ্রীবাস, মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, পিত্তজনক এবং বাত, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, বিস্বরতা, কফ, রক্ষ, শ্রী, স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, যূকা, কণ্ডু ও ব্রণ নাশ করে।

অথ রালঃ।

রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ।
দেবধূপো যক্ষধূপ স্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ॥
রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্রস্বেদবীসর্পজ্বরব্রণবিপাদিকাঃ।
গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাশ্রশূলাতিসারনাশনঃ॥

রাল।

শালনির্য্যাসকে, রাল, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ সর্ব্বরস ও ধূনা বলে। ধূনা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায়, মলগ্রাহক এবং বাতাদিদোষ, দূষিতরক্ত, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা রোগ, গ্রহভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, পার্শ্বশূল, ও অতিসার নিবারণ করে।

অথ কুন্দুরুঃ সুগন্ধদ্রব্যং শল্লকীনির্য্যাসঃ।

কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি।
কুন্দুরুর্ম্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্ত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ।
জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মীমুখরোগকফানিলান্॥

কুন্দুরু।

কুন্দুরু নামক সুগন্ধদ্রব্য শল্লকী বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন হয়। মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কন্দ কুন্দুরুর এই কয়টি নামান্তর। কুন্দুরু মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, ত্বকের প্রসাদকর এবং জ্বর, স্বেদ, গ্রহ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও বায়ু নাশ করে।

অথ শিলারসঃ।

সিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাৎ যতো যবনদেশজঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাত স্তথা চ কপিনামকঃ॥
সিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ।
বৃষ্যঃ কণ্ডূস্বেদকুষ্ঠজ্বরদাহগ্রহাপহঃ॥

শিলারস।

শিলারস যবনদেশ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে তুরুষ্ক বলে। সিহ্লক কপিতৈল ও কপি শিলারসের এই তিনটী নামান্তর। শিলারস কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, শুক্রজনক, কান্তিপ্রদ, বৃষ্য এবং কণ্ডূ, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহের শান্তিকারক।

অথ জাতীফলং।

জাতীফলং জাতিকোষং মালতীফলমিত্যপি।
জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
নিহন্তি মুখবৈরস্যমলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ।
কৃমিকাসবমিশ্বাসশোষপীনসহৃদ্রুজঃ॥

জায়ফল।

জায়ফলকে জাতীফল, জাতিকোষ এবং মালতীফলও বলে। জাতীফল তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহি, সুস্বরজনক, শ্লেষ্মঘ্ন, বায়ুনাশক এবং মুখশোষ, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণতা, কৃমি, কাশ, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ নিবারণ করে।

অথ জাতীপত্রী।

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ।
কফকাসবমিশ্বাসতৃষ্ণাকৃমিবিষাপহা॥

জৈত্রী।

বৈদ্যগণ জাতীফলের ত্বক্‌কে জাতীপত্রী বা জৈত্রী বলেন। জৈত্রী লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণ, রুচিকর, বর্ণের প্রসাদকর এবং কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষের শান্তিকারক।

অথ লবঙ্গঃ।

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্।
লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ॥
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥

লবঙ্গ।

লবঙ্গকে দেবকুসুম, শ্রী এবং শ্রীপ্রসূনকও বলে। লবঙ্গ কটু, তিক্ত, লঘু, নেত্রের হিতকর, শীতল, দীপন, পাচন, রুচিকর এবং কফ, পিত্ত ও দূষিত রক্তের শান্তিকারক। লবঙ্গসেবনে তৃষ্ণা, ছর্দ্দি,

আধ্মান, ও শূল রোগের আশু প্রতিকার এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগের নিশ্চয় শান্তি হয়।

অথ এলাইচী পূরবী।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্রকণ্ডুশ্বাসতৃষাপহা।
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্যশিরোরুগ্বমিকাসনুৎ॥

বড় এলাইচ।

এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্র এলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটী বড়এলাইচের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বড়এলাইচ রসে ও পাকে কটু, আগ্নেয়, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তনাশক এবং দূষিত রক্ত, কণ্ডু, শ্বাস,তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষ, বমি, কাস, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, ও মুখরোগের শান্তিকারক।

অথ এলা গুজরাতী।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাসকাশার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাইচ।

সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি ছোটএলাইচের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ছোটএলাইচ রসে কটু, শীতল, লঘু, বাতনাশক এবং কফ, শ্বাস, কাস, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অথ তেজঃ।

ত্বক্‌পত্রশ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্‌ভৃঙ্গং চোচমথোৎকটম্‌।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রূক্ষকম্‌॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্‌।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃকৃমিপীনসশুক্রহৃৎ॥

গুড়ত্বক্‌।

ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, ও উৎকট গুড়ত্বকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গুড়ত্বক্‌ লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তজনক এবং কফ, বাত, কণ্ডু, আম, অরুচি, হৃদয় ও বস্তি দেশের পীড়া, বাত, অর্শ কৃমি, পীনস ও শুক্রের নাশকারী।

দারুচিনি।

ত্বক্‌স্বাদ্বী তু তনুত্বক্‌ স্যাত্তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥

দারচিনি।

দারচিনিকে ত্বক্‌স্বাদু, তনুত্বক্‌ ও দারুসিতা বলে। দারচিনি স্বাদু, তিক্ত, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, সুরভি, শুক্রল, বলকারক এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

অথ পত্রকম্‌।

পত্রন্তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্‌।
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু।
নিহন্তি কফবাতার্শোহৃল্লাসারুচিপীনসান্‌॥

তেজপত্র।

তেজপত্রকে তমালপত্র, পত্র বা পত্রনামক বলে। তেজপত্র মধুর, ঈষৎ তীক্ষ্ণ, ও উষ্ণ, পিচ্ছিল, লঘু, এবং কফ, বাত, অর্শ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস রোগের শান্তিকারক।

অথ নাগকেশরঃ।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥

অস্যং পুষ্পে তু ক্লীবে।

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদচ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্।
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্পকফপিত্তবিষাপহম্॥

নাগকেশর।

নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন নাগকেশরের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। এই সকল শব্দ যখন ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন পুষ্প বুঝায়। নাগপুষ্প কষায়, উষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক এবং জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, ছর্দি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষের শান্তিকারক।

অথ ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে।

ত্বগেলা পত্রকৈস্তুল্যৈ স্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জ্জাতকমুচ্যতে॥
তদ্দ্বয়ং রেচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধনুৎ।
লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্॥

ত্রিজাত ও চতুর্জ্জাতক।

গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র এই ত্রিবিধ সুগন্ধের সংযোগকে ত্রিজাত কহে। ত্রিজাতের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত হইলে চতুর্জ্জাতক বলা যায়। এই উভয় ঔষধই রেচন, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখের দৌর্গন্ধ্যনাশক, লঘু, পিত্তজনক, অগ্নিবর্দ্ধক বর্ণের প্রসাদকর এবং কফ, বাত ও বিষের শান্তিকারক।

অথ কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তন্তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমম্পারসীকে যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্ ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥

কুঙ্কুম।

ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও শোণিত কুঙ্কুমের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কাশ্মীর দেশে যে কুঙ্কুম জন্মে তাহা সূক্ষ্ম-কেশরযুক্ত, রক্তবর্ণ, পদ্মগন্ধি ও উৎকৃষ্ট। বাহ্লীকদেশজ কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ, কেতকীর ন্যায় গন্ধযুক্ত, সূক্ষ্মকেশর ও মধ্যম এবং পারস্যদেশোদ্ভব কুঙ্কুম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। উহার গন্ধ মধুর গন্ধের

আধ্মান, ও শূল রোগের আশু প্রতিকার এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগের নিশ্চয় শান্তি হয়।

অথ এলাইচী পূরবী।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্রকণ্ডূশ্বাসতৃষাপহা।
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্যশিরোরুগ্বমিকাসনুৎ॥

বড় এলাইচ।

এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্র এলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটী বড়এলাইচের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বড়এলাইচ রসে ও পাকে কটু, আগ্নেয়, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তনাশক এবং দূষিত রক্ত, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষ, বমি, কাস, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, ও মুখরোগের শান্তিকারক।

অথ এলা গুজরাতী।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাসকাশার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাইচ।

সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি ছোটএলাইচের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ছোটএলাইচ রসে কটু, শীতল, লঘু, বাতনাশক এবং কফ, শ্বাস, কাস, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অথ তেজঃ।

ত্বক্‌পত্রশ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ভৃঙ্গং চোচমথোৎকটম্।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রুক্ষকম্॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃকৃমিপীনসশুক্রহৃৎ॥

গুড়ত্বক্।

ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, ও উৎকট গুড়ত্বকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গুড়ত্বক্ লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তজনক এবং কফ, বাত, কণ্ডু, আম, অরুচি, হৃদয় ও বস্তি দেশের পীড়া, বাত, অর্শ কৃমি, পীনস ও শুক্রের নাশকারী।

দারুচিনি।

ত্বক্‌স্বাদ্বী তু তনুত্বক্ স্যাত্তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥

দারচিনি।

দারচিনিকে ত্বক্‌স্বাদু, তনুত্বক্ ও দারুসিতা বলে। দারচিনি স্বাদু, তিক্ত, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, সুরভি, শুক্রল, বলকারক এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

অথ পত্রকম্।

পত্রন্তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্।
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু।
নিহন্তি কফবাতার্শোহৃল্লাসারুচিপীনসান্॥

তেজপত্র।

তেজপত্রকে তমালপত্র, পত্র বা পত্র-নামক বলে। তেজপত্র মধুর, ঈষৎ তীক্ষ্ণ, ও উষ্ণ, পিচ্ছিল, লঘু, এবং কফ, বাত, অর্শ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস রোগের শান্তিকারক।

অথ নাগকেশরঃ।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥

অস্যং পুষ্পে তু ক্লীবে।

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বরকণ্ডুতৃষাস্বেদচ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্।
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্পকফপিত্তবিষাপহম্॥

নাগকেশর।

নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন নাগকেশরের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। এই সকল শব্দ যখন ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন পুষ্প বুঝায়। নাগপুষ্প কষায়, উষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক এবং জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, ছর্দি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষের শান্তিকারক।

অথ ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে।

ত্বগেলা পত্রকৈস্তুল্যৈ স্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জ্জাতকমুচ্যতে॥
তদ্দ্বয়ং রেচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধনুৎ।
লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্॥

ত্রিজাত ও চতুর্জ্জাতক।

গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র এই ত্রিবিধ সুগন্ধের সংযোগকে ত্রিজাত কহে। ত্রিজাতের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত হইলে চতুর্জ্জাতক বলা যায়। এই উভয় ঔষধই রেচন, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখের দৌর্গন্ধ্যনাশক, লঘু, পিত্তজনক, অগ্নিবর্দ্ধক বর্ণের প্রসাদকর এবং কফ, বাত ও বিষের শান্তিকারক।

অথ কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তন্তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমম্পারসীকে যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥

কুঙ্কুম।

ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও শোণিত কুঙ্কুমের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কাশ্মীর দেশে যে কুঙ্কুম জন্মে তাহা সূক্ষ্ম-কেশর-যুক্ত, রক্তবর্ণ, পদ্মগন্ধি ও উৎকৃষ্ট। বাহ্লীকদেশজ কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ, কেতকীর ন্যায় গন্ধযুক্ত, সূক্ষ্মকেশর ও মধ্যম এবং পারসাদেশোদ্ভব কুঙ্কুম সর্ব্বা-পেক্ষা নিকৃষ্ট। উহার গন্ধ মধুর গন্ধের

ন্যায়, বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু ও কেশর স্থূল। কুঙ্কুম কটু, স্নিগ্ধ, বর্ণের প্রসাদকর, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং শিরঃপীড়া, ব্রণ, দেহস্থ কীট, বমি ও ব্যঙ্গনামক রোগের শান্তিকারক।

অথ গোরোচনা।

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা।
বিষালক্ষ্মীগ্রহোন্মাদগর্ভস্রাবক্ষতাস্রজিৎ॥

গোরোচনা।

মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা গোরোচনার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গোরোচনা শীতল, তিক্ত, বশীকরণ-যোগ্য, মাঙ্গল্যজনক, কান্তিপ্রদ এবং বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও দূষিত রক্তের শান্তিকারক।

অথ নখনখীগন্ধদ্রব্যম্।

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধঞ্চক্রকারকম্।
নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্মবাতাস্রজ্বরকুষ্ঠনুৎ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্।
অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধ্যমুৎ পাকরসয়োঃ কটু॥

নখ বা নখী নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

নখকে ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ, ও চক্রকারক এবং স্বল্প নখকে হনু বা হট্টবিলাসিনী বলে। নখদ্বয় রসে ও পাকে কটু, উষ্ণ, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণের প্রসাদকর, স্বাদু এবং গ্রহ, শ্লেষ্মা, বাত, রক্তদোষ, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, অলক্ষ্মী, ও মুখদৌর্গন্ধ্য নাশ করে।

অথ সুগন্ধবালা।

বালংহ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যঙ্কেশাম্বুনাম চ।
বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্।
হৃল্লাসারুচিবীসর্পহৃদ্রোগামাতিসারনুৎ॥

বালা (সুগন্ধবিশেষ।)

বালাকে বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য ও কেশাম্বু বলে। বালা শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন, পাচন এবং হৃল্লাস, অরুচি, বিসর্প, হৃদ্রোগ, আম ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

অথ বীরণম্।

স্যাদ্বীরণং বীরতরুর্বীরঞ্চ বহুমূলকম্।
বীরণম্পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্॥
স্তম্ভনং জ্বরনুদ্বান্তিমদজিৎ কফপিত্তনুৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্পকৃচ্ছ্রদাহব্রণাপহম্॥

বীরণ (বেণাগাছ।)

বেণাগাছকে বীরতরু, বীর ও বহুমূলক বলে। বীরণ পাচন, শীতল, স্তম্ভন, লঘু, তিক্ত এবং জ্বর, বমি, মাদকতা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দূষিত রক্ত, বিষ, বিসর্প, কৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণরোগের শান্তিকারক।

অথ উশীরম্।

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরমভয়ং তথা।
অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি।

উশীরম্পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তিমদঘ্নং কফপিত্তনুৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্পদাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্॥

উশীর (বেণার মূল।)

বেণাগাছের মূলকে উশীর বলে। অভয়, অমৃণাল, সেব্য, সমগন্ধিক এই কয়টি উশীরের নামান্তর। উশীর স্তম্ভন, পাচন, শীতল, লঘু, তিক্ত, ও মধুর এবং জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তজরোগ, বিসর্প, দাহ, কৃচ্ছ্র ও ব্রণ রোগের শান্তিকারক।

অথ জটামাংসী।

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।
মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা।
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্রদাহবীসর্প কুষ্ঠনুৎ॥

জটামাংসী।

জটামাংসীকে ভূতজটা, জটিলা ও তপস্বিনী বলে। জটামাংসী তিক্ত, কষায়, মেধাবৰ্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, বলকারক, স্বাদু, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন এবং দূষিত রক্ত, দাহ, বিসর্প ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক।

অথ শিলাপুষ্পম্।

শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু।
কণ্ডূকুষ্ঠাশ্মরীদাহবিষহৃল্লাসরক্তহৃৎ॥

শিলাপুষ্প।

শিলাপুষ্পকে শৈলেয়, বৃদ্ধ বা কালানুসার্য্যক বলে। শিলাপুষ্প শীতল, হৃদ্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, লঘু, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষ, হৃৎপীড়া ও গুহ্যদেশজ রক্তস্রাবের শান্তিকারক।

অথ মোথা নাগরমোথা।

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকঃ।
কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোঽপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ॥
ভদ্রমুস্তশ্চ গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ।
মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্॥
কষায়ং কফপিত্তাস্রতৃট্‌জ্বরারুচিজন্তুহৃৎ।
অনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্যতে।
তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্॥

মুথা ও নাগরমুথা।

মুস্তক শব্দ অস্ত্রিলিঙ্গ এবং মুস্ত ত্রিলিঙ্গ। উহাকে বারিদ এবং কুরুবিন্দও বলিয়া থাকে। নাগরমুথাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্তা ও গুন্দ্রা বলে। মুস্তক কটু, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, দীপন, পাচক, কষায় এবং কফ, পিত্ত, রক্তজরোগ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও দেহস্থ কীটের নাশকারী। যে মুস্তক অনূপদেশে জন্মে তাহা প্রশস্ত হইলেও তদ্দেশজ নাগরমুস্তকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অথ কর্চ্চূরঃ।

কর্চ্চূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ॥
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ।
উষ্ণো লঘু র্হরেচ্ছ্বাসগুল্মবাতকফকৃমীন্॥

কচূর।

কচূরকে বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক, বা শটী বলে। কচূর দীপন, কটু, তিক্ত,

রুচিকর, সুগন্ধি, পাকে কটু, উষ্ণ, লঘু এবং কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বাত, কফ ও কৃমি নাশ করে।

অথ একাঙ্গী।

সুরা গন্ধকটী দৈত্যা সুরভিঃ শালপর্ণিকা।
সুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
জ্বরাস্রগ্‌ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী॥

একাঙ্গী।

একাঙ্গীকে সুরা, গন্ধকটী, দৈত্যা, সুরভি, ও শালপর্ণিকা বলে। একাঙ্গী তিক্ত, শীতল, স্বাদু, লঘু, এবং পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূত, রক্ষ, কুষ্ঠ, কাস প্রভৃতির নাশকারী।

অথ গন্ধপলাশী।

সুগন্ধদ্রব্যং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধং।
শঠী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গান্ধারিকা গন্ধবধূ র্ব্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥
ভবেদ্গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকানুষ্ণাস্যমলনাশিনী।
দোষকাসব্রণশ্বাসশূলসিধ্মগ্রহাপহা॥

গন্ধপলাশী।

গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ সুগন্ধদ্রব্য-বিশেষ। উহাকে শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, ও পৃথুপলাশিকা বলে। গন্ধপলাশী কষায়, গ্রাহিণী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, অনুষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং মুখমল, কাশ, ব্রণ, শ্বাস, শূল, সিধ্ম ও গ্রহদোষ নিবারণ করে।

অথ প্রিয়ঙ্গুঃ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুশ্চ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গন্ধফলী শ্যামা বিষ্বক্‌সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥
প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্যস্বেদদাহজ্বরাপহা॥
গুল্মতৃট্‌বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্‌গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা।
তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ॥

প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, মহিলা, গুন্দ্রা, গন্ধফলী, শ্যামা, বিষ্বক্‌সেনা, অঙ্গনাপ্রিয়া, প্রিয়ঙ্গুর * এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। প্রিয়ঙ্গু কষায়, শীতল, তিক্ত, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, এবং রক্ত, অতিযোগ, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, দাহ, জ্বর, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষ ও মোহের শান্তিকারক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুর ও উক্তরূপ গুণ জানিবে। উহার ফল, মধুর, রুক্ষ, কষায়, শীতল, গুরু, সংগ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিবন্ধ, আধ্মান ও বলের উৎপাদক।

অথ রেণুকা (মরিচসদৃশা)।

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥
রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী।
বলাসবাতবৈকল্যতৃট্‌কণ্ডুবিষদাহনুৎ।

রেণুকা।

রেণুকা মরিচের ন্যায়। রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডু-

পুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা রেণুকার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। রেণুকা রসে ও পাকে কটু, তিক্ত, ঈষৎ উষ্ণরস, লঘু, পিত্তজনক, দীপন, মেধার প্রসাদকারী, পাচক, গর্ভপাতকারী, এবং শ্লেষ্ম, বায়ুর প্রকোপ, তৃষ্ণা, কণ্ডূ, বিষ ও দাহের শান্তিকারক।

অথ গ্রন্থিপর্ণং।

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুষ্পঞ্চ গুচ্ছকম্।
নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥
গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
কফবাতবিষশ্বাসকণ্ডূদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥

গ্রন্থিপর্ণ।

গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক, গ্রন্থিপর্ণের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গ্রন্থিপর্ণ তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু, এবং কফ, বাত, বিষ, শ্বাস, কণ্ডূ ও দুর্গন্ধের শান্তিকারক।

অথ গ্রন্থিপর্ণস্যৈব ভেদ ঈষৎসুগন্ধং স্থৌণেয়ং, থনের ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্।

স্থৌণেয়কং বর্হির্বর্হ শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্।
শীর্ণং রোমশুকঞ্চাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥
স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ।
মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোশ্রীজ্বরজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড্‌দাহদৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্॥

স্থৌণেয়ক।

স্থৌণেয়ক গ্রন্থিপর্ণের অপর জাতি ও ঈষৎ সুগন্ধবিশিষ্ট। বর্হিঃ, বর্হ, শুক-বর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ স্থৌণেয়কের এই কয়টী নাম প্রসিদ্ধ। স্থৌণেয়ক কটু, স্বাদু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, মেধাজনক, শুক্রোৎপাদক, রুচিকারক, রক্ষোঘ্ন, শ্রীবর্দ্ধক এবং জ্বর, কীট, কুষ্ঠ, রক্তজ রোগ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য, তিলক ও অলক প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ গ্রন্থিপর্ণস্যৈব ভেদঃ ভটেউর ইতি নেপালদেশে ভবতি।

নিশাচরো ধনহরঃ কিতবো গণহাসকঃ।
রোচকো মধুরস্তিক্তঃ কটুঃ পাকে কটু র্লঘুঃ॥
তীক্ষ্ণো হৃদ্যো হিমো হন্তি কুষ্ঠকণ্ডূকফানিলান্।
রক্ষোশ্রীস্বেদমেদোঽস্রজ্বরগন্ধবিষব্রণান্॥

নিশাচর।

নিশাচর গ্রন্থিপর্ণের ভেদ মাত্র। উহা নেপালদেশে জন্মে। উহাকে, ধনহর, কিতব এবং গণহাসক বলে। নিশাচর মধুর, তিক্ত, রসে ও পাকে কটু, রোচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, শীতল এবং কুষ্ঠ, কণ্ডূ, কফ, বাত, রক্ষ, অলক্ষ্মী, স্বেদ, মেদবৃদ্ধি, রক্তজ পীড়া, জ্বর, দৌর্গন্ধ্য, বিষ, ও ব্রণ নাশ করে।

অথ ভূম্যামলকীবদ্ধা চ্ছস্তালীসঃ।

তালীসমুক্তস্পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচিগুল্মামবহ্নিমান্দ্যক্ষয়ামযান্॥

তালীস।

তালীসের গুচ্ছ ভূম্যামলকীর ন্যায়।

উহাকে পত্রাঢ্য, এবং ধাত্রীপত্র ও বলে। তালীস লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, এবং শ্বাস, কাস, কফ, বাত, অরুচি, গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক।

অথ কক্কোলং।

সুগন্ধদ্রব্যং।

কক্কোলং কোলকঞ্চোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্।
কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্।
আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগকফবাতাময়ান্ধ্যহৃৎ॥

কক্কোল।

কক্কোল এক প্রকার সুগন্ধদ্রব্য-বিশেষ, উহাকে লোকে কাঁকলা বলে। কক্কোল, কোলক ও কোষফল উহার এই তিনটি নামান্তর। কক্কোল লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিকর এবং মুখদৌর্গন্ধ্য, হৃদয়ের পীড়া, কফ, বাত ও অন্ধতা নিবারণ করে।

অথ গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ।

স্নিগ্ধোষ্ণা কফকৃত্তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা।
গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী।

গন্ধকোকিলা স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফঘ্ন, তিক্ত, ও সুগন্ধ। গন্ধমালতী গন্ধকোকিলার তুল্য গুণকারী।

অথ লামজ্জকম্।

উশীরবৎ পীতচ্ছবিতৃণবিশেষঃ।

লামজ্জকং সুনালং স্যাদমৃণালং লবং লঘুঃ॥
ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্।
লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ।
ত্বগাময়স্বেদকৃচ্ছ্রদাহপিত্তাস্ররোগনুৎ॥

লামজ্জক।

লামজ্জক উশীরের ন্যায় পীতবর্ণ তৃণ-বিশেষ। সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক লামজ্জকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। লামজ্জক শীতল, তিক্ত, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন, এবং চর্ম্মরোগ, স্বেদ, কৃচ্ছ্র, দাহ, রক্ত-পিত্ত, ও রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তি-কারক।

অথ এলবালুকং।

কৎফলসদৃশং কুষ্ঠগন্ধি।

এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্।
এলবালুকমেলালু কপিথত্বগপীরিতম্॥
এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তি কণ্ডুব্রণচ্ছর্দ্দিতৃট্‌কাসারুচিহৃদ্রুজঃ।
বলাসবিষপিত্তাস্রকুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্॥

এলবালুক।

এলবালুকের আকার কৎফলের ন্যায় কিন্তু গন্ধ কুষ্ঠের ন্যায়। ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলালু, ও কপিত্থত্বক্ এল-বালুকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। এল-বালুক কটু, পাকে কষায়, শীতল, লঘু, এবং কণ্ডু, ব্রণ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃৎপীড়া, শ্লেষ্মজ রোগ, বিষ, রক্তপিত্ত রোগ, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ ও ক্রিমি নিবারণ করে।

কৈবর্ত্তীমোথা গুড়ত্ত্বী ইতি চ।

ইয়ন্তু বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ।
কুটন্নটং দাসপুরং বানেয়ং পরিপেলবম্।
প্লবগোপুরগোনর্দ্দকৈবর্ত্তীমুস্তকানি চ॥
মুস্তাবং পেলবপুটং শুক্লাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্।
বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্।
কফপিত্তাস্রবীসর্পকুষ্ঠকণ্ডূবিষপ্রণুৎ॥

কৈবর্ত্তমুস্তক বা বিতুন্নক।

উহাকে হিন্দীতে গুড়ত্ত্বী বলে। উহা বিতুন্নক নামক বৃক্ষের ছাল এবং উহার আকার মুস্তের ন্যায়। কুটন্নট, দাসপুর, বানেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, ও কৈবর্ত্তমুস্তক, উহার এই কয়টি নামান্তর। বিতুন্নকের পত্র মুথার ন্যায় কোমল ও শুক্লবর্ণ। বিতুন্নক শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কান্তিজনক এবং কফ, রক্তপিত্ত, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, ও বিষের শান্তিকারক।

অথ স্পৃক্কা।

সুগন্ধিদ্রব্যং শাকবিশেষঃ। লঙ্কোর্দ্ধকপুরীতি লোকে চ।
স্পৃক্কাসৃক্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ।
সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটিবর্ষা লঙ্কাপিকেত্যপি॥
স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষনুৎ।
কুষ্ঠকণ্ডূবিষস্বেদদাহাশ্রীজ্বররক্তহৃৎ॥

স্পৃক্কা।

স্পৃক্কা এক প্রকার সুগন্ধ শাকবিশেষ। স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা, ও লঙ্কাপিকা স্পৃক্কার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। স্পৃক্কা স্বাদু, শীতল, বৃষ্য, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, স্বেদ, দাহ, অলক্ষ্মী, রক্তজ রোগ, ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ পর্পটী ইতি প্রসিদ্ধং, পদ্মাবতী ইতি চ।

উত্তরদেশভবং সুগন্ধদ্রব্যম্।
পর্পটী রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী।
জতুকৃষ্ণা চ সংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী॥
পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘু।
বিষব্রণহরী কণ্ডূকফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥

পর্পটী বা পদ্মাবতী।

পর্পটী উত্তরদেশজ সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ। রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, সংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী পর্পটীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পর্পটী কষায়, তিক্ত, শীতল, রঞ্জক, এবং বিষ, ব্রণ, কণ্ডূ, কফ, রক্তপিত্ত, ও কুষ্ঠের শান্তিকরী।

অথ নলিকা।

উত্তরাপথে প্রসিদ্ধা সুগন্ধা প্রবলাকৃতির্বারী ইতি চ ক্বচিৎ প্রসিদ্ধা।
নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা সুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তহৃৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্রকুষ্ঠকণ্ডূজ্বরাপহা॥

নলিকা।

নলিকা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ সুগন্ধদ্রব্য।

উহার গন্ধ অতি উত্তম এবং আকার প্রবালের ন্যায়। হিন্দীতে উহাকে যবারী ও বলে। বিক্রমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী নলিকার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। নলিকা শীতল, লঘু, দৃষ্টির উৎকর্ষজনক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বাত, তৃষ্ণা, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও জ্বররোগের শান্তিকারক।

অথ প্রপৌণ্ডরীকং।

কুমুদদ্রব্যং পুণ্ডরীআ ইতি লোকে প্রসিদ্ধং।
প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কং॥
পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমং।
চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফপ্রণুৎ॥

ইতি ভাবপ্রকাশে কর্পূরাদিবর্গঃ।

পুণ্ডরীয়ক (স্থলপদ্ম)।

পুণ্ডরীয়ককে হিন্দীতে পণ্ডেরিয়া বলে। উহা কুমুদজাতীয়। প্রপৌণ্ডরীয়ক, পৌণ্ডর্য্যও চক্ষুষ্য, পুণ্ডরীয়কের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পুণ্ডরীয়ক মধুর, তিক্ত, কষায়, পাকে মধুর, শুক্রল, শীতল, বর্ণ্য, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ও দৃষ্টিবর্দ্ধক।

ভাবপ্রকাশে কর্পূরাদিবর্গঃ সমাপ্তঃ।

অথ গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

তত্রাদৌ গুড়ূচ্যা উৎপত্তির্নামানি গুণাশ্চ।
অথ লঙ্কেশ্বরো মানী রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
রামপত্নীং বলাৎ সীতাং জহার মদনাতুরঃ॥
ততস্তং বলবান্ রামো রিপুং জায়াপহারিণং।
বৃতং বানরসৈন্যেন জঘান রণমূর্দ্ধনি।
হতে তস্মিন্ সুরারাতৌ রাবণে বলগর্ব্বিতে।
দেবরাজঃ সহস্রাক্ষঃ পরিতুষ্টোঽতি রাঘবে॥
তত্র যে বানরাঃ কেচিদ্রাক্ষসৈর্নিহতা রণে।
তানিন্দ্রো জীবয়ামাস সংসিচ্যামৃতবৃষ্টিভিঃ॥
ততো যেষু প্রদেশেষু কপিগাত্রাৎ পরিচ্যুতাঃ।
পীযূষবিন্দবঃ পেতুস্তেভ্যো জাতা গুড়ূচিকা॥
গুড়ূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতামৃতবল্লরী।
ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥
জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী।
চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী।
চন্দ্রহাসা বয়স্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা॥
গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী॥
দোষত্রয়ামতৃড়্দাহমেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাং।
কামলাকুষ্ঠবাতাস্রজ্বরকৃমিবমীন্ হরেৎ॥

গুড়ূচ্যাদি বর্গ।

তন্মধ্যে প্রথমে গুড়ূচীর নাম, উৎপত্তি ও গুণ বর্ণিত হইতেছে। যৎকালে বলগর্ব্বিত লঙ্কার অধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ কামাসক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক রামপত্নী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তৎকালে বলবান্ রাম জায়াপহারী সেই শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বানরসৈন্যের সাহায্যে রণক্ষেত্রে তাহার প্রাণ সংহার করেন। অনন্তর সেই বলগর্ব্বিত দেবশত্রু রাবণ নিহত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র রামের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া যে সকল বানর রাক্ষসকর্ত্তৃক রণে হত হইয়াছিল অমৃতবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। যে যে প্রদেশে সেই সকল বানরের গাত্রচ্যুত অমৃতবিন্দু পতিত

হইয়াছিল সেই সেই প্রদেশে গুড়ূচীর উৎপত্তি হয়। মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, কুণ্ডলী, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়স্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা গুড়ূচীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গুড়ূচী কটু, তিক্ত, স্বাদুপাকি, রসায়নী, সংগ্রাহিণী, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বলকারক, অগ্নির উদ্দীপক, ত্রিদোষঘ্ন এবং আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাত, রক্তজরোগ, জ্বর, কৃমি ও বমির শান্তিকারক।

অথ তাম্বূলং।

তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরং॥
বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু।
বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্যমলবাতশ্রমাপহং॥

তাম্বূল।

তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী তাম্বূলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। তাম্বূল বিশদ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বশ্য, তিক্ত, কটু, ক্ষার, রক্তজনক, পিত্তকারী, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্মঘ্ন, এবং মুখদৌর্গন্ধ্য, মল, বাত ও শ্রমের শান্তিকারক।

অথ বেলঃ।

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি।
শ্রীফলস্তুবরস্তিক্তো গ্রাহী রুক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ॥

বিল্ব।

বিল্বকে শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর এবং শ্রীফলও কহিয়া থাকে। বিল্ব কষায়, তিক্ত, গ্রাহী, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বলকারক, লঘু, উষ্ণ, ও পাচক।

অথ গাম্ভারী।

গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥
কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুমিকাপি চ।
কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ॥
দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদনী শ্রমশোষজিৎ।
দোষতৃষ্ণামশূলার্শোবিষদাহজ্বরাপহা॥
তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্।
বাতপিত্ততৃষারক্তক্ষয়মূত্রাববন্ধনুৎ॥
স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লবিশুদ্ধিকৃৎ।
হন্যাদ্দাহতৃষাবাতরক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্॥

গাম্ভারী।

ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা গাম্ভারীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গাম্ভারী কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরু, দীপক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, ভেদী, ত্রিদোষঘ্ন, এবং শ্রম, শোষ, তৃষ্ণা, আম, শূল, অর্শ, বিষ, দাহ এবং জ্বরের শান্তিকারক। উহার ফল বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশবর্দ্ধক, রসায়ন, পাকে স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়, অম্লশুদ্ধিকারক এবং বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তক্ষয়, মূত্রাবরোধ,

দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক।

অথ পাটলিঃ কাষ্ঠপাটলিঃ।

পাটলিঃ পাটলা মোঘা মধুদূতী ফলেরুহা।
কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যলিবল্লভা॥
তাম্রপুষ্পী চ কথিতাপরা স্যাৎ পাটলা সিতা।
মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা॥
কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে।
পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা।
অরুচিশ্বাসশোথাস্রচ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী॥
পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ।
পিত্তাতিসারদাহঘ্নং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ॥

পারুল ও ঘণ্টাপারুল।

পাটলা, পাটলী, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী বা কাচস্থালী ও অলিবল্লভ, পারুলের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। অপর জাতীয় পারুল শ্বেতবর্ণ, যাহাকে মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা বলে। পারুল কষায়, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন, এবং অতিশয় উষ্ণ নহে। পারুল অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তজরোগ, ছর্দ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। উহার পুষ্প কষায়, মধুর, শীতল, হৃদ্য, কফঘ্ন, এবং রক্তজপীড়া, পিত্ত, দাহ ও অতিসার রোগের শান্তিকারক। উহার ফল পিত্তনাশক এবং হিক্কা ও রক্তপিত্ত রোগের শান্তিকারক।

অথ অগ্নিমন্থঃ।

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা।
অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুনুদ্বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
পাণ্ডুনুৎ কটুকস্তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥

গণিয়ারি।

গণিয়ারিকে অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী বা বৈজয়ন্তিকা বলে। গণিয়ারি উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বাত ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকারক।

অথ সোনাপাঠা।

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকট্বঙ্গটুণ্টুকঃ।
মণ্ডূকপর্ণপত্রোর্ণং শুকনাসকুটন্নটা॥
দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ।
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুক স্তুবরো হিমঃ॥
গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্মপিত্তকাসপ্রণাশনঃ।
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রূক্ষং বাতকফাপহং॥
হৃদ্যং কষায়ং মধুরং রোচনং লঘু দীপনং।
গুল্মার্শঃকৃমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরুবাতপ্রকোপণং।

সোনাপাঠা।

শ্যোনাকবৃক্ষকে হিন্দিতে সোনাপাঠা বলে। শোষণ, নট, কটঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর শ্যোনাকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শ্যোনাক দীপক, পাকে কটু, কষায়, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, এবং বাতশ্লেষ্ম, পিত্ত ও কাসরোগের শান্তিকারক। শ্যোনাকের অপক্ক ফল রুক্ষ, বাতনাশক, কফঘ্ন, হৃদ্য, কষায়, মধুর, রোচক, লঘু,

দীপন, এবং গুল্ম, অর্শ ও কৃমির নাশকারী, কিন্তু পক্ক ফল গুরু ও বাতের প্রকোপজনক।

অথ বৃহৎপঞ্চমূলস্য লক্ষণং গুণাঃ।

শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা পাটলা গণিকারিকা।
শ্যোনাকঃ পঞ্চভিশ্চৈতৈঃ পঞ্চমূলং মহন্মতং॥
পঞ্চমূলং মহত্তিক্তং কষায়ং কফবাতনুৎ।
মধুরং শ্বাসকাসঘ্নমুষ্ণং লঘ্বগ্নিদীপনং॥

বৃহৎ পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ।

বিল্ব, শ্যোণাক, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি ইহাদিগের মূলকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে। পঞ্চমূল অতিশয় তিক্ত, কষায়, কফঘ্ন, বাতনাশক, মধুর, উষ্ণ, লঘু, অগ্নির উদ্দীপক এবং শ্বাস ও কাসরোগের শান্তিকারক।

অথ শালিপর্ণী।

শালিপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা।
বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥
শালিপর্ণী গরুচ্ছর্দ্দিজ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষদোষত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী।
তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাসকৃমিপ্রণুৎ॥

শালিপর্ণী।

স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, শালিপর্ণীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শালিপর্ণী গুরু, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহণী, রসায়নী, তিক্ত, স্বাদু, এবং গর, ছর্দ্দি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, বিষ, ক্ষত, কাস, ও কৃমি রোগের শান্তিকারক।

অথ পৃশ্নিপর্ণী।

পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্‌পর্ণী চিত্রপর্ণ্যঙ্ঘ্রিপর্ণ্যপি।
ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলশির্ধাবনির্গুহা॥
পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা।
হন্তি দাহজ্বরশ্বাসরক্তাতিসারতৃড়্বমীঃ॥

পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে।)

পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ক্রোষ্টবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসি, ধাবনি ও গুহা পৃশ্নিপর্ণীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্ন, বৃষ্য, উষ্ণ, মধুর, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা, ও বমির শান্তিকারক।

অথ বার্ত্তাকী।

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী।
হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোটী দুষ্প্রধর্ষিণী॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতজিৎ।
কটুস্তিক্তাস্যবৈরস্যমলারোচকনাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাসশূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥

বার্ত্তাকী।

ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, কুলী, বৃহতী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুষ্প্রধর্ষিণী বার্ত্তাকীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বার্ত্তাকী গ্রাহিণী, হৃদ্য, পাচক, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, এবং কফ, বাত, মুখশোষ, মুখমল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য রোগের শান্তিকারক।

অথ কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥
উভে চ বৃহত্যৌ। যত আহ সুশ্রুতঃ।
ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রকণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে।
শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষণা ক্ষেত্রদূতিকা॥
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী।
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াকৃমিহৃদাময়ান্॥
তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু॥
হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডূকাসমেদকৃমিজ্বরান্।
তদ্বৎপ্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥

কণ্টকারী।

কণ্টকারী দুই প্রকার ক্ষুদ্র ও শ্বেত। উভয়কেই বৃহতী বলে। দুস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী শ্বেতকণ্টকারীর এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। সুশ্রুতও কহিয়াছেন যে ক্ষুদ্রকণ্টকারীকে বৃহতী বলে এবং শ্বেত কণ্টকারীকে ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা, বা প্রিয়ঙ্করী বলে। কণ্টকারী শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, তিক্ত, কটু, দীপন, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বাত, পীনস, পার্শ্বপীড়া, কৃমি ও হৃৎপীড়ার শান্তিকারক। কণ্টকারীর ফল রসে ও পাকে কটু, শুক্ররেচক, ভেদি, তিক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দীপক, লঘু এবং কফ, বাত, কণ্ডূ, কাস, মেদ, কৃমি ও জ্বরের শান্তিকারক। শ্বেতকণ্টকারীরও ঐরূপ গুণ জানিবে, কেবল মাত্র বিশেষ এই যে উহা গর্ভপ্রদ।

অথ গোক্ষুরঃ।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপি স্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো ভক্ষটকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি॥
পলঙ্কষাশ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা।
গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ॥
মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ।
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগবাতনুৎ॥

গোক্ষুর।

ক্ষুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, ভক্ষটক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, অশ্বদংষ্ট্রা, ও ইক্ষুগন্ধিকা গোক্ষুরের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। গোক্ষুর শীতল, স্বাদু, বলকারক, বস্তিশুদ্ধিকর, মধুর, দীপন, বৃষ্য, পুষ্টিকর এবং অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ, কৃচ্ছ্র, হৃৎপীড়া ও বাতরোগের শান্তিকারক।

অথ লঘুপঞ্চমূলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বার্ত্তাকী কণ্টকারিকা।
গোক্ষুরঃ পঞ্চভিশ্চৈতৈঃ কনিষ্ঠং পঞ্চমূলকং॥
পঞ্চমূলং লঘু স্বাদু বল্যম্পিত্তানিলাপহম্।
নাত্যুষ্ণং বৃংহণং গ্রাহি জ্বরশ্বাসাশ্মরীপ্রণুৎ॥

লঘু পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ।

শালিপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বার্ত্তাকী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদিগের মূলকে লঘু পঞ্চমূল বলে। লঘুপঞ্চমূল, স্বাদু, বৃংহণ, গ্রাহী, বলকারক, পিত্তনাশক,

বাতঘ্ন, এবং অতিশয় উষ্ণ নহে। লঘু পঞ্চমূল সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

অথ দশমূলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

উভাভ্যাং পঞ্চমূলাভ্যাং দশমূলমুদাহৃতম্।
দশমূলং ত্রিদোষঘ্নং শ্বাসকাসশিরোরুজঃ।
তন্দ্রাশোথজ্বরানাহপার্শ্বপীড়ারুচীর্হরেৎ॥

দশমূলের লক্ষণ ও গুণ।

বৃহৎ পঞ্চমূল ও লঘু পঞ্চমূল এই উভয়ের মিশ্রণকে দশমূল বলে। দশমূল ত্রিদোষঘ্ন এবং শ্বাস, কাশ, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, শোথ, জ্বর, আনাহ, পার্শ্বপীড়া ও অরুচি আরোগ্য করে।

জীব ইতি শাকবিশেষঃ।

শর্করাবন্মধুরপুষ্পা ভবতি।
জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যানামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ॥

জীবন্তী শাক।

জীবন্তী শর্করার ন্যায় মধুরপুষ্প। উহাকে জীবনী, জীবনীয়া, মধুস্রবা, জীবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী বলে। জীবন্তী শীতল, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, রসায়ন, বলকারক, দৃষ্টিবর্দ্ধক, গ্রাহী ও লঘু।

অথ মুদ্গপর্ণী।

মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা।
কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা॥
মুদ্গপর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ।
দোষত্রয়হরা লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ॥

মুদ্গপর্ণী।

মুদ্গপর্ণীকে কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা, ও মার্জ্জারগন্ধিকা বলে। মুদ্গপর্ণী শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু, শুক্রজনক, দৃষ্টিবর্দ্ধক, গ্রাহি, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু এবং ক্ষত, শোথ, জ্বর, দাহ, গ্রহণী, অর্শ ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

অথ মাষপর্ণী।

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
পাণ্ডুর্লোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাস্রকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোথবাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥

মাষপর্ণী।

মাষপর্ণীকে সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা বলে। মাষপর্ণী শীতল, তিক্ত, রুক্ষ, শুক্রজনক, শ্লেষ্মকারী, মধুর, গ্রাহী এবং শোথ, বাত, পিত্ত, জ্বর ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ জীবনীয়গণস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

অষ্টবর্গঃ সযষ্টীকো জীবন্তী মুদ্গপর্ণিকা।
মাষপর্ণীগণোঽয়ন্তু জীবনীয় ইতি স্মৃতঃ॥
জীবনো মধুরশ্চাপি নাম্না স পরিকীর্ত্তিতঃ।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তঃ শুক্রকৃদ্ বৃংহণো হিমঃ॥

গুরুর্গর্ভপ্রদঃ স্তন্যকফকৃৎ পিত্তরক্তহৃৎ।
তৃষ্ণাং শোষং জ্বরং দাহং ক্লমং চাপি (১) ব্যপোহতি॥

জীবনীয়গণের লক্ষণ ও গুণ।

জীবকাদি অষ্টবর্গ, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে জীবনীয়গণ, জীবন বা মধুর বলে। জীবনীয়গণ কফজনক, বৃংহণ, শীতল, গুরু, গর্ভপ্রদ, স্তন্য ও শুক্রের উৎপাদক, এবং তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ শুক্লরক্তৈরণ্ডঃ।

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ।
পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডোব্যড়ম্বকঃ॥
বাতারি স্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে।
রক্তোঽপরো রুবুকঃ স্যাদুরুবুকো রুবুস্তথা।
ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ॥
এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ।
শূলশোথকটীবস্তিশিরঃপীড়োদরজ্বরান্।
ব্রধ্নশ্বাসকফানাহকাসকুষ্ঠামমারুতান্॥
এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফকৃমিবিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্॥
বাতার্য্যগ্রদলং গুল্মং বস্তিশূলহরং পরম্।
কফবাতকৃমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি॥
এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্।
যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্।
তদ্বন্মজ্জা চ বিড্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ॥

শুক্ল ও রক্ত এরণ্ড।

শুক্ল এরণ্ডকে আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক এবং রক্তএরণ্ডকে রুবূক, উরুবুক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক বলে। উভয়প্রকার এরণ্ডই মধুর, উষ্ণ, গুরু, এবং শূল, শোথ, শিরঃপীড়া, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ, আমবাত এবং কটি ও বস্তিদেশের পীড়ার শান্তিকারক। এরণ্ডের পত্র বাতঘ্ন, কফনাশক, রক্তপিত্তের প্রকোপজনক এবং কৃমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতারি, অগ্রদল, গুল্ম, বস্তিশূল ও সপ্তবিধার বৃদ্ধি নাশ করে। উহার ফল অতিশয় উষ্ণ, কটু, ও দীপন এবং গুল্ম, শূল, বাত, যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও অর্শরোগের শান্তিকারক। এবং উহার মজ্জা মলভেদী এবং বাতশ্লেষ্ম ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ শুক্লরক্তার্কপত্রঃ।

শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালর্কঃ প্রতাপসঃ॥
রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ।
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফল স্তথাস্ফোটঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অর্কদ্বয়ং সরং বাতকুষ্ঠকণ্ডুবিষব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃশ্লেষ্মোদরসকৃৎকৃমীন্॥
অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্।
অরোচকপ্রসেকার্শঃকাশশ্বাসনিবারণম্॥
রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠকৃমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
আখোর্বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥
ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম্॥

(১) ক্ষণেনৈব ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

শ্বেত ও রক্তআকন্দ।

শ্বেত আকন্দকে গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক ও প্রতাপস এবং রক্ত আকন্দকে অর্ক, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোট বলে। উভয়বিধ আকন্দই শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, মলের অপহারক এবং বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, শ্লেষ্ম, উদর ও কৃমির শান্তিকারক। শ্বেত আকন্দের ফুল বৃষ্য, লঘু, দীপন, পাচন এবং অরুচি, প্রসেক, অর্শ, কাশও শ্বাসরোগের শান্তিকারক। রক্ত আকন্দের ফুল মধুর, সতিক্ত, সংগ্রাহী, এবং কুষ্ঠ, কৃমি, কফ, মূষিকের, বিষ, রক্তপিত্ত, গুল্ম ও শ্বয়থু রোগের শান্তিকারক। আকন্দের আটা তিক্ত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, সলবণ, লঘু, এবং উৎকৃষ্ট বিরেচক। উহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগের শান্তি হয়।

অথ সেহুণ্ডঃ।

সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।
সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া॥
সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলাষ্ঠীলিকাধ্মানকফগুল্মোদরানিলান্॥
উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃশোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথজ্বরপ্লীহবিষদূষীবিষং হরেৎ॥
উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্।
হিতমেতদ্বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ॥

মনসা বৃক্ষ।

মনসা বৃক্ষকে সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া বলে। মনসা বৃক্ষ রেচন, তীক্ষ্ণ, দীপন, কটু, গুরু এবং শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর, বাত, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, এবং বিষ, দূষীবিষ নাশ করে। মনসার আটা উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটু, লঘু এবং গুল্মী, কুষ্ঠী, উদররোগী বা অন্যান্য দীর্ঘরোগীর বিরেচনার্থে বিশেষ হিতকর।

অথ সেহুণ্ডভেদঃ।

শাতলা অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধা।
শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা॥
তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি।
শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ।
তিক্তা শোথকফানাহপিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ।

শাতলা (মনসা ভেদ।)

শাতলা মনসার জাতিবিশেষ। সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা, ও চর্ম্মকষা শাতলার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শাতলা পাকে কটু, বাতল, শীতল, লঘু, তিক্ত, এবং শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও দূষিত রক্তের শান্তিকারক।

অথ কলিহারী।

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি।
বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিচক্রা চ গর্ভনুৎ॥
কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা শ্লেষ্মজিত্তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা কৃমিকৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥

কলিহারী (বিষলাঙ্গলা)

বিষলাঙ্গলাকে কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিচক্রা ও গর্ভনুৎ বলে। বিষলাঙ্গলা, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, সক্ষার, তিক্ত, কটু, কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, পিত্তল, ও গর্ভনাশক এবং কুষ্ঠ, শোফ, অর্শ, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মা, ও কৃমিরোগের শান্তিকারক,।

অথ শ্বেতরক্তকরবীর।

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ।
দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা॥
করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্রকোপকুষ্ঠ ব্রণাপহম্।
বীর্য্যোষ্ণং কৃমিকণ্ডুঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্॥

শ্বেত ও রক্ত করবী।

শ্বেতকরবীকে শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক এবং রক্ত করবীকে রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড় বলে। উভয় প্রকার করবীই তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণের লাঘবকারী, এবং নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, কৃমি ও কণ্ডুর শান্তিকারক। অধিক মাত্রায় করবী ভক্ষণ করিলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে।

অথ ধুস্তূরঃ।

ধুস্তূরো ধূর্ত্তধুস্তূরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ।
দেবিকা কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ॥
মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ।
ধস্তূরোমদবর্ণাগ্নিবাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ।
উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্মকণ্ডূকৃমিবিষাপহঃ॥

ধুতুরা।

ধুতুরাকে ধুস্তুর, ধূর্ত্ত, ধুস্তুর, উন্মত্ত, কনক, দেবিকা, কিতব, তূরী, মহামোহী শিবপ্রিয়, মাতুল, ও মদন এবং উহার ফলকে মাতুলপুত্র বলে। ধুতুরা কষায়, মদকারী, বর্ণের প্রসন্নতাজনক, বাতকারী, মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু এবং জ্বর, কুষ্ঠ, যূকালিক্ষা, ব্রণ, শ্লেষ্মা, কণ্ডূ, কৃমি ও বিষের শান্তিকারক।

অথ বাসকঃ।

বাসকো বাসিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদাটরূষোঽটরূষকঃ॥
আটরূষো বৃষোনাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ।
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥

বাসক।

বাসককে বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, বৃষ, অটরূষক, ও সিংহপর্ণ বলে। বাসক বাতকারী, স্বরের উৎকর্ষজনক, কফঘ্ন, তিক্ত, কষায়, হৃদ্য, লঘু, শীতল, এবং তৃষ্ণা, পীড়া, শ্বাস, কাস, জ্বর, ছর্দ্দি, মেহ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ ক্ষেত্রপর্পটী।

পর্পটোবরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ।
কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ॥

পর্পটো হন্তি পিত্তাস্রভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

ক্ষেতপাপ্‌ড়া।

ক্ষেতপাপ্‌ড়াকে পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক, পাংশুপর্য্যায় ও কবচ বলে। ক্ষেতপাপ্‌ড়া সংগ্রাহী, শীতল, তিক্ত, বাতল, লঘু, এবং রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর, ও দাহের শান্তিকারক।

অথ নিম্বঃ।

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি॥
নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতকৃৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্‌কাসজ্বরারুচিকৃমিপ্রণুৎ॥
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ।
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং কৃমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ।
নৈম্বং ফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃকৃমিমেহনুৎ॥

নিম্ব।

নিম্বকে পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস বলে। নিম্ব শীতল, লঘু, গ্রাহী, কটুপাক, অগ্নিমান্দ্যজনক, অহৃদ্য এবং শ্রম, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, কৃমি, বাত, ব্রণ, পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহরোগের শান্তিকারক। নিম্বের পত্র দৃষ্টির প্রসন্নতাজনক, বাতল, কটুপাক এবং কৃমি, পিত্ত, বিষ, কুষ্ঠ ও সর্ব্ব প্রকার অরোচকের শান্তিকারক। উহার ফল রসে তিক্ত ও পাকে কটু, ভেদজনক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ, এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও মেহ রোগের শান্তিকারক।

অথ মহানিম্বঃ।

মহানিম্বঃ স্মৃতোঽদ্রিকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টির্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোঽক্ষীব ইত্যপি॥
মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তকৃমিচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ।
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শোমূষিকাবিষনাশনঃ॥

মহানিম্ব।

মহানিম্বকে অদ্রিকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব বলে। মহানিম্ব শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী, কষায় এবং কফ, পিত্ত, কৃমি, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, দূষিত রক্ত, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ, ও মূষিকবিষের শান্তিকারক।

অথ পারিভদ্রঃ।

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্মশোথমেদঃকৃমিপ্রণুৎ।
তৎপুষ্পং পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্॥

পারিভদ্র।

পারিভদ্রকে নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাত বলে। পারিভদ্র বাতশ্লেষ্ম, শোথ, মেদ, ও কৃমিরোগের শান্তিকারক। উহার পুষ্প পিত্তরোগ ও কর্ণব্যাধির শান্তিকারক।

অথ কাঞ্চনারঃ ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ ।

অথ কঞ্চনারভেদঃ কোবিদারঃ ।

কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ ।
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অস্তকঃ স্বল্পকেশরী ॥
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ ।
কৃমিকুষ্ঠগুদভ্রংশগণ্ডমালাব্রণাপহঃ ॥
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্ ।
রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্রপ্রদরক্ষয়কাশনুৎ ॥

কোবিদার ও কাঞ্চনার ।

কাঞ্চনারকে কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্প এবং কোবিদারকে মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অস্তক, ও স্বল্পকেশরী বলে। কাঞ্চনার শীতল, গ্রাহী, কষায়, এবং শ্লেষ্ম, পিত্ত, কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণের শান্তিকারক। কোবিদারেরও ঐরূপ গুণ [illegible]। উহাদিগের [illegible] লঘু, রুক্ষ, সংগ্রাহী, এবং রক্তপিত্ত, প্রদর, [illegible] ও কাশরোগের শান্তিকারক।

অথ শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতঃরক্তশ্চঃ ।

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রু তীক্ষ্ণগন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ ।
তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ ।
শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ ।
দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ।
সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ ।
চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুকৃমীন্ ।
মেদোঽপচীবিষপ্লীহগুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ ।
শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্দাহকৃদ্ভবেৎ ।
প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ ।
মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্দীপনঃ সরঃ ।
শিগ্রু বল্কলপত্রাণাং রসঃ স্যাৎ পরমার্ত্তিজিৎ ।
চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্ ।
অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোর্ত্তিনুৎ ॥

শোভাঞ্জন ।

শোভাঞ্জন তিন প্রকার কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধ, অক্ষীব, ও মোচক উহার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। শ্বেত শোভাঞ্জনের বীজকে শ্বেতমরিচ বলে। রক্ত শোভাঞ্জন লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে। শোভাঞ্জন পাকে ও রসে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, লঘু, দীপন, রোচক, রুক্ষ, সক্ষার, তিক্ত, বিদাহজনক, সংগ্রাহী, অশুক্রল, হৃদ্য, রক্তপিত্তের প্রকোপজনক, দৃষ্টির প্রসন্নতাজনক, কফঘ্ন, বাতনাশক এবং বিদ্রধি, শ্বয়থু, কৃমি, মেদ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, ও গণ্ড ব্রণের শান্তিকারক। শ্বেত শোভাঞ্জনের ও উক্তরূপ গুণ জানিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে উহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ ও রক্তপিত্তের বিশেষ শান্তিকারক। রক্ত শোভাঞ্জনও ঐরূপ গুণকারী, অধিকন্তু উহা দীপন ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক। শোভাঞ্জনের বল্কল ও পত্রের রস যন্ত্রণায় বিশেষ শান্তিকারক এবং উহার বীজ দৃষ্টিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিষঘ্ন, অবৃষ্য এবং কফ ও বাতের শান্তিকারক। শোভাঞ্জনের নস্য লইলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়।

অথ শ্বেতপুষ্পী নীলপুষ্পী অপরাজিতা।

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে॥
কুষ্ঠশূলত্রিদোষামশোথব্রণবিষাপহে।
কষায়ে কটুপাকে চ তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে॥

অপরাজিতা।

অপরাজিতা দুই প্রকার শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প। অপরাজিতাকে আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, এবং বিষ্ণুক্রান্তাও বলে। উভয়-বিধ অপরাজিতাই কটু, শীতল, মেধা, দৃষ্টি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও স্বরের প্রসন্নতাজনক, কষায়, পাকে কটু, ও তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং কুষ্ঠ, শূল, আম, শোথ, ব্রণ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ নীলপুষ্পঃ সিন্দুবার ইতি চ।

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্দুবারকঃ।
নীলপুষ্পা তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা॥
সিন্দুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ।
কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূলশোথামমারুতান্।
কৃমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্মজ্বরান্নীলাপি তদ্বিধা (১)।
সিন্দুবারদলং জন্তু বাতশ্লেষ্মহরং লঘু॥

শ্বেত ও নীল সিন্দুবার।

শ্বেত সিন্দুবারকে শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক, ও সিন্দুবারক, এবং নীল সিন্দুবারকে নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা বলে। শ্বেত সিন্দুবার স্মৃতিপ্রদ, তিক্ত, কষায়, কটু, লঘু, কেশ ও নেত্রের পক্ষে হিতকর এবং শূল, শোথ, আম, বাত, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্ম ও জ্বর রোগের শান্তিকারক। নীল সিন্দুবারও ঐরূপ গুণকারী। সিন্দুবারের দল লঘু এবং বাতশ্লেষ্মের শান্তিকারক।

(১) কৃমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্মব্রণানাপি চ নাশয়েদিতি বা পাঠঃ।

অথ কুটজঃ।

কুটজঃ কোটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি॥
ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ।
কুটজঃ কটুকো রূক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ॥
অর্শোঽতিসারপিত্তাস্রকফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥

কুড়চি।

কুড়চিকে কুটজ, কৌটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুবৃক্ষ বলে। কুড়চি কটু, রুক্ষ, দীপন, কষায়, শীতল এবং অর্শ, অতিসার, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, আম ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ কাণ্টাকরঞ্জঘৃতকরঞ্জৌ।

করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্বকঃ।
ঘৃতপূর্বকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ।
স চোক্তঃ পূতিকরজঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ॥
করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ।
কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শোব্রণকৃমিকফাপহঃ।
তৎপত্রং কফবাতার্শঃকৃমিশোথহরং পরম্।
ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু।
তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃকৃমিকুষ্ঠজিৎ।
ঘৃতপূর্বকরঞ্জোঽপি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ॥

কাঁটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জ।

কাঁটাকরঞ্জকে করজ, নক্তমাল ও চিরবিল্ব এবং ঘৃতপূর্ণ করঞ্জকে প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ, ও সোমবল্ক বলে। করঞ্জ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিদোষ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফের শান্তিকারক। করঞ্জের পত্র ভেদক, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু এবং কফ, বাত, অর্শ, ক্রিমি ও শোথ-রোগের শান্তিকারক এবং উহার ফল কফ, বাত, মেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ-রোগের শান্তিকারক। কাঁটাকরঞ্জের যে-রূপ গুণ ঘৃতপূর্ণ করঞ্জেরও সেইরূপ গুণ জানিবে।

অথ করঞ্জী।

উদকীর্য্যস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্গ্রন্থা হস্তিবারুণী।
মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা॥
করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী।
কোবিদার...
...বাতার্শঃকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ॥

ডহরকরঞ্জ।

উক্ত দুই প্রকার করঞ্জ ভিন্ন আরও এক প্রকার করঞ্জ আছে তাহাকে ডহর-করঞ্জ বা ডাকরমচা বলে। উদকীর্য্য, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা ডহরকরঞ্জের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। ডহরকরঞ্জ স্তম্ভন, তিক্ত, কষায়, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি, বাত, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগের শান্তিকারক।

অথ শ্বেতরক্তগুঞ্জা।

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা।
রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকানন্তী চ রক্তিকা॥
কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাঙ্গারবল্লরী।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাৎ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
মুখশোষভ্রমশ্বাসতৃষ্ণামদবিনাশনম্।
নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূং ব্রণং হরেৎ।
কৃমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তাবদ্‌ধবলাপি চ॥

শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ।

কুঁচ দুই প্রকার শ্বেত ও রক্ত। শ্বেতকুঁচকে উচ্চটা, কৃষ্ণলা, এবং রক্ত-কুঁচকে, কাকচিঞ্চী, কাকানন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপিলু ও অঙ্গারবল্লরী বলে। উভয়বিধ গুঞ্জাই কেশবর্দ্ধক, বৃষ্য, বলকারক এবং বাত, পিত্ত, জ্বর, মুখ-শোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মাদকতা, নেত্ররোগ, কণ্ডূ, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক।

অথ কপিকচ্ছুঃ।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা ঋষ্যপ্রোক্তা চ মর্কটী।
অজড়া (১) কণ্ডুরা ধ্যাণ্ডা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥
লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
কপিকচ্ছূর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী।
তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্॥

আলকুশি।

আলকুশিকে ঋষ্যপ্রোক্তা কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, মর্কটী, অজড়া, কণ্ডুরা, অধ্যাণ্ডা,

(১) অজহা ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূক-শিম্বী বলে। আলকুশি অতিশয় পুষ্টি-কারক, মধুর, বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, বাতঘ্ন, বলকারক এবং কফ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক। আলকুশির বীজ অতিশয় বাজীকর এবং বাতঘ্ন!

অথ মাংস রোহিণী।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকষা কশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে।
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা॥

মাংস রোহিণী

মাংসরোহিণীকে, অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কশা, প্রহারবল্লী, বিকশা এবং বীরবতী ও বলে। মাংসরোহিণী পুষ্টিকারক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক ও ত্রিদোষঘ্ন।

অথ চিহ্লঃ।

চিহ্লকো বাতনির্হারী শ্লেষ্মঘ্নো ধাতুপুষ্টিকৃৎ।
আগ্নেয়ো বিষবদ্‌যস্য ফলং মৎস্যনিষূদনম্॥

চিহ্লক।

চিহ্লক বায়ুনাশক, শ্লেষ্মঘ্ন, ধাতুপোষক, আগ্নেয়। উহার ফল বিষবৎ মৎস্য নাশ করে।

অথ টঙ্কারী।

টঙ্কারী বাতজিত্তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ।
শোথোদরব্যথাহন্ত্রী হিতা পৃষ্ঠবিসর্পিণাম্॥

টঙ্কারী।

টঙ্কারী বাতনাশক, তিক্ত, শ্লেষ্মঘ্ন দীপক, লঘু, এবং শোথ ও উদরব্যথার শান্তিকারক। ইহা পৃষ্ঠদেশের বিসর্পের বিশেষ হিতকারী।

অথ বেতসঃ।

বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
বেতসঃ শীতলো দাহশোথার্শোযোনিরুক্‌ব্রণান্।
হন্তি বিসর্পকৃচ্ছ্রাস্রপিত্তাশ্মরিকফানিলান্॥

বেতস।

বেতসকে নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত বলে। বেতস শীতল এবং দাহ, শোথ, অর্শ, যোনিরোগ, বিসর্প, কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বাতরোগের শান্তি-কারক।

অথ জলবেতসঃ।

নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।
জলজো বেতসঃ শীতঃ সংগ্রাহী বাতকোপনঃ॥

জলবেতস।

জলবেতসকে নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ এবং নাদেয় বলে। জলবেতস শীতল বাতবর্দ্ধক ও সংগ্রাহী।

অথ ইজ্জলঃ।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥

হিজ্জল বৃক্ষ।

হিজ্জল, নিচুল, ও অম্বুজ, হিজ্জল বৃক্ষের এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ। জল বেতসের যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে ইহারও গুণ তদ্রূপ। অধিকন্তু ইহা বিষাপহারক।

অথ অঙ্কোটঃ।

অঙ্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥
রেচনঃ কৃমিশূলামশোফগ্রহবিষাপহঃ।
বিসর্পকফপিত্তাস্রমূষিকাহিবিষাপহঃ। (১)।
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাতপিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

অঙ্কোট।

অঙ্কোটকে দীর্ঘকীল, অঙ্কোল বা নিকোচক বলে। অঙ্কোট কটু, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ কষায়, লঘু ও বিরেচক। উহা সেবন করিলে কৃমি, শূল, আম, শোফ, গ্রহ, বিষদোষ, বিসর্প, কফজ রোগ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের এবং মূষিক ও সর্প এই উভয় প্রকার বিষাক্ত জন্তুর বিষের শান্তি হয়। উহার ফল স্বাদু, শীতল, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ, গুরু, বলকারক, বিরেচক এবং বাত, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তজ পীড়ার শান্তিকারক।

অথ বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা ইতি বলাচতুষ্টয়ম্।

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যালিকোঽপি চ।
মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥
ততোঽন্যাতিবলা ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা তথা।
গাঙ্গেরুকী নাগবলা ঝষা হ্রস্বগবেধুকা॥
বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্রপিত্তাস্রক্ষতনাশনম্॥
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ॥
হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সহ॥

বলাচতুষ্টয়ং।

বলা, মহাবলা, অতিবলা, ও নাগবলা, এই চারি প্রকার বলাকে বলাচতুষ্টয় বলে। বলাকে বাট্যা, বাট্যালিকা, বা বাট্যালিক, মহাবলাকে, পীতপুষ্পা ও সহদেবী, অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা সহা বা কঙ্কতিকা এবং নাগবলাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা বলে। বলাচতুষ্টয় শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, গ্রাহী, বলকারক, কান্তিপ্রদ এবং বাত, রক্তপিত্ত, রক্তজ পীড়া ও ক্ষতরোগের শান্তিকারক। বলামূলের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার আরোগ্য হয় ইহা প্রত্যক্ষতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। মহাবলা বায়ুর অনুলোমকারী ও মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তিকারক। অতিবলাচূর্ণ ও শর্করার সহিত সেবন করিলে মেহরোগ আরোগ্য হয়।

অথ লক্ষ্মণা।

পুত্রিকাকাররক্তাল্পবিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা।
লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেৎ।
কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

(১) মূষিকস্য বিষাপহঃ ইতি বা পাঠঃ।

লক্ষ্মণা।

লক্ষ্মণা পুত্রিকাকার এবং অল্প রক্ত বিন্দুতে লাঞ্ছিত। উহার আকার বস্ত-গন্ধার ন্যায় এবং মুনিবৃন্দকর্ত্তৃক উহা পুত্রোৎপাদক বলিয়া ও কথিত হইয়া থাকে।

অথ স্বর্ণবল্লী।

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা, কাকায়ু কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান হন্তি দুগ্ধদা॥

স্বর্ণবল্লী।

স্বর্ণবল্লীকে রক্তফলা, কাকায়ু ও কাকবল্লরী বলে। স্বর্ণবল্লী ত্রিদোষঘ্ন, দুগ্ধপ্রদ, ও শিরঃপীড়ার শান্তিকারক।

অথ কার্পাসঃ।

কার্পাসী তুণ্ডিকেশী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে।
কার্পাসকো লঘুঃ কোষ্ণো মধুরো বাতনাশনঃ॥
তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্।
তৎ কর্ণপিড়কানাদপূযাস্রাবং বিনাশয়েৎ।
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥

কার্পাস।

কার্পাসকে তুণ্ডকেশী এবং সমুদ্রান্তাও বলে। কার্পাস লঘু, মধুর, বাতনাশক এবং ঈষদুষ্ণ। উহার পত্র বাতঘ্ন, রক্ত-জনক, মূত্রবর্দ্ধক এবং হৃৎপীড়া কর্ণের-পীড়কা, নাদ ও পূয়স্রাবের শান্তিকারক। এবং উহার বীজ গুরু, স্তন্যজনক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ ও কফজনক।

অথ বংশঃ।

বংশস্ত্বক্সারঃ কর্ম্মারস্ত্বচিসারঃ তৃণধ্বজঃ।
শতপর্ব্বা যবফলো বেণুমস্করতেজনাঃ॥
বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ॥
তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ॥

বংশ।

ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর ও তেজনা বংশের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। বংশ শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, শীতল, স্বাদু, কষায়, বস্তিশুদ্ধিকর, ভেদন, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং কুষ্ঠ, দূষিত রক্ত, ব্রণ ও শোথ রোগের শান্তিকারক। বংশের করীর (কোঁড়া) রসে ও পাকে কটু, রুক্ষ, গুরু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, কষায়, কফজনক, স্বাদু, বিদাহী, বাতবর্দ্ধক ও পিত্তজনক এবং উহার শস্য রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তজনক উষ্ণ, মূত্রের অবরোধক এবং কফঘ্ন।

অথ নলঃ।

নলঃ পোটগলঃ শূন্যমধ্যশ্চ ধমনস্তথা।
নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ।
উষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তিদাহপিত্তবিসর্পহৃৎ॥

নল।

নলকে পোটগল, শূন্যমধ্য এবং ধমন ও বলে। নল মধুর, তিক্ত কষায়, উষ্ণ, কফনাশক এবং হৃদয়ের পীড়া, বস্তিরোগ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, বিসর্প ও রক্ত-দোষের শান্তিকারক।

অথ রামশরঃ।

শরপত্ত ইতি চ।
ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণঃ তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ।

অথ মুঞ্জঃ।

মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ।
মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা॥
দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্রমূত্রবস্ত্যক্ষিরোগজিৎ।
দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলাসূপযুজ্যতে॥

মুঞ্জ ও ভদ্রমুঞ্জ।

ভদ্রমুঞ্জকে শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন এবং মুঞ্জকে মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ বা সুমেখল বলে। মুঞ্জদ্বয় মধুর, কষায়, শীতল, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, মেখলার উপযোগী এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তজ পীড়া, মূত্র কৃচ্ছ্র, বস্তিরোগ ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ কাশাঃ।

কাশঃ কাকেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরসস্তথা।
ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটনগঃ স্মৃতঃ॥
কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্রক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ॥

কাশ। (কেশে)।

কাশকে কাকেক্ষু, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুরস, ইক্ষুগন্ধা বা পোটনগ বলে। কাশ মধুর, তিক্ত, স্বাদুপাক, শীতল, সর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তক্ষয় ও পিত্তজ রোগের শান্তিকারক।

গোসপটের ইতি চ।

গুন্দ্রঃ পটেরকোৎরুচ্ছঃ শৃঙ্গবেরাভমূলকঃ।
গুন্দ্রঃ কষায়ো মধুরঃ শিশিরঃ পিত্তরক্তজিৎ।
স্তন্যঃ শুক্ররজোমূত্রশোধনো মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ॥

গুন্দ্র (শর।)

গুন্দ্রকে পটরক, উরচ্ছ, ও শৃঙ্গবেরাভমূলক বলে। গুন্দ্র কষায়, মধুর, শীতল, স্তন্য, শুক্র, রক্ত ও মূত্রের বিশুদ্ধিকর এবং রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

মোথাতৃণবিশেষঃ।

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবির্গুন্দ্রা শরীতি চ।
এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহপিত্তশোণিতনাশিনী॥

এরকা।

এরকাকে গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী বলে। এরকা শীতল, বৃষ্য, দৃষ্টিবর্দ্ধক, বাতের প্রকোপকারী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ কুশঃ।

কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।

অথ দর্ভঃ।

ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ।
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুক্প্রদরাস্রজিৎ॥

কুশ।

কুশ দুই প্রকার একটিকে দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ এবং অপরটীকে দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র বলে। কুশদ্বয়

ত্রিদোষঘ্ন, মধুর, কষায়, শীতল এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও রক্তপ্রদরের শান্তিকারক।

অথ কর্ত্তৃণম্।

রোহিস সেধিআইতি চ।
কর্ত্তৃণং রৌহিষং দেবজগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা।
ভূতীকং ব্যামপৌরঞ্চ শ্যামকং ধূমগন্ধিকম্॥
রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি।
হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্রশূলকাসকফজ্বরান্॥

কর্ত্তৃণ।

কর্ত্তৃণকে রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতীক, ব্যাম, পৌর, শ্যামক এবং ধূমগন্ধিক ও বলে। রৌহিষ কষায়, তিক্ত, কটুপাক এবং হৃৎপীড়া, কণ্ঠরোগ রক্ত-পিত্ত, শূল, কাশ, কফ, ও জ্বর রোগের শান্তিকারক।

অথ ভূতৃণম্।

গুহ্যবীজন্তু ভূতীকং সুগন্ধং গোময়প্রিয়ম্।
ভূতৃণং তু ভবেচ্ছত্রা মালাতৃণকমিত্যপি॥
ভূতৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্।
অবৃষ্যং বহুবিট্‌ কস্রু পিত্তরক্তপ্রদূষণম্॥

ভূতৃণ।

ভূতৃণকে গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, গোময়প্রিয়, ছত্রা এবং মালাতৃণ ও বলে। ভূতৃণ কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, বিদাহী, দীপন, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখশুদ্ধিকারক, অবৃষ্য, মলজনক এবং রক্ত পিত্তের প্রকোপকারী।

অথ নীলদুর্ব্বা।

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
শস্যং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা॥
নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ।
কফপিত্তাস্রবীসর্পতৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্॥

নীলদূর্ব্বা।

নীলদূর্ব্বাকে রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা শস্য, সহস্রবীর্য্যা ও শত-বল্লী বলে। নীলদূর্ব্বা শীতল, তিক্ত, মধুর, কষায় এবং কফ, রক্তপিত্ত, বিসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগের শান্তি-কারক॥

অথ শ্বেতদূর্ব্বা।

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে।
শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী।
তিক্তা হিমা বিসর্পাস্রতৃট্‌পিত্তকফদাহহৃৎ॥

শ্বেত দূর্ব্বা।

শ্বেত দূর্ব্বাকে গোলোমী বা শতবীর্য্যা বলে। শ্বেত দূর্ব্বা কষায়, স্বাদু, ব্রণের হিতকর, জীবনী, তিক্ত, শীতল, এবং বিসর্প, রক্তজ পীড়া, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহের শান্তিকারক।

অথ গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লৌহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎকটুপাকিনী।
দাহতৃষ্ণাবলাসাস্রকুষ্ঠপিত্তজ্বরাপহা।

গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডদূর্ব্বাকে গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী বা

শকুলাক্ষক বলে। গণ্ডদূর্ব্বা শীতল, লোহস্রাবক, গ্রাহী; লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর, বাতজনক, কটুপাক এবং শ্লেষ্ম, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তজ রোগ, কুষ্ঠ, পিত্ত ও জ্বররোগের শান্তিকারক।

অথ বারাহী কন্দঃ।

বারাহী কন্দসংজ্ঞস্তু পশ্চিমে গৃষ্টিসংজ্ঞকঃ।
গেণ্ডি ইতি লোকে।
বারাহীকন্দ এবান্যৈ শর্ম্মকারানুকোমতঃ।
অনূপসম্ভবে দেশে বরাহ ইব লোমবান্॥
বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
বারাহবদনা গৃষ্টি র্বদরেত্যপি কথ্যতে।
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা॥
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবনদাহান্ হন্তি রসায়নী॥

বারাহী কন্দ।

বারাহী বা বিদারী কন্দ অনূপদেশে জন্মে। উহার বরাহের ন্যায় লোম থাকে। বিদারী কন্দকে স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি, এবং বদরা ও বলে। বিদারী কন্দ মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, স্তন্য-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, স্বরের উৎকর্ষ-জনক, মূত্রল, জীবনী, বলকারক, বর্ণ-প্রদ, গুরু ও রসায়নী এবং রক্তপিত্ত, বাত ও দাহের শান্তিকারক।

অথ মুষলীকন্দঃ।

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভি র্মুষলী পরিকীর্ত্তিতা।
মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজানানিলন্তথা॥

মুষলী।

বিদ্বান্ লোকেরা তালমূলীকে মুষলী কহিয়া থাকেন। মুষলী, মধুর, বৃষ্য, উষ্ণ-বীর্য্য, বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়নী এবং গুহ্যজ ও বাতজ রোগের শান্তিকারক।

অথ শতাবরী মহাশতাবরী।

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরী।
নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী॥
মহাশতাবরী চান্যা শতমূল্যূর্দ্ধকণ্টিকা।
সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী।
শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী॥
মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ।
শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ॥
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী।
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নাময়ান্॥

শতাবরী ও মহাশতাবরী।

শতাবরীকে বহুসুতা, ইন্দীবরী, বরী,-ভীরু, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা, ও পীবরী এবং মহাশতাবরীকে শতমূলী, ঊর্দ্ধ-কণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা এবং মহোদরী বলিয়া থাকে। শতাবরী, গুরু, শীতল, তিক্ত, স্বাদু রসায়নী, মেধা-বর্দ্ধক, আগ্নেয়, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ দৃষ্টির উৎকর্ষজনক, শুক্র ও স্তন্যের উৎপাদক, বলকারক এবং অতিসার, বাত, রক্তপিত্ত, গুল্ম ও শোথ রোগের শান্তিকারক। মহাশতাবরী মেধাবর্দ্ধক, হৃদ্য, বৃষ্য, রসা-য়নী, শীতবীর্য্য এবং অর্শ, গ্রহণী ও নেত্র রোগের শান্তিকারক।

অথ অশ্বগন্ধা।

গন্ধান্ধা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বিরদা বরদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥

অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধাকে হয়নামা, বরাহকর্ণী, বিরদা, বরদা বা কুষ্ঠগন্ধিনী বলে। অশ্বগন্ধা, বলকারক, রসায়নী, তিক্ত, কষায়, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণ এবং বাতশ্লেষ্ম, শ্বিত্র, শোথ ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ পাঠা।

পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডূবিষশ্বাসকৃমিগুল্মগরব্রণান্॥

পাঠা।

পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা পাঠার এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। পাঠা, উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, লঘু, এবং বাতশ্লেষ্ম, শূল, জ্বর, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃৎপীড়া, দাহ, কণ্ডূ, বিষ, শ্বাস, কৃমি, গুল্ম, গর ও ব্রণরোগের শান্তিকারক।

অথ শ্বেতত্রিবৃৎ।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ।
সর্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ।
শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরজিৎ
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্মপিত্তশোথোদরাপহা॥

শ্বেত তেউড়ি।

শ্বেত তেউড়িকে ত্রিবৃতা, ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা বা রেচনী বলে। শ্বেতভেউড়ি রেচনী, স্বাদু, উষ্ণ, রুক্ষ, বাতঘ্ন, এবং পিত্ত, জ্বর, পিত্তশ্লেষ্ম, শোথ ও উদররোগের শান্তিকারক।

অথ শ্যামা ত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা।
মসূরবিদলা কালী কৈষিকা কালমেষিকা॥
শ্যামা ত্রিবৃৎ ততোহীনগুণা তীব্রবিরেচনী।
মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তিকণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী॥

কৃষ্ণ তেউড়ি।

কৃষ্ণ তেউড়িকে অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালী, কৈষিকা ও কালমেষিকা বলে। কৃষ্ণ তেউড়ি শ্বেত তেউড়ি অপেক্ষা হীনগুণ, অতিশয় বিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কণ্ঠের উৎকর্ষণকারী।

অথ লঘুদন্তী।

লঘ্বী দন্তী বিশল্যা চ স্যাদুদুম্বরপর্ণ্যপি।
তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণপ্রিয়া।
বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকূলকঃ॥

লঘুদন্তী।

লঘু দন্তীকে বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ বা মকূলক বলে।

অথ বৃহৎদন্তী।

এরণ্ডবৎপত্রবিটপা।
দ্রবন্তী সম্বরী চিত্রা প্রত্যক্‌পর্ণ্যাখুপর্ণ্যপি।
উপচিত্রা শুক্তশ্রেণী ন্যগ্রোধী চ তথা বৃষা।
দন্তীদ্বয়ং সরম্পাকে রসে চ কটু দীপনম্।
গুদাঙ্কুরাশ্মশূলাস্রকণ্ডু কুষ্ঠবিদাহনুৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্রকফশোথোদরকৃমীন্।

বৃহৎদন্তী।

ইহার পত্র ও শাখা এরণ্ড বৃক্ষের ন্যায়। উহাকে দ্রবন্তী, সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যক্‌-পর্ণী, আখুপর্ণী, উপচিত্রা, শুক্তশ্রেণী, ন্যগ্রোধী ও বৃষা বলে। উভয়বিধ দন্তীই সর, রসে ও পাকে কটু, দীপন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং গুদাঙ্কুর, অশ্মরী, শূল, রক্তজপীড়া কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, রক্তপিত্ত, কফ, শোথ, উদর ও কৃমি রোগের শান্তিকারক।

অথ লঘুদন্তীফলম্।

ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং সৃষ্টবিন্মূত্রং গরশোথকফাপহম্।
জয়পালো দন্তিবীজং বিখ্যাতন্তিন্তিলীফলম্।
জয়পালো গুরু স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ।

লঘু দন্তীর ফল।

লঘুদন্তীর ফল রসে ও পাকে মধুর, শীতল, মল ও মূত্রের বিশুদ্ধিকারক। উহার বীজ ও ফল জয়পাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, পিত্তনাশক ও কফঘ্ন।

ইন্দ্রবারুণী বড়ী ইন্দ্রবারুণী।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী।
বারুণী চ পরাপ্যুক্তা সা বিশালা মহাফলা।
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারুর্মৃগাদনী।
গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্তকফপ্লীহোদরাপহম্।
শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠগুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ।
প্রমেহমূঢ়গর্ভামগণ্ডামম্নবিষাপহম্।

ইন্দ্রবারুণী ও মহা ইন্দ্রবারুণী।

ইন্দ্রবারুণী দুই প্রকার। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। প্রথমটীকে ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী চিত্রা, গবাক্ষী ও গবাদনী বলে এবং অপরটীকে বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্ব্বারু বা মৃগাদনী বলে। উভয়বিধ ইন্দ্রবারুণী তিক্ত, পাকে কটু, সর, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, মূঢ়গর্ভ, আম, গ্রন্থিব্রণ, প্রমেহ, গণ্ডরোগ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ নীলী।

নীলী তু নীলিনী তুলী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুত্থা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা।
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা।
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহবাতরক্তকফানিলান্।
আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম্।

নীলী।

নীলীকে নীলিনী, তুলী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুত্থা,

প্রাচীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা বলিয়া থাকে। নীলিনী রেচনী, তিক্ত, কেশবর্দ্ধক, উষ্ণ এবং মোহ, ভ্রম, উদর, প্লীহা, বাত, রক্তজ রোগ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত্ত, এবং মন্দ ও উদ্ধত বিষের শান্তিকারী।

অথ শরপুঙ্খঃ।

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রু র্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহগুল্মব্রণবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্রশ্বাসজ্বরহরোলঘুঃ।

শরপুঙ্খ।

শরপুঙ্খের আকার নীলী বৃক্ষের ন্যায়। হিন্দীতে উহাকে শরফোকা বলে। উহার অপর নাম প্লীহশত্রু। শরপুঙ্খ লঘু, তিক্ত, কষায় এবং যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তজ রোগ, শ্বাস, এবং জ্বরের শান্তিকারক।

অথ যাসো দুরালভা চ।

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধন্বয়াসঃ কুনাশকঃ।
দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী॥
গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া দুরবিগ্রহা।
যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্ত স্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ॥
কফমেদোমদভ্রান্তিপিত্তাসৃক্কুষ্ঠকাসজিৎ।
তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্রবমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা॥

যাস ও দুরালভা।

যাসকে যবাস, দুস্পর্শ, ধন্বয়াস, কুনাশক, এবং দুরালভাকে দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া, ও দুরবিগ্রহা বলে। যাস স্বাদু, সর, তিক্ত, কষায়, শীতল, লঘু, এবং কফ, মেদবৃদ্ধি, মত্ততা, ভ্রান্তি, রক্ত-পিত্ত, কুষ্ঠ, কাশ, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাত, রক্তজ রোগ, বমি ও জ্বররোগের শান্তিকারক। পণ্ডিতগণ দুরালভাকে যবাসের তুল্য গুণকারী কহিয়া থাকেন।

অথ মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ।

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা।
শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা॥
মহাশ্রাবণিকান্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা।
কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাতিতপস্বিনী॥
মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্রকৃমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুনুৎ॥
শ্লীপদারুচ্যপস্মারপ্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ।
মহামুণ্ডী চ মুণ্ডীবদ্ গুণৈ রুক্তা মহর্ষিভিঃ॥

মুণ্ডী ও মহামুণ্ডী।

মুণ্ডী দুই প্রকার মুণ্ডী ও মহামুণ্ডী। মুণ্ডীকে ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রাবণা, মুণ্ডিতিকা, ও শ্রবণশীর্ষকা এবং মহামুণ্ডীকে মহাশ্রাবণিকা, ভূমিকদম্বিকা, কদম্ব-পুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী বলে। মুণ্ডিতিকা, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, মেধাবর্দ্ধক, এবং গলগণ্ড, অপচী, কৃচ্ছ্র, কৃমি, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদবৃদ্ধি এবং যোনি ও পায়ুদেশের পীড়ার শান্তিকারক। মহর্ষিগণ মুণ্ডীকে মহামুণ্ডীর তুল্য গুণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অথ অপামার্গঃ।

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ।
মর্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ।
পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দিকফমেদোঽনিলাপহঃ।
নিহন্তি দদ্রুসিধ্মার্শঃকণ্ডূশূলোদরাপচীঃ॥

অপামার্গ (আপাঙ্ গাছ)।

আপাঙ্‌কে অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী বলে। অপামার্গ সর, তীক্ষ্ণ, দীপন, তিক্ত, কটু, পাচন, রোচক এবং ছর্দ্দি, কফ, মেদবৃদ্ধি, বায়ুরোগ, দদ্রু, সিধ্ম, অর্শ, কণ্ডূ, শূল, উদর ও অপচী রোগের শান্তিকারক।

অথ রক্তাপামার্গঃ।

রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্তফলো ধামার্গবোঽপি চ।
প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥
অপামার্গোঽরুণো বাতবিষ্টম্ভী কফকৃদ্ধিমঃ।
রূক্ষঃ পূর্ব্বগুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥
অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্।
বিষ্টম্ভি বাতলং রূক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

রক্ত আপাঙ্।

রক্তআপাঙ্‌কে বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী বলে। রক্ত আপাঙ্ বায়ুর বিষ্টম্ভকারক, কফবর্দ্ধক, শীতল, রুক্ষ, এবং শ্বেতআপাঙ্ অপেক্ষা হীনগুণ বলিয়া গুণজ্ঞব্যক্তিকর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে। উহার ফল রসে ও পাকে স্বাদু, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভী, বাতল, রুক্ষ এবং রক্তপিত্তের প্রসাদক।

অথ কোকিলাক্ষঃ।

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা॥
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লঃ পিচ্ছিলস্তথা।
তিক্তো বাতামশোথাশ্মতৃষ্ণাদৃষ্ট্যনিলাস্রজিৎ॥

তালমাখানা।

তালমাখানাকে কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা বলে। তালমাখানা শীতল, বৃষ্য, স্বাদু, অম্ল, পিচ্ছিল, তিক্ত এবং বাত, আম, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বায়ু, দৃষ্টিদোষ, এবং রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ অস্থিসংহারী।

গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্॥
উষ্ণঃ সরঃ কৃমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ।
রূক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ॥

কাণ্ডত্বগ্‌বিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া
মাষার্দ্ধং (১) দ্বিদলমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্।
সম্পিষ্টং সুতনু (২) ততস্তিলস্য তৈলে
সম্পক্কং বটকমতীব বাতহারি॥

অস্থিসংহারী হাড়ভাঙ্গা।

অস্থিসংহারীকে গ্রন্থিমান্, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা বলে। অস্থি-সংহারক কফ, স্বাদু, পিত্তল, লঘু, বৃষ্য, পাচন, উষ্ণ,

(১) মাষার্দ্ধমিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।
(২) তদনু ইতি বা পাঠঃ।

শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অস্থিসংযোজক এবং বাতশ্লেষ্ম, চক্ষুরোগ, অজীর্ণ, ও কৃমির শান্তিকারক। হাড়ভাঙ্গার মজ্জা অর্দ্ধমাষা এবং তদর্দ্ধেক খোসারহিত ছোলা লইয়া উক্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক তিলের তৈলে পাক করিয়া বড়া প্রস্তুত করিয়া সেই বড়া সেবন করিলে বাতের বিশেষ উপকার হয়।

অথ ঘীউকুআঁরী।

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।
কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী॥
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ।
গুল্মপ্লীহযকৃদ্বৃদ্ধিকফজ্বরহরী হরেৎ।
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোটপিত্তরক্তত্বগাময়ান্॥

ঘৃতকুমারী।

ঘৃতকুমারীকে কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা, ও ঘৃতকুমারিকা বলে। ঘৃতকুমারী ভেদিনী শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিবর্দ্ধক, রসায়নী, মধুর, বৃংহণী, বলকারক, বৃষ্য, এবং বাত, বিষ, গুল্ম, প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, কফজ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোটক, রক্তপিত্ত ও চর্ম্মরোগের শান্তিকারক।

অথ শ্বেতপুনর্নবা।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা।
কটুঃ কষায়ানুরুচ্যর্শঃপাণ্ডুঘ্নদীপনী পরা।
শোথানিলগরশ্লেষ্মহরী ব্রণোদরপ্রণুৎ॥

শ্বেত পুনর্নবা।

শ্বেতপুনর্নবাকে শ্বেতমূল, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা বলে। শ্বেতপুনর্নবা কটু, কষায়রসবিশিষ্ট, অতিশয় দীপন, ব্রণের হিতকর, এবং অরুচি, অর্শ, পাণ্ডু, শোথ, বাত, গর, শ্লেষ্ম ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ রক্তপুষ্পপুনর্নবা।

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা।
শোথঘ্নী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বর্ষকেতুঃ কঠিল্লকঃ॥
পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্মপিত্তরক্তবিনাশিনী॥

রক্ত পুনর্নবা।

রক্তপুনর্নবাকে রক্তা, রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভু, বর্ষকেতু ও কঠিল্লক বলে। রক্ত পুনর্নবা তিক্ত কটুপাক, শীতল, লঘু, বাতল, গ্রাহিণী এবং শ্লেষ্ম ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ গন্ধপ্রসারণী।

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী।
সরণী সারণী ভদ্রবলা চাপি কটম্ভরা॥
প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎসরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥

গন্ধপ্রসারণী।

গন্ধভাদুলিয়াকে গন্ধপ্রসারণী, প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রবলা, ও কটম্ভরা বলে। গন্ধভাদুলে গুরু, বৃষ্য, বলকারক, ব্রণের সন্ধানকারী, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, উষ্ণবীর্য্য তিক্ত এবং বাত, বাতরক্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ কৃষ্ণ শারিবা।

ইন্দ্রজব্ কবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘন্টেতি প্রসিদ্ধা।
কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা।

শ্বেতশারিবা।

ইয়মপি জম্বুবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি।
ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী।
স্ফোতা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা।

'গোপী'। গোপস্য স্ত্রী। পুংযোগাদ্ঙীপ্। শাং পাতীতি 'গোপা' গোপকন্যা। শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে। শাস্ত্রেণ শারিবামাত্রে সারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ।

তদ্‌যথা।
শারিবায়াং নিশিশ্যামা শ্যামৌ চ হরিতা সিতা-বিতি।

শারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসকাসামবিষনাশনম্।
দোষত্রয়াস্রপ্রদরজ্বরাতীসারনাশনম্।

শ্বেত ও কৃষ্ণ অনন্তমূল।

কৃষ্ণ অনন্তমূলের পত্র ইন্দ্রজবের ন্যায় এবং গন্ধ অতি উত্তম। উহাকে কলঘণ্টাও বলে। শ্বেত অনন্তমূলের পত্র ও জম্বুপত্রের ন্যায়। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে দুগ্ধ বা আটা থাকে। উভয়েই লতাজাতীয়। শ্বেত অনন্তমূলকে গোপা, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা গোপবল্লী, আস্ফোতা, লতা ও চন্দনা, এবং কৃষ্ণ শারিবাকে শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ বলে।

গোপের স্ত্রী এই অর্থে পুংলিঙ্গ গোপ শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় করিয়া গোপী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে গোকে পালন করে তাহাকে গোপা বা গোপকন্যা বলে। শ্যামাপদে শ্বেত ও কৃষ্ণ এই উভয়বিধ অনন্তমূলই বুঝায়। কারণ শারিবাকে নিশিশ্যামা, শ্যামা, হরিতা বা সিতা বলে। উভয়বিধ অনন্তমূলই স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষ-নাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আম, বিষ, রক্তপ্রদর, জ্বর, ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

অথ ভৃঙ্গরাজঃ।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারকঃ কেশরজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ।
ভৃঙ্গরাজঃ কটুস্তিক্তো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ কৃমিশ্বাসকাসশোথামপাণ্ডুনুৎ।
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোর্ত্তিজিৎ।

ভীমরাজ।

ভীমরাজকে ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন বলে। ভৃঙ্গরাজ কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কেশ, দন্ত ও ত্বকের উৎকর্ষতাজনক, রসায়ন, বলকারক এবং কফ, বাত, কৃমি, শ্বাস, কাশ, শোথ, আম, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়ার শান্তিকারক।

শণহুলী শণই, বনশণই।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ।
শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ।

শণহুলী, শণই বা বন শণই।

শণহুলীকে শণপুষ্পী এবং ঘণ্টা ও বলে। উহার আকার শণের ন্যায়। শণপুষ্পী

কটু, তিক্ত, বমনকারক, কফঘ্ন ও পিত্ত-নাশক।

অথ ত্রায়মাণা।

বলভদ্রা ত্রায়মানা ত্রায়ন্তী গিরিশানুজা।
ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা।
জ্বরহৃদ্রোগগুল্মাস্রভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ।

ত্রায়মাণা।

ত্রায়মাণাকে বলভদ্রা, ত্রায়ন্তী ও গিরিশানুজ বলে। ত্রায়ন্তী কষায়, তিক্ত, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং জ্বর, হৃৎপীড়া, অর্শ, গুল্ম, ভ্রম, শূল ও বিষের শান্তিকারক।

অথ মূর্ব্বা।

মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রবা।
মধূলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি।
মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ।
ত্রিদোষতৃষ্ণাহৃদ্রোগকণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা।

মূর্ব্বালতা।

মূর্ব্বাকে মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধূলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী বলে। মূর্ব্বা শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, গুরু, স্বাদু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং রক্তপিত্ত, মেহ, তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বর রোগের শান্তিকারক।

অথ কাকমাচী।

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী।
কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা।
তিক্তা রসায়নী শোথকুষ্ঠার্শোজ্বরমেহনুৎ।
কটুর্নেত্রহিতা হিক্কাচ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী।

কাকমাচী।

কাকমাচীকে ধ্বাংক্ষমাচী, কাকা, ও বায়সী বলে। কাকমাচী ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, স্বরপ্রদ, শুক্রজনক, তিক্ত, রসায়ন, কটু, নেত্রের হিতকর এবং শোথ, কুষ্ঠ, অর্শ, জ্বর মেহ, হিক্কা, ছর্দ্দি, ও হৃৎপীড়ার শান্তিকারক।

অথ কাকনাসা।

কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা।
কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ।
কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ।

কাকনাসা।

কাকনাসাকে কাকাঙ্গী বা কাকতুণ্ডফলা, বলে। কাকনাসা কষায়, উষ্ণ, রসে ও পাকে কটু, কফঘ্ন, বমনকারক, তিক্ত, এবং শোথ, অর্শ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ কাকজঙ্ঘা মসীতি লোকে।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা।
পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা।
কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্রজ্বরকণ্ডুবিষকৃমীন্।

কাকজঙ্ঘা।

কাকজঙ্ঘাকে নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও

কাকা বলে। কাকজঙ্ঘা শীতল, তিক্ত, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং জ্বর, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, বিষ ও ক্রমি রোগের শান্তিকারক।

অথ নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা।
নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রমীন্॥

নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পীকে শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী বা রামদূতিকা বলে। নাগপুষ্পী রোচন, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রমিরোগের শান্তিকারক।

অথ মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা।
মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ॥
রুক্ষা পাকে কটুঃ পিত্তব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ।
মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ।
দীপনং স্রংসনং কাসকৃমিব্রণবিষাপহম্॥

মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গীকে বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা বলে। মেষশৃঙ্গী রসে তিক্ত, বাতল, পাকে কটু, রুক্ষ এবং শ্বাস, কাশ, পিত্ত, ব্রণ, শ্লেষ্ম, ও চক্ষুশূলের শান্তিকারক। উহার ফল তিক্ত, দীপন, স্রংসন এবং কুষ্ঠ, মেহ, কফ, কাস, ক্রমি, ব্রণ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ হংসপদী।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্পদাহাতিসারলূতাভূতাগ্নিরোহিণী॥

হংসপদী।

হংসপদীকে হংসপাদী, কীটমাতা বা ত্রিপাদিকা বলে। হংসপদী গুরু, শীতল, এবং রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার এবং মাকড়সার বিষ, ভূত, অগ্নি ও রোহিণীর শান্তিকারক।

অথ সোমলতা।

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী॥

সোমলতা।

সোমলতাকে সোমবল্লী, সোমক্ষীরা বা দ্বিজপ্রিয়া বলে। সোমলতা ত্রিদোষঘ্ন, কটু, তিক্ত ও রসায়ন।

অথ আকাশবল্লী।

অমরবেলি ইতি চ।

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী।
খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা।
তুবরাগ্নিকরী হৃদ্যা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী॥

আকাশবল্লী।

আকাশবল্লীকে পণ্ডিতেরা অমরবল্লরীও কহিয়া থাকেন। আকাশবল্লী গ্রাহিণী, তিক্ত, পিচ্ছিল, কষায়, পাচক,

হৃদ্য এবং চক্ষুরোগ, পিত্তশ্লেষ্মা ও আমের শান্তিকারক।

অথ পাতালগরুড়ী।

ছিলিহিণ্ডো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্ডঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ॥

পাতালগরুড়।

পাতালগরুড়কে ছিলিহিণ্ড বা মহামূল বলে। পাতালগরুড় অতিশয় বৃষ্য, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

অথ বন্দা।

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।
বন্দাকঃ স্যাদ্ধিমস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে।
মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্ররক্ষোব্রণবিষাপহঃ॥

বন্দা।

বন্দাকে বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা বা বৃক্ষরুহা বলে। বন্দা শীতল, তিক্ত, কষায়, রসে মধুর, মাঙ্গল্যজনক, এবং কফ, বাত, রক্তদোষ, রক্ষোভয়, ব্রণ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ বটপত্রী।

বটপত্রী তু কথিতা মোহিনী রৈবতী বুধৈঃ।
বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা॥

বটপত্রী।

দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতেরা বটপত্রীকে মোহিনী বা রৈবতী বলে। বটপত্রী কষায়, উষ্ণ এবং মূত্ররোগ ও যোনিদেশের পীড়ার শান্তিকারক।

অথ হিঙ্গুপত্রী।

হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বীকা পৃথুকা পৃথুঃ।
হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃশ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা॥

হিঙ্গুপত্রী।

হিঙ্গুপত্রীকে কবরী, পৃথ্বীকা, পৃথুকা ও পৃথু বলে। হিঙ্গুপত্রী রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচন, কটু এবং হৃৎপীড়া, বস্তিরোগ, বিবন্ধ, অর্শ, গুল্ম, শ্লেষ্মা ও বায়ু রোগের শান্তিকারক।

অথ বংশপত্রী।

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিঙ্গা হিঙ্গুশিরাটিকা।
হিঙ্গুপত্রীগুণা বিজ্ঞৈ র্বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা॥

বংশপত্রী।

বংশপত্রীকে বেণুপত্রী, পিঙ্গা, ও হিঙ্গুশিরাটিকা বলে। হিঙ্গুপত্রীর যেরূপ গুণ উক্ত আছে বংশপত্রীর ও সেইরূপ গুণ জানিবে।

অথ মৎস্যাক্ষী।

মচ্ছেছী ইতি লোকে। ছহ মছরিআ ইতি চ।
মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাদনীতি চ।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ।
লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী॥

মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাক্ষীকে বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা, ও মৎস্যাদনী বলে। মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী, শীতল, লঘু, তিক্ত, কষায়, স্বাদু, পাকে

কটু এবং কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ সর্পাক্ষী।

সর্পাক্ষী স্যাত্তু গণ্ডালী তথা নাড়ীকলাপকঃ।
সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা কৃমিনিকৃন্তনী।
বৃশ্চিকোন্দুরসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপণী॥

সর্পাক্ষী।

সর্পাক্ষীকে গণ্ডালী, বা নাড়ীকলাপক বলে। সর্পাক্ষী কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমিনাশক, ব্রণরোপক এবং বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নষ্ট করে।

অথ শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খপুষ্পী তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপি চ।
শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যায়ুষ্যা মানসরোগনুৎ॥
রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা।
দোষাপস্মারভূতাশ্রীকুষ্ঠকৃমিবিষপ্রণুৎ॥

শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খপুষ্পীকে শঙ্খা বা মাঙ্গল্যকুসুমা বলে। শঙ্খপুষ্পী শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, কষায়, উষ্ণ, বলকারক, স্মৃতিপ্রদ, আগ্নেয়, কান্তিজনক এবং ভূত, দোষ, অপস্মার, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষের শান্তিকারক।

অথ অর্কপুষ্পী।

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্ম্মা পয়স্যা জলকামুকা।
অর্কপুষ্পী কৃমিশ্লেষ্মমেহচিত্তবিকারজিৎ॥

অর্কপুষ্পী।

অর্কপুষ্পীকে ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা বলে। অর্কপুষ্পী কৃমি, শ্লেষ্মা, মেহ ও চিত্তবিকারের শান্তিকারক।

অথ লজ্জালুঃ।

লজ্জালুস্তু শমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা।
রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরকেত্যপি॥
লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

লজ্জালু।

লজ্জালুকে সমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী এবং খদিরকাও বলে। লজ্জালু শীতল, তিক্ত, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনিরোগের শান্তিকারক।

অথ লজ্জালুভেদঃ।

অলম্বুষা।

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা।
অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ কৃমিপিত্তকফাপহা॥

অলম্বুষা।

অলম্বুষা লজ্জালুর অপর জাতি। উহাকে খরত্বক্ এবং মেদোগলাও বলিয়া থাকে। অলম্বুষা লঘু, স্বাদু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক।

অথ দুগ্ধী।

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
দুগ্ধিকোষ্ণা গুরু রুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী।

স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহঃ।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ॥

দুগ্ধিকা।

দুগ্ধিকাকে স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা এবং বিক্ষিরিণী ও বলে। দুগ্ধিকা উষ্ণ, গুরু, রুক্ষ, বাতল, গর্ভজনক, স্বাদুক্ষীরা, কটু, তিক্ত, স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য, কফঘ্ন, কৃমি-নাশক, সৃষ্ট মল ও মূত্রের অপহারক এবং কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

অথ ভূম্যামলকী।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ।
বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যা জটাপি চ॥
ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
পিপাসাকাসপিত্তাস্রকফকণ্ডুক্ষতাপহা॥

ভুঁইআমলকী।

ভুঁই আমলকীকে শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও অজঝটা বলে। ভুঁই আমলকী বাতকারী, তিক্ত, কষায়, মধুর, শীতল এবং পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত রোগের শান্তিকারক।

অথ ব্রাহ্মী।

ব্রাহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী।

ব্রাহ্মমাণ্ডুকী।

মণ্ডুকপর্ণী মণ্ডুকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী।
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা॥
কষায়া মধুরা স্বাদুপাকাযুষ্যা রসায়নী।
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠপাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডুকপর্ণিনী॥

ব্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণী।

ব্রাহ্মীকে কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী এবং মণ্ডুকপর্ণীকে মণ্ডুকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা, ও মহৌষধী বলে। ব্রাহ্মী শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, তিক্ত, লঘু, মেধাবর্দ্ধক, শীতল, কষায়, মধুর, স্বাদুপাক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, স্মৃতিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বর রোগের শান্তিকর। মণ্ডুকপর্ণী ব্রাহ্মীর তুল্য গুণ-কারী।

অথ দ্রোণা।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা।
দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদু রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ॥
সক্ষারলবণা স্বাদুপাকা কটুশ্চ ভেদিনী।
কফামকামলাশোথতমকশ্বাসজন্তুজিৎ॥

দ্রোণপুষ্পী।

দ্রোণপুষ্পীকে দ্রোণা এবং ফলে-পুষ্পাও বলে। দ্রোণপুষ্পী গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতজনক, পিত্তকারী, সক্ষার, সলবণ, পাকে স্বাদু, কটু, ভেদিনী এবং কফ, আম, কামলা, শোথ, তমক, শ্বাস ও দেহস্থ কীটের নাশকারী।

অথ হুরহুরঃ দ্বিতীয়হুরহুরঃ।

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাহপরা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥
সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকরসা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥

অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ।
মিহন্তি কফপিত্তাস্রশ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্রযোনিরুক্কৃমিপাণ্ডুতাঃ॥

হুড়হুড়ে।

হুড়হুড়ে দুই প্রকার। প্রথমটিকে সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা এবং অপরটিকে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা বলে। সুবর্চ্চলা শীতল, রুক্ষ, রসে ও পাকে স্বাদু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, গুরু, অপিত্তল, কটু, সারক এবং বিষ্টম্ভ, কফ ও বাতরোগের শান্তিকারক। অপর জাতীয় সুবর্চ্চলা তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, লঘু, কটু এবং কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাশ, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, যোনিরোগ, কৃমি ও পাণ্ডুতার শান্তিকারক।

অথ বন্ধ্যা কর্কোটকী।

বন্ধ্যা-কর্কোটকী দেবী কন্যা যোগীশ্বরীতি চ।
নাগারি নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফনুদ্‌ব্রণশোধিনী।
সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী॥

বন্ধ্যাকর্কোটকী।

বন্ধ্যাকর্কোটকীকে দেবী, কন্যা, যোগীশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী বলে। বন্ধ্যা-কর্কোটকী লঘু, কফঘ্ন, ব্রণশোধক, সর্পের দর্পচূর্ণকারী, তীক্ষ্ণ এবং বিসর্প ও বিষের শান্তিকারক।

অথ মার্কণ্ডিকা।

বল্লী ভূমিপ্রসরণশীলা।
মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী।
মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরী ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী।
বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী॥

মার্কণ্ডিকা।

মার্কণ্ডিকাকে ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী বলে। মার্কণ্ডিকা শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের শোধনকারী এবং কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাশ, গুল্ম ও উদররোগের শান্তিকারক।

অথ দেবদালী সোদৈত্যা।

খখসাবৎ ফলব্রততিঃ।
দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরাগরী।
দেবতাড়ো বৃত্তকোশ স্তথা জীমূত ইত্যপি॥
পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী।
দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ॥
নাশয়েৎ বামনী তিক্তা ক্ষয়হিধ্মকৃমিজ্বরান্।
দেবদালীফলং তিক্তং কৃমিশ্লেষ্মবিনাশনম্।
স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্॥

দেবদালী (দেবতাড়ক)।

দেবদালী এক প্রকার লতা। উহার ফল কর্কোটকীর ন্যায়। দেবদালীকে বেণী, কর্কোটী, গরাগরী, দেবতাড়ী, বৃত্তকোশ এবং জীমূত বলে। পীতবর্ণ এক প্রকার দেবদালী আছে তাহাকে খরস্পর্শা বিষঘ্নী ও গরনাশিনী বলে। দেবদালী রসে তিক্ত, বমনকারক, তিক্ত এবং কফ, অর্শ, শোফ, পাণ্ডুতা, ক্ষয়, হিধ্মা, কৃমি ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ জলপিপ্পলী পানিসগড়া ইতি লোকে।

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা।
কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

জলপিপ্পলী।

জলপিপ্পলীকে শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী বলে। জলপিপ্পলী হৃদ্য, চক্ষুর হিতকর, শুক্রল, লঘু, সংগ্রাহিণী, রসে ও পাকে কটু, রুচিকর, কষায়, অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল, রুক্ষ, এবং রক্তজ রোগ, দাহ ও ব্রণের শান্তিকারক।

অথ গোজী।

গোজিহ্বা গোজিকা গোজী দার্ব্বিকা খরপর্ণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ॥
হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্রব্রণজ্বরহরী লঘুঃ।
কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা॥

গোজিহ্বা।

গোজিহ্বাকে গোজিকা, গোজী, দার্ব্বিকা এবং খরপর্ণিনী ও বলে। গোজিহ্বা বাতল, শীতল, গ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, হৃদ্য, লঘু, কোমল, কষায়, তিক্ত, রসে ও পাকে স্বাদু এবং প্রমেহ, কাশ, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, ব্রণ, ও জ্বর রোগের শান্তিকারক।

অথ নাগদমনী।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥
বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্র ব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥
সর্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী।
জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥

নাগদমনী।

নাগদমনীকে বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী বলে। নাগদমনী কটু, তিক্ত, লঘু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং ব্রণও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক। ইহার প্রভাবে রক্ষ, জালগর্দ্দভ ও সর্পবিষ বিনষ্ট হয় এবং কুমতির সুমতি, নির্ধনের ধন, সকল প্রকার গ্রহের শান্তি ও সর্ব্বত্র জয় লাভ হয়।

অথ বেল্লন্তর।

বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ
শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ।
স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ
স্যাৎ কণ্টকীবিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ।
বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্তঃ তৃষ্ণাকফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিৎ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ॥

বেল্লন্তর।

বেল্লন্তরকে লোকে বীরতরু বলে। উহার ফুলের আকার জাতিফুলের ন্যায় কিন্তু বর্ণ বিভিন্ন। সচরাচর শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ, লোহিত বা নীলবর্ণের পুষ্প দৃষ্ট

হইয়া থাকে। উহার পত্র শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। এই কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ জলহীন দেশে জন্মে। বীরতরু রসে ও পাকে তিক্ত, গ্রাহী, কষায় এবং তৃষ্ণা, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ ও বায়ুরোগের শান্তিকারক।

অথ ছিক্কনী।

ছিক্কনী ক্ষবকৃত্তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ।
বাতরক্তহরী কুষ্ঠকৃমিবাতকফাপহা ॥

ছিক্কণী।

ছিক্কণীকে ক্ষবকৃৎ,তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা বলে। ছিক্কনী কটু, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, আগ্নেয়, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কৃমি, বাত ও কফের শান্তিকারক।

অথ কুকুন্দর।

কুকুন্দরস্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ।
তন্মূলমার্দ্রং নিঃক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ ॥

কুকুন্দর।

কুকুন্দরকে তাম্রচূড়, সূক্ষ্মপত্র ও মৃদুচ্ছদ বলে। কুকুন্দর কটু, তিক্ত, এবং জ্বর, রক্তজ রোগ ও কফের শান্তিকারক। আর্দ্র কুকুন্দরের মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

অথ সুদর্শনা।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাঙ্কা মধুপর্ণিকা।
সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোথাস্রবাতজিৎ ॥

সুদর্শনা।

সুদর্শনাকে সোমবল্লী, চক্রাঙ্কা ও মধুপর্ণিকা বলে। সুদর্শনা স্বাদু, উষ্ণ, কষায়, এবং বাত, শোক ও রক্তজ পীড়ার শান্তিকারক।

অথ মূসাকর্ণী।

আখুকর্ণী ত্বাখুকর্ণপর্ণিকা ভূদরীভবা।
আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ।
বিপাকে কটুকা মূত্রকফাময়কৃমিপ্রণুৎ ॥

আখুকর্ণী (ইন্দুরকানি)।

আখুকর্ণীকে আখুকর্ণপর্ণিকা বা ভূদরীভবা বলে। আখুকর্ণী কটু, তিক্ত, কষায়, শীতল, লঘু, পাকে কটু এবং কৃমি, মূত্ররোগ ও কফজ পীড়ার শান্তিকারক।

অথ ময়ুরশিখা।

ময়ুরাখ্যশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্ম্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥

ইতি ভাবপ্রকাশে গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ সমাপ্তঃ।

ময়ূরশিখা।

ময়ূরশিখাকে সহস্রাহি, মধুচ্ছদা ও নীলকণ্ঠশিখা বলে। ময়ূরশিখা লঘু এবং পিত্তশ্লেষ্মা ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

ইতি ভাবপ্রকাশে গুড়ুচ্যাদি বর্গ সমাপ্ত।

অথ পুষ্পবর্গঃ।

তত্রাদৌ কমলস্য নামানি গুণাশ্চ।
বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্।
পঙ্কেরুহন্তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিশপ্রসূনরাজীবপুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥
কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোটবিষবীসর্পনাশনম্॥
বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্।
রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্॥
ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্রক্তোৎপলাদিকম্॥

পুষ্পবর্গ।

প্রথমে পদ্মের নাম ও গুণ বলা যাইতেছে। পদ্ম শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। উহার অপর নাম নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, শতপত্র, কমল, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিশপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর এবং অম্ভোরুহ। কমল শীতল, বর্ণের উৎকর্ষতাজনক, মধুর, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্তজ পীড়া, বিস্ফোটক, বিষদোষ, ও বিসর্পরোগের শান্তিকারক।

পদ্ম তিন প্রকার শ্বেত, নীল ও রক্ত। শ্বেত পদ্মের বিশেষ নাম পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মের বিশেষ নাম কোকনদ এবং নীল পদ্মের বিশেষ নাম ইন্দীবর। শ্বেত পদ্ম শীতল, মধুর, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং রক্ত ও নীলপদ্ম উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

অথ পদ্মিনী।

মৃণালদলোৎফুল্লফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা॥
আদিশব্দান্নলিনীকমলিনীত্যাদি।
পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী মধুরা লবণা চ সা।
পিত্তাসৃক্কফমুক্ রুক্ষা বাতবিষ্টম্ভকারিণী॥

পদ্মিনী।

যাহার পদ্মবৎ মূল, নাল ও পত্র আছে কিন্তু ফল জন্মে তাহা পদ্মিনী, বিসিনী নলিনী, কমলিনী প্রভৃতি শব্দে কথিত হইয়া থাকে। পদ্মিনী শীতল, গুরু, মধুর, লবণাক্ত, রুক্ষ, বাতজনক, বিষ্টম্ভকারী, কফঘ্ন এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ নবপত্রাদি।

সম্বর্ত্তিকা নবদলং বীজকোশস্তু কর্ণিকা।
কিঞ্জল্কঃ কেসরঃ প্রোক্তশ্চাম্পেয়শ্চ স স্মৃতঃ॥
পদ্মনালং মৃণালং স্যাত্তথা বিশমিতি স্মৃতম্।
সম্বর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্‌প্রণুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধিরক্তপিত্তবিনাশিনী।
পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা॥
মুখবৈশদ্যকৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ।
কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ।
কফপিত্ততৃষাদাহরক্তার্শোবিষশোথজিৎ।
মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্গুরু।
দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্।
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালুকমপি তদ্গুণম্॥

নবদল, পদ্মকেশর এবং মৃণাল ইত্যাদি।

নবদলকে সম্বর্ত্তিকা, বীজকোশকে কর্ণিকা, কেসরকে কিঞ্জল্ক, বা চাম্পেয়,

এবং পদ্মনালকে মৃণাল বা বিশ বলে। সম্বর্ত্তিকা শীতল, তিক্ত, কষায় এবং দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদজরোগ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক। পদ্মের কর্ণিকা তিক্ত, কষায়, মধুর, শীতল, মুখবৈশদ্যকারী, লঘু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক। কিঞ্জল্ক শীতল, বৃষ্য, কষায়, গ্রাহক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শ, বিষ ও শোথরোগের শান্তিকারক এবং পদ্মের মৃণাল শীতল, বৃষ্য, দুর্জর, স্বাদুপাক, স্তন্যজনক, বাতকারী, কফপ্রদ, গুরু, সংগ্রাহী, মধুর, রক্ষ এবং পিত্ত, দাহ ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক। পদ্মের শালুকের ও ঐরূপ গুণ জানিবে।

অথ স্থলকমলং।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা।
পদ্মানুক্তা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা॥

স্থল পদ্ম।

স্থলপদ্মকে পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও চারটী বলে। পদ্মা অমুক্ত, কটু, তিক্ত, কষায়, কফঘ্ন, বাতনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাশ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ কুমুদ কোঁই ইতি লোকে।

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।
কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্।

কুমুদ।

শ্বেত কুবলয়কে কুমুদ বা কৈরব বলে। কুমুদ পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদজনক ও শীতল।

অথ কুমুদিনী।

কুমুদ্বতী কৈরবী সা তথা কুমুদিনীতি চ।
সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ।
পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তা কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।

কুমুদিনী।

মূল হইতে সমস্ত গাছকে কুমুদ্বতী, কৈরবী বা কুমুদিনী বলে। পদ্মিনীর যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে কুমুদিনীরও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথ কহ্লারং।

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং কল্লকং রক্তসন্ধকং।
কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণং॥

কহ্লার।

কহ্লারকে সৌগন্ধিক, কল্লক ও রক্তসন্ধক বলে। কহ্লার শীতল, গ্রাহী, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুক্ষ।

অথ জলকুম্ভী সেবারঃ।

বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাচ্ছৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ।
বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা পটুঃ।
দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষকৃৎ।
শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু।
স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্তরক্তজ্বরহরং পরম্॥

বারিপর্ণী ও শৈবাল।

বারিপর্ণীকে কুম্ভিকা এবং শৈবালকে শৈবল বলে। বারিপর্ণী শীতল, তিক্ত, লঘু, স্বাদু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, কটু, ত্রিদোষঘ্ন, কক্ষ এবং রক্তজরোগ, জ্বর ও শোষের শান্তিকারক। শৈবাল কষায়, তিক্ত, মধুর, শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ শতপত্রী।

গুলাল ইতি চ।
শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষাপুষ্পাতিমঞ্জুলা॥
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ্বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী॥

শতপত্রী।

শতপত্রীকে তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষাপুষ্পা, ও অতিমঞ্জুলা বলে। শতপত্রী শীতল, হৃদ্য, গ্রাহিণী, শুক্রল, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন, কটু, তিক্ত, *পাচন, বর্ণকারী ও রক্তপরিষ্কারক।

অথ বাসন্তী।

নেবারি ইতি লোকে।
নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

বাসন্তী।

দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতেরা নেপালীকে সপ্তলা, নবমালিকা বা বাসন্তী বলে। বাসন্তী শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অথ বার্ষিকী।

বেল ইতি লোকে।
শ্রীপদী ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা।
বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা।
কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্গুণং স্মৃতম্॥

বার্ষিকী।

বার্ষিকীকে শ্রীপদী, ষট্পদা, আনন্দা ও মুক্তবন্ধনা এবং হিন্দীতে বেল বলে। বার্ষিকী শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং চক্ষু, কর্ণ ও মুখরোগের শান্তিকারক। উহার তৈলেরও ঐরূপ গুণ।

অথ চম্বেলী স্বর্ণজাতী।

জাতির্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা।
চেতিকা হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা॥
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ।
শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তিবিষকুষ্ঠব্রণাস্রজিৎ॥

জাতি ও স্বর্ণজাতি।

জাতিকে জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতিকা ও হৃদ্যগন্ধা এবং পীত জাতিকে স্বর্ণজাতি বলে। উভয় প্রকার জাতীই তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, লঘু, দোষঘ্ন এবং শিরঃপীড়া, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, এবং রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ জুহী সুবর্ণজুহী।

যুথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।
যুথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু।

মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্।
ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষিশিরোরোগবিষাপহম্॥

শ্বেত জুঁই ও পীত জুঁই।

শ্বেতজুঁইকে গণিকা বা অম্বষ্ঠা এবং পীত জুঁইকে হেমপুষ্পিকা বলে। উভয়ই শীতল, তিক্ত, পাকে ও রসে কটু, লঘু, মধুর, কষায়, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, কফজনক, বাতল এবং ব্রণ, রক্তজ রোগ, মুখরোগ দন্তপীড়া, চক্ষুরোগ, শিরঃপীড় ও বিষ-দোষের শান্তিকারক।

অথ চম্পা।

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধফলীতি কথিতা বুধৈঃ॥
চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্রকফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥

চাঁপা।

চাঁপাকে চাম্পেয়, চম্পক বা হেম-পুষ্প এবং উহার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধফলী বলিয়া থাকেন। চাঁপা কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, শীতল, এবং বিষ, ক্রিমি, কৃচ্ছ্র, কফ, বাত ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ বকুলঃ।

বৌলসরো ইতি লোকে।
বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরক স্তথা।
বকুল স্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ।
কফপিত্তবিষশ্বিত্রক্রিমিদন্তগদাপহঃ॥

বকুল।

বকুলকে মধুগন্ধ বা সিংহকেশর বলে। বকুল কষায়, ঈষদুষ্ণ, রসে ও পাকে কটু, গুরু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগের শান্তিকারক।

অথ বকঃ।

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলো বকো বসুঃ।
বকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।
যোনিশূলতৃষাদাহকুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ॥

বক।

বককে শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীল, বা বসু বলে। বক ঈষদুষ্ণ, কটু, তিক্ত, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বিষাপহারক এবং যোনিশূল, তৃষ্ণা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তজ পীড়ার শান্তিকারক।

অথ কদম্বঃ।

কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।
কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ।
সরো বিষ্টম্ভকৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

কদম্ব।

কদম্বকে প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প বা হলিপ্রিয় বলে। কদম্ব মধুর, শীতল, কষায়, লবণাক্ত, গুরু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বিষ্টম্ভকারী, রুক্ষ, কফজনক, স্তন্যপ্রদ ও বাতকারী।

অথ কুব্জকঃ।

কুব্জকো ভদ্রতরণির্বৃহৎপুষ্পোঽতিকেসরঃ।
মহাসহা কণ্টকাঢ্যা নীলালিকুলসঙ্কুলা॥
কুব্জকঃ সুরভিঃ স্বাদুঃ কষায়ানুরসঃ সরঃ।
ত্রিদোষশমনো বৃষ্যঃ শীতহর্ত্তা চ সঃ স্মৃতঃ॥

কুব্জক।

কুব্জককে ভদ্রতরণী, বৃহৎপুষ্প অতিকেশর, মহাসহা, কণ্টকাঢ্যা, নীলা ও অলিকুলসঙ্কুলা বলে। কুব্জক সুরভী, স্বাদু, ঈষৎ কষায়রস, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য ও শীতাপহারক।

অথ মল্লিকা।

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ।
বাতপিত্তাস্যদৃগ্ব্যাধিকুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্॥

মল্লিকা।

মল্লিকাকে মদয়ন্তী, শীতভীরু বা ভূপদী বলে। মল্লিকা উষ্ণ, লঘু, বৃষ্য, তিক্ত, কটু এবং বাত, পিত্ত, মুখরোগ চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণের শান্তিকারক।

অথ মাধবী।

মাধবী স্যাত্তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ।
মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা॥

মাধবী।

মাধবীকে বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব বলে। মাধবী মধুর, শীতল, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

কেতকঃ স্বুবর্ণকেতকী।

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকশ্চ ক্রকচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী।
কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী॥

কেতকী ও সুবর্ণকেতকী।

কেতকীকে কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচ্ছদ এবং সুবর্ণ কেতকীকে লঘুপুষ্পা ও সুগন্ধিনী বলে। কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত, কফঘ্ন, এবং স্বর্ণকেতকী উষ্ণ, তিক্তরস, ও দৃষ্টির পক্ষে হিতকর।*

অথ কিঙ্কিরাত ইতি গৌড়াদৌ প্রসিদ্ধঃ।

কিঙ্কিরাতো হেমগৌরঃ পীতকঃ পীতভদ্রকঃ।
কিঙ্কিরাতো হিমস্তিক্তঃ কষায়শ্চ হরেদসৌ।
কফপিত্তপিপাসাস্রদাহশোষবমিক্রিমীন্॥

কিঙ্কিরাত।

কিঙ্কিরাতকে হেমগৌর, পীতক বা পীতভদ্রক বলে। কিঙ্কিরাত শীতল, তিক্ত, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং পিপাসা, রক্তজ পীড়া, দাহ, শোষ, বমি ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক।

অথ কর্ণিকারঃ।

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।
কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ।
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথশ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ॥

কর্ণিকার।

কর্ণিকারকে পরিব্যাধ, এবং পাদপোৎপল ও বলে। কর্ণিকার কটু, তিক্ত, কষায়, শোধন, লঘু, রঞ্জন, সুখজনক এবং

শোথ, শ্লেষ্ম, রক্তজরোগ, ব্রণ ও কুষ্ঠ-রোগের শান্তিকারক।

অথ অশোকঃ অসোগি।

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ডপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥
অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচীতৃষাদাহকৃমিশোষবিষাস্রজিৎ॥

অশোক।

অশোককে হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট বলে অশোক শীতল, তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণের উৎকর্ষতাজনক, কষায়, দোষঘ্ন এবং অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, কৃমি, শোষ, বিষ ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ বাণপুষ্প ইতি গৌড়াদৌ প্রসিদ্ধঃ।

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথা ম্লাতক ইত্যপি।
কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ।
অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ॥

কুরণ্টক।

কুরণ্টক গৌড়াদি-দেশে বাণপুষ্প বলিয়া প্রসিদ্ধ। অম্লাত, অম্লাটন, ম্লাতক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ কুরণ্টকের এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ। কুরণ্টক কষায়, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও তিক্ত।

অথ কটশরৈয়া।

সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহাচরঃ সহচরঃ স চ ভিন্দাপি কথ্যতে॥
কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্রক্তে কুরবকঃ স্মৃতঃ।
নীলে বাণাদ্বয়োরুক্তো দাসীআর্ত্তগলশ্চ সঃ॥
সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্রকফকণ্ডুবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরো দন্ত্যঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ।

সৈরেয়ক (ঝিণ্টী)।

ঝিণ্টীকে সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর বা ভিন্দী বলে। পীত সৈরেয়ককে কুরণ্টক, রক্ত সৈরেয়ককে কুরুবক, নীল সৈরেয়ককে বাণা দাসী বা আর্ত্তগল বলে। সৈরেয় তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, সুস্নিগ্ধ, কেশরঞ্জক, দন্তের হিতকারী এবং কুষ্ঠ, বাত, রক্তজ পীড়া, কফ, কণ্ডু ও বিষের শান্তিকারক।

অথ কুন্দং।

কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পশ্চ তৎ স্মৃতম্।
কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্মশিরোরুগ্‌বিষপিত্তহৃৎ॥

কুন্দ।

কুন্দকে মাঘ্য বা সদাপুষ্প বলে। কুন্দ শীতল, লঘু, শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শিরঃপীড়া ও বিষের শান্তিকারক।

অথ মুচকুন্দনাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।
মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়াপিত্তাস্রবিষনাশনঃ॥

মুচুকুন্দ।

মুচুকুন্দকে ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক বলে। মুচুকুন্দ শিরঃপীড়া, রক্তপিত্ত ও বিষের শান্তিকারক।

অথ গোলাভপুষ্প স্তিলকনাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ পুরুষশ্ছিন্নপুষ্পকঃ।
তিলকঃ কটুকঃ পাকে রসে চোষ্ণো রসায়নঃ।
কফকুষ্ঠকৃমীন্ বস্তিমুখদন্তগদান্ হরেৎ॥

তিলক।

তিলপুষ্পের ন্যায় পুষ্পকে লোকে তিলক বলে। উহার অন্য নাম ক্ষুবক, শ্রীমান্, পুরুষ, ও ছিন্নপুষ্পক বলে। তিলক রসে ও পাকে কটু, উষ্ণ, রসায়ন এবং কফ, কুষ্ঠ, কৃমি, বস্তি দেশের পীড়া, মুখ-রোগ ও দন্তরোগের শান্তিকারক।

অথ বন্ধূকঃ।

বন্ধূকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।
বন্ধূকঃ কফকৃৎ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ॥

বন্ধূক।

বন্ধূককে বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক বলে। বন্ধূক কফজনক, গ্রাহী, লঘু ও বাতপিত্তের শান্তিকারক।

অথ বোডহুল।

ঔড্রপুষ্পং জপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।
জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥

জবা।

জবাকে জপা, ওড্রপুষ্প, সারুণা, ত্রিসন্ধ্যা বা সিতা বলে। জবা সংগ্রাহিণী, কেশবর্দ্ধক ত্রিসন্ধ্যার উপযোগী এবং কফ ও বাতের শান্তিকারক।

অথ সেন্দুরিয়া।

সিন্দূরী রক্তবীজা চ রক্তপুষ্পা সুকোমলা।
সিন্দূরী বিষপিত্তাস্রতৃষ্ণাবান্তিহরী হিমা॥

সিন্দুরী।

সিন্দূরীকে রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা ও সুকোমলা বলে। সিন্দূরী শীতল, বিষঘ্ন, তৃষ্ণানিবারক এবং বমন ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথাগস্তিঃ।

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ।
অগস্তিঃ পিত্তকফজিৎ চাতুর্থকহরো হিমঃ।
রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

অগস্তি।

অগস্তিকে বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প বা মুনি-দ্রুম বলে। অগস্তি শীতল, রুক্ষ, বাত-জনক, তিক্ত, এবং চাতুর্থক ও প্রতি-শ্যায়ের শান্তিকারক।

অথ তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ।

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপ্রেতরাক্ষসী গৌরী ভূতঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্রপার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ।
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ তুলসী।

তুলসীকে সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহু-মঞ্জরী, অপ্রেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি বলে। উভয়বিধ তুলসীই

কটু, তিক্ত, হৃদ্য, উষ্ণ, দাহজনক, পিত্ত-বর্দ্ধক, দীপন এবং কুষ্ঠ, কৃচ্ছ্র, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বাতের শান্তিকারক।

অথ মরুবক।

মারুত্তকো মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্জকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥
মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ।
কটুপাকরসো রুচ্যস্তিক্তো রুক্ষঃ সুগন্ধিকঃ॥

মরুবক।

মরুবককে মারুত্তক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্জক, প্রস্থপুষ্প বা সমীরণ বলে। মরুবক অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তল, লঘু, রসে ও পাকে কটু, রুচিকর, তিক্ত, রুক্ষ, সুগন্ধী এবং শ্লেষ্ম, বাত, কুষ্ঠ, কৃমি ও বৃশ্চিক প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর বিষের শান্তিকারক।

অথ দবনা।

উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ।
গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটী বিনীতঃ কুলপত্রকঃ॥
দমন স্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ।
গ্রহনুদ্বিষকুষ্ঠাস্রক্লেদকণ্ডূত্রিদোষজিৎ॥

দবন।

দবনকে দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটী, বিনীত ও কুলপত্রক বলে। দমন কষায়, তিক্ত, হৃদ্য, বৃষ্য, সুগন্ধী, ত্রিদোষঘ্ন এবং গ্রহ, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তজরোগ, ক্লেদ ও কণ্ডূর শান্তিকারক।

অথ বর্বরী।

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা।
পর্ণাশস্তত্রকৃষ্ণে তু কঠিল্লককুঠেরকৌ॥
তত্র শুক্লেঽর্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্তথোঽপরঃ।
বর্ব্বরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ॥
তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্রকণ্ডূকৃমিবিষাপহম্॥

ইতি ভাবপ্রকাশে পুষ্পবর্গঃ।

বর্বরী।

বর্ব্বরীকে তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা, ও পর্ণাশ বলে। কৃষ্ণ বর্ব্বরীকে কঠিল্লক, বা কুঠেরক, শুক্ল বর্ব্বরীকে অর্জ্জক এবং অপরটিকে বটপত্র বলে। বর্ব্বরীত্রয় রুক্ষ, শীতল, কটু, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, হৃদ্য, দীপন, লঘুপাক, পিত্তজনক এবং কফ, বাতরক্ত, কণ্ডূ, কৃমি ও বিষের শান্তিকারক।

ইতি ভাবপ্রকাশে পুষ্পাদিবর্গ সমাপ্ত।

অথ বটাদিবর্গঃ। তত্রাদৌ বটস্য নামানি গুণাশ্চ।

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
ক্ষীরী বৈশ্রবণো বাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥

বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥

বটাদিবর্গ।

প্রথমে বটের নাম ও গুণ বলা যাইতেছে। বটবৃক্ষকে রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণা, বাস, বহুপাদ ও বনস্পতি বলে। বট শীতল, গুরু, গ্রাহী, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বর্ণসাধক এবং বিসর্প, দাহ, ব্রণ ও যোনিদোষের শান্তিকারক।

অথ পিপ্পলঃ।

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ।
গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥

পিপ্পল।

পিপ্পলকে বোধিদ্রু, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন বলে। পিপ্পল দুর্জ্জর, শীতল গুরু, কষায়, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক, যোনিশোধক এবং পিত্তশ্লেষ্মা, ব্রণ ও রক্তজরোগের শান্তিকারক।

অথ পিপ্পলভেদঃ।

গজদণ্ডঃ।
পারিষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচুতঃ কমণ্ডলুঃ।
গর্দ্দভাণ্ডকন্দরালকপীতনসুপার্শ্বকাঃ॥
পারিষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ কৃমিশুক্রকফপ্রদঃ।
ফলেঽম্লমধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ॥

পারিষ (পলাশ পিপুল)।

পারিষ, পিপ্পলের ভেদমাত্র। হিন্দীতে উঁহাকে গজদণ্ড বলে। পারীষকে পলাশ, কপিচুত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপোত ও সুপার্শ্বক বলে। পারিষ দুর্জ্জর স্নিগ্ধ, কৃমিজনক ও কফপ্রদ। উহার ফল অম্ল ও মধুর, মূল কষায় এবং মজ্জা স্বাদু।

অথ বেলিয়াপীপর।

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্বনস্পতিঃ॥
নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদুঃ তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ।
কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রনুৎ॥

বেলিয়া পিপর(নন্দিবৃক্ষ)।

নন্দিবৃক্ষকে অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি বলে। নন্দিবৃক্ষ লঘু, স্বাদু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, রসে ও পাকে কটু, গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, এবং রক্তজরোগ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ উডুম্বরঃ।

উডুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ।
উডুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

যজ্ঞডুমুর।

যজ্ঞডুমুরকে উডুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেমদুগ্ধক বলে। যজ্ঞডুমুর শীতল, রুক্ষ, গুরু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মধুর, কষায়, বর্ণসাধক এবং ব্রণের রোপক ও সংশোধনকারী।

অথ কাদম্বরী।

কাকোদুম্বরিকা ফল্গুর্ম্মলপুর্জ্জঘনেফলা।
মলপূঃ স্তম্ভকৃত্তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্তব্রণশ্বিত্রকুষ্ঠপাণ্ড্বর্শকামলাঃ॥

কবরী (মলপূ)

মলপূকে কাক, উডুম্বরিক, ফল্গু, ও জঘনেফলা বলে। মলপূ স্তম্ভকারী, তিক্ত, শীতল, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলা রোগের শান্তিকারক।

অথ পাকরিঃ।

প্লক্ষো জটী পর্কটী চ পর্কটী চ ক্রিয়ামপি।
প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ।
দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ॥

পাকুড়।

পাকুড়কে প্লক্ষ, জটী, বা পর্কটী বলে। পাকুড় কষায়, শীতল, কফঘ্ন এবং ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, শোথ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ শিরীষঃ।

শিরীষোভণ্ডিলোভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ।
শুকপুষ্পঃ শুকতরুর্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ।
শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ।
দোষঘ্নশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ॥

শিরীষ।

শিরীষকে ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প বা শুকপ্রিয় বলে। শিরীষ মধুর, অনুষ্ণ, তিক্ত, কষায়, লঘু, দোষঘ্ন এবং শোথ, বিসর্প কাস, ব্রণ ও বিষের শান্তি-কারক।

অথ ক্ষীরিবৃক্ষপঞ্চবল্কলয়োর্ল্লক্ষণং গুণাশ্চ।

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থপারীষপ্লক্ষপাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্।
কেচিত্তু পারীষস্থানে শিরীষং বেতসং পরে।
বদন্তীতি শেষঃ।
ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ।
রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পাময়নাশনাঃ॥
শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ।
ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রমুল্লঘু।
বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘুলেখনম্॥

ক্ষীরিবৃক্ষ এবং পঞ্চবল্কলের লক্ষণ ও গুণ।

অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বুর, পলাশপিপুল ও পাকুড় এই পঞ্চ প্রকার বৃক্ষকে ক্ষীরি-বৃক্ষ এবং ইহাদিগের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলে। পলাশ পিপুলের পরিবর্ত্তে কেহ শিরীষ কেহ বা বেতস গ্রহণ করেন। ক্ষীরিবৃক্ষ শীতল, বর্ণজনক, রুক্ষ, কষায়, মেদঘ্ন, কফনাশক, স্তন্যজনক ও ভগ্ন অস্থির সংযোজক এবং ব্রণ, যোনিরোগ বিসর্প, শোথ, পিত্ত, ও রক্তজ পীড়ার শান্তি-কারক। উহাদিগের ত্বক্ শীতল, গ্রাহী, লঘু, কফঘ্ন, তিক্ত, কষায়, লঘু, লেখন এবং বাতরক্ত, বিষ্টম্ভ, আধ্মান, ব্রণ,

শোথ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ শালঃ।

শালস্তু সর্জ্জকার্শ্যাশ্বকর্ণিকাঃ(১) শস্যসম্বরঃ।
অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্ ব্রণস্বেদকফকৃমীন্।
ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্যযোনিকর্ণগদান্ হরেৎ॥

শাল।

শালকে সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা, ও শস্যসম্বর বলে। শাল কষায় এবং ব্রণ, স্বেদ, কফ, কৃমি, ব্রধ্ন, বিদ্রধি, বধিরতা, কর্ণপীড়া ও যোনিরোগের শান্তিকারক।

অথ শালভেদঃ।

সর্জ্জকোহন্যোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ।
অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি।
কফপাণ্ডুশ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্॥

শাল প্রভেদ।

আর এক প্রকার শাল আছে যাহাকে অজকর্ণ, শাল বা মরিচপত্র বলে। অজকর্ণ কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণরোগের শান্তিকারক।

অথ শল্লকী।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভীরসা।
মহেরণা কুন্দুরুকী বল্লকী চ বহুস্রবা॥
শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা॥

শল্লকী।

শল্লকীকে গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভীরসা, মহেরণা, কুন্দুরুকী, বল্লকী ও বহুস্রবা বলে। শল্লকী কষায়, শীতল, পুষ্টিকারক, এবং পিত্তশ্লেষ্মা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণের শান্তিকারক।

অথ শিংশিপা।

শিংশিপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ।
কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥
শিংশিপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোথহারিণী।
উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃকুষ্ঠশ্বিত্রবমিকৃমীন্।
বস্তিরুগ্ব্রণদাহাস্রবলাসান্ গর্ভপাতিনী॥

শিংশিপা।

মুনিগণ শিংশিপাকে পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা বলিয়া থাকেন। শিংশিপা, কটু, তিক্ত, কষায়, শোথঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভনাশক, এবং মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, কৃমি, বস্তিরোগ, ব্রণ, দাহ, রক্তজ রোগ ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

অথ ককুভঃ।

ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ॥
ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ।
মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ॥

ককুভ।

ককুভকে অর্জ্জুন, নদীসর্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল বলে। ককুভ শীতল, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, হৃদ্য, এবং ক্ষত,

(১) সর্জ্জকার্য্যাশ্বকর্ণিকা ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

কফ, বিষ, রক্তজ রোগ, মেদ, মেহ ও ব্রণ রোগের শান্তিকারক।

অথ বীজকঃ (পীতশাল)।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ।
বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্পশ্বিত্রমেহগুদকৃমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ।

বীজক।

বীজককে পীতসার, পীতশালক, বন্ধুকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, ও আসন বলে। বীজক রসায়ন, ত্বক্ ও কেশের পক্ষে হিতকর, এবং কুষ্ঠ, বীসর্প, শ্বিত্র, মেহ, গুহ্যজব্যাধি, কৃমি, এবং শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ খদিরঃ।

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কণ্টকী চলপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিকঃ।
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডুকাসারুচিপ্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ কৃমিমেহজ্বরব্রণান্।
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্রপাণ্ডুকুষ্ঠকফান্ হরেৎ।

খদির।

খদিরকে রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, চলপত্র, বহুশল্য, বা যজ্ঞিক বলে। খদির শীতল, দন্তের হিতকর, তিক্ত, কষায়, মেদোঘ্ন, এবং কণ্ডু, কাশ, অরুচি, কৃমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফের শান্তিকারক।

অথ শ্বেতখদিরঃ পাপরী খয়ের ইতি চ।

খদিরঃ শ্বেতসারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্কলঃ।
কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ।

শ্বেত খদির (পাপড়ি খয়ের)

পাপড়ি খয়েরকে শ্বেতসার, কদর, ও সোমবল্কল বলে। পাপড়ি খয়ের বিশদ, বর্ণজনক এবং মুখরোগ, কফ ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অথ ইরিমেদঃ দুর্গন্ধখদির ইতি চ।

ইরিমেদো বিট্খদিরঃ কালস্কন্ধোঽরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডুবিষশ্লেষ্মকৃমিকুষ্ঠব্রণগ্রহান্।

ইরিমেদ (দুর্গন্ধ খদির)।

ইরিমেদকে বিট্খদির, কালস্কন্দ ও অরিমেদক বলে। ইরিমেদ কষায়, উষ্ণ, এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তজরোগ, কণ্ডু, বিষ, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, ও ব্রণের শান্তিকারক।

অথ রোহিতকঃ।

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ।
রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ।

রোহীতক।

রোহীতককে রোহিতক, রোহীতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্পক বলে। রোহীতক প্লীহঘ্ন, রুচিকর ও রক্তপরিষ্কারক।

অথ বব্বূলঃ।

বব্বূলঃ কিঙ্কিরাতঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাটঃ সপীতকঃ।
স এব কথিত স্তজ্জ্ঞৈরাভাষপদমোদিনী।
বব্বূলঃ কফনুদ্ গ্রাহী কুষ্ঠকৃমিবিষাপহঃ॥

বব্বূল।

বব্বূলকে কিঙ্কিরাত, কিঙ্কিরাট, সপীতক, ও আভাষ্পদমোদিনী বলে। বব্বূল কফঘ্ন, গ্রাহী এবং কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষের শান্তিকর।

অথ রীঠা।

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ।
অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্গর্ভপাতনঃ॥

রীঠাকরঞ্জ।

রীঠাকরঞ্জকে অরিষ্টক মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন বলে। অরিষ্টক ত্রিদোষঘ্ন, গ্রহজিৎ ও গর্ভনাশক।

অথ পুত্রঞ্জীব।

পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টীপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রঞ্জীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ॥

পুত্রঞ্জীব।

পুত্রঞ্জীবকে গর্ভকর, যষ্টীপুষ্প ও অর্থসাধক বলে। পুত্রঞ্জীব গুরু, বৃষ্য, গর্ভদ, শ্লেষ্মঘ্ন, বাতনাশক, রুক্ষ, শীতল, স্বাদু, পটু, কটু, এবং মল ও মূত্রের শুদ্ধিকারক।

অথ ইঙ্গুদী।

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদিগ্রহব্রণবিষক্রিমীন্।
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্ন স্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥

ইঙ্গুদী।

ইঙ্গুদীকে অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম বলে। ইঙ্গুদী তিক্ত, উষ্ণ কটুপাক এবং কুষ্ঠ, ভূতাদি, গ্রহ, ব্রণ, বিষ, কৃমি, শ্বিত্র ও শূল রোগের শান্তিকারক।

অথ জিঙ্গিনী

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া যোনিশোধিনী॥
কটুকা ব্রণহৃদ্রোগবাতাতীসারহৃৎপটুঃ।
তমালশালবদ্বেদ্যো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ॥

জিঙ্গিনী।

জিঙ্গিনীকে ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্যাসা ও প্রমোদিনী বলে। জিঙ্গিনী মধুর, উষ্ণ, কষায়, যোনিশোধনকারী, কটু, পটু এবং ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতিসার রোগের শান্তিকারক। তমাল ও শালের ন্যায় ইহা দ্বারা দাহ ও বিস্ফোটক নিবারিত হয়।

অথ তুণী।

তুণী তুন্নক আপীনস্তুণিকঃ কচ্ছকস্তথা।
কুঠেরকঃ কান্তলকো নন্দীবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ।
তুণিবৃক্ষঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ॥

তূণী।

তূণীকে তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দীবৃক্ষ ও নন্দক বলে। তূণী পাকে কটু, কষায়, মধুর, লঘু, তিক্ত, গ্রাহী, শীতল, বৃষ্য এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ ভূর্জ্জপত্রঃ।

ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জচর্ম্মী বহুলবল্কলঃ।
ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্মকর্ণরুক্‌পিত্তরক্তজিৎ।
কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদো বিষহরঃ পরঃ॥

ভূর্জপত্র।

ভূর্জপত্রকে ভূর্জচর্ম্মী বা বহুলবল্কল বলে। ভূর্জপত্র কষায়, ভূতনাশক, রক্ষোঘ্ন এবং গ্রহ, শ্লেষ্মা, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, মেদ ও বিষের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ পলাশঃ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যাজ্ঞিকো রক্তপুষ্পকঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ॥
পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো সিধ্মগুল্মজিৎ।
কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষগ্রহণ্যর্শঃকৃমীন্ হরেৎ॥
তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিক্তং কষায়কম্।
বাতলং কফপিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিদ্ গ্রাহি শীতলম্।
তৃড়্‌দাহশমকং বাতরক্তকুষ্ঠহরম্পরম্॥
ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃকৃমিবাতকফাপহম্।
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদরপ্রণুৎ॥

পলাশ।

পলাশকে কিংশুক, পর্ণ, যাজ্ঞিক, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ, ও সমিদ্বর বলে। পলাশ দীপন, দোষঘ্ন, বৃষ্য, সর, উষ্ণ, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী, কষায়, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, এবং সিধ্ম, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, কৃমি ও গুহ্যজ ব্যাধির শান্তিকারক। পলাশের পুষ্প স্বাদুপাক, কটু, তিক্ত, কষায়, গ্রাহী, শীতল, বাতজনক, কফঘ্ন এবং রক্তপিত্ত, কৃচ্ছ্র, তৃষ্ণা, দাহ, বাতরক্ত, ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক। উহার ফল পাকে কটু, রুক্ষ, লঘু, উষ্ণ, এবং মেহ, অর্শ, কৃমি, বাত, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগের শান্তিকারক।

শাল্মলিঃ।

শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥
শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা স্নিগ্ধবীজা চ বৃংহণী রক্তপিত্তজিৎ॥

সিমুল।

সিমুলবৃক্ষকে শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী বলে। সিমুল শীতল, রসে ও পাকে স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মল, স্নিগ্ধবীজ, বৃংহণ ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ মোচরসঃ।

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকোঽপি চ।
মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারামকফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

শাল্মলীর আঠা।

শাল্মলীর আঠাকে পিচ্ছা, শাল্মলী-বেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস বা মোচ-নির্যাস বলে। সিমূলের আঠা শীতল, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, কষায় এবং প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কফ, রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকারক।

অথ কূটশাল্মলিঃ।

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ
কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ ॥
ভেদুাষ্ণঃ প্লীহযকৃদ্গুল্মবিষাপহঃ।
ভূতানাহবিবন্ধাস্রমেদঃশূলকফাপহঃ ॥

কুৎসিত শাল্মলি।

কুৎসিত শাল্মলীকে রোচন ও কূট-শাল্মলী বলে। কূটশাল্মলী তিক্ত, কটু, কফঘ্ন, বাতনাশক, ভেদী, উষ্ণ এবং যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, বিষ, ভূত, আনাহ, বিবন্ধ, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, মেদ, শূল ও কফের শান্তিকারক।

অথ ধবঃ।

ধবোঘটোনন্দিতরুঃ স্থিরোগৌরো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃপাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ।
মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্ ॥

ধব।

ধবকে ঘট, নন্দীবৃক্ষ, স্থির, গৌর বা ধুরন্ধর বলে। ধব শীতল, মধুর, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং প্রমেহ, পাণ্ডু ও অর্শ রোগের শান্তিকারক। উহার ফল মধুর ও তৃপ্তিজনক।

অথ ধন্বঙ্গঃ।

ধন্বঙ্গস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ।
ধন্বঙ্গঃ কফপিত্তাস্রকাসঘ্নস্তুবরো লঘুঃ।
বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃৎ ব্রণরোপণঃ ॥

ধন্বঙ্গ।

ধন্বঙ্গকে ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ বা সু-তেজন বলে। ধন্বঙ্গ কফঘ্ন, কষায়, লঘু, বৃংহণ, বলকারক, রুক্ষ, ব্রণের সন্ধানকারী ও রোপক, এবং রক্তপিত্ত ও কাশরোগের শান্তিকারক।

অথ করীরঃ।

করীরঃ ক্রকরপত্রো গ্রন্থিলোমরুভূরুহঃ।
করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ।
দুর্ণামকফবাতামগরশোথব্রণপ্রণুৎ ॥

করীর।

করীরকে ক্রকরপত্র, গ্রন্থিল বা মরু-ভূরুহ বলে। করীর কটু, তিক্ত, স্বেদজনক, উষ্ণ, ভেদকারী এবং অজীর্ণ, কফ, বাত, আম, গর, শোথ ও ব্রণের শান্তিকারক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ সহোরা।

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ।
শাখোটো রক্তপিত্তার্শোবাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥

শাখোট।

শাখোটকে পীতফলক, ভূতাবাস বা খরচ্ছদ বলে। শাখোট রক্তপিত্ত, অর্শ, বাতশ্লেষ্মা ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

অথ বরুণঃ।

বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকঃ কুমারকঃ।
বরুণো পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্।
নিহন্তি গুল্মবাতাস্রকৃমীংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥

বরুণ।

বরুণকে বরণ, সেতু, কুমারক বা তিক্তশাক বলে। বরুণ অগ্নির উদ্দীপক, কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, লঘু, পিত্তজনক, ভেদকারী, শ্লেষ্মল, উষ্ণ এবং অশ্মরী, বায়ুরোগ, গুল্ম, বাত, রক্তজ-রোগ ও কৃমির শান্তিকারক।

অথ কটভী।

কটভী স্বাদুপুষ্পাস্যা মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।
কটভী তু প্রমেহার্শোনাড়ীব্রণবিষকৃমীন্।
হন্ত্যুষ্ণা কফকুষ্ঠঘ্নো কটুরুক্ষা চ কীর্ত্তিতা।
তৎফলং তুবরং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ॥

কটভী।

কটভীকে স্বাদুপুষ্পা, মধুরেণু বা কটম্ভর বলে। কটভী উষ্ণ, কটু, রুক্ষ এবং প্রমেহ, অর্শ, নাড়ীব্রণ, বিষ, কৃমি, কফ ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার ফল কষায় এবং কফঘ্ন ও শুক্রনাশক।

অথ মোক্ষঃ, পলাশবৎ পর্ব্বতবৃক্ষঃ।

মোক্ষস্তু মোক্ষকোঽপি স্যাদ্গোলোটো গোলি-হস্তথা।
ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ ক্ষারবৃক্ষো দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ॥
মোক্ষকঃ কটুকস্তিক্তো গ্রাহ্যুষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
বিষমেদোগুল্মকণ্ডূবস্তিরুক্কৃমিশুক্রনুৎ॥

মোক্ষ।

মোক্ষবৃক্ষ পলাশবৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ। উহাকে মোক্ষক, গোলোট, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, ও ক্ষারবৃক্ষ বলে। মোক্ষ দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ। মোক্ষ কটু, তিক্ত, গ্রাহী, শুক্রনাশক, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাত-নাশক এবং বিষ, মেদ, গুল্ম, কণ্ডূ, বস্তি-রোগ, ও কৃমিরোগের শান্তিকারক।

অথ জলশিরীষিকা।

শিরীষিকা টিণ্টিনিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরী বারিশিরীষিকা॥

জলশিরীষিকা।

জলশিরীষিকাকে টিণ্টিনিকা, দুর্ব্বলা, ও অম্বুশিরীষিকা বলে। জলশিরীষিকা ত্রিদোষঘ্ন এবং বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শ রোগের শান্তিকারক।

অথ শমী।

শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রীফলা শিবা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মী শমীরঃ সাল্পিকা স্মৃতা॥
শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ।
কফকাসভ্রমশ্বাসকুষ্ঠার্শঃকৃমিজিৎ স্মৃতা॥

শাঁইগাছ।

শাঁইগাছকে শক্তুফলা, শমী, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা, লক্ষ্মী, শমীর বা অল্পিকা বলে। শাঁই তিক্ত, কটু, শীতল, কষায়, বিরেচক, লঘু, এবং কফ, কাশ, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও কৃমির শান্তিকারক।

অথ ছাতিবন।

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ।
সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ।
দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ তুবরঃ সরঃ॥

সপ্তপর্ণী।

সপ্তপর্ণীকে বিশালত্বক্, শারদ বা বিষমচ্ছদ বলে। সপ্তপর্ণী দীপন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কষায়, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং ব্রণ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ, রক্তজপীড়া, শ্বাস, গুল্ম ও দেহস্থ কীটের শান্তিকারক।

অথ তিনিশঃ তিরিচ্ছ ইতি চ।

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রুর্ব্বঞ্জুলস্তথা।
তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্রমেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ।
তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডু কৃমিপ্রণুৎ॥

তিনিশ।

তিনিশকে স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু বা বঞ্জুল বলে। তিনিশ কষায় এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও কৃমি রোগের শান্তিকারক।

অথ ভুঁইসহা।

ভূমীসহো ধারদাতুর্ব্বরদাতুঃ খরচ্ছদঃ।
ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে বটাদিবর্গঃ।

ভূমীসহ।

ভূমীসহকে ধারদাতু, বরদাতু বা খরচ্ছদ বলে। ভূমীসহ শীতল ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে বটাদিবর্গ সমাপ্ত।

অথাম্রাদিফলবর্গঃ।

তত্রাদাবাম্রস্য নামানি গুণাশ্চ।

আম্রশ্চূতো রসালশ্চ সহকারোঽতিসৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥
আম্রপুষ্পমতীসারকফপিত্তপ্রমেহনুৎ।
অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্ গ্রাহি বাতলম্॥
আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।
তরুণন্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রজিৎ॥
আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেঽতি বিশোষিতম্।
অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ॥
পক্বন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্।
গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্।
কষায়ানুরসং বহ্নিশ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥
তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্।
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপনম্॥
আম্রং কৃত্রিমপক্বং যৎ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্।
রসস্যাম্লস্য হীনত্ত্বা মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ॥
চূষিতং তৎ পরং রুচ্যং বলবীর্য্যকরং লঘু।
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্বাতপিত্তহরং সরম্॥
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্ব্বাতহরঃ সরঃ।
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ॥
তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ।
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্॥
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্॥

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ
রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা
করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ॥

এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্লপরং ন তু।
মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ॥
শুণ্ঠ্যম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ॥

আম্রাদি ফলবর্গ।

প্রথমে আম্রের নাম ও গুণ বলা যাইতেছে। আম্রকে রসাল, চুত, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ, বা পিকবল্লভ বলে। আম্রের পুষ্প শীতল, রুচিজনক, গ্রাহী, বাতল এবং অতিসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, ও রক্তদোষের শান্তিকারক। কচি আম কষায়, ঈষৎ অম্লরস, রুচিকর, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, এবং তরুণ আম্র অতিশয় অম্ল, কফ ত্রিদোষ-নাশক ও রক্ত শুদ্ধিকারক। তরুণ আমের খোসা ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ককরিলে স্বাদু, কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট হয়। উহা ভেদ-কারী এবং কফ ও বাতের শান্তিকারক। পাকা আম মধুর, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, সুখপ্রদ, হৃদ্য, বর্ণজনক, পিত্তনাশক, গুরু, শীতল, বাতঘ্ন, ঈষৎ কষায়রস, অগ্নি-বর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক ও শুক্রোৎপাদক। উত্তম বৃক্ষপাক আম্র গুরু, অতিশয় বাতঘ্ন, কিঞ্চিৎ অম্লমধুর, এবং পিত্তের প্রকোপজনক। কৃত্রিমপক্ক আম্র অর্থাৎ জাকান আম পিত্তনাশক, তাহাতে অম্লরস বিশেষতঃ মধুর রস থাকে না। উষিত অর্থাৎ বাসি আম অতিশয় রুচিকর, বলকারী, বীর্য্য-জনক, লঘু, শীতল, লঘুপাক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক ও বাতপিত্তনাশক। আম্রের রস বলকারক, গুরু, বাতঘ্ন, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অহৃদ্য, অতিশয় তৃপ্তিজনক, বৃংহণ ও কফবর্দ্ধক। আম্রখণ্ড অতিশয় গুরু, রুচি-কর, গুরুপাক, মধুর, বীর্য্যজনক, বল-কারক, শীতল ও বাতনাশক এবং দুগ্ধাম্র গুরু, শীতল, রুচিকর, বৃংহণ, বৃষ্য, বল-কারক, বর্ণকারী, স্বাদু ও বাতপিত্তনাশক। অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তাময়, কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও নেত্ররোগ জন্মায়। অতএব অধিক আম্র ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এই নিষেধ অম্ল আম্রবিষয়ে জানিবে অম্লমধুর আম্রবিষয়ক নহে। কারণ অম্ল-মধুর আম্র নেত্রের পক্ষে হিতকর ও বহুবিধ গুণকারী। অধিক মাত্রায় আম্র ভক্ষণ করিলে তদ্দোষ নিবারণের জন্য শুণ্ঠী ও জল অথবা সচেল লবণ ও জীরক মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোন অপকার হয় না।

অথাম্রাবর্ত্তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
অম্বৎট ইতি লোকে।
আম্রাবর্ত্ত তৃষাচ্ছর্দ্দিবাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥

আমসত্ত্বের লক্ষণ ও গুণ।

পাকা আমের রস বাহির করিয়া এক খান বস্ত্রের উপর বিস্তারিত করত রৌদ্রে ক্ষণকাল শুষ্ক করিয়া লইলে তাহাকে আমসত্ত্ব বলে।

অথ কোহলি।

আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্যতীসারনাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥

আম্রবীজ।

আম্রবীজ কষায়, ঈষৎ অম্ল ও মধুর,

এবং ছর্দ্দি, অতিসার ও বুকজ্বালার শান্তি-কারক।

অথ নবপল্লবঃ।

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্।

নবপল্লব।

আমের পল্লব রুচিকর, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

অথ আম্রাতকঃ।

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ।
আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎসরম্॥
পক্বন্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্।
তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
গুরু বল্যং মরুৎপিত্তক্ষতদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

আম্রাতক।

আম্রাতককে পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন বলে। আম্রাতক অম্ল, বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণ, রুচিকর ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক। পক্ব আম্রাতক কষায়, রসে ও পাকে স্বাদু, শীতল, তৃপ্তিজনক, শ্লেষ্মল, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অথ রাজাম্রঃ।

রাজাম্রষ্টঙ্ক আম্রাতঃ কামাঙ্গো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রস্তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু।
গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্মবাতকৃৎকফপিত্তনুৎ॥

রাজাম্র।

রাজাম্রকে টঙ্ক, আম্রাত, কাম্র ও রাজপুত্র বলে। রাজাম্র কষায়, স্বাদু, বিশদ, শীতল, গুরু, গ্রাহী, রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিবন্ধ, আধ্মান ও বাতের উৎপাদক।

অথ কোশাম্রঃ কোশাম্র ইতি চ।

কোশাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ কৃমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ।
কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্রপিত্তব্রণকফাপহঃ॥
তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্বন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ।

কোশাম্র।

কোশাম্রকে ক্ষুদ্রাম্র, কৃমিবৃক্ষ বা সুকোশক বলে। কোশাম্র কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফের শান্তিকারক। উহার ফল গ্রাহী, বাতঘ্ন, অম্ল, উষ্ণ, গুরু ও পিত্তজনক এবং পাকিলে দীপন, রুচিকর, লঘু, উষ্ণ, কফঘ্ন ও বাতনাশক হয়।

অথ পনসঃ।

পনসঃ কণ্টকিফলং পনসোঽতিবৃহৎফলঃ।
পনসং শীতলং পক্বং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্।
তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্॥
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলন্তুবরং গুরু।
দাহকৃৎ মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্॥
পনসোদ্ভূতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ।
গুরূণি বদ্ধবর্চ্চাংসি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ॥

অন্যচ্চ।

মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যঃ গুল্মিভির্ম্মন্দবহ্নিভিঃ॥

পনস (কাঁটাল)।

কাঁটাল অতি বৃহৎফল। উহাকে পনস

বা কণ্টকিফল বলে। পক্ব কাঁটাল শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, তৃপ্তিজনক, বৃংহণ, স্বাদু, মাংসল, অতিশয় শ্লেষ্মাজনক, বলকারক, শুক্রজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণের শান্তিকারক। অপক্ব কাঁটাল বিষ্টম্ভী, বাতজনক, কষায়, গুরু, দাহজনক, মধুর, বলকারক এবং কফ ও মেদের বর্দ্ধনকারী। কাঁটালের বীজ বৃষ্য, মধুর, গুরু, মলাবরোধক এবং মূত্রকারক। কাঁটালের মজ্জা বৃষ্য, কফঘ্ন, এবং বাত ও পিত্তের নাশকারী। গুল্মরোগী ও অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে কাঁটাল নিষিদ্ধ।

অথ লকুচঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লকুচো ডহু ইত্যপি।
আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃত্তথা॥
মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয়রক্তহৃৎ।
শুক্রাগ্নিনাশনং চাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্॥
সুপক্বন্তু মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তহৃৎ।
কফবহ্নিকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ॥

লকুচ (ডেহুয়া)।

ডেহুয়াকে ক্ষুদ্রপনস, লকুচ বা ডহু বলে। অপক্ব ডেহুয়া উষ্ণ, গুরু, বিষ্টম্ভকারী, মধুর, অম্ল, ত্রিদোষঘ্ন, রক্তপরিষ্কারক, শুক্রনাশক, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং নেত্রের পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু সুপক্ব ডেহুয়া অম্লমধুর, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, কফজনক, আগ্নেয়, রুচিকর, বৃষ্য ও বিষ্টম্ভকারী।

অথ কদলী।

কদলী বারণাবুসারম্ভা মোচাংশুমৎফলা।
মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফকৃদ্ গুরু।
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃট্দাহক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ।
পক্বং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥

মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণাস্তেঽধিকা ভবন্তি
নির্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্॥

কদলী ফল।

কদলীকে বারণ, রম্ভা, অম্বুসা মোচা, ও অংশুমৎফলা বলে। কদলীফল স্বাদু, শীতল, বিষ্টম্ভকারক, কফজনক, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুরোগের শান্তিকারক। পক্ব কদলী শীতল, রসে ও পাকে স্বাদু, বৃষ্য, বৃংহণ, রুচিকর, মাংসজনক এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা মেহ ও নেত্ররোগের শান্তিকারী। মানিক্য, মর্ত্তমান্, অমৃতমান্ ও চাঁপা প্রভৃতি বহুবিধ কদলী জাতির নির্দ্দোষতা লঘুতা প্রভৃতি অনেক গুণ উক্ত আছে।

অথ চির্ভিটং।

চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্।
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্বং তূষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥

চির্ভিট (কাঁকুড়)।

চির্ভিটকে ধেনুদুগ্ধ বা গোরক্ষকর্কটী বলে। অপক্ব চির্ভিট মধুর, রুক্ষ, গুরু, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, অনুষ্ণ, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী এবং পক্ব চির্ভিট উষ্ণ ও পিত্তজনক।

অথ নারিকেলঃ।

নারিকেরো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেরফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

বিশেষতঃ কোমলনারিকেরং
নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি
বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্ভিঃ॥

তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরম্পরম্॥
নালিকেরস্য তালস্য খর্জ্জুরস্য শিরাংসি তু।
কষায়স্নিগ্ধমধুরবৃংহণানি গুরূণি চ।

নারিকেল।

নারিকেলকে দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ বা সদাফল বলে। নারিকেল ফল শীতল, দুর্জ্জর, বস্তিশুদ্ধিকারী, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, বলকারক এবং বাত, রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকারক। বৈদ্যগণের মতে কোমল নারিকেল দোষঘ্ন, এবং পিত্তজ্বর ও পিত্তদোষের বিশেষ শান্তিকারক। কিন্তু জীর্ণ হইলে উহা পিত্তকারী, বিদাহজনক, গুরু ও বিষ্টম্ভী হয়। উহার জল শীতল, তৃপ্তিজনক, দীপন, শুক্রল, লঘু, অত্যন্ত বস্তিশোধনকারী, স্বাদু, এবং পিপাসা ও পিত্তের শান্তিকারক। নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুরের মাতা (মাথি) কষায়, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ ও গুরু।

অথ কালিন্দং তরমুজ ইতি লোকে।

কালিন্দকৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিন্দং গ্রাহি দৃক্‌পিত্তশুক্রঘ্নশীতলং গুরু।
পক্বন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥

তরমুজ।

তরমুজকে কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ বা সুবর্ত্তুল বলে। কাঁচা তরমুজ গ্রাহী, শীতল, গুরু, পিত্তঘ্ন, শুক্রনাশক ও দৃষ্টির পক্ষে হিতকর নহে। পাকা তরমুজ উষ্ণ, সক্ষার, পিত্তজনক, কফঘ্ন ও বাতনাশক।

অথ খর্ব্বূজা।

দশাঙ্গুলন্তু খর্ব্বুজং কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
খর্ব্বূজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু।
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যম্পিত্তানিলাপহম্॥
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসান্তবেৎ।
রক্তপিত্তকরন্তত্তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরম্পরম্॥

খরবূজ।

খর্ব্বূজকে দশাঙ্গুল বলিয়া থাকে। এক্ষণে উহার গুণ বলা যাইতেছে। খরবূজ মূত্রল, বলকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, গুরু, স্নিগ্ধ, স্বাদুতর, শীতল, বৃষ্য, পিত্তঘ্ন ও বায়ুনাশক। যে খরবূজ অম্লমধুর ও সক্ষার তাহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে।

অথ লঘুখীরা বালখীরা।

ত্রপুসং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্।
ত্রপুসং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্‌ক্লমদাহজিৎ॥

স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরম্পরম্।
তৎপক্বমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ।
তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ॥

লঘু খীরা বা সসা।

ছোট সসাকে ত্রপুস, কণ্টকিফল, সুধাবাস বা সুশীতল বলে। উহা নীলবর্ণ এবং নূতন হইলে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও দাহ নিবারণ করে। উহা স্বাদু, পিত্তনাশক, শীতল এবং রক্তপিত্তের বিশেষ শান্তিকারক। পাকা সসা অম্লরস, উষ্ণ, পিত্তজনক, কফঘ্ন ও বাতনাশক। সসার বীজ মূত্রজনক, শীতল, রুক্ষ, রক্তপিত্ত ও কৃচ্ছ্র-রোগের শান্তিকারক।

অথ সুপারি।

ঘোণ্টাঃ পূগী চ পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু।
ফলম্পূগীফলম্প্রোক্ত মুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্॥
পূগঙ্গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ঙ্কফপিত্তজিৎ।
মোহনন্দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥
আর্দ্রং তদ্গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যন্তদুত্তমম্॥

সুপারি।

সুপারিকে ঘোণ্টা, পূগী, পূগ, গুবাক বা ক্রমুক এবং উহার ফলকে পূগীফল বা উদ্বেগ বলে। সুপারি গুরু, শীতল, রুক্ষ, কষায়, মোহজনক, দীপন, রুচিকর, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং মুখশোষ নিবারণ করে। ভিজা সুপারি গুরু, অগ্নিমান্দ্যজনক, দৃষ্টিনাশক ও অভিষ্যন্দী, শুষ্ক সুপারি ত্রিদোষনাশক এবং যে সুপারির অভ্যন্তর ভাগ দৃঢ় তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ তালঃ।

তালস্তু লেখপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ।
পক্বং তালফলম্পিত্তরক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরম্বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দশুক্রদম্॥
তালমজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ।
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ॥
'তালমজ্জা' তালফলবীজমজ্জা।
তালজন্তরুণন্তোয়মতীবমাদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতন্তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষহৃৎ॥

তাল।

তালকে লেখপত্র, তৃণরাজ বা মহোন্নত বলে। পাকা তাল রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধনকারী, দুর্জ্জর এবং বহুমূত্র, তন্দ্রা, অভিষ্যন্দ ও শুক্রের উৎপাদক। তরুণ তালের মজ্জা কিঞ্চিৎমত্ততাজনক, লঘু, শ্লেষ্মাজনক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নেহময়, মধুর ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক। তালের মজ্জা বলাতে তালফলের বীজের মজ্জা বুঝিতে হইবে। কচি তালের নূতন রস অত্যন্ত মত্ততাজনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অম্লীভূত হইলে উহা পিত্তজনক, এবং বাতহারী হয়।

অথ বেলঃ।

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি।
বালং বিল্বফলং বিল্বকর্কটী বিল্বপেষিকা।
গ্রাহিণী কফবাতামশূলঘ্নী বিল্বপেষিকা॥
অন্যচ্চ।
বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনম্পাচনঙ্কটু।
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্॥
পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাৎ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥

ফলেষু পরিপক্কং যদ্যদ্ববত্তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্।

বেল।

বেলকে শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল বলে। কচি বেলকে বিল্বকর্কটী বা বিল্বপেষিকা বলে। বিল্বপেষিকা গ্রাহিণী, কফঘ্ন এবং বাত, আম ও শূলরোগের শান্তিকারক। গ্রন্থান্তরের মতে কচি বেল গ্রাহী, দীপন, পাচক, কটু, কষায়, উষ্ণ, লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, বাতনাশক ও কফঘ্ন। পাকা বেল গুরু, ত্রিদোষজনক, দুর্জ্জর, বায়ুর প্রকোপজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারী, মধুর ও অগ্নিমান্দ্যজনক। পরিপক্ক হইলে বিল্ব ভিন্ন আর আর সকল ফলই প্রায় গুণকারী হয়। কিন্তু বিল্বফলের সেরূপ নহে; কারণ অপক্ক বিল্বেরই গুণ অধিক। দ্রাক্ষা, বিল্ব, হরীতকী প্রভৃতি কতকগুলি ফল শুষ্ক হইলেই অধিকতর গুণকারী হয়।

অথ কপিত্থ।

কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ।
কপিপ্রিয়ো দধিফল স্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥
কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্।
পক্কং গুরু তৃষাহিক্কাশমনং বাতপিত্তজিৎ।
স্বাদ্বম্লন্তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্॥

কয়েত বেল।

কয়েত বেলকে কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ বলে। কাঁচা কয়েত বেল সংগ্রাহী, কষায়, লঘু ও লেখন এবং পাকা কয়েত বেল স্বাদু, গুরু, অম্ল কষায়রস, কণ্ঠশোধনকারী, গ্রাহী, দুর্জ্জর এবং তৃষ্ণা, হিক্কা, বাত ও পিত্তের শান্তিকারক।

অথ নারঙ্গঃ।

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাত্ত্বক্‌সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ।
নারঙ্গো মধুরাম্লঃ স্যাদ্রোচনং-বাতনাশনম্।
অপরস্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্॥

নারঙ্গ ফল।

নারঙ্গকে নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয় বলে। অম্লমধুর নারঙ্গ রুচিকর, বাতনাশক এবং অম্ল নারঙ্গ অতিশয় উষ্ণ, দুর্জ্জর, বাতনাশক ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক।

অথ তেন্দুঃ।

তিন্দুকঃ স্ফূর্জ্যকঃ কালস্কন্ধশ্চাসিতকারকঃ।
স্যাদামতিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু।
পক্কং পিত্তপ্রমেহাস্রশ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরু॥

তিন্দুক।

তিন্দুককে স্ফূর্জ্যক, কালস্কন্ধ বা অসিতকারক বলে। অপক্ক তিন্দুক গ্রাহী, বাতল, শীতল ও লঘু এবং পক্ক তিন্দুক মধুর, গুরু, এবং পিত্ত, প্রমেহ, রক্তজ রোগ ও শ্লেষ্মের শান্তিকারক।

অথ কুপীলুঃ তিন্দুকভেদঃ।

যস্য ফলং কুচিলা ইতি লোকে মধুরতেন্দু ইতি চ।
তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ॥

কুপীলুঃ কুলকঃ কাল তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ।
কাকেন্দু র্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ।
কুপীলুঃ শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্।

কুপীলু (তিন্দুক বিশেষ)।

এক প্রকার তিন্দুক আছে যাহাকে কুলক, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু, মর্কটতিন্দুক বা কাল-পিলুক বলে। উহার ফলকে লোকে কঁচলে বা মধুরতিন্দুক বলে। কুপীলু শীতল, তিক্ত, বাতল, মদকারী, লঘু, গ্রাহী এবং কফ, ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক। উহা ব্যথার পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অথ ফলেন্দ্রা।

ফলেন্দ্রা কথিতানন্দো রাজজম্বূর্ম্মহাফলা।
তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বূরপি স্মৃতা।
রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥

রাজজম্বু।

রাজজম্বুকে ফলেন্দ্রা, আনন্দ, মহাফলা, সুরভিপত্রা বা মহাজম্বু বলে। রাজজম্বুফল স্বাদু, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রোচক।

অথ জামুনী নদীজামুনী।

ক্ষুদ্রোজম্বূঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা।
জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

ক্ষুদ্রজম্বু বা জলজম্বু।

ক্ষুদ্রজম্বুকে সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী বা জলজম্বুকা বলে। জম্বু সংগ্রাহিণী, রুক্ষ, এবং কফ, রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকারক।

অথ বদরং।

পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধু র্বদরী কোলমিত্যপি।
ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরঞ্চ তৎ।
অজাপ্রিয়া কুহা কোলি বিষমোভয়কণ্টকঃ॥

কুল।

কুল তিন প্রকার কর্কন্ধু, কোল এবং সৌবীর। সৌবীরকে ফেনিল, ঘোণ্টা, বদর, অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলী, বিষম বা উভয়কণ্টকা বলে। কর্কন্ধুশব্দ পুং-লিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

তত্র বদরবিশেষাণাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

পচ্যমানসুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ।
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্।
বৃংহণম্পিত্তদাহাস্রক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্।
সৌবীরাল্লঘু সম্পক্কং মধুরং কোলমুচ্যতে।
কোলন্তু বদরং দাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতজিৎ।
কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্॥
কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ।
অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্॥
স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতং।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘুতৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ॥

ভিন্ন ভিন্ন কুলের লক্ষণ ও গুণ।

বড় কুলকে সৌবীর বা নারিকেল কুল বলে। পক্ক সৌবীর মধুর, শীতল, ভেদী, গুরু, শুক্রল, বৃংহণ এবং পিত্ত, দাহ,

রক্তজরোগ, ক্ষয়, ও তৃষ্ণার শান্তিকারক। কোলনামক কুল সৌবীর অপেক্ষা লঘু, এবং পাকিলে মধুর হয়। কোল গ্রাহী, রুচিকর, উষ্ণ, বাতঘ্ন, কফজনক, পিত্তকারী, গুরু ও সারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্রবদরকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্কন্ধু বলেন। ক্ষুদ্র বদর অম্ল, কষায়, মধুর, উপাদেয়, স্নিগ্ধ, গুরু, তিক্ত এবং বাত ও পিত্তের শান্তিকারক। সকল প্রকার বদরই শুষ্ক হইলে ভেদী, আগ্নেয়, লঘু, এবং তৃষ্ণা, ক্লম ও রক্তজ-রোগ নাশ করে।

অথ পনি অম্বরা।

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতং।
প্রাচীনামলকং দোষত্রয়জিদ্ জ্বরঘাতি চ॥

পানি আমলা।

প্রাচীন আমলককে লোকে পানীয়ামলক বা পানি আমলা বলে। প্রাচীনামলক ত্রিদোষঘ্ন ও জ্বরনাশক।

অথ লবলী।

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীফলমস্রার্শঃকফপিত্তহরং গুরু।
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লতুবরং রসে॥

লবলী (নোড়)।

লবলীকে সুগন্ধমূলা, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা বলে। লবলীফল বিশদ, রোচন, রুক্ষ, অম্লমধুর, রসে কষায়, গুরু এবং পাতরিরোগ অর্শ, কফ ও পিত্তরোগের শান্তিকারক।

অথ করৌন্দা করৌন্দী।

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা।
তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা॥
করমর্দ্দদ্বয়ং ত্বামমম্লং গুরু তৃষাহরং।
উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদং।
তৎপক্কং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ॥

করমচা।

করমচা দুইপ্রকার। বৃহৎফল ও ক্ষুদ্রফল। বৃহৎফল করমচাকে করমর্দ্দ, সুষেণ বা কৃষ্ণ পাকফল এবং ক্ষুদ্রফল করমচাকে করমর্দ্দিকা বলে। কাঁচা করমচা অম্লরস, গুরু, উষ্ণ, রুচিকর, রক্তপিত্তজনক, কফপ্রদ ও তৃষ্ণাপহারক। পাকাকরমচা মধুর, রুচিকর, লঘু, পিত্তঘ্ন, ও বায়ুনাশক।

অথ পিয়ালঃ, চিরৌঞ্জী।

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ।
রাজাদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্দ্ধনুষ্পটঃ॥
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্ন স্তৎফলং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্তদাহজ্বরতৃষাপহং॥
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ॥

পিয়াল।

পিয়ালকে খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট বলে। পিয়াল পিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রক্তজরোগের শান্তিকারক। উহার ফল মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং বাতপিত্ত, দাহজ্বর, ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

উহার মজ্জা মধুর, বৃষ্য, হৃদ্য, অতিশয় দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, আমবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ ক্ষীরা।

রাজাদনং ফলাধ্যক্ষো রাজন্যা ক্ষীরিকাপি চ।
ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু।
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তিক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

ক্ষীরিকা।

ক্ষীরিকাকে রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ ও রাজন্যা বলে। ক্ষীরিকার ফল বৃষ্য, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, ত্রিদোষঘ্ন এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয় ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ কণ্টাই।

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।
বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ॥

বিকঙ্কত।

বিকঙ্কতকে স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী বা ব্যাঘ্রপাত বলে। বিকঙ্কতের ফল পাকিলে মধুর ও ত্রিদোষনাশক হয়।

অথ পদ্মবীজং।

পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু।
বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রূক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরং।
কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ।

পদ্মবীজ।

পদ্মবীজকে পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটী বলে। পদ্মবীজ শীতল, স্বাদু, কষায়, তিক্ত, গুরু, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক, কফজনক, বাতকারী, বলকারক, গ্রাহী এবং রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকারক।

অথ মখান্ন।

মখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি।
মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥

মাখানা।

মাখানাকে মখান্ন, পদ্মবীজা বা পানীয় ফল বলে। মখান্ন পদ্মবীজের তুল্য গুণকারী জানিবে।

অথ সিংহাড়া।

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি।
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কং।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পানিফল।

পানিফলকে শৃঙ্গাটক, জলফল বা ত্রিকোণফল বলে। পানিফল শীতল, স্বাদু, গুরু, বৃষ্য, কষায়, গ্রাহী, বায়ু, শ্লেষ্মা, ও শুক্রের উৎপাদক এবং রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকারক।

অথ বেরা।

উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্।
ভবেৎ কুমুদতীবীজং স্বাদু রূক্ষং হিমং গুরু।

কুমুদবীজ।

কুমুদবীজকে পণ্ডিতগণ কৈরবিণীফল ও বলে। কুমুদবীজ স্বাদু, রুক্ষ, শীতল ও গুরু।

অথ মহুয়া বনমহুয়া।

মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুবৃক্ষো মধুস্রবঃ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজে তু মধূলকঃ॥
মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণং।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনং॥
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্রদাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্॥

মৌও ও বনমৌও।

মৌওকে মধূক, গুড়পুষ্প, মধুবৃক্ষ, মধুস্রব, বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল এবং জলজ মধূককে মধূলক বলে। মৌওর ফুল মধুর, শীতল, গুরু, বৃংহণ, বলকারক, শুক্রজনক, বাতঘ্ন, ও পিত্তনাশক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উহার ফল শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রল, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, অহৃদ্য এবং তৃষ্ণা, রক্তজরোগ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ ফল্গুসা।

পরূষকস্তু পরুষমল্পাস্থি চ পরাপরং।
পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু॥
তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণং।
হৃদ্যং তৃট্‌পিত্তদাহাস্রজ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ॥

ফলসা।

ফলসাকে পরূষক, পরুষ, অল্পাস্থি বা পরাপর বলে। কাঁচা ফলসা কষায়, অম্ল, পিত্তজনক ও লঘু এবং পাকা ফলসা পাকে মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, হৃদ্য এবং তৃষ্ণা পিত্ত, দাহ, রক্তজরোগ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুরোগের শান্তিকারক।

অথ তূদঃ।

তূদঃ স্থূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ।
তূদং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহং।
তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ॥

তুঁতবৃক্ষ।

তুঁতবৃক্ষকে স্থূল, পূগ, ক্রমুক বা ব্রহ্মদারু বলে। পাকা তুঁত গুরু, স্বাদু, শীতল, পিত্তনাশক ও বায়ুর শান্তিকারক এবং কাঁচা তুঁত গুরু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অম্ল, উষ্ণ ও রক্তপিত্তজনক।

অথ আনারঃ।

দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ।
তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকং॥
তত্তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড্‌দাহজ্বরনাশনং।
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহং।
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহং॥

দাড়িম।

দাড়িমকে করক, দন্তবীজ বা লোহিতপুষ্প বলে। উহার তিন প্রকার ফল হইয়া থাকে। কোনটা বা মধুর, কোনটা অম্লমধুর এবং কোনটা বা কেবল অম্ল। মধুররসবিশিষ্ট দাড়িম ত্রিদোষঘ্ন, ঈষৎ কষায়রস, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক,

শুক্রল, লঘু, মেধাজনক, বলকারী, এবং হৃৎপীড়া, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগের শান্তিকারক। অম্লমধুর দাড়িম দীপন, রুচিকর, ঈষৎপিত্তকারী ও লঘু এবং অম্লরস দাড়িম অম্ল, পিত্ত-জনক, কফঘ্ন ও বাতনাশক।

অথ বহুবারঃ।

বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ।
শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ॥
বহুবারো বিষস্ফোটব্রণবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
মধুর স্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ॥
ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ।
তৎ পক্কং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু॥

বহুবার।

বহুবারকে শীত, উদ্দালক, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষ বলে। বহুবার মধুর, কষায়, তিক্ত, কেশের পক্ষে হিতকর, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং বিস্ফোটক, ব্রণ, বিসর্প ও কুষ্ঠ-রোগের শান্তিকারক। উহার ফল কাঁচা থাকিলে বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, পিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রক্তজরোগের শান্তিকারক এবং পাকিলে মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মল, শীতল ও গুরু হয়।

অথ কতকং।

পয়ঃপ্রসাদি কতকফলং কান্তকলঞ্চ তৎ।
কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরং।
বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।

কতক।

কতকবৃক্ষকে কত, কান্ত বা পয়ঃ—প্রসাদি বলে। কতকফল নেত্রের পক্ষে হিতকর, জলপরিষ্কারক, শীতল, মধুর, কষায়, গুরু ও বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

অথ দ্রাক্ষা।

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা॥
দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্॥
কোষ্ঠমারুতকৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাসবাতবাতাস্রকামলাঃ॥
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসংমোহদাহশোষমদাত্যয়ান্।
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ।
বৃষ্যা স্যাদ্ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ॥
'গোস্তনী' মুনক্কা ইতি লোকে।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ।
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বী সাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ।
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা॥
'অবীজা'। ইষবীজা। কিসিমিস ইতি লোকে। 'পর্ব্বতজা' পাহারী ইতি লোকে। 'করমর্দ্দিকা' করৌদী ইতি লোকে।

দ্রাক্ষা।

দ্রাক্ষাকে স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী বলে। পাকা দ্রাক্ষা-ফল শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, শীতল, চক্ষুষ্য বৃংহণ, গুরু, রসে ও পাকে স্বাদু, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, কষায়, কোষ্ঠাভ্যন্তরস্থ, বায়ুজনক, মল ও মূত্রের উৎপাদক, বৃষ্য, কফজনক, রুচিকর, পুষ্টিকারক এবং তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, কৃচ্ছ্র,

রক্তপিত্ত, সম্মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয়ের শান্তিকারক। কাঁচা দ্রাক্ষা পাকা অপেক্ষা হীনগুণ। উহা অম্ল গুরু, ও রক্তপিত্তের উৎপাদক। গোস্তনী নামক দ্রাক্ষাকে লোকে মনক্কা বলে। উহা বৃষ্য, গুরু, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। অবীজা নামক দ্রাক্ষাকে কিস্‌মিস্ বলে। উহার বীজ অল্প ও আকার ছোট, কিন্তু গুণ মনক্কার ন্যায়। পর্ব্বতজাত দ্রাক্ষা লঘু, অম্লরসবিশিষ্ট, শ্লেষ্মাজনক ও অম্লপিত্তকারী। পর্ব্বতজাত দ্রাক্ষার যেরূপ গুণ করমর্দ্দিকার ও গুণ তদ্রূপ জানিবে। পর্ব্বতজাত দ্রাক্ষাকে লোকে পাহাড়ী এবং করমর্দ্দিকাকে হিন্দীতে করোদী বলে।

অথ ক্ষুদ্রখর্জ্জূরী, পিণ্ডখর্জ্জূরী, ছোহারা।

ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা।
তথা স্কন্ধফলা কাককর্কটী স্বাদুমস্তকা॥
পিণ্ডখর্জ্জূরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ।
খর্জ্জূরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্ত্যতে।
খর্জ্জূরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু।
তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ্বল্যং বান্তিবাতকফাপহম্।
জ্বরাতিসারক্ষুত্তৃষ্ণাকাসশ্বাসনিবারকম্॥
মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্তমদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।
মহতীভ্যাং গুণৈরল্পা স্বল্পাখর্জ্জূরিকা স্মৃতা॥
খর্জ্জূরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ॥

ক্ষুদ্র খর্জ্জূর, পিণ্ডখর্জ্জূর ও ছোহারা।

ক্ষুদ্রখর্জ্জূরকে ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী বা স্বাদুমস্তকা বলে। এতদ্ভিন্ন আরও দুই প্রকার খর্জ্জূর আছে। উভয়েই পশ্চিম দেশে জন্মে। তন্মধ্যে একটিকে পিণ্ড-খর্জ্জুর এবং অপরটিকে লোকে ছোয়ারা বলে। ছোয়ারার আকার মনক্কার ন্যায়। ছোয়ারা পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, কোন দ্বীপ হইতে এদেশে আনীত হয়। তিন প্রকার খর্জ্জূরই শীতল, রসে ও পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদ্য, গুরু, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রজনক, বলকারক, কফঘ্ন, বাতনাশক, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠস্থিতবায়ু, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাশ, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বায়ু, পিত্ত ও মদ্যজাতরোগের শান্তিকারক। এই দুই প্রকার খর্জ্জূর অপেক্ষা ক্ষুদ্র খর্জ্জূর হীনগুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। খর্জ্জূরবৃক্ষের রস মাদক, পিত্তকারী, রুচিকর, দীপন, বলকারক, শুক্রোৎপাদক এবং বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

অথ পিণ্ডখর্জ্জূরীভেদঃ সুনেপালী।

সুনেপালী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা।
সুনেপালী শ্রমভ্রান্তিদাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তহৃৎ॥

সুনেপালী।

সুনেপালী এক প্রকার পিণ্ডখর্জ্জূরবিশেষ। উহাকে মৃদুলা বা দলহীনফলা বলে। সুনেপালী শ্রম, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ বাদামঃ।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্॥

বাদাম।

বাদামকে বাতাদ, বাতবৈরী বা নেত্রোপম ফল বলে। বাদাম উষ্ণ, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রজনক ও গুরু। উহার মজ্জা মধুর, বৃষ্য, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফজনক এবং রক্তপিত্ত ও বিকারী রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

অথ সেউ।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্ গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ॥

সেউ ফল।

সেউফল এক পল পরিমিত বদরের ন্যায়। উহাকে সেব বা সিবিতিকা ফল বলে। সেউফল বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, বৃংহণ, কফজনক গুরু, রসে ও পাকে মধুর, শীতল, রুচিকর ও শুক্রজনক।

অথামৃতফলম্।

যৎ বদক্সানকাবিলপ্রভৃতিষু
দেশেষু নাসপাতীতি প্রসিদ্ধং।
অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্ হরেৎ দোষান্।
দেশেষু মুদগলানাঞ্চ বহুলস্তজ্জাতে লোকৈঃ।

অমৃতফল।

অমৃতফল বদক্সান্, কাবুল প্রভৃতি দেশে নাসপাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অমৃতফল লঘু, বৃষ্য, সুস্বাদু ও ত্রিদোষঘ্ন। মুদ্গলের দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

অথ পীলুঃ।

পীলুর্গুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলুঃ শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎপীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ॥

পীলু।

পীলুকে গুড়ফল, স্রংসী বা শীতফল বলে। পীলু শ্লেষ্মঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তল, ভেদী ও গুল্মঘ্ন। যে পীলু স্বাদু ও তিক্ত তাহা অতিশয় উষ্ণ নহে এবং গুল্ম ও বাতাদি দোষের শান্তিকারক।

অথ অখ্রোটপীলুঃ।

পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
অক্ষোটকোঽপি বাতামসদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ॥

আখরোট।

পর্ব্বতজাত পীলুকে অক্ষোট, আখরোট বা কর্পরাল বলে। আখরোট বাদামের ন্যায় এবং কফজনক ও পিত্তকারী।

অথ বিজৌরা।

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয়শোধকম্।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥

টাবা লেবু।

টাবালেবুকে বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, রুচক বা ফলপুরক বলে। টাবালেবু স্বাদু, রসে অম্ল, দীপন, লঘু, কণ্ঠ, জিহ্বা, ও হৃদয়ের শোধনকারী, হৃদ্য এবং শ্বাস, কাশ, অরুচি ও তৃষ্ণার শান্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ বীজৌরভেদঃ মধুরকাকরি।

বীজপুরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাসকাসহিক্কাভ্রমাপহা॥

মধু কাঁকড়ি।

আর এক প্রকার বীজপুর আছে যাহাকে মধুর, মধুকর্কটী বা মধুকাকঁড়ি বলে। মধুকাঁকড়ি স্বাদু, রোচন, শীতল, গুরু, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রমের অপহারক।

অথ জম্বীরীদ্বয়ম্।

স্যাজ্জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভজম্ভীরজম্ভলাঃ।
জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ॥
শূলকাসকফোৎক্লেশছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ।
আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যকৃমীন্ হরেৎ।
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাছর্দ্দিনিবারণী॥

জম্বীর ও স্বল্প জম্বীর।

জম্বীরকে দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভলা বা গোঁড়ালেবু বলে। জম্বীর উষ্ণ, গুরু, অম্লরস এবং বাতশ্লেষ্ম, বিবন্ধ, শূল, কাশ, কফ, উৎক্লেশ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখশোষ, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, ও কৃমিরোগের শান্তিকারক। স্বল্পজম্বীর জম্বীরের ন্যায় তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি নিবারণ করে।

অথ নীম্বুঃ।

নিম্বূঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বূকমপি কীর্ত্তিতম্।
নিম্বূকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
অন্যচ্চ।
নিম্বূকং কৃমিসমূহনাশনস্তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহম্।
বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনম্পরম্॥

ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-
নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাং।
গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং
বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

কাগজী লেবু।

কাগজী লেবুকে নিম্বূ, নিম্বুক বা নিম্বূক বলে। নিম্বূশব্দ ত্রিলিঙ্গ এবং নিম্বুকশব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কাগজী লেবু অম্লরস, বাতঘ্ন, দীপন, পাচন ও লঘু। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে কাগজী লেবু অম্লরস, কৃমিসমূহের নাশকারী, তীক্ষ্ণ, নষ্টরুচি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত রুচিকর, উদর ও গ্রহদোষের শান্তিকারক এবং বাতপিত্ত, কফ ও শূলরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকারী। মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে সকল ব্যক্তি বাতাদি দোষ, অগ্নিমান্দ্য, ও বাতরোগে নিপীড়িত অথবা যাহারা বিষে বিহ্বল হইয়া পড়ে তাহাদিগের পক্ষে এবং গলগ্রহ কোষ্ঠবদ্ধতা ও বিসূচিকা রোগে কাগজী লেবু বিশেষ উপকারী।

অথ মিষ্টনিম্বূঃ।

মিষ্টনিম্বূফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচিতৃষাছর্দ্দিহরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্॥

মিষ্ট নিম্বূ ফল।

মিষ্ট নিম্বুফল স্বাদু, গুরু, বলকারক, বৃংহণ, বিষঘ্ন, কফনাশক এবং বাতপিত্ত, গর, রক্তজরোগ, শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা ও ছর্দ্দির শান্তিকারক।

অথ কর্ম্মরঙ্গং।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ।

কর্ম্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গা।

কামরাঙ্গা শীতল, গ্রাহী অম্লমধুর, কফঘ্ন ও বাতনাশক।

অথ অম্লিকা।

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী কাচতিন্তিড়ী।
অম্লিকাম্লা গুরুর্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্বা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

তেঁতুল।

তেঁতুলকে অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী বা কাচতিন্তিড়ী বলে। কাঁচা তেঁতুল অম্লরস, গুরু, বাতহারী, পিত্তজনক, কফকারী ও রক্তজরোগের উৎপাদক এবং পাকা তেঁতুল দীপন, রুক্ষ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, উষ্ণ, কফঘ্ন ও বাতনাশক।

অথাম্লবেতসঃ।

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রভিৎ।
অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥
হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলোহিতদূষণং।
রুক্ষং বিন্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্॥
হিক্কানাহারুচিশ্বাসকাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ।
কফবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ।
চণকাম্লগুণঃ জ্ঞেয়ঃ লোহসূচীদ্রবত্বকৃৎ॥

অম্লবেতস।

অম্লবেতসকে চুক্র, শতবেধি বা সহস্রভিৎ বলে। অম্লবেতস অতিশয় অম্ল, ভেদন, লঘু, দীপন, পিত্ত ও রক্তের দোষজনক, কফ, মল ও মূত্রের দোষঘ্ন, এবং হৃৎপীড়া, শূল, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফ ও বাতরোগের শান্তিকারক। ইহাতে ছাগমাংস দ্রবীভূত হয় এবং চণক লবণের ন্যায় উহা লৌহ-সূচীকেও দ্রবীভূত করে।

অথ বৃক্ষাম্লং।

বৃক্ষাম্লন্তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্।
পক্বন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকষায়ং লঘু।
অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ।
তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্মশূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ॥

বৃক্ষাম্ল।

বৃক্ষাম্লকে তিন্তিড়ীক, চুক্র বা অম্ল-বৃক্ষক বলে। কাঁচা বৃক্ষাম্ল অম্লরস, উষ্ণ, বাতঘ্ন, কফজনক, পিত্তকারী এবং পক্ব-বৃক্ষাম্ল গুরু, সংগ্রাহী, কটু, কষায়, লঘু,

অম্লরস, উষ্ণ, রোচন, রুক্ষ, দীপন, কফ-জনক, বাতকারী এবং তৃষ্ণা, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃৎপীড়া ও দেহস্থ কীটের শান্তিকারক।

অথ চতুরম্লপঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্।

অম্লবেতসবৃক্ষাম্লবৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ।
চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ।

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্লের লক্ষণ।

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, গোঁড়ালেবু ও কাগজিলেবু এই চারি প্রকার অম্লদ্রব্যকে চতুরম্ল এবং ইহাতে টাঁবালেবু সংযুক্ত করিলেই পঞ্চাম্ল বলা যায়।

অথ পরিভাষা।

ফলেষু পরিপক্কং যদ্গুণবত্তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্॥
ফলেষু সরসং যৎস্যাদ্গুণবত্তদুদাহৃতম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকং।
ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।
ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাতব্যালকীটাদিদূষিতং।
অকালজকুভূমীজম্পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ॥
'পাকাতীতং' পাকমতিক্রম্য স্থিতং।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ফলবর্গঃ।

পরিভাষা।

বিল্ব ভিন্ন আর সকল ফলই পাকিলে গুণকারী হয় কিন্তু অপক্ক বিল্বেরই গুণ অধিক। অন্যান্য সকল ফল সরস হইলেই অধিক গুণকারী হয়, কিন্তু বিল্ব, দ্রাক্ষাও হরীতকী প্রভৃতি কতকগুলি ফলের শুষ্কই অধিক গুণকারী হয় জানিবে। যে সকল ফল অকালে বা কুভূমিতে জাত অথবা যাহারা হিম, অগ্নি, মন্দবায়ু, ব্যাল বা কীটাদিতে দূষিত সে সকল ফলের পক্ক অবস্থা অতীত হইলে অর্থাৎ বাসি বা পচা হইলে তাহা ভক্ষণ করিবে না। কারণ তাহাতে অপকার হয়।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ফলবর্গ সমাপ্ত।

অথ ধাতুপধাতুরসোপরসরত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ।

তত্রাদৌ ধাতবঃ।

তত্র ধাতূনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥
বলীপলিতখালিত্যকার্শ্যাবল্যজরাময়ান্।
নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ॥

অতঃপর ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্ন, এবং বিষ ও উপবিষের লক্ষণ ও গুণ ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে।

ধাতুর লক্ষণ ও গুণ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, সীস ও লৌহ এই সাত প্রকার ধাতু পর্ব্বত-জাত। গুণজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে উক্ত ধাতু সকল বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য এবং রক্তবিকার মনুষ্যের যে

সকল রোগ জন্মে তৎসমুদায়কে বিনাশ করিয়া দেহকে রক্ষা করে।

তত্রাদৌ সুবর্ণস্যোৎপত্তিনাম-
লক্ষণগুণাশ্চ।

পুরা নিজাশ্রমস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাং।
পত্নীর্বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥
কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ।
পতিতং যদ্ধরাপৃষ্ঠে রেতস্তস্মাদভূৎ তদা॥
কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্রস্য বেধতঃ।
স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্॥
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনং।
চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ॥
জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি।
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভং।
তারং শুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ॥
'সৎ' উত্তমং।
তচ্ছ্বেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহে ছেদে সিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটং॥
দলং ইতি লোকে দোপত। স্ফুটং যদ্ঘনাহতং স্ফুটতি।
সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নং।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলং।
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদং॥
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাগ্বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ।
বিষক্ষয়োন্মাদত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ॥

বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজান্ শোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকর্ত্তৃ চ সদা সুবর্ণম-
শুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

অসম্যক্ মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্‌যত্নতস্ততঃ॥

উক্ত কয় প্রকার ধাতুর মধ্যে অগ্রে সুবর্ণের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ বলা যাইতেছে। অতি পূর্ব্বকালে মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামক সাতজন জিতেন্দ্রিয় ঋষি ছিলেন। একদা তাঁহারা স্বীয় আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন দৈবযোগে তাঁহাদিগের লাবণ্যময়ী ও রূপযৌবনসম্পন্না পত্নীদিগকে দেখিয়া কন্দর্পদর্পে অগ্নিদেবের চিত্ত বিকৃত হওয়াতে পৃথিবীর উপর তাঁহার রেতস্খলন হয় এবং সেই পতিত বীর্য্যই সুবর্ণরূপে পরিণত হইল। পারদের যোগে কৃত্রিম সুবর্ণও উৎপন্ন হয়। সুবর্ণকে স্বর্ণ, কনক, হিরণ্য হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, জাতরূপ ও মহারজত বলে। যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ এবং নিকষে কঙ্কুমের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং যে স্বর্ণ নির্ম্মল, তাম্রবর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও গুরু তাহাই উৎকৃষ্ট। এবং যাহা শ্বেত, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, লঘু, সমল ও যাহাতে খাদ আছে এবং যাহা ছেদন করিলে, পোড়াইলে বা কষিলে শ্বেতবর্ণ হয়, বা পিটিলে ভাঙ্গিয়া যায় তাহা ভাল নহে সুতরাং ত্যাগ করিবে। সুবর্ণ শীতল, বৃষ্য, বলকারক, গুরু, রসায়ন, স্বাদু, তিক্ত, কষায়, পাকে স্বাদু, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, নেত্রের পক্ষে হিতকর, মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধির প্রসন্নতাজনক, হৃদ্য, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যশুদ্ধিকারক, স্থিরতাজনক এবং বিষ, শোথ, ক্ষয়, উন্মাদ, বাতাদিদোষ, জ্বর ও শোষের শান্তিকারক। সুবর্ণ অশুদ্ধ হইলে বল ও বীর্য্য নষ্ট করে,

শরীরে সকল প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন করে, অসৌখ্য জন্মায় এবং অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত ও নষ্ট করে। স্বর্ণ উত্তমরূপ মারিত অর্থাৎ ভস্মীকৃত না হইলে বল ও বীর্য্যনাশ করে, বিবিধ রোগ জন্মায় এবং জীবন নাশ করে। অতএব যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণকে ভস্ম করিবে।

অথ রূপ্যস্যোৎপত্তির্নামলক্ষণগুণাশ্চ।

ত্রিপুরস্য বধার্থায় নির্নিমেষৈর্বিলোচনৈঃ।
নিরীক্ষয়ামাস শিবঃ ক্রোধেন পরিপুরিতঃ॥
অগ্নিস্তৎকালমপতত্তস্যৈকস্মাত্তি লোচনাৎ।
ততোরুদ্রঃ সমভবদ্বৈশ্বানর ইব জ্বলন্।
দ্বিতীয়াদপতন্নেত্রাদশ্রুবিন্দুস্তু বামকাৎ॥
তস্মাদ্রজতমুৎপন্নমুক্তকর্ম্মসু যোজয়েৎ।
কৃত্রিমঞ্চ ভবেত্তদ্ধি বঙ্গাদিরসযোগতঃ॥
রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তিসিতং স্মৃতম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্॥
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্।
কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু॥
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবং॥
তারং শরীরস্য করোতি তাপং
বিবন্ধং ঘনং যচ্ছতি শুক্রনাশং।
বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং
মহাগদান্ পোষয়তি হ্যশুদ্ধং॥

রৌপ্যের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

ত্রিপুর নামক অসুরকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে যৎকালে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অনিমিষ নয়নে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে অগ্নি এবং বাম চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হয় এবং সেই অগ্নি হইতে অগ্নিতুল্য তেজোময় রুদ্রের উৎপত্তি এবং অশ্রু হইতে রৌপ্যের উৎপত্তি হয়। রৌপ্য স্বর্ণের তুল্য উপযোগী। বঙ্গাদি রসের যোগে কৃত্রিম রৌপ্যও প্রস্তুত হয়। রৌপ্যকে রজত বা তার বলে। যে রৌপ্য চন্দ্রকান্তির ন্যায় শ্বেত বর্ণ, শুভদ, স্নিগ্ধ, গুরু, মৃদু, সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট, যাহা পোড়াইলে ও ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ হয়, ঘা মারিলে ভাঙ্গে না এবং যে রৌপ্য চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ সেই রৌপ্য শুভ জানিবে। যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণখাদযুক্ত, লঘু এবং পোড়াইলে, ছেদন করিলে কিম্বা পিটিলে যাহা নষ্ট হয় তাহা দুষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। রৌপ্য শীতল, কষায়, অম্ল, পাকে ও রসে স্বাদু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বয়ঃসংস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, এবং প্রমেহাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ। অশুদ্ধ রৌপ্য ঘনরূপে বিদ্ধ হইলে শরীরকে পরিতপ্ত করে, শুক্রক্ষয় করে, বল, বীর্য্য ওপুষ্টি নাশ করে এবং উৎকট রোগ জন্মায়।

অথ তাম্রস্য উৎপত্তিনামলক্ষণগুণাঃ।

শুক্রং যৎ কার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥
তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতং।
রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকং॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমং।
লোহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।

মৃদুং কৃষ্ণমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।

তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্ত-
মম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং
তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ।
পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-
শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি
প্রাহুঃ পরে বৃংহণমপ্যমেতৎ॥

একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বসম্যগ্ মারিতেঽষ্ট তে।
দাহঃ স্বেদোঽরুচি র্মূর্চ্ছা ক্লেদো রেকোবমির্ভ্রমঃ॥
'রেকঃ' বিরেকঃ।

তাম্রের উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও গুণ।

প্রাচীন পুরাণবিদ্ পণ্ডিতগণ কহেন যে কার্ত্তিকেয়ের শুক্র পৃথিবীতে পতিত হওয়াতে সেই শুক্র হইতে তাম্রের উৎপত্তি হয়। ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ, এবং অভিধানে সূর্য্যের যে সকল নাম উক্ত আছে সেই সমস্তই তাম্রের নামান্তর। যে তাম্র জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘনক্ষম এবং যাহাতে লৌহ বা সীস মিশ্রিত নাই তাহা মারণের পক্ষে প্রশস্ত। এবং যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় স্তব্ধ, শ্বেত বর্ণ এবং যাহা পিটিলে নষ্ট হয় ও যাহাতে লৌহ বা নাগ মিশ্রিত থাকে সেই তাম্রই দুষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাম্র কষায়, তিক্ত, মধুর, অম্ল, পাকে কটু, সারক, পিত্তনাশক, শ্লেষ্মঘ্ন, শীতল, ব্রণের রোপণকারী ও লেখক, লঘু এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, কৃমি ও শূলরোগের শান্তিকারক। কেহ কেহ বলেন তাম্র অল্প বৃংহণ। বিষাক্ত তাম্রের এক মাত্র দোষ কিন্তু তাম্র সম্যক্‌রূপ মারিত না হইলে অষ্ট প্রকার দোষ জন্মে; যথা দাহ স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেক, বমি ও ভ্রম।

অথ বঙ্গস্য নামলক্ষণগুণাঃ।

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপুঃ প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি।
ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধংবঙ্গ মুচ্যতে।
উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকং ত্ববরং মতম্।
বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহককৃমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥

সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি
তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং
নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥

রঙ্গের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

রঙ্গকে রঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট বলে। রঙ্গ দ্বিবিধ ক্ষুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে ক্ষুরক উত্তম। রঙ্গ লঘু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, উষ্ণ, চক্ষুষ্য, পিত্তল, উপাদেয় এবং পাণ্ডু, মেহ, কফ, কৃমি ও শ্বাস রোগের শান্তিকারক। সিংহ যেরূপ হস্তিগণকে বিনষ্ট করে রঙ্গ সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার মেহকে নাশ করে এবং দেহের সৌখ্য, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য ও শরীরের পুষ্টিসাধন করে।

অথ খসদং।

খসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।
খসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

দস্তা।

দস্তা রঙ্গের ন্যায়। উহাকে খসদ বা রীতিহেতু বলে। দস্তা কষায়, তিক্ত, শীতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, দৃষ্টির পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাস রোগের শান্তিকারক।

অথ সীসস্যোৎপত্তির্নামগুণাশ্চ।

দৃষ্ট্বা ভোগিসুতাং রম্যাং বাসুকিস্তু বিমোচয়ৎ।
বীর্য্যং জাত স্ততো নাগঃ সর্ব্বরোগাপহো নৃণাম্।
সীসং ব্রধ্নঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্॥
'নাগনামকং' নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি।
সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্।
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি
ব্যাধিং বিনাশয়তি জীব মাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্তত সেবিতঃ সঃ॥
পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ
কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্।
পাণ্ডুপ্রমেহানিলসাদশোথ-
ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রভুক্তৌ॥

সীসের উৎপত্তি লক্ষণ, নাম ও গুণ।

পরমসুন্দরী সর্পকন্যাকে দেখিয়া যৎকালে বাসুকির বীর্য্যস্খলন হয় সেই বীর্য্য হইতে সর্ব্বরোগনাশক সীসের উৎপত্তি হয়। ব্রধ্ন, বপ্র, যোগেষ্ট এবং ভুজঙ্গ, নাগ প্রভৃতি সর্পের যে সকল নাম আছে সেই সমস্ত সীসের নামান্তর। সীসের গুণ রঙ্গেরই ন্যায়, অধিকন্তু উহা মেহনাশক। নিয়মপূর্ব্বক সীস সেবন করিলে শরীরে শতনাগতুল্য বলাধান হয়, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জীবন ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, কামবলের উদ্রেক হয় এবং এমন কি মৃত্যু হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রঙ্গ ও সীস ভালরূপে পাক না হইলে যদি সেবন করা যায় তাহা হইলে কুষ্ঠ, গুল্ম, অতিশয় কষ্ট, পাণ্ডু, প্রমেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দরপ্রভৃতি রোগ জন্মে।

অথ লৌহস্যোৎপত্তিনামলক্ষণগুণাঃ।

পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং সুরৈর্যুধি।
উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ॥
লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী।
গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা॥
অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু।
লোহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ।
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহকৃমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥
খণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেৎ
হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং
করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্॥
জীবহারি মদকারি চায়সং বেদ
শুদ্ধিমদসংস্কৃতং ধ্রুবম্।
পাটবং ন তনুতে শরীরকে
দারুণাং হৃদিরুজাঞ্চ যচ্ছতি॥
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ॥

লৌহের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

অতি পূর্ব্বকালে যখন লোমিল দৈত্যগণ দেবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল তৎকালে তাহাদিগের শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহ উৎপন্ন হয়। লৌহ শব্দ অক্লিলিঙ্গ। লোহকে শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও অয়স বলে। গুরুতা, দৃঢ়তা, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ ও অতিশয় দৌর্গন্ধ্য, লৌহের এই সাত প্রকার দোষ। লৌহ তিক্ত, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, বয়স্য, চক্ষুর প্রসাদকর, লেখন, বাতকারী এবং কফ, পিত্ত, গর, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, কৃমি, ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক। উহার কিট্টও উক্তরূপ গুণকারী। অশুদ্ধ লৌহ ষণ্ডতা, কুষ্ঠ, হৃৎপীড়া, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস ও নানাবিধ রোগের প্রকোপ জন্মায় এবং অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে অসংস্কৃত শুদ্ধ লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডতা জন্মে, শরীরের পটুতা থাকে না, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা জন্মে, এবং অবশেষে জীবনও বিনষ্ট হয়। লৌহ সেবন করিলে কুষ্মাণ্ড, তিলের তৈল, মাষান্ন, রাজিকা, মদ্য ও অম্লরস বর্জ্জন করিবে।

তত্র সারলৌহস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ক্ষমাভৃচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপিতে।
লোহে স্যুর্যত্র সূক্ষ্মাণি তৎ সারমভিধীয়তে।
লোহং সারাহ্বয়ং হন্যাৎ গ্রহণীমতিসারকম্।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসমাশু ব্যপোহতি॥

সার লৌহের লক্ষণ ও গুণ।

যে লৌহে অম্ল লেপন করিলে সূক্ষ্মভাগ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হয় তাহাকে সারলৌহ বা ইস্পাত বলে। ইস্পাত অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গ বাত, পরিণামজ শূল, ছর্দ্দি, পীনস, পিত্ত ও শ্বাস রোগ অতি অল্পকালের মধ্যে আরোগ্য করে।

অথ কান্তলৌহস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

যৎপাত্রেন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে
হিঙ্গুর্গন্ধস্ত্যজতি চ নিজাং তিক্ততাং নিম্বকল্কঃ।
তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং
কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলোহং তদুক্তম্॥
গুল্মোদরার্শঃশূলাময়ামবাতং ভগন্দরম্।
কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ॥
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্।
সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলোহং ন সংশয়ঃ।
বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

কান্তলৌহের লক্ষণ ও গুণ।

যে লৌহের পাত্রে জল উত্তপ্ত করিলে তাহাতে তৈলবিন্দু প্রসৃত হয়, যাহাতে হিঙ্গু ভর্জ্জিত করিলে গন্ধ থাকে না, নিম্ব সিদ্ধ করিলে তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ তপ্ত করিলে শিখরাকার হয় ও ভূমিতে পড়ে না এবং যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাকে কান্তলৌহ বলে। কান্ত লৌহ সেবন করিলে শরীরের বল, বীর্য্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয় এবং নিঃসন্দেহ

গুল্ম, উদর অর্শ, শূল, আম, আমবাত, ভগন্দর, শোথ, কামলা, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ এবং শিঃরপীড়া প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

অথ কিট্টী।

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং যত্তু রমুচ্যতে।
লোহসিংহানিকা কিট্টী সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে।
যল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্।

লৌহমল।

লৌহকে গলাইলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয় তাহাকে লৌহসিংহানিকা, কিট্টী বা সিংহান বলে। যে লৌহের যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে তাহার মলের ও সেইরূপ গুণ জানিবে।

অথোপধাতবঃ।

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্।
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রিতিশ্চ সিন্দূরশ্চ শিলাজতু।

উপধাতবঃ গৌণা ধাতবঃ।

উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি কিন্তেষু তে গৌণাস্তত্তদংশাল্পতাবতঃ।

উপধাতু।

অতঃপর উপধাতুর লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে। স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিতল, সিন্দুর ও শিলাজতু এই সাতটিকে উপধাতু বলে। উপধাতু শব্দে গৌণধাতু বুঝায়। সকল উপধাতুতে তজ্জাতীয় মুখ্য ধাতুর অল্প অংশ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক উপধাতুতে স্বজাতীয় মুখ্য ধাতুগত গুণের তুল্যতা থাকিলেও তত্তৎগুণের স্বল্পতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে গৌণধাতু বলা যায়।

তত্র স্বর্ণমাক্ষিকস্য নামানি গুণাশ্চ।

স্বর্ণমাক্ষিক মাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ (১)।
কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্।
উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎস্বর্ণগুণান্বিতম্।
তথা চ কাঞ্চনাভাবে দীয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্।
কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণাস্ততঃ।
ন কেবলং স্বর্ণগুণাঃ বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ।
সুবর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্‌কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং বিষঙ্কণ্ডূং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ।
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং
বিষ্টম্ভতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ
করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ।

স্বর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ।

স্বর্ণমাক্ষিককে তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু বা মধুধাতু বলে। সুবর্ণের অল্পসহযোগপ্রযুক্ত উহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে। স্বর্ণমাক্ষিক সুবর্ণের উপধাতু। উহাতে সুবর্ণগত গুণের কিঞ্চিৎ তুল্যতা থাকিলেও স্বর্ণাভাবে স্বর্ণমাক্ষিক প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণের অনুকল্প বলিয়া উহা সুবর্ণ অপেক্ষা হীনগুণ। স্বর্ণমাক্ষিকে যে কেবল মাত্র স্বর্ণগুণ

(১) স স্মৃতো কিবদ্ধাং বর্ত্তেরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

থাকে তাহা নহে দ্রব্যান্তরের সংযোগে উহা অন্যরূপ গুণবিশিষ্টও হয়। স্বর্ণমাক্ষিক স্বাদু, তিক্ত, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, ত্রিদোষনাশক এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ও কণ্ডুরোগের শান্তিকারক। অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, অত্যন্ত বিষ্টম্ভিতা, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, মালা ও ব্রণপূর্ব্বিকা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।

অথ তারমাক্ষিকস্য নামগুণাঃ।

তারমাক্ষিকমন্যত্তু তদ্ভবেদ্রজতোপমম্।
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্॥
অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণাঃ স্মৃতাঃ।
ন কেবলং রূপ্যগুণাঃ বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ।
স্যাত্তারমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্॥
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং
বিষ্টম্ভিতামেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ
করোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ॥

রৌপ্যমাক্ষিকের নাম ও গুণ।

রৌপ্যমাক্ষিক রৌপ্যের ন্যায়। উহাতে রৌপ্যের কিঞ্চিৎ সাহচর্য্য আছে বলিয়া উহাকে রৌপ্যমাক্ষিক বলে। রৌপ্যের অনুকল্প বলিয়া উহা রৌপ্য অপেক্ষা হীনগুণ। উহা কেবল রৌপ্যবৎ গুণকারী নহে। দ্রব্যান্তরের সহযোগে উহার অন্যরূপ গুণ ও হয়। রৌপ্যমাক্ষিক স্বাদু, তিক্ত, বৃষ্য, রসায়ন, দৃষ্টির হিতকর, ত্রিদোষঘ্ন এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয় ও কণ্ডু রোগের শান্তিকারক। অশুদ্ধ রৌপ্যমাক্ষিকও অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।

অথ তুত্থং।

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।
তুত্থন্তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ।
কিঞ্চিত্তাম্রগুণস্তস্মাদ্বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ॥
তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তত্সমম্॥

তুঁতে।

তুঁতেকে বিতুন্নক, শিখিগ্রীব বা ময়ূরক বলে। তুঁতে তাম্রের উপধাতু। উহাতে তাম্রের স্বল্পাংশ থাকাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাম্রগুণ আছে। তুঁতে কটু, ক্ষার, কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল, দৃষ্টির প্রসন্নতাজনক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগের শান্তিকারক। খর্পর-তুঁতে ও ঐরূপ গুণকারী।

অথ কাঁসা।

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতঙ্কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্।
উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ।
কাংসস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বয়োনিসদৃশা বুধৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
কাংস্যস্তুবারন্তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরম্পরম্॥

কাঁসা।

কাঁসাকে তাম্রত্রপুজ, ঘোষ ও কংসক বলে। কাঁসা তরণি ও বঙ্গের উপধাতু। সুতরাং ইহা উক্ত ধাতুদ্বয়ের তুল্য গুণকারী। কিন্তু দ্রব্যান্তরের সংযোগে ইহার অন্যপ্রকার গুণ ও জন্মে। কাঁসা কষায়, তিক্ত, উষ্ণ, লেখন, বিশদ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, গুরু, দৃষ্টির পক্ষে হিতকারী, রুক্ষ, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

তথা পীতরি। কাঁচা পীতরী।

পিত্তলং ত্বারকুটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতি ব্র্হ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ॥
রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাত্তাম্রস্য যশদস্য চ।
পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বয়োনিসদৃশা গুণৈঃ॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
রীতিকাযুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে।
শোধনং পাণ্ডুরোগঘ্নং কৃমিঘ্নং নাতিলেখনম্॥

পিত্তল ও কাঁচা পিত্তল।

পিত্তলকে আরকুট, আর, রীতি, রাজরীতি, ব্রহ্মরীতি, কপিলা ও পিঙ্গলা বলে। পিত্তল তাম্র ও দস্তার উপধাতু। অতএব তাম্র ও দস্তার ন্যায়ই উহার গুণ জানিবে। কিন্তু সংযোগতঃ ইহার গুণের বিভিন্নতা জন্মিয়া থাকে। উভয়বিধ পিত্তল রুক্ষ, তিক্ত, লবণরস, শোধনকারী, ঈষৎ লেখন এবং পাণ্ডুরোগ ও কৃমির নাশকারী।

অথ সিন্দূরং।

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভশ্চ সীসজম্।
সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্পকুষ্ঠকণ্ডূবিষাপহং।
ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণং॥

সিন্দুর।

সিন্দূরকে রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ বলে। সিন্দুর সীসের উপধাতু, সুতরাং সীসতুল্য গুণকারী। কিন্তু সংযোগতঃ উহার গুণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সিন্দূর উষ্ণ, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী, ব্রণের শোধন ও রোপক এবং বীসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষের শান্তিকারক।

অথ শিলাজতু।

তদুৎপত্তির্নামলক্ষণগুণাশ্চ।
নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারন্ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতং॥
সৌবর্ণং রাজতন্তাম্রমায়সঞ্চ চতুর্ব্বিধং।
শিলাজত্বদ্রিজন্তু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি॥
গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজং।
শিলাহ্বং কটু তিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নং॥
ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেহাশ্মশর্করাম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয় শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাং॥
অপস্মারন্তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরকৃমীন্।
সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ॥
মধুরং কটু তিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ।
রাজতম্পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ॥
তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে।
লোহং জটায়ুপক্ষাভং তত্তিক্তং লবণন্তথা॥
বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতং।

শিলাজতুর উৎপত্তি, নাম লক্ষণ ও গুণ।

গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত সকল সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইলে তাহা হইতে নির্যাসবৎ যে ধাতুসার নির্গত হয় তাহা শিলাজতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিলাজতু চারি প্রকার যথা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। শিলাজতুকে অদ্রিজতু, শৈলনির্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ বা শৈলধাতুজ বলে। শিলাজতু কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী, এবং কফ, মেহ, পাতরি, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বাত, অর্শ, পাণ্ডুতা, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও কৃমি রোগের শান্তিকারক। সুবর্ণের রস বলিয়া সুবর্ণ শিলাজতুর বর্ণ জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। উহা মধুর, কটু, তিক্ত, শীতল, ও কটুপাক। রাজত শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, কটু ও স্বাদুপাক, তাম্রজ শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ এবং লৌহ শিলাজতুর বর্ণ জটায়ুর পক্ষের ন্যায়। উহা শীতল, তিক্ত, লবণাক্ত ও পাকে কটু। লৌহ শিলাজতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ রসঃ। তত্র রসস্য নিরুক্তিঃ।

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ॥

রস।

রসশব্দের ব্যুৎপত্তি—রসায়নার্থি ব্যক্তিকর্ত্তৃক পারদ রসিত হয় বলিয়া উহাকে রস বলে। পারদকে ধাতুও বলা যায়।

অথ পারদস্যোৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ।

শিবাঙ্গাৎ প্রচ্যুতং রেতঃ পতিতং ধরণীতলে।
তদ্দেহসারজাতত্বাচ্ছুক্লমচ্ছমভূচ্চ তৎ॥
ক্ষেত্রভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীর্য্যং চতুর্ব্বিধম্।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তত্তু ভবেৎ ক্রমাৎ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ।
শ্বেতং শস্তং রুজাং নাশে রক্তং কিল রসায়নে।
ধাতুবাদে তু তৎপীতং খেগতৌ কৃষ্ণমেব চ॥
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।
চপলঃ শিববীর্য্যশ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ॥
পারদঃ ষড়্‌ সঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহা বৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।
স্বস্থো রসো ভবেদ্‌ ব্রহ্মা বদ্ধো জ্ঞেয়ো জনার্দ্দনঃ।
রঞ্জিতঃ ক্রামিতশ্চাপি সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ॥

মূর্চ্ছিতো হরতি রুজং বন্ধনমনুভূয় খেগতিং কুরুতে।
অজরীকরোতি হি মৃতঃ কোঽন্যঃ করুণাকরঃ সূতাৎ॥

যস্য রোগস্য যো যোগস্তেনৈব সহ যোজিতঃ।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥

মলং বিষং বহ্নি গিরিত্ব চাপলং
নৈসর্গিকং দোষ মুশন্তি পারদে।
উপাধিজৌ দ্বৌ ত্রপুনাগযোগজৌ
দোষৌ রসেন্দ্রে কথিতৌ মুনীশ্বরৈঃ॥
মলেন মূর্চ্ছা মরণং বিষেণ
দাহোঽগ্নিনা কষ্টতরঃ শরীরে।

দেহস্য জাড্যঞ্জিরিণা সদা স্যাৎ
চাঞ্চল্যতো বীর্য্যহৃতিশ্চ পুংসাম্॥
বঙ্গেন কুষ্ঠং ভুজগেন ষণ্ডো
ভবেদতোঽসৌ পরিশোধনীয়ঃ।

বহ্নির্বিষং মলশ্চেতি মুখ্যা দোষাস্ত্রয়ো রসে।
এতে কুর্ব্বন্তি সন্তাপং মৃতিং মূর্চ্ছাং নৃণাং ক্রমাৎ॥
অন্যেঽপি কথিতা দোষা ভিষগ্‌ভিঃ পারদে যদি।
তথাপ্যেতে ত্রয়ো দোষা হরণীয়া বিশেষতঃ॥

সংস্কারহীনং খলু সূতরাজং
যঃ সেবতে তস্য করোতি বাধাম্।
দেহস্য নাশং বিদধাতি নূনং
কষ্টাংশ্চ রোগান্ জনয়েন্নরাণাম্॥

পারদের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

মহাদেবের বীর্য্য পৃথিবীতে পতিত হওয়াতে সেই বীর্য্যই পারদরূপে পরিণত হয়। মহাদেবের দেহের সারভাগ বলিয়া উহা শুক্র ও নির্ম্মল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতিভেদে পারদের চারি প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। যথা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। রোগনাশে শ্বেত, রসায়নকার্য্যে রক্ত, ধাতুবাদে পীত এবং তাপ-পরিমাণ-করণে কৃষ্ণ পারদ প্রশস্ত। পারদকে রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবাহ্বয় বলে। পারদ ষড়্‌রসসংযুক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত পুষ্টিকারক, দৃষ্টির অনুকূল, বলকারক, ও সর্ব্বরোগঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার বিশেষ গুণ এই যে উহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। স্বস্থ পারদকে ব্রহ্মা, বদ্ধ পারদ জনার্দ্দন এবং রঞ্জিত বা কামিত পারদ মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। পারদ মূর্চ্ছিত হইলে পীড়া নাশ করে, বদ্ধ হইলে তাপ পরিমাণ করে এবং মৃত পারদ মানবকে জরা হইতে মুক্ত করে। অতএব পারদ ভিন্ন উপকারী দ্রব্য আর কিছুই নাই। যে রোগের যে ঔষধ তাহার সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে মনুষ্য, হস্তি ও অশ্বদিগের সকল রোগ নষ্ট হয়। মল, অগ্নি বিষ, গিরিত্ব, ও চাপল্য পারদের এই কয়টি নৈসর্গিক দোষ আছে। এবং মুনিগণ কহেন যে সীস ও নাগের যোগে উহার দুইটি উপধিজ দোষ জন্মে। উক্ত কয় প্রকার দোষের মধ্যে মলদ্বারা মূর্চ্ছা, বিষদ্বারা মরণ, অগ্নিদ্বারা কষ্টকর শরীরদাহ, গিরিদ্বারা অনুক্ষণ দেহের জড়তা এবং চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত পুরুষের বীর্য্যহানি হয়। পারদ বঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইলে কুষ্ঠ, এবং সীসের সহিত মিশ্রিত হইলে ষণ্ডতা জন্মায়। অতএব পারদকে উত্তমরূপে সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

বহ্নি, বিষ ও মল পারদে এই তিনটি দোষই প্রধান। কারণ ইহারা ক্রমান্বয়ে মনুষ্যশরীরে সন্তাপ, মরণ ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন করে। বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পারদের অন্যান্য দোষ কথিত হইলেও এই তিনটি দোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জানিবে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অর্থাৎ কাঁচা পারা সেবন করে তাহার শরীরে বাধা জন্মায়, কষ্টজনক রোগোৎপত্তি হয় এবং নিশ্চয়ই দেহ নাশ করে।

অথোপরসানাং লক্ষণম্।

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঽঞ্জন-
টঙ্কণম্।
রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্॥
কাসীসং রসকঙ্কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকম্।
সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য
কিঞ্চিদ্গুণৈঃ॥

উপরসের লক্ষণ।

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, ফট্‌কিরি, চুম্বক, গেরিমাটী, খড়ী, শঙ্খ, বালি, খর্পরীতুঁত, হিরাকশ, সৌরাষ্ট্রী মাটি ও কালমাটী, কড়ি ও বোল এই কয়টিতে পারদগুণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলে।

উপরসাঃ।

হিঙ্গুলস্য নামানি লক্ষণগুণাশ্চ।

হিঙ্গুলন্দরদং ম্লেচ্ছং হিঙ্গুলী চূর্ণপারদম্।
দরদ স্ত্রিবিধঃ প্রোক্ত শ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ॥
হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্গুণবানুত্তরোত্তরম্।
চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যা-
ন্নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাংশ্চ
প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥

ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্।
হিঙ্গুলং তস্য সূতন্তু শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ॥

উপরস।

হিঙ্গুলের লক্ষণ নাম ও গুণ।

হিঙ্গুলকে দরদ, ম্লেচ্ছ, হিঙ্গুলী ও চূর্ণপারদ বলে। হিঙ্গুল তিন প্রকার চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর গুণকারী। চর্ম্মার শুক্লবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হংসপাদ জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। হিঙ্গুল তিক্ত, কষায়, কটু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং নেত্ররোগ, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গররোগের শান্তিকারক। ঊর্দ্ধপাতনযুক্তিতে ডমরু নামক যন্ত্রে পাচিত বলিয়া হিঙ্গুলস্থিত পারা শুদ্ধ। অতএব হিঙ্গুল পুনরায় শোধন করা কর্ত্তব্য নহে।

অথ গন্ধকস্যোৎপত্তির্নামলক্ষণ-গুণাশ্চ।

শ্বেতদ্বীপে পুরা দেব্যাঃ ক্রীড়ন্ত্যা রজসাপ্লুতম্।
দুকূলন্তেন বস্ত্রেণ স্নাতায়াঃ ক্ষীরনীরধৌ॥
প্রসৃতং যত্রজন্তস্মাৎ গন্ধকঃ সমজায়ত।
গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি॥
সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্ব্বলবসাপি চ।
চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ॥
রক্তো হেমক্রিয়াসূক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে।
ব্রণাদিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্ল্লভঃ॥
'শ্রেষ্ঠঃ' হেমক্রিয়াদিষু সর্ব্বত্র প্রশস্ততরঃ।
গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণ স্তুবরঃ সরঃ॥
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডুবীসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহকফবাতান্ রসায়নঃ।

অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং
করোতি তাপং বিষমং শরীরে।

সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ
শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রং॥

গন্ধকের উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও গুণ।

পূর্ব্বকালে যখন দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন দৈবযোগে তাঁহার রজোনিঃসরণ হওয়াতে সেই রক্তে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আপ্লুত হয়। সুতরাং তাহা ধৌত করিবার জন্য তিনি ক্ষীরসমুদ্রে স্নান করেন এবং সেই বস্ত্রচ্যুত রক্ত হইতেই গন্ধকের উৎপত্তি হয়। গন্ধককে গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি বা বলবসা বলে। গন্ধক চারি প্রকার; রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। রক্ত গন্ধক হেমক্রিয়াতে, পীত গন্ধক রসায়নকার্য্যে শ্বেত গন্ধক ব্রণাদিলেপনে এবং সুদুর্লভ কৃষ্ণ গন্ধক হেমক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। গন্ধক কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক পিত্তজনক, পাকে কটু, রসায়ন এবং কণ্ডু, বিসর্প, দেহস্থ কীট, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতরোগের শান্তিকারক। গন্ধক সম্পূর্ণরূপ শোধিত না হইলে শরীরে বিষম তাপ উৎপন্ন করে, কুষ্ঠ, ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া জন্মায় এবং সৌখ্য, রূপ, বল, ওজঃ ও শুক্র নাশ করে।

অথাভ্রকস্যোৎপত্তিনামলক্ষণগুণাঃ।

পুরা বধায় বৃত্রস্য বজ্রিণা বজ্রমুদ্ধৃতম্।
বিস্ফুলিঙ্গাস্ততস্তস্য গগনে পরিসর্পিতাঃ॥
তে নিপেতুর্ঘনধ্বানাচ্ছিখরেষু মহীভৃতাম্।
তেভ্য এব সমুৎপন্নং তত্তদ্গিরিষু চাভ্রকম্॥
তদ্বজ্রং বজ্রজাতত্বাদভ্রমভ্ররবোদ্ভবাৎ।
গগনাৎ স্খলিতং যস্মাদ্ গগনঞ্চ ততো মতম্॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রভেদাত্তৎ স্যাচ্চতুর্ব্বিধং।
ক্রমেণৈব সিতং রক্তং পীতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণতঃ॥
প্রশস্যতে সিতন্তারে রক্তং তত্তু রসায়নে।
পীতং হেমনি কৃষ্ণন্তু গদেষু দ্রুতয়েঽপি চ॥
পিনাকং দর্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
মুঞ্চত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্॥
অজ্ঞানাদ্ভক্ষণাত্তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্।
দর্দুরং ত্বগ্নিনিঃক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দুরধ্বনিম্॥
গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ।
নাগন্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি॥
তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্।
বজ্রন্তু বজ্রবত্তিষ্ঠেত্তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ।
অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্।
দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্॥

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীত-
মায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-
প্লীহোদরগ্রন্থিবিষকৃমীংশ্চ॥

রোগান্ হন্তি দ্রঢয়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে।
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব॥
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্।
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥

পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং
কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্॥
হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধ-
মভ্রন্ত্বসিদ্ধং গুরুতাপ্রদং স্যাৎ॥

অভ্রের উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও গুণ।

পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে

বধ করিবার জন্য যখন বজ্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন সেই সময়ে সেই বজ্রের বিস্ফুলিঙ্গে গগন আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বিস্ফুলিঙ্গ গম্ভীরস্বরে পর্ব্বতের শিখরদেশে পতিত হয়। সেই সকল বিস্ফুলিঙ্গ হইতে সেই সকল পর্ব্বতে অভ্রকের উৎপত্তি হয়। বজ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহাকে বজ্র, অভ্রধ্বনি হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল বলিয়া অভ্র এবং গগন হইতে স্খলিত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে গগন বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে অভ্র ক্রমান্বয়ে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়। রৌপ্যকার্য্যে শ্বেত, রসায়নকার্য্যে রক্ত, স্বর্ণমিশ্রণে পীত এবং পীড়াতে ও ক্রতিতে কৃষ্ণবর্ণ অভ্রই প্রশস্ত। অভ্র চারি প্রকার পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র। পিনাক নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে প্রচুর মল নির্গত হয়। অজ্ঞানপূর্ব্বক এই অভ্র ভক্ষণ করিলে বৃহৎ কুষ্ঠ জন্মে। দর্দ্দুর নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দর্দ্দুরবৎ শব্দ শ্রুত এবং অনেক গোলক লক্ষিত হওয়াতে প্রাণ বিনষ্ট করে। নাগ নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে নাগতুল্য ফুৎকার নির্গত হয়। উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দর রোগ জন্মে। বজ্র নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ন্যায়ই থাকে কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। এই অভ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়। উত্তর প্রদেশস্থ পর্ব্বতোত্থিত অভ্র বহুসত্ত্ববিশিষ্ট ও গুণাধিক। কিন্তু যে সকল অভ্র দক্ষিণ প্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে জাত তাহারা স্বল্পসত্ত্ববিশিষ্ট ও স্বল্পগুণ। অভ্র কষায়, মধুর, সুশীতল, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন এবং ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমির শান্তিকারক। নিত্য মৃত অভ্র সেবন করিলে শরীর দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, বীর্য্যবৃদ্ধি হয়, নিত্য শতসংখ্যক তরুণবয়স্কা স্ত্রীলোককে রমণ করিলেও দেহ হীনবল হয় না, সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ও দীর্ঘায়ু পুত্র জন্মে এবং মৃত্যুভয় থাকে না। অসংশোধিত অভ্র সেবন করিলে কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, শোথ, হৃদ্রোগ, ও পার্শ্বপীড়া এবং অসিদ্ধ অভ্র সেবন করিলে দেহের গুরুতা জন্মে।

অথ তালকস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ।

হরিতাল তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রং চাভ্রপত্রবৎ॥
পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্।
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথা গুরু॥
স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।
হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাস্রকফপিত্তকচব্রণান্॥

হরতি চ হরিতালঙ্কারুতাং দেহজাতাম্
সৃজতি চ বহুতাপমঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্।
বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যা-
দিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্॥

হরিতালের নাম লক্ষণ ও গুণ।

হরিতালকে তাল, আল বা তালক বলে। হরিতাল দ্বিবিধ, পত্রাখ্য ও পিণ্ড-সংজ্ঞক। তন্মধ্যে পিণ্ড হরিতাল অপেক্ষা পত্র নামক হরিতালের গুণ অধিক। পত্র হরিতাল অতিশয় গুণকারী, রসায়ন, গুরু ও স্নিগ্ধ। উহার পত্র অভ্রপত্রের ন্যায় এবং বর্ণ সুবর্ণসদৃশ। পত্রহীন, পিণ্ডাকার, অল্প সত্ত্ববিশিষ্ট ও হীনগুণ হরিতালকে পিণ্ডহরিতাল বলে। পিণ্ডহরিতাল গুরু, ও স্ত্রীদিগের রজোরোধক। হরিতাল কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিষ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, এবং কটিদেশজাত ব্রণের শান্তিকারক। অসংশোধিত বা অসম্যকরূপে মারিত হরিতাল ভক্ষণে দেহের চারুতা নাশ হয় এবং অতিশয় তাপ, অঙ্গসংস্কোচের পীড়া, কফ, বাত ও কুষ্ঠরোগ জন্মে।

অথ মনঃশিলায়া নামানি গুণাশ্চ।

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥
মনঃশিলা গুরুর্ব্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূতকফাস্রনুৎ॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি
জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং
সশর্ক্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

মনঃশিলার নাম ও গুণ।

মনঃশিলাকে মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি বলে। মনঃশিলা গুরু, বর্ণের উজ্জ্বল্যজনক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ এবং বিষ, শ্বাস, কাস, ভূত, কফ ও রক্তদোষের শান্তিকারক। অসংশোধিত মনঃশিলা ভক্ষণ করিলে মল ও মূত্রের অবরোধ, দৌর্ব্বল্য, কীট, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ জন্মে।

অথ সুরমা, সৌবীরং।

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কাপোতাঞ্জনমিত্যপি।
তত্তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্॥
বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং॥
স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরন্তত্তু পাণ্ডুরম্।
স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ॥
কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি ছর্দ্দিবিষাপহং (১)।
সিধ্মক্ষয়াস্রজচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ॥
স্রোতোঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ।
কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥

স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন।

অঞ্জনকে যামুন বা কপোতাঞ্জন বলে। অঞ্জন দুই প্রকার স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন। স্রোতোঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ এবং সৌবীরাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। যে অঞ্জনের আকার বল্মীকশিখরের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে অঞ্জনের ন্যায় ও ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটির ন্যায় বোধ হয় তাহাকে স্রোতোঞ্জন বলে। সৌবীর অঞ্জন স্রোতোঞ্জনের তুল্য, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ।

(১) মধুরং তুবরং হিমমিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

স্রোতোঞ্জন স্বাদু, দৃষ্টিবর্দ্ধক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, কষায়, লেখন, স্নিগ্ধ, গ্রাহী, শীতল এবং ছর্দ্দি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয়, ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক। অতএব এই অঞ্জন পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা সেবন করা উচিত। যদিও বুধগণ সৌবীর অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জনের তুল্য গুণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তথাপি স্রোতোঞ্জনই শ্রেষ্ঠতর জানিবে।

অথ সোহাগা।

টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ।
অয়মুপরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ।

সোহাগা।

সোহাগা বা টঙ্কণ অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, কফঘ্ন, ও বাতপিত্তজনক। সোহাগা উপরস বলিয়া এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইল।

অথ ফটিকিরী।

স্ফুটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী॥

ফট্‌কিরি।

ফট্‌কিরি কষায়, উষ্ণ, যোনিসংকোচকারী এবং বাত, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্প প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক।

অথ রেবটী।

রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নঃ ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ।

রাজাবর্ত্ত।

রাজাবর্ত্ত প্রমেহ, ছর্দ্দি, ও হিক্কার শান্তিকারক।

অথ চুম্বকঃ।

চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ।

চুম্বুক পাতর।

চুম্বুক এক প্রকার প্রস্তরবিশেষ এই পাতর লৌহকে আকর্ষণ করে। চুম্বক লেখন, শীতল, এবং মেদ, বিষ ও গররোগের শান্তিকারক।

গেরু সুবর্ণগেরু।

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা।
সুবর্ণগৈরিকস্ত্বন্যত্ততো রক্ততরং হি তৎ॥
গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমং।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্রকফহিক্কাবিষাপহং॥

গেরিমাটী।

গেরিমাটিকে গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় বা গিরিজ এবং তদপেক্ষা রক্তবর্ণ গৈরিককে সুবর্ণ গৈরিক বলে। গৈরিকদ্বয় স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, শীতল, দৃষ্টিবর্দ্ধক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, হিক্কা ও বিষের শান্তিকারক।

অথ খরী গৌর খরী।

খটিকা কটিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।
খটি দাহাস্রজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ॥
লেপাদেতদ্গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা।
খটী গৌরখটী দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে॥

খড়ি ও শ্বেতখড়ি।

খড়িকে খটিকা, কঠিনী বা লেখনী বলে। খড়ি শীতল, ও মধুর, এবং লেপন করিলে দাহ, রক্তদোষ, বিষ ও শোথ আরোগ্য হয়। খড়ি ভক্ষণ মৃত্তিকা, ভক্ষণের তুল্য জানিবে। খড়ি ও শ্বেত-খড়ি উভয়ই তুল্যরূপ গুণকারী।

অথ বালুকা।

বালুকা সিকতা প্রোক্তা শর্করা রেতজাপি চ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী॥

বালুকা।

বালুকাকে সিকতা, শর্করা বা রেতজা বলে। বালুকা লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষতরোগের শান্তিকারক।

অথ খর্পরীআ তুত্থভেদঃ।

কর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যত্তদ্রসকং স্মৃতং।
যে গুণাঃ তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণাঃ রসকে স্মৃতাঃ॥

খর্পরী তুঁতে (খাপর)।

খর্পরীতুঁত বা রসক তুঁতের জাতি-ভেদমাত্র; অতএব তুঁতের যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে ইহারও গুণ তদ্রূপ জানিবে।

কাশীশ ভস্মবন্মৃত্তিকাম্লা।

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি।
তদেব কিঞ্চিৎপীতন্তু পুষ্পকাশীশ মুচ্যতে॥
কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা।
বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডূবিষপ্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্রনাশনং পরিকীর্ত্তিতং॥

কাশীশ (হীরাকস)।

হীরাকসকে কাশীশ, ধাতুকাশীশ বা পাংশুকাশীশ এবং ঈষৎ পীতবর্ণ হীরা-কসকে পুষ্পকাশীশ বলে। হীরাকস অম্লরস, উষ্ণ, তিক্ত, কষায়, কেশ্য এবং বাতশ্লেষ্ম, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগের শান্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ সৌরাষ্ট্রী মাটী।

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাংক্ষী মৃতালকসুরাষ্ট্রজে।
আঢ়কী চাপি সা খ্যাতা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা।
স্ফটিকায়াঃ গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥

সৌরাষ্ট্রী মাটী।

সৌরাষ্ট্র দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই মাটীকে সৌরাষ্ট্রী বা সুরাষ্ট্রজ বলে। তুবরী, কাংক্ষী, মৃতালক, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা উহার এই কয়টি নামান্তর। ফট্‌কিরির যে যে গুণ উক্ত হইয়াছে ইহার ও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথ কৃষ্ণা মাটী।

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্রপ্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ।

কাল মৃত্তিকা।

কালমৃত্তিকা ক্ষত, দাহ, রক্তপ্রদর, শ্লেষ্ম, ও পিত্তের শান্তিকারক

অথ পঙ্কঃ।

পঙ্কোদাহাস্রপিত্তার্ত্তিশোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ।

পঙ্ক।

পঙ্ক শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, যন্ত্রণা ও শোথের শান্তিকারক।

অথ বোলঃ।

বোলঙ্গন্ধরসং প্রাণঃ পিণ্ডগোসরসালকৌ।
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যন্দীপনপাচনং॥
মধুরঙ্কটু তিক্তঞ্চ গ্রহস্বেদত্রিদোষজিৎ।
জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥

গন্ধ বোল।

বোলকে গন্ধরস, প্রাণ ও পিণ্ড-গোস বা রসাল বলে। বোল শীতল, দীপন, রক্তহর, মেধাজনক, পাচন, মধুর, কটু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং গ্রহদোষ ও স্বেদের শান্তিকারক।

অথ কঙ্কুষ্ঠোৎপত্তিলক্ষণ-নাম-গুণাঃ।

হিমবৎপাদশিখরে কঙ্কুষ্ঠমুপজায়তে।
'হিমবৎপাদশিখরে' হিমবতঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতানাং শিখরে।
তত্রৈকং নলিকাখ্যং স্যাত্তদন্যদ্রেণুকং স্মৃতম্॥
পীতপ্রভং গুরু স্নিগ্ধং শ্রেষ্ঠঙ্কঙ্কুষ্ঠমাদিমং।
শ্যামং পীতং লঘু ত্যক্তসত্ত্বমেতন্নহি রেণুকং॥
কঙ্কুষ্ঠং কাককুষ্ঠঞ্চ বরাঙ্গং কোলকাকুলং।
কঙ্কুষ্ঠং রেচনন্তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকং।
কৃমিশোথোদরাধ্মানগুল্মানাহকফাপহং॥

কঙ্কুষ্ঠের উৎপত্তি, লক্ষণ, নাম ও গুণ।

কঙ্কুষ্ঠ হরিতালের ন্যায় পাষাণ-জাতীয়। এই দ্রব্য হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিখরে জন্মে। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার নলিকাখ্য ও রেণুক। তন্মধ্যে নলিকা নামক কঙ্কুষ্ঠ পীতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ ও শ্রেষ্ঠ এবং রেণুকা নামক কঙ্কুষ্ঠ কৃষ্ণ, পীত বা শ্বেত বর্ণ, লঘু ও অপকৃষ্ট জানিবে। কঙ্কুষ্ঠকে কাককুষ্ঠ, বরাঙ্গ, কোলকা, বা কুল বলে। কঙ্কুষ্ঠ রেচন তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণকারী এবং কৃমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফের শান্তিকারক।

অথ রত্নস্য নিরুক্তিঃ।

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

রত্নশব্দের ব্যুৎপত্তি।

রম্ ধাতুর অর্থ রমণ অর্থাৎ আমোদ করা। ধনার্থী ব্যক্তিরা রত্নে অতিশয় রমণ অর্থাৎ আহ্লাদ প্রকাশ করেন বলিয়া শব্দশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে রত্ন বলেন।

অথ রত্নস্য নামানি স্বরূপনিরূপণঞ্চ।

রত্নং ক্লীবে মণিঃ পুংসি স্ত্রিয়ামপি নিগদ্যতে।
'তত্তু পাষাণভেদোঽস্তি মুক্তাদি চ তদুচ্যতে॥

তথা চামরসিংহঃ।

রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ।

রত্নের নাম ও স্বরূপনিরূপণ।

রত্নশব্দ ক্লীবলিঙ্গে এবং মণিশব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। রত্ন ও মণি উভয়ই প্রস্তরজাতীয়। মুক্তাদিকেও রত্ন

বলে। অমর সিংহও লিখিয়াছেন রত্ন বা মণিশব্দে প্রস্তরজাতি ও মুক্তাদিকে বুঝায়। রত্নশব্দ ক্লীবলিঙ্গে এবং মণিশব্দ পুলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

অথ রত্নানাং নিরূপণম্।

বজ্রং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদ স্তথাবৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিক্রমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

'বজ্রং' হীরা। 'গারুত্মতং' পান্না।
'মাণিক্যং' পদ্মরাগঃ। 'ইন্দ্রনীলঃ' নীলা।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি নবরত্ননিরূপণম্।
মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকং॥
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলঞ্চারুত্মতস্তথা।
প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব॥

ভিন্ন ভিন্ন রত্নের নিরূপণ।

হীরা, গারুত্মত (পান্না), পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক ও বিদ্রুম রত্ন এই নয় প্রকার।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও নয় প্রকার রত্ন নিরূপিত আছে যথা, মুক্তাফল, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগমণি, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্তমণি, গারুত্মত ও প্রবাল এই নয়টিকে মহারত্ন বলে।

তত্র হীরকং হীরা ইতি লোকে।
তস্য নামলক্ষণগুণাঃ।

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ।
স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ো মতঃ॥
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ পরঃ।
বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্ত স্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ।
শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়স্তম্ভং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ॥
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণা স্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ।
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ॥

'ষড়স্রাঃ' ষট্‌কোণাঃ।

ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাশ্চ তে বিজ্ঞেয়া নপুংসকাঃ।
তেঽপি স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ॥
স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ।
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ॥
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবাঃ ক্লীবে প্রযোজয়েৎ
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষাঃ বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ॥
অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাস্তথা।
পাণ্ডুতাম্পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

হীরার নাম, লক্ষণ ও গুণ।

হীরাকে হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর বলে। শ্বেতবর্ণ হীরা ব্রাহ্মণ, লোহিতবর্ণ হীরা ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র, বর্ণভেদে হীরা এই চারি জাতিতে বিভক্ত। হীরক শব্দ পুংলিঙ্গে এবং বজ্র-শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বিপ্রজাতীয় হীরক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক এবং রসায়নকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, ক্ষত্রিয়জাতি ব্যাধিনাশ এবং জরা ও মৃত্যু হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করে, বৈশ্যজাতি ধনপ্রদান এবং দেহকে দৃঢ় করে এবং শূদ্র জাতীয় হীরক সকল প্রকার রোগনাশপূর্ব্বক বয়সকে স্তম্ভিত করে। নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা হীরকের স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জাতি নিরূপণ করিতে হইবে। যথা যে হীরা ফলের ন্যায় সম্পূর্ণরূপ গোলাকার, অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, এবং যাহাতে

কোন প্রকার রেখা বা বিন্দু লক্ষিত হয় না তাহাকে পুরুষজাতি, যাহাতে রেখা বা বিন্দু লক্ষিত হয় এবং যাহার ছয়টী কোণ আছে তাহাকে স্ত্রীজাতি এবং ত্রিকোণ ও দীর্ঘাকার হীরককে নপুংসক জাতি কহে। তন্মধ্যে পুরুষজাতীয় হীরকই শ্রেষ্ঠ এবং রস-বন্ধন-কারী। স্ত্রীজাতি স্ত্রীদিগের দেহের কান্তি-কারিণী ও সুখপ্রদা এবং নপুংসক জাতীয় হীরা হীনবীর্য্য, অকাম ও সত্ত্ব-বর্জ্জিত। স্ত্রীজাতীয় হীরা স্ত্রীকে, নপুংসক জাতীয় হীরা নপুংসককে এবং পুরুষ জাতীয় হীরা সর্ব্বদা সকলকেই সেবন করান যাইতে পারে; কারণ উহাদ্বারা বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। হীরা সংশোধিত না হইলে কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুরত্ব জন্মায়। অতএব সংশোধনপূর্ব্বক উহাকে মারিতে হইবে।

মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥

মারিত হীরার গুণ।

মারিত বজ্র সেবন করিলে আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সৌখ্য বর্দ্ধিত হয় এবং সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

অথ হরিন্মণিঃ।

পান্না ইতি লোকে। তস্য নামানি।
গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ।

অথ মাণিক্যং, মানিক ইতি লোকে তস্য নামানি।

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতং।

অথ পুষ্পরাগস্য নামানি।

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্বাচস্পতিবল্লভঃ।

অথ ইন্দ্রনীলগোমেদয়োর্নামানি।

নীলস্তথেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকং।

অথ বৈদূর্য্যং।

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভং।

অথ মৌক্তিকস্য নামানি।

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দুরঃ॥
রেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্জ্ঞৈর্ম্মৌক্তিকযোনয়ঃ।
মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদং॥

অথ প্রবালস্য নামানি।

পুংসি ক্লীবে প্রবালঃ স্যাৎ পুমানেব তু বিদ্রুমঃ।

পান্নাদি রত্নের নাম।

পান্নাকে গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ ও হরিন্মণি, মাণিক্যকে পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, পুষ্পরাগকে মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ, ইন্দ্রনীলকে নীল, গোমেদকে পীতরত্ন, বৈদূর্য্যকে দূরজরত্ন ও কেতু-বল্লভ এবং মুক্তাকে মৌক্তিক, শৌক্তিক ও মুক্তাফল বলে। তজ্জ্ঞ পণ্ডিতগণ শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, ফণী, মৎস্য, ভেক ও রেণু এই কয়টিকে মুক্তার উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রবা-

লকে বিদ্রুম ও বলা যায়। প্রবাল শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে এবং বিদ্রুমশব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

অথ রত্নানাং গুণাঃ।

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্মধুরাণি সরাণি চ।
চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি তু।
মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ॥

কিং রত্নং কস্য গ্রহস্য প্রীতিকারিত্বেন দোষহরং ভবতীতি প্রশ্নে তদুত্তরমাহ রত্নমালায়াং।
মাণিক্যস্তরণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগোর্মাহেয়স্য তু বিক্রমোনিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্।
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগ মসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনে র্নীলং নির্ম্মল মন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে॥

রত্নের গুণ।

রত্ন মধুর, শীতল ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং সেবন করিলে দৃষ্টি বর্দ্ধিত এবং বিষদোষ নষ্ট হয়। রত্নধারণ মঙ্গল্যদায়ক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহদোষের শান্তিকারক। কোন্ কোন্ রত্ন কোন্ কোন্ গ্রহের প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক দোষনাশ করে তাহা রত্নমালায় বিশেষরূপে বিবৃত আছে। যথা সূর্য্য গ্রহের দোষশান্তির জন্য মানিক্য, চন্দ্রগ্রহের দোষশান্তির জন্য সুন্দর ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের জন্য প্রবাল, বুধগ্রহের মরকতমণি, বৃহস্পতির পদ্মরাগ মণি ও শুক্রাচার্য্যের হীরক, শনিগ্রহের নীলকান্তমণি এবং অবশিষ্ট গ্রহদ্বয়ের শান্তির জন্য যথাক্রমে গোমেদ ও বৈদূর্য্য মণি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথোপরত্নানাং নিরূপণম্।

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ।
মুক্তাশুক্তি স্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥

'উপরত্নানি' গৌণরত্নানি। কর্পূরাশ্মা কর্পূরা কপুর্নীআ। 'মুক্তাশুক্তিঃ' সীপী।

গুণা যথৈব রত্নানা মুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

উপরত্ন অর্থাৎ গৌণরত্নের নিরূপণম্।

কাচ, কর্পূরাশ্মা, মুক্তাশুক্তি, ও শঙ্খ প্রভৃতি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। রত্নের যেরূপ গুণ উক্ত আছে উপরত্নের ও গুণ প্রায় তদ্রূপ। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে উপরত্ন রত্ন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

অথ বিষস্য নামলক্ষণগুণাঃ।

বিষং তু গরলঃ ক্ষ্বেড় স্তস্য ভেদানুদাহরে।
বৎসনাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥

বিষের নাম, লক্ষণ ও গুণ।

বিষকে গরল বা ক্ষ্বেড় বলে। বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র জাতিভেদে বিষ নয় প্রকার।

তত্র বৎসনাভস্য স্বরূপনিরূপণম্।
সিন্দুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতি স্তথা॥
যৎপার্শ্বেন তরো র্বৃদ্ধি র্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ।

বৎসনাভের স্বরূপনিরূপণ।

যে বৃক্ষের পত্র সিন্দুবারের ন্যায় ও আকৃতি বৎসনাভির ন্যায় এবং যে বৃক্ষ পার্শ্বদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহাকে বৎসনাভ বলে।

অথ হারিদ্রস্য স্বরূপং।

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ।

হারিদ্রের নিরূপণ।

যাহার মূল হরিদ্রার ন্যায় তাহাকে হারিদ্র বলে।

অথ শক্তুকস্য স্বরূপম্।

যদ্গ্রন্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ।

শক্তুকের স্বরূপ নিরূপণ।

যাহার গ্রন্থি শক্তুকে পরিপূর্ণ তাহাকে শক্তুক বলে।

অথ প্রদীপনস্য স্বরূপম্।

বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ।
মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ॥

প্রদীপনের স্বরূপ।

যাহার বর্ণ লোহিত এবং যাহা দীপ্তিমান্, দহনপ্রভ ও অতিশয় দাহজনক প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রদীপন বলেন।

অথ সৌরাষ্ট্রিকস্য স্বরূপম্।

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে।

সৌরাষ্ট্রিকের স্বরূপ।

যে বৃক্ষ সুরাষ্ট্রদেশে জন্মে তাহাকে সৌরাষ্ট্রিক বলে।

অথ শৃঙ্গিকস্য স্বরূপম্।

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥

শৃঙ্গিকের স্বরূপ।

গরুর শৃঙ্গে যাহা বাঁধিয়া দিলে দুগ্ধ লোহিতবর্ণ হয় দ্রব্যতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে শৃঙ্গিক বলেন।

অথ কালকূটস্য স্বরূপম্।

দেবাসুররণে দেবৈ হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাত স্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ॥
নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সো হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ॥

কালকূটের স্বরূপ।

দেবাসুরযুদ্ধে পৃথুমালী নামক দৈত্য দেবগণকর্ত্তৃক হত হইলে সেই রক্ত হইতে অশ্বত্থের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। মুনিগণ সেই বৃক্ষের নির্য্যাসকে কালকূট বলে। এই বৃক্ষ বসন্তকালে কোকণ ও শৃঙ্গবের দেশের ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে।

অথ হালাহলস্য স্বরূপম্।

গোস্তনাভফলো গুচ্ছ স্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ॥
অসৌ হালাহলোজ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোকণেঽপি চ জায়তে॥

হালাহলের স্বরূপ।

যে গুচ্ছের ফল মনক্কার ন্যায় এবং পত্র তালপত্রের ন্যায় এবং যাহার তেজে সমীপস্থ বৃক্ষসকল দগ্ধ হয় তাহাকে হালাহল বলে। হালাহল কিস্কিন্ধায়, হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ সমুদ্রের তটে ও কোকণ নামক দেশে উৎপন্ন হয়।

অথ ব্রহ্মপুত্রস্য স্বরূপম্।

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাত্তথা ভবতি সারতঃ।
ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥
ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ।
বৈশ্যঃ পীতঃ সিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ন্দেহপুষ্টয়ে।
বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রন্দদ্যাদ্ বধায় হি॥
বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্‌যোগবাহি মদাবহম্॥
'ব্যবায়ি' সকলকায়গুণব্যাপনপূর্ব্বকং পাকগমনশীলম্। 'বিকাশি'। ওজঃশোষণপূর্ব্বকসন্ধিবন্ধশিথিলীকরণশীলম্। 'আগ্নেয়ম্'। অধিকাগ্ন্যংশং। 'যোগবাহি' সঙ্গিগুণগ্রাহকং। মদাবহম্ তমোগুণাধিক্যেন বুদ্ধিবিধ্বংসকম্।
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যু র্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥

ব্রহ্মপুত্রের স্বরূপ।

যাহার বর্ণ ও সারভাগ কপিলবর্ণ তাহাকে ব্রহ্মপুত্র বলে। ব্রহ্মপুত্র মলয় পর্ব্বতে জন্মায়। বর্ণভেদে ব্রহ্মপুত্র চারি প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতি লোহিত বর্ণ, বৈশ্যজাতি পীত বর্ণ এবং শূদ্রজাতীয় ব্রহ্মপুত্র শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। রসায়নকার্য্যে বিপ্রজাতি, দেহপুষ্টির জন্য ক্ষত্রিয় জাতি, কুষ্ঠরোগ শান্তির জন্য বৈশ্য জাতি এবং প্রাণনাশের জন্য শূদ্র জাতীয় ব্রহ্মপুত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উক্ত কয় প্রকার বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী, বিকাশি, আগ্নেয়, যোগবাহী, মদাবহ এবং বাতনাশক ও কফঘ্ন। যথানিয়মে বিষ মারিত হইলে প্রাণদায়ী, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক হয়। বিষ অশুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে অনিষ্টকারী হয় বটে কিন্তু সংশোধিত হইলে উহার কোন দোষ থাকে না। অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

সকল শরীরে গুণব্যাপন-পূর্ব্বক পাকগমনশীলকে ব্যবায়ী, যাহা ওজঃশোষণপূর্ব্বক সন্ধিবন্ধনকে শিথিল করে তাহা বিকাশী, যাহাতে অগ্নির আধিক্য থাকে তাহাকে আগ্নেয়, সঙ্গিগুণগ্রাহীকে যোগবাহী এবং যে দ্রব্যের তমোগুণের আধিক্য থাকে এবং যাহা সেবন করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হয় তাহাকে মদাবহ বলে।

অথোপবিষাণাং নিরূপণম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তথৈব করিহারিকা।
করবীরোহথ ধুস্তূরঃ পঞ্চ চোপবিষাঃ স্মৃতাঃ॥
'উপবিষাঃ' গৌণবিষাঃ। এষাঙ্গুণাস্তত্র তত্র দ্রষ্টব্যাঃ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ধাতূপধাতুরসোপরসরত্নোপরত্নবিষোপবিষবর্গঃ।

উপবিষের নিরূপণ।

আকন্দ ও মনসার আটা, কলিহারিকা, করবী, ও ধুঁতুরা এই পাঁচ প্রকার উপবিষ (গৌণ বিষ)। ইহাদিগের গুণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুণে দেখিবে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্ন, এবং বিষ উপবিষবর্গ সমাপ্ত।

অথ ধান্যবর্গঃ।

তত্রধান্যানাং ভেদাঃ।

শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্।
শমীধান্যং ক্ষুদ্রধান্য মিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্।
শালিধান্যানুদাহরন্তি।
শালয়ো রক্তশাল্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ॥
যবাদিকং শূকধান্যং মুদ্গাদ্যং শিম্বিধান্যকম্।
কঙ্গ্বাদি ক্ষুদ্রধান্যং স্যাৎ তৃণধান্যঞ্চ তৎ স্মৃতম্॥

ধান্যবর্গ।

ধান্যভেদ। ধান্য পাঁচ প্রকার যথা শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বীধান্য, ও ক্ষুদ্রধান্য। রক্তশালি প্রভৃতিকে শালিধান্য, ষাটধান্য প্রভৃতিকে ব্রীহি এবং যবাদিকে শূকধান্য, মুগাদিকে শিম্বী ধান্য এবং কঙ্গ্বাদিকে ক্ষুদ্রধান্য বা তৃণধান্য বলে।

তত্র শালিধান্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।

অথ শালিনাং নামানি।

রক্তশালিঃ সকলমঃ পাণ্ডুকঃ শকুনাহৃতঃ।
সুগন্ধকঃ কর্দ্দমকো মহাশালিশ্চ দূষকঃ॥
পুষ্পাণ্ডকঃ পুণ্ডরীকস্তথা মহিষমস্তকঃ।
দীর্ঘশূকঃ কাঞ্চনকো হায়নো লোধ্রপুষ্পকঃ॥
ইত্যাদ্যাঃ শালয়ঃ সন্তি বহবো বহুদেশজাঃ।
গ্রন্থবিস্তরভীতেস্তে সমস্তা নাত্র ভাষিতাঃ॥

অথ তেষাং গুণাঃ।

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ।
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ॥
অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা।
শালয়ো দগ্ধমৃজ্জাতাঃ কষায়া লঘুপাকিনঃ।
সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ রুক্ষাঃ শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ॥
কৈদারা বাতপিত্তঘ্নাঃ গুরবঃ কফশুক্রলাঃ।
কষায়া অল্পবর্চ্চস্কা মধুরাশ্চ বলাবহাঃ॥

'কৈদারাঃ' কৃষ্টক্ষেত্রজাঃ উপ্তাঃ।

স্থলজাঃ স্বাদবঃ পিত্তকফঘ্না বাতবহ্নিদাঃ।
কিঞ্চিত্তিক্তাঃ কষায়াশ্চ বিপাকে কটুকা অপি॥

'স্থলজাঃ' অকৃষ্টভূমিজাঃ, স্বয়ং জাতাঃ।

বাপিতা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তপ্রণাশনাঃ।
শ্লেষ্মলাশ্চাল্পবর্চ্চস্কাঃ কষায়া গুরবো হিমাঃ॥

'বাপিতাঃ' কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে চ।

বাপিতেভ্যো গুণৈঃ কিঞ্চিৎ হীনাঃ প্রোক্তাঃ অবাপিতাঃ।

রোপিতাস্তু নবা বৃষ্যাঃ পুরাণা লঘবঃ স্মৃতাঃ।
রোপিতা রোপিতা ভূয়ঃ শীঘ্রপাকা গুণাধিকাঃ॥
ছিন্নরূঢ়াঃ হিমা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফাপহাঃ।
বদ্ধবিট্কাঃ কষায়াশ্চ লঘবশ্চাল্পতিক্তকাঃ॥

শালিধান্যের লক্ষণ গুণ ও নাম

যে ধান্যের তুঁষ নাই এরূপ হৈমন্তিক শুক্ল ধান্যকে শালিধান্য বলে। রক্ত শালি, কলম, পাণ্ডু, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দম, মহাশালী, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চন, হায়ন, ও লোধ্রপুষ্প প্রভৃতি নানা দেশে নানাবিধ শালিধান্য জন্মে গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তাহাদিগের সকলের নামোল্লেখ করিলাম না। শালিধান্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধকারী, বাতজনক, কফবর্দ্ধক, কষায়, শীতল, পিত্তঘ্ন, লঘু, রুচিকর, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, বৃষ্য বৃংহণ ও মূত্রকারক। যে শালী দগ্ধ মৃত্তিকাতে জন্মে তাহা কষায়, লঘুপাক, মল ও মূত্রের বিশুদ্ধিকারক, রুক্ষ, ও শ্লেষ্মঘ্ন। ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক যে শালি বপণ করা যায় তাহা বাতপিত্তঘ্ন, গুরু, কফজনক, শুক্রল, কষায়, ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধকারী, মধুর ও বলাবহ এবং যে শালি অকর্ষিত ভূমিতে স্বয়ং জন্মে তাহা স্বাদু, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, আগ্নেয়, বাতজনক, ঈষৎ তিক্ত, কষায়, ও পাকে কটু। কোন কর্ষিত বা অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপনদ্বারা যে শালিধান্য জন্মে তাহা মধুর, বৃষ্য, বলকারক, পিত্তনাশক, শ্লেষ্মজনক, ঈষৎ কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক, কষায়, গুরু ও শীতল। বাপিত শালি অপেক্ষা অবাপিত শালী হীনগুণ। রোপিত শালি নূতন হইলে পুষ্টিকারক এবং পুরাণ হইলে লঘু হয়। রোপিত ধান্যকে পুনর্ব্বার রোপিত করিলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্রপাক ও অধিক গুণকারী হয়। ছিন্নরূঢ় শালি শীতল, রুক্ষ, বলকারক, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, কোষ্ঠবদ্ধকারী, কষায়, লঘু ও ঈষৎ তিক্ত।

অথ রক্তশালের্গুণাঃ।

রক্তশালির্ব্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড়্‌জ্বরাপহঃ॥
বিষব্রণশ্বাসকাসদাহনুদ্বহ্নিপুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥

'রক্তশালিঃ' দাউদখানী ইতি লোকে। মগধদেশে প্রসিদ্ধঃ।

রক্তশালি অর্থাৎ দাদখানির গুণ।

রক্তশালি মগধদেশে দাদখানি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকল প্রকার শালি অপেক্ষা রক্তশালিই শ্রেষ্ঠ। কারণ উহা বলকারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যজনক, ত্রিদোষঘ্ন, চক্ষুষ্য, মূত্রল, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, শুক্রল, আগ্নেয়, পুষ্টিকারক এবং তৃষ্ণা, জ্বর বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাশ ও দাহের শান্তিকারক। মহদাদি অন্য সকল প্রকার শালিই রক্তশালি অপেক্ষা হীনগুণ।

অথ ব্রীহিধান্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

বার্ষিকাঃ কণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥
শালমুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ স বিজ্ঞেয়ো যৎ কৃষ্ণতুষতণ্ডুলঃ।
পাটলঃ পাটলাপুষ্পবর্ণকো ব্রীহিরুচ্যতে॥

কুক্কুটাণ্ডাকৃতিব্রীহিঃ কুক্কুটাণ্ডক উচ্যতে।
শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে॥
লাক্ষাবর্ণং মুখং যস্য জ্ঞেয়ো জতুমুখস্তু সঃ।
ব্রীহয়ঃ কথিতাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতো হিমাঃ॥
অল্পাভিষ্যন্দিনো বদ্ধবর্চ্চস্কাঃ ষষ্টিকৈঃ সমাঃ।
কৃষ্ণব্রীহির্ব্বরস্তেষাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে॥

ব্রীহি ধান্যের লক্ষণ ও গুণ।

এক বৎসরের পুরাতন তুঁষবর্হিত ও শুক্ল, ব্রীহি গুরুপাক। কৃষ্ণ ব্রীহি পাটল, কুক্কুটাণ্ড, শালামুখ ও জতুমুখ প্রভৃতি ধান্যকে ব্রীহিধান্য বলে। যাহার তুঁষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাকে কৃষ্ণব্রীহি, যাহার মুখ লাক্ষাবর্ণ তাহাকে জতুমুখ যাহার শুক (সূক্ষ্ম অগ্রভাগ) ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শালামুখ এবং যাহার বর্ণ পাটলপুষ্পের ন্যায় তাহাকে পাটল বলে। ব্রীহিধান্য পাকে ও বীর্য্যতঃ মধুর, শীতল, অল্প অভিষন্দি, কোষ্ঠবদ্ধকারী এবং ষষ্টিকের তুল্য গুণকারী। কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য সকল প্রকার ব্রীহি তদপেক্ষা হীনগুণ।

অথ ষষ্টিকানাং লক্ষণং গুণাশ্চ।

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।

অথ ষষ্টিকানাং নামানি।

ষষ্টিকঃ শতপুষ্পশ্চ প্রমোদকমুকুন্দকৌ।
মহাষষ্টিক ইত্যাদ্যাঃ ষষ্টিকাঃ সমুদাহৃতাঃ॥
এতেঽপি ব্রীহয়ঃ প্রোক্তা ব্রীহিলক্ষণদর্শনাৎ।
ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিনাং সদৃশাঃ গুণৈঃ।

তত্র ষষ্টিকায়া গুণাঃ।

ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ।
স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী।
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে॥
'ষষ্টিকা' শাটী ইতি লোকে।

ষাইট ধান্যের লক্ষণ ও গুণ।

যে ধান্য উদরস্থ হইলেই পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে ষাইট ধান্য বলে।

ষাইট ধান্যের নাম।

ষষ্টিক, শতপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক, ও মহাষষ্ঠিক প্রভৃতিকে ষাইট ধান্য বলে। এই ধান্যে ব্রীহি ধান্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে ব্রীহিধান্য ও বলে। ষাইট ধান্য মধুর, শীতল, লঘু, কোষ্ঠবদ্ধকারী, বাতঘ্ন ও পিত্তনাশক। এই ধান্য রক্ত শালি ধান্যের তুল্য গুণকারী।

ষাইট ধান্যের গুণ।

উক্ত কয় প্রকার ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, স্বাদু, মৃদু, গ্রাহী বলকারক ও জ্বরনাশক এবং রক্তশালির তুল্য গুণকারী। অন্যান্য সকল প্রকার ধান্যই ইহা অপেক্ষা স্বল্প-গুণ।

অথ শূকধান্যানি।

তেষু যবঃ প্রসিদ্ধঃ। অতিযবোঽতিশূকঃ কৃষ্ণারুণো বর্ণো যবঃ। তোক্যো হরিতো নিঃশূকঃ স্বল্পো যবঃ যইইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ।

শূক ধান্য।

শূকধান্যের মধ্যে যব প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ বর্ণ যবকে অতিযব, অরুণবর্ণ যবকে নিঃশূক, এবং হরিতবর্ণ নিঃশূককে তোক্ম বা ক্ষুদ্র যব বলে।

তেষাং নামানি গুণাশ্চ।

যবস্তু শীতশূকঃ স্যান্নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ।
তোক্মস্তদ্বৎ সহরিতস্ততঃ স্বল্পশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ।
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ।
বহুবাতমলো বর্ণস্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ॥
কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ্মপিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ।
পীনসশ্বাসকাসোরুস্তম্ভলোহিততৃট্ প্রণুৎ॥
তস্মাদতিযবো ন্যূনস্তোক্মো ন্যূনতরস্ততঃ।

শূকধান্যের নাম ও গুণ।

অতিযব, নিঃশূক ও তোক্ম এই তিন প্রকার শূকধান্য। কৃষ্ণবর্ণ যবকে অতিযব, অরুণ বর্ণ যবকে নিঃশূক এবং হরিত বর্ণ নিঃশূক বা ক্ষুদ্র যবকে তোক্ম বলে। তন্মধ্যে যবকে শীতশূক, নিঃশূক বা অতিযব বলে। যব কষায়, মধুর, শীতল, লেখন, মৃদু, ব্রণের পক্ষে তিলের ন্যায় হিতকারী, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, বলকারী, গুরু, বায়ু ও মলের আধিক্যজনক, বর্ণের স্থিরতাজনক, পিচ্ছিল, এবং কণ্ঠরোগ, চর্ম্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাশ, উরুস্তম্ভ, রক্তজ পীড়া, ও তৃষ্ণার শান্তিকারক। যব অপেক্ষা অতিযব এবং অতিযব অপেক্ষা তোক্ম হ্রস্বতর।

অথ গোধূমস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ।

গোধূমঃ সুমনোঽপি স্যাৎ ত্রিবিধঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।
মহাগোধূম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদ্দেশাৎ সমাগতঃ॥
'মহাগোধূমঃ' বড়গোহুমা ইতি লোকে।
মধূলী তু ততঃ কিঞ্চিদল্পা সা মধ্যদেশজা।
নিঃশূকো দীর্ঘগোধূমঃ কচিন্নন্দীমুখাভিধঃ॥
গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ।
কফপ্রদো নবীনো নতু পুরাণঃ। পুরাণযবগোধূমক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভাগিতি বাগ্‌ভটেন বসন্তে গৃহীতত্বাৎ।
মধূলী শীতলা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী মধুরা লঘুঃ।
শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্বন্নন্দীমুখঃ স্মৃতঃ॥

গোধূমের নাম, লক্ষণ ও গুণ।

গোধূমকে সুমনাও বলে। গোধূম তিন প্রকার। মহাগোধূম (বড় গোধূম), মধূলী ও নিঃশূক। মহাগোধূম পশ্চিম দেশ হইতে আনীত, মধূলী তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় এবং মধ্যদেশে জন্মে এবং নিঃশূককে দীর্ঘ গোধূম এবং কখন কখন নন্দীমুখও বলে। গোধূম, মধুর, শীতল বাতপিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রপ্রদ, বলকারক, স্নিগ্ধ, ব্রণের সন্ধানকারী, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, জীবনপ্রদ, বৃংহণ, বর্ণের উৎকর্ষতাজনক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, রুচিকর ও স্থিরতাজনক। মধূলী, শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু, শুক্রল, বৃংহণ ও হিতকর। নন্দীমুখও মধূলীর ন্যায় গুণকারী। এস্থলে বক্তব্য এই যে নূতন গোধূমই কফজনক হয় পুরাতন গোধূম কফজনক নহে। কারণ বাগ্‌ভট্ কহিয়াছেন

যে পুরাণ যব গোধূম, মধু ও জাঙ্গল মাংস এই কয়টি বসন্ত কালে হিতকারী।

অথ শিম্বীধান্যম্। তৎপর্য্যায়ানাহ।

শমীজাঃ শিম্বিজাঃ শিম্বীভবাঃ সূর্য্যাশ্চ বৈদলাঃ।

তেষাং গুণাঃ।

বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্না বদ্ধমূত্রমলা হিমাঃ।
ঋতে মুদ্গামসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ॥

মুদ্গমসূরয়োরাধ্মানকারিত্বমন্যবৈদলাপেক্ষয়া মত্তু সর্ব্বথা, এতয়োরপি কিঞ্চিদাধ্মানকারিত্ব-দর্শনাৎ।

শিম্বী ধান্য।

শিম্বীধান্যকে শমীজ, শিম্বীজ, শিম্বী-ভব, সূর্য্য ও বৈদল বলে। বৈদল (দাল) মধুর, রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, বাতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মল ও মূত্রের অবরোধক ও শীতল। মুগ ও মসূর ভিন্ন অন্যান্য সকল বৈদলই আধ্মানকারী অর্থাৎ মুগ ও মসূরের অপেক্ষা অন্যান্য বৈদলের আধ্মানকারিতাগুণ অধিক।

তত্র মুদ্গাস্য গুণাঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥
কৃষ্ণমুদ্গো মহামুদ্গো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

মুগের গুণ।

মুগ ও বনমুগ রুক্ষ, লঘু, গ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, শীতল, স্বাদু, ঈষৎ বায়ুজনক, নেত্রের হিতকর, ও জ্বরঘ্ন। কৃষ্ণ, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্ত প্রভৃতি অনেকপ্রকার মুগ আছে তাহারা পূর্ব্বানুক্রমে লঘু। কিন্তু সুশ্রুত ও চরকের মতে হরিতবর্ণ মুগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণকারী।

অথ মাষঃ।

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥
ভিন্নমূত্রমলঃ স্তন্যমেদঃপিত্তকফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাসপংক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥
কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ॥

মাষকলাই।

মাষকলাই গুরু, স্বাদুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বায়ুনাশক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, শুক্রল, অতন্ত বৃংহণ, মল ও মূত্রের রিরেচক, স্তন্যবৃদ্ধিকর, মেদ, পিত্ত ও কফজনক, এবং গুদকীল, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পংক্তিশূল রোগের শান্তিকারক। মাষকলাই, দধি, মৎস্য ও বৃন্তাক এই কয়েটি কফকারী ও পিত্তজনক।

অথ ঘোড়া যস্ত চ বেয়াতরা লোরি-আ ইত্যাদয়ো ভেদাঃ।

রাজমাষো মহামাষ শ্চপল শ্চবলঃ স্মৃতঃ।
রাজমাষো গুরুঃ স্বাদু স্তবরস্তর্পণো সরঃ॥
রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ।
শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণ স্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ॥

রাজমাষ।

রাজমাষকে মহামাষ, চপল বা চবল বলে। রাজমাষ গুরু, স্বাদু, কষায়, তৃপ্তিকর, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, বাতজনক, রুচিকর, স্তন্যজনক ও অতিশয় বলপ্রদ। রাজমাষ তিন প্রকার শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ। ইহাদিগের মধ্যে যেটি বৃহৎ সেইটি অধিক গুণকারী।

অথ নিষ্পাবঃ।

স তু রাজশিম্বীবীজং ভণ্টবাংস্থ ইতি লোকে।
নিঃস্পাবো রাজশিম্বিঃ স্যাদ্ বল্লকঃ শ্বেতশিম্বিকঃ।
নিষ্পাবো মধুরো রুক্ষো বিপাকেঽম্লো গুরুঃ সরঃ॥
কষায়স্তন্যপিত্তাস্রমূত্রবাতবিবন্ধকৃৎ।
বিদাহ্যুষ্ণো (১) বিষশ্লেষ্মশোথহৃচ্ছুক্রনাশনঃ॥

রাজশিম্বী।

রাজশিম্বীকে নিষ্পাব, বল্লক, বা শ্বেত শিম্বী বলে। রাজশিম্বী মধুর, রুক্ষ, পাকে অম্ল, গুরু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, কষায়, বিদাহী, উষ্ণ, এবং বিষ, শ্লেষ্ম, শোথ, ও শুক্রের নাশকারী। এবং রক্তপিত্ত, মূত্র, বাত ও কোষ্ঠবদ্ধতার উৎপাদক।

অথ মকুষ্টঃ।

মকুষ্টো বনমুদ্গঃ স্যান্মকুষ্টকমুকুষ্টকৌ।
মকুষ্টো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ।
বহ্নিজিন্মধুরঃ পাকে কৃমিকৃজ্জ্বরনাশনঃ॥

বনমুগ বা মুগানি।

বনমুগকে মকুষ্ট, মকুষ্টক বা মুকুষ্টক বলে। মকুষ্ট বাতল, গ্রাহী, রুক্ষ, পিত্তনাশক, লঘু, অগ্নিজিৎ, পাকে মধুর, কৃমিজনক ও জ্বরনাশক।

অথ মসূরী।

মঙ্গল্যকো মসূরঃ স্যান্মঙ্গল্যা চ মসূরিকা।
মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ॥

মসূরী।

মসূরীকে মঙ্গল্যক, মঙ্গল্যা বা মসূরিকা বলে। মসূর পাকে মধুর, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু, রুক্ষ, বাতল এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথাঢ়কী।

আঢ়কী তুবরী চাপি সা প্রোক্তা শণপুষ্পিকা।
আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ।
গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ॥

অরহর।

অরহর ডালকে আঢ়কী, তুবরী বা শণপুষ্পিকা বলে। অরহর দাল কষায়, রুক্ষ, মধুর, শীতল, লঘু, গ্রাহী, বাতজনক, বর্ণকারী এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

অথ ছোলা।

চণকো হরিমন্থঃ স্যাৎ সকলপ্রিয় ইত্যপি।
চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ॥
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ।
স চাঙ্গারেণ সম্ভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্‌গুণঃ॥
আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শুষ্কভৃষ্টোঽতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপণঃ॥

(১) বিদাহ্যম্ল ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

খিন্নং পিত্তকফং হন্যাৎ সূপং ক্ষোভকরো মতঃ।
আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তরক্তহরো হিমঃ॥

ছোলা।

ছোলাকে চণক, হরিমন্থ বা সকলপ্রিয় বলে। ছোলা শীতল, রুক্ষ, লঘু, কষায়, বিষ্টম্ভী, বাতল, জ্বরনাশক, কফঘ্ন ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক। ছোলা কাটখোলায় বা তৈলে ভাজিলেও ঐরূপ গুণকারী হয়। আর্দ্র ছোলাভাজা বলকারক ও রুচিকর কিন্তু শুষ্ক ছোলাভাজা রুক্ষ এবং বাত ও কুষ্ঠের প্রকোপজনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। স্বিন্ন ছোলা পিত্তনাশক ও কফঘ্ন, ছোলার দাল ক্ষোভকারী এবং ভিজা ছোলা অতিশয় কোমল, রুচিকর, রক্তপিত্তনাশক ও শীতল।

কেলাই।

কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ।
কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ।
কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ॥

কলায় (মটর)।

কলায়কে বর্ত্তুল, সতীন বা হরেণুক বলে। কলায় মধুর, শীতল, পাকে স্বাদু, রুক্ষ, কষায়, বাতল, গ্রাহী, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু।

অথ খেসারী।

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ত্রিপুটো মধুর স্তিক্ত স্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্॥
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতল স্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্বকারী বাতাতিকোপনঃ।

খেঁসারি।

খেঁসারিকে ত্রিপুট বা খণ্ডিক বলে। অতঃপর তাহার গুণ বলা যাইতেছে। খেঁসারি মধুর, তিক্ত, কষায়, অত্যন্ত রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, রুচিকর, গ্রাহক ও শীতল, এবং বাতের অত্যন্ত প্রকোপজনক। এই দাল সেবন করিলে খঞ্জত্ব ও পঙ্গুত্ব জন্মে।

অথ কুলত্থী।

কুলত্থিকা কুলত্থশ্চ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ॥
লঘুর্ব্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্।
হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্রদৃগানাহান্ সপীনসান্।
স্বেদসংগ্রাহকো মেদোজ্বরকৃমিহরঃ সরঃ॥

কুলত্থ।

কুলত্থকে কুলত্থিকাও বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। কুলত্থ পাকে কটু, কষায়, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, স্বেদসংগ্রাহক, সর এবং শ্বাস, কাস, কফ, বাত, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দৃষ্টিদোষ, আনাহ, রক্তপিত্ত, পীনস, মেদ, জ্বর ও কৃমির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অথ তিলঃ।

তিলঃ কৃষ্ণঃ সিতো রক্তঃ স বন্যোঽল্পতিলঃ স্মৃতঃ।
তিলো রসে কটু স্তিক্তো মধুর স্তুবরো গুরুঃ।
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তকৃৎ।
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ॥
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ।
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ।
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥

তিল।

তিল চারি প্রকার শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও বন্য বা স্বল্পতিল। তিল তিক্ত, মধুর, কষায়, রসে কটু, গুরু, বিপাকে কটু, স্বাদু; স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফকারি, পিত্তজনক, বলকারক, কেশবর্দ্ধক, হিমস্পর্শ, ব্রণ ও ত্বকের পক্ষে হিতকর, স্তন্যপ্রদ, দন্তশোধক, ঈষৎ মূত্রকারী, গ্রাহী, বাতঘ্ন, আগ্নেয়, ও বুদ্ধির উত্তেজক। কৃষ্ণ তিলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শ্বেত তিল মধ্যম ও শুক্রল এবং রক্তাদি অন্যান্য সকল প্রকার তিলই ইহাদিগের অপেক্ষা হীনগুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ তিসিঃ।

অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষমা।
অতসী মধুরা তিক্তা স্নিগ্ধা পাকে কটুর্গুরুঃ।
উষ্ণা দৃক্‌শুক্রবাতঘ্নী কফপিত্তবিনাশিনী॥

তিসি।

তিসিকে অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষমা বলে। অতসী মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধ, কটুপাক, গুরু, উষ্ণ, কফঘ্ন, ও পিত্তনাশক এবং সেবন করিলে দৃষ্টিনাশ শুক্রক্ষয় ও বাতের শান্তি হয়।

অথ তোরী তোড়িসেতি লোকে।

তুবরী গ্রাহিণী প্রোক্তা লঘ্বী কফবিষাস্রজিৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিদা কণ্ডুকুষ্ঠকোষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ॥

তুবরী।

তুবরী গ্রাহিণী, লঘু, কফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, আগ্নেয়, এবং বিষ, রক্তদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ও কোষ্ঠস্থিত কৃমির শান্তিকারক।

অথ রক্তসরীসো পিয়রীসরীসে।।

সর্ষপঃ কটুকঃ স্নেহস্তন্তুভশ্চ কদম্বকঃ।
গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে॥
সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুকুষ্ঠকোষ্ঠকৃমিগ্রহান্‌।
যথা রক্ত স্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ॥

শ্বেত ও রক্ত সর্ষপ।

রক্তসর্ষপকে কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক এবং শ্বেত সর্ষপকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধার্থও বলিয়া থাকেন। সর্ষপ রসে ও পাকে কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাতনাশক, অগ্নি ও রক্তপিত্তের বর্দ্ধনকারী, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোষ্ঠস্থিত কৃমি, এবং রক্ষ ও গ্রহের শান্তিকারক। গৌর সর্ষপ ও রক্ত সর্ষপ উভয়ে তুল্যরূপ গুণকারী হইলেও গৌর সর্ষপই প্রধান বলিতে হইবে।

অথ রাই কৃষ্ণরাই।

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণগন্ধা ক্ষুজ্জা নিকাসরী।
ক্ষয়ক্ষতাভিজনকা কৃমিকা কৃষ্ণসর্ষপঃ॥
রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডুকুষ্ঠকোষ্ঠকৃমীন্‌ হরেৎ।
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা॥

রাই সরিষা।

রাই সরিষা দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ। রাই সরিষাকে রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা,

ক্ষুজ্জা, নিকাসরী ও অসুরী এবং কৃষ্ণ রাইকে ক্ষর ও ক্ষতাভিজ্ঞনক ও কৃমিকা বলে। শ্বেত রাই কফঘ্ন, পিত্তনাশক; তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, আগ্নেয় এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ও কোষ্ঠস্থিত কৃমির শান্তিকারক। কৃষ্ণ রাই শ্বেত রাইয়েরই তুল্য, বিশেষতঃ উহা অতিশয় তীক্ষ্ণ।

অথ ক্ষুদ্রধান্যম্।

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্।
ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥
মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্।
বাতকৃৎ বদ্ধবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥

ক্ষুদ্র ধান্য।

ক্ষুদ্র ধান্যকে কুধান্য বা তৃণধান্য বলে। ক্ষুদ্র ধান্য, অনুষ্ণ, কষায়, লঘু, লেখন, রসে মধুর, পাকে কটু, রুক্ষ, ক্লেদ-শোষক, বাতকারী, মলের অবরোধক এবং পিত্তরক্ত ও কফের শান্তিকারক।

তত্র কঙ্গুনী।

স্ত্রিয়াং কঙ্গুঃ প্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা।
পীতা চতুর্ব্বিধা কঙ্গুস্তাসাম্পীতা বরা স্মৃতা॥
কঙ্গুস্ত ভগ্নসন্ধানবাতকৃৎ বৃংহণী গুরুঃ।
রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ ভৃশম্॥

কঙ্গু ধান্য।

কঙ্গু ধান্যকে প্রিয়ঙ্গুও বলে। কঙ্গু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং প্রিয়ঙ্গু শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। কঙ্গু চারি প্রকার, কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত। তন্মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই উৎকৃষ্ট। কঙ্গু ভগ্ন স্থানের সন্ধানকারী, বাতজনক, বৃংহণ, গুরু, রুক্ষ, অত্যন্ত শ্লেষ্মঘ্ন এবং ঘোটকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

অথ চীনা।

চীনাকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্‌গুণৈঃ।

চীনাক।

চীনাক কঙ্গুর জাতি ভেদমাত্র এবং কঙ্গুর তুল্য গুণকারী।

অথ শ্যামা।

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ।

শ্যামা।

শ্যামা ধান্য শোষণ, রুক্ষ, বাতল, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

অথ কোদ্রবঃ।

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ।
কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ।
উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্॥

কোদ্রব।

কোদ্রবকে কোরদূষ এবং বন কোদ্রবকে উদ্দাল বলে। কোদ্রব বাতল, গ্রাহী, শীতল, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, এবং বনকোদ্রব উষ্ণ, গ্রাহী ও অতিশয় বাতজনক।

অথ চারুকঃ শরবীজঃ।

চারুকঃ শরবীজঃ স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্ গুণা অথ।
চারুকো মধুরো রুক্ষো রক্তপিত্তকফাপহঃ।
শীতলো লঘুর্বৃষ্যশ্চ কষায়ো বাতকোপনঃ॥

চারুক বা শরবীজ।

শরবীজকে চারুক ও বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। শরবীজ মধুর, রুক্ষ, শীতল, লঘু, বৃষ্য, কষায়, বাতবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ বংশবীজঃ।

যবাবংশভবা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বদ্ধমূত্রাঃ কফঘ্নাশ্চ বাতপিত্তকরাঃ সরাঃ॥

বংশবীজ।

বংশজাত যব রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, মূত্রাবরোধক, কফঘ্ন, বাতকারী, পিত্তজনক ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক।

অথ কুসুম্ভবীজং।

কুসুম্ভবীজং বরটা সৈব প্রোক্তা বরট্টিকা।
বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্তকফাপহা।
কষায়া শীতলা গুর্ব্বী স্যাদবৃষ্যানিলাপহা॥

কুসুম্ভ বীজ।

কুসুম্ভ বীজকে বরটা বা বরট্টিকা বলে। কুশুম্ভ বীজ মধুর, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল, গুরু, অবৃষ্য এবং রক্তপিত্ত, কফ, ও বাত রোগের শান্তিকারক।

অথ গবেধুকা।

গবেধুকা তু বিবুধৈর্গবেধুঃ কথিতা স্ত্রিয়াম্।
গবেধুঃ কটুকা স্বাদ্বী কার্শ্যকৃৎ কফনাশিনী॥

গবেধুকা।

পণ্ডিতগণ গবেধুকাকে গবেধু বলিয়া থাকেন, গবেধু শব্দ স্ত্রিলিঙ্গ। গবেধু কটু, স্বাদু, কার্শ্যকারী ও কফনাশক।

অথ তৃণধান্যং।

প্রসাধিকা তু নীবারস্তৃণান্নমিতি চ স্মৃতম্।
নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ॥

নীবার।

নীবারকে প্রসাধিকা বা তৃণান্ন বলে। নীবার শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন, কফজনক ও বাতবর্দ্ধক।

অথ পবনালঃ।

পবনালোহিমঃ স্বাদু র্লো হিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ।
অবৃষ্য স্তবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ॥

পবনাল (দেধান)।

পবনাল শীতল, স্বাদু, লোহিত, শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তনাশক, অবৃষ্য, কষায়, রুক্ষ, ক্লেদজনক, ও লঘু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্।
তত্তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ॥
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
নতুজ্যত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃপরম্॥
এতেষু যবগোধূমতিলমাষা নবা হিতাঃ।
পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণকারিণঃ॥

'পুরাণাঃ' বর্ষদ্বয়াদুপরিস্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বাস্থ্যান্ প্রতি হিতাঃ। পথ্যাশিনান্তু পুরাণা হিতাঃ। পুরাণা যবগোধূমক্ষৌদ্র-জাঙ্গলশূল্যভুগিতি বসন্তে বাগ্ভটেনোক্তত্বাৎ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ধান্যবর্গঃ।

সকল প্রকার নূতন ধান্যই স্বাদু, গুরু, ও শ্লেষ্মজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এক বৎসরের পুরাতন হইলে ধান্য হিতকারী হয়। কারণ পুরাতন ধান্য নূতন অপেক্ষা লঘুতর। এক বৎসর থাকিলে সকল প্রকার ধান্যের গুরুত্ব নাশ হয় বটে কিন্তু বীর্য্যের লাঘব হয় না। পরে যত অধিক পুরাতন হয় ক্রমে ততই তাহাদিগের বীর্য্যের হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু যব, গোধূম, তিল, ও মাষকলাই ইহাদিগের নূতনই উপকারী। পুরাতন হইলে উহারা বিরস, ও রুক্ষ হয়, এবং তাদৃশ গুণকারী নহে। এস্থলে পুরাতন শব্দে দুই বৎসরের ও অধিক পুরাতন বুঝিতে হইবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে নূতন এবং পথ্যাশীর পক্ষে পুরাতন যবাদিই হিতকর। কারণ বাগ্‌ভট্ লিখিয়াছেন যে পুরাতন যব, গোধূম, মধু, ও জাঙ্গল মাংস এই কয়টি বসন্ত কালে হিতকর।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ধান্যবর্গ সমাপ্ত।

অথ শাকবর্গঃ।

তত্র শাকনিরূপণম্।

পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্‌যথোত্তরম্॥

শাকবর্গ।

শাকের নিরূপণ।

শাক ছয় প্রকার যথা পত্রশাক, পুষ্পশাক, ফলশাক, নালশাক, কন্দশাক ও সংস্বেদজ শাক। ইহারা উত্তরোত্তর গুরু জানিবে।

অথ শাকানাং গুণাঃ।

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ॥
শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রম্
বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনম্
হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগা
স্তে হেতবো দেহবিনাশনায়।
তস্মাৎ বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু
কুর্য্যাত্তথাম্লেষু স এব দোষঃ॥
এতানি শাকনিন্দকানি বচনানি সামান্যানি।
অথ শাকেষু বিশিষ্টানি বচনানি।

শাকের গুণ।

সকল প্রকার শাকই প্রায় বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় বিরেচক, মল ও বায়ুর প্রকোপকারী। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা কহেন যে শাকভোজনে দেহস্থ অস্থি ভিন্ন হয়, দৃষ্টি, বর্ণ, গতিশক্তি, রক্ত, শুক্র, বুদ্ধি ও স্মৃতির ক্ষয় হয় এবং শীঘ্র কেশ পাকিয়া উঠে। সকল প্রকার শাকই রোগের আধার ও দেহনাশের মূলীভূত কারণ। অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বথা শাক ও অম্ল

ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। কারণ অন্নও শাকের তুল্য অনিষ্টজনক।

শাকের নিন্দাসূচক উল্লিখিত বচনগুলি সামান্য। অতঃপর বিশেষ বচন বলা যাইতেছে।

তত্র পত্রশাকানি।

তত্রাপি বাস্তুকদ্বয়স্য নামানি গুণাশ্চ।

বাস্তুকং বাস্তুকঞ্চ স্যাৎ ক্ষারপত্রঞ্চ শাকরাট্।
তদেব তু বৃহৎপত্রং রক্তং স্যাদ্গৌড়বাস্তুকম্।
প্রায়শো যবমধ্যে স্যাদ্যবশাকমতঃ স্মৃতম্॥
বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্।
সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃকৃমিদোষত্রয়াপহম্॥

পত্রশাক।

বেতোশাক।

বেতোশাককে বাস্তুক, বা বাস্তুক, ক্ষারপত্র ও শাকরাট্ বলে। আর ত্রক প্রকার রক্তবর্ণ বাস্তুক আছে তাহার পত্র বৃহৎ এবং তাহাকে গৌড়বাস্তুক বলে যবের মধ্যে জন্মে বলিয়া উহাকে যবশাকও বলে। উভয়বিধ বাস্তুকই স্বাদু, সক্ষার, পাকে কটু, দীপন, পাচন, রুচিকর, লঘু, শুক্রজনক, বলকারক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, কৃমি ও ত্রিদোষের শান্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ পোতকী।

পোতক্যুপোদিকা সা তু মালবামৃতবল্লরী।
পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ॥
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥

পুঁইশাক।

পুঁইশাককে পোতকী, মালবা, উপোদিকা বা অমৃতবল্লরী বলে। পুঁইশাক শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মল, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, পথ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক, ও রক্তপিত্তনাশক, কিন্তু কণ্ঠের পক্ষে হিতকর নহে।

অথ শ্বেতমরুসা।

লোহিতমরুষা নবড়া ইতি চ।

মারিষো বাস্পকো মার্ষঃ শ্বেতো রক্তশ্চ স স্মৃতঃ।
মারিষো মধুরঃ শীতো বিষ্টম্ভী পিত্তনুৎ গুরুঃ।
বাতশ্লেষ্মকরো রক্তপিত্তনুৎ বিষমাগ্নিজিৎ॥
রক্তমার্ষো গুরুর্নাতি সক্ষারো মধুরঃ সরঃ।
শ্লেষ্মলঃ কটুকঃ পাকে স্বল্পদোষ উদীরিতঃ॥

কাঁটানটে।

কাঁটানটে দুই প্রকার শ্বেত ও রক্ত। কাঁটানটেকে মারিষ, মার্ষ এবং বাস্পকও বলে। শ্বেত কাঁটানটে মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষ্মজনক এবং রক্তপিত্ত ও বিষমাগ্নির শান্তিকারক। রক্ত নটে গুরু, ঈষৎ সক্ষার, মধুর, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, শ্লেষ্মল, পাকে কটু ও স্বল্প দোষজনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ চবরাই।

অল্পমরুস। ইতি চ।
তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ।
ভণ্ডীরস্তণ্ডুলীবীজো বিষঘ্নশ্চাল্পমারিষঃ॥
তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

চাঁপানটে।

চাঁপানটেকে তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন ও অল্পমারিষ বলে। চাঁপানটে লঘু, শীতল, রুক্ষ, মল ও মূত্রের বিরেচক, দীপন, রুচিকর এবং বিষ, পিত্ত, কফ ও রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ চবরাইভেদঃ।

জলতণ্ডুলীয়ং শাস্ত্রে কঞ্চটমিতি প্রসিদ্ধম্।
পানীয়ং তণ্ডুলীয়ন্তু কঞ্চটং সমুদাহৃতম্।
কঞ্চটং তিক্তকং রক্তপিত্তানিলহরং লঘু।

জলতণ্ডুলীয়।

জলতণ্ডুলীয়ককে শাস্ত্রে কঞ্চটও বলে। কঞ্চট তিক্ত, লঘু এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ পলঙ্কী।

পালঙ্ক্যা বাস্তুকাকারা ছুরিকা চীরিতচ্ছদা।
পালঙ্ক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাসপিত্তরক্তবিষাপহা॥

পালংশাক।

পালং শাকের আকার বেতোশাকের ন্যায়। উহাকে পালঙ্ক্যা, ছুরিকা বা চীরিতচ্ছদা বলে। পালংশাক বাতল, শীতল, শ্লেষ্মল, ভেদী, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং মত্ততা, শ্বাস, রক্তজরোগ, পিত্ত, ও বিষের শান্তিকারক।

অথ নরিশঃ, কালশাকমিতি চ।

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ।
বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্॥

কালশাক।

কালশাককে নাড়িক, শ্রাদ্ধশাক বা কালক বলে। কালশাক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রোচক, বাতকারি, বলকারক, রুচিকর, মেধার প্রসন্নতাজনক, শীতল এবং কফ, শোথ ও রক্তপিত্তের শান্তি-কারক।

অথ পটুয়া।

পট্টশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ সঃ স্মৃতঃ।
নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥

নালিতা।

নালিতাশাককে পট্টশাক, নাড়ীক বা নাড়ীশাক বলে। নালিতা বিষ্টম্ভী, বাতের প্রকোপজনক ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ কলম্বী।

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যতে তদ্গুণা অথ।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলমীশাক।

কলমীশাককে কলম্বী বা শতপর্ব্বী বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। কলমীশাক মধুর এবং সেবন করিলে স্তন্য ও শুক্র বৃদ্ধি হয়।

অথ লোণী। বৃহল্লোণী।

লোণা লোণী চ কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা॥
লোণী রুক্ষা গুরুঃ কটু্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ॥
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী।
ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতহৃৎ কফ পিত্তকৃৎ॥
ত্বগ্দোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ।
শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈ রুদাহৃতা॥

লোণী ও বৃহল্লোণী

লোণীকে লোণা এবং বৃহল্লোণীকে ঘোটিকা বলে। লোণী রুক্ষ, গুরু, কটু, পটু, দীপন, অম্ল এবং বাতশ্লেষ্ম,অর্শ, মন্দাগ্নি ও বিষের শান্তিকারক। বৃহল্লোণী অম্ল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, উষ্ণ, বাতনাশক, কফঘ্ন, পিত্তবর্দ্ধক, এবং ত্বগ্দোষ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহরোগের শান্তিকারক। তজ্জ্ঞ পণ্ডিতগণ কহেন যে এই শাক শোথ ও চক্ষু রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ চাঙ্গেরী অবিলোণীইতি চ।

চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্তশঠাম্বষ্ঠাম্ললোণিকা।
অশ্মন্তকস্ত শফরী কুশলী চাম্লপত্রকঃ॥
চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা লঘূষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃকুষ্ঠাতীসারনাশিনী॥

আমরুল।

আমরুলকে চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্ত-শঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তক, শফরী, কুশলী বা অম্লপত্রক বলে। আমরুল দীপন, রোচক, লঘু, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাতনাশক, পিত্তল, অম্ল, এবং গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ, ও অতিসার রোগের শান্তিকারক।

অথ চুকা।

চুক্রিকা স্যাৎ তু পত্রাম্লা রোচনী শতবেধিনী।
চুক্রা ত্বম্লতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকে নাতিরোচনী॥

চুকাপালঙ্।

চুকাপালঙ্কে চুক্রিকা, পত্রাম্লা, রোচনী বা শতবেধিনী বলে। চুকাপালঙ্, অম্লতর, স্বাদু, বাতনাশক, কফজনক, পিত্তকারী, রুচিজনক, পাকে লঘুতর, কিন্তু বেগুণের সহিত মিশ্রিত করিলে অতিশয় রোচক হয় না।

অথ চঞ্চুঃ।

চিঞ্চশ্চঞ্চুশ্চঞ্চুকী চ দীর্ঘপত্রা সতিক্তকা।
চঞ্চুঃ শীতা সরা রুচ্যা স্বাদ্বী দোষত্রয়াপহা।
ধাতুপুষ্টিকরী বল্যা মেধ্যা পিচ্ছিলকা স্মৃতা॥

চুঞ্চুশাক।

চঞ্চুশাককে চিঞ্চ, চঞ্চুকী, দীর্ঘপত্রক বা সতিক্তকা বলে। চঞ্চু শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রোচক, স্বাদু, ত্রিদোষঘ্ন, ধাতুপোষক, বলকারক,

মেধাবর্দ্ধক ও পিচ্ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ হিলমোচিকা। হুর হুর ইতি লোকে।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরা চারী ব্রাহ্মী চ হিলমোচিকা।
শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥

ব্রাহ্মীশাক।

ব্রাহ্মীশাককে শঙ্খধরা, চারী বা হিলমোচিকা বলে। ব্রাহ্মীশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তের শান্তিকারক।

অথ শিরীআরী।

শিতিবারঃ শিতিবরঃ স্বস্তিকঃ সুনিষণ্ণকঃ।
শ্রীবারকঃ সূচিপত্রঃ পর্ণকঃ কুক্কুটঃ শিখী॥
চাঙ্গেরীসদৃশঃ পত্রৈশ্চতুর্দ্দল ইতীরিতঃ।
শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে॥
সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ।
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ।
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাসমেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ॥

শিতিবার।

শিতিবারকে শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচিপত্র, পর্ণক, কুক্কুট, বা শিখী বলে। যে শিতিবারের পত্র চাঙ্গেরীর পত্রের ন্যায় এবং জলান্বিত দেশে জন্মে তাহাকে চতুর্দ্দল বা চতুঃপত্রী বলে। শিতিবার শীতল, গ্রাহী, অবিদাহী, লঘু, স্বাদু, কষায়, রুক্ষ, দীপন, বৃষ্য, রোচক এবং জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ, ভ্রম, মেদ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

অথ মূরইপত্রম্।

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্।
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ॥

মূলো শাক।

নূতন মূলোশাক পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণ। এই শাক স্নেহ দ্রব্যে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়। কিন্তু অসিদ্ধ মূলকশাকভক্ষণে পিত্ত ও কফ কুপিত হয়।

অথ গুল্মা।

দ্রোণপুষ্পীদলং স্বাদু রুক্ষং গুরু চ পিত্তকৃৎ।
ভেদনং কামলাশোথমেহজ্বরহরং কটু॥

দ্রোণপুষ্পীশাক (হলকশা)।

দ্রোণপুষ্পী শাক স্বাদু, রুক্ষ, গুরু, পিত্তজনক, ভেদকারী, কটু এবং কামলা, শোথ, ও মেহজ্বরের শান্তিকারক।

অথ জবাইন্।

যবানী শাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ॥

জোয়ান শাক।

জোয়ান শাক আগ্নেয়, রুচিকর, বাতনাশক, কফঘ্ন, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, লঘু, কিন্তু পিত্তকারী ও শূলজনক।

অথ চকবন্দঃ।

দদ্রুপত্রং ত্রিদোষঘ্নমম্লং বাতকফাপহম্।
কণ্ডূকাসকৃমিশ্বাসদদ্রুকুষ্ঠপ্রণুল্লঘু॥

দদ্রুঘ্ন পত্র।

দদ্রুঘ্ন পত্র অম্ল, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু এবং কফ, বাত, কণ্ডু, কাস, কৃমি, শ্বাস, দদ্রু ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক।

অথ সেহুণ্ডঃ।

সেহুণ্ডস্য দলং তীক্ষ্ণং দীপনং রোচনং হরেৎ।
আধ্মানাষ্ঠীলিকাগুল্মশূলশোথোদরাণি চ॥

মনসা পাতা।

মনসা পাতা তীক্ষ্ণ, দীপন, রোচক, এবং আধ্মান, অষ্ঠিলা, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ দবনপাপরা।

পর্প্পটো হন্তি পিত্তাস্রজ্বরতৃষ্ণাকফভ্রমান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

ক্ষেতপাপড়া।

ক্ষেতপাপড়া সংগ্রাহী, শীতল, তিক্ত, বাতজনক, লঘু এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, কফ, দাহ ও ভ্রমের শান্তিকারক।

অথ গোজী।

গোজিহ্বা কুষ্ঠমেহাস্রকৃচ্ছ্রজ্বরহরী লঘুঃ।

গোজিহ্বা।

গোজিহ্বা শাক লঘু এবং কুষ্ঠ, মেহ, রক্তজ রোগ, কৃচ্ছ্র ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ পটোলপত্রং।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনম্পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ॥

পলতা।

পলতা পিত্তনাশক, দীপন, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণ, এবং জ্বর, কাশ ও কৃমির শান্তিকারক।

অথ গুড়ূচী।

গুড়ূচীপত্রমাগ্নেয়ং সর্ব্বজ্বরহরং লঘু।
কষায়ং কটু তিক্তঞ্চ স্বাদুপাকং রসায়নম্॥
বল্যমুষ্ণঞ্চ সংগ্রাহি হন্যাৎ দোষত্রয়ং তৃষাম্।
দাহপ্রমেহবাতাসৃক্কামলাকুষ্ঠপাণ্ডুতাঃ॥

গুলঞ্চ পত্র।

গুলঞ্চের পাতা আগ্নেয়, লঘু, কষায়, কটু, তিক্ত, স্বাদুপাক, রসায়ন, বলকারক, উষ্ণ, সংগ্রাহী, ত্রিদোষঘ্ন এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, বাত, রক্তদোষ, কামলা, কুষ্ঠ, পাণ্ডুতা ও সকল প্রকার জ্বরের শান্তিকারক।

অথ কসৌন্দী।

কাসমর্দ্দোঽরিমর্দ্দশ্চ কাসারিঃ কর্কশ স্তথা।
কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ॥
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু॥

কালকাসিন্দা।

কালকাসিন্দাকে কাশমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি বা কর্কশ বলে। কালকাসিন্দার পত্র রুচিকর, বৃষ্য, মধুর, কফঘ্ন, বাত-

নাশক, পাচন, কণ্ঠশোধনকারী, গ্রাহক, লঘু, পিত্তনাশক এবং কাস, বিষ ও রক্তজ রোগের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ চণকঃ।

রুচ্যাঞ্চণকশাকং স্যাৎ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকম্পিত্তঘ্নং দন্তশোথহৃৎ॥

ছোলা শাক।

ছোলা শাক রুচিকর, দুর্জ্জর, কফজনক, বাতকারী, অম্ল, বিষ্টম্ভজনক, পিত্তঘ্ন ও দন্তশোথের শান্তিকারক।

অথ কেরাই।

কলায়শাকম্ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তন্ত্রিদোষজিৎ।

কলায় শাক।

কলায়শাক ভেদী, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষঘ্ন।

অথ সরিষা।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষকৃৎ।
সক্ষারং লবণন্তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্॥

সরিষা শাক।

সরিষা শাক কটু, বহুমূত্র ও মলের উৎপাদক, গুরু, পাকে অম্ল, বিদাহী, উষ্ণ, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক, সক্ষার, সলবণ, তীক্ষ্ণ, ও স্বাদু। শাকের মধ্যে সরিষা শাক অতি অধম।

অথ পুষ্প শাকানি। তত্রাগস্তিপুষ্পস্য গুণাঃ।

অগস্তিকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনন্তিক্তং কষায়ং কটু পাকি চ।
পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্ম্মতম্॥

পুষ্প শাক। বকফুল।

মুনিগণ কহেন বকফুল শীতল, তিক্ত, কষায়, কটুপাক, পিত্তনাশক এবং চাতুর্থক, রক্তান্ধ্য, পীনস, শ্লেষ্ম ও বাতের শান্তিকারক।

অথ কদলীপুষ্পম্।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥

কদলীপুষ্প (মোচা)।

কদলীপুষ্প স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, শীতল, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ শোভাঞ্জনপুষ্পম্।

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকন্তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথনুৎ।
কৃমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ।
মধুশিগ্রু স্বক্ষিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

সজিনা ফুল।

সজিনা ফুল কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাতনাশক এবং কৃমি, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম ও স্নায়ুশোথের শান্তিকারক। সজিনা শাক দৃষ্টির পক্ষে হিতকর ও রক্তপিত্তের প্রসন্নতাজনক।

অথ শাল্মলীপুষ্পম্।

শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

শিমূল ফুল

সিমুলফুল ঘৃত ও সৈন্ধবে পাক করিয়া সেবন করিলে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য প্রদর রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। শাল্মলী ফুল রসে ও পাকে মধুর, কষায়, শীতল, গুরু, গ্রাহী, বাতল এবং কফ, পিত্ত ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অথ ফলশাকানি।

তত্র কুষ্মাণ্ডস্য নামানি গুণাশ্চ।

কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলম্পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্।
কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ॥
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্।
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারন্দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎসর্ব্বদোষজিৎ॥

ফল শাক।

কুষ্মাণ্ডের নাম ও গুণ।

কুষ্মাণ্ডকে পুষ্পফল, পীতপুষ্প বা বৃহৎফল বলে। কুষ্মাণ্ড, বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, এবং পিত্ত, রক্তদোষ ও বাতের শান্তিকারক। কচি কুষ্মাণ্ড পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুষ্মাণ্ড কফকারক এবং পক্ক কুষ্মাণ্ড ঈষৎ শীতল, স্বাদু, সক্ষার, দীপন, লঘু, বস্তিশুদ্ধিকর, এবং চিত্তরোগ ও সকল দোষের শান্তিকারক।

অথ কোহণ্ডী।

কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্ত্তিতা।
কর্কারুর্গ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ।
পক্বা তিক্তাগ্নিজননী সক্ষারা কফবাতনুৎ॥

কর্কারু।

অতিশয় ক্ষুদ্র কুষ্মাণ্ডকে কর্কারু বলে। কর্কারু গ্রাহিণী, শীতল, গুরু ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক। পক্ক কর্কারু তিক্ত, আগ্নেয়, সক্ষার, কফঘ্ন ও বাতনাশক।

অথ লম্বলৌয়া। গৃহলৌয়া।

অলাবুঃ কথিতা তুম্বী দ্বিধা দীর্ঘা চ বর্ত্তুলা।
মিষ্টতুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

অলাবু (লাউ)।

অলাবুকে তুম্বীও বলে। অলাবু দ্বিবিধ লম্বা ও গোলাকার। মিষ্ট অলাবুর ফল হৃদ্য, গুরু, বৃষ্য, রুচিকর, ধাতুর পুষ্টিকারক এবং পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকারক।

অথ তীত লৌয়া।

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সা তুম্বী চ বৃহৎফলা।
কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা।
তিক্তা কটু র্বিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥

তিত লাউ।

তিত লাউকে ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী

ও বৃহৎফলা বলে। তিত লাউ শীতল, হৃদ্য, তিক্ত, বিপাকে কটু এবং পিত্ত, বাতপিত্ত, কাশ, বিষ ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ কাঁকড়ী।

এর্ব্বারুঃ কর্কটী প্রোক্তা কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরু।
রুচ্যা পিত্তহরা সাম পক্কা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

কাঁকুড়।

কাঁকুড়কে এর্ব্বারু বা কর্কটী বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। কাঁচা কাঁকুড় শীতল, রুক্ষ, গ্রাহী, মধুর, গুরু, রুচিকর ও পিত্তনাশক এবং পাকা কাঁকুড় আগ্নেয়, তৃষ্ণাজনক ও পিত্তকারী।

অথ চিচিণ্ডঃ।

চিচিণ্ডো শ্বেতরাজিঃ স্যাৎ সুদীর্ঘো গৃহকূলকঃ।
চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণোঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥

চিচিণ্ড (চিচিঙ্গা)।

চিচিঙ্গাকে চিচিণ্ড, শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ বা গৃহকূলক বলে। চিচিঙ্গা বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য, রুচিকর, এবং পটোল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ। শোষগ্রস্ত রোগীর পক্ষে চিচিঙ্গা বিশেষ হিতকারী।

অথ করেলা।

কারবেল্লং কটিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহকৃমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥

কারবেল্ল (করলা) ও কারবেল্লী (উচ্ছে)।

কারবেল্লকে কটিল্লও বলে। কারবেল্লী কারবেল্ল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কারবেল্ল শীতল, ভেদী, লঘু, তিক্ত, অবাতল এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্তজরোগ, পাণ্ডু, কৃমি ও মেহ রোগের শান্তিকারক। কারবেল্লীর ও ঐরূপ গুণ বটে অধিকন্তু উহা দীপন ও লঘু।

অথ নেনুয়া।

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চঃ স্মৃতঃ।
মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা সরা পিত্তানিলাপহা॥

ধুন্দুল।

ধুন্দুলকে মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ বলে। ধুন্দুল স্নিগ্ধ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, পিত্তনাশক, ও বাতঘ্ন।

অথ তোরই।

ধামার্গবঃ পীতপুষ্পো জালিনী কৃতবেধনা।
রাজকোশাতকী চেতি তথোক্তা রাজিমৎফলা॥
রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাসজ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ॥

রাজকোষাতকী (ঝিঙেবিশেষ)

রাজকোষাতকীকে ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা ও রাজিমৎ-

ফলা বলে। রাজকোশাতকী শীতল, মধুর, কফজনক, বাতল, পিত্তনাশক, দীপন এবং শ্বাস, কাশ, জ্বর ও ক্রিমির শান্তিকারক।

অথ পটোলঃ, পরবর।

পটোলঃ কুলকস্তিক্তঃ পাণ্ডুকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেয়শ্চামৃতাফলম্।
বীজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাসভঞ্জনঃ॥
পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্রজ্বরদোষত্রয়কৃমীন॥
পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ।
নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ।
দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বত্তিক্তা পটোলিকা॥

পটোল।

পটোলকে কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতাফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা, কাশভঞ্জন ও কর্কশচ্ছদ বলে। পটোল পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নির উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং কাশ, রক্তজ রোগ, জ্বর ও ক্রিমির শান্তিকারক। পটোলের মূল সুখবিরেচক, নাল শ্লেষ্মঘ্ন, পত্র পিত্তনাশক এবং ফল ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তিক্ত পটোলের গুণ পটোলেরই তুল্য।

অথ কুন্দুরু।

বিম্বী রক্তফলা তুণ্ডী তুণ্ডিকেরী চ বিম্বিকা।
ওষ্ঠোপমফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে॥
বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্॥

তেলাকুচা।

তেলাকুচাকে বিম্বী, রক্তফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা বা পীলুপর্ণী বলে। তেলাকুচার ফল স্বাদু, শীতল, গুরু, স্তম্ভন, লেখন, রুচিকর, মল ও মূত্রের অবরোধক, আধ্মানকারী এবং রক্তপিত্ত ও বাতরোগের শান্তিকারক।

শিম্বী।

শিম্বিঃ শিম্বী পুত্রশিম্বিস্তথা পুত্রকশিম্বিকা।
শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥

শিম্বি (শিম)।

শিম্বীকে শিম্বি এবং পুত্রশিম্বিকে পুত্রশিম্বিকা বলে। শিম্বিদ্বয় রসে ও পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকারক, দাহকারী, শ্লেষ্মল এবং বাত ও পিত্তের শান্তিকারক।

অথ স্বল্পরা শিম্বি।

কোলশিম্বী কৃষ্ণফলা তথা পর্য্যঙ্কপাদিকা।
কোলশিম্বী সমীরঘ্নী গুর্ব্বী কফপিত্তকৃৎ।
শুক্রাগ্নিসাদকৃৎ বৃষ্যা রুচিকৃৎ বদ্ধবিড্ গুরুঃ॥

আলকুশি।

আলকুশিকে কোলশিম্বি, কৃষ্ণফলা বা পর্য্যঙ্কপাদিকা বলে। আলকুশি বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণ, পুষ্টিকারক, রুচিকর, মলাবরোধক, গুরু, কফজনক, পিত্তকারী, অগ্নিমান্দ্যজনক ও শুক্রনাশক।

অথ সোহিঞ্জনফলম্।

সৌভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাসগুল্মহৃদ্দীপনং পরম্॥

শোভাঞ্জন।

শোভাঞ্জনের ফল স্বাদু, কষায়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, অতিশয় দীপন এবং শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম রোগের শান্তিকারক।

অথ ভণ্টা।

বৃন্তাকং স্ত্রী তু বার্ত্তাকুর্ভণ্টাকী ভাণ্টিকাপি চ।
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্॥
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু।
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু॥
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিৎ অঙ্গারপরিপাচিতম্।
কফমেদোনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্॥
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥

বেগুন।

বেগুণকে বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী বা ভণ্টিকা বলে। বৃন্তাকশব্দ অস্ত্রীলিঙ্গে এবং অপর তিনটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বেগুন স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুপাক, অপিত্তল, দীপন, শুক্রল, লঘু এবং জ্বর, বাত ও শ্লেষ্মের শান্তিকারক। কচি বেগুন কফঘ্ন ও পিত্তনাশক এবং পক্ক বেগুন পিত্তকারী ও লঘু। অগ্নিতে পরিপক্ক বেগুন অতিশয় লঘু ও দীপন এবং কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক। কিন্তু উহাতে তৈল ও লবণ দিয়া সেবন করিলে স্নিগ্ধ এবং অতিশয় গুরুপাক হইয়া থাকে। যে বেগুন কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তাহা উক্ত বেগুণ অপেক্ষা হীনগুণ, কিন্তু অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

অথ ডিণ্ডিশঃ।

ডিণ্ডিশো রোমশফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি।
ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

ডিণ্ডিশ।

ডিণ্ডিশকে রোমশ ফল বা মুনিনির্ম্মিত বলে। ডিণ্ডিশ রুচিকর, ভেদী, পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রকারক ও পাথরী রোগের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ পিণ্ডারং।

পিণ্ডারং শীতলং বল্যং পিত্তঘ্নং রুচিকারকম্।
পাকে লঘু বিশেষেণ বিষশান্তিকরং স্মৃতম্॥

পিণ্ডার।

পিণ্ডার শীতল, বলকারক, পিত্তনাশক, রুচিকারক, লঘুপাক ও বিষের বিশেষ শান্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ কর্কোটকী।

কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালীতি চোচ্যতে।
কর্কোটকীফলং কুষ্ঠহৃল্লাসারুচিনাশনং।
শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকঞ্চ দীপনং॥

কর্কোটকী (পীত ঝিঙা)।

কর্কোটকীকে পীতপুষ্পা, বা মহাজালী বলে। কর্কোটকীর ফল পাকে কটু, দীপন এবং কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ করেকয়া।

ডোণ্ডিকা বিষমুষ্টিশ্চ ডোণ্ডীত্যপি সুমুষ্টিকা।
ডোণ্ডিকা পুষ্টিদা বৃষ্যা রুচ্যা বহ্নিপ্রদা লঘুঃ।
হন্তি পিত্তকফার্শাংসি কৃমিগুল্মবিষাময়ান্॥

ডোণ্ডিকা।

ডোণ্ডিকাকে ডোণ্ডী, বিষমুষ্টি, এবং সুমুষ্টিকাও বলে। ডোণ্ডিকা পুষ্টিকারক, বৃষ্য, রুচিকর, আগ্নেয়, লঘু, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং অর্শ, কৃমি, গুল্ম ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অথ কণ্টকারীফলম্।

কণ্টকারীফলং তিক্তং কটুকং দীপনং লঘু।
রুক্ষোষ্ণং শ্বাসকাসঘ্নং জ্বরানিলকফাপহম্॥

কণ্টকারী ফল।

কণ্টকারীর ফল তিক্ত, কটু, দীপন, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, এবং শ্বাস, কাশ, জ্বর, বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

অথ নালশাকানি।

তত্র সার্ষপনালং।

তীক্ষ্ণোষ্ণং সার্ষপং নালং বাতশ্লেষ্মব্রণাপহম্।
কণ্ডূকৃমিহরং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং রুচিকারকম্॥

নাল শাক।

সার্ষপ নাল।

সরিষা শাকের নাল রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং বাতশ্লেষ্মা, ব্রণ, কণ্ডু, কৃমি, দদ্রু, ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক।

অথ কন্দশাকানি।

তত্র সূরণস্য নামানি গুণাশ্চ।

সূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি।
সূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ॥
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ।
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহাগুল্মবিনাশনঃ॥
সর্বেষাং কন্দশাকানাং সূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রুণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ সূরণো গুণকৃৎপরঃ॥

কন্দশাক।

শূরণ (ওল)।

ওলকে শূরণ, কন্দ, কন্দল, ও অর্শঘ্ন বলে। ওল দীপন, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডুজনক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রুচিকর, লঘু, কফঘ্ন, এবং প্লীহা ও গুল্ম রোগের শান্তিকারক। সকল প্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠতম। ইহা অর্শ রোগের প্রধান ঔষধ ও পথ্য। দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে ওল হিতকর নহে। অন্যান্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে ওল অত্যন্ত গুণকারী হইয়া থাকে।

অথ আলু।

আলুকমপ্যালুকং তৎ কথিতম্ বীরসেনশ্চ।

কাষ্ঠালুক-শঙ্খালুক-হস্ত্যালুকানি কথ্যন্তে। পিণ্ডালুক-মধ্বালুক-রক্তালুকানি প্রোক্তানি। কাষ্ঠালুকং কাঠিন্যযুক্তং 'কঠালু'। শঙ্খালুকং শ্বেততাযুক্তম্ 'শঙ্খালু'। 'হস্ত্যালুকং দীর্ঘতাযুক্তং মহাশরীরম্। পিণ্ডালুকং বর্তুলমুখনী। মধ্ব-

লুকং মধুরতাযুক্তং রোমান্বিতং দীর্ঘমুখনী।
রক্তালুকং রক্তারু রজণ্ডা ইতি চ।
আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্॥

আলু।

আলুকে আলূক বা বীরসেন বলে। আলু ছয় প্রকার কাষ্ঠালু, হস্ত্যালু, শঙ্খালু, (শাঁকআলু) পিণ্ডালু (গোলআলু), (মধ্বালু) মৌআলু ও রক্তালু। অনন্তর ইহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে। কঠিন আলুকে কাষ্ঠালু, শ্বেতবর্ণ আলুকে শঙ্খালু, বৃহদাকার ও দীর্ঘ আলুকে হস্ত্যালু, বর্ত্তুলাকার আলুকে পিণ্ডালু, মধুরতাযুক্ত রোমান্বিত ও দীর্ঘাকৃতি আলুকে মধ্বালু এবং রক্তালুকে রক্তাক বা রজণ্ডা বলে। সকল প্রকার আলুই শীতল, বিষ্টম্ভী, মধুর, গুরুপাক, মল ও মূত্রের বিরেচক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, কফজনক, বাতকারী, বলকারক, স্বাস্থ্যকর, স্তন্যবর্দ্ধক ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

তারুই।

রক্তালুভেদে যা দীর্ঘা তন্বী চ প্রথিতালুকী।
আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী।
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা॥

আলুকী।

দীর্ঘ ও সরু রক্তালু বিশেষকে আলুকী বলে। আলুকী বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃৎপিণ্ডস্থ কফের শান্তিকারক ও বিষ্টম্ভকারী। এই আলুতে তৈল মাখিয়া ভক্ষণ করিলে অন্নে রুচি জন্মে।

অথ দোটী মুরঙ্গী নেবার মুরঙ্গী।

মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘুমূলকম্।
শালামর্কটকং বিস্রং শালেয়ং মরুসম্ভবম্॥
চাণক্যমূলকং তীক্ষ্ণং তথা মূলকপোতিকা।
নেপালমূলকং চান্যৎ তদ্ভবেদ্‌গজদন্তবৎ॥
লঘুমূলকমুষ্ণং স্যাদ্রুচ্যং লঘু চ পাচনম্।
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্॥
নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
মহত্তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরুদোষত্রয়প্রদম্।
স্নেহসিদ্ধং তদেবং স্যাৎ দোষত্রয়বিনাশনম্॥

মূলক (মূলো)।

মূলক দুই প্রকার লঘু ও বৃহৎ। চাণক্যমূলককে শালেয়, বিস্র, মরুসম্ভব, শালামর্কট, ও মূলকপোতিকা বলে চাণক্য মূলক তীক্ষ্ণ। নেপালদেশে এক প্রকার মূলক জন্মে তাহার আকার গজদন্তের ন্যায়। লঘুমূলক উষ্ণ, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষঘ্ন, স্বরের উৎকর্ষতাজনক এবং জ্বর, শ্বাস এবং নাসিকা, কণ্ঠ ও চক্ষুর পীড়ার শান্তিকারক। বৃহৎ মূলক রুক্ষ, উষ্ণ, গুরু, ও ত্রিদোষজনক। কিন্তু স্নেহ দ্রব্যে সিদ্ধ করিলে উহা ত্রিদোষ নাশ করে।

অথ গাজরং।

গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং তথা নাগরবর্ণকম্।
গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শোগ্রহণীকফবাতজিৎ।

গাজর।

গাজরকে গৃঞ্জন ও নাগরবর্ণক বলে। গাজর মধুর, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন,

লঘু, সংগ্রাহী, এবং রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বাতের শান্তিকারক।

অথ কেরাকন্দঃ।

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ।
বহ্নিকৃদ্দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ॥

কদলী মূল।

কদলী মূল শীতল, বলকারক, কেশ-বর্দ্ধক, আগ্নেয়, দাহনাশক, মধুর, রুচি-কর ও অম্লপিত্তের শান্তিকারক।

অথ মানকন্দঃ।

মানকঃ স্যাৎ মহাপত্রঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
মানকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ॥

মানকচু।

মানকচুকে মানক বা মহাপত্র বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। মানকচু শীতল, লঘু, এবং শোথ ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকারক।

অথ বারাহী কন্দঃ। গিঠি ইতি লোকে।

বারাহী পিত্তলা বল্যা কটুী তিক্তা রসায়নী।
আয়ুঃশুক্রাগ্নিকৃন্মেহকফকুষ্ঠানিলাপহা॥

বারাহীকন্দ।

বারাহীকন্দকে চামার আলুও বলে। চামার আলু পিত্তজনক, বলকারক, কটু, তিক্ত, রসায়ন, আয়ুষ্কর, শুক্রজনক, আগ্নেয় এবং মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ু রোগের শান্তিকারক।

অথ হস্তিকর্ণা।

গজকর্ণা তু তিক্তোষ্ণা তথা বাতকফাপহা।
শীতজ্বরহরী স্বাদুঃ পাকে তস্যাস্তু কন্দকঃ॥
পাণ্ডুশোথকৃমিপ্লীহগুল্মানাহোদরাপহঃ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নো বনশূরণকন্দবৎ॥

হস্তিকর্ণ।

হস্তিকর্ণ তিক্ত, উষ্ণ, স্বাদুপাক এবং বাত, কফ ও কম্প জ্বরের শান্তিকারক এবং উহার কন্দ বনওলের ন্যায় গুণকারী অর্থাৎ পাণ্ডু, শোথ, কৃমি প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর, গ্রহণী, অর্শ ও বিকারের শান্তি-কারক।

অথ কেমুক। কেমুয়া ইতি লোকে।

কেমুকং কটুকং পাকে তিক্তং গ্রাহি হিমং লঘু।
দীপনং পাচনং হৃদ্যং কফপিত্তজ্বরাপহম্।
কুষ্ঠকাসপ্রমেহাস্রনাশনং বাতলং কটু॥

কেমুক (কেঁউ)।

কেমুক কটুপাক, তিক্ত, গ্রাহী, শীতল, লঘু, দীপন, পাচন, হৃদ্য, কটু, বাতল এবং কফ, পিত্তজ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, প্রমেহ ও রক্ত দোষের শান্তিকারক।

অথ কসেরুঃ, চিচোড়ং।

কসেরু র্দ্বিবিধস্তত্র মহদ্রাজকসেরুকম্।
মুস্তাকৃতির্লঘু স্যাদ্‌যত্তচ্চিচোড়মিতি স্মৃতম্॥
কসেরুদ্বিতয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মরুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্॥

কেসুর।

কেসুর দুই প্রকার, রাজকেসুর ও চিচোড়। বৃহৎ কেসুরকে রাজকেসুর

এবং মুথার ন্যায় ক্ষুদ্র কেসুরকে চিচোড় বা কুদে কেসুর বলে। উভয়বিধ কেসুরই শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, পিত্ত-নাশক, গ্রাহী, রুচিকর শুক্র, বায়ু, শ্লেষ্ম, ও স্তন্যের উৎপাদক এবং রক্তদোষ, দাহ ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ শালূকং।

পদ্মাদিকন্দঃ শালূকঙ্কারহাটশ্চ কথ্যতে।
মৃণালমূলভিস্যাণ্ডং জলালূকঞ্চ কথ্যতে॥
শালূকং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রনুদ্ গুরু।
দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্॥
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং ভিস্যাণ্ডমপি তদ্‌গুণং।

শালুক।

কুমুদাদির মূলকে শালুক বা কারহাট, এবং মৃণালমূলকে জলালুক ও ভিস্যাণ্ড বলে। শালুক শীতল, বৃষ্য, পিত্তনাশক, গুরু, দুর্জ্জর, স্বাদুপাক, স্তন্যপ্রদ, বায়ুজনক, কফকারী, সংগ্রাহী, মধুর, রুক্ষ এবং দাহ ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক। পদ্মের মূলও শালুকের তুল্য গুণকারী।

বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতঃ কৃমিভক্ষিতম্।
কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যথাগ্ন্যাদিবিদূষিতম্॥
অতিজীর্ণমকালোত্থং রুক্ষং সিদ্ধমদেশজম্।
কর্কশং কোমলং চাতি শীতব্যালাদিদূষিতম্।
সংশুষ্কং সকলং শাকং নালীয়ান্মূলকং বিনা॥
'অতৈলাদিসিদ্ধং' রুক্ষং 'অদেশজম্' শুভ-স্থানজম্ (১)।

(১) এই অংশটুকু মৎসংগৃহীত আদর্শ-পুস্তকে নাই এবং ব'দও এই পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। তথাপি জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকে আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে।

কচি, অকালোদ্ভব, অতিশয় জীর্ণ, ব্যাধিত, কৃমিভক্ষিত, অগ্ন্যাদিদূষিত, অতৈলাদিসিদ্ধ বা অশুভস্থানজাত সকল প্রকার কন্দ বর্জ্জন করিবে।

অথ সংস্বেদজশাকানি। তেষাং নামানি গুণাশ্চ।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিছত্রং শিলীন্ধ্রকং।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ।
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতাঃ দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে।
গুরবশ্ছর্দ্যতীসারজ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ।
শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠবংশগোময়সম্ভবাঃ।
নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥
'সংস্বেদজাঃ' ছাতা ইতি লোকে।

ইতি ভাবপ্রকাশে শাকবর্গঃ।

সংস্বেদজ শাকের নাম ও গুণ।

যে শাক মৃত্তিকা, গোময়, কাষ্ঠ, এবং বৃক্ষাদিতে জন্মে তাহাকে সংস্বেদজ শাক, ভূমিচ্ছত্র, শিলীন্ধ্রক বা ছাতা বলে। সকল প্রকার সংস্বেদজ শাক শীতল, দোষল, পিচ্ছিল, গুরু, এবং ছর্দ্দি, অতিসার, জ্বর ও শ্লেষ্মের উৎপাদক। যে সকল সংস্বেদজ শাক শুচিপ্রদেশ, কাষ্ঠ, বংশ বা গোময় প্রভৃতিতে উৎপন্ন হয় তাহারা তাদৃশ দোষজনক নহে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল সংস্বেদজ শাকই অনিষ্ট-কারী।

ভাব প্রকাশে শাকবর্গ সমাপ্ত।

অথ মাংসবর্গঃ।

মাংসস্য নামানি গুণাশ্চ।

মাংসং তু পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্।
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

মাংস বর্গ।

মাংসের নাম ও গুণ।

মাংসকে পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল বা পল বলে। সকল প্রকার মাংসই বাতঘ্ন, বৃংহণ, বলকারক, পুষ্টিকর, তৃপ্তিজনক, গুরু, হৃদ্য, এবং রসে ও পাকে মধুর।

অথ তদ্ভেদাঃ।

মাংসবর্গো দ্বিধা জ্ঞেয়ো জাঙ্গলোঽনূপভেদতঃ।

মাংসভেদ।

জাঙ্গল ও অনূপদেশভেদে মাংস দুই প্রকার অনূপ ও জাঙ্গল।

তত্র জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

মাংসবর্গোঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ।
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি॥
প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ।
জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষা স্তুবরাঃ লঘব স্তথা॥
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ।
মূকতাং মিন্মিনত্বঞ্চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা॥
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দিপ্রমেহমুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ন্ত্যনিলাময়ান্॥

জাঙ্গল মাংসের নাম ও গুণ।

জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণভক্ষ্য মৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ, ও গ্রাম্য এই আট প্রকার জাঙ্গলজাতি। জাঙ্গল মাংস মধুর, রুক্ষ, কষায়, লঘু, বলকারক, বৃংহণ, বৃষ্য, দীপন, দোষঘ্ন, এবং মূকতা, মিন্মিনত্ব, গদ্গদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, ছর্দ্দি, মুখরোগ, প্রমেহ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বায়ু রোগের শান্তিকারক।

অথানূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কুলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধাঽনূপজাতয়ঃ॥
অনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।
শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥

অনূপমাংসের লক্ষণ ও গুণ।

অনূপমাংস পাঁচ প্রকার কুলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদিন ও মৎস্য। অনূপ মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যজনক, শ্লেষ্মল, পিচ্ছিল, অতিশয় মাংসের পুষ্টিকারক, অভিষ্যন্দী এবং অতিশয় হিতকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ জাঙ্গলানাং গুণানাং বিশিষ্টগুণাশ্চ।

হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্য-পৃষতন্যঙ্কুসম্বরাঃ।
রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চেত্যাদ্যাঃ জঙ্ঘালসংজ্ঞকাঃ॥
হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেনঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কুরঙ্গ ঈষত্তাম্রঃ স্যাদেনতুল্যাকৃতির্মহান্॥

ঋষ্যো নীলাঙ্গকো লোকে সরোঝ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
পৃষতশ্চন্দ্রবিন্দুঃ স্যাদ্ধরিণাৎ কিঞ্চিদল্পকঃ ॥
ন্যঙ্কুর্ব্বহুবিষাণোঽথ সম্বরো গবয়ো মহান্।
রাজীবস্তু মৃগো জ্ঞেয়ো রাজিভিঃ পরিতোবৃতঃ ॥
যো মৃগঃ শৃঙ্গহীনঃ স্যাৎ স মুণ্ডীতি নিগদ্যতে।
জঙ্ঘালাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বে পিত্তশ্লেষ্ম-হরাঃ স্মৃতাঃ।
কিঞ্চিদ্বাতকরাশ্চাপি লঘবো বলবর্দ্ধনাঃ ॥

জাঙ্গলগণের বিশিষ্ট গুণ।

হরিণ, এন, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, সম্বর, রাজীব, মুণ্ডী প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল জাতি বলে। হরিণ তাম্রবর্ণ এবং এন কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, কুরঙ্গ এনেরই সদৃশ বটে কিন্তু আকারে বৃহৎ ও ঈষৎ তাম্রবর্ণ। ঋষ্য নীলবর্ণ এবং লোকে উহাকে সরোঝ বলে। পৃষত চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় এবং হরিণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, সম্বর গরুর ন্যায় বৃহদাকার। যাহার সর্ব্বাঙ্গে রাজিসমূহে আবৃত তাহাকে রাজীব, যাহার শৃঙ্গ অধিক তাহাকে ন্যঙ্কু এবং যে মৃগের শৃঙ্গ নাই তাহাকে মুণ্ডী বলে। প্রায় সকল জাতীয় জঙ্ঘাল মৃগই পিত্তশ্লেষ্মহারী, লঘু, বলবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বাতজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ বিলেশয়ানাং গণনা গুণাশ্চ।

গোধা–শশ–ভুজঙ্গাখু–শল্লক্যাদ্যা বিলেশয়াঃ।
বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ।
বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রা বীর্য্যোষ্ণা অপি কীর্ত্তিতাঃ ॥

বিলস্থ জন্তুর গুণ ও নাম।

গোসাপ, শশক, সর্প, মূষিক, ও শল্লকী প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু বিলে বাস করে তাহাদিগকে বিলেশয় বা বিলস্থ জন্তু বলা যায়। বিলেশয় বাতঘ্ন, রসে ও পাকে মধুর, বৃংহণ, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং উষ্ণবীর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অথ গুহাশয়ানাং গণনা গুণাশ্চ।

সিংহ–ব্যাঘ্র–বৃকা ঋক্ষতরক্ষুদ্বীপিনস্তথা।
বভ্রু–জম্বুক–মার্জ্জারা ইত্যাদ্যাঃ স্যু গুহাশয়াঃ॥
'তরক্ষুঃ' হুণ্ডা ইতি লোকে। 'দ্বীপী' চিতাবাঘ ইতি লোকে।
স্থূলপুচ্ছো রক্তনেত্রো বভ্রুর্ভেদঃ স নাকুলঃ।
গুহাশয়া বাতহরা গুরূষ্ণা মধুরাশ্চ তে।
স্নিগ্ধা বল্যা হিতা নিত্যং নেত্র-গুহ্য-বিকারিণাম্ ॥

গুহাশয়ের নাম ও গুণ।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক, তরক্ষু, চিতাবাঘ, বভ্রু, (নকুল বিশেষ) শৃগাল ও বিড়াল প্রভৃতিকে গুহাশয় বলে। যে নকুলের পুচ্ছ স্থূল ও নেত্র রক্তবর্ণ তাহাকে বভ্রু বলে। গুহাশয় বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং চক্ষু, গুহ্য ও বিকাররোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অথ পর্ণমৃগানাং গণনা গুণাশ্চ।

বনৌকা বৃক্ষমার্জ্জারো বৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ।
এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥
'বনৌকা' বানরঃ। 'বৃক্ষমার্জ্জারঃ' বৃক্ষবিড়ালঃ।
'বৃক্ষমর্কটিকা' রয়ী ইতি লোকে।
মধুরাঃ পর্ণমৃগা বৃষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণে হিতাঃ।
শ্বাসার্শঃকাসশমনাঃ সৃষ্টমূত্রপুরীষকাঃ ॥

পর্ণমৃগের নাম ও গুণ।

সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ বানর, বন-বিড়াল ও মর্কট প্রভৃতিকে পর্ণমৃগ বলিয়া থাকেন। বৃক্ষ মর্কটিকাকে হিন্দীতে রুযী বলে। পর্ণ মৃগ বৃষ্য, চক্ষুষ্য, মল ও মূত্রের বিরেচক এবং শ্বাস, অর্শঃ, কাস ও শোষ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

অথ বিষ্কিরাণাং গণনা গুণাশ্চ।

বর্ত্তকা-লাব-বর্ত্তীর-কপিঞ্জলক-তিত্তিরাঃ।
কুলিঙ্গ-কুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ॥
বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাত্তস্মাদ্ধি বিষ্কিরাঃ।
কপিঞ্জল ইতি প্রোক্তঃ কথিতো গৌর-তিত্তিরঃ॥
'কুলিঙ্গঃ' গবরৈয়া ইতি লোকে।
বিষ্কিরা মধুরাঃ শীতাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বল্যা বৃষ্যাস্ত্রিদোষঘ্নাঃ পথ্যাস্তে লঘবঃ স্মৃতাঃ॥

বিষ্কির জন্তুর গণনা ও গুণ।

বর্ত্তক, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জল, তিত্তির, কুলিঙ্গ ও কুক্কুট প্রভৃতি জন্তুকে বিষ্কির বলে। ইহারা ভক্ষ্য দ্রব্য ছড়াইয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিষ্কির বলে। শ্বেতবর্ণ তিত্তিরকে লোকে কপিঞ্জল এবং কুলিঙ্গকে লোকে গবরৈয়া বলে। বিষ্কির জন্তুর মাংস মধুর, শীতল, কষায়, কটুপাক, বলকারক, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, পথ্য ও লঘু।

অথ প্রতুদানাঙ্গণনা গুণাশ্চ।

কালকণ্ঠকহারীতকপোতশতপত্রকাঃ (১)।
পারাবতঃ খঞ্জরীটঃ পিকাদ্যাঃ প্রতুদাঃ স্মৃতাঃ।
প্রতুদ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে তুণ্ডেন প্রতুদাস্ততঃ॥

(১) হারীতো ধবলঃ পাণ্ডুশ্চিত্রপক্ষো বৃহচ্ছুক ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

'কালকণ্ঠকঃ' গৌড়াদৌ ডাহুক ইতি প্রসিদ্ধঃ।
'হারীতঃ' হারিল ইতি লোকে।
'কপোতো ধবলঃ পাণ্ডুঃ শতপত্রো বৃহচ্ছুকঃ।
দার্ব্বাঘাটঃ' ইত্যমরঃ। কটফোরবা ইতি লোকে।
প্রতুদা মধুরাঃ পিত্ত-কফঘ্নাস্তুবরা হিমাঃ।
লঘবো বদ্ধবর্চ্চস্কা কিঞ্চিদ্বাতকরাঃ স্মৃতাঃ॥

প্রতুদের নাম ও গুণ।

হারীত, ধবল, পাণ্ডু, চিত্রপক্ষ, বৃহৎশুক, পারাবত ও খঞ্জরীট প্রভৃতি পক্ষিগণকে প্রতুদ বলে। ঠোঁট দিয়া তাড়নপূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রতুদ বলে। কালকণ্ঠ গৌড়াদি দেশে ডাহুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। হারিতকে হিন্দী ভাষায় হারিল পক্ষী বলে। অমর কোষেও উক্ত আছে যে কপোত, ধবল, পাণ্ডু, শতপত্র, বৃহৎশুক ও দার্বাঘাট প্রভৃতি প্রতুদজাতি। দার্বাঘাটকেলোকে কাটফোরক বলে। প্রতুদ জন্তুর মাংস মধুর, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, কষায়, শীতল, লঘু, মলরোধক ও অল্প বাতকারী।

অথ প্রসহানাঙ্গণনা গুণাশ্চ।

কাকো গৃধ্র উলূকশ্চ চিল্লশ্চ শশঘাতকঃ।
চাষো ভাসশ্চ কুররইত্যাদ্যাঃ প্রসহাঃ স্মৃতাঃ।
'শশঘাতকঃ' বাজ ইতি লোকে। 'চাষঃ' টেকনাস ইতি লোকে। 'ভাসঃ' গৃধ্রবিশেষঃ স্যাৎ। 'কুররঃ' করাকুর ইতি লোকে।
প্রসহাঃ কীর্ত্তিতা এতে প্রসহ্যাচ্ছিদ্য ভক্ষণাৎ।
প্রসহাঃ খলু বীর্য্যোষ্ণাস্তন্মাংসং ভক্ষয়ন্তি যে।
তে শোষ-ভস্মকোন্মাদৈঃ শুক্রক্ষীণা ভবন্তি হি॥

প্রসহের নাম ও গুণ।

কাক, গৃধ, উলূক (পেঁচা,) চিল, শশঘাতক

(ঝাঁজপক্ষী), চাষ, ভাষ ও কুরর প্রভৃতি পক্ষীকে প্রসহ বলে। হিন্দীতে চাষকে টেকনাস, এবং কুররকে কুরাঙ্কর বলে। ভাষ এক প্রকার গৃধ্র জাতি। বলপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিকে প্রসহ বলে। প্রসহ জন্তুর মাংস উষ্ণবীর্য্য। যাহারা এই জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে তাহারা শোষ, ভস্মক ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণশুক্র হয়।

অথ গ্রাম্যাণাং গণনা গুণাশ্চ।

ছাগ-মেষ-বৃষাশ্বাদ্যাঃ গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে দীপনাঃ কফপিত্তলাঃ।
মধুরা রসপাকাভ্যাং বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ॥

গ্রাম্য জন্তুর নাম ও গুণ।

ছাগ, মেষ, বৃষ, ও অশ্ব প্রভৃতি জন্তুকে মহর্ষিগণ গ্রাম্য জন্তু বলিয়া থাকেন। সকল গ্রাম্য জন্তুই বাতঘ্ন, দীপন, কফজনক, পিত্তবর্দ্ধক, রসে ও পাকে মধুর, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

অথ কুলেচরাণাং গণনা গুণাশ্চ।

লুলাপগণ্ডবারাহচমরীবারণাদয়ঃ।
এতে কুলচরাঃ প্রোক্তাঃ যতঃ কুলে চরন্ত্যপাংশু॥
'লুলাপঃ' মহিষঃ। 'গণ্ডঃ' খড্গঃ। 'চমরী' চমরপুচ্ছিগৌ।
কুলেচরা মরুৎপিত্তহরা বৃষ্যা বলাবহাঃ।
মধুরাঃ শীতলাঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥

কুলেচর জন্তুর নাম ও গুণ।

মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, চমরী মৃগ ও হস্তি প্রভৃতি যে সকল জন্তু সমুদ্রের কূলে বিচরণ করে তাহাদিগকে কুলেচর বলে। কুলেচর জন্তুর মাংস বৃষ্য, বলকারক, মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তরোগের শান্তিকারক।

প্লবানাং গণনা গুণাশ্চ।

হংসসারসকাচাক্ষবকক্রৌঞ্চশরারিকাঃ।
নন্দীমুখী সকাদম্বা বলাকাদ্যাঃ প্লবাঃ স্মৃতাঃ।
প্লবন্তে সলিলে যস্মাদেতে তস্মাৎ প্লবাঃ স্মৃতাঃ॥
'কাচাক্ষঃ' কপর্দ্দিকাখ্যো বৃহদ্বকঃ। 'ক্রৌঞ্চঃ' শরদ্বিহঙ্গঃ স্যাৎ, টেক ইতি লোকে। 'শরারিকা' সিক্ষু ইতি লোকে।
স্থূলা কঠোরা বৃত্তা চ যস্যাশ্চঞ্চুপরিস্থিতা।
গুটিকাজম্বুসদৃশী জ্ঞেয়া নন্দীমুখীতি সা॥
'কাদম্বঃ' করণা ইতি লোকে। 'বলাকা' বগুলী ইতি লোকে।
প্লবাঃ পিত্তহরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা গুরবো হিমাঃ।
বাতশ্লেষ্মপ্রদাশ্চাপি বলশুক্রকরাঃ সরাঃ (১)॥

প্লবের নাম ও গুণ।

হংস, সারস, কাচাক্ষ (কপর্দ্দিকা বা বৃহৎ বক) 'ক্রৌঞ্চ, শরারিকা (সিক্ষু,' নন্দী মুখী, কাদম্ব, ও বলাকা (বক) প্রভৃতি পক্ষীগণ জলে লাফাইয়া বা ভাষিয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে প্লব বলে। টেক-নামক বৃহৎ বিহঙ্গকে ক্রৌঞ্চ এবং যে পক্ষীর চঞ্চুর উপরিভাগে জম্বুর ন্যায় স্থূল, কঠোর ও গোলাকার গুটিকা থাকে তাহাকে নন্দীমুখী বলে। কাদম্বকে হিন্দী ভাষায় করবা এবং বলাকাকে বগুলী বলে। প্লবপক্ষীর মাংস পিত্তনাশক,

(১) স্মৃতা ইতি কচিৎ পাঠঃ।

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্মজনক, বলকারক, শুক্রজনক ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক।

অথ কোশস্থানাং গণনা গুণাশ্চ।

শঙ্খঃ শঙ্খনখশ্চাপি শুক্তি-শম্বূক-কর্কটাঃ।
জীবা এবংবিধাশ্চান্যে কোশস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
'শঙ্খনখঃ' ক্ষুদ্রশঙ্খঃ।
কোশস্থা মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ পিত্তবাতহরা হিমাঃ।
বৃংহণা বহুবর্চ্চস্কা বৃষ্যাশ্চ বলবর্দ্ধনাঃ॥

কোশস্থ জন্তুর নাম ও গুণ।

শঙ্খ, ক্ষুদ্রশঙ্খ, ঝিনুক, শামুক ও কর্কট (কাঁকড়া) প্রভৃতি জীবগণ কোশমধ্যে অবস্থান করে বলিয়া উহাদিগকে কোশস্থ বলে। কোশস্থ জন্তুর মাংস মধুর, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শীতল, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, বৃংহণ, বহু বিরেচক ও বলবর্দ্ধক।

অথ পাদিনাং গণনা গুণাশ্চ।

কুম্ভীর-কূর্ম্ম-নক্রাশ্চ গোধা-মকর-শঙ্কবঃ।
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ॥
'কুম্ভীরঃ' মারকো জলজন্তুঃ। 'কূর্ম্মঃ' কচ্ছপঃ। 'নক্রঃ' নাক ইতি লোকে, শরয্বাদিনদিষু বহুলঃ। 'গোধা' গোহ, জলজন্তুঃ। 'মকরঃ' মঙ্গর ইতি লোকে। 'শঙ্কুঃ' সাকুচি ইতি লোকে। 'ঘণ্টিকঃ' ঘরীআর ইতি লোকে। 'শিশুমারঃ' সুইস ইতি লোকে।
পাদিনোঽপি চ যে তে তু কোশস্থানাং গুণৈঃ সমাঃ।

পাদীজন্তুর নাম ও গুণ।

কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোসাপ, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিকা ও শিশুমার প্রভৃতি জলজন্তুকে পাদি বলা যায়। মারাত্মক জলজন্তুবিশেষকে কুম্ভীর, কচ্ছপকে কূর্ম্ম, নাককে নক্র, শঙ্কুকে শাকুচি, ঘণ্টিকাকে ঘড়িআর, মকরকে মঙ্গর এবং শিশুমারকে সইসি বলে। সরয়ু প্রভৃতি নদীতে নক্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কোশস্থ জন্তুর যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে পাদী জন্তুরও গুণ তদ্রূপ জানিবে।

অথ মৎস্যানাং নামানি নিরূপণং গুণাশ্চ।

মৎস্যো মীনো বিসারশ্চ ঝষো বৈসারিণোঽণ্ডজঃ।
শকলী পৃথুরোমা চ স সুদর্শন ইত্যপি॥
রোহিতাদ্যাস্তু যে জীবাস্তে মৎস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ॥
বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যা রোচকা বলবর্দ্ধনাঃ।
অধ্বব্যবায়সক্তানাং দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ পূজিতাঃ॥

মৎস্যের নাম ও গুণ।

রোহিতাদি জলচর জন্তুকে মৎস্য বলে। মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারী, অণ্ডজ, শকলী, পৃথুরোমা ও সুদর্শন এই কয়টি মৎস্যের নামান্তর। মৎস্য স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, উষ্ণ, কফজনক, পিত্তকারী, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বৃষ্য, রোচক, বলকারক এবং পথশ্রান্ত, মৈথুনাসক্ত ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অথ জঙ্ঘালাদীনাং কতিপয়ানাং নামানি গুণাশ্চ।

তত্র জঙ্ঘালেষু হরিণস্য গুণাঃ।

হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥

কতিপয় জঙ্গালাদির নাম ও গুণ।

হরিণের গুণ—হরিণমাংস শীতল, মল ও মূত্রের অবরোধক, দীপন, লঘু, রসে ও পাকে মধুর, সুগন্ধী ও সন্নিপাত রোগের শান্তিকারক।

অথ কলসায়েরহরিণঃ।

এণঃ কষায়ো মধুরঃ পিত্তাস্রকফবাতজিৎ।
সংগ্রাহী রোচনো বল্যো জ্বরপ্রশমনঃ স্মৃতঃ॥

কালসারের গুণ—কালসারমাংস কষায়, মধুর, সংগ্রাহী রোচক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত, কফ, বাত ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ কুরঙ্গঃ।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতজিৎ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরো মতঃ॥

কুরঙ্গ—কুরঙ্গ বৃংহণ, বলকারক, শীতল, পিত্তনাশক, গুরু, মধুর, বাতঘ্ন, গ্রাহী ও ঈষৎ কফজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ রোঝ।

ঋষ্যো নীলাঙ্কশ্চাপি গবয়ো রোঝ ইত্যপি।
গবয়ো মধুরো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ॥

ঋষ্য—ঋষ্যকে নীলাঙ্ক, রোঝ বা গবয় বলে। গবয় মধুর, বৃষ্য, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, কফজনক ও পিত্তকারী।

অথ চিতরি।

পৃষতস্তু ভবেৎ স্বাদুর্গ্রাহকঃ শীতলো লঘুঃ (১)।
দীপনো রোচনঃ শ্বাসজ্বরদোষত্রয়াস্রজিৎ॥

(১) লঘুর্ব্বল্যোঽথ শীতল ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

পৃষত—পৃষতের মাংস স্বাদু, গ্রাহক, শীতল, লঘু, দীপন, রোচন, ত্রিদোষঘ্ন এবং শ্বাস, রক্তজরোগ ও জ্বর রোগের শান্তিকারক॥

অথ বরাহসিঙ্গা।

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্ব্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ।

ন্যঙ্কু—ন্যঙ্কু স্বাদু, লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষঘ্ন।

অথ সাবরং।

সাবরং পললং স্নিগ্ধং শীতলং চ গুরু স্মৃতম্।
রসে পাকে চ মধুরং কফদং পিত্তরক্তজিৎ॥

শাবর—শাবর মাংস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, রসে ও পাকে মধুর, কফজনক ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ রাজীবঃ।

রাজীবস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ঃ পৃষতেন সমো জনৈঃ (১)।

রাজীব—পৃষতমাংসের যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে রাজীবেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথ পাঠী।

মুণ্ডী তু জ্বরকাসাস্রক্ষয়শ্বাসাপহো হিমঃ।

মুণ্ডী বা ষাঁড়ি—ষাড়ির মাংস শীতল, এবং জ্বর, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ বিলেশয়েষু শশঃ।

শশঃ শূলী লোমকর্ণো লম্বকর্ণো বিলেশয়ঃ।
শশঃ শীতো লঘুগ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ॥

(১) গুণৈর্বিতি বা পাঠঃ।

বহ্নিকৃৎকফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ।
জ্বরাতিসারশোষাস্রশ্বাসাময়হরশ্চ সঃ॥

বিলেশয়ের নাম ও গুণ।

শশক–শশককে শূলী, লোমকর্ণ, লম্বকর্ণ বা বিলেশয় বলে। শশকমাংস শীতল, গ্রাহী, লঘু, রুক্ষ, স্বাদু, সর্ব্বদা হিতকর, আগ্নেয়, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, বাতসাধারণ এবং জ্বর, অতিসার, শোষ, রক্তজ রোগ ও শ্বাস রোগের শান্তিকারক।

অথ সাহী।

সেধা তু শল্যকঃ শ্বাবিৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
শল্যকঃ শ্বাসকাশাস্রশোষদোষত্রয়াপহঃ॥

সজারু–সজারুকে শল্যক, সেধা বা শ্বাবিৎ বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। সজারুর মাংস ত্রিদোষঘ্ন এবং শ্বাস, কাশ, রক্তজরোগ ও শোষের শান্তিকারক।

অথ পক্ষিণাং নামানি গুণাশ্চ।

পক্ষী খগো বিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ।
শকুনির্ব্বিষ্যতন্ত্রী চ বিষ্কিরো বিকিরোঽণ্ডজঃ॥
ধান্যাঙ্কুরচরা যেঽত্র তেষাং মাংসং লঘূত্তমম্।
আনূপং বলকৃন্মাংসং স্নিগ্ধং গুরুতরং স্মৃতম্॥

পক্ষিবিশেষের নাম ও গুণ।

পক্ষীকে খগ বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বিষ্যতন্ত্রী বিষ্কির, বিকির বা অণ্ডজ বলে। যে সকল পক্ষী ধান্যের অঙ্কুর ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করে তাহাদিগের মাংস লঘু ও অতি উত্তম। অনূপদেশজ পক্ষীর মাংস বলকারী, স্নিগ্ধ ও গুরুতর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তেষু বিষ্কিরেষু বটের, বটই।
বার্ত্তাকো বর্ত্তকশ্চিত্রস্তথোঽন্যা বর্ত্তকা স্মৃতা।
বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ।
সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তকাল্পগুণান্বিতঃ॥

বর্ত্তক–বর্ত্তককে বার্ত্তাক বা চিত্র এবং অন্য এক প্রকার বর্ত্তক আছে তাহাকে বর্ত্তকা বলে। বর্ত্তকমাংস অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন, অত্যন্ত রুচিকর, শুক্রজনক, বলকারক ও জ্বরঘ্ন। বর্ত্তিকা বর্ত্তক অপেক্ষা হীনগুণ।

অথ লাবাঃ।

লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্ধা মতা বুধৈঃ।
পাংশুলো গৌরকোঽন্যশ্চ পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা॥
লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা জ্বরঘ্না গ্রাহিণো হিমাঃ।
পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ॥
গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ।
পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুবাতকফাপহঃ।
দর্ভরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়হরো হিমঃ॥

লাব—পক্ষীবর্গের মধ্যে পাংশুল গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর, লাব এই চারি প্রকার। লাব-মাংস অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, জ্বরঘ্ন, গ্রাহী ও শীতল। তন্মধ্যে পাংশুল লাবের মাংস শ্লেষ্মল, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুরোগের শান্তিকারক। গৌর লাবের মাংস লঘুতর, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন, পৌণ্ড্রক লাবের মাংস কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, লঘু, বাতনাশক ও কফঘ্ন এবং দর্ভর লাবের মাংস শীতল এবং রক্তপিত্ত ও হৃৎপীড়ার শান্তিকারক।

অথ বগের।

বর্ত্তীরো বাতবটকো বার্ত্তীকোঽপি চ স স্মৃতঃ।
বার্ত্তীকো মধুরঃ শীতো রুক্ষশ্চ কফপিত্তনুৎ॥

বর্ত্তীর—বর্ত্তীরকে বাতবটক বা বার্ত্তাক বলে। বার্ত্তাক মধুর, শীতল, রুক্ষ, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

অথ কৃষ্ণতিত্তিরি-গৌরতিত্তিরী।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাৎ স তু গৌরঃ কপিঞ্জলঃ।
তিত্তিরির্ব্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসজ্বরহরস্তস্মাদ্গৌরোঽধিকো গুণৈঃ॥

তিত্তির কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ হইলে তাহাকে কপিঞ্জল বলে। কৃষ্ণ তিত্তির মাংস বলকারী, গ্রাহী, ত্রিদোষঘ্ন এবং হিক্কা, শ্বাস, কাশ ও জ্বর রোগের শান্তি-কারক। শ্বেত তিত্তিরের মাংস অধিকতর গুণকারী।

অথ গবরৈয়া।

চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ।
কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্মচটকশ্চাতিশুক্রলঃ॥

কুলিঙ্গ—চটককে কুলিঙ্গ, কলবিঙ্ক, এবং কালকণ্ঠক বলে। কুলিঙ্গ শীতল স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্রবর্দ্ধক, ও কফপ্রদ। যে চটক গৃহে থাকে তাহার মাংস অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক ও সন্নিপাত রোগের শান্তিকারক।

কুক্কুটঃ, বনকুক্কুটঃ।

কুক্কুটঃ কৃকবাকুঃ স্যাৎ কলজশ্চ[illegible]।
তাম্রচূড়স্তথা দক্ষো যামনাদী শিখণ্ডিকঃ॥
কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃৎ বল্যো রুক্ষঃ কষায়কঃ॥
আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তক্ষয়বমিবিষমজ্বরনাশনঃ॥

কুক্কুট ও বন্যকুক্কুট—কুক্কুটকে কৃকবাকু, কলজ্ঞ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক বলে। কুক্কুট মাংস বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুষ্য, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, বলকারক, রুক্ষ ও কষায় এবং বন্য কুক্কুটের মাংস স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মজনক, গুরু এবং বাতপিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষম জ্বরের শান্তিকারক।

প্রতুদেষু হারীতস্য।

হারীতো রক্তপিত্তঃ স্যাদ্ধা রিতোঽপি স কথ্যতে।
'হারীতঃ' হারিল ইতি লোকে।
হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ।
স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্তঃ ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ॥

হারীত—হারীতকে রক্তপিত্ত বা হারিত বলে। হারীতমাংস রুক্ষ, উষ্ণ, ঈষৎ বাতকারী, স্বেদজনক, স্বরবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ পাণ্ডুঃ, ধবলপাণ্ডুঃ।

পাণ্ডুস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয় শ্চিত্রপক্ষঃ কলধ্বনিঃ।
দ্বিতীয়ো ধবলঃ প্রোক্তঃ স কপোতঃ স্ফুটধ্বনিঃ॥
'চিত্রপক্ষঃ' পিতরোখা ইতি লোকে।
চিত্রপক্ষঃ কফহরো বাতঘ্নো গ্রহণীপ্রণুৎ।
ধবলঃ পাণ্ডুরুদ্দিষ্টো রক্তপিত্তহরো হিমঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ।

পাণ্ডু ও ধবল—পাণ্ডু দুই প্রকার চিত্রপক্ষ ও ধবল। চিত্রপক্ষকে কলধ্বনি এবং স্ফুট-ধ্বনিবিশিষ্ট পাণ্ডুকে কপোত বলে। চিত্রপক্ষকে হিন্দীতে চিত্ররোখা বলে। চিত্রপক্ষ কফ, বাত ও গ্রহণী রোগের শান্তিকারক। ধবল বা পাণ্ডুর মাংস

শীতল, রসে ও পাকে মধুর, সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত ও বাতরোগের শান্তিকারক।

অথ কবুতর, পরেবা।

পারাবতঃ কলরবঃ কপোতো রক্তলোচনঃ।
পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্‌জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥

পারাবত—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহেন পারাবত গুরু, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ।

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥

পক্ষিডিম্ব—পক্ষির ডিম্ব বৃষ্য, রসে ও পাকে স্বাদু, বাতঘ্ন, গুরু, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় স্নিগ্ধ নহে।

অথ গ্রাম্যেষু ছাগস্ত।

ছাগলো বর্করশ্ছাগো বস্তোঽজঃ ছেলকঃ স্তুভঃ।
অজা ছাগী স্তুভা চাপি ছেলিকা চ গলস্তনী॥
ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্।
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥
অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্।
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্॥
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুস্বাদু বলদং ভৃশম্॥
মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্‌গুরু।
স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ॥
বৃদ্ধস্য বাতলং রুক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
ঊর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্॥

গ্রাম্য জন্তুর মাংসের গুণ।

ছাগমাংস—ছাগলকে বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তুভ এবং ছাগীকে অজা, স্তুভা, ছেলিকা বা গলস্তনী বলে। ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, স্বাদুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, অল্প শীতল, রুচিকর, বৃংহণ, বীর্য্যবর্দ্ধক, অতিশয় বলকারক, রসে স্বাদু, পীনস রোগের শান্তিকারক এবং দাহজনক নহে। অপ্রসূত অজার মাংস অগ্নির উদ্দীপক এবং পীনস, শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ছাগশিশুর মাংস, লঘুতর, হৃদ্য, জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক, সুস্বাদু ও অতিশয় বলকারক। নিষ্কাশিতাণ্ড ছাগের (খাসির) মাংস কফজনক, গুরুপাক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, বলকারক, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্তের শান্তিকারক। বৃদ্ধ বা ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস বাতল ও রুক্ষ এবং ছাগমুণ্ড রুচিকর ও ঊর্দ্ধজত্রুবিকারের শান্তিকারক।

অথ মেড়া।

মেঢ্রো ভেড়ো হুড়ো মেষ উরভ্র উরণোঽপি চ।
অবির্বৃষ্ণিস্তথোর্ণায়ুঃ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ॥
মেষস্য মাংসং পুষ্টৌ স্যাৎপিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু।
তস্যৈবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্॥

মেষ—মেষকে মেঢ্র, ভেড়, হুড়, উরভ্র, উরণ, অবি, বৃষ্ণি বা ঊর্ণায়ু বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। মেষের মাংস পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মজনক ও গুরু। কিন্তু অণ্ডবিহীন মেষের মাংস ঈষৎ লঘু বলিয়া কথিত আছে।

অথ এড়কঃ, এড়িকা ইতি লোকে দুম্বা।

এড়কঃ পৃথুশৃঙ্গঃ স্যান্মেদঃপুচ্ছস্তু দুম্বকঃ।
এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ॥
মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহং।
পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্বাতব্যাধিবিনাশনম্॥

এড়ক(দুম্বো)—এড়ককে পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃ-পুচ্ছ ও দুম্বক বলে। ইহার মাংস মেষমাংসেরই তুল্য। অধিকন্তু উহা তৃপ্তিজনক, বৃষ্য, শ্রমাপহ, অল্প পিত্তশ্লেষ্মকারী ও বাতব্যাধির শান্তিকারক।

অথ বর্দ্দিগাই।

বলীবর্দস্তু বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ।
অনড্বান্ সৌরভেয়শ্চ গৌরুক্ষা ভদ্র ইত্যপি।
সুরভিঃ সৌরভেয়ী চ মাহেয়ী গৌরুদাহৃতা॥
গোমাংসং সুগুরু স্নিগ্ধং পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
বৃংহণং বাতজিদ্বল্যমপথ্যং পীনসপ্রণুৎ॥

বৃষ—বৃষকে বলীবর্দ্দ, বৃষভ, ঋষভ, অনড্বান্, সৌরভেয়, উক্ষা, ভদ্র এবং গাভীকে সুরভি, সৌরভেয়ী ও মাহেয়ী বলে। গোমাংস গুরু, অতিশয় গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, বৃংহণ, বাতঘ্ন, বলকারক, অপথ্য ও পীনস রোগের শান্তিকারক।

অথ ঘোড়া।

ঘোটকো বাজিতুরগতুরঙ্গাশ্বতুরঙ্গমাঃ।
বাজিবাহার্ব্বগন্ধর্ব্বহয়সৈন্ধবসপ্তয়ঃ॥
অশ্বমাংসন্তু লবণং বহ্নিকৃৎ কফপিত্তলম্।
বাতঘ্নং বৃংহণং বল্যং চক্ষুষ্যং মধুরং লঘু॥

ঘোটক—ঘোটককে তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজি, বাহ, অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব ও সপ্তি বলে। ঘোটকের মাংস লবণরস, আগ্নেয়, কফজনক, পিত্তকারী, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বলকারক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মধুর ও লঘু।

অথ কুলেচরেষু মহিষস্তু।

মহিষো ঘোটকারিঃ স্যাৎ কাসরশ্চ রজস্বলঃ।
পীনস্কন্ধঃ কৃষ্ণকায়ো লুলাপো যমবাহনঃ॥
মহিষস্যামিষং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণং বাতনাশনম্।
নিদ্রাশুক্রবলস্তন্যতনূদার্ঢ্যকরং গুরু।
বৃষ্যঞ্চ সৃষ্টবিন্মূত্রং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥

কুলেচর জন্তুর বিশেষ গুণ।

মহিষ—মহিষকে ঘোটকারি, কাসর, রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ বা যমবাহন বলে। মহিষের মাংস স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বাতনাশক, নিদ্রাজনক, শুক্রপ্রদ, স্তন্যবর্দ্ধক, বলকর, দেহের দৃঢ়তাকারী, গুরু, বৃষ্য, মল ও মূত্রের বিরেচক এবং বাত, পিত্ত ও রক্তসম্বন্ধীয় পীড়ার শান্তিকারক।

অথ পাদিষু কচ্ছপঃ।

কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎপুংস্ত্বকারকঃ।

পাদিবিশেষের গুণ।

কচ্ছপ—কচ্ছপ-মাংস বলকারক, বাতপিত্তঘ্ন ও পুংস্ত্বকারক।

অথ বিশেষাঃ।

অথ সদ্যোহতস্য মাংসস্য গুণাঃ।

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাৎ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্।
বয়স্যং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥

মাংস বিশেষের গুণ।

সদ্যোহত মাংসের গুণ।

সদ্যোহত জন্তুর মাংস অমৃতের ন্যায় ব্যাধিনাশক, বয়োবর্দ্ধক, বৃংহণ এবং সাত্ম্য। সুতরাং সদ্যোহত মাংস ভিন্ন অন্য মাংস বর্জ্জন করিবে।

অথ স্বয়ংমৃতস্য মাংসস্য।

স্বয়ংমৃতস্য চাবল্যমতিসারকরং গুরু।

স্বয়ং-মৃত জন্তুর মাংস।

স্বয়ং—মৃত জন্তুর মাংস বলহানিকর, গুরু ও অতিসারজনক।

অথ বৃদ্ধবালমাংসং।

বৃদ্ধানাং দোষলং মাংসং বালানাং বলদং লঘু।

বৃদ্ধ ও অল্পবয়স্ক জন্তুর মাংস।

বৃদ্ধ জন্তুর মাংস দোষজনক এবং অল্পবয়স্ক জন্তুর মাংস বলকারক ও লঘু।

সর্পদষ্টস্য মাংসং শুষ্কমাংসঞ্চ।

ত্রিদোষকৃৎ ব্যালজুষ্টং শুষ্কং শূলকরং গুরু।

সর্পদষ্ট জন্তুর মাংস ও শুষ্ক মাংসের গুণ।

সর্পদষ্ট জন্তুর মাংস ত্রিদোষজনক এবং শুষ্ক মাংস গুরু ও অতিশয় শূলজনক।

অথ বিষাদিমৃতস্য মাংসং।

বিষাম্বুরুগ্মৃতস্যৈতন্মৃত্যুদোষরুজাকরম্।
ক্লিষ্টমুৎক্লেশজনকং কৃশং বাতপ্রকোপনং।
তোয়পূর্ণং শিরাজালং মৃতমপ্সু ত্রিদোষকৃৎ॥

বিষাদিমৃত জন্তুর মাংস।

বিষাক্ত, জলমগ্ন ও রুগ্ন জন্তু মরিলে তাহার মাংস প্রাণনাশক, দোষজনক ও পীড়াকর হইয়া থাকে। ক্লিষ্ট-মাংস উৎক্লেশজনক, কৃশ জন্তুর মাংস বাতের প্রকোপজনক এবং জলমগ্ন জন্তুর মাংস ত্রিদোষজনক; কারণ জলে মরিলে দেহস্থ শিরাজাল জলে পরিপূর্ণ হয়।

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পদজাতিষু।
পরার্দ্ধো লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ।
দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মতম্॥
পক্ষক্ষেপাদ্বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে।
গুরুণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্॥
উরঃস্কন্ধোদরং মূর্দ্ধা পাদৌ পাণী কটী তথা।
পৃষ্ঠত্বগ্যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্॥
লঘু বাতহরং মাংসং খগানাং ধান্যচারিণাম্।
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্॥
ফলাশিনাং শ্লেষ্মহরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্।
বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্॥
তুল্যজাতিদ্বপেদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ।
অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ॥

পক্ষীর মধ্যে পুরুষ জাতি এবং চতুষ্পদের মধ্যে স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ। পুরুষ জাতির পরার্দ্ধ এবং স্ত্রীজাতির পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু এবং সকল জন্তুরই মধ্যভাগ ঈষৎ গুরু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পক্ষক্ষেপ প্রযুক্ত পক্ষীদিগকে লঘু বলা যায়। কিন্তু উহাদিগের

গ্রীবাদেশ গুরুপাক। সকল পক্ষীরই অণ্ড গুরুপাক এবং বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, মস্তক, পাদ, হস্ত, কটিদেশ, পৃষ্ঠ, ত্বক্, যকৃৎ ও অন্ত্র উত্তরোত্তর গুরু জানিবে। ধান্যচারী পক্ষীর মাংস লঘু ও বাতনাশক, মৎস্যাশী পক্ষীর মাংস পিত্তজনক, বাতঘ্ন ও গুরু, ফলাশী পক্ষীর মাংস শ্লেষ্মকারী, লঘু ও রুক্ষ এবং পত্রাশী পক্ষীর মাংস বৃংহণ, গুরু ও বাতঘ্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তুল্যজাতীয় বৃহৎ জন্তুর মধ্যে যাহারা স্বল্পকায় এবং তুল্যজাতীয় ক্ষুদ্রজন্তুর মধ্যে স্থূলকায়ই প্রশস্ত জানিবে।

অথ মৎস্যেষু রোহিতস্য।

রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ।
কৃষ্ণপক্ষো ঝষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথিতো বুধৈঃ॥
রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ।
কষায়ানুরসঃ স্বাদু র্ব্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্রোহিতমুণ্ডকম্॥

বিশেষ বিশেষ মৎস্যের গুণ।

রোহিত মৎস্য—পণ্ডিতগণ রোহিত মৎস্যকে রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণপক্ষ, বা ঝষশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। সকল মৎস্য অপেক্ষা রোহিত মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। এই মৎস্য ঈষৎ কষায়রস, স্বাদু, বৃষ্য, কিঞ্চিৎ পিত্তকারী এবং বাত, অর্দ্দিত ও যন্ত্রণার শান্তিকারক। এই মৎস্যের মুণ্ড (মুড়ো) ভক্ষণ করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ প্রশমিত হয়।

অথ সিলন্ধ্রঃ।

সিলন্ধ্রঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্যঃ আমবাতকরশ্চ সঃ।

সিলন্ধ্র—সিলন্ধ্র শ্লেষ্মল, বলকারক, বিপাকে মধুর, গুরু, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, তৃপ্তিজনক, কিন্তু আমবাতজনক।

অথ ভাকুরঃ।

ভকুরো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।
বিষ্টম্ভজনকশ্চাপি রক্তপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥

ভকুর মৎস্য—ভকুর মৎস্য মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মজনক, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ মোচী।

মোচিকা বাতহৃদ্বল্যা বৃংহণী মধুরা গুরুঃ।
পিত্তঘ্নং কফকৃদ্রুচ্যা বৃষ্যা দীপ্তাগ্নয়ে হিতা॥

মোচিকা—মোচিকা বাতঘ্ন, বলকারক, বৃংহণ, মধুর, গুরু, পিত্তনাশক, কফজনক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং দীপ্তাগ্নির পক্ষে হিতকর।

অথ পাঠীনঃ বুয়ারী ইতি চ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠ-রোগং করোতি চ॥

বোয়াল মৎস্য—বোয়াল মৎস্য শ্লেষ্মল, বলকারক, নিদ্রালু, মাংসাশী, রক্তদূষক, পিত্তবর্দ্ধক ও কুষ্ঠোৎপাদক।

অথ শিঙ্গী।

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপনী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥

শিঙ্গি মৎস্য—শিঙ্গি মৎস্য বাতশমনী, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মের প্রকোপজনক, রসে তিক্ত, কষায়, লঘু ও রুচিকর বলিয়া পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে।

অথ হীলসা।

ইল্লিসো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
পিত্তঘ্নঃ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বৃষ্যোঽনিলাপহঃ॥

ইলিস—ইলিস মাছ মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ লঘু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুর শান্তিকারক।

অথ সৌরী।

শকুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা।

শকুলী—শকুলী গ্রাহিণী, হৃদ্য, মধুর, ও কষায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ বেলগর্গরা।

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্বাতঘ্নঃ কফকোপনঃ।

গর্গর—গর্গর মৎস্য পিত্তজনক, ঈষৎ, বাতঘ্ন ও কফের প্রকোপজনক।

অথ কবই।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎপিত্তকরী বাতনাশিনী বলবর্দ্ধিনী॥

কই মৎস্য—কই মাছ মধুর, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বাতনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারী।

অথ বাম্মী।

বর্ম্মিমৎস্যো হরেদ্বাতং পিত্তং রুচিকরো লঘুঃ।

বর্ম্মিমৎস্য—বর্ম্মি মৎস্য রুচিকর, লঘু এবং বাত ও পিত্তের শান্তিকারক।

অথ দণ্ডারী।

দণ্ডমৎস্যো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তং কফং হরেৎ।
বাতসাধারণঃ প্রোক্তঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ॥

দণ্ডমৎস্য—দণ্ড মৎস্য তিক্তরস, বাতসাধারণ, শুক্রজনক, বলবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ অরঙ্গী।

এরঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী শীতলো গুরুঃ।

এরঙ্গ মৎস্য—এরঙ্গ মৎস্য মধুর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতল ও গুরু।

অথ পপতা।

মহাসফরসংজ্ঞস্তু তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ।
শিশিরো মধুরো রুচ্যো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ॥

শরণ পুঁটি—শরণ পুঁটি তিক্ত, শীতল, মধুর, রুচিকর, পিত্তনাশক, কফঘ্ন এবং বাতের শান্তিকারক বলিয়া উক্ত আছে।

অথ গরঙ্গী।

গরঙ্গী মধুরা তিক্তা তুবরা বাতপিত্তহৃৎ।
কফঘ্নী রুচিকৃল্লঘ্বী দীপনী বলবীর্য্যকৃৎ॥

গড়ুই মাছ।

গরঙ্গী বা গড়ুই মৎস্য মধুর, তিক্ত, কষায়, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, রুচিকর, লঘু, দীপন, বলকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ মঙ্গুরী।

মদ্গুরো বাতহৃদ্বল্যো বৃষ্যঃ কফকরো লঘুঃ।

মাগুরমাছ—মাগুর মাছ বাতঘ্ন, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু ও কফকারী।

অথ গোড়রা।

সপাদমৎস্যো মেধাকৃৎ মেদঃক্ষয়করশ্চ সঃ।
বাতপিত্তকরশ্চাপি রুচিকৃৎপরমো মতঃ॥

সপাদমৎস্য—সপাদ মৎস্য মেধাজনক, মেদের ক্ষয়কারী, অত্যন্ত রুচিকর ও বাত-পিত্তজনক।

অথ সকরী পোঠী ইতি চ।

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রঘ্নী কফবাতজিৎ।
স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা॥

পুঁটিমাছ—পুঁটিমাছ তিক্ত, কটু, স্বাদু, শুক্রনাশক, স্নিগ্ধ, রোচন, লঘু এবং কফ, বাত, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগের শান্তি-কারক।

অথ ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ।

ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ স্বাদুরসাঃ দোষত্রয়বিনাশনাঃ।
লঘুপাকা রুচিকরাঃ সর্ব্বদাস্তে হিতা মতাঃ (১)॥

ক্ষুদ্রমৎস্য—ক্ষুদ্রমৎস্য স্বাদুরস, ত্রি-দোষঘ্ন, লঘুপাক, রুচিকর ও শরীরের পক্ষে সর্ব্বদা হিতকারী।

অথাতিক্ষুদ্রমৎস্যাঃ।

অতিসূক্ষ্মাঃ পুংস্ত্বহরা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ।

অতিক্ষুদ্র মৎস্য—অতিক্ষুদ্রমৎস্য রুচি-কর, পুংস্ত্বনাশক এবং কাশ ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ মৎস্যাণ্ডানি।

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো গুরুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥

মাছের ডিম্—মাছের ডিম্ অতিশয় বৃষ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, গুরু, কফজনক, গ্লানি-কর, বলকারক, মেদঃপ্রদ ও মেহনাশক।

অথ সুখণ্ডী।

শুষ্কমৎস্যা ন বল্যাঃ স্যু র্দুর্জরা বিড়্বিবন্ধিনঃ।

শুষ্কমৎস্য বা শুটকি মাছ—শুকটি মাছ বলহানিকর, দুর্জর ও কোষ্ঠবদ্ধকারী।

অথ দগ্ধমৎস্যাঃ।

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ।

দগ্ধমৎস্য—দগ্ধমৎস্য অতিশয় বল-বর্দ্ধক, পুষ্টিজনক ও সকল মৎস্য অপেক্ষা অধিক গুণকারী।

অথ কূপজাদিমৎস্যগুণাঃ।

কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্রকুষ্ঠশ্লেষ্মবিবন্ধদাঃ।
সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ॥
নাদেয়া বৃংহণাঃ মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
রক্তপিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চ্চসঃ॥
চৌণ্ড্যাঃ পিত্তহরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ।
তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলাঃ বলমূত্রদাঃ।
তাড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্ম্মতিদৃক্করাঃ॥

কূপাদিজাত মৎস্যের গুণ।

কূপোদ্ভব মৎস্য কোষ্ঠবদ্ধকারী, শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মের বর্দ্ধনকারী। সরোবর-জাত মৎস্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বাত-নাশক; নদীজাত মৎস্য বৃংহণ, গুরু, বায়ু-নাশক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধকারী ও রক্তপিত্তজনক, চুণ্ডোদ্ভব মৎস্য পিত্ত-নাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু ও শীতল; তড়াগজ

(১) দোষত্রয়বিকারঘ্নিদিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

মৎস্য গুরু, বৃষা, শীতল, বলকারক ও মূত্রজনক এবং নির্ঝরজ মৎস্য তড়াগজ মৎস্যের ন্যায়ই গুণকারী, অধিকন্তু বলকারক, আয়ুষ্কর, বুদ্ধিজনক ও দৃষ্টিবর্দ্ধক।

অথর্ত্তুবিশেষে মৎস্যবিশেষঃ।

হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ সরোজাঃ শিশিরে হিতাঃ।
বসন্তে তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চুণ্ডসমুদ্ভবাঃ॥
তড়াগজাতা বর্ষাসু তাম্রপথ্যা নদীভবাঃ।
নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে মাংসবর্গঃ।

ঋতুবিশেষে মৎস্যের বিশেষ।

হেমন্তকালে কূপজ, শীতকালে সরোবরজাত, বসন্তকালে নদীজাত, গ্রীষ্মকালে চুণ্ডোদ্ভব, বর্ষাকালে তড়াগোদ্ভব এবং শরৎকালে নির্ঝরসম্ভূত মৎস্যই শ্রেষ্ঠ ও হিতকারী। কিন্তু বর্ষাকালে নদীজাত মৎস্য হিতকর নহে। ঋতুবিশেষে মৎস্যের এইরূপ বিশেষ উক্ত আছে।

ভাবপ্রকাশে মাংসবর্গ সমাপ্ত।

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

তত্রান্নানাং সাধনপ্রকারঃ সিদ্ধানাং গুণাশ্চ।

তত্র পরিভাষা।

সমবায়িনি হেতৌ যে মুনিভির্গণিতা গুণাঃ।
কার্য্যেঽপি তেঽখিলা জ্ঞেয়াঃ পরিভাষেতি ভাষিতা॥
ক্বচিৎ সংস্কারভেদেন গুণভেদো ভবেদ্যতঃ।
ভক্তং লঘু পুরাণস্য শালেস্তচ্চিপিটো গুরুঃ॥
ক্বচিদ্যোগপ্রভাবেন গুণান্তরমপেক্ষ্যতে।
কদলং গুরু সর্পিশ্চ তদ্যুক্তং সুপচং ভবেৎ॥

কৃতান্ন বর্গ।

প্রথমে অন্ন কিরূপে পাক করিতে হয় এবং সিদ্ধ অন্নেরই বা কিরূপ গুণ তাহা বলা যাইতেছে। এস্থলে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে মুনিগণ সমবায়ী কারণের যে যে গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদিগের কার্য্যেরও সেই সমস্ত গুণ আছে জানিতে হইবে। কিন্তু সংস্কারভেদে ও দ্রব্যান্তরের সংযোগবশতঃ কখন কখন গুণের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন পুরাতন শালিধান্যের অন্ন ও চিপিটক; অর্থাৎ উভয়ে এক বস্তু হইতে প্রস্তুত হইলেও ভিন্নপ্রকারে সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া একটি লঘু ও অপরটি গুরু হইল। দ্বিতীয়তঃ কদলী ও ঘৃত উভয়েই গুরুপাক বটে কিন্তু ঐ দুই বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে লঘুপাক ও হিতকর হইয়া থাকে।

অথ ভক্তস্য নামানি সাধনং গুণাশ্চ।

ভক্তমন্নং তথান্ধশ্চ ক্বচিৎ কূরঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
ওদনোঽস্ত্রী স্ত্রিয়াং ভিস্সাদোদিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ॥
সুধৌতান্ তণ্ডুলান্ স্ফীতান্ তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্॥

অন্নের নাম লক্ষণ ও গুণ।

অন্নকে ভক্ত, কূর, অন্ধ, ওদন, ভিস্সা, অদ ও দিবি বলে। তন্মধ্যে ওদন শব্দ অস্ত্রীলিঙ্গে, ভিস্সা স্ত্রীলিঙ্গে এবং দিবি শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুল উত্তমরূপ ধৌত ও স্ফীত হইলে পাঁচ গুণ জলে পাক করিতে হইবে। যখন সেই সমস্ত তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়া আসিবে তখনই তাহাকে অন্ন বলা যায়। এইরূপে প্রস্তুত অন্ন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বিশদ ও গুণকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রোচক, ও লঘু। অধৌত ও অসিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন শীতল, গুরুপাক, অরোচক ও কফপ্রদ।

অথ পহিতি।

দলিতস্তু সমীধান্যং দালির্দ্দালী স্ত্রিয়ামুভে।
দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ॥
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎকথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ।
নিস্তুষো ভৃষ্টসিদ্ধঃ স লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥

দাল।

শমীধান্য বা কলায়কে ভাঙ্গিলে দাল প্রস্তুত হয়। দালকে দালি বা দালী বলে। উভয়শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। এ দাল জলে সিদ্ধ করিয়া যখন তাহাতে লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গু মিশ্রিত করা যায় তখন তাহাকে সূপ বা প্রস্তুত দাল বলে। প্রস্তুত দালই ভক্ষণের উপযোগী। সূপ বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ, বিশেষতঃ শীতল এবং তুঁষরহিত দাল ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে লঘুপাক হয়।

অথ খিচরী।

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সলিলে সিদ্ধা কৃসরা কথিতা বুধৈঃ।
কৃসরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভমলমূত্রকরী স্মৃতা॥

কৃসরা (খিচড়ি)।

তণ্ডুল ও দাল একত্র মিশ্রিত করিয়া লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গের সহিত জলে সিদ্ধ করিলে বুধগণ তাহাকে কৃশরা বা খিচড়ি বলে। খিচড়ি শুক্রল, বলকারক, গুরু, পিত্তকারী, কফজনক, বিষ্টম্ভী মলও মূত্রের বিরেচক, দুর্জ্জর ও বুদ্ধিজনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ তহরী।

ঘৃতে হরিদ্রাসংযুক্তে মাষাণাংভর্জ্জয়েদ্বটীম্।
তণ্ডুলাংশ্চাপি নির্ধৌতান্ সহৈব পরিভর্জ্জয়েৎ॥
সিদ্ধয়োগ্যং জলং তত্র প্রক্ষিপ্য কুশলঃ পচেৎ।
লবণার্দ্রকহিঙ্গূনি মাত্রায়াং তত্র নিঃক্ষিপেৎ।
এষা সিদ্ধিসমায়াতা প্রোক্তা তাপহরী বুধৈঃ।
ভবেত্তাপহরী বল্যা বৃষ্যা শ্লেষ্মানমাচরেৎ।
বৃংহণী তর্পণী রুচ্যা গুর্ব্বী তত্তদ্গুণা স্মৃতা॥
'তাপহারী' তাহরী ইতি লোকে।

তাপহরী।

হরিদ্রাসংযুক্ত ঘৃতে মাষকলায়ের বড়ি ও ধৌত তণ্ডুল একত্রে ভাজিয়া লইবে। পরে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া উভয় দ্রব্যকে উত্তমরূপ সিদ্ধ করত তাহাতে যথামাত্রায়

লবণ, আদা ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ প্রস্তুত ব্যঞ্জনকে তাপহরী বা তাহরি বলে। তাপহরী বলকারক, বৃষ্য, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ, তৃপ্তিকর; রোচক, ও গুরুপাক, অথবা যে যে বস্তুর সংযোগে উহা প্রস্তুত হয় সেই সেই বস্তুর ন্যায় গুণকারী হইয়া থাকে।

অথ ক্ষীরি।

পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে।
শুদ্ধেঽর্দ্ধপক্কে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ॥
তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সা সিতাজ্যযুতোত্তমা।
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা বল্যা ধাতুপুষ্টিপ্রদা গুরু।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্তরক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্॥

পরমান্ন বা পায়স।

পায়সকে পরমান্ন বা ক্ষীরিকা বলে। বিশুদ্ধ অর্দ্ধপক দুগ্ধে ঘৃতাক্ত তণ্ডুল পাক করিবে। সেই সকল তণ্ডুল যখন উত্তমরূপ সিদ্ধ হইবে তখন তাহাকে ক্ষীরিকা বা পায়স বলে। শর্করা ও ঘৃতসংযুক্ত পায়সই উৎকৃষ্ট। পায়স দুর্জর, গুরু, বলবর্দ্ধক, ধাতুপুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, বায়ুরোগ ও পিত্তরক্তের শান্তিকারক।

অথ নালিকেরক্ষীর।

নালিকেরতনূৎকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ।
সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎপচেন্মৃদুনাগ্নিনা॥
নালিকেরোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

নারিকেল ক্ষীর।

কচি নারিকেলের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত পায়স স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, সুমধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর শান্তিকাকক।

অথ সেবই।

সমিতাবর্ত্তিকাঃ কৃত্বা সুসূক্ষ্মাঃ যবসন্নিভাঃ।
শুষ্কা ক্ষীরেণ সংসাধ্যা ভোজ্যা ঘৃতসিতান্বিতা॥
সেবিকা তর্পণী বল্যা গুর্ব্বী পিত্তানিলাপহা।
গ্রাহিণী সন্ধিকৃদ্রুচ্যা তাং খাদেন্নাতিমাত্রয়া॥

সেমই।

যবের ন্যায় সূক্ষ্ম ময়দার বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করত দুগ্ধে পাক করিবে, এই দ্রব্যকে সেবিকা বলে। ইহা ঘৃত ও চিনির সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। সেবিকা তৃপ্তিজনক, বলকারক, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, গ্রাহিণী সন্ধিকারী ও রুচিকর। সেবিকা অধিক মাত্রায় সেবন করা বিধেয় নহে।

অথ মাণ্ডে।

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা খণ্ডনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তলালনয়া তস্যা লোপ্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যৈতং পৃষ্ঠে তং প্রক্ষিপেদ্বহ্নিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যাঃ সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে॥

'লোপ্‌ত্রী' লোই ইতি লোকে।
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা ॥
মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্।
পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ ॥

মণ্ডক।

শ্বেতবর্ণ গোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। পরে প্রোক্ষণপূর্ব্বক যাঁতায় পেষণ করত চালিয়া লইলে যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে সমিতা বা ময়দা বলে। ময়দা জল দিয়া গুলিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে এবং হস্ততালনদ্বারা তাহার লোপ্ত্র সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করিবে। অনন্তর সেই দ্রব্য একটা অধোমুখ ঘটের উপর বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিলেই মণ্ডক প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডক দুগ্ধ, ঘৃত, সিদ্ধমাংস তক্র বা বড়ার সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। মণ্ডক বৃংহণ, বৃষ্য, বলকারক, অত্যন্ত রুচিকর, পাকে মধুর, গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষঘ্ন।

অথ পোরী কুত্রাপি দ্রুনৌরী ইতি চ।

কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বীং পর্পটিকাং ততঃ।
স্বেদয়েত্তপ্তকে তান্তু পোলিকাং জগদুর্ব্বুধাঃ।
তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ ॥
'তপ্তকং' তাবা ইতি লোকে।

পোলিকা (পুরি)।

ময়দার অতি সূক্ষ্ম পর্পটী প্রস্তুত করিয়া তাহা চাটুতে সিদ্ধ করিবে। এই রূপে যে পর্পটিকা প্রস্তুত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে পোলিকা বলিয়া থাকেন। পোলিকার গুণ মণ্ডকেরই তুল্য। লপ্সিকাযুক্ত পোলিকা ভক্ষণ করাই বিধেয়।

অথ প্রসঙ্গাল্লপ্সী।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যসেল্লবঙ্গং মরিচাদিকম্ ॥
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা।
স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্ ॥

লপ্সিকা।

ময়দাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি নিক্ষেপ করিবে। ঐ মিশ্রিত দ্রব্য সিদ্ধ করত ঘনীভূত হইয়া আসিলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া ফেলিবে। ঐ প্রস্তুত পদার্থকে লপ্সিকা বলে। লপ্সিকা বৃংহণী, বৃষ্য, বলকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, গুরু, রোচক ও অতিশয় তৃপ্তিজনক।

অথ রোটি।

শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষহে।
রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী।
বাতঘ্নী কফকৃদ্‌গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা ॥

রোটি।

শুষ্কগোধূমচূর্ণ করত তাহাতে অল্প পুরু পোলিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ

পোলিকা চাটুতে সেঁকিয়া পরে অগ্নিতে সিদ্ধ করিলেই তাহাকে রোটিকা বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। রোটিকা বলকারক, রুচিকর, বৃংহণ, ধাতুবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, কফকারী ও গুরু। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষেই রোটিকা প্রশস্ত।

অথ লীটী।

শুদ্ধগোধূমচূর্ণন্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ।
বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ ॥
অঙ্গারকর্কটী শ্রেষ্ঠা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফকৃদ্বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ ॥

রোট।

শুষ্ক গমচূর্ণ জলে মাকিয়া গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। ঐ মর্দ্দিত ময়দাতে বটক প্রস্তুত করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে অল্পে অল্পে সিদ্ধ করিয়া লইলেই অঙ্গারকর্কটী বা রোট প্রস্তুত হয়। এই রোট বৃংহণ, শুক্রল, লঘু, দীপন, কফকারী, বলকারক এবং পীনস, শ্বাস ও কাশ রোগের শান্তিকারক।

অথ যবরোটিকা।

যবজা রোটিকা রুচ্যা মধুরা বিশদা লঘুঃ।
মলশুক্রানিলকরী বল্যা হন্তি কফাময়ান্।
পীনসশ্বাসকাসাংশ্চ মেদোমেহগলাময়ান্ ॥

যব রোটী।

যবনির্ম্মিত রোটিকা রুচিকর, মধুর, লঘু, বিশদ, মলকারী, শুক্রজনক, বাতবর্দ্ধক ও বলকারক এবং কফ, পীনস, শ্বাস, কাস, মেদ, মেহ ও গলরোগের শান্তিকারক।

অথ মাষরোটিকা।

চূর্ণং যচ্ছুষ্কমাষাণাং চমসী সাভিধীয়তে।
চমসীরচিতা রোটী কথ্যতে বলভদ্রিকা ॥
রুক্ষোষ্ণা বাতলা বল্যা দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা।
মাষাণাং দালয়স্তোয়ে স্থাপিতাস্ত্যক্তকঞ্চুকাঃ ॥
আতপে শোষিতা যন্ত্রে পিষ্টাস্তা ধূমসী স্মৃতা।
ধূমসীরচিতা সৈব প্রোক্তা ঝর্ঝরিকা বুধৈঃ।
ঝর্ঝরী কফপিত্তঘ্নী কিঞ্চিদ্বাতকরী স্মৃতা ॥

মাষ রোটিকা।

শুষ্ক মাষকলায়চূর্ণকে চমসী বলে এবং চমসীনির্ম্মিত রোটীকে বলভদ্রিকা বলে। বলভদ্রিকা রুক্ষ, উষ্ণ, বাতল, বলকারক ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। মাষকলায়ের দাল জলে উত্তমরূপ ভিজিলে তাহা হইতে খোসা ফেলিয়া দিয়া সেই দাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যাঁতায় পিষিয়া লইলে তাহাকে ধূমসী বলে। ধূমসীনির্ম্মিত রোটিকাকে পণ্ডিতগণ ঝর্ঝরিকা ও বলেন। ঝর্ঝরিকা কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও কিঞ্চিৎ বাতকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ চণকরোটিকা।

চাণক্যা রোটিকা রুক্ষা শ্লেষ্মপিত্তাস্রনুদ্গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী ন চক্ষুষ্যা তদ্গুণা তিলশষ্কুলী ॥

ছোলার রোটিকা।

ছোলার রোটিকা রুক্ষ, গুরু, বিষ্টম্ভী, এবং পিত্তশ্লেষ্ম ও রক্তজরোগের শা-

স্তিকারক। এই রোটি চক্ষুর পক্ষে হিতকর নহে। তিলরোটিকারও গুণ ঐরূপ।

অথ পিষ্টিকা।

দালিঃ সম্প্লাপিতা তোয়ে ততোঽপহৃতকঞ্চুকা।
শিলায়াং সাধু সম্পিষ্টা পিষ্টিকা কথিতা বুধৈঃ॥

পিষ্টিকা (পিটুলি)।

দাল জলে উত্তমরূপ ভিজিলে পর তাহার খোসা ফেলিয়া দিয়া সেই দাল শিলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে পিষ্টিকা বলা যায়।

অথ বেঠই।

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণগর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ।
রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বুধৈঃ॥
ভবেদ্বেষ্টনিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যানিলাপহা।
উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্॥
ভিন্নমূত্রমলা স্তন্যমেদঃপিত্তকফপ্রদা।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাসপক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥

দালপূরী।

ময়দার ভিতর মাষকলায়ের দালবাটা দিয়া রোটিকা প্রস্তুত করিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে বেষ্টনিকা (দালপূরী) বলেন। দালপূরী বলকারক, রুচিকর, বায়ুনাশক, উষ্ণ, তৃপ্তিকর, গুরু, বৃষ্য, বৃংহণ, অতিশয় শুক্রল, মল ও মূত্রের বিরেচক, এবং গুদকীল, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পংক্তি শূলের শান্তিকারক। এই পূরী সেবন করিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং মেদ, পিত্ত ও কফ বৰ্দ্ধিত হয়।

অথ পাপর।

ধূমসীরচিতা হিঙ্গুহরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ।
জীরকবর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তনূঃকৃতা চ বেল্লিতাঃ॥
পর্প্পটাস্তে সদাঙ্গারভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ।
দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ॥
মৌদ্গাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ।
চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্প্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ।
স্নেহে ভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ॥

পাঁপর।

ভিজা মাষকলায়ের দাল সূক্ষ্মরূপে বাটিয়া তাহাতে হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, জীরা ও সোহাগা মিশ্রিত করত অতি পাতলা রুটি প্রস্তুত করিতে হয়। সেই রোটি আগুণে সেঁকিয়া লইলেই পাঁপর বলা যায়। পাঁপর অতিশয় রোচক, দীপন, পাচন, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মুগের দালের পাঁপর প্রায় মাষকলায়েরই তুল্য, অধিকন্তু উহা লঘু ও হিতকারী এবং ছোলার দালের পাঁপর ছোলার তুল্য গুণকারী। ঐ তিন প্রকার পাঁপর স্নেহদ্রব্যে ভাজিলে মধ্যমরূপ গুণকারী হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গুণের লাঘব হয়।

অথ পূরী।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্ত্বা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
তথা পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতগোলিকা॥
ততস্তৈলে বিপক্কা সা পূরীকা কথিতা বুধৈঃ।
রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা॥
চক্ষুস্তেজোহরী চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী।
তথৈব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তহৃৎ॥

পূরী।

ময়দার ভিতর মাষকলাইয়ের দাল বাটা লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গু দিয়া পোলিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ পোলিকা তৈলে পাক করিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে পূরিকা বা পূরী বলেন। পূরী রুচিকর, স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দোষজনক, পাকে উষ্ণ ও বাতঘ্ন। তৈলপক্ক পূরী সেবন করিলে চক্ষু হীনতেজ হইয়া যায়। কিন্তু ঘৃতে পাক করিলে উহা দ্বারা চক্ষু সতেজ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অথ বরা।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্তাং লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
কৃত্বা বিদধ্যাদ্বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ॥
বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণী বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহা॥
বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্মকারিণোঽত্যগ্নিপূজিতাঃ।
সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেত্তক্রে ভৃষ্টং জীরকহিঙ্গু চ॥
লবণং তত্র বটকান্ সকলানপি মজ্জয়েৎ।
শুক্রলস্তত্র বটকো বলকৃদ্রোচনো গুরুঃ॥
বিবন্ধহৃদ্বিদাহী চ শ্লেষ্মলঃ পবনাপহঃ।
রাজ্যক্তথাতিরোচিন্যা পাচন্যা তাস্তু ভক্ষয়েৎ॥
'রাজ্যক্তা' রাইতা ইতি লোকে।

বড়া।

ভিজা মাষকলাইয়ের দাল বাটিয়া তাহাকে লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করত বড়া প্রস্তুত করিয়া সেই বড়া তৈলে অল্প পাক করিয়া লইলেই বড়া প্রস্তুত হয়। বিশুষ্ক বড়া বলকারক, বৃংহণ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, রুচিকর, বিরেচক, শ্লেষ্মকারী, অতিশয় অগ্নিপূজিত এবং বায়ু ও অর্দ্দিত রোগের বিশেষ শান্তিকারক। অনন্তর জীরক ও হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণ করত সলবণ ঘোলে ফেলিয়া দিবে এবং সেই ঘোলে ঐ বড়াগুলি ভিজাইয়া রাখিবে। তদন্তর্গত বটক, শুক্রল, বিদাহী, শ্লেষ্মল, বায়ুনাশক; বিরেচক, বলকারী, রোচন ও গুরু এবং অতিশয় রোচক ও পাচক রায়তার সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

অথ কাঞ্জীবরা।

মহুনী নূতনা ধার্য্যা কটুতৈলেন লেপিতা।
নির্ম্মলেনাম্বুনা পূর্য্যা তস্যাং চূর্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
রাজিকাজীরলবণহিঙ্গুশুণ্ঠীনিশাকৃতম্।
নিঃক্ষিপেদ্বটকাংস্তত্র ভাণ্ডস্যাস্যঞ্চ মুদ্রয়েৎ॥
ততো দিনত্রয়াদূর্দ্ধমম্লাঃ স্যু র্বটকা ধ্রুবম্।
কাঞ্জিকো বটকো রুচ্যো বাতঘ্নঃ শ্লেষ্মকারকঃ।
শূলস্নোঽজীর্ণদাহঘ্নশ্চেত্রে রোগে তু নোহিতঃ॥

কাঁজী বড়া।

একটি নূতন ভাণ্ডে কটু তৈল লেপনপূর্ব্বক নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিবে। পরে সরিষা, জীরে, লবণ, হিঙ্গু, শুঁঠ ও হরিদ্রা এই কয় দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে এবং বড়াগুলি তাহাতে ভিজাইয়া ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া তিন দিন রাখিবে। তিন দিনের পর সেই বড়াগুলি নিশ্চয়ই অম্লরস হইবে। এইরূপে প্রস্তুত বড়াকে কাঞ্জীবড়া বলে। কাঞ্জীবড়া রুচিকর, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মজনক, এবং দাহ, শূল, ও অজীর্ণের শান্তিকারক। কিন্তু উহা দৃষ্টির পক্ষে হিতকর নহে।

অথ ছোরীবরা।

অম্লিকাং স্বেদয়িত্বা তু জলেন সহ মর্দ্দয়েৎ।
তন্নীরে কৃতসংস্কারে বটকান্মজ্জয়েজ্জনঃ॥
অম্লিকাবটকাস্তে তু রুচ্যা বহ্নিপ্রদীপনাঃ।
বটকস্য গুণৈঃ পূর্ব্বৈ রেতেঽপি চ সমন্বিতাঃ॥

তেতুঁলের বড়া।

তেঁতুল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ তেঁতুলের শস্য ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তেঁতুল চটকাইতে হইবে। অনন্তর সেই জলকে অগ্নিসংস্কৃত করিয়া তন্মধ্যে বড়া ফেলিয়া দিবে। ঐরূপ প্রস্তুত বড়াকে তেঁতুলের বড়া বলে। তেঁতুল-বড়া রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক এবং কাঁজীবড়ারই তুল্য গুণকারী।

অথ মুগবরা।

মুদ্গানাং বটকাস্তক্রে ভর্জ্জিতা লঘবো হিমাঃ।
সংস্কারজপ্রভাবেন ত্রিদোষশমনা হিতাঃ॥

মুগবড়া।

মুগের বড়া ঘোলে পাক করিলে পাকের গুণে উহা লঘুপাক, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন ও হিতকারী হইয়া থাকে।

অথ মাষবটী।

মাষাণাং পিষ্টিকা হিঙ্গুলবণার্দ্রকসংস্কৃতাঃ।
তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ॥
তলিতাস্তপ্ততৈলে তা অথবা সুপ্রলেহিতাঃ।
বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্যা রুচিদা ভৃশম্॥

মাষবড়ী।

মাষকলায়ের দাল বাটিয়া তাহাতে হিঙ, লবণ ও আদা মিশ্রিত করিয়া এক-খান বস্ত্রে বড়ী দিবে। পরে শুষ্ক হইলে ঐ বড়ী তপ্ত তৈলে ভাজিয়া বা উত্তমরূপ প্রলেহিত করিয়া লইলে অতিশয় রুচি-কারক এবং বড়ার ন্যায়ই গুণকারী হইয়া থাকে।

অথ কোহণ্ডেরী।

কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকাগুণা।
বিশেষাৎপিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ॥

কুমড়োবড়ী।

কুমড়োর বড়ী প্রায় মাষবড়ীর তুল্য গুণকারী। অধিকন্তু উহা লঘু ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে।

অথ মুদ্গবটী।

মুদ্গানাং বটিকা তদ্বদ্রচিতা সাধিতা তথা।
পথ্যা রুচ্যা ততো লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা॥

মুগের বড়ী।

মুগের বড়ী পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রস্তুত ও সংস্কৃত হইলে পথ্য, রুচিকর, লঘুপাক এবং মুগের দালের তুল্য গুণকারী হয়।

অথ রিকবচ্ছ।

মাষপিষ্টিকয়া লিপ্তং নাগবল্লীদলং মহৎ।
তত্তু সংস্বেদয়েৎ যুক্ত্যা স্থাল্যামাস্তারকোপরি॥
ততো নিষ্কাশ্য তৎ খণ্ডং তপ্ততৈলেন ভর্জ্জয়েৎ।
অলীকমৎস্য উক্তোঽয়ং প্রকারঃ পাকপণ্ডিতৈঃ।
তৎ বৃন্তাকভটিত্রেণ বাস্তুকেন চ ভক্ষয়েৎ॥

অলীক মৎস্য।

একটা বড় পানের পাতাতে মাষকলাইয়ের ডাল বাটিয়া লেপন করিতে হইবে। পরে সেই লিপ্ত পান একখান বস্ত্রে জড়াইয়া সিদ্ধপুলীর ন্যায় কৌশলক্রমে একটা থালির উপরিভাগে সিদ্ধ করিয়া লইয়া উহা বাহির করিবে। অনন্তর উহা তৈলে ভাজিয়া লইবে। এই রূপ পক্ক পদার্থকে পাকজ্ঞপণ্ডিতগণ অলীকমৎস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই দ্রব্য বেগুণের কাবাব ও বাস্তুক শাকের সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

অথ কটী।

স্থাল্যাং ঘৃতে বা তৈলে বা হরিদ্রাং হিঙ্গু ভর্জ্জয়েৎ।
অবলেহনসংযুক্তং তক্রন্তত্রৈব নিঃক্ষিপেৎ।
এষা সিদ্ধা সমরিচা কথিতা কথিতা বুধৈঃ॥

'অবলেহনম্' লেহন ইতি লোকে।

কথিতা পাচনী রুচ্যা লঘ্বী বহ্নিপ্রদীপনী।
কফানিলবিবন্ধঘ্নী কিঞ্চিৎপিত্তপ্রকোপিণী॥
অলীকমৎস্যাঃ শুষ্কা বা কিম্বা কথিতয়া যুতাঃ।
বৃংহণী রোচনা বৃষ্যা বল্যা বাতগদাপহাঃ॥
কোষ্ঠশুদ্ধিকরাঃ শুষ্কাঃ কিঞ্চিৎপিত্তপ্রকোপণাঃ।
অর্দ্দিতে সহনুস্তম্ভে বিশেষেণ হিতাঃ স্মৃতাঃ॥

কথিত।

প্রথমে একটা স্থালীতে ঘৃত বা তৈল দিয়া হরিদ্রা ও হিঙ্‌ ভাজিয়া লইয়া পরে তাহাতে অবলেহনযুক্ত ঘোল ঢালিয়া দিয়া মরিচসহযোগে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে সিদ্ধ হইলে তাহাকে পণ্ডিতেরা কথিত বলিয়া থাকেন। কথিত পাচন, রুচিকর, লঘু, অগ্নির উদ্দীপক, কিঞ্চিৎ পিত্তের প্রকোপজনক এবং কফ, বায়ু ও কোষ্ঠবদ্ধতার শান্তিকারক। অলীক মৎস্য শুষ্কই হউক বা কথিতের সহিতই হউক ভক্ষণ করিলে বৃংহণ, রোচন, বৃষ্য, বলকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, বাতঘ্ন, শক্তিজনক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারী, এবং অর্দ্দিত ও হনুস্তম্ভের বিশেষ শান্তিকারক হইয়া থাকে।

অথ অদেবরা।

মুদ্গাপিষ্টীবিরচিতান্ বটকাংস্তৈলপাচিতান্।
হস্তেন চূর্ণয়েৎ সম্যক্ তস্মিংশ্চূর্ণে বিনিঃক্ষিপেৎ।
ভৃষ্টং হিঙ্গু স্বার্দ্রকং সূক্ষ্মং মরীচং জীরকং তথা।
নিম্বুরসং জবানীঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং বিমিশ্রয়েৎ।
মুদ্গাপিষ্টীং পচেৎসম্যক্ স্থাল্যামাস্তারকোপরি।
তস্যাস্তু গোলকং কুর্য্যাৎ তন্মধ্যে পূরণং ক্ষিপেৎ॥
তৈলে তান্ গোলকান্ পক্ত্বা কথিতায়াং নিমজ্জয়েৎ
গোলকাঃ পাচকৈঃ প্রোক্তাস্তে স্বার্দ্রকবটা অপি॥
মুদ্গার্দ্রকবটা রুচ্যা লঘবো বলকারকাঃ।
দীপনা তর্পণাঃ পথ্যাস্ত্রিষু দোষেষু পূজিতাঃ॥

আদার বড়া।

মুগের বড়া তৈলে ভাজিয়া হস্ত দ্বারা চূর্ণ করত তাহাতে ভাজা হিঙ্‌, ও আদা, সূক্ষ্ম মরিচ, ও জীরেভাজার গুড়, নেবুর রস ও জোয়ান দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করত পূরণ প্রস্তুত করিবে। সিদ্ধপুলীর ন্যায় স্থালীতে মুদ্গাপিষ্টক সিদ্ধ করিবে। অনন্তর সেই সিদ্ধপিষ্টকে গোল গোল বড়া প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পূরণ নিক্ষেপ করিবে। পরে

সেই বড়া তেলে ভাজিয়া লইয়া সেই সমস্ত ভর্জিত বড়া কথিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই বড়াকে পাচকেরা গোলক বা আদারবড়া বলে। আদারবড়া রুচিকর, লঘু, বলকারক, দীপন, তৃপ্তিজনক, পথ্য ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

অথ পকৌরী।

রাজমাষচণকানাঞ্চ নিস্তুষা যত্নপেষিতাঃ।
তচ্চূর্ণং বেশনং প্রোক্তং পাকশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥
বটিকা বেশনস্যাপি কথিতায়াং নিমজ্জিতাঃ।
রুচ্যা বিষ্টম্ভজননী বল্যা পুষ্টিকরী স্মৃতা॥

পকৌরী।

খোসারহিত ছোলার দাল যাঁতায় পেষণ করিয়া লইলে যে সূক্ষ্ম গুঁড়া প্রস্তুত হয় পাকশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা তাহাকে বেশন বলেন। ঐ বেশনের বড়ী কথিতে ভিজাইয়া রাখিলে অতিশয় রুচিকর বিষ্টম্ভজনক, পুষ্টিকারক, ও বলকারক হয়।

এবমন্যেঽপি বেশনভবাঃ প্রকারাঃ খণ্ডখণ্ড-প্রভৃতয়ো বোদ্ধব্যাঃ।

খণ্ড ও খণ্ডু প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল দ্রব্য বেশন হইতে প্রস্তুত হয় সে সমুদয় বেশনবটিকার তুল্য গুণকারী জানিবে।

অথ মাংসস্য প্রকারাঃ।

তত্র শুদ্ধমাংসম্। সুধবাংস্থ ইতি লোকে।
পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ।
তত্র হিঙ্গু হরিদ্রাঞ্চ ভর্জ্জয়েত্তদনন্তরম্॥
ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎখণ্ডখণ্ডিতং।
ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ॥
সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণঞ্চ পচেত্ততঃ।
সিদ্ধে জলেন সম্পিষ্য বেশবারং পরিক্ষিপেৎ॥
'বেশবারঃ' বেশর ইতি লোকে।
দ্রব্যাণি বেশবারস্য নাগরঙ্গীদলানি হি।
তত্তুলাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাসতঃ॥
অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্।
শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনং॥

মাংসের ভিন্ন ভিন্ন পাক।

শুদ্ধমাংস।

পাকপাত্রে ঘৃত বা তৈল দিয়া প্রথমে হিঙ ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির অস্থিরহিত খণ্ডিত মাংস ধৌত করিয়া সেই ঘৃত বা তৈলে ভাজিয়া লইয়া তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল ও লবণ দিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইয়া আসিলে লবঙ্গ, মরিচ, চাল, তেজপাত প্রভৃতি বাটনা জলে গুলিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধ মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায়। শুদ্ধমাংস অতিশয় বৃষ্য, বলকারক, রুচিকর, বৃংহণ, ত্রিদোষঘ্ন, ধাতুপোষক ও অত্যন্ত দীপন।

অথ হড়ুকা।

হড়বাংস্থ ইতি লোকে।
ছাগাদের্মাংসমূর্ব্বাদেঃ কুট্টিতং খণ্ডিতং পুনঃ।
শুদ্ধমাংসবিধানেন পচেদেতৎসহত্রকম্।
সহত্রকং গুণৈর্জ্ঞেয়ং শুদ্ধমাংসগুণং স্মৃতম্॥

সহত্রক।

ছাগাদির উরুদেশ প্রভৃতি মাংসল

ছাগের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া শুষ্কমাংসের ন্যায় পাক করিবে। এই রূপে প্রস্তুত মাংসকে সহত্রক বলে। সহত্রক গুণগ্রন্থে শুষ্কমাংসেরই তুল্য গুণকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

অথ অখনী।

পাকপাত্রে ঘৃতং দত্ত্বা হরিদ্রা হিঙ্গু ভর্জ্জয়েৎ।
ছাগাদেঃ সকলস্যাপি খণ্ডান্যষ্টৌ চ ভর্জ্জয়েৎ॥
সিদ্ধিযোগ্যং জলং দত্ত্বা পচেন্মৃদুতরং যথা।
রাজিকাদিযুতে তক্রে মাংসখণ্ডানি ধারয়েৎ॥
তক্রমাংসন্তু বাতঘ্নং লঘু রুচ্যং বলপ্রদম্।
কফঘ্নং পিত্তলং কিঞ্চিৎসর্ব্বাহারস্য পাচনম্॥
'তক্রমাংসম্' অখনী ইতি লোকে।

অখনী (তক্রমাংস)।

প্রথমে পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্ ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইতে হইবে। পরে তাহাতে ছাগের কুট্টিত মাংস আটখান ভাজিয়া লইবেন। পরে সেই সমস্ত মাংস মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর সর্ষপাদিযুক্ত তক্রে সেই মাংস নিঃক্ষেপ করিলে তক্রমাংস প্রস্তুত হয়। তক্রমাংস বাতঘ্ন, লঘু, রুচিকর, বলকারক, কফঘ্ন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক এবং আহারান্তে সেবন করিলে সমস্ত আহারীয় বস্তু জীর্ণ হইয়া যায়। তক্রমাংসকে হিন্দীতে অখনী বলে।

অথ আস।

পাকপাত্রে তু বৃহতি মাংসখণ্ডানি নিঃক্ষেপেৎ।
পানীয়ং প্রচুরং সর্পিঃ প্রভূতং হিঙ্গু জীরকম্॥
হরিদ্রামার্দ্রকং শুণ্ঠী লবণং মরিচাদ্ধিচ।
তণ্ডুলাংশ্চাপি গোধূমান্ জম্বীরাণাং রসান্ বহূন্॥
যথা সর্ব্বাণি বস্তূনি সুপক্কানি ভবন্তি হি।
তথা পচেৎ তু নিপুণো মণ্ডবৎ স্থিতির্যথ॥
এষা হরীসা বলকৃৎ বাতপিত্তাপহা গুরুঃ।
শীতোষ্ণা শুক্রদা স্নিগ্ধা সরা সন্ধানকারিণী॥

আস।

বৃহৎ পাকপাত্রে মাংসের খণ্ড সকল নিঃক্ষেপ করত তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল, ঘৃত, হিঙু, জীরক, হরিদ্রা, আর্দ্রক, শুণ্ঠী, লবণ, মরিচ, তণ্ডুলচূর্ণ, গোধূম ও গোঁড়া লেবুর রস মিশ্রিত করত পাক করিতে হইবে। যখন উহা সুপক্ক হইয়া মণ্ডের ন্যায় হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তুত হরীসা বলকারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু, উষ্ণ, শীতল, শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী।

অথ তলিতমাংসম্।

শুষ্কমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্প্রসাধিতম্।
পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
তলিতং বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ।
তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্॥

তলিত মাংস।

মাংসকে শুষ্কমাংসের ন্যায় সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মাংস ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তলিতমাংস বলা যায়। তলিতমাংস তৃপ্তিজনক, লঘু, সুস্নিগ্ধ, রোচন, দৃঢ়তাজনক এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজ ও শুক্রধাতুর বর্দ্ধনকারী।

অথ সীষ।

কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া।
ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমদহনে পচেৎ॥
তত্তু শূল্যমিতি প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ।
শূল্যং বল্যং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং হি তৎ॥

শূল্য (কাবাব)।

কালখণ্ড প্রভৃতি মাংস ঘৃত ও লবণ মাখাইয়া শলাকাতে বিদ্ধ করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে পাক করিতে হয়। পাককর্ম্ম-বিশারদ পণ্ডিতগণ ঐরূপ প্রস্তুত মাংসকে শূল্য বলে। শূল্য বলকারক, সুধাতুল্য, রুচিকর, আগ্নেয়, লঘু, কফঘ্ন, বাতনাশক, ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারী।

অথ মাংসশৃঙ্গাটকম্।

শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে।
লবঙ্গহিঙ্গু লবণমরিচার্দ্রকসংযুতম্॥
এলাজিরকধান্যাকনিম্বূরসসমন্বিতম্।
ঘৃতে সুগন্ধে তদ্ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণপূরিতং।
পুনঃ সর্পিষি সম্ভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ॥
মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্গুরু।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

মাংসশৃঙ্গাটক।

শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করত লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা এলাইচ, জিরে, ধনে ও নেবুর রসের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া পূরণ প্রস্তুত করিবে। ময়দার শিঙ্গেড়া প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পূরণ পুরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে মাংসশৃঙ্গাটক বলে। মাংসশৃঙ্গাটক রুচিকর, বৃংহণ, বলকারক, গুরু, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পুষ্টিকর, কফঘ্ন ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ মাংসরসঃ।

সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ।
প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্॥
বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্।
স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্॥
শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্।

মাংসরস।

সিদ্ধ মাংসের রস তৃপ্তিজনক, রুচিকর, বাতপিত্তঘ্ন এবং শ্রম, শ্বাস ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক। যাহাদিগের দেহস্থ সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট বা ভগ্ন হইয়াছে, যাহারা শুদ্ধ বা শুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা ক্ষীণ বা অল্পরেতা, যাহাদিগের স্মৃতি-শক্তি, ওজধাতু ও বলের হ্রাস হইয়াছে, যাহারা জ্বররোগে ক্ষীণ বা যাহাদিগের উরঃক্ষত রোগ আছে এবং যাহাদিগের স্বর, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির হীনতা জন্মে অথবা যাহারা দীর্ঘায়ু হইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের পক্ষে মাংসরস প্রশস্ত।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ।
গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মাংসপাক করিবার যে সমস্ত বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকারে মাংসপাক করা যায়, গ্রন্থবিস্তা-রের ভয়ে এস্থলে তৎসমস্ত উল্লেখ করি-লাম না।

অথ শাকপাকবিধিঃ।

হিঙ্গু জীরযুতে তৈলে ক্ষিপেচ্ছাকং সুখণ্ডিতম্।
লবণং চাত্র চূর্ণাদি সিদ্ধে হিঙ্গূদকং ক্ষিপেৎ;
ইত্যেবং সর্ব্বশাকানাং সাধনোঽভিহিতো বিধিঃ॥

শাক পাক করিবার নিয়ম।

শাককে সূক্ষ্মরূপে কুটিয়া হিঙ্ ও জীরকসংযুক্ত তৈলে ক্ষেপন করিতে হইবে। পরে সিদ্ধ হইয়া আসিলে লবণ, মসলাচূর্ণ ও হিঙের জল ক্ষেপন করিবে। সকল প্রকার শাকই এইরূপে পাক করিতে হয়।

অথ পক্বান্নসাধনবিধিঃ।

তত্র মণ্ডকো মাড় ইতি লোকে।
সমিতাং মর্দ্দয়েদাজ্যে র্জলেনাপি চ সম্নয়েৎ।
তস্যাস্তু বটকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষ নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূরমরিচাদৈ্যরলঙ্কৃতে।
মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥

'সম্নয়েৎ' মর্দ্দয়েৎ।

মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ।
পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতঃ॥
সমিতাসর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে।
প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেঽপি চৈতদ্গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

পক্বান্ন পাক করিবার বিধি।

মণ্ড।

ময়দাকে অগ্রে ঘৃত দিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক পরে জল দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং সেই প্রস্তুত ময়দার বটক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া ঐ পক্ক বটক এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য-সংযুক্ত চিনির রসে ক্ষণকাল ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া লইলেই মণ্ড প্রস্তুত হয়। মণ্ড বৃংহণ, বৃষ্য, বলকারক, সুমধুর, গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক, রুচিকর এবং যাহাদিগের অগ্নির দীপ্তি আছে তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। এইরূপ অন্যান্য যে সকল দ্রব্য ময়দা, ঘৃত ও চিনির সহযোগে প্রস্তুত হয় তাহাদিগের গুণও ঐরূপ জানিবে।

অথ সম্পাবঃ, পেরাকঃ।

পর্প্পটাঃ সাজ্যসমিতানির্ম্মিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ।
কুট্টিতাশ্চালিতাঃ শুভ্রশর্করাভির্বিমর্দ্দিতাঃ॥
তত্র চূর্ণং ক্ষিপেদেলালবঙ্গমরিচানি চ।
নালিকেরং সকর্পূরং চারবীজান্যনেকশঃ॥
ঘৃতাক্তসমিতাপুষ্টরোটিকা রচিতা ততঃ।
তস্যাং তৎ পূরণং ন্যস্য কুর্য্যান্মুদ্রাং দৃঢ়াং সুধীঃ॥
সর্পিষি প্রচুরে তাস্তু সুপচেন্নিপুণো জনঃ।
প্রকারজ্ঞৈঃ প্রকারোঽয়ং সম্পাব ইতি কীর্ত্তিতঃ।
মণ্ডকোঽপি সমো জ্ঞেয়ঃ কম্পাবোপি গুণৈর্জনৈঃ॥

সম্পাব (পেরাকি)।

সঘৃত ময়দাতে নির্ম্মিত পর্পটী ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে ঐ ভর্জিত পর্পটী কুটিয়া চালিয়া লইবে এবং চিনি মিশাইয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত এলাইচ, লবঙ্গ ও মরিচচূর্ণ, নারিকেল, কর্পূর ও চারদানা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। অনন্তর ঘৃতাক্ত ময়দাতে পুষ্ট রোটিকা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ মিশ্র পদার্থ পূরিয়া দিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক দৃঢ় করিয়া মুখ

বন্ধ করিয়া দিবে এবং পাকনিপুণ লোকের দ্বারা উহা ছাঁকা ঘৃতে উত্তমরূপ পাক করিয়া লইবে। এই পক্ব পদার্থকে প্রকারজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পাব বা পেরাকি বলিয়া থাকেন।

অথ কর্পূরনালি নিবালা ইতি চ।

ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃত্বা লম্বং পুটং ততঃ।
লবঙ্গোষণকর্পূরযুতয়া সিতয়ান্বিতম্॥
পচেদাজ্যেন সিদ্ধৈষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা।
সম্পাবসদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা॥

'কর্পূর নালিকা' কপূরনারি ইতি লোকে।

কর্পূর নালি।

ঘৃতাক্ত ময়দাতে লম্বা ফাঁপা নেচি করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি প্রবেশ করাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর উহাকে ঘৃতে পাক করিয়া লইলেই কর্পূরনালিকা প্রস্তুত হয়। কর্পূর-নালিকা পেরাকীর তুল্য গুণকারী।

অথ ফেনিকা, ফেনী।

সমিতায়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তীঃ দীর্ঘাঃ সমাচরেৎ।
তাস্তু সন্নিহিতা দীর্ঘাঃ পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ॥
বেল্লয়েদ্বেল্লনেনৈতা যথৈকা পর্পটী ভবেৎ।
ততশ্ছুরিকয়া তাস্তু সলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ॥
ততস্তু বেল্লয়েদ্ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ।
শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ॥
ততঃ সংবৃত্য তল্লোপ্ত্রীং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্।
পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্ত্রীং যথা স্যান্মণ্ডলাকৃতিঃ॥
ততস্তাং ঘৃপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ স্ফুটাঃ।
যুগজয়া শর্করয়া তদ্দ্রুতমমাচরেৎ।
সিদ্ধৈষা ফেনিকা নাম্নী মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ।
ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

'বেল্লয়েৎ' প্রসারয়েৎ। 'বেল্লনঃ'। বেলন ইতি লোকে। 'পর্প্পটী' রোটী। 'লোপ্ত্রী' লোই ইতি লোকে।

ফেনিকা (খাজা)।

ময়দাতে উত্তমরূপ ময়ান দিয়া লম্বা বর্ত্তি বা নেচি প্রস্তুত করিয়া একখান লম্বা পিঁড়ির উপর ফেলিয়া বেলনদ্বারা বেলিয়া একখান রোটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ রোটি-কাকে ছুরিকাদ্বারা কাটিয়া পুনরায় বে-লিতে হইবে। পরে তাহার উপর শালি-চূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্র করিয়া মাখাইয়া দিয়া রোটিকা খান গুটাইয়া লইবে এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। ঐ খণ্ড সকল বেলুন দিয়া বেলিয়া পুরু ও গোলাকার রোটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ রোটিকা ঘৃতে পাক করিলে তাহাতে কাটা কাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে। অনন্তর ঐ ঘৃতপক্ব রোটিকা চিনির রসে ফে-লিয়া রাখিবে। এই প্রস্তুত বস্তুকে ফেনিকা বা খাজা বলে। খাজার গুণ প্রায় মণ্ডকেরই তুল্য, অধিকন্তু বিশেষ এই যে মণ্ডক অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুপাক বলিয়া কথিত আছে।

অথ শষ্কুলী সোহারী ইতি লোকে।

সমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।
আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎসিদ্ধা শষ্কুলী ফেনি-কাগুণা॥

শষ্কুলী।

ঘৃতাক্ত সমিতের লোপ্তৃকে বেলন

দিয়া বেলিয়া তাহাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই সিদ্ধ বস্তুকে শষ্কুলী বলে। শষ্কুলী খাজার তুল্য গুণকারী।

অথ সেবীকামোদক, সেবক লাড়ু।

ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃত্বা সূত্রাণি তানি তু।
নিপুণো ভর্জ্জয়েদাজ্যে খণ্ডপাকেন যোজয়েৎ।
যুক্তেন মোদকান্ কুর্য্যাৎ তে গুণৈ র্মণ্ডকা যথা॥

সেবিকামোদক (সেউলাড়ু)।

সঘৃত ময়দা সূত্রের ন্যায় পাকাইয়া সেই সমস্ত সূত্রকে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এবং খাঁড়গুড়ের পাকে ঐ সমস্ত ভর্জ্জিত সূত্রকে লাড়ু বাঁধিতে হইবে। ঐ প্রস্তুত লাড়ুকে সেবিকামোদক বা সেউলাড়ু বলে। সেউলাড়ু মণ্ডকের তুল্য গুণকারী।

অথ মুক্ত মোদক, মোতিলাড্ডু।

মুদ্গানাং ধূমসী সম্যক্ ঘোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা।
কটাহস্য ঘৃতস্যোর্দ্ধে ঝর্ঝরং স্থাপয়েত্ততঃ॥
ধূমসীন্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেৎ ঝর্ঝরোপরি।
পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপক্কান্ সমুদ্ধরেৎ।
সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্॥
"ঝর্ঝর" ঝাঁঝরা ইতি লোকে।
লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো জ্বরজিদ্বল্যস্তর্পণে মুদ্গমোদকঃ॥

মুক্তামোদক (মতিচুর)।

মুগের দাল বাটিয়া লইয়া নির্ম্মল জলে পাতলা করিয়া লইবে। পরে কড়ায় ঘি চড়াইয়া ঐ কড়ার উপর একখান ঝাঁঝরা ধরিবে। ঐ ঝাঁঝরাতে ঐ পাতলা দাল দিলে তাহা হইতে যে সমস্ত দালবিন্দু কড়াতে পতিত হইবে তাহা উত্তমরূপ ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ ভাজা দানা চিনির পাকে ফেলিয়া হাত দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রস্তুত মোদককে মতিচুর বলে। মতিচুর লঘু, গ্রাহী, ত্রিদোষঘ্ন, স্বাদু, শীতল, রুচিপ্রদ, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, জ্বরঘ্ন, তৃপ্তিজনক ও বলকারক।

অথ বেসনমোদকঃ। বুন্দীকা লড়ুয়া।

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যাঃ বেশনমোদকাঃ।
তে বল্যা লঘবঃ শীতা কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা।
বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফাপহাঃ॥

বেসনমোদক (মেঠাই)।

মতিচুর যেরূপ প্রস্তুত করিতে হয় বেসনমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও তদ্রূপ জানিবে। বেসনমোদক বলকারক, লঘুপাক, শীতল, কিঞ্চিৎ বাতজনক, বিষ্টম্ভকারী এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ দুগ্ধকূপিকা।

তণ্ডুলচূর্ণবিমিশ্রিতনষ্টক্ষীরেণ সান্দ্রপিষ্টেন।
দৃঢ়কূপিকাং বিদধ্যাত্তাঞ্চ পচেৎ সর্পিষা সম্যক্॥
অথ তাং কৌরিতমধ্যাং ঘনপয়সা পূর্ণগর্ভাঞ্চ।
শক্তিকমুদ্রিতবদনাং তপ্তঘৃতে পক্কবদনাঞ্চ॥
অতি পাণ্ডুখণ্ডপাকে স্নপয়েৎ কর্পূরবাসিতে কুশলঃ।
অথ দুগ্ধকূপিকা সা বল্যা পিত্তানিলাপহা।
বৃষ্যা শীতা গুর্ব্বী শুক্রকরী চ তর্পণী রুচ্যা।
বিদধাতি কায়পুষ্টিং দৃষ্টিং দূরপ্রসারিণীং॥

দুগ্ধকূপিকা।

তণ্ডুলচূর্ণ ও ছানা একত্রে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। সেই পিষ্টদ্বারা দৃঢ় কূপিকা প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে সম্পূর্ণরূপ পাক করিবে। ঐ প্রস্তুত কূপিকার মধ্যদেশ কুরিয়া তাহাতে ক্ষীরদ্বারা পূর্ণ করত ময়দার শঠা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে। পরে ঘৃতে পাক করিয়া লইয়া পাককুশল ব্যক্তি কর্পূরবাসিত চিনির পাকে ফেলিয়া দিবে ক্ষণকাল পরে তুলিয়া লইলেই দুগ্ধকূপিকা নির্ম্মিত হইল। দুগ্ধকূপিকা বলকারক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, বৃষ্য, শীতল, গুরু, শুক্রজনক, তর্পণ ও রুচিকর এবং সেবন করিলে অচিরে দৃষ্টি দূরপ্রসারণী ও শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

অথ কুণ্ডলিনী, জিলেবী ইতি লোকে।

নূতনং ঘটমানীয় তস্যান্তঃ কুশলো জনঃ।
প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্যম্লেন প্রলেপয়েৎ॥
দ্বিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্।
ঘৃতমর্দ্ধসরাবঞ্চ ঘোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ॥
আতপে স্থাপয়েত্তাবদ্‌যাবদ্‌যাতি তদম্লতাম্।
ততস্তৎপ্রক্ষিপেৎপাত্রে সচ্ছিদ্রে স্ফ জনে তু তৎ॥
পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎসন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ।
পুনঃ পুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্॥
তাং সুপক্কাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে।
কর্পূরাদিসুগন্ধে চ স্নাপয়িত্বোদ্ধরেত্ততঃ॥
এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা রুচ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী॥

কুণ্ডলিনী (জিলিপি)।

একটি নূতন ঘট আনাইয়া পাককুশল ব্যক্তি সেই ঘটের অভ্যন্তর ভাগে অর্দ্ধ প্রস্থ পরিমিত অম্লদধিদ্বারা প্রলেপ দিবে। পরে দুই প্রস্থ ( ) সমিত, এক প্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসরা ঘৃত একত্রে ফেনাইয়া সেই ঘটের মধ্যে নিক্ষেপ করত যাবৎ সেই সমস্ত দ্রব্য অম্লরস না হয় তাবৎ সেই ভাঁড় রৌদ্রে রাখিতে হইবে। অনন্তর সেই অম্ল পদার্থ একটা ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে লইয়া কৌশলক্রমে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে মণ্ডলাকার হইয়া আসিবে। পরে ঐ সমস্ত জিলাপী উত্তমরূপে ঘৃতে পাক করিবে। পরে সেই ঘৃতপক্ক জিলাপী কর্পূরাদি-সুগন্ধ-বিশিষ্ট পাতলা চিনির পাকে ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া লইলেই কুণ্ডলিনী বা জিলাপি প্রস্তুত হইবে। জিলেপী ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্ট, কান্তিবিশিষ্ট, ও সবল হয়, ধাতু ও শুক্র বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিতৃপ্ত হয়।

অথ পশ্চাৎপরিবেশ্যানি।

তত্র রসালা, সিখরিণী।

আদৌ মাহিষমম্লম বুরক্ষিতং দধ্যাঢ়কং সর্করাম্।
শুভ্রাং প্রস্থযুগোন্মিতাং শুচিপটে কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ॥
দুগ্ধেনার্দ্ধঘটেন মৃণ্ময়নবস্থাল্যাং দৃঢ়ং স্রাবয়েৎ
এলাবীজলবঙ্গচন্দ্রমরিচৈর্গৌগৈশ্চ তদ্‌যোজয়েৎ॥
ভীমেন প্রিয়ভোজনেন রচিতা নাম্না রসালা স্বয়ম্।
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা পুনঃ পুনরিয়ং প্রীত্যা সমাস্বাদিতা॥
এষা যেন বসন্তবর্জ্জিতদিনে সংসেব্যতে নিত্যশঃ।

তস্য স্যাদতিবীর্য্যবৃদ্ধির নিশং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বলম্॥
গ্রীষ্মে তথা শরদি যে রবিশোষিতাঙ্গাঃ
যে চ প্রমত্তবনিতাসুরতাতিখিন্নাঃ।
যে চাপি মার্গপরিসর্পণশীর্ণগাত্রা
স্তেষামিয়ং বপুষি পোষণমাশু কুর্য্যাৎ॥
রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনী বাতপিত্তজিৎ।
দীপনী বৃংহণী স্নিগ্ধা মধুরা শিশিরা সরা।
রক্তপিত্তং তৃষাদাহং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ॥

রসালা বা শিখরিণী (পশ্চাৎ পরিবেশ্য)।

প্রথমে নির্জ্জল ও অম্ল মাহিষ দধি এক আঢ়ক (৩২ সের) ও শুভ্র চিনি ১৬ সের কোন একখান শুচিপটে অল্প অল্প করিযা লইবে। অনন্তর ১৬ সের দুগ্ধ লইয়া ক্রমে ক্রমে সেই দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া সজোরে মাড়িতে হইবে যাহাতে সেই বস্ত্র দিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া গলিয়া পড়ে। নিচে একটা মাটির নূতন স্থালী রাখিবে। যখন ঐ সমস্ত দ্রব্য সেই বস্ত্র দিয়া স্রাবিত হইয়া ভাঁড়ে পতিত হইবে তখন তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ উপযুক্ত পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রস্তুত দ্রব্যকে রসালা বলে। ভোজনপ্রিয় ভীম স্বয়ং ইহা রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে সন্তোষের সহিত পুনঃ পুনঃ উহার আস্বাদন লইয়া ছিলেন। যে ব্যক্তি ইহা বসন্তবর্জ্জিত দিনে প্রত্যহ সেবন করে তাহার অতিশয় বীর্য্যবৃদ্ধি ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সবল হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যাহারা আতপে তাপিত হয় অথবা যাহারা প্রমত্ত স্ত্রীতে সুরতক্রিয়া-প্রযুক্ত অত্যন্ত খিন্ন, এবং যাহারা পথ-শ্রমে শীর্ণকলেবর এই রসালা তাহাদিগের শরীর শীঘ্র পুষ্ট করে। ইহা শুক্রল, বলকারক, রোচক, বাতপিত্তঘ্ন, দীপন, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও প্রতিশ্যায় রোগের শান্তিকারক।

অথ শর্করোদক, সরবত।

জলেন শীতলেনৈব ঘোলিতা শুভ্রশর্করা।
এলালবঙ্গকর্পূরমরিচৈশ্চ সমন্বিতাঃ॥
শর্করোদকনাম্নৈতৎ প্রসিদ্ধং বিদুষাং মুখে।
শর্করোদকমাখ্যাতং শুক্রলং শিশিরং সরম্॥
বল্যং রুচ্যং লঘু স্বাদু বাতপিত্তাস্রনাশনম্।
মূর্চ্ছাছর্দ্দিতৃষাদাহজ্বরশান্তিকরং পরম্॥

শর্করোদক (সরবত)

শাদা চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে যে পানীয় প্রস্তুত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে শর্করোদক বলিয়া থাকেন। শর্করোদক শুক্রজনক, শীতল, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বলকারক, রুচিকর, লঘু, স্বাদু, বাতপিত্তঘ্ন, এবং মূর্চ্ছা, রক্তজরোগ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বররোগের মহৌষধ।

অথ প্রপানকং, পানা।

তত্রাম্রফলপানকং।

অম্রমামং জলে স্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ়পাণিনা।
সিতাশীতাম্বুসংযুক্তং কর্পূরমরিচান্বিতম্॥

প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতম্।
সদ্যোরুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয়তর্পণম্॥

প্রপানক (পানা)।

আম্রফলের পানা।

কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া দৃঢ়-রূপে মর্দ্দন করত শীতল জল, চিনি, কর্পূর ও মরিচের সহিত মিশ্রিত করিলে যে পানা প্রস্তুত হয় তাহা সকল প্রকার প্রপানক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সদ্য রুচিকর ও বলকারক এবং পান করিলে অনতি-বিলম্বেই ইন্দ্রিয় সকল পরিতৃপ্ত হয়। এই পানা প্রথমে ভীমসেনকর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল।

অথাম্লিকাফলপানকম্।

অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং মর্দ্দিতং বারিণা দৃঢ়ং।
শর্করামরিচৈর্মিশ্রং লবঙ্গেন্দুসুবাসিতং॥
অম্লিকাফলসম্ভূতং পানকং বাতনাশনম্।
পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিৎ সুরুচ্যং বহ্নিবোধকং॥

তেঁতুলের পানা।

পাকা তেঁতুলের সত্ত্ব জলে পাতলা করিয়া গুলিয়া তাহাতে চিনি, মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। তেঁতুলের পানা বাতঘ্ন, অতিশয় রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মজনক।

নিম্বুকফলপানকম্।

ভাগৈকং নিম্বুজং তোয়ং ষড়্ভাগং শর্করোদকং।
লবঙ্গমরিচৈর্মিশ্রং পানকং পানকোত্তমং॥
নিম্বুফলভবং পানমত্যম্লং বাতনাশনং।
বহ্নিদীপ্তিকরং রুচ্যং সমস্তাহারপাচকম্॥

নেবুর পানা।

এক ভাগ নেবুর জল ও ছয় ভাগ চিনির পানা একত্র করিয়া তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ মিশ্রিত করিলে অতি উত্তম পানা প্রস্তুত হয়। এই পানা অতিশয় অম্লরস, বাতঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকর, ও রুচি-কর। ইহা সেবন করিলে সমস্ত আহার পরিপাক হইয়া যায়।

ধান্যাকপানকং।

শিলায়াং সাধুসম্পিষ্টং ধান্যাকং বস্ত্রগালিতং।
শর্করোদকস যুক্তং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতম্।
নবীনে মৃণ্ময়ে পাত্রে স্থিতং পিত্তহরং পরম্॥

ধনের পানা।

ধনে শিলাতে উত্তম রূপে বাটিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে চিনির জল ও কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একটি নূতন মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই পানা অতিশয় পিত্তনাশক।

অথ কাঞ্জী।

কাঞ্জীকবিধির্বটকাবসরে লিখিতঃ।
কাঞ্জীকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনম্॥
শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্।
ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র কালিঃ প্রদীয়তে॥

কাঞ্জী।

কাঞ্জী প্রস্তুত করিবার প্রণালী বটকা-বসরে লিখিত হইয়াছে। কাঞ্জী রোচক,

রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, অতিশয় কোষ্ঠশুদ্ধিকর এবং বিবন্ধ, শূল ও অজীর্ণ রোগের শান্তিকারক। যেখানে কাঞ্জী না পাওয়া যায় তথায় তৎপরিবর্ত্তে কালি প্রয়োগ করিবে।

অথ জ্বালী।

আমমাম্রফলং পিষ্টং রাজীকালবণান্বিতম্।
ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জ্বালিরুচ্যতে॥
জ্বালীর্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধনী।
মন্দং মন্দং নিপীতা সা রোচনী বহ্নিবোধনী॥

জ্বালি।

কাঁচা আম, সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্ একত্রে বাটিয়া ছাঁকিয়া লইলেই জ্বালি প্রস্তুত হয়। জ্বালি কণ্ঠশোধনী ও জিহ্বার কণ্ঠতানাশক। অল্প পরিমাণে জ্বালি পান করিলে অন্নে রুচি ও অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

অথ তক্রং।

তুর্য্যাংশেন জলেন সংযুতমতি স্থূলং সদম্লং দধি
প্রায়ো মাহিষমম্বুকেন বিমলে মৃদ্ভাজনে চালয়েৎ।
ভৃষ্টং হিঙ্গু চ জীরকঞ্চ লবণং রাজীঞ্চ কিঞ্চিন্মিতম্
পিষ্ট্বা তত্র বিমিশ্রয়েদ্ভবতি তত্তক্রং ন কস্য প্রিয়ম্।
তক্রং রুচিকরং বহ্নিদীপনং পাচনং পরম্।
উদরে যে গদাস্তেষাং নাশনং তৃপ্তিকারকম্॥

ঘোল।

পাদজল সংযুক্ত স্থূল ঈষদম্ল দধি (প্রায় মাহিষ) একটা নূতন ধৌত মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া চালিতে (মইতে) হইবে। পরে ভাজা হিঙ্, জীরে, লবণ ও সরিষা অল্প পরিমাণে লইয়া পেষণ করত ঐ ঘোলে মিশ্রিত করিবে। এই রূপে প্রস্তুত ঘোল কাহার না প্রিয় হয়। ঘোল রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, অতিশয় পাচন, তৃপ্তিজনক এবং উদরে যে সমস্ত রোগ জন্মে তৎসমুদায়েরই শান্তিকারক।

অথ দুগ্ধম্।

বিদাহীন্যন্নপানানি যানি ভুঙ্ক্তে হি মানবঃ।
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ।
দুগ্ধস্যাপরে গুণা উক্তা এব দুগ্ধবর্গে॥

দুগ্ধ।

লোকে যে সমস্ত বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য আহার করে সেই বিদাহশান্তির জন্য আহারান্তে দুগ্ধ পান করিবে। দুগ্ধের অন্যান্য গুণ দুগ্ধবর্গে বলা যাইবে।

অথ শক্তবঃ।

ধান্যানি ভ্রাষ্ট্রভৃষ্টানি যন্ত্রপিষ্টানি শক্তবঃ।

শক্তু (ছাতু)।

ধানকে ভাজনা খোলায় ভাজিয়া যাঁতাতে পেষন করিলেই ছাতু প্রস্তুত হয়।

তত্র যবশক্তবঃ।

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনা তথা।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥

কফপিত্তশ্রমক্ষুত্তৃট্‌-ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ।
প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্বব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্‌।

যবের ছাতু।

যবের ছাতু শীতল, দীপন, লঘু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, লেখন, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। জলে গুলিয়া ছাতু সেবন করিলে বলকারক, স্থূলতাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ভেদজনক, তৃপ্তিকর, মধুর, রুচিকর ও পরিণামে বলকারক, এবং কফ, পিত্ত, শ্রম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্রণ ও নেত্ররোগের উপশম হয়। যাহারা ঘর্ম্ম, দাহ, পথশ্রম, ও ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত তাহাদিগের পক্ষে যবজ ছাতু প্রশস্ত।

অথ চণকযবশক্তবঃ।

নিস্তুষৈশ্চণকৈ র্ভৃষ্টৈ স্তুর্য্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতি পূজিতাঃ॥

ছোলা ও যব শক্তু।

তুঁষরহিত ছোলাভাজা তিন ভাগ ও যব এক ভাগ একত্র করিয়া যে ছাতু প্রস্তুত হয় তাহাতে চিনি ও ঘৃত মিশ্রিত করিলে গ্রীষ্মকালে অতি উপাদেয় হয়।

শালিশক্তবঃ।

শক্তবঃ শালিসম্ভূতা বহ্নিদা লঘবো হিমাঃ।
মধুরা গ্রাহিণো রুচ্যা পথ্যাশ্চ বলশুক্রদাঃ॥
ন ভুক্ত্বা ন দ্বিজৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতানদ্যাৎ শক্তূনদ্যান্ন কেবলান্॥
পৃথক্‌পানং পুনর্দ্দানং সামিষং পয়সা নিশি।
দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত শক্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥

শালিশক্তু।

শালিজাত শক্তু আগ্নেয়, লঘুপাক, শীতল, মধুর, গ্রাহী, রুচিকর, পথ্য, বলকারক ও শুক্রজনক। ভোজনান্তে, রাত্রিতে, দন্তে চিবাইয়া, অধিক পরিমাণে, জলব্যতিরেকে অথবা কেবল মাত্র জল দিয়া ছাতু খাইবে না। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে আমিষ বা দুগ্ধের সহিত, রাত্রিতে, দন্তচ্ছেদনপূর্ব্বক অথবা উষ্ণ ছাতু ভক্ষণ করিবে না এবং শক্তু ভোজনকালে পৃথক্‌পান ও পুনর্দান বর্জন করিবে।

অথ বহুরী।

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াং।
ধানাঃ স্যু দুর্জরা রুক্ষা তৃট্‌প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেহকফচ্ছর্দ্দিনাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বহুরী।

নিস্তুষ যবকে ভাজিয়া লইলে ধানা বলা যায়। ধানা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ধানা দুর্জর, রুক্ষ, গুরুপাক, তৃষ্ণাজনক, এবং কফ, মেহ ও ছর্দ্দির শান্তিকারক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অথ লাজাঃ।

যেষাং স্যু স্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহু র্লাজানিতি মনীষিণঃ।
লাজাঃ স্যুর্ম্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যা পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্রমেহমেদস্তৃষাপহাঃ॥

লাজ (খৈ)

যাহাতে তণ্ডুল হয় এমন সতুঁষ ধান্য তপ্ত খোলায় দিলে ফুটিয়া লাজ বা খৈ প্রস্তুত হয়। খৈকে পণ্ডিতগণ লাজ বলিয়া থাকেন। লাজ মধুর, শীতল, লঘু, দীপন, অল্প মল ও মূত্রকারী, রুক্ষ, বলকারক এবং পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, অতিসার, দাহ, রক্তজ-রোগ, মেহ, মেদ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

অথ চিড়রা।

শালয়ঃ সতুষা আর্দ্রা ভৃষ্টাশ্চ স্ফুটিতাস্ততঃ।
কুট্টিতাশ্চিপিটাঃ প্রোক্তা স্তে স্মৃতাঃ পৃথুকা অপি।
পৃথুকা গুরবো বাতনাশনাঃ শ্লেষ্মলা অপি।
সক্ষীরা বৃংহণা বৃষ্যা বল্যা ভিন্নমলাশ্চ তে॥

চিপিটক (চিঁড়ে)

সতুঁষ ও আর্দ্র ধান্য ভাজিয়া স্ফুটিত হইলে পরে কুটিতে হইবে। এই রূপে প্রস্তুত দ্রব্যকে চিপিটক বা পৃথুকা বলে। পৃথুকা গুরু, বাতনাশক, শ্লেষ্মল, সক্ষীর, বৃংহণ, বৃষ্য, বলকারক ও বিরেচক।

অথ হোরহা।

অর্দ্ধপক্বৈঃ সমীধান্যৈস্তৃণভৃষ্টৈশ্চ হোলকঃ।
হোলকোঽল্পানিলোমেদঃকফদোষত্রয়াপহঃ।
ভবেদ্‌যো হোলকোযস্য স চ তত্তদ্‌গুণো ভবেৎ॥

হোলক (১)।

কলায় প্রভৃতি শমীধান্যকে তৃণাগুনে অর্দ্ধপক্ব করিলে তাহাকে হোলক বলে।

হোলক অল্প বায়ুজনক এবং মেদ, কফ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক। যে দালের যে হোলক সেই দালের ন্যায়ই তাহার গুণ হইয়া থাকে।

অথ উম্বী।

মঞ্জরী স্বর্দ্ধপক্বা যা যবগোধূময়োর্ভবেৎ।
তৃণানলেন সংভৃষ্টা বুধৈরুম্বীতি সা স্মৃতা।
উম্বী কফপ্রদা বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা॥

উম্বী।

যব ও গোধূমের অর্দ্ধপক্ক মঞ্জরী তৃণাগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে উম্বী বলে। উম্বী কফজনক, বলকারক, লঘু, বায়ুনাশক ও পিত্তঘ্ন।

অথ ঘুঘুনী।

অর্দ্ধ স্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ।
কুল্মাষ ইতি কথ্যন্তে শব্দশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ।
কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ॥

কুল্মাষা।

অর্দ্ধসিদ্ধ গম, ছোলা বা অন্যান্য শমীধান্যকে শব্দশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ কুল্মাষা বলেন। কুল্মাষা গুরু, রুক্ষ, বাতজনক, ও বিরেচক।

অথ তিলকুটি।

পললন্তু সমাখ্যাতং সৈক্ষবাস্তুলপিষ্টকম্।
পললং মলকৃদ্বল্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
বৃংহণঞ্চ গুরু বৃষ্যং স্নিগ্ধং মূত্রনিবর্ত্তকম্॥

(১) শীতকালে পল্লীগ্রামে প্রায় সচরাচার দৃষ্ট হইয়া থাকে ছোট ছোট বালকেরা মাঠ হইতে শুষ্ক কলায়ের গাছ তুলিয়া আনিয়া খড়ের অগ্নিতে ঐ সকল গাছ পোড়াইয়া ফেলে। ঐ সকল গাছ যখন জ্বলিয়া উঠে তখন উহা হইতে চটপট শব্দে কলায়গুলা চারিদিগে ছড়িয়া পড়ে। ঐরূপ অর্দ্ধপক্ক কলায়কে হোলক বলে।

তিলকুটা।

শর্করামিশ্রিত পিষ্টককে পলল বা তিলকুটা বলে। পলল মলকারী, বলকারক, বাতঘ্ন, কফজনক, পিত্তকারী, বৃংহণ, গুরু, বৃষ্য, স্নিগ্ধ ও মূত্ররোধক।

অথ পীনা।

তিলকিট্টস্তু পিণ্যাকস্তথা তিলখলিঃ স্মৃতা।
পিণ্যাকো গ্লপনো রুক্ষো বিষ্টম্ভী দৃষ্টিদূষণঃ॥

তিলকল্ক।

তিলকল্ককে পিণ্যাক বা তিলখলি বলে। তিলকল্ক গ্লপন, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টিদূষক।

অথ চাউর।

তণ্ডুলো মেহকৃজ্জন্তুঘ্নঃ স নবস্তুতিদুর্জরঃ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে কৃতান্নবর্গঃ।

তণ্ডুল।

চাউল মেহরোগ ও দেহস্থ কীটের নাশকারী, কিন্তু নূতন চাউল দুর্জর।

ইতি ভাবপ্রকাশে কৃতান্ন বর্গ সমাপ্ত।

অথ বারিবর্গঃ।

তত্র পানীয়নামানি গুণাশ্চ।

পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালং জলমম্বু চ।
আপো বার্ব্বারিকং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্।
জীবনং বনমম্ভোঽর্ণোঽমৃতং ঘনরসোঽপি চ।
পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্।
তন্দ্রা ছর্দ্দি বনাশনং বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলং।
লঘ্বচ্ছং রসকারণং নিগদিতং পীযূষবজ্জীবনম্।

বারিবর্গ।

পানীয় বা জলের নাম ও গুণ।

জলকে সলিল, নীর, কীলাল, অম্বু, আপ, বা, বারি, তোয়, পয়, পাথ, উদক, জীবন, বন, অম্ভ, অর্ণ, অমৃত ও ঘনরস বলে। জল ভ্রমনাশক, শ্রমাপহারক, নিদ্রানাশক, হৃদয়ের বলকারক, তৃপ্তিকর, হৃদ্য, গুপ্তরস, নিত্য হিতকর, শীতল, লঘু, অচ্ছ, রসকারণ, অমৃতের ন্যায় জীবনপ্রদ এবং মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, ছর্দ্দি, ও অজীর্ণ রোগের শান্তিকারক।

অথ তস্য ভেদাঃ।

পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা।
দিব্যং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং ধারাজং করকাভবম্।
তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকম্।

পানীয়ের ভেদ।

মুনিগণের মতে পানীয় দ্বিবিধ, ১. দিব্য

ও ভৌম। তন্মধ্যে দিব্য পানীয় চারি প্রকার ধারাজ, করকোদ্ভব, তুষারজ ও হৈম। ইহাদিগের মধ্যে ধারাজই অধিক গুণকারী।

অত্র ধারস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা।
শিলায়াং বসুধায়াং বা ধৌতায়াং পতিতঞ্চ যৎ॥
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে।
ভাজনে মৃণ্ময়ে বাপি স্থাপিতং ধারমুচ্যতে॥
ধারং নীরং ত্রিদোষঘ্নমনির্দ্দেশ্যরসং লঘু।
সৌম্যং রসায়নং বল্যং তর্পণং হ্লাদি জীবনম্॥
পাচনং মতিকৃন্মূর্চ্ছাতন্দ্রাদাহশ্রমক্লমান্।
তৃষ্ণাং হরতি তৎপথ্যং বিশেষাৎপ্রাবৃষি স্মৃতম্॥

ধারের লক্ষণ ও গুণ।

যে ধারাবাহী জল স্ফীতবস্ত্রে ধৃত কিম্বা ধৌত শিলা বা মৃত্তিকা হইতে পতিত তাহা কোন সুবর্ণ, রৌপ্য, স্ফাটিক, কাচ-নির্ম্মিত বা মৃণ্ময়পাত্রে স্থাপন করিলে সেই জলকে পণ্ডিতগণ ধার বা ধারাজল বলেন। ধারাজল ত্রিদোষঘ্ন, অব্যক্তরস, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকারক, তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক, উত্তেজক, পাচক, বুদ্ধির প্রসন্নতাজনক, তৃষ্ণাপহারক, এবং মূর্চ্ছা তন্দ্রা, দাহ, শ্রম ও ক্লান্তির শান্তিকারক। এই জল সকল সময়ে বিশেষতঃ বর্ষাকালে বিশেষ হিতকর।

অথ ধারাজলস্য ভেদৌ।

ধারাজঞ্চ দ্বিবিধং গঙ্গাসামুদ্রভেদতঃ।

ধারাজলের ভেদ।

গঙ্গা ও সমুদ্রভেদে ধারাজল দ্বিবিধ গাঙ্গ ও সামুদ্র।

তত্র গাঙ্গসামুদ্রয়োর্লক্ষণং গুণাশ্চ।

আকাশগঙ্গাসম্বন্ধিজলমাদায় দিগ্‌গজাঃ।
মেঘৈরন্তরিতা বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তীতি বচঃ সতাম্॥
গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়ো বর্ষতি বারিদঃ।
সর্ব্বথা তজ্জলং পেয়ং তথৈব চরকে বচঃ॥
স্থাপিতে হৈমজে পাত্রে রাজতে মৃণ্ময়েঽপি বা।
শাল্যন্নং যেন সংসিক্তং ভবেদক্লেদবর্ণবৎ॥
তৎ গাঙ্গং সর্ব্বদোষঘ্নং জ্ঞেয়ং সামুদ্রমন্যথা।
তত্তু ক্ষারলবণং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্॥
বিস্রঞ্চ দোষলন্তীক্ষ্ণং সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতম্।
সামুদ্রন্ত্বাশ্বিনে মাসি গুণৈর্গাঙ্গবদাদিশেৎ॥
যতোঽগস্ত্যস্য দিব্যর্ষে রুদয়াৎ সকলং জলম্।
নির্ম্মলং নির্ব্বিষং স্বাদু শুক্রলং স্যাদদোষলম্॥

অতএবাহ।

ফুৎকারবিষবাতেন নাগানাং ব্যোমচারিণাম্।
বর্ষাসু সবিষং তোয়ং দিব্যমপ্যাশ্বিনং বিনা॥

উহাদিগের লক্ষণ ও গুণ।

সাধুলোকেরা কহেন মেঘাভ্যন্তরস্থ দিগ্‌গজগণ আকাশ গঙ্গার জল লইয়া ছড়াইয়া দেয় তাহাতেই বৃষ্টি হয়। সুতরাং বৃষ্টির জলকে গাঙ্গ বলা যায়। আশ্বিন মাসে প্রায় গাঙ্গ বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। ঐ জল সর্ব্বদা হিতকর। চরকও কহিয়াছেন যে জল দ্বারা কোন সুবর্ণময়, রাজত বা মৃণ্ময়পাত্রে শালি অন্ন ভিজাইয়া রাখিলে ক্লেদবর্ণের ন্যায় হয় না তাহাকে গাঙ্গ বারি বলে। গাঙ্গ

বারি ত্রিদোষঘ্ন বলিয়া জানিবে। সামুদ্র বারি ইহার বিপরীত। অর্থাৎ লবণাক্ত, সক্ষার, বিস্র, দোষল, তীক্ষ্ণ, শুক্র, দৃষ্টি ও বলহানিকর এবং সকল কর্ম্মে গর্হিত। কিন্তু আশ্বিন মাসের সামুদ্রজল গাঙ্গ জলের ন্যায় গুণকারী হইয়া থাকে। কারণ দিব্যর্ষি অগস্ত্যের উদয়ের পর যে সমস্ত জল পতিত হয় সে সকলই নির্ম্মল, নির্ব্বিষ, স্বাদু, শুক্রল ও নির্দোষ। সেই জন্যে শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্যোমচারী হস্তিগণের ফুৎকারের বিষময় বায়ুতে আশ্বিন মাস ব্যতিরেকে আর সমস্ত বর্ষাতে দিব্যজল ও বিষাক্ত হইয়া থাকে।

অথানার্ত্তবগুণাঃ।

অনার্ত্তবং প্রমুঞ্চন্তি বারি বারিধরাস্তু যৎ।
তৎ ত্রিদোষায় সর্ব্বেষাং দেহিনাং পরিকীর্ত্তিতম্।
'অনার্ত্তবং' পৌষাদিমাসচতুষ্টয়বিষয়ম্॥

অকালজ জলের গুণ।

অকালে মেঘ হইতে যে বারি বর্ষণ হয় তাহা সেবন করিলে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এস্থলে অকালশব্দে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই চারি মাস বুঝিতে হইবে।

অথ করকাজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারকোহমৃতোপমাঃ॥
করকাজংজলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥

শিলাবৃষ্টির লক্ষণ ও গুণ।

যে জল দিব্য বায়ু ও অগ্নির সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণ খণ্ডের ন্যায় পতিত হয় তাহাকে করকাজল বা শিলাবৃষ্টি বলে। শিলাবৃষ্টি সুধাতুল্য। উহার জল রুক্ষ, বিশদ, গুরু, স্থির, অতিশয় শীতল, গাঢ়, পিত্তনাশক, কফঘ্ন ও বাতহারী।

অথ তৌষারলক্ষণং গুণাশ্চ।

অপি নদ্যাঃ সমুদ্রান্তে বহ্নিরাপস্তদুদ্ভবাঃ।
ধূমাবয়বনির্ম্মুক্তাস্তুষারাখ্যাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥

অপি নদ্যাঃ সমুদ্রান্তে বহ্নির্নদীমারভ্য সমুদ্রপর্য্যন্তে বহ্নিরাস্তে। তদুদ্ভবাঃ বহ্নিভবাঃ 'ধূমাবয়বনির্ম্মুক্তাঃ' ধূমাংশরহিতাঃ আপস্তুষারাখ্যাঃ। তুষ ইতি লোকে। তুস ইতি চ।
অপথ্যাঃ প্রাণিনাং প্রায়ঃ ভূরুহাণাস্তু তা হিতাঃ।
তুষারাম্বু হিমং রুক্ষং স্যাদ্বাতলমপিত্তলম্।
কফোরুস্তম্ভকণ্ঠাগ্নিমেদোগণ্ডাদিরোগনুৎ॥

তুষারজ জলের গুণ।

নদীর আদি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত জলে অগ্নি থাকে। সেই অগ্নি হইতে ধূমাংশরহিত যে জল উদ্ভূত হয় তাহাকে তুষার বলে। তুষারের জল শীতল, রুক্ষ, বাতল, অপিত্তল, এবং কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, অগ্নিমান্দ্য, মেদবৃদ্ধিও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। এই জল বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ হিতকারী এবং প্রাণী দিগের পক্ষে প্রায় অনিষ্টকারী।

অথ হৈমজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

হিমবচ্ছিখরাদিভ্যো দ্রবীভূয়াভিবর্ষতি।
যত্তদেব হিমং হৈমং জলমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
হিমাম্বু শীতং পিত্তঘ্নং গুরু বাতবিবর্দ্ধনম্॥

'হৈমং জলম্' হিমং, কুহেস জলম্। অন্যে তু ঔর্ব্বানলধূমেরিতমম্বু সমুদ্রস্য যৎ ঘনীভূতম্ পবনানীতমুদীচ্যাস্তদ্ধিমমিতি কথ্যতে সদ্ভিঃ। হিমং কু'হস ইতি লোকে।

হিমন্তু শীতলং রুক্ষং দারুণং সূক্ষ্মমিত্যপি।
ন তদ্দূষয়তে বাতং নৈ চ পিত্তং ন বা কফম্॥

হৈমজলের লক্ষণ ও গুণ।

হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ প্রভৃতি হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে দ্রবীভূত হইয়া যে জল পতিত হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ হিম বা হৈমজল বলিয়া থাকেন। হৈম জল শীতল, পিত্তনাশক, গুরু, ও বাতবর্দ্ধক। কেহ কেহ কুহাশার জলকে হৈমজল বলিয়া থাকেন। মুনিগণ কহেন বাড়বানলের ধূমেরিত সমুদ্রের ঘনীভূত জল বায়ুর দ্বারা উত্তরাংশে নীত হইলে তাহাকে হিম বলা যায়। হিম শীতল, রুক্ষ, অতিশয় সূক্ষ্ম এবং বাত, পিত্ত বা কফকে প্রকুপিত করে না।

অথ ভৌমং জলং তদ্ভেদাশ্চ।

ভৌমমম্ভো নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ।
জাঙ্গলং পরমানূপন্ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ॥

তেষাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

অল্পোদকোঽল্পবৃক্ষশ্চ পিত্তরক্তাময়ান্বিতঃ।
জ্ঞাতব্যো জাঙ্গলো দেশস্তত্রত্যঞ্জাঙ্গলং জলম্॥
বহ্বম্বুর্বহুবৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ।
দেশোঽনূপ ইতি খ্যাত আনূপং তদ্ভবং জলম্॥
মিশ্রচিহ্নস্তু যো দেশঃ স হি সাধারণঃ স্মৃতঃ।
তস্মিন্দেশে যদুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতম্॥
জাঙ্গলং সলিলং রুক্ষং লবণং লঘু পিত্তনুৎ।
বহ্নিকৃৎকফকৃৎপথ্যং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
আনূপং বার্য্যভিষ্যন্দি স্বাদু স্নিগ্ধং ঘনং গুরু।
বহ্নিকৃৎকফকৃৎ হৃদ্যং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
সাধারণন্তু মধুরং দীপনং শীতলং লঘু।
তর্পণং রোচনং তৃষ্ণাদাহদোষত্রয়প্রণুৎ॥

ভৌমজলের ভেদ।

পণ্ডিতগণ ভৌম জলকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া থাকেন যথা জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। অতঃপর উহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে দেশে অল্পজল ও অল্প বৃক্ষ থাকে এবং যেখানে থাকিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ হয় সেই দেশকে জাঙ্গল দেশ বলে এবং তত্রস্থ জলকে জাঙ্গল জল বলে। যে দেশে জল ও বৃক্ষ যথেষ্ট এবং যেখানে বাতশ্লেষ্মের প্রকোপ হয় তাহাকে অনূপ দেশ এবং তত্রস্থ জলকে আনূপ জল বলে। যে দেশে এই উভয় লক্ষণই লক্ষিত হয় তাহাকে সাধারণ এবং তত্রস্থ জলকে সাধারণ জল বলে। জাঙ্গল জল রুক্ষ, লবণাক্ত, লঘু, পিত্তনাশক, আগ্নেয়, কফজনক, হিতকর, এবং বহুবিধ বিকারের উৎপাদক। আনূপ জল অভিষ্যন্দী, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ঘন, গুরু, আগ্নেয়, কফজনক, হৃদ্য এবং বহুবিধ বিকারের উৎপাদক। সাধারণ জল মধুর, দীপন, শীতল, লঘু, তৃপ্তিজনক, রোচন, এবং তৃষ্ণা, দাহ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

অথ ভৌমানাম্বেব নাদেয়াদীনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

তত্র নাদেয়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতম্।
নাদেয়মুদকং রুক্ষং বাতলং লঘু দীপনম্॥
অনভিষ্যন্দি বিশদং কটুকং কফপিত্তনুৎ।
নদ্যঃ শীঘ্রবহাঃ লঘ্ব্যঃ সর্ব্বা যাশ্চামলোদকাঃ।
গুর্ব্ব্যঃ শৈবলসঞ্ছন্না মন্দগাঃ কলুষাশ্চ যাঃ।
নদীসরস্তড়াগস্থে কূপপ্রস্রবণাদিজে।
উদকে দেশভেদেন গুণান্ দোষাংশ্চ লক্ষয়েৎ॥

নাদেয় প্রভৃতি ভৌম জলের লক্ষণ ও গুণ।

নদ বা নদীর জলকে নাদেয় বলা যায়। নাদেয় জল রুক্ষ, বাতল, লঘু দীপন, বিশদ, অনভিষ্যন্দী, কটু, কফঘ্ন, ও পিত্তনাশক। যে সকল নদী শীঘ্রবাহী এবং যাহাদিগের জল নির্ম্মল সে সমস্ত নদীর জল লঘু, কিন্তু যে সকল নদী মন্দগামিনী, শৈবলাচ্ছন্ন ও কলুষজল তাহাদিগের জল প্রায় গুরু হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও জানা উচিত যে দেশভেদেও নদী সরোবর, তড়াগ, কূপ বা প্রস্রবণের জলে দোষ ও গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথৌদ্ভিদস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

বিদার্য্য ভূমিং নিম্নাং যন্মহত্যা ধারয়া স্রবেৎ।
তদম্ভোহয়মৌদ্ভিদং নাম বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ॥
ঔদ্ভিদং বারি পিত্তঘ্নমবিদাহ্যতি শীতলম্।
প্রীণনং মধুরং বল্যং মীষদ্বাতকরং লঘু।

ঔদ্ভিদ জলের নাম ও গুণ।

যে জল নিম্নভূমি বিদীর্ণ করত মহতী ধারাতে স্রাবিত হয় তাহাকে মহর্ষিগণ ঔদ্ভিদ জল বলিয়া থাকেন ঔদ্ভিদ জল পিত্তনাশক, বিদাহী, অতিশয় শীতল, তৃপ্তিজনক, মধুর, বলকারক, লঘু ও ঈষৎ বাতজনক।

অথ নৈর্ঝরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

শৈলসানুস্রবদ্বারি প্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ।
স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥
নৈর্ঝরং রুচিকৃদ্বারিং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং স্যাদপিত্তলম্॥

নির্ঝরজ জলের নাম ও গুণ।

পর্ব্বতের সানু হইতে যে জলপ্রবাহ স্রাবিত হয় তাহাকে নির্ঝর, ঝর, বা প্রস্রবণ এবং তত্রস্থ জলকে নৈর্ঝর জল বলে। নৈর্ঝর জল রুচিকর, কফঘ্ন, দীপন, লঘু, মধুর, কটুপাক, বাতল ও অপিত্তল।

অথ সারসস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

নদ্যাঃ শৈলবরাচ্চাম্ভো যত্র সংশ্রুত্য তিষ্ঠতি।
তৎসরোজলজচ্ছন্নং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতম॥
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনন্তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মৃতম্॥

সারস জলের লক্ষণ ও গুণ।

নদী বা পর্ব্বতের জল যদি কোন স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে সেই জলজসংযুক্ত জলাশয়কে সর এবং উহার জলকে সারস জল বলে। সরোজাত জল বলকারক, তৃষ্ণাপহারক, মধুর, রোচন, কষায়, রুক্ষ, মল ও মূত্রের অবরোধক ও লঘু।

অথ তাড়াগস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাত্তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতম্॥
তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ।
বাতলং বদ্ধবিণ্মূত্রমসৃক্ পিত্তকফাপহম্॥

তড়াগজ জলের লক্ষণ ও গুণ।

বহুকালের প্রশস্ত জলাশয়কে তড়াগ এবং উহার জলকে তাড়াগ জল বলে। তড়াগের জল স্বাদু, কষায়, কটুপাক, বাতল, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

অথ বাপ্যলক্ষণং গুণাশ্চ।

পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধঃ কূপো বৃহত্তরঃ।
সসোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে॥
বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ।
তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাতপিত্তহরং ভবেৎ॥

বাপীস্থ জলের লক্ষণ ও গুণ।

প্রস্তর বা ইষ্টকদ্বারা বদ্ধ এবং সোপানযুক্ত বৃহৎ কূপকে বাপী এবং তাহার জলকে বাপ্য জল বলে। বাপ্য জল সক্ষার হইলে তাহা পিত্তকারী, কফঘ্ন, ও বাতঘ্ন হয়, কিন্তু মিষ্ট হইলে তাহা কফজনক এবং বাত ও পিত্তের শান্তিকারক হইয়া থাকে।

অথ কৌপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ভূমৌ খাতে হল্পবিস্তারে গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ।
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাত্তদম্ভঃ কৌপমুচ্যতে॥
কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু।
তৎ ক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎপরম্॥

কূপের জলের লক্ষণ ও গুণ।

বাঁধান হউক বা না হউক অল্পবিস্তৃত ভূমিতে গোলাকার ও গভীর খাতবিশিষ্ট জলাশয়কে কূপ এবং তাহার জলকে কৌপ বলে। যে কূপের জল স্বাদু তাহা ত্রিদোষঘ্ন, হিতকারী ও লঘু কিন্তু যাহার জল সক্ষার তাহা কফঘ্ন, বাতনাশক, দীপন ও অতিশয় পিত্তজনক।

অথ চৌণ্ড্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

শিলাকীর্ণং স্বয়ংশ্বভ্রং নীলাঞ্জনসমোদকম্।
লতাবিতানসংছন্নং চৌণ্ডমিত্যভিধীয়তে॥
অশ্মাদিভরবদ্ধং যত্তচ্চৌণ্ডমিতি নাপরে।
তত্রত্যমুদকং চৌণ্ড্যং মুনিভিঃসমুদাহৃতম্॥
চৌণ্ড্যং বহ্নিকরং নীরং রুক্ষং কফহরং লঘু।
মধুরং পিত্তনুদ্রুচ্যং পাচনং বিশদং স্মৃতম্॥

চৌণ্ড্যজলের লক্ষণ ও গুণ।

যে জলাশয় স্বয়ংজাত স্বচ্ছ ও শিলাকীর্ণ যাহার জল নীলাঞ্জনের ন্যায় এবং যাহা লতা বিতানদ্বারা আচ্ছন্ন তাহাকে চৌণ্ড বলে। কেহ কেহ বলেন প্রস্তরাদিতে বদ্ধ না থাকিলেও তাহাকে চৌণ্ড বলা যায়। উহার জলকে মুনিগণ চৌণ্ড্য বলেন। চৌণ্ড্য জল অগ্নির উদ্দীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন, লঘু, মধুর, পিত্তঘ্ন, রুচিকর, পাচক, ও বিশদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ পাল্বলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্যত্র চন্দ্রার্কগো রবৌ।
ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিত্তত্রত্যং বারি পাল্বলম্।
পাল্বলং বার্য্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ॥

পল্বলের জলের লক্ষণ ও গুণ।

যে ক্ষুদ্র সরোবরের রবি মৃগশিরা নক্ষত্রে গেলে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে জল থাকে না তাহাকে পল্বল এবং তাহার জলকে পাল্বল বলে। পল্বলের জল, গুরু, অভিষ্যন্দী, স্বাদু, ও ত্রিদোষজনক।

অথ বিকিরস্য জলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

নদ্যাদিনিকটে ভূমির্যা ভবেদ্বালুকাময়ী।
উদ্ভাব্যতে ততো যত্তু তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ॥
বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দ্দোষং লঘু চ স্মৃতম্।
তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং ক্ষারং তৎ পিত্তলং মনাক্॥

বিকির জলের লক্ষণ ও গুণ।

নদ্যাদির সন্নিহিত বালুকাময় ভূমি হইতে যে জল উদ্ভূত হয় তাহাকে বিকির বলে। বিকির শীতল, স্বচ্ছ, নির্দোষ, লঘু, কষায়, স্বাদু, ও পিত্তনাশক। ঐ জল সলবণ হইলে পিত্তজনক ও তৃপ্তিকর হয়।

অথ কৈদারস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কেদারং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্।
কৈদারং বার্য্যভিষ্যন্দি মধুরং গুরু দোষকৃৎ।

কেদারজ জলের লক্ষণ ও গুণ।

ক্ষেত্রকে কেদার এবং তত্রস্থ জলকে কৈদার বলে। কেদারজ জল অভিষ্যন্দী, মধুর, গুরু, ও দোষজনক।

অথ বৃষ্টিজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টং ভূমিষ্ঠমহিতং জলম্।
ত্রিরাত্রমুষিতং তত্তু প্রসন্নমমৃতোপমম্।

বৃষ্টিজলের লক্ষণ ও গুণ।

বর্ষাকালের সদ্যপতিত কর্দ্দমাক্ত বৃষ্টির জল হিতকারী নহে। কিন্তু সেই জল তিন দিন রাখিলে নির্ম্মল ও অমৃততুল্য হয়।

অথ হেমন্তাদিকালবিশেষে বিহিতো-জলবিশেষঃ।

হেমন্তে সারসন্তোয়ং তাড়াগং বা হিতং স্মৃতম্।
হেমন্তে বিহিতং তোয়ং শিশিরেঽপি প্রশস্যতে॥
বসন্তগ্রীষ্ময়োঃ কৌপং বাপ্যং বা নৈর্ঝরং জলম্।
নাদেয়ং বারি নাদেয়ং বসন্তগ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ॥
বিষবদ্ধনবৃক্ষাণাং পত্রাদ্যৈর্দূষিতং যতঃ।
ঔদ্ভিদং বান্তরীক্ষং বা কৌপং বা প্রাবৃষি স্মৃতম্।
শস্তং শরদি নাদেয়ং নীরমংশূদকং পরম্।
দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ॥
জ্ঞেয়মংশূদকংনাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহং।
অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষ মান্তরীক্ষজলোপমং।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্॥

রবিকরৈর্জুষ্টমিত্যুক্তে দিবাপদং সমস্তদিবসপ্রাপ্ত্যর্থং, শীতকরাংশুভির্জুষ্টমিত্যুক্তে নিশীতিপদং সমস্তরাত্রিপ্রাপ্ত্যর্থং।

অন্যচ্চ।
শরদি স্বচ্ছমুদয়াদগস্ত্যস্যাখিলং হিতম্।

বৃদ্ধসুশ্রুতস্তু।

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তত্তু তড়াগজম্।
ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌণ্ড্যং হিতং মতম্॥
বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তন্তথৌদ্ভিদম্।
আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ।
ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌণ্ড্যমেব চ।
কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥

ঋতুভেদে জলের বিধান।

হেমন্তকালে সরোবর বা তড়াগের জল হিতকারী। হেমন্তকালে যে জল

বিহিত শীতকালেও সেই জল প্রশস্ত জানিবে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপ, বাপী বা ঝরণার জল প্রশস্ত। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পণ্ডিতগণ নদীর জল কদাচ সেবন করিবেন না। কারণ তৎকালে বিষাক্ত বনবৃক্ষের পত্রাদিতে জল দূষিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ঔদ্ভিদ, বৃষ্টিজ বা কৌপ জল এবং শরৎকালে নদীর জল ও অংশূদক অতিশয় প্রশস্ত। যে জল সমস্ত দিন রৌদ্রের উত্তাপে এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের কিরণে থাকে তাহাকে অংশূদক বলে। "রবির কিরণে জুষ্ট" এইরূপ প্রয়োগের পর পুনরায় দিবাশব্দ প্রয়োগ করাতে বুঝিতে হইবে যে সমস্ত দিবস রৌদ্রের উত্তাপ লাগিবে এবং "চন্দ্রের কিরণে জুষ্ট" এই বাক্যের পর পুনরায় নিশিশব্দ প্রয়োগ করাতে সমস্ত রাত্রি হিমে থাকিবে ইহাই বুঝিতে হইবে। অংশূদক স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, অনভিষ্যন্দি, নির্দ্দোষ, বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, লঘু ও সুধাতুল্য এবং অন্তরীক্ষজ জলের ন্যায়ই গুণকারী। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে সূর্য্যের উদয়কালে সকল জলাশয়েরই জল স্বচ্ছ ও হিতকারী হইয়া থাকে। বৃদ্ধসুশ্রুতেও উক্ত আছে যে পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘে তড়াগজ জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌণ্ড্যের জল, বৈশাখে ঝরণার জল, জ্যৈষ্ঠে ঔদ্ভিদ জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে দিব্য জল, ভাদ্রে কূপের জল, আশ্বিনে চৌণ্ড্য জল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল প্রকার জলই প্রশস্ত ও হিতকারী হইয়া থাকে।

অথ জলগ্রহণকালঃ।

ভৌমানামম্ভসাম্প্রায়ো গ্রহণং প্রাতরিষ্যতে।
শীতত্বং নির্ম্মলত্বঞ্চ যতস্তেষাং মহাগুণাঃ॥

জল গ্রহণের কাল।

ভৌম জল মাত্রেই প্রায় প্রাতঃকালে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ তৎকালে জল শীতল ও নির্ম্মল থাকে এবং শীতত্ব ও নির্ম্মলত্বই উহার প্রধান গুণ।

অথ জলস্য পানবিধিঃ।

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন-
মনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায়
মুহুর্ম্মুহুর্ব্বারি পিবেদভূরি॥

জলপানের নিয়ম।

অধিক জলপান করিলে অথবা একেবারে জলপান না করিলে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হয় না। অতএব মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে জল পান করা উচিত।

অথ শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ।

মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেঽন্নে তমকে বমথৌ তথা।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে।

অথ তন্নিষেধঃ।

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে।
অরুচিগ্রহণীগুল্মশ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শীতল জল পানের বিষয় ও নিষেধ।

শরীর উষ্ণ বা বিষাক্ত হইলে, ভুক্ত-বস্তু বিদগ্ধ বা অম্ল হইলে, মূর্চ্ছা, পিত্ত-রোগ, রক্তরোগ, মদাত্যয়, ভ্রম, শ্রম, অন্ধতা, বমি, ঊর্দ্ধগ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে শীতল জল প্রশস্ত। কিন্তু পার্শ্ব-শূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গলগ্রহ, আধ্মান, স্তিমিতোদর, সন্থ কোষ্ঠশুদ্ধি, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে ও স্নেহদ্রব্য পানে শীতল জল পান করিবে না।

অথাল্পজলপানস্য বিষয়াঃ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেহগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎপানীয়মল্পকম্॥

অল্প জলপানের বিষয়।

অরুচি, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শ্বয়থু, ক্ষয়, মুখপ্রসেক, উদরী, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জ্বর, ব্রণও মধুমেহরোগে অল্প জল সেবন করিবে।

জলপানস্যাবশ্যকতা।

জীবনং জীবিনাং জীবো জগৎসর্ব্বন্তু তন্ময়ম্।
অতোঽত্যন্ততয়া সুস্তো ন কচিদ্বারি বার্য্যতে॥

হারীতশ্চ।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎপ্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বারয়েৎ॥

জল পানের আবশ্যকতা।

জল প্রাণীমাত্রেরই জীবন এবং এই সমস্ত জগৎ জলময়। অতএব পণ্ডিতগণ কদাচ জলপান করিতে নিষেধ করেন না। হারীত ও বলেন যে পিপাসা হইলে কখন জল পান করিতে নিষেধ করিবে না; কারণ তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, গরীয়সী ও প্রাণনাশিনী। জলাভাবে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির মোহ জন্মাইতে পারে এবং মোহবশতঃ প্রাণ নাশ হয়। অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে জলদান করিয়া জীবন রক্ষা করিবে।

অথ প্রশস্তং জলম্।

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

প্রশস্ত জলের লক্ষণ।

যে জলের কোন গন্ধ নাই, যাহা অব্যক্তরস, সুশীতল, তৃষ্ণাপহারক, স্বচ্ছ, লঘু ও তৃপ্তিজনক তাহা গুণকারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অথ নিন্দিতং জলম্।

পিচ্ছিলং কৃমিলং ক্লিন্নং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্॥
কলুষং ছন্নমম্ভোজপর্ণনীলীতৃণাদিভিঃ।
দুর্দ্দেশজমসংস্পৃষ্টং সৌরচান্দ্রমসাংশুভিঃ॥
অনার্ত্তবঞ্চার্ত্তবমপি প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্।
ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥
তৎ কুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্।
কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দকণ্ডূগণ্ডাদিকাং স্তথা॥

নিন্দিত জল।

যে জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিশিষ্ট, পর্ণ, শৈবাল ও কর্দ্দমে ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, সান্দ্র, দুর্গন্ধ, দুর্দশৈজ, কলুষ অথবা জলজ-বৃক্ষের পত্র, নাল ও তৃণাদিতে আচ্ছন্ন, যে জলে সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণ পড়ে না অথবা বর্ষাকালের নূতন ভূমিগ জল এবং অকালজ ও ব্যাপন্ন জল হিতকারী নহে। কারণ উহা সকল দোষের প্রকোপজনক। তাদৃশ জলে স্নান বা ঐ জল পান করিলে তৃষ্ণা, আধ্মান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নি-মান্দ্য, অভিষ্যন্দ, কণ্ডূ ও গলগণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে। অতএব ওরূপ জল পান বা ওরূপ জলে স্নান কদাচ করিবে না।

অথ দুষ্টজলস্য নির্দ্দোষী করণোপায়ঃ।

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণরজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদং॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূরজাতিপুন্নাগপাটলাদিসুবাসিতম্॥
শুচিসান্দ্রপটস্রাবৈঃ ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতং।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্।
পর্ণমূলবিষগ্রন্থিমুক্তাকনকশৈবলৈঃ।
গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্।

দুষ্ট জলকে নির্দোষ করিবার উপায়।

নিম্ন লিখিত প্রকারে দুষ্ট জল শোধন করিতে হয় যথা—জল দূষিত হইলে ক্বথিত, ও সূর্য্যতাপিত করিয়া তাহাতে তপ্ত সুবর্ণ, রজত, লৌহ, প্রস্তর, মৃত্তিকা, বা বালি ডুবাইয়া শীতল হইলে কর্পূর, পুন্নাগ, জাতি ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত, ঘনবস্ত্রে ছাঁকিয়া ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিত, এবং কনক ও মুক্তাদি দ্বারা স্বচ্ছীকৃত, অথবা পর্ণমূল, বিশগ্রন্থি, মুক্তা, কনক, শৈবাল, গোমেদ বা বস্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ করিলে তাদৃশ জল অপকারী হয় না।

অথ পীতস্য জলস্য পাকবিধিঃ।

আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং
তদর্দ্ধমাত্রং সৃতশীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধমাত্রং সৃতং কদুষ্ণং
পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে বারিবর্গঃ।

পীত জলের পাকবিধি।

কাঁচা জল এক প্রহরে, উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং সদ্য উষ্ণ ও ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে তদর্দ্ধপরিমিত কালে পরিপাক হয়। জল পাকের এই ত্রিবিধ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে বারিবর্গ সমাপ্ত।

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

দুগ্ধস্য নামগুণাঃ।

দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিত্যপি।
দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্॥
সদ্যঃশুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্বশরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজিকরং পরম্॥
বয়ঃস্থাপকমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।
বিরেকবান্তিবস্তীনাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্॥
জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষমূর্চ্ছাভ্রমেষু চ।
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে॥
শূলোদাবর্ত্তগুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে।
রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে॥
গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্।
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণাঃ ক্ষুদ্ব্যবায়কৃশাশ্চ যে।
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্॥

দুগ্ধবর্গ।

দুগ্ধের নাম ও গুণ।

দুগ্ধকে পয়, ক্ষীর, স্তন্য ও বালজীবন বলে। দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, সদ্য শুক্রজনক ও শুক্রের প্রবর্দ্ধক, সাত্ম্য, দেহিমাত্রেরই জীবনস্বরূপ, বৃংহণ, বলকারক, মেধাজনক, অতিশয় বাজীকর, বয়োবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, সন্ধিকারী, রসায়ন, বমন, বিরেক ও বস্তির উপযোগী, ওজোবর্দ্ধক এবং জীর্ণজ্বর, মনোরোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, দাহ, তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিরোগ, গুদাঙ্কুর, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, শ্রম, ও ক্লান্তিতে সতত হিতকারী, বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষুধার্ত্ত বা অতিরিক্ত মৈথুনে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ প্রশস্ত।

অথ গোদুগ্ধস্য গুণাঃ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতুমলস্রোতঃকিঞ্চিৎক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

গোদুগ্ধের গুণ।

গব্য দুগ্ধ রসে ও পাকে অতিশয় মধুর শীতল, স্তন্যজনক, স্নিগ্ধ, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতের কিঞ্চিৎ ক্লেদজনক ও গুরু এবং নিত্য সেবন করিলে বাত, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্তরোগের শান্তি হয়।

অথ বর্ণবিশেষে গুণবিশেষঃ।

কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারি গুণাধিকম্।
পীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ।
শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্তা চিত্রা চ বাতহৃৎ॥

গরুর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণের বিশেষ।

কৃষ্ণবর্ণ গোরুর দুগ্ধ বাতনাশক ও অধিক গুণকারী, পীতবর্ণ গোরুর দুগ্ধ পিত্তঘ্ন ও বাতহারী, শ্বেতবর্ণ গোরুর দুগ্ধ শ্লেষ্মল ও গুরু এবং রক্তবর্ণ ও চিত্র গোরুর দুগ্ধ বাতঘ্ন।

অথ ধেনোর্ব্বিবৎসায়াশ্চ গুণাঃ।

বালবৎস-বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ।

সবৎসা ও বিবৎসা গোরুর গুণ।

বালবৎসা ও বিবৎসা গোরুর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক।

অথ বষ্কেনগোগুণাঃ।

বষ্কয়িণ্যাস্ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ং॥

বষ্কয়িনী গোরুর দুগ্ধের গুণ।

বষ্কয়িনী (চিরপ্রসূত), গোরুর দুগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন তৃপ্তিজনক ও অতিশয় বলকারী।

অথ দেশবিশেষেণ গুণবিশেষঃ।

জাঙ্গলানূপশৈলেষু চরন্তীনাং যথোত্তরম্।
পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে॥

দেশবিশেষে দুগ্ধের গুণের বিশেষ।

জাঙ্গলচর, অনূপচর ও শৈলচর গরুর দুগ্ধ উত্তরক্রমে গুরুতর হইয়া থাকে অর্থাৎ জাঙ্গলচর অপেক্ষা অনূপচরের দুগ্ধ গুরুতর এবং অনূপচর অপেক্ষা শৈলচরের দুগ্ধ গুরুতর। কারণ গরু যেরূপ আহার পায় তদনুসারে তাহার স্নেহ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অথাহারবিশেষে গুণবিশেষঃ।

স্বল্পান্নভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফপ্রদম্।
তত্তু বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কং।
পলালতৃণকার্পাসবীজজং রোগিণোহিতং॥

আহারবিশেষে দুগ্ধের বিশেষ।

যে গোরু স্বল্প অন্ন ভক্ষণ করে তাহাদিগের দুগ্ধ গুরু, কফপ্রদ, বলকারক, অত্যন্ত বৃষ্য এবং সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে গুণকারী, এবং যে সকল গোরু পলাল, তৃণ, বা কার্পাসবীজ ভক্ষণ করে তাহাদিগের দুগ্ধ রোগীর পক্ষে হিতকর।

অথ মহিষীদুগ্ধস্য গুণাঃ।

মাহিষং মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মহিষী দুগ্ধের গুণ।

মহিষীর দুগ্ধ গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, নিদ্রাজনক, শীতল, অভিষ্যন্দী ও ক্ষুধার অধিক্যজনক।

অথ ছাগীদুগ্ধস্য গুণাঃ।

ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহং॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিভক্ষণাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ॥

ছাগীদুগ্ধ।

ছাগীদুগ্ধ কষায়, মধুর, শীতল, গ্রাহী, লঘু, এবং রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়কাস ও জ্বরের শান্তিকারক। ছাগলের দেহ ক্ষুদ্র, এবং উহারা কটু ও তিক্তাদি ভক্ষণ করে, অল্প জল পান করে ও ব্যায়াম করে বলিয়া উহাদিগের দুগ্ধ সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তিকারক।

অথ মৃগ্যাদিদুগ্ধস্য গুণাঃ।

মৃগীনাং জাঙ্গলোত্থানামজাক্ষীরগুণং পয়ঃ।

মৃগ্যাদি দুগ্ধের গুণ।

জাঙ্গলস্থ মৃগীর দুগ্ধ অজাদুগ্ধের ন্যায়ই গুণকারী।

অথ ভেড়ীদুগ্ধগুণাঃ।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রণুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদং।
গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরং॥

ভেড়ীর দুগ্ধ।

ভেড়ীর দুগ্ধ লবণরস, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অহৃদ্য, তর্পণ, গুরুপাক, শুক্রজনক, পিত্তকারী, কফজনক, কেশবর্দ্ধক এবং পাথরি, বায়ু জন্য কাশ ও বায়ুরোগের পক্ষে প্রশস্ত।

অথ ঘোড়ীদুগ্ধং।

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহং।
অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা॥

ঘোড়ী দুগ্ধ।

ঘোড়ী ও আর আর সকল প্রকার একশফের দুগ্ধ অম্লরস, পটু, লঘু, ও স্বাদু রুক্ষ, উষ্ণ, বলকারক, এবং শোষ ও বায়ুরোগের শান্তিকারক।

অথ উষ্ট্রদুগ্ধং।

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
কৃমিকুষ্ঠকফানাহশোথোদরহরং সরং॥

উষ্ট্রী দুগ্ধ।

উষ্ট্রীদুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণরস, দীপন, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ হস্তিনীদুগ্ধং।

বৃংহণং হস্তিনীদুগ্ধং মধুরন্তুবরং গুরু।
বৃষ্যং বল্যং হিমং স্নিগ্ধং চক্ষুষ্যং স্থিরতাকরং॥

হস্তিনী দুগ্ধ।

হস্তিনী দুগ্ধ বৃংহণ, মধুর, কষায়, গুরু, বৃষ্য, বলকারক, শীতল, স্নিগ্ধ, চক্ষুর পক্ষে হিতকারী ও স্থিরতাকর।

অথ নারীদুগ্ধং।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্ব্বরম্॥

নারী দুগ্ধ।

নারীর স্তনদুগ্ধ লঘু, শীতল, দীপন, বাতপিত্তনাশক, নাসিকা ও কর্ণরোগের পক্ষে হিতকর এবং চক্ষুর শূল ও অভিঘাতের শান্তিকারক।

অথ ধারোষ্ণাদিগুণাঃ।

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমং।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষং।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ।
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মামবর্দ্ধনং॥
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যং তৎ গব্যমাহিষবর্জ্জিতং।
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিতং॥
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্তু পিত্তনুৎ।
অর্দ্ধোদকক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ॥
জলেন রহিতং দুগ্ধং মতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনং॥

ধারোষ্ণাদির গুণ।

গোরুর ধারোষ্ণ (সদ্য দোহন করা)

দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল, সুধাতুল্য, দীপন ও ত্রিদোষঘ্ন; কিন্তু শীতল হইলে উহা অপকারী সুতরাং ত্যজ্য। গব্য-ধার উষ্ণও মাহিষ ধারা শীতল প্রশস্ত। ভেড়ীদুগ্ধ পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে এবং ছাগীদুগ্ধ পাকান্তর শীতল হইলে অধিক গুণকারী হয়। গব্য ও মাহিষ ব্যতিরেকে আর সকল অপক্ক দুগ্ধ অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মজনক, আম-বর্দ্ধক এবং অতিশয় অনিষ্টজনক। নারীর অপক্ক দুগ্ধই উপকারী, কিন্তু উষ্ণ উপকারী নহে। শৃতোষ্ণ দুগ্ধ কফঘ্ন, বাতনাশক এবং শৃতশীতল দুগ্ধ পিত্তঘ্ন। অর্দ্ধজল-মিশ্রিত দুগ্ধকে উষ্ণ করিয়া জলীয়াংশ মরিয়া গেলে আমদুগ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইয়া থাকে। নির্জ্জল দুগ্ধ যতই অধিকতর পাক করা যায় ততই গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলকারক হইয়া থাকে।

অথ পীযূষকিলাটক্ষীরশাকতক্রপিণ্ড-
মোরটানাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

ক্ষীরং তৎকালসূতায়া ঘনং পেয়ূষমুচ্যতে।
'পেয়ূষং' কেনস ইতি লোকে।
নষ্টদুগ্ধস্য পক্কস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ।
'কিলাটকঃ' গিজরী ইতি লোকে।
অপকমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎপয়ঃ।
'ক্ষীরশাকং' খিংসা ইতি লোকে।
দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রবভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে।
নষ্টদুগ্ধভবং নীরং মোরটঞ্জেজ্জটোঽব্রবীৎ।
পেয়ূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ।
তক্রপিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ।
গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ।
দীপ্তাগ্নীনাং বিনিদ্রাণাং ব্যবায়ে চাতিপূজিতাঃ।
মুখশোষতৃষাদাহরক্তপিত্তজ্বরপ্রণুৎ।
লঘুর্ব্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎসিতাযুতঃ।

পীযুষ, কিলাট, ক্ষীরশাক, তক্রপিণ্ড ও মোরট এই কয়প্রকার দুগ্ধবিকারের লক্ষণ ও গুণ।

সদ্যপ্রসূতা গবাদির ঘন দুগ্ধকে পিযুষ, পক্ক নষ্টদুগ্ধের পিণ্ডকে কিলাটক বা গিজিরি, অপক্ক দুগ্ধ নষ্ট হইলে তাহাকে ক্ষীরশাক, দধি বা তক্র দ্বারা নষ্ট দুগ্ধের দ্রবাংশ বর্জনপূর্ব্বক শুভ্র বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিলে তক্রপিণ্ড এবং নষ্টদুগ্ধোদ্ভব জলকে মোরট বা জেজ্জট বলে। এই কয়প্রকার দুগ্ধবিকার বৃষ্য, বৃংহণ, বল-বর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মল, হৃদ্য, বাতঘ্ন, পিত্ত-নাশক এবং যাহাদিগের অগ্নির দীপ্তি আছে ও নিদ্রা হয় না অথবা যাহারা মৈথুনপ্রযুক্ত দুর্ব্বল তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। মোরট চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে লঘু, বলকারক, রোচক, এবং মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরের শান্তিকারক হইয়া থাকে।

সন্তানিকাগুণাঃ।

'সন্তানিকা' সাটী।
সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্রদা॥

সন্তানিকা বা সরের গুণ।

সন্তানিকা গুরু, শীতল, বৃষ্য, তৃপ্তি-জনক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, বল-

কারক, শুক্রল এবং রক্তপিত্ত ও বাত-রোগের শান্তিকারক।

অথ খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধগুণাঃ।

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহং।
সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহং।
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং স্মৃতং॥

খণ্ডাদি ইক্ষুবিকারযুক্ত দুগ্ধের গুণ।

খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ কফজনক ও বায়ুনাশক, শুভ্র শর্করাযুক্ত দুগ্ধ শুক্রল ও ত্রিদোষঘ্ন এবং গুড়মিশ্রিত দুগ্ধ পিত্তশ্লেষ্মকারী, ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

অথ প্রভাতাদিভবদুগ্ধগুণাঃ।

রাত্রৌ চন্দ্রগুণাধিক্যাদ্ব্যায়ামাকরণাত্তথা।
প্রাভাতিকং পয়ঃ প্রায়ঃ প্রাদোষাদ্গুরু শীতলং॥
দিবাকরকরাঘাতাৎ ব্যায়ামানলসেবনাৎ।
প্রাভাতিকাত্তু প্রাদোষং লঘু বাতকফাপহম্॥

প্রভাতাদিজাত দুগ্ধের গুণ।

রাত্রিতে চন্দ্রের গুণাধিক্যপ্রযুক্ত এবং জন্তুগণ ব্যায়াম হইতে বিরত থাকে বলিয়া প্রাতঃকালের দুগ্ধ বৈকালের দুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় গুরু ও শীতল হইয়া থাকে এবং দিবাভাগে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, পরিশ্রম ও বায়ু সেবন প্রযুক্ত বৈকালের দুগ্ধ প্রভাতকালীন দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুতর এবং বাত ও কফের শান্তিকারক হইয়া থাকে।

অথ দুগ্ধসেবনসময়বিশেষে গুণমাহ।

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপ্তিজনকং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো
মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনং।
বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েঽক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং
রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমকং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতং॥

বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোক্তুং ন তেনেহ সহৌদনাদিকং।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত সর্ব্বরী।
ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ॥

বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্ক্তে হি যন্নরঃ।
তদ্বিদাহপ্রশাস্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ॥
দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে।
মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ॥

সময়বিশেষে দুগ্ধসেবনের গুণ।

প্রাতঃকালে দুগ্ধ সেবন করিলে শরীর স্থূল ও পুষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হয়, মধ্যাহ্নকালে দুগ্ধ সেবনে শরীরে বলাধান হয়, অগ্নির দীপ্তি হয় এবং কফ ও পিত্ত প্রশমিত হয়; বাল্যকালে দুগ্ধ সেবনে শরীর বর্দ্ধিত হয়, ক্ষয়াবস্থাতে দুগ্ধ সেবনে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধাবস্থাতে দুগ্ধ সেবনে শুক্রবৃদ্ধি এবং রাত্রিতে দুগ্ধ সেবনে চক্ষুর বিশেষ উপকার হয়। এবং নানাবিধ দোষের উপশম হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে রাত্রিতে কেবল দুগ্ধ পান করিবে। অতএব রাত্রিতে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ ভোজন বিধেয় নহে। তাহা হইলে জীর্ণ হয় না। পীত দুগ্ধের শেষভাগ বর্জ্জন করিবে না। দিবাভাগে যে সমস্ত বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য ভোজন করা যায় তাহাদের বিদাহদোষ শান্তির জন্য রাত্রিতে নিত্য দুগ্ধ পান করিবে। অগ্নির দীপ্তি হইলে, দেহ কৃশ হইলে এবং বাল্যকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান

করিবে। তাদৃশ অবস্থায় দুগ্ধ অতিশয় হিতকারী। কারণ উহা সদ্য শুক্রজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ।

ক্ষীরং গব্যমথাজস্বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং ভবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহং॥

মথিত দুগ্ধের গুণ।

বংশদণ্ড দ্বারা মথিত ঈষদুষ্ণ গব্য বা ছাগীদুগ্ধ লঘু, বৃষ্য, এবং বাত, পিত্ত, কফ ও জ্বর রোগের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ গোজফেনগুণাঃ।

গোদুগ্ধপ্রভ ং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবম্।
ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনং॥
বহ্নিবৃদ্ধিকরং পথ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু।
অতীসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরেঽজীর্ণে প্রশস্যতে॥

গো বা ছাগীদুগ্ধসম্ভূত ফেনের গুণ।

গোদুগ্ধ বা ছাগীদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ফেন ত্রিদোষঘ্ন, রোচন, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, সদ্য তৃপ্তিজনক, লঘু এবং অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অজীর্ণ রোগে প্রশস্ত।

অথ নিন্দিতং দুগ্ধং।

বিবর্ণং বিরসং চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণযুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্‌যতঃ॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে দুগ্ধবর্গঃ।

নিন্দিত দুগ্ধ।

বিবর্ণ, বিরস, অম্ল, দুর্গন্ধ, গ্রথিত, এবং যাহাতে অম্ল ও লবণরস বিদ্যমান এরূপ দুগ্ধ বর্জন করিবে। কারণ তাদৃশ দুগ্ধ পানে কুষ্ঠ রোগ জন্মে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে দুগ্ধবর্গ সমাপ্ত।

অথ দধিবর্গঃ।

তত্র দধ্নো গুণাঃ।

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্রশোথমেদঃকফপ্রদং॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতগে বিষমজ্বরে।
অতিসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥

দধিবর্গ।

দধির গুণ।

দধি উষ্ণ, দীপন, স্নিগ্ধ, ঈষৎ কষায়রস, গুরু, পাকে অম্ল, গ্রাহী, বলকারক ও শুক্রজনক। অধিক দধি ভোজন করিলে রক্তপিত্ত, শোথ, মেদরোগ ও কফ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু যথানিয়মে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতগ, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি, ও কৃশতার বিশেষ উপকার হয়।

অথ দধিভেদঃ।

আদৌ মন্দং ততঃ স্বাদু স্বাদ্বম্লঞ্চ ততঃপরং।
অম্লঞ্চ তুর্য্যং মত্যম্লং পঞ্চমং দধি পঞ্চধা॥

দধির ভেদ।

দধি পাঁচ প্রকার—প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় স্বাদু, তৃতীয় স্বাদ্বম্ল, চতুর্থ অম্ল ও পঞ্চম অত্যন্ত অম্ল।

অথ মন্দাদীনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

মন্দং দুগ্ধবদব্যক্তরসং কিঞ্চিদ্ঘনং ভবেৎ।
মন্দং স্যাৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রং দোষত্রয়বিদাহকৃৎ॥
যৎসম্যগ্ ঘনতাং যাতং ব্যক্তংস্বাদুরসং ভবেৎ।
অব্যক্তাম্লরসং তত্তু স্বাদু বিজ্ঞৈরুদাহৃতং॥
স্বাদু স্যাদত্যভিষ্যন্দি বৃষ্যং মেদঃকফাবহং।
বাতঘ্নং মধুরং পাকে রক্তপিত্তপ্রসাদনং॥
স্বাদ্বম্লং সান্দ্রমধুরং কষায়ানুরসং ভবেৎ।
স্বাদ্বম্লস্য গুণা জ্ঞেয়া সামান্যদধিবজ্জনৈঃ॥
যত্তিরোহিতমাধুর্য্যং ব্যক্তাম্লত্বং তদম্লকং।
অম্লন্তু দীপনং পিত্তরক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনং॥
তদত্যম্লং দন্তরোমহর্ষকণ্ঠাদিদাহকৃৎ।
অত্যম্লং দীপনং রক্তপিত্তদুষ্টকরং পরং॥

মন্দাদির লক্ষণ ও গুণ।

যে দধি দুগ্ধের ন্যায় অব্যক্তরস ও ঈষৎ ঘন তাহাকে মন্দ দধি বলা যায়। মন্দ দধি ত্রিদোষজনক, বিদাহী এবং মল ও মূত্রের বিরেচক। যে দধি ঘন এবং যাহাতে মধুর রস ব্যক্ত এবং অম্ল রস অব্যক্ত তাহাকে পণ্ডিতেরা স্বাদু বলিয়া থাকেন। স্বাদু দধি অতিশয় অভিষ্যন্দী, বৃষ্য, মেদজনক, কফবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, মধুরপাক এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক। ঘন, মধুর ও ঈষৎ কষায়রস দধিকে সাম্বল্ল বা অম্লমধুর বলে। স্বাদ্বম্ল দধির গুণ সামান্য দধির ন্যায় জানিবে। যে দধির কিছুমাত্র মধুরতা নাই ও অম্লরস বিশিষ্ট তাহাকে অম্ল দধি বলে। অম্ল দধি দীপন এবং শ্লেষ্ম ও রক্তপিত্তের বর্দ্ধনকর। এই দধি অতিশয় অম্ল হইলে দীপন হয় দন্ত ও রোমের হর্ষ, কণ্ঠাদির দাহ জন্মায় এবং রক্তও দূষিত করে।

অথ গোদধিগুণাঃ।

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যং রুচিপ্রদং।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহং।
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকং॥

গোদধির গুণ।

গব্য, বিশেষতঃ স্বাদু গব্য দধি বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, দীপন, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্য দধিই অধিক গুণকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অথ মহিষীদধিগুণাঃ।

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষনং॥

মাহিষ দধির গুণ।

মাহিষ দধি সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মল, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু ও রক্তদূষক।

অথ ছাগীদধিগুণাঃ।

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহং।
শস্যতে শ্বাসকাশার্শঃক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনং॥

ছাগী দধির গুণ।

ছাগী দধি উৎকৃষ্ট, গ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন, দীপন এবং শ্বাস, কাশ, অর্শ,

এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও কৃশ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত।

অথ পক্বদুগ্ধদধিগুণাঃ।

পক্বদুগ্ধভবং রুচ্যং দধি স্নিগ্ধং গুণোত্তমং।
পিত্তানিলাপহং সর্ব্বধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনং॥

পক্ব দুগ্ধোদ্ভব দধির গুণ।

পক্ব দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি রুচিকর, স্নিগ্ধ, অতিশয় গুণকারী, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, এবং বল, অগ্নি ও সকল ধাতুর বর্দ্ধনকারী।

অথ নিঃসারদুগ্ধদধিগুণাঃ।

অসারং দধি সংগ্রাহি শীতলং বাতলং লঘু।
বিষ্টম্ভি দীপনং রুচ্যং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ॥

সারহীন দুগ্ধে উৎপন্ন দধির গুণ।

অসার দধি সংগ্রাহী, শীতল, বাতল, লঘু, বিষ্টম্ভী, দীপন, রুচিকর, মধুর, এবং অতিশয় পিত্তজনক নহে।

শর্করাদিসহিতদধিগুণাঃ।

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।
সগুড়ং বাতনুদ্বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু॥

শর্করাদিমিশ্রিত দধির গুণ।

সশর্কর দধিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়। গুড়সংযুক্ত দধি বাতহারী, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক ও গুরু।

অথ রাত্রৌ দধিসেবনে বিশেষঃ।

নক্তং দধি ন ভুঞ্জীত নচাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্ব্বিনা॥

অয়মর্থঃ। রাত্রৌ দধি ন ভুঞ্জীত। ভুঞ্জীত চেত্তদা অঘৃতশর্করমমুদ্গসূপমক্ষৌদ্রমনুষ্ণং বিনা-মলকঞ্চ দধি ন ভুঞ্জীত। তেন ঘৃতশর্করাদিযুক্তং দধি রাত্রাবপি ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ।

তথা চ।

শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বুঘৃতান্বিতং।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু তচ্চ ন॥

'তৎ' অম্বুঘৃতান্বিতমপি।

রাত্রিতে দধিভোজনের বিশেষ।

রাত্রিতে মুদ্গসূপ, ঘৃত, শর্করা, জল, মধু ও আমলকি ব্যতিরেকে অথবা উষ্ণ না করিয়া দধি ভোজন করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। যদি ভোজন করিতে হয় তাহা হইলে ঘৃত, শর্করা, মুদ্গসূপ, মধু ও আমলকীর সহিত অথবা উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে। ঘৃতাদিবিহীন দধি রাত্রিতে ভোজন প্রশস্ত নহে। ঘৃত-শর্করাদিযুক্ত দধি রাত্রিতে ও ভোজন করিতে পারা যায়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে জল বা ঘৃত না মিশাইয়া রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। রক্তপিত্ত বা কফজনিত বিকারে জলঘৃতান্বিত দধিও নিষিদ্ধ।

অথর্ত্তুবিশেষে বিধিনিষেধৌ।

হেমন্তে শিশিরে চাপি বর্ষাসু দধি শস্যতে।
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শস্তদ্বিগর্হিতম্।

ঋতুবিশেষে দধিভোজনের বিধি ও নিষেধ।

হেমন্ত, শিশির এবং বর্ষাকালে দধি

ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি প্রশস্ত নহে।

অথাবিধিনা দধিসেবনে দোষমাহ।

জ্বরাসৃক্‌পিত্তবীসর্প-কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ভ্রমান্।
প্রাপ্নুয়াৎ কামলাঞ্চোগ্রাং বিধিং হিত্বা দধিপ্রিয়ঃ॥

অবিধিপূর্ব্বক দধি সেবনের দোষ।

দধিপ্রিয় ব্যক্তি যদি নিয়মলঙ্ঘন-পূর্ব্বক দধি ভোজন করে তাহা হইলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম এবং উগ্র কামলা রোগ জন্মে।

অথ সরস্য মস্তুনশ্চ লক্ষণং গুণাশ্চ।

দধ্নুস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নোমণ্ডস্তু মস্ত্বিতি॥
সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
সোঽম্লো বস্তিপ্রমথনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্।
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসংগ্রহম্॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে দধিবর্গঃ।

দধিসর ও দধিমস্তুর লক্ষণ ও গুণ।

দধির উপরিভাগস্থ স্নেহময় ও ঘন অংশকে লোকে সর এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত বলে। মিষ্ট দধির, সর গুরু, বৃষ্য, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং বাত রোগের শান্তিকারক। কিন্তু অম্ল দধির সর বস্তিশোধনকারী কিন্তু পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপজনক। দধির মাত বলকারক, লঘু, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, হ্লাদী, অবৃষ্য, তৃপ্তিজনক এবং কফ, তৃষ্ণা, বায়ু ও ক্লান্তির শান্তিকারক। দধির মাত সেবন করিলে অন্নে রুচি হয় এবং সঞ্চিত মল শীঘ্র বিরেচিত হয়।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে দধিবর্গ সমাপ্ত।

অথ তক্রবর্গঃ।

তত্র তক্রস্য ভিন্নানি নামানি লক্ষণানি গুণাশ্চ।

ঘোলস্তু মথিতং তক্রং মুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্॥
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিত্ত্বর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাদচ্ছা প্রচুরবারিকা॥
ঘোলং শর্করয়া যুক্তং রসালাবৎ মথিতং মতম্।
ইতি লোকে। ছচ্ছিকা চাচ্ছ ইতি লোকে।
বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ।
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘুঃ॥
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্।
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎসণ্ড্রাহি লাঘবাৎ॥
কিঞ্চিৎ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্।
কষায়োষ্ণবিকাশিত্ত্বা দ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্॥
ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥
উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষহরী।
বাতনুৎকফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥

তক্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম, লক্ষণ ও গুণ।

ঘোল চারি প্রকার যথা ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা, সরবিশিষ্ট ও নির্জ্জল হইলে ঘোল, সারবিহীন ও নির্জ্জল হইলে মথিত, চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত হইলে তক্র, অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত করিলে উদশ্বিৎ এবং সারহীন, স্বচ্ছ ও প্রচুর পরিমাণে জল মিশ্রিত হইলে ছচ্ছিকা বলা যায়। মথিতকে হিন্দীতে মহুয়া এবং ছচ্ছিকাকে ছাছই বলে। শর্করাবিহীন ঘোল রসালার ন্যায় গুণকারী। ঘোল বাত ও পিত্তের শান্তিকারক। মথিত কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। তক্র গ্রাহী, কষায়, অম্ল, রসে ও পাকে স্বাদু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক, বাতঘ্ন এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী। ইহা লঘু বলিয়া সংগ্রাহী, স্বাদুপাক বলিয়া পিত্তের প্রকোপজনক নহে এবং বিপাকে কিঞ্চিৎ কষায় ও উষ্ণ এবং রুক্ষ বলিয়া কফঘ্ন। যে ব্যক্তি নিয়ত তক্র সেবন করে সে কখন রোগে ক্লেশ পায় না। তক্রের প্রভাবে রোগ সকল দগ্ধ হওয়াতে প্রবল হইতে পারে না। গুণজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহেন অমৃত যেমন দেবগণের সুখজনক এই পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে ঘোলও তদ্রূপ সুখপ্রদ। উদশ্বিৎ কফকারী, বলকারক এবং শ্রমের বিশেষ শান্তিকারক। ছচ্ছিকা শীতল, লঘু, বাতঘ্ন, কফজনক, এবং শ্রম ও তৃষ্ণার শান্তিকারক। কিন্তু লবণান্বিত হইলে দীপন হয়।

অথোদ্ধৃতঘৃতস্তোকোদ্ধৃতঘৃতানুদ্ধৃত-ঘৃতানাং তক্রাণাং গুণাঃ।

সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্‌গুরু বৃষ্যং কফাবহম্‌।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্‌॥

উদ্ধৃতঘৃত, ঈষদুদ্ধৃতঘৃত এবং অনুদ্ধৃতঘৃত তক্রের গুণ।

যে তক্রের ঘৃত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা অতিশয় হিতকারী ও লঘু, সুতরাং ঈষদুদ্ধৃত ঘৃত, গুরু, বৃষ্য ও কফজনক এবং যাহার ঘৃত তুলিয়া লওয়া হয় নাই তাহা ঘন, গুরু, কফজনক ও পুষ্টিকারক।

অথ দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে তক্রবিশেষাঃ।

বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্‌।
পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং ঘোলং ক্ষারযুতং কফে॥
হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন সুসংযুতং।
ভবেদতীববাতঘ্নমর্শোঽতীসারহৃৎপরং॥
সুরুচ্যং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনং।
মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকং॥

দোষভেদে ও রোগভেদে তক্রের ভেদ।

বাতশান্তির পক্ষে শুঁট ও সৈন্ধব লবণ-সংযুক্ত অম্ল ঘোল প্রশস্ত। পিত্তশান্তির পক্ষে শর্করাযুক্ত স্বাদু ঘোল এবং কফ-শান্তির পক্ষে সক্ষার ঘোলই প্রশস্ত।

হিঙ্গু, জীরে ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত ঘোল অতিশয় বাতঘ্ন, সুরুচ্য, বলকারী, পুষ্টিজনক এবং অর্শ, অতিসার ও বস্তিশূলের বিশেষ শান্তিকারক। পাণ্ডু রোগের পক্ষে সচিত্র এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গুড়সংযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

অথামপক্বতক্রগুণাঃ।

তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ।
পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্বমেব প্রযুজ্যতে॥

পক্ক ও অপক্ক তক্রের গুণ।

অপক্ক তক্র সেবন করিলে কোষ্ঠস্থিত কফ নাশ হয় বটে কিন্তু কণ্ঠে কফের সঞ্চয় হয়। পীনস, শ্বাস, ও কাস প্রভৃতি রোগে পক্ক তক্রই প্রয়োগ করা উচিত।

অথ তক্রসেবননিমিত্তানি।

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥
তত্তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দিপ্রসেকবিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাকৃমীন্॥

তক্র সেবনের বিষয়।

শীতকালে, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগে, অরুচিতে এবং দেহস্থ স্রোতসকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় গুণকারী হইয়া থাকে। জ্বর, ছর্দ্দি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদবৃদ্ধি, গ্রহণী, অর্শ, মূত্ররোগ, গ্রহদোষ, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদরী, অরুচি, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা, কৃমি ও কোষ্ঠদেশ উৎপন্ন ব্যাধি সকলের পক্ষে তক্র বিশেষ হিতকারী।

অথ তক্রন্যাবিষয়াঃ।

নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যাৎ নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে॥

তক্র সেবন নিষেধ।

গ্রীষ্মকালে অথবা শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং ক্ষত, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্তরোগে তক্র সেবন নিসিদ্ধ।

অথ গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ—

যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে তক্রবর্গঃ।

গব্য প্রভৃতি তক্রের বিশিষ্ট গুণ।

গব্যাদি আট প্রকার দধির যেরূপ গুণ উক্ত হইয়াছে গব্যাদি তক্রের ও গুণ তদ্রূপ জানিবে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে তক্রবর্গ সমাপ্ত।

অথ নবনীতবর্গঃ।

তত্র নবনীতস্য নামানি গুণাশ্চ।

মৃক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্।
নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতংশিশোঃ॥

নবনীতবর্গ।

নবনীতের নাম ও গুণ।

নবনীতকে মৃক্ষণ, সরজ, ও হৈমঙ্গবীন বলে। গব্য নবনী হিতকারী, বৃষ্য, বর্ণকারী, বলকারক, আগ্নেয়, সংগ্রাহী এবং বাত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অর্দ্দিত ও কাসরোগের শান্তিকারক। ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে হিতকারী বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক শিশুর পক্ষে সুধাতুল্য।

অথ মাহিষস্য গুণাঃ।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

মাহিষ নবনীর গুণ।

মাহিষ নবনী বাতশ্লেষ্মজনক, গুরু, মেদ ও শুক্রের বর্দ্ধনকারী এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রমের শান্তিকারক।

অথ পয়সো নবনীতস্য গুণাঃ।

দুগ্ধোত্থং নবনীতং তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতি স্নিগ্ধং মধুরংগ্রাহি শীতলম্॥

দুগ্ধোদ্ভব নবনীতের গুণ।

দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত নবনী দৃষ্টির পক্ষে হিতকর, বৃষ্য, বলকারক, স্নিগ্ধ, মধুর, গ্রাহী, শীতল ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ সদ্যঃ সমুদ্ধৃত নবনীতগুণাঃ।

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎকষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ।

সদ্য-সমুদ্ধৃত নবনীতের গুণ।

সদ্যউদ্ধৃত নবনী স্বাদু, গ্রাহী, শীতল, লঘু, মেধাজনক, এবং ঈষৎ তক্রাংশের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কষায় ও অম্লরস।

অথ চিরন্তননবনীতগুণাঃ।

সক্ষারকটুকাম্লত্বা চ্ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে নবনীতবর্গঃ।

চিরন্তন নবনীতের গুণ।

চিরন্তন নবনীর লবণত্ব, কটুত্ব ও অম্লত্ব গুণ থাকাতে উহা ছর্দ্দি, অর্শ, ও কুষ্ঠের উৎপাদক, শ্লেষ্মল, গুরু ও মেদজনক।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে নবনীতবর্গ। সমাপ্ত।

অথ ঘৃতবর্গঃ।

তত্র ঘৃতস্য নামানি গুণাশ্চ।

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তা-নিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্গুরু।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদশূলানাহব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ॥

ঘৃত বর্গ।

ঘৃতের নাম ও গুণ।

ঘৃতকে আজ্য, হবি ও সর্পি বলে। অতঃপর উহার গুণ বলা যাইতেছে। ঘৃত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, অগ্নির উদ্দীপক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, কান্তি, ওজ, তেজ, লাবণ্য, বুদ্ধি, স্বর, স্মৃতি ও মেধার প্রসন্নতাজনক, আয়ুষ্কর, স্নিগ্ধ, কফকারী, গুরু এবং বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ুরোগ, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, রক্ষোভয়, ক্ষয়, বিসর্প ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অথ গব্যস্য ঘৃতস্য গুণাঃ।

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাককরং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু।
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

গব্য ঘৃতের গুণ।

গব্য ঘৃত চক্ষুর বিশেষ হিতকারী, বৃষ্য, আগ্নেয়, স্বাদুপাক, শীতল, বয়ঃসংস্থাপক, গুরু, বলকারক, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মাঙ্গল্যজনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রোচন, চারু, এবং বাতপিত্ত, ও কফের শান্তিকারক। সকল ঘৃত অপেক্ষা গব্য ঘৃত উৎকৃষ্ট। এই ঘৃত সেবন করিলে দেহের লাবণ্য, কান্তি, তেজ ও ওজ বৃদ্ধি হয় এবং অলক্ষ্মী, পাপ ও রক্ষোভয় বিদূরিত হয়।

অথ মাহিষস্য গুণাঃ।

মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে।

মাহিষ ঘৃতের গুণ।

মাহিষ ঘৃত স্বাদু, শীতল, শ্লেষ্মল, বৃষ্য, গুরু, স্বাদুপাক এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

ছাগস্য গুণাঃ।

আজমাজ্যন্করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎকটুঃ॥

ছাগীঘৃতের গুণ।

ছাগীঘৃত অগ্নির উদ্দীপক, চক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং কাস, শ্বাস ও ক্ষয় রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

অথ উষ্ট্রীঘৃতম্।

ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষকৃমিবিষাপহম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্॥

উষ্ট্রীঘৃত।

উষ্ট্রী ঘৃত পাকে কটু, দীপন, কফঘ্ন, বাতনাশক, এবং শোষ, কৃমি, বিষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ আবিকং ঘৃতম্।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্ব্বরোগবিনাশনম্।
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্।
চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষনিবারণম্॥

মেষী ঘৃত।

মেষী ঘৃত লঘুপাক, অস্থিবৃদ্ধিকারী এবং বাত দোষ অশ্মরী, শর্করা প্রভৃতি সমস্ত রোগের শান্তিকারক, চক্ষুষ্য, আগ্নেয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজক।

অথ নারীঘৃতম্।

কফেঽনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্।
চক্ষুষ্যমাজং ক্ষীণাং বা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্॥

নারী ঘৃত।

স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত সুধাতুল্য, চক্ষুষ্য এবং কফ, বাত, বায়ুরোগ, যোনিদোষ ও রক্তপিত্তের পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

অথাশ্বীঘৃতম্।

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নের্লঘু পাকে বিষাপহম্।
তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্বড়বাঘৃতম্॥

অশ্বী ঘৃত।

অশ্বীর দুগ্ধোদ্ভব ঘৃত দেহস্থ অগ্নির উত্তেজক, লঘুপাক, তৃপ্তিজনক এবং নেত্র-রোগ বিষ ও দাহের শান্তিকারক।

অথ দুগ্ধঘৃতস্য গুণাঃ।

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ।
নিহন্তি পিত্তদাহাস্রমদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্॥

দুগ্ধোদ্ভব ঘৃতের গুণ।

দুগ্ধজাত ঘৃত গ্রাহী, শীতল, এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তজ রোগ, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও ভ্রমের শান্তিকারক।

অথ হ্যস্তনদধিজঘৃতগুণাঃ।

হবির্হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তং স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎপরম্।
বলকৃদ্বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্॥

হ্যস্তন অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে পাতা দধি হইতে উৎপন্ন ঘৃতের গুণ।

এক দিনের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীনক বলে। হৈয়ঙ্গবীনক চক্ষুষ্য, দীপন, অতিশয় রুচিকর, বলকারক, বৃংহণ, বৃষ্য এবং জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক।

অথ পুরাণঘৃতস্য গুণাঃ।

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তত্রিদোষনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্॥
যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্॥

পুরাণ ঘৃতের গুণ।

এক বৎসর থাকিলেই ঘৃত পুরাণ হইয়া থাকে। পুরাণ ঘৃত ত্রিদোষঘ্ন, এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও অন্ধতার শান্তিকারক। ঐ সমস্ত ঘৃতের মধ্যে যে যে ঘৃত যত পুরাণ হয় ততই তাহাদের স্ব স্ব গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ।

যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥

নূতন ঘৃতের বিষয়।

ভোজন, তর্পণ, শ্রমোপনয়ন, বলক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত সেবন করিবে।

অথ ঘৃতপ্রয়োগস্যাবিষয়াঃ।

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে।
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্ব্বহুমন্যতে॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ঘৃতবর্গঃ।

ঘৃতপ্রয়োগের নিষেধ।

রাজযক্ষ্মা, শ্লেষ্মজ রোগ, রোগের অপক্কাবস্থায়, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দাগ্নি, প্রভৃতি রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে ঘৃত ভোজন প্রশস্ত নহে।

শ্রীভাবপ্রকাশে ঘৃত বর্গ
সমাপ্ত।

অথ মূত্রবর্গঃ।

তত্র গোমূত্রগুণাঃ।

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎকফবাতহৃৎ।
শূলগুল্মোদরানাহকণ্ড্বক্ষিমুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতামবস্তিরুক্কুষ্ঠনাশনম্।
কাসশ্বাসাপহং শোথকামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ॥

কণ্ডূকিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্
গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্।
কাসং সকুষ্ঠজঠরকৃমিপাণ্ডুরোগান্
গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি॥

সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্র মুচ্যতে।
প্লীহোদরশ্বাসকাসশোথবর্চোগ্রহাপহম্॥
শূলগুল্মরুজানাহকামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ॥

মূত্রবর্গ।

গোমূত্রের গুণ।

গোমূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, সক্ষার, তিক্ত, কষায়, লঘু, অগ্নির উদ্দীপক, মেধাজনক, ও পিত্তজনক। গোমূত্র সেবন করিলে কফ, বাত, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, কিলাস, বাত, আম, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস শোথ, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ সকল আরোগ্য হইয়া যায়। গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে একমাত্র গোমূত্র সেবনে কণ্ডু, কিলাস, শূল, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, গুল্ম, অতিসার, বায়ুরোগ, মূত্ররোধ, কাস, কুষ্ঠ, উদর, কৃমি,

ও পাণ্ডু, প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে। সকল প্রকার মূত্রাপেক্ষা গোমূত্র অধিক গুণকারী। এই জন্য যে স্থলে বিশেষ করিয়া কোন মূত্রের উল্লেখ না থাকিবে সে স্থলে মূত্রশব্দে গোমূত্রই বুঝিতে হইবে। ইহাতে প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, বর্চ, গ্রহ, শূল, গুল্ম, যন্ত্রণা, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, প্রভৃতি রোগ এবং পূরণপ্রযুক্ত কর্ণশূল রোগ ও প্রশমিত হয়। গোমূত্র কষায়, তিক্ত ও তীক্ষ্ণ।

মানুষমূত্রগুণাঃ।

নরমূত্রং গরং হন্তি সেবিতন্তু রসায়নম্।
রক্তপামাহরং তীক্ষ্ণং সক্ষারলবণং স্মৃতম্॥
গোজাবিমহিষীণাং তু স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্যতে।
খরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং স্মৃতম্॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে মূত্রবর্গঃ।

মানুষমূত্রের গুণ।

নরমূত্র রসায়ন, তীক্ষ্ণ, সক্ষার, লবণ-রস এবং গর, রক্তজ রোগ ও পাম রোগের শান্তিকারক। গো, ছাগ ও মহিষের স্ত্রীজাতির দুগ্ধই প্রশস্ত, কিন্তু গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তি, মানুষ, ও অশ্বের পুরুষজাতির মূত্রই হিতকারী।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে মূত্রবর্গ সমাপ্ত।

অথ তৈলবর্গঃ।

তত্র তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্।

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তুনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিলসম্ভবম্॥

তৈল বর্গ।

তৈলের স্বরূপনিরূপণ।

তিলাদি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলে। সকল প্রকার তৈল বিশেষতঃ তিলের তৈল বাতনাশক।

অথ তিলতৈলগুণাঃ।

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্যবলবর্ণকরং সরং।
বৃষ্যং বিকাশি বিষদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহং।
বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনং।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃশূলনাশনং লঘুতাকরং।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥
ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্টমথিতে ক্ষতপিচ্চিতে।
ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নিদগ্ধাবশ্লিষ্টদারিতে।
তথাভিহতনির্ভুগ্নমৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে।
বস্তৌ পানেঽম্বসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে॥

ননু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্য-মিত্যাহ।

রুক্ষাদিদুষ্টঃ পবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্‌যদা।
রসোঽসম্যগ্বহন্‌কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্॥
তেষু প্রবেষ্টুং সরত্ব-সৌক্ষ্ম্য-স্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ।
তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণং॥
ব্যবায়ি সূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণসরত্বৈর্মেদসঃ ক্ষয়ং।
শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতং।

রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎপ্রবর্ত্তয়েৎ।
গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতং॥
ঘৃতমব্দাৎপরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলং পক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকং॥

তিলতৈলের গুণ।

তিলের তৈল গুরু, স্থিরতাজনক, বলকারক, বর্ণের উৎকর্ষজনক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বৃষ্য, বিকাশী, বিষদ, রসে ও পাকে মধুর, সূক্ষ্ম, ঈষৎ কষায়; তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, বৃংহণ, রক্তপিত্তজনক, লেখন, মল ও মূত্রের অবরোধক, গর্ভাশয়ের সংশোধনকারী, দীপন, বুদ্ধি ও মেধার প্রসন্নতাজনক, ব্যবায়ী, লঘুতাকারী, কফঘ্ন, বাতনাশক, ত্বক্, কেশ ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর। এবং ব্রণ, মেহ ও কর্ণ, যোনি ও শিরোদেশের শূলের শান্তিকারক। অভ্যঙ্গে, ভোজনে, শরীরের কোন স্থান ছিন্ন ভিন্ন, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহত, নির্ভুগ্ন এবং মৃগ অথবা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক বিক্ষত হইলে, কিম্বা দেহস্থ কোন অস্থি স্থানভ্রষ্ট; মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত বা সন্ধিস্থানের অস্থি উৎপিষ্ট হইলে এবং বস্তিরোগে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণ ও অক্ষিপূরণে, সেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহনে তিলের তৈল প্রশস্ত। সমান অধিকরণ অর্থাৎ এক বস্তু কিরূপে বৃংহণ ও লেখন হয় তাহা বলা যাইতেছে। যৎকালে দেহস্থ পবন কফাদিজন্য দুষ্ট হইয়া স্রোতঃপথকে সঙ্কুচিত করে তৎকালে স্রোতের মধ্যে রস সম্যক্ প্রকারে প্রবাহিত হইতে পারে না সুতরাং রক্তাদিও বৃদ্ধি হয় না, অতএব শরীর কৃশ হইয়া পড়ে। সরত্ব, সূক্ষ্মতা, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্ব গুণ থাকাতে তৈল সেই সমস্ত স্রোতঃপথে প্রবেশ করিয়া রসসঞ্চলন করিতে পারে বলিয়া কৃশ ব্যক্তি দিগের পক্ষে তৈল বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক। তৈলের ব্যবায়িত্ব, সূক্ষ্মত্ব, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণত্ব ও সরত্ব এই কয়টি গুণ থাকাতে উহা ক্রমে ক্রমে মেদকে ক্ষয় করে। সুতরাং তৈলকে লেখন বলা যায়। তৈল সেবনে পুরীষ গাঢ় হয় এবং স্খলিত হইলে বিরেচিত হয় বলিয়া তৈলকে গ্রাহক ও সারক বলা যায়। পক্ব ঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হইয়া যায় কিন্তু তৈল পক্বই হউক আর অপক্বই হউক বহুকাল থাকিলেও তাহার গুণের লাঘব হয় না।

সরিসবরাই তৈলগুণাঃ।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকং।
কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহং।
কণ্ডূকুষ্ঠকৃমিশ্বিত্রকোঠদুষ্টব্রণপ্রণুৎ।
তদ্বদ্রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ।
'রাজিকয়োঃ' কৃষ্ণরাজী আরক্তরাজী দ্বয়োঃ।

সরিষা ও রাইসরিষার তৈলের গুণ।

সরিষার তৈল দীপন, রসে ও পাকে কটু, লঘু, লেখন, স্পর্শত ও বীর্য্যত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তের প্রকোপজনক; এবং কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরঃপীড়া, কর্ণ-

রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি, শ্বিত্র, কোট, এবং দুষ্টব্রণের শান্তিকারক। রাইসরিষার তৈলও ঐরূপ গুণকারী বিশেষতঃ উহা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উৎপাদক। এস্থলে রাই শব্দে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ রাই বুঝিতে হইবে।

তোরীতৈলগুণাঃ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্বিষকণ্ডূকুষ্ঠকোটকৃমিপ্রণুৎ।
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরং॥

তুবরী তৈলের গুণ।

তুবরী তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, গ্রাহী, কফঘ্ন, আগ্নেয়, এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোট, কৃমি, মেদ, বাতাদি দোষ, ব্রণ, শোথ এবং রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

অতসীতৈলগুণাঃ।

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥
মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্দোষহৃদ্দূষনং।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে।
অনুপানবিধৌ চাপি প্রয়োজ্যং বাতশান্তয়ে॥

অতসী তৈলের গুণ।

অতসীতৈল আগ্নেয়, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফকারী, পিত্তজনক, কটুপাক, চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকারক, বলকারক, বাতঘ্ন, গুরু, মলকারী, স্বাদুরস, গ্রাহী, ঘন এবং ত্বগ্দোষের শান্তিকারক। বস্তিপ্রয়োগ, পান, অভ্যঙ্গ, নস্য, কর্ণপূরণ, অনুপান ও বাত শান্তির জন্য এই তৈল প্রয়োগ করিবে।

বরত্বতৈলগুণা।

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদং॥

কুশুম তৈলের গুণ।

কুশুম তৈল অম্ল, স্বাদু, উষ্ণ, গুরু, বিদাহী, বলকারক, রক্তপিত্ত ও কফের প্রকোপজনক এবং চক্ষুর পক্ষে হিতকর নহে।

অথ খখসবীজতৈলস্য গুণা।

তৈলং তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতং।
বাতহৃৎকফহৃচ্ছীতং স্বাদুপাকরসং চ তৎ॥

খসবীজের তৈল।

খসবীজের তৈল বলকারক, বৃষ্য, গুরুপাক, বাতঘ্ন, কফনাশক, শীতল এবং রসে ও পাকে স্বাদু।

এরণ্ডতৈলগুণাঃ।

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদং॥
কষায়ামুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্।
বিস্রং স্বাদুরসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরং॥
বিষমজ্বরহৃদ্রোগপৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলনুৎ।
হন্তি বাতোদরানাহগুল্মাষ্ঠীলাকটিগ্রহান্॥
বাতশোণিতবিড়্বদ্ধব্রধ্নশোথামবিদ্রধীন্।
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তায়মেরণ্ডস্নেহকেশরী॥

এরণ্ড তৈলের গুণ।

এরণ্ডতৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, ত্বকের পক্ষে হিতকর,

বয়ঃস্থাপক, মেধাবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলকারক, পশ্চাৎ কষায়রস, সূক্ষ্ম, বিস্র, রসে ও পাকে স্বাদু, সতিক্ত, কটু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, এবং বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদির শূল, বাতোদর, আমাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিগ্রহ, বাত, রক্তজ রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ, আম ও বিদ্রধি রোগের শান্তিকারক। কেশরী যেমন বনচারী গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা এরণ্ড তৈলও তদ্রূপ দেহস্থ আমাবাতের একমাত্র ঔষধি।

রালতৈলগুণাঃ।

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনং।
কুষ্ঠপামাকৃমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহং॥

ধূনার তৈল।

ধূনার তৈল বিস্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, পাম, কৃমি ও বাতশ্লেষ্ম রোগের শান্তিকারক।

সর্ব্বতৈলগুণাঃ।

তৈলং স্বয়োনিগুণকৃদ্বাগ্‌ভটেনাখিলং মতং।
অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়া স্বয়োনিবৎ॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে তৈলবর্গঃ।

সকল প্রকার তৈলের গুণ।

বাগ্‌ভট বলেন যে যে দ্রব্য হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় সেই দ্রব্যের ন্যায়ই তৈলের গুণ হইয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত গুণ উল্লেখ করা গেল না তাহাদিগের উপাদান অনুসারে গুণ বুঝিয়া লইবে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে তৈলবর্গ সমাপ্ত।

অথ সন্ধানবর্গঃ।

তত্র কাঞ্জিকস্য লক্ষণ গুণাশ্চ।

সন্ধিতং ধান্যমণ্ডাদি কাঞ্জিকং কথ্যতে জনৈঃ।
কাঞ্জিকং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু॥
দাহজ্বরহরং স্পর্শাৎপানাদ্বাতকফাপহং।
মাষাদিবটকৈর্য্যত্তু ক্রিয়তে তদ্‌গুণাধিকং॥
লঘু বাতহরন্তত্তু রোচনং পাচনং পরং।
শূলাজীর্ণবিবন্ধামনাশনং বস্তিশোধনং॥
শোষমূর্চ্ছাভ্রমার্ত্তানাং মদকণ্ডুবিশোষিণাং।
কুষ্ঠিনাং রক্তপিত্তীনাং কাঞ্জিকং ন প্রশস্যতে॥
পাণ্ডুরোগে চ যক্ষ্মণি তথা শোথাতুরেষু চ।
ক্ষতক্ষীণে তথা শ্রান্তে মন্দজ্বরনিপীড়িতে।
এতেষাস্তু হিতং প্রোক্তং কাঞ্জিকং দোষকারকং॥

সন্ধান বর্গ।

কাঞ্জির লক্ষণ ও গুণ।

সন্ধিত ধান্যের মণ্ডাদিকে লোকে কাঞ্জি বলে। কাঞ্জি ভেদী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, পাচক ও লঘু। কাঞ্জি গাত্রে লেপন করিলে দাহজ্বর নিবারণ এবং পান করিলে বাত ও কফের শান্তি হয়।

মাষাদির বটক হইতে যে কাঞ্জি প্রস্তুত হয় তাহা অধিকতর গুণকারী। কারণ উহা লঘু, বাতঘ্ন, রোচন, বস্তিশুদ্ধিকর, অত্যন্ত পাচন এবং শূল, অজীর্ণ, বিবন্ধ ও আমের শান্তিকারক। যাহারা শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, কণ্ডু, শোষ, অথবা রক্তপিত্ত রোগগ্রস্ত তাহাদিগের পক্ষে কাঞ্জি প্রশস্ত। কিন্তু যাহারা পাণ্ডুরোগ, যক্ষ্মা ও শোষরোগগ্রস্ত, বা ক্ষতরোগে ক্ষীণ অথবা পরিশ্রান্ত কিম্বা মন্দজ্বরে নিপীড়িত তাহাদিগের পক্ষে কাঞ্জি হিতকারী নহে বরং অপকারী ;

অথ তুষোদকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

তুষোদকং যবৈ রামৈঃ সতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ।
যবৈঃ উদকে সংহিতৈঃ সন্ধানবর্গোক্তত্বাৎ—
তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডু কৃমিগদাপহং।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং পিত্তরক্তকৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥

তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ।

সতুষ কাঁচা যবকে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই সমস্ত তুষ ভিন্নীকৃত হইলে তুষোদক বলে। তুষাম্বু দীপন, হৃদ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তপিত্তের প্রকোপজনক এবং পাণ্ডু, কৃমি, কুষ্ঠ, ও বস্তিশূলের শান্তিকারক।

অথ সৌবীরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

সৌবীরন্তু যবৈ রামৈঃ পক্কৈর্ব্বা নিস্তুষৈঃ কৃতং।
গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে॥
সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃকফঘ্নং ভেদি দীপনং।
উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দাস্থিশূলানাহেষু শস্যতে।

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ।

পক্ব বা অপক্ক যবকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিস্তুষীকৃত হইলে তাহাকে সৌবীর বলে। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে গোধূমেও সৌবীর প্রস্তুত হয়। সৌবীর কফঘ্ন, ভেদী, দীপন, এবং গ্রহণী, অর্শ, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অস্থিশূল ও আনাহ রোগের শান্তিকারক।

অথারনালস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

আরনালন্তু গোধূমৈ রামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্কৈর্ব্বা সন্ধিতৈস্তত্তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ॥

আরনাল।

অপক্ক নিস্তুষীকৃত গোধূমে আরনাল প্রস্তুত হয়॥ পক্ক গোধূমেও আরনাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরনাল সৌবীরেরই তুল্য গুণকারী।

অথ ধান্যাম্লস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাশ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ।
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎপ্রীণনং লঘু দীপনং।
অরুচৌ বাতরোগেষু সর্ব্বেষাস্থাপনে হিতং॥

ধান্যাম্ল।

শালিচূর্ণ বা কোদ্রব ধান্যে ধান্যাম্ল নামক কাঁজি প্রস্তুত হয়। ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া উহা লঘু, দীপন তৃপ্তিকর এবং অরুচি, বাতরোগ ও সকল প্রকার আস্থাপনে হিতকারী।

অথ শিণ্ডাক্যা লক্ষণং গুণাশ্চ।

শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যান্মূলকদলদ্রবৈঃ।
সর্ষপস্বরসৈর্ব্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ॥

সক্তিতৈরিতি শেষঃ
শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা।

শিণ্ডাকীর লক্ষণ ও গুণ।

রাইসরিষাসংযুক্ত দ্রব মূল ও কদলী অথবা শালিপিষ্টসংযুক্ত স্বরস সর্ষপকে শিণ্ডাকী বলে। শিণ্ডাকী রোচন, গুরু, ও পিত্তশ্লেষ্মজনক।

অথ শুক্তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে॥
শুক্তং কফঘ্নং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু।
পাণ্ডুকৃমিহরং রুক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃৎ॥

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ।

কন্দ, মূল, ও ফলাদিতে তৈল ও লবণ মাখাইয়া যে দ্রব্যে ভিজাইয়া রাখিলে কাঁজির ন্যায় হয় তাহাকে শুক্ত বলে। শুক্ত কফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, পাচন, লঘু, রুক্ষ, ভেদী, রক্তপিত্তের প্রকোপ-জনক এবং পাণ্ডু ও কৃমি রোগের শান্তি-কারক।

অথ সন্ধানস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কন্দমূলফলাদ্যং যৎ তত্তু বিজ্ঞেয়মাসুতম্।
তদ্রুচ্যং পাচনং বাতহরং লঘু বিশেষতঃ।

সন্ধানের লক্ষণ ও গুণ।

উৎকৃষ্ট কন্দ, মূল ও ফলকে আসুত বলে। আসুত রুচ্য, পাচক, বাতঘ্ন, ও বিশেষতঃ লঘু।

অথ মদ্যস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ।

মদ্যন্তু সীধুর্মৈরেয়মিরা চ মদিরা সুরা।
কাদম্বরী বারুণী চ হালাপি বলবল্লভা॥
পেয়ঞ্চ যন্মাদকং লোকৈস্তন্মদ্যমভিধীয়তে।
যথারিষ্টং সুরা সীধুরাসবাদ্যমনেকধা।
মদ্যং সর্ব্বং ভবেদুষ্ণং পিত্তকৃদ্বাতনাশনম্।
ভেদনং শীঘ্রপাকঞ্চ রুক্ষং কফহরং পরম্।
অম্লঞ্চ দীপনং রুচ্যং পাচনং চাশুকারি চ।
তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মঞ্চ বিশদং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।

মদ্যের নাম, লক্ষণ ও গুণ।

মদ্যকে সীধু, মৈরেয়, ইরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুণী, হালা, ও বলবল্লভ বলে। লোকে যে মাদক দ্রব্য সেবন করে তাহাকে মদ্য বলে। মদ্য অনেক প্রকার যেমন অরিষ্ট, সুরা, সীধু ও আসব ইত্যাদি। সকল প্রকার মদ্যই উষ্ণ, পিত্তকারী, বাতঘ্ন, ভেদী, শীঘ্রপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত কফনাশক, অম্লরস, দীপন, রুচ্য, পাচি, আশুকারী, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, বিশদ, ব্যবায়ী, ও বিকাশী।

অথারিষ্টস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

পক্বৌষধাম্বুসিদ্ধং যন্মদ্যং তৎস্যাদরিষ্টকম্।
'অরিষ্টং' মদ্যমিতি লোকে। যথা দ্রাক্ষা-রিষ্টম্। দশমূলারিষ্টম্। বব্বুলারিষ্টমিতি।
অরিষ্টং লঘু পাকেন সর্ব্বতশ্চ গুণাধিকম্।
অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ।

অরিষ্টের লক্ষণ ও গুণ।

পক্ক ওষধী জলে সিদ্ধ করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে অরিষ্ট বলে। অরিষ্টকেও লোকে মদ্য বলে। যেমন

দ্রাক্ষারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট ও বব্বুলারিষ্ট ইত্যাদি। অরিষ্ট সকল মদ্য অপেক্ষা অধিক গুণকারী ও লঘুপাক। যে বীজে ও যে দ্রব্যে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় সেই বীজ ও সেই দ্রব্যের ন্যায়ই অরিষ্টের গুণ হইয়া থাকে।

অথ সুরায়া লক্ষণং গুণাশ্চ।

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা।
সুরা গুর্ব্বী বলস্তন্যপুষ্টিমেদঃকফপ্রদা।
গ্রাহিণী শোথগুল্মার্শোগ্রহণীমূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ॥

সুরার লক্ষণ ও গুণ।

শালি বা ষাইট ধান্যের পিষ্টাদিতে প্রস্তুত মদ্যকে সুরা বলে। সুরা গুরু, গ্রাহী, বলকারক, কফজনক এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক। সুরা নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয় এবং স্তন্য ও মেদ বৃদ্ধি হয়।

অথ সুরাভেদো বারুণী, তস্যা লক্ষণং গুণাশ্চ।

পুনর্নবাশিলাপিষ্টৈর্ব্বারুণী বিহিতা স্মৃতা।
সংহিতৈস্তালখর্জুররসৈর্যা সাপি বারুণী।
সুরাবদ্বারুণী লঘ্বী পীনসাধ্মানশূলনুৎ॥
সুকাণ্ডো ভেদার্থং লঘ্বীতি।

বারুণীর লক্ষণ ও গুণ।

বারুণী একপ্রকার সুরা। পুনর্নবা শিলায় পিষণ পূর্ব্বক তাল বা খেজুর রসে মিশ্রিত করিয়া যে সুরা প্রস্তুত হয় তাহাকেও বারুণী বলা যায়। বারুণী সুরারই তুল্য লঘু এবং পীনস, আধ্মান ও শূলরোগের শান্তিকারক।

অথ সীধুদ্বয়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষোঃ পক্বৈঃ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরঃ সদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ।
বিবন্ধমেদঃশোথার্শঃশোফোদরকফাময়ান্।
তস্মাদল্পগুণঃ শীতরসঃ সংলেখনঃ স্মৃতঃ॥

সীধু দ্বয়ের লক্ষণ ও গুণ।

সীধু দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়। পক্ব ইক্ষু রসে যে সীধু প্রস্তুত হয় তাহাকে পক্বরস এবং অপক্ব ইক্ষুরসে যে সীধু প্রস্তুত হয় তাহাকে শীতরস বলে। পক্বরস সীধুই উৎকৃষ্ট। উহা বাতপিত্তকারী, সদ্য স্নেহন, রোচক, স্বরবর্দ্ধক, বর্ণকারী, বলকারক, আগ্নেয় এবং বিবন্ধ মেদবৃদ্ধি, শোথ, অর্শ, শোফ, উদর ও কফরোগের শান্তিকারক। শীতরস সংলেখন এবং পক্বরস অপেক্ষা অল্পগুণ।

অথাসবস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
যথা লোহাসবাদিঃ।
আসবস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ।

আসবের লক্ষণ ও গুণ।

অপক্ব ঔষধি ও জলে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে আসব বলে। যেমন লোহাসব ইত্যাদি। যে বীজ ও যে দ্রব্যে যে

আসব প্রস্তুত হয় সেই বীজ ও সেই দ্রব্যের গুণই আসবের গুণ হইয়া থাকে।

অথ নবপুরাণমদ্যগুণাঃ।

মদ্যং নবমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরম্।
অহৃদ্যং বৃংহণন্দাহি দুর্গন্ধং বিশদং গুরু॥
জীর্ণন্তদেব রোচিষ্ণু কৃমিশ্লেষ্মানিলাপহম্।
হৃদ্যং সুগন্ধি গুণবল্লঘু স্রোতোবিশোধনম্॥

নূতন ও পুরাণ মদ্যের গুণ।

নূতন মদ্য অভিষ্যন্দী, ত্রিদোষজনক, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, অহৃদ্য, বৃংহণ, দাহজনক, দুর্গন্ধ, বিশদ ও গুরু। পুরাতন মদ্য রোচিষ্ণু, হৃদ্য, সুগন্ধী, গুণকারী, লঘু, স্রোতঃশুদ্ধিকর, এবং কৃমি, শ্লেষ্ম, ও বায়ুর শান্তিকারক।

অথ সাত্ত্বিকানাং মদ্যং পিবতঃ চেষ্টাবিশেষাঃ।

সাত্ত্বিকে গীতহাস্যাদি রাজসে সাহসাদিকম্।
তামসে নিন্দ্যকর্ম্মাণি নিদ্রাঞ্চ মদিরাচরেৎ॥
'আচরেৎ' কুর্য্যাৎ।
বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলং।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতং যথা॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং।

সাত্ত্বিকাদিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মদ্যপানে চেষ্টার প্রভেদ।

সাত্ত্বিক পুরুষের মদ্যপানে গীত ও হাস্যাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে, রজোগুণাধিক পুরুষের মদ্যপানে সাহসাদির উদ্রেক হয় এবং তমোগুণাধিক পুরুষের মদ্যপানে নিন্দিত কর্ম্ম আচরণে ও নিদ্রাতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিধিপূর্ব্বক, যথামাত্রায় যথাকালে বিহিত পরিমাণে এবং হৃষ্ট মনে মদ্যপান করিলে তাহা সুধাতুল্য হয়। মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায়। অতএব নিয়মপূর্ব্বক মদ্য পান করিলে অমৃতের ন্যায় হিতকারী এবং অনিয়মপূর্ব্বক পান করিলে পীড়াদায়ক হয়।

অথ মদ্যানাং গন্ধনাশনোপায়ঃ।

মুস্তৈলবালুকধনজীরকধান্যকৈলাঃ
যশ্চর্ব্বয়েন্ সদসি বাচমভিব্যনক্তি।
স্বাভাবিকং মুখজমুজ্ঝতি পূতিগন্ধং
গন্ধঞ্চ মদ্যলশুনাদিভবঞ্চ নূনম্॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে সন্ধানবর্গঃ।

মদ্যের গন্ধনাশকর উপায়।

মুথা, এলাইচ, এলবালুক কুড়, জীরে ও ধনে এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র করিয়া চর্ব্বন করিলে মুখে স্বাভাবিক গন্ধ হয় এবং মদ্যপান ও লশুনাদিসেবন জনিত দুর্গন্ধ নিশ্চয় বিদূরিত হয় এবং জনসমাজে কথাবার্ত্তা কহিলে কেহই জানিতে পারে না।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে সন্ধানবর্গ সমাপ্ত।

অথ মধুবর্গঃ।

তত্র মধুনো নামানি গুণাশ্চ।

মধুমাক্ষীকমাধ্বীকক্ষৌদ্রসারঘামীরিতম্।
মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গবান্তপুষ্পরসোদ্ভবম্॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যন্দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণং॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনং।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরং॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্রকফমেহক্লমকৃমীন্॥
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাসহিক্কাতীসারবিড়্গ্রহান্।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্পবাতলং॥

মধুবর্গ।

মধুর নাম ও গুণ।

মক্ষিকা, ভ্রমর বা ভৃঙ্গ যে পুষ্পরস বমন করে তাহা হইতে মধু উৎপন্ন হয়। মধুকে মাক্ষীক, মাধ্বীক ক্ষৌদ্র বা সারঘা বলে। মধু, শীতল, লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, গ্রাহী, বিলেখন, চক্ষুষ্য, দীপন, স্বরের উৎকর্ষজনক, ব্রণের সংশোধনকর ও রোপণ, সৌকুমার্য্যকর, অতিশয় সূক্ষ্ম, স্রোতঃশুদ্ধিকর, পশ্চাৎ কষায়রস, হ্লাদি, অতিশয় প্রসাদজনক, বর্ণের উজ্জ্বল্যজনক, মেধাকর, বৃষ্য, বিশদ, রোচন, যোগবাহী, ঈষৎবাতল এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্তপিত্ত, কফ, মেহ, ক্লান্তি, কৃমি, মেদবৃদ্ধি, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ মধুভেদাঃ।

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি।
আর্য্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ॥

মধুভেদ।

মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক, ও দাল জাতিভেদে মধু আটপ্রকার। অতঃপর ইহাদিগের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে।

অথ তেষাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

তত্র মাক্ষিকস্য লক্ষণম্।

মাক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ।
তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্॥
মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু।
কামলার্শঃক্ষতশ্বাসকাসক্ষয়বিনাশনম্॥

মাক্ষিকের লক্ষণ।

পিঙ্গলবর্ণ বড় মধুমক্ষিকাকে মাক্ষিক এবং তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক বলে। মধুর মধ্যে মাক্ষিকই শ্রেষ্ঠ। উহা লঘু, চক্ষুরোগঘ্ন এবং কামলা, অর্শ, ক্ষত, শ্বাস, কাশ ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক।

অথ ভ্রামরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কিঞ্চিৎসূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্‌পদেভ্যোঽলি-
ভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যত্তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্॥
ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎপিচ্ছিলং হিমম্॥

ভ্রামরের লক্ষণ ও গুণ।

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাকার প্রসিদ্ধ ষট্‌পদবিশিষ্ট ভ্রমরকর্তৃক সঞ্চিত স্ফটিকের ন্যায়

নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর বলে। ভ্রামর মধু রক্তপিত্তঘ্ন, গুরু, মূত্রজনক, জড়তাকর, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতল।

অথ ক্ষৌদ্রস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ।
গুণৈর্মাক্ষিকবৎক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্॥

ক্ষৌদ্রের লক্ষণ ও গুণ।

কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মৌমাছিকে ক্ষুদ্রা বলে। এই মাছিতে যে মধু সঞ্চয় করে তাহাকে মুনিগণ ক্ষৌদ্র বলেন। ক্ষুদ্রা কপিলবর্ণ বলিয়া তৎকৃত মধুও কপিল-বর্ণ হয়। ক্ষৌদ্রের গুণ মাক্ষিকেরই তুল্য, কেবলমাত্র বিশেষ এই যে উহা মেহের শান্তিকারক।

অথ পৌত্তিকস্য লক্ষণং গুণাঃ।

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরা প্রায়ো মহাপীড়িকাঃ
বৃক্ষানাস্তরুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে।
তাস্তজ্জ্ঞৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা।
তুল্যং যৎ মধু তদ্বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্॥
পৌত্তিকং মধু রূক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ।
বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ॥

পৌত্তিক মধুর লক্ষণ ও গুণ।

যে সকল কৃষ্ণবর্ণ মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার ও মহাপীড়াজনক মৌমাছি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কোটরে পুষ্পাসব (মৌচাক) নির্ম্মাণ করে, তজ্জ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন এবং তৎকৃত মধুকে বনচরেরা পৌত্তিক বলিয়া থাকে। পৌত্তিক মধু রূক্ষ, উষ্ণ, বিদাহী এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, বাত এবং গ্রন্থি প্রভৃতিস্থানের ক্ষত ও শোষের শান্তিকারক।

ছাত্রস্য লক্ষণং গুণাঃ।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে।
কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্।
ছাত্রং কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু॥
স্বাদুপাকং কৃমিশ্বিত্ররক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ।
ভ্রমতৃণ্মোহবিষহৃৎ তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্॥

ছাত্রের লক্ষণ ও গুণ।

বরটা একপ্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ মাছি। উহারা প্রায় হিমালয় প্রদেশের বনে ছত্রের ন্যায় চাক প্রস্তুত করে। ঐ চাক হইতে যে মধু উৎপন্ন হয় তাহাকে ছাত্র বলে। ছাত্র মধু ঈষৎ পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরু, স্বাদুপাক ও তৃপ্তিকর। এই মধু সকল মধু অপেক্ষা গুণকারী। ইহাতে কৃমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, মেহ, ভ্রম, তৃষ্ণা, মোহ ও বিষের শান্তি হয়।

অথার্ঘ্যস্য লক্ষণং গুণাঃ।

মধুকবৃক্ষনির্য্যাসং জরৎকার্ব্বাশ্রমোদ্ভবং।
স্রবত্যার্ঘ্যন্তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যা পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ।
আর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যত্তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ॥
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ॥

আর্ঘ্যের লক্ষণ ও গুণ।

জরৎকারু নামক মুনির আশ্রমজাত মধূক বৃক্ষের নির্যাসকে আর্ঘ্য এবং মালয়দেশে উহাকে শ্বেতক বলে। কেহ কেহ বলেন আর্ঘা নামে ভ্রমরের ন্যায় একপ্রকার পীতবর্ণ মক্ষিকা আছে তাহার তুণ্ড অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং তৎকৃত মধুকে আর্ঘ্য বলা যায়। আর্ঘ্য নামক মধু কষায়, কটুপাক, তিক্ত, বলকারক, পুষ্টি-জনক এবং কফ, পিত্ত ও দৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপকারী॥

অথোদ্দালকস্য লক্ষণং গুণাঃ।

প্রায়োবল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ।
কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎস্যাদৌদ্দালকং মধু॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষাম্লমুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ॥

ঔদ্দালকের লক্ষণ ও গুণ।

এক প্রকার কপিলবর্ণ ক্ষুদ্র কীট আছে তাহাদিগকে ঔদ্দালক বলে। এই কীট প্রায় বল্মীকের মধ্যে বাস করে। এই কীট দ্বারা যে মধু প্রস্তুত হয় তাহাকে ঔদ্দালক বলে। ঔদ্দালক কপিলবর্ণ ও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মধু রুচিকর, কষায়, উষ্ণ, অম্ল, কটুপাক, পিত্তজনক, কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষতাজনক এবং কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকারক।

অথ দালস্য লক্ষণং গুণাঃ।

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্যত্তু পত্রোপরি স্থিতং।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধু কীর্ত্তিতম্॥
দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহং।
কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ॥
অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকং।
লঘুপাকে গুরুভারিকং তুলিতম্॥

দালের লক্ষণ ও গুণ।

যে মধু পুষ্প হইতে স্রুত হইয়া পত্রোপরি পতিত হয় তাহাকে দাল বলে। দাল মধুর, অম্ল ও কষায়রসবিশিষ্ট, পাকে লঘু, দীপনীয়, কফঘ্ন, পশ্চাৎ কষায়রস, রুক্ষ, রুচিকর, অত্যন্ত মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, গুরু, ও ভারিক এবং ছর্দ্দি ও প্রমেহের শান্তিকারক।

অথ নবপুরাণমধুগুণাঃ।

নবং মধু ভবেৎপুষ্ট্যৈ নাতি শ্লেষ্মহরং সরং।
পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনং॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসম্বৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥

নূতন ও পুরাণ মধুর গুণ।

নূতন মধু পুষ্টিকারক, ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক বটে কিন্তু শ্লেষ্মের পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে। এবং পুরাতন মধু গ্রাহক, রুক্ষ, মেদোঘ্ন ও অতিশয় লেখন। পণ্ডিতগণ বলেন যে মধু, চিনি ও গুড় এক বৎসর থাকিলেই পুরাতন হয়।

অথ মধুনঃ শীতস্য গুণাধিক্যমুষ্ণতায়া নিষেধঃ।

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ।
গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু॥

বিষান্বয়াত্তদুষ্ণত্ত্ব দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥

শৈত্যগুণবিশিষ্ট মধুর গুণাধিক্য এবং উষ্ণত্ববিশিষ্ট মধুর নিষেধ।

বিষাক্ত ভ্রমরাদি বিষময় পুষ্প হইতে রস গ্রহণ করিয়া যে মধু প্রস্তুত করে তাহা শীতল হইলে অনিষ্টকারী হয় না, কিন্তু নির্ব্বিষ মধুও যদি উষ্ণ হয় কিম্বা উষ্ণ বস্তুর সহিত মিশ্রিত, উষ্ণার্ত্তে বা উষ্ণকালে সেবিত হয় তাহা হইলে বিষতুল্য হয়।

অথ মদনম্।

মদনন্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকং।
মধ্বাধারো মদনকং মধুথিত্থমপি স্মৃতম্॥
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাতকুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে মধুবর্গঃ।

মদন (মোম)।

মদনকে মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধুথিত বা মধ্বাধার বলে। মদন মৃদু, সুস্নিগ্ধ, ভূতঘ্ন, ব্রণরোপক, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী এবং বাত, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তজ রোগের শান্তিকারক।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে মধুবর্গ সমাপ্ত।

অথেক্ষুবর্গঃ।

তত্রাদৌ ইক্ষোর্নামানি গুণাশ্চ।

ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ।
গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ।
স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ॥

ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষুর নাম ও গুণ।

ইক্ষুকে দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ বলে। ইক্ষু বলকারক, বৃষ্য, কফপ্রদ, রসে ও পাকে স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মূত্রকারক, শীতল ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথেক্ষুভেদাঃ।

পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চাপি বংশকঃ শতপোরকঃ।
কান্তার স্তাপসেক্ষুশ্চ কাণ্ডেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ॥
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকঃ।
ইত্যেতা জাতয়স্তেষাং কথয়ামি গুণানপি॥

ইক্ষুর জাতি ভেদ।

ইক্ষু দ্বাদশ প্রকার যথা—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপস, কাণ্ডেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশক। অতঃপর উহাদিগের গুণ বলা যাইতেছে।

অথ পৌণ্ড্রভীরুকয়োর্গুণাঃ।

বাতপিত্তপ্রশমনো মধুরো রসপাকয়োঃ।
সুশীতো বৃংহণো বল্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥

শ্বেতপোণ্ড্রক ও ভীরুকের গুণ—এই উভয়বিধ ইক্ষুই রসে ও পাকে মধুর, সুশীতল, বৃংহণ, বলকারক, এবং বাত ও পিত্তের প্রশমনকর।

অথ করিয়াকুশিআরগুণাঃ।

কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ।

কোশকার—কোশক নামক ইক্ষু গুরু-পাক, শীতল, এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক।

অথ কান্তারেক্ষুগুণাঃ।

কান্তারেক্ষুর্গুরুর্বৃষ্যঃ শ্লেষ্মলো বৃংহণঃ সরঃ।

কান্তার ইক্ষুর গুণ—কান্তার গুরু, বৃষ্য, শ্লেষ্মল, বৃংহণ ও শুক্রাদির প্রবর্ত্তক।

অথ বড়োষাগুণাঃ।

দীর্ঘপোরঃ সুকঠিনঃ সক্ষারো বংশকঃ স্মৃতঃ।

বংশকের গুণ—বংশক দীর্ঘ পর্ব্ব-বিশিষ্ট, সুকঠিন ও সক্ষার।

অথ শতপোরকগুণাঃ।

শতপর্ব্বা ভবেৎকিঞ্চিৎকোশকারগুণান্বিতঃ।
বিশেষাৎকিঞ্চিদুষ্ণশ্চ সক্ষারঃ পবনাপহঃ।

শতপোরকের গুণ—শতপর্ব্বা ইক্ষুতে কোশকারের গুণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অধিকন্তু এই ইক্ষু কিঞ্চিৎ উষ্ণ, সক্ষার ও বায়ুনাশক।

অথ তাপসেক্ষুগুণাঃ।

তাপসেক্ষুর্ভবেন্মৃদ্বী মধুরা শ্লেষ্মকোপনী।
তর্পণী রুচিকৃচ্চাপি বৃষ্যা চ বলকারিণী।

তাপসেক্ষুর গুণ—তাপস নামক ইক্ষু মৃদু, মধুর, শ্লেষ্মের প্রকোপজনক, বৃষ্য, তর্পণ, রুচিকর, ও বলকারক।

অথ কাণ্ডেক্ষুগুণাঃ।

এবংগুণস্তু কাণ্ডেক্ষুঃ স তু বাতপ্রকোপণঃ।

কাণ্ডেক্ষুর গুণ—কাণ্ডেক্ষু প্রায় তাপ-সেক্ষুরই তুল্য, অধিকন্তু উহা বাতের প্রকোপজনক।

অথ সূচীপত্র-নৈপালী-দীর্ঘপত্র-নীল-পোরাণাং গুণাঃ।

সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালী দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ॥

সূচীপত্র, নৈপালী, দীর্ঘপত্র, ও নীল-পোরের গুণ—এই কয় প্রকার ইক্ষু বাতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, কষায়রস ও বিদাহী॥

অথ মনোগুপ্তাগুণাঃ।

মনোগুপ্তা বাতহরী তৃষ্ণাময়বিনাশিনী।
সুশীতা মধুরাতীব রক্তপিত্তপ্রণাশিনী॥

মনোগুপ্তার গুণ—মনোগুপ্তা বাতঘ্ন, সুশীতল, অতীব মধুর, এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও অন্যান্য রোগের শান্তিকারক।

অথ বালযুববৃদ্ধেক্ষুগুণাঃ।

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ।
যুবা তু বাতহৃৎস্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ।
রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ।

কচি, অর্দ্ধপক্ক ও পক্ক ইক্ষুর গুণ।

কচি ইক্ষু মেদ, মেহ ও কফের

উৎপাদক, যুবা ইক্ষু স্বাদু, ঈষৎ, তীক্ষ্ণ ও পিত্তঘ্ন এবং বৃদ্ধ ইক্ষু বলকারক, বীর্য্য-বর্দ্ধক এবং বাত, ক্ষত ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথাঙ্গভেদেন ভেদঃ।

মূলে তু মধুরোঽত্যর্থং মধ্যেঽপি মধুরঃ স্মৃতঃ।
অগ্রে গ্রন্থিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষুঃ পটুরসো জনৈঃ॥

ইক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের গুণ।

ইক্ষুর মূল অত্যন্ত মধুর, মধ্যদেশ মধুর, এবং অগ্রভাগ ও গ্রন্থি পটুরস জানিবে।

অথ দন্তপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥

চর্ব্বিত ইক্ষুরসের গুণ।

চর্ব্বণ করিয়া ইক্ষু ভক্ষণ করিলে চিনির ন্যায় বীর্য্যশালি হয়, বিদাহী দোষ থাকে না, রক্তপিত্তের শান্তি হয় এবং কফ জন্মে।

অথ যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

মূলাগ্রজন্তুগ্রন্থ্যাদি পীড়নান্মল সঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎকালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্‌যান্ত্রিকো রসঃ॥

যন্ত্রপীড়িত ইক্ষু রসের গুণ।

ইক্ষুর মূল ও অগ্রভাগের গ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রে নিপীড়িত করিলে ঐ রসে অনেক মল মিশ্রিত থাকে এবং ঐ রস কিছুকাল থাকে বলিয়া বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং সেই রস বিদাহী, বিষ্টম্ভী, ও গুরুপাক হইয়া থাকে।

অথ পর্য্যুষিতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টোহম্লো বাতাপহো গুরুঃ।
কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ॥

পর্য্যুষিত রসের গুণ।

পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি ইক্ষুর রস হিতকারী নহে; কারণ উহা অম্লরস, বাতঘ্ন, গুরুপাক, ভেদকারী, মূত্রজনক, কফ ও পিত্তের প্রকোপজনক। এবং শোষজনক।

অথ পক্কস্যেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

পক্কোরসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ॥

পক্ক ইক্ষুরসের গুণ।

ইক্ষুর পক্করস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ পিত্তকারী এবং কফ, বাত, গুল্ম ও আনাহের শান্তিকারক।

অথেক্ষুরসস্য বিকারাণাং গুণাঃ।

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড্‌দাহমূর্চ্ছাপিত্তাস্রনাশনাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ।
বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ॥

ইক্ষু বিকারের গুণ।

ইক্ষু বিকার গুরুপাক, মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রাদির প্রবর্দ্ধক, বৃষ্য,

মোহনাশক, শীতল, বৃংহণ, বিষয় এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

অথ ফাণিতং। চরকারাবচ্ছোবা ইতি লোকে।

তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষোঃ রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ।
বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনং॥

ফাণিতের লক্ষণ ও গুণ।

ইক্ষুরসকে পাক করিয়া যখন ঈষৎ গাঢ় হইয়া আসিবে এবং দ্রবাংশ অধিক থাকিবে তখন তাহাকে ফাণিত বা ফেণী বলে। ফেণী গুরু, অভিষ্যন্দী, কফকারী, বৃংহণ, শুক্রজনক, মূত্র ও বস্তিশোধনকর এবং বাত, পিত্ত ও শ্রমের শান্তিকারক।

অথ মৎস্যণ্ডী।

রাবকাব খণ্ডয়াব ইতি লোকে।

তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষোরসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাত্তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা॥

মৎস্যণ্ডী (মিছরি)।

ঈষৎ দ্রবত্ববিশিষ্ট ঘন পক্ক ইক্ষুরস অল্পে অল্পে ক্ষরিত হইয়া যে ইক্ষুবিকার প্রস্তুত হয় তাহাকে মৎস্যণ্ডী বা মিছরী বলে। মিছরি বলকারক, লঘুপাক, মধুর, বৃষ্য, বৃংহণ এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

অথ গুড়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দৃঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ॥
গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃকফকৃমিবলপ্রদঃ॥

গুড়ের লক্ষণ ও গুণ।

ইক্ষুরস পাক করিয়া লোষ্ট্রবৎ কঠিন হইয়া আসিলে তাহাকে গুড় বলা যায়। গৌড়দেশে মিছরিকে গুড় বলে। গুড় গুরুপাক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্রশোধন, বলকারক, কৃমিজনক, মেদবর্দ্ধক, কফকারী এবং অতিশয় পিত্তনাশক নহে।

অথ পুরাণগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥

পুরাতন গুড়ের গুণ।

পুরাতন গুড় লঘু, পথ্য, অনভিষ্যন্দী, আগ্নেয়, পুষ্টিকর, পিত্তঘ্ন, মধুর, বৃষ্য, বাতনাশক এবং রক্তজরোগের প্রসন্নতাজনক।

নবীনগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়োনবঃ কফশ্বাসকাসকৃমিকরোঽগ্নিকৃৎ।
জেয়াঃ নাশু সিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ
পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ।

শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং
দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায়॥

নূতন গুড়ের গুণ।

নূতন গুড় আগ্নেয়, কৃমিজনক এবং শ্বাস, কাস ও কফের উৎপাদক। গুড় আর্দ্রকের সহিত সেবন করিলে আশু শ্লেষ্মনাশ, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্তনাশ এবং শুণ্ঠীর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বাতজ রোগের শান্তি হয়। অতএব এরূপ ত্রিদোষঘ্ন গুড়কে নমস্কার করি।

অথ খাণ্ডগুণাঃ।

খণ্ডন্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমং।
বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরং॥
খণ্ডমিতি প্রসিদ্ধম্।

খাঁড় গুড়ের গুণ।

খাঁড় গুড় মধুর, বৃষ্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বৃংহণ, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বমনের পক্ষে বিশেষ শান্তিকারক।

অথ সিতা। চীনী ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ।

তস্যা লক্ষণং গুণাশ্চ।

খণ্ডন্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥

চিনির গুণ।

বালির ন্যায় শুক্লবর্ণ খণ্ডকে শর্করা বা চিনি বলে। চিনি সুশীতল সুমধুর, রুচিকর, শুক্রজনক এবং বাত, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা ছর্দ্দি ও জ্বরের শান্তিকারক।

অথ গুলশর্করামিশ্রীদ্বয়োর্গুণাঃ।

ভবেৎপুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥

গুড় শর্করা ও মীশ্রী দ্বয়ের গুড়।

পুষ্পসিতা শীতল, লঘু ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং সিতোপলা শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, লঘু, শীতল, বাতঘ্ন ও পিত্ত-নাশক।

মধুখণ্ডগুণাঃ।

মধুজা শর্করা রুক্ষা কফপিত্তহরী গুরুঃ।
ছর্দ্যতীসারতৃড়্দাহরক্তজ্বরা হিমাঃ॥
যথা যথৈষা নৈর্ম্মল্যং মধুরত্বং তথা তথা।
স্নেহলাঘবশৈত্যাদি সরত্বঞ্চ তথা তথা॥

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ইক্ষুবর্গঃ।
সমাপ্তো দ্রববর্গঃ।

মধুখণ্ডের গুণ।

মধু হইতে জাত শর্করা রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু, কষায়, শীতল এবং ছর্দ্দি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষের শান্তিকারক। এই চিনি যতই নির্ম্মল হয় তত মধুর হয় এবং ততই স্নেহভাগ, লঘুত্ব ও শৈত্যগুণ বিশিষ্ট এবং শুক্রাদির প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে ইক্ষুবর্গ সমাপ্ত।

অথানেকার্থনামবর্গঃ।

তত্র দ্ব্যর্থানি নামানি।

যথা। 'অশ্মন্তকঃ' অম্ললোণিকা কোবিদারশ্চ। 'কঠিল্লকঃ' কারবেল্লো রক্তপুনর্নবা চ, 'কুলকঃ' পটোলঃ কুপীলুশ্চ 'কুপীলুঃ' কুচিলা ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ। 'কোশাতকী' মহাকোশাতকী রাজকোশাতকী চ, 'দীপ্যকঃ' যবানাজমোদা চ। 'মরুবকঃ' ফণিজ্জকঃ পিণ্ডীতকশ্চ, 'মরুবকঃ' মরুয়া ইতি লোকে, 'পিণ্ডীতকঃ' ময়নফর ইতি লোকে। 'মধুলিকঃ' মূর্ব্বা জলযষ্টি চ। 'রুচকং' সৌবর্চ্চলং বীজপূরকঞ্চ। 'লোণিকা' লোণীশাকঞ্চাম্লেরীশাকঞ্চ 'বস্তুকঃ' রক্তাকঃ ক্ষারলবণঞ্চ। 'বাহ্লীকম্' কুঙ্কুমং হিঙ্গু চ। 'বিতুন্নকং' ধান্যাকং তুত্থঞ্চ। 'স্বাদুকণ্টকঃ' গোক্ষুরোবিকঙ্কতশ্চ। 'অগ্নিমুখী' ভল্লাতকী লাঙ্গলী চ। 'অগ্নিশিখং' কুঙ্কুমং কুসুম্ভশ্চ। 'অজশৃঙ্গী' মেষশৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ। 'প্রিয়ঙ্গুঃ' ফলিনী কঙ্গুশ্চ। 'ভৃঙ্গঃ' ভৃঙ্গরাজস্ত্বক্ চ। 'সমঙ্গা' মঞ্জিষ্ঠা লজ্জালুশ্চ। 'অমোঘা' বিড়ঙ্গং পাটলা চ। 'মোচা' কদলী শাল্মলিশ্চ। 'কুটন্নটঃ' শোনাকঃ কৈবর্ত্তীমুস্তঞ্চ। 'কুনটী' ধনিকা মনঃশিলা চ। 'ঘোণ্টা' পূগো বদরী চ। 'ত্রিপুটা' ত্রিবৃৎস্থূলৈলা চ। 'শটী' কর্চুরো গন্ধপলাশী চ। 'দন্তশটঃ' জম্বীরঃ কপিত্থশ্চ। 'দন্তশঠা' অম্লিকা চাঙ্গেরী চ। 'অরুণঃ' মঞ্জিষ্ঠা অতিবিষা চ। 'কণা' পিপ্পলী জীরকঞ্চ। 'তালপর্ণী' মুশলী মুরা চ। 'পীলুপর্ণী' মূর্ব্বা বিম্বী চ। 'ব্রাহ্মণী' ভার্গীস্পৃক্কা চ। 'অপরাজিতা' বিষ্ণুক্রান্তা শালিপর্ণী চ। 'আস্ফোতা' অপরাজিতা সারিবা চ। 'পারাবতপদী' জ্যোতিষ্মতী কাকজঙ্ঘা চ। 'শারদী' সারিবা জলপিপ্পলী চ। 'উগ্রগন্ধা' বচা যবানী চ। 'পরিব্যাধঃ' কর্ণিকারো জলবেতসশ্চ। 'অঞ্জনম্' স্রোতোঽঞ্জনং সৌবীরঞ্চ। 'অগ্নিঃ' চিত্রকো ভল্লাতশ্চ। 'কৃমিঘ্নঃ' বিড়ঙ্গো হরিদ্রা চ। 'তেজনঃ' শরো বেণুশ্চ। 'তেজনী' তেজোবতী মূর্ব্বা চ। 'রোচনঃ' কম্পিল্লঃ রোচনা চ। 'রোচনা' গোরোচনা। 'রাজাদনম্' ক্ষীরিকা প্রিয়ালশ্চ। 'শকুলাদনী' কটুকা জলপিপ্পলী চ। 'গোলোমী' শ্বেতদূর্ব্বা বচা। 'পদ্মা' পদ্মচারিণী ভার্গী চ। 'শ্যামা' সারিবা প্রিয়ঙ্গুশ্চ। 'ধান্যং' ধান্যাকং শাল্যাদি চ। 'সহবীর্য্যা' নীলদূর্ব্বা মহাশতাবরী চ। 'সেব্যম্' উশীরং লামজ্জকঞ্চ। 'উদুম্বরঃ' জন্তুফলং তাম্রঞ্চ। 'ঐন্দ্রী' ইন্দ্রবারুণী ইন্দ্রাণী চ। 'কটম্ভরা' কটুকা শ্যোনাকঞ্চ। 'ক্ষারঃ' যবক্ষারঃ স্বর্জ্জিকা চ। 'গণ্ডীরঃ' শাকবিশেষো গণ্ডীনীতি লোকে, গণ্ডারী মঞ্জিষ্ঠা চ। 'গন্ধারী' দুরালভা গন্ধপলাশী চ। 'চিত্রা' ইন্দ্রবারুণী বৃহদ্দন্তী চ। 'তুণ্ডীকেরী' কার্পাসী বিম্বী চ। 'ধারা' গুড়ূচী ক্ষীরকাকোলী চ। 'বালপত্রঃ' খদিরো যবাসশ্চ। 'বারি' বালকমুদকঞ্চ। 'অঙ্গারবল্লী' ভার্গীগুঞ্জা চ। 'অমৃণালম্' লামজ্জকম্ উশীরঞ্চ। 'কুণ্ডলী' গুড়ূচী কোবিদারশ্চ। 'গন্ধফলী' প্রিয়ঙ্গুশ্চম্পককলিকা চ। 'দীর্ঘমূলঃ' যবাসঃ শালিপর্ণী চ। 'পিচ্ছিলা' শাল্মলী শিংশিপা চ। 'পুষ্পফলঃ' কপিত্থঃ কুষ্মাণ্ডশ্চ। 'পোটগলঃ' নলঃ কাশশ্চ। 'যবফলঃ' কুটজো বংশশ্চ। 'দেবী' মূর্ব্বা স্পৃক্কা চ। 'বিশ্বা' শুণ্ঠ্যতিবিষা চ। 'শীতশিবম্' সৈন্ধবং মিশ্রেয়া চ। 'কর্কশঃ' কাম্পিল্যঃ কাসমর্দ্দশ্চ। 'চর্ম্মকষা' শাতলা মাংসরোহিণী চ। 'নন্দিবৃক্ষঃ' অশ্বত্থভেদোঽধোমুখপত্রশাখঃ। বেলিয়াপীপর ইতি লোকে, তুণিশ্চ। 'পয়ঃ' ক্ষীরমুদকঞ্চ। 'রুহা' দূর্ব্বা মাংসরোহিণী চ। 'সিংহী' বৃহতী বাসা চ।

অনেকার্থ নাম বর্গ।

দ্ব্যর্থ নাম—অশ্মন্তক শব্দে অম্ললোণিকা ও কোবিদার; কটিল্লক শব্দে কারবেল্ল ও রক্তপুনর্নবা, কুলক শব্দে পটোল ও কুপীলু (যাহাকে লোকে কুচিলা বলে)। কোশাতকী শব্দে মহাকোশাতকী ও

রাজকোশাতকী, দীপ্যকশব্দে যবানী ও অজমোদা, মরুবক শব্দে ফণিজ্জক (মরুবক) ও পিণ্ডীতক (ময়নাফল)। মধুলিকা শব্দে মূর্ব্বা (মুগরা) ও জলযষ্টি, রুচকশব্দে সৌবর্চ্চল ও বীজপূর (টাবা-লেবু), লোণিকা শব্দে লোণীশাক ও আমরুল, দন্তুকশব্দে রক্তাক ও ক্ষারলবণ, বাল্হীক শব্দে কুঙ্কুম ও হিঙ্গু, বিতুন্নকশব্দে ধনে ও তুঁতে, স্বাদুকণ্টকশব্দে গোক্ষুর ও বিকঙ্কত (বোঁচ), অগ্নিমুখীশব্দে ভেলা গাছ ও লাঙ্গলী (কাঁচড়া), অগ্নিশিখশব্দে কুঙ্কুম ও কসুম্ভ (কুশুম), অজশৃঙ্গী শব্দে মেষশৃঙ্গী ও কর্কটশৃঙ্গী, প্রিয়ঙ্গুশব্দে কঙ্গিনী ও কঙ্গু ধান্য, ভৃঙ্গশব্দে ভীমরাজ ও গুড়ত্বক্, সমঙ্গাশব্দে মঞ্জিষ্ঠা ও লজ্জাবতী, অমোঘাশব্দে বিড়ঙ্গ ও পাটলা (পারুল), মোচাশব্দে কদলী ও শাল্মলী, কুটন্নটশব্দে শোনাগাছ ও কৈবর্ত্তমুস্তক, কুনটীশব্দে প্রিয়ঙ্গু ও মনঃশিলা, ঘোণ্টাশব্দে সুপারি ও বদরী, ত্রিপুটাশব্দে তেউড়ী ও ছোট এলাইচ, শটীশব্দে কর্চূর ও গন্ধপলাশী, দন্তশঠশব্দে গোঁড়া লেবু ও কয়েতবেল, দন্তশঠা শব্দে তেঁতুল ও আমরুল, অরুণশব্দে মঞ্জিষ্ঠা ও অতিবিষা, কণাশব্দে পিপুল ও জীরে, তালপর্ণী শব্দে তালমূলী ও মুরামাংশী পিলুপর্ণী, শব্দে মূর্ব্বা ও বিম্বী (তেলাকুচা), ব্রাহ্মণী শব্দে বামুনহাটী ও গন্ধপিড়িং, অপরাজিতাশব্দে বিষ্ণুক্রান্তা ও মাষপর্ণী, আস্ফোতা শব্দে অপরাজিতা ও অনন্তমূল, পারাবতপদী শব্দে জ্যোতিষ্মতী (লতাকটুকিরি) ও কাকজঙ্ঘা (কেউঠেজর) শারদীশব্দে অনন্তমূল ও জলপিপ্পলী, উগ্রগন্ধাশব্দে বচ ও যোয়ান, পরিব্যাধশব্দে কর্ণিকার ও জলবেতস, অঞ্জনশব্দে স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন, অগ্নিশব্দে চিত্রক ও ভেলাগাছ, কৃমিঘ্নশব্দে বিড়ঙ্গ ও হরিদ্রা, তেজনশব্দে শর ও বংশ, তেজনীশব্দে তেজোবতী, ও মূর্ব্বা, রোচনশব্দে কমলা গুঁড়ি ও রোচনা, রোচনাশব্দে গোরোচনা, রাজাদনশব্দে ক্ষীরিকা ও প্রিয়াল, নকুলাদনীশব্দে কটুকী ও জলপিপ্পলী, গোলোমীশব্দে শ্বেতদূর্ব্বা ও বচ, পদ্মাশব্দে পদ্মচারিণী ও ভার্গী, শ্যামাশব্দে অনন্তমূল ও প্রিয়ঙ্গু, ধান্যশব্দে ধনে ও শালিপ্রভৃতি ধান্য জাতি, সহবীর্য্যাশব্দে নীলদূর্ব্বা ও মহাশতাবরী, সেব্যশব্দে বেণার মূল ও লামজ্জক, উড়ুম্বরশব্দে জজ্ঞফল ও তাম্র, ঐন্দ্রীশব্দে ইন্দ্রবারুণী ও বৃহদ্দন্তী, কটম্ভরাশব্দে কটুকী ও শোনাগাছ, ক্ষারশব্দে যবক্ষার ও সাজিমাটি, গণ্ডীরশব্দে কোবিদার ও মঞ্জিষ্ঠা, গান্ধারীশব্দে দুরালভা ও গন্ধপলাশী, চিত্রাশব্দে ইন্দ্রবারুণী ও বৃহদ্দন্তী, ভৃণ্ডিকেরীশব্দে কার্পাসী ও বিম্বী (তেলাকুচা), ধারাশব্দে গুড়ূচী ও ক্ষীরকাকোলী, বালপত্রশব্দে খদির, যবাস, বারিশব্দে বালক ও জল, অঙ্গারল্লীশব্দে ভার্গী ও কুঁচ, অমৃণালশব্দে লামজ্জক ও বেণার মূল, কুণ্ডলীশব্দে গুড়ূচী ও কোবিদার, গন্ধফলীশব্দে প্রিয়ঙ্গু ও চম্পককলিকা, দীর্ঘমূলশব্দে যবাস ও শালিপর্ণী, পিচ্ছিলাশব্দে শাল্মলী ও শিশু, পুষ্পফল-

শব্দে কয়েত বেল ও কুষ্মাণ্ড, পোটগলশব্দে নল ও কাশ, যবফলশব্দে কুটজ ও বংশ, দেবী শব্দে মূর্ব্বা ও স্পৃক্কা, বিশ্বা শব্দে শুণ্ঠী ও অতিবিষা, শীতশিব শব্দে সৈন্ধব ও মিশ্রেয়া, চর্ম্মকষাশব্দে শাতলা ও মাংসরোহিণী, কর্কশাশব্দে কাম্পিল্য ও কাশমর্দ্দ, নন্দিবৃক্ষ শব্দে অশ্বত্থভেদ তুনী ও গোধূমের পত্র ও শাখা, ইহাকে হিন্দিতে বেলীয়া পীপর বলে, পদ্মশব্দে দুগ্ধ ও জল, রুহাশব্দে দূর্ব্বা ও মাংসরোহিণী, সিংহীশব্দে বৃহতী ও বাসা।

ত্র্যর্থানি নামানি।

'ক্রমুকঃ' পূগমুদঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ। 'ক্ষুরকঃ' কোকিলাক্ষো গোক্ষুরস্তিলকনামপুষ্পবিশেষশ্চ। 'প্রিয়কঃ' প্রিয়ঙ্গুঃ কদম্বোহসনশ্চ। 'পৃথ্বীকা' কালাজাজী বৃহদেলা হিঙ্গুপত্রী চ। 'ভূতীকম্' 'ভূনিম্বঃ' কর্তৃণঃ ভূস্তৃণশ্চ 'সোমবল্কঃ' কট্ফলঃ শ্বেতখদিরো ঘৃতপূর্ণকরঞ্জশ্চ। 'সৌগন্ধিকং' কহ্লারং কতৃণং গন্ধকঞ্চ। 'ভৃঙ্গঃ' ভৃঙ্গরাজস্থগুভ্র-মরশ্চ। 'অরিষ্টঃ' নিম্বোরসোনং মদ্যঞ্চ। 'মর্কটী' কপিকচ্ছুরপামার্গঃ করঞ্জী চ। 'অম্বষ্ঠা' পাঠা চাঙ্গেরী মাচিকা চ। 'কৃষ্ণা' পিপ্পলী কলাজাজী নীলী চ। 'ক্ষীরিণী' দুগ্ধিকা ক্ষীরকাকোলী শ্বেতসারিবা চ। 'মধুপর্ণী' গুড়ূচী গম্ভারী নীলী চ। 'মণ্ডূকপর্ণঃ' শ্যোনাকঃ, সা স্ত্রিয়াং তু মঞ্জিষ্ঠা ব্রহ্মমণ্ডূকী চ। 'শ্রীপর্ণী' গম্ভারী গণিকারিকা কট্ফলঞ্চ। 'অমৃতা' গুড়ূচী হরীতকী ধাত্রী চ। 'অনন্তা' দুরালভা নীলদূর্ব্বা লাঙ্গলী চ। 'ঋষ্যপ্রোক্তা' অতিবলা মহাশতাবরী কপিকচ্ছুশ্চ 'কৃষ্ণবৃন্তা' পাটলা গম্ভারী মাষপর্ণী চ। 'জীবন্তী' গুড়ূচী শাকবিশেষো বন্দা চ। 'লতা' সারিবা প্রিয়ঙ্গুর্জ্যোতিষ্মতী চ। 'সমুদ্রান্তা' দুরালভা কার্পাসী স্পৃক্কা চ। 'হৈমবতী' হরীতকী শ্বেতবচা পীতদুগ্ধঃ সেহুণ্ডঃ যস্য দুলকোক ইতি প্রসিদ্ধম্। 'অব্যথা' হরীতকী মহাশ্রাবণী পদ্মচারিণী চ। 'মৎস্যাক্ষী' বচা গন্ধপলাশী করঞ্জী চ। 'বরদা' সুবর্চ্চলা হুরহুর ইতি লোকে, অশ্বগন্ধা বারাহী শেঠীতি লোকে। 'ইক্ষুগন্ধা' কাশঃ কোকিলাক্ষো গোক্ষুরক্ষীরবিদারী চ। 'কালস্কন্ধঃ' তমালস্তিন্দুকঃ কালখদিরশ্চ। 'মহৌষধম্' শুণ্ঠী রসোনো বিষঞ্চ। 'মধু' ক্ষৌদ্রং পুষ্পরসো মদ্যঞ্চ। 'কপীতনঃ' আম্রাতকঃ শিরীষো গর্দ্দভাণ্ডশ্চ। 'মদনঃ' পিণ্ডীতকো ধত্তূরঃ সিক্থকঞ্চ। 'শতপর্ব্বা' বংশো দূর্ব্বা বচা চ। 'সহস্রবেধী' অম্লবেতসো মৃগমদো হিঙ্গু চ। 'তাম্রপুষ্পী' ধাতকী পাটলা শ্যামা ত্রিবৃচ্চ। 'সদাপুষ্পঃ' শ্বেতার্কো রক্তার্কঃ কুন্দশ্চ। 'সুরভী' সল্লকী মুরৈলবালুকম্। 'লক্ষ্মীঃ' ঋদ্ধির্বৃদ্ধিঃ শমী চ। 'কালানুসার্য্যম্' কালীয়কং তগরং শৈলেয়ঞ্চ। 'চাম্পেয়ঃ' চম্পকো নাগকেসরঃ পদ্মকেসরশ্চ। 'নাদেয়ী' গণকারিকা জলজম্বূর্জ্জলবেতসী চ। 'পাক্যম্' বিড়ং সৌবর্চ্চলং যবক্ষারশ্চ। 'বিশল্যা' লাঙ্গলী গুড়ূচী লঘুদন্তী চ। 'ইন্দ্রদ্রুঃ' ককুভো দেবদারুঃ কুটজশ্চ। 'কাশ্মীরম্' কুঙ্কুমং পুষ্করমূলং কাশ্মীরগম্ভারী চ। 'গুন্দ্রঃ' পটেরকঃ শরশ্চ। 'গুন্দ্রা' প্রিয়ঙ্গুর্ভদ্রমুস্তকঞ্চ। 'চুক্রম্' চুক্রমম্লবেতসং বৃক্ষাম্লশ্চ 'পারিভদ্রঃ' নিম্বঃ পারিজাতো দেবদারুশ্চ। 'পীতদারুঃ' হরিদ্রা দেবদারু সরলশ্চ। 'বীরঃ' ককুভো বীরণং কাকোলী চ। 'বীরতরুঃ' ককুভো বীরণং শরশ্চ। 'ময়ূরঃ' অপামার্গোহজমোদা তুত্থঞ্চ। 'রক্তসারঃ' রক্তচন্দনপত্তঙ্গং খদিরশ্চ। 'বহুরা' সুবর্চ্চলা অশ্বগন্ধা বারাহী চ। 'বশিরঃ' রক্তাপামার্গো গজপিপ্পলী সমুদ্রলবণঞ্চ। 'সৌবীরং' অঞ্জনভেদো বদরং সন্ধানভেদশ্চ। 'বঞ্জুলঃ' অশোকো বেতসস্তিনিশশ্চ। 'শিলা' মনঃশিলা শিলাজতু গৈরিকঞ্চ। 'সোমবল্লী' বাকুচী গুড়ূচী ব্রাহ্মী চ। 'অক্ষীবঃ' শোভাঞ্জনো মহানিম্বঃ সমুদ্রলবণঞ্চ। 'কারবী' কালাজাজী শতাহ্বাজমোদা চ। 'ধামার্গবঃ' রক্তাপামার্গো রাজকোশাতকী মহাকোশাতকী চ। 'দুস্পর্শঃ' যবাসঃ কপিকচ্ছুঃ

কণ্টকারী চ। 'পলাশঃ' কিংশুকো গন্ধপলাশী পত্রক। 'কালমেষী' মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী শ্যামা ত্রিবৃচ্চ। 'পলংকষা' গুগ্‌গুলুর্গোক্ষুরো লাক্ষা চ। 'মধুরসা' দ্রাক্ষা মূর্ব্বা গম্ভারী চ। 'রসা' রাস্না শল্লকী পাঠা চ। 'শ্রেয়সী' হরীতকী রাস্না গজপিপ্পলী চ। 'লোহম্' অয়ঃ কাংস্যমগুরু চ। 'সহা' মুদ্গপর্ণী বলাভেদঃ কণ্টকী ইতি লোকে 'শতপত্রী' সেবতী গুলাব ইতি লোকে। 'সুবহা' রাস্না নাকুলী নীলপুষ্পঃ সিন্ধুবারঃ।

ত্র্যর্থ নাম—ক্রমুক শব্দে সুপারী, মুদ ও পট্টিকালোধ্র, ক্ষুরকশব্দে কোকিলাক্ষ, গোক্ষুর ও তিলকপুষ্প, প্রিয়কশব্দে প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব ও অসন, পৃথ্বীকা শব্দে কালাজাজী, বড়এলাইচ ও হিঙ্গুপত্রী, ভূতিকাশব্দে ভূনিম্ব, কর্তৃণ ও ভুন, সোমবল্কশব্দে কট্‌ফল, শ্বেতখদির ও ঘৃতপূর্ণ করঞ্জ, সৌগন্ধিক শব্দে কল্‌হার, কর্তৃণ, ও গন্ধক, ভৃঙ্গশব্দে ভৃঙ্গরাজ, গুড়ত্বক্‌ ও ভ্রমর, অরিষ্টশব্দে নিম্ব, রশুণ ও মদ্য, মর্কটীশব্দে কপিকচ্ছু, অপামার্গ ও করঞ্জী বলে। অম্বষ্ঠা শব্দে পাঠা, চাঙ্গেরী ও মাচিকা, কৃষ্ণাশব্দে পিপুল, কলাজাজী ও নীলী, ক্ষীরিণী শব্দে দুগ্ধিকা, ক্ষীরকাকোলী ও শ্বেত অনন্তমূল, মধুপর্ণীশব্দে গুড়ুচী, গম্ভারী ও নীলা, মণ্ডূকপর্ণীশব্দে মঞ্জিষ্ঠা ও ব্রহ্মমণ্ডুকী, শ্রীপর্ণী শব্দে গম্ভারী, গণিকারিকা ও কট্‌ফল, অমৃতাশব্দে গুড়ূচী, হরিতকী ও আমলকী, অনন্তা শব্দে দুরালভা, নীলদুর্ব্বা ও লাঙ্গলী, ঋষ্যপ্রোক্তাশব্দে অতিবলা, মহাশতাবরী ও কপিকচ্ছু (আলকুশী), কৃষ্ণবৃন্তা শব্দে পাটলী, গাম্ভারী ও মাষপর্ণী, জীবন্তিশব্দে, শাকবিশেষ ও বন্দা, লতাশব্দে প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল ও জ্যোতিষ্মতী লতা, সমুদ্রান্তাশব্দে দুরালভা, কার্পাসী ও স্পৃক্কা, হৈমবতী শব্দে হরীতকী, শ্বেতবচ, ও পীতদুগ্ধ মনসা (যাহার মূলকে চোক বলে), অব্যথাশব্দে হরীতকী, মহাশ্রাবণী ও পদ্মচারিণী, ষড্‌গ্রন্থাশব্দে বচ, গন্ধপলাশী ও করঞ্জী, বরদাশব্দে সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), অশ্বগন্ধা ও বারাহী (গেড়ী), ইক্ষুগন্ধা শব্দে কাশ-কোকিলাক্ষ, ও গোক্ষুর বা ক্ষীরবিদারী, কালস্কন্ধ শব্দে তমাল, তিন্দুক ও কালখদির, মহৌষধ শব্দে শুঁঠ, রশুন ও বিষ, মধুশব্দে ক্ষৌদ্র, পুষ্পরস ও মদ্য, কপীতন শব্দে আম্রাতক, শিরীষ, ও গর্দ্দভাণ্ড, মদন শব্দে পিণ্ডীতক, ধুঁতুরা ও সিক্‌থক (মোম), শতপর্ব্বা শব্দে বংশ, দূর্ব্বা ও বচ, সহস্রবেধী শব্দে অম্লবেতস, কস্তুরী ও হিঙ্গু, তাম্রপুষ্পীশব্দে ধাইফুল, পাটলা ও কাল তেউড়ি, সদাপুষ্পশব্দে শ্বেত ও রক্ত আকন্দ ও কুঁদফুলের গাছ, সুরভী শব্দে শল্লকী, মুরামাংসী ও এলবালুক, লক্ষ্মী শব্দে ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও শাঁই গাছ, কালানুসার্য্যশব্দে কালীয়ক, তগর ও শৈলেয়, চাম্পেয় শব্দে চাঁপা, নাগকেশর ও পদ্মকেশর, নাদেয়ী শব্দে গণকারিকা, জলজাম ও জলবেতস, পাক্য শব্দে বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চল ও যবক্ষার, বিশল্যা শব্দে লাঙ্গলী, গুড়ূচী ও লঘুদন্তী, ইন্দ্রদ্রুঃ শব্দে অর্জ্জুনবৃক্ষ, দেবদারু ও কুটজ, কাশ্মীর শব্দে কুঙ্কুম, পুষ্কর মূল,

ও কাশ্মীরী গম্ভারী, গম্ভারী শব্দে গুন্দ্র, পটেরক, ও শর, গুন্দ্রা শব্দে প্রিয়ঙ্গু ও ভদ্রমুস্তক, চুক্র শব্দে চুকো পালম, অম্ল-বেতস ও বৃক্ষাম্ল, পারিভদ্রা শব্দে নিম্ব, পারিজাত ও দেবদারু, পীতদারু শব্দে হরিদ্রা, দেবদারু ও সরলবৃক্ষ, বীর শব্দে অর্জুন, বেণা ও কাকোলী, বীরতরু শব্দে অর্জুন, বেণা ও শর, ময়ুর শব্দে আপাঙ-গাছ, বনযমানী ও ঝুঁতে, রক্তসার শব্দে রক্তচন্দন, পতঙ্গ ও খদির, বদরা শব্দে সুবর্চলা, অশ্বগন্ধা ও বারাহী, বসির শব্দে রক্ত আপাঙ্গ, গজপিপুল, ও সৈন্ধব লবণ, সৌবীর শব্দে অঞ্জনবিশেষ, কুল ও সন্ধানবিশেষ, বঞ্জুল শব্দে অশোক বেতস ও তিনিশবৃক্ষ ; শিলা শব্দে মনঃ-শিলা, শিলাজতু ও গেরিমাটি সোমবল্লী-শব্দে বাকুচী গুড়ূচী ও ব্রাহ্মী, অক্ষীব শব্দে শোভাঞ্জন, মহানিম্ব ও সৈন্ধব লবণ; কারবী শব্দে কৃষ্ণজিরে, শতাবরী ও বনযমানী, ধামার্গব শব্দে রক্ত আপাঙ, রাজকোশাতকী ও মহা-কোশাতকী, দুস্পর্শ শব্দে যবাস, আল-কুশি ও কণ্ঠকারী, পলাশ শব্দে কিংশুক, গন্ধপলাশী ও তেজপত্র, কালমেষী শব্দে মঞ্জিষ্ঠা, বাকুচী ও কাল ভেউড়ী। পলঙ্কষা শব্দে গুগ্‌গুল, গোক্ষুর ও লাক্ষা। মধু-রসা শব্দে দ্রাক্ষা, মূর্ব্বা ও গম্ভারী; মধুরসা শব্দেরাস্না, শল্লকী ও পাঠা, শ্রেয়সী শব্দে হরিতকী, রাস্না, ও গজপিপ্পলী, লোহ শব্দে লোহা, কাঁসা ও অগুরু, স্রবা শব্দে মুক্তাপর্ণী, বলাবিশেষ (হিন্দীতে কক্‌হী) ও শতপত্রী (সেঁউতি গোলাপ) এবং রাস্না শব্দে নাকুলী, নীলপুষ্প ও সিন্দুবার বলে।

অথ বহ্বর্থানি নামানি।

অক্ষশব্দঃ স্মৃতোঽক্ষাসু সৌবর্চ্চলবিভীতকে।
কর্ষপদ্মাক্ষরুদ্রাক্ষশকটেন্দ্রিয়পাশকে।
কাকাখ্যঃ কাকমাচী চ কাকোলী কাকণাস্তিকা॥
কাকজঙ্ঘা কাকনাসা কাকোদুম্বরিকাপি চ।
সপ্তস্বর্থেষু কথিতঃ কাকশব্দো বিচক্ষণৈঃ॥
সর্পদ্বিরদমেষেষু সীসকে নাগকেসরে।
নাগবল্ল্যাং নাগদন্ত্যাং নাগশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥
মাংসে দ্রবে চেক্ষুরসে পারদে মধুরাদিষু।
বালরোগে বিষে নীরে রসো নবসু বর্ত্ততে।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদি
দ্রব্যাণাং নামানি গুণাশ্চ।

বহ্বর্থ নাম—অক্ষশব্দে সৌবর্চ্চল, বিভীতক, কর্ষ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, শকট, ইন্দ্রিয় ও পাশক এই আট প্রকার দ্রব্য বুঝায়। পণ্ডিতগণ কাকশব্দের সাত প্রকার অর্থ করেন যথা কাকাক্ষ, কাকমচী, কাকোলী, কাকণাস্তিকা, কাকজঙ্ঘা, কাকনাসা ও কাক উডুম্বর।

সর্প, হস্তি, মেষ, সীসা, নাগকেশর, নাগবলী ও নাগদন্তী নাগশব্দে এই কয়টি দ্রব্য বুঝায়।

রসশব্দে মাংসরস, ইক্ষুরস, পারদ, বালরোগ, বিষ, জল ও মধুরাদি রসকে বুঝায়।

ইতি শ্রীভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদি
দ্রব্যের নাম ও গুণ
সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্বখণ্ডঃ।

দ্বিতীয়োভাগঃ।

অথ মান পরিভাষা।

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যানাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥
চরকস্য মতং বৈদ্যৈরাদ্যৈর্যস্মান্মতং ততঃ।
বিহায় সর্ব্বমানানি মাগধং মানমুচ্যতে॥
ত্রসরেণুর্ব্বুধৈঃ প্রোক্তস্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায়নাম্না বংশী নিগদ্যতে॥
জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্ব্বংশী বিলোক্যতে।
ষড়্বংশীভির্ম্মরীচিঃ স্যাত্তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা॥
তিসৃভী রাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
যবোষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাত্তচ্চতুষ্টয়ং॥
ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধানকৌ।
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শানঃ স্যাদ্ধরণঃ স নিগদ্যতে॥
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে।
ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥
কোলদ্বয়ন্তু কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকা।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা।
করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবলগ্রহঃ।
উদুম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষমেব নিগদ্যতে।
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরাম্রঞ্চতুর্থিকা।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎকুডবোঽর্দ্ধশরাবকঃ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুডবাভ্যাঞ্চ মানিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয় মত্র বিচক্ষণৈঃ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থঃ চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢকঃ।
ভাজনং কাংস্যপাত্রং চ চতুঃষষ্টিপলশ্চ সঃ॥
চতুর্ভিরাঢকৈর্দ্রোণঃ কলশোনল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানশ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ॥
দ্রোণাভ্যাং চ সূর্পকুম্ভৌ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্প্যাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়া সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুডবপ্রস্থমাঢকম্।
রাশির্গোণী খারিকেতি যথোত্তরচতুর্গুণম্॥

মান পরিভাষা।

পরিমাণ ব্যতিরেকে যথাযুক্তি দ্রব্য প্রয়োগ করা যায় না। অতএব ঔষধ প্রয়োগের সুবিধার জন্য এস্থলে পরিমাণের বিষয় লিখিতে হইল। চরকের মতই প্রাচীন বৈদ্যগণের নিকট অধিক আদরণীয় অত-

এর অন্য মান ত্যাগ করিয়া অগ্রে মাগধ মানই বলা যাইতেছে। ত্রিংশৎ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু বা বংশী হয়। জালান্তরগত সূর্য্যকিরণে যে সূক্ষ্ম পরমাণু দৃষ্ট হয় তাদৃশ পরিমাণকে বংশী বলে। ছয় বংশীতে এক মরীচি, ছয় মরীচিতে এক রাজিকা এবং তিন রাজিকাতে এক সর্ষপ হইয়া থাকে। আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা, ছয় রত্তিতে এক মাষা হেম বা ধানক, চারি মাষাতে এক শাণ, ছরণ, বা টঙ্ক দুই টঙ্কে এক কোল, ক্ষুদ্রক, বটক বা দ্রঙ্ক্ষণ হয়। দুই কোলে এক কর্ষ, পাণিমাণিকা, পাণিতল, অক্ষ, পিচু, কিঞ্চিৎ পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক ষোড়িশকা করমধ্য, হংসপদ, কবলগ্রহ, সুবর্ণ, বা উড়ুম্বর বলে। দুই কর্ষে এক অর্দ্ধপল, অষ্টমিকা বা শুক্তি, দুই শুক্তিতে এক পল, মুষ্টি, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী বা বিল্ব হয়। দুই পলে এক প্রসৃতি বা প্রসৃত, দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি, অর্দ্ধশরাব, কুড়ব বা অষ্টমান, দুই কুড়বে এক মাণিকা, আট পলে এক শরাব, দুই শরাবে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে বা চৌষট্টি পলে এক আঢ়ক, ভাজন বা কাংস্যপাত্র, চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, কলশ, অনম্বণ, উন্মনা, ঘট, বা রাশি হয়। দুই দ্রোণে এক সূর্প বা কুম্ভ (চৌষট্টি শরাব); দুই সূর্পে এক দ্রোণী, বাহ, বা গোণী বলে। সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কহেন যে চারি দ্রোণীতে অথবা চারি হাজার ছিয়ানব্বই পলে এক খারী, দুই সহস্র পলে এক ভার এবং একশত পলে এক তুলা হয়। সর্ব্বত্রই এই পরিমাণের স্থিরতা জানিবে। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, গোণীও খারিকা ইহারা যথোত্তর চতুর্গুণ অর্থাৎ ৪ মাষায় এক টঙ্ক, ৪ টঙ্কে এক অক্ষ ইত্যাদি।

মাগধপরিভাষায়াং ষড়্রক্তিকো মাষশ্চতুর্ব্বিংশতিরক্তিকষ্টঙ্কঃ ষন্নবতিরক্তিকঃ কর্ষঃ। অয়ঞ্চরকসম্মতঃ। সুশ্রুতমতে পঞ্চরক্তিকোমাষো বিংশতিরক্তিকষ্টঙ্কোঽশীতিরক্তিকঃ কর্ষঃ। অয়মেব কালিঙ্গপরিভাষায়ামপি যতস্তত্রাষ্টরক্তিকোমাষো দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকষ্টঙ্কঃ সার্দ্ধটঙ্কদ্বয়মিতঃ কর্ষঃ।

চরকসম্মত মাগধপরিভাষা অনুসারে ছয় রতিতে এক মাষ, চব্বিশ রতিতে এক টঙ্ক ও ছিয়ানব্বই রতিতে এক কর্ষ হয়। কিন্তু সুশ্রুতমতে পাঁচ রতিতে মাষা, বিশ রতিতে টঙ্ক এবং অশীতি রতিতে এক কর্ষ হয়। কালিঙ্গ পরিভাষাতেও ঐরূপ পরিগণিত আছে যথা আট রতিতে এক মাষা, ৩২ রতিতে এক টঙ্ক এবং আড়াই টঙ্কে এক কর্ষ হয়।

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎকুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্।
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানন্তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্।

এস্থলে গুঞ্জা নামক পরিমাণ হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত যে সকল পরিমাণরাশি বর্ণিত হইল উহারা দ্রব, আর্দ্র বা শুষ্ক সকল প্রকার দ্রব্যেই সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রস্থাদিমান দ্রব ও আর্দ্র বস্তুতে দ্বিগুণ লইতে হইবে। কেবল

তুল্য মানক মানের দ্বিগুণ মাত্রা কখন ব্যবহৃত হয় না।

মৃদ্বৃক্ষবেণুলোহাদের্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্।
বিস্তীর্ণঞ্চ তথোচ্চঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ।

ইতি মাগধমানম্।

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বংশ বা লোহাদি দ্বারা নির্ম্মিত চারি অঙ্গুল আয়ত ও চারি অঙ্গুল গভীর ভাণ্ডকে কুড়ব বলে।

মাগধমান সমাপ্ত।

অথ কালিঙ্গমানং।

যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥
যবো দ্বাদশভির্গৌরসর্ষপৈঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাৎত্রিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে॥
মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্ব্বা ভবেৎকচিৎ।
চতুর্ভির্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কষ্টঙ্ক এব চ॥
গদ্যাণো মাষকৈঃ ষড়্ভিঃ কর্ষঃ স্যাদ্দশমাষিকঃ।
চতুঃকর্ষৈঃ পলং প্রোক্তং দশশাণমিতং বুধৈঃ॥
চতুঃপলৈশ্চ কুড়বঃ প্রস্থাদ্যাঃ পূর্ব্ববন্মতাঃ।
স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বয়োবলম্॥
প্রকৃতিং দোষদেশৌ চ দৃষ্ট্বা মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ।
নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাম্ভোঽল্পং
মহানলম্।
অতিমাত্রং চ দোষায় যথা শস্যে বহূদকম্॥

ইতি মানপরিভাষা।

কালিঙ্গমান।

কলিতে মনুষ্যগণ প্রায় হ্রস্বকায়, সত্ত্বহীন ও অগ্নিমান্দ্যরোগগ্রস্ত। অতএব সুমাত্রাজ্ঞ পণ্ডিতসম্মত উপযুক্ত মাত্রা বলা যাইতেছে—পণ্ডিতগণের মতে দ্বাদশ গৌরসর্ষপে এক যব, দুই যবে এক গুঞ্জা, তিন গুঞ্জাতে এক বল্ল ও আট গুঞ্জাতে এক মাষ হয়। কখন কখন সাত গুঞ্জাতেও এক মাষ পরিগণিত হইয়া থাকে। চারি মাষে এক শাণ, নিষ্ক বা টঙ্ক, ছয় মাষে এক গদ্যাণ, দশ মাষে এক কর্ষ, চারি কর্ষে বা দশ শাণে এক পল, এবং চারি পলে এক কুড়ব হয়। প্রস্থাদির পরিমাণ পূর্ব্বের ন্যায়ই জানিবে। মাত্রার স্থিরতা নাই। দেশ, কাল, প্রকৃতি, দোষ, অগ্নি, বয়স ও বল দেখিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিবে। যেমন অল্প জলে প্রভূত অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হয় না। সেইরূপ অল্প মাত্রায় ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধির শান্তি হয় না। অতিরিক্ত জলে যেমন শস্য বিনষ্ট হয় তদ্রূপ অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন করিলেও অপকার হয়।

ইতি মানপরিভাষা সমাপ্ত।

অথ ভৈষজ্যানাং বিধানানি।

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

ঔষধের নিয়ম।

স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্টক এই পাঁচটি কষায় উত্তরক্রমে লঘু জানিবে।

তত্রাদৌ স্বরসবিধিঃ।

আহতাৎ তৎক্ষণাকৃষ্টাদ্দ্রব্যাৎ ক্ষুণ্ণাৎ সমুদ্ধরেৎ।
বস্ত্রনিষ্পীড়িতো যশ্চ স্বরসো রস উচ্যতে॥

'আহতাৎ' শীতাগ্নিকীটাদিভিরনুপহতাৎ। 'ক্ষুণ্ণাৎ'। সংপিষ্টাৎ।

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ভবেদ্বা রস উত্তমঃ॥

'চূর্ণিতং' চূর্ণীকৃতং।

আদায় শুষ্কদ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে।
জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টং চ গৃহ্যতে।
স্বরসস্য গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ।
নিশোষিতঞ্চাগ্নিসিদ্ধং পলমাত্রং রসং পিবেৎ॥

'নিশোষিতং' নিশায়ামুষিতম্।

সিতামধুগুড়ক্ষারান্ জীরকং লবণং তথা।
ঘৃতং তৈলঞ্চ চূর্ণাদীন্ কোলমাত্রান্ রসে ক্ষিপেৎ॥

কোলষ্টঙ্কদ্বয়ং চ।

স্বরস বিধি।

যে ঔষধি শীত, অগ্নি বা কীটাদি দ্বারা উপহত হয় নাই তাহা তুলিয়া তৎক্ষণাৎ পেষণ করত বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে রস নির্গত হয় তাহাকে স্বরস রস বলে। কেহ কেহ বলেন কুড়ব পরিমিত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ জলে ক্ষেপণ করত অহোরাত্র রাখিলেও তাহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাও উত্তম রস। স্বরস ওষধি না পাইলে তৎপরিবর্ত্তে শুষ্ক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদমাত্র থাকিতে গ্রহণ করিবে। স্বরস গুরুপাক, সুতরাং উহার অর্দ্ধ পল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কিন্তু এক রাত্রির বাসি ও অগ্নিসিদ্ধ হইলে এক পল পরিমিত সেবন করিবে। রসে চিনি মধু, গুড়, ক্ষার দ্রব্য, জীরক, লবণ, ঘৃত, তৈল ও চূর্ণাদি দুই টঙ্ক পরিমিত ক্ষেপণ করিবে।

অথ তণ্ডুলজলবিধিঃ।

কণ্ডিতং তণ্ডুলপলঞ্জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।
ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বত্র কর্ম্মসু॥

'ভাবয়িত্বা' কোমলীকৃত্য।

তণ্ডুল জলের বিধি।

এক পল কণ্ডিত (কাঁড়া) তণ্ডুল অষ্টগুণ জলে ক্ষেপণ করিয়া ভাবনা দিয়া অর্থাৎ কোমল করত সেই জল সকল কার্য্যে ব্যবহার করিবে।

অথ হিমবিধিঃ।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতং হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ।
তস্য মানং মতং পানে পলদ্বয়মিতং বুধৈঃ॥

'ক্ষুণ্ণং' চূর্ণীকৃতং।

হিমবিধি।

চূর্ণীকৃত দ্রব্য এক পল লইয়া ছয় পল জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে তাহাকে হিম বা শীতল কষায় বলা যায়। পণ্ডিতগণ হিমপানের মাত্রা দুই পল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অথ মন্থবিধিঃ।

জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

'ক্ষুণ্ণং' চূর্ণীকৃতম্, 'মন্থয়েৎ' মথ্নীয়াৎ।

মন্থবিধি।

চারি পল শীতল জলে এক পল চূর্ণ দ্রব্য ক্ষেপণ করিয়া কোন মৃণ্ময় পাত্রে উত্তমরূপে মন্থন করিলে তাহাকে মন্থ বলা যায়। ইহার মাত্রা দুই পল।

অথ ফাণ্টবিধিঃ।

কুড়ে দ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎপটাৎ।
স স্যাচ্চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টস্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতম্।
ক্ষৌদ্রং সিতা গুড়াদীংস্তু কর্ষমাত্রান্ বিনিঃক্ষিপেৎ।
ক্ষুণ্ণে চূর্ণীকৃতে স চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ।

ফাণ্ট বিধি।

সম্যক্ চূর্ণীকৃত দ্রব্যে এক কুড়ব উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিয়া একটা মৃণ্ময় পাত্রে রাখিবে। অনন্তর ঐ মিশ্র দ্রব্য বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্ট বলে। উহার পরিমাণ দুই পল। উহাতে মধু, চিনি ও গুড়াদি নিঃক্ষেপ করিতে হইলে কর্ষ পরিমিত প্রদান করিবে।

অথ কল্কবিধিঃ।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কংবা সজলং ভবেৎ।
প্রক্ষিপ্য গালয়েদ্বস্ত্রে তন্মানং কর্ষসম্মিতম্।
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতা গুড়সমন্দদ্যাদ্দ্রবোদেয় শ্চতুর্গুণঃ।

কল্ক বিধি।

আর্দ্র দ্রব্য জল দিয়া হউক বা না হউক শিলাতে পেষণপূর্ব্বক প্রক্ষেপ করত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপ কল্কের সেবন পরিমাণ দুই তোলা। ইহাতে ঘৃত, মধু বা তৈল সংযোগ করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায়, চিনি ও গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে তুল্য মাত্রায় এবং দ্রব দ্রব্য চতুর্গুণ পরিমাণে প্রয়োগ করিবে।

অথ চূর্ণবিধিঃ।

অত্যন্তশুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎস্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তন্মাত্রা কর্ষসংমিতা।
চূর্ণে গুড়ঃ সমোদেয়ঃ শর্করা দ্বিগুণা মতা।
চূর্ণেষু ভর্জ্জিতং হিঙ্গু দেয়ং নোৎক্লেদকৃদ্ভবেৎ।
লিহেচ্চূর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব্বৈ র্ঘৃতাদ্যৈর্দ্বিগুণোন্মিতৈঃ।
পিবেচ্চতুর্গুণৈরেবং চূর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ।

চূর্ণবিধি।

অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে চূর্ণ, রজঃ বা ক্ষোদ বলা যায়। সেবনের পরিমাণ এক কর্ষ। চূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে সমভাগে এবং চিনি মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। চূর্ণে ভাজা হিঙ্গ মিশ্রিত করিলে উৎক্লেদজনক হয় না। ঘৃতাদি সকল প্রকার দ্রব পদার্থের সহিত চূর্ণ লেহন করিতে হইলে উক্তপদার্থ দ্বিগুণ পরিমাণে এবং পান করিতে হইলে উক্ত পদার্থ চতুর্গুণ পরিমাণে লইতে হইবে।

চূর্ণাবলেহগুটিকাকল্কানামনুপানকম্।
পিত্তবাতকফাতঙ্কে ত্রিদ্ব্যেকপলমাহরেৎ।

চূর্ণ, অবলেহ, গুটিকা ও কল্কের অনুপানের পরিমাণ পিত্ত, বাত ও কফাতঙ্ক রোগে ক্রমান্বয়ে তিন, দুই ও এক পল।

যথা তৈলং জলে প্রাপ্তং ক্ষণেনৈব বিসর্পতি।
অনুপানবলাদঙ্গে তথা সর্পতি ভেষজম্।

জলে তৈল নিঃক্ষেপ করিলে যেমন ক্ষণমাত্রে উহা সর্ব্বত্র বিসর্পিত হয় সেইরূপ অনুপানবলে ঔষধ শীঘ্র সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।

ভাবনাবিধিঃ।

দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতম্ভবেৎ।
ভবনায়াঃ প্রমাণং তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ।

ভাবনা বিধি।

যে পরিমাণে দ্রব পদার্থ মিশ্রিত করিলে সমুদায় চূর্ণ সম্যক্ রূপে ভিজিয়া যায় চূর্ণে ভাবনা দিতে হইলে সেইরূপ পরিমাণই ভিষগ্বরের অনুমোদনীয়।

অথ পুটপাকবিধিঃ।

পুটপাকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া।
পুটপাকস্য পাকোঽয়ং লেপস্যাঙ্গারবর্ণতা।
লেপঞ্চ দ্ব্যঙ্গুলং স্থূলং কুর্য্যাদ্দ্ব্যঙ্গুলমাত্রকম্।
কাশ্মরীবটজম্ব্বাদিপত্রৈর্ব্বেষ্টনমুত্তমম্।
পলমাত্রো রসো গ্রাহ্যঃ কর্ষমাত্রং মধু ক্ষিপেৎ।
কল্কচূর্ণদ্রবাদ্যাস্তু দেয়াঃ কোলমিতা বুধৈঃ।

পুটপাকবিধি।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে পুটপাককল্কের স্বরস গ্রহণ করার বিধি আছে বলিয়া এস্থলে পুটপাকের যুক্তি বলা যাইতেছে। প্রথমে দুই অঙ্গুল পরিমিত কাশ্মরী, বট ও জামপত্র দ্বারা উত্তম করিয়া বেষ্টন করিবে। পরে দুই অঙ্গুল স্থূল প্রলেপ দিয়া পুটপাক করিবে। পরে যখন লেপ অঙ্গার বর্ণ হইয়া আসিবে তখন পাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিবে। ইহার মাত্রা এক পল। উহাতে মধু মিশ্রিত করিতে হইলে এক কর্ষ এবং কল্ক, চূর্ণ ও দ্রবাদি মিশ্রিত করিতে হইলে এক কোলপরিমিত প্রয়োগ করিবে।

অথ উষ্ণোদকবিধিঃ।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ।
শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি।
'উষ্ণোদকং' ফুটানবটা ইতি লোকে।

উষ্ণ জলের বিধি।

জলকে তাবৎকাল সিদ্ধ করিতে হইবে যতক্ষণ না অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ক্বথনের যেরূপ নিয়ম উষ্ণোদকেরও নিয়ম তদ্রূপ। রাত্রিতে উষ্ণ জল পান করিলে দীপনের কার্য্য করে, বস্তি সংশোধিত হয় এবং শ্লেষ্মা, আমবাত, মেদ, কাশ, শ্বাস ও জ্বর রোগের শান্তি হয়।

অথ ক্ষীরপাকবিধিঃ।

ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎ ক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষং তৎপীতং শূলমামোদ্ভবং জয়েৎ।

ক্ষীরপাকবিধি।

যত পরিমাণে দ্রব্য তাহার অষ্ট গুণ ক্ষীর এবং ক্ষীরের চতুর্গুণ জল দিয়া সিদ্ধ

করিতে হইবে। যখন সমুদায় জল মরিয়া যাইবে তখন পাক সিদ্ধ হইবে সেই দুগ্ধ পান করিলে আমজনিত শূল নিবারিত হয়।

অথ ক্বাথবিধিঃ।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্।
কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবত্তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ।
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎপ্রস্থাদিকং জলম্॥
'ষোড়শিকং' ষোড়শগুণম্।
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্।
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥

ক্বাথ বিধি।

এক পল পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া ষোড়শ গুণ জলে পাক করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে পাক সিদ্ধ হইবে। কর্ষ হইতে পল পরিমিত দ্রব্যে এইরূপ ষোড়শ গুণ জল দিবে। তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত পরিমাণে অষ্টগুণ এবং প্রস্থ বা ততোধিক পরিমাণে চতুর্গুণ জল দিবে। সেই জল মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করাইবে। ইহাকে শৃত, ক্বাথ, কষায় বা নির্য্যূহ বলে।

ক্বাথপানমাত্রামাহ।

মাত্রোত্তমা পলে তৎ স্যাৎ ত্রিভিরক্ষৈস্তু মধ্যমা।
জঘন্যা চ পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথৌষধেষু চ॥
তন্ত্রান্তরে।
ক্বাথ্যদ্রব্যপলে বারি দ্বিরষ্টগুণমিষ্যতে।
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু পেয়ং পলচতুষ্টয়ম্॥
দীপ্তানলং মহাকায়ং পায়য়েদঞ্জলিং জলম্।
অন্যে ত্বর্দ্ধং পরিত্যজ্য প্রসৃতিং তু চিকিৎসকাঃ॥
ক্বাথত্যাগমনিচ্ছন্তস্ত্বষ্টভাগাবশেষিতম্।
পারম্পর্য্যোপদেশেন বৃদ্ধবৈদ্যাঃ পলদ্বয়ম্॥
অষ্টভাগাবশেষিতস্য চতুর্ভাগাবশিষ্টাপেক্ষয়া গুরুত্বাৎদীপ্তানলং মহাকায়ং পলদ্বয়ং পায়য়েৎ মধ্যমাগ্নিমল্পকায়ং পলমাত্রং পায়য়েৎ মাত্রোত্তমা পলেন স্যাদিত্যাদিবচনাৎ।

ক্বাথপান করিবার মাত্রা।

স্নেহ, ক্বাথ, ও ঔষধ সেবন করিতে হইলে এক পল পরিমাণেই প্রশস্ত। তিন অক্ষ পরিমিত মাত্রা মধ্যম এবং অর্দ্ধপল পরিমিত মাত্রা নিকৃষ্ট।

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে ক্বাথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে এক পল ক্বাথ্য দ্রব্যে ষোড়শ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চারি পল থাকিতে নামাইয়া ফেলিবে। ইহার সেবনের মাত্রা চারি পল। যাহাদিগের অগ্নির দীপ্তি আছে এবং শরীর স্থূল তাহাদিগের পক্ষে এক অঞ্জলি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক আট পল থাকিতে নামাইয়া ফেলিয়া প্রসৃতি (২ পল) পরিমাণে সেবন করাইতে বিধি দিয়া থাকেন। যে সকল প্রাচীন বৈদ্য ক্বাথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা পিতৃপরম্পরাগত উপদেশানুসারে আট পল থাকিতে নামাইয়া দুই পল পরিমিত সেবন করিবার বিধি দিয়া থাকেন।

চারিপলাবশিষ্ট ক্কাথ অপেক্ষা অষ্ট-ভাগাবশিষ্ট ক্কাথের গুরুত্ব অধিক। অতএব বৃহৎকায় ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে দুই পল পান করাইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং "এক পলই প্রশস্ত মাত্রা" এই বচন অনুসারে মধ্যমাগ্নি ও অল্পকায় ব্যক্তির পক্ষে এক পলই প্রশস্ত মাত্রা জানিবে।

ক্কাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ।
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্॥
জীরকং গুগ্গুলুং ক্ষারং লবণং চ শিলাজতু।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং চৈব ক্কাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ॥
ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রং চান্যৎ দ্রবং তথা।
কল্কং চূর্ণাদিকং ক্কাথে নিঃক্ষিপেৎ কর্ষসম্মিতম্॥

ক্কাথে শর্করা নিঃক্ষেপ করিতে হইলে বায়ুজন্য রোগে ক্কাথের চতুর্থাংশ, পৈত্তিক রোগে অষ্টমাংশ এবং কফজন্য রোগে ষোড়শাংশ লইতে হইবে। ক্কাথে মধু নিঃক্ষেপ করিলে বিপরীত ফল হয়। ক্কাথে জীরক, গুগ্গুলু, ক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্ বা ত্রিকটু নিঃক্ষেপ করিতে হইলে চারি মাষা পরিমাণে লইতে হইবে এবং ক্ষীর, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র বা অন্য কোন দ্রব পদার্থ, অথবা কল্ক বা চূর্ণাদি নিঃক্ষেপ করিতে হইলে দুই তোলা পরিমাণে দিতে হইবে।

তত্রোপবিশ্য বিশ্রান্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
ঔষধং হেমরজতং মৃদ্ভাজনপরিস্থিতম্।
পিবেৎ প্রসন্নহৃদয়ঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্।
বিধায়াচম্য সলিলং তাম্বূলাদ্যুপযোজয়েৎ॥

ঔষধ সেবনকালে মুখ ও চক্ষু বিকৃত করিবে না। বিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিবে। সুবর্ণ, রজত বা মৃণ্ময় পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া প্রসন্নচিত্তে পান করত পাত্র অধোমুখ করিয়া রাখিবে। পরে জলে কুলকুচু করিয়া তাম্বূলাদি মুখে দিবে।

অথ অবলেহবিধিঃ।

ক্কাথাদের্যৎপুনঃ পাকাদ্ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ তন্মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা॥
সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ।
দ্রবং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
সুপক্কে তন্তুমত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রাং গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥
দুগ্ধমিক্ষুরসং যূষং পঞ্চমূলং কষায়কম্।
বাসাক্কাথং যথাযোগ্য মনুপানং প্রশস্যতে॥

অবলেহ বিধি।

পক্ক ক্কাথাদি পুনরায় পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাকে রসক্রিয়া, অবলেহ বা লেহ বলা যায়। উহা সেবন করিবার মাত্রা এক পল। উহাতে চিনি মিশ্রিত করিতে হইলে চূর্ণের চারি গুণ, গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ, এবং দ্রব পদার্থ চারি গুণ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। সর্ব্বত্র এইরূপ বিধি জানিবে। অবলেহ সুপক্ক হইলে তন্তুর ন্যায় হয়, জলে ফেলিলে মগ্ন হইয়া যায়, দাগ বসাইলে সেই দাগ স্থির থাকে এবং উহাতে গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়। দুগ্ধ, ইক্ষুরস, যূষ, পঞ্চমূলের কষায় ও বাসার ক্কাথ ক্কাথের এই কয়টি অনুপান অবস্থানুসারে প্রশস্ত।

অথ বটকাবিধিঃ।

বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নাম গুটিকা বটী।
মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্গুলুর্ব্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥

'তত্র' বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ।

কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন ক্বচিদ্গুগ্গুলুনা বটী।
দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ॥
সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ।
চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্গুলুঃ মধু তৎসমম্॥

'তৎসমম্'। চূর্ণসমম্।

দ্রবং তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ।

'দ্রবং' দ্রবরূপদ্রব্যং।

কর্ষপ্রমাণং তন্মাত্রা বলং দৃষ্ট্বা প্রযুজ্যতে।

বলমিতি কালাদেরপ্যুপলক্ষণম্।

বটকাবিধি।

অতঃপর বটকার বিষয় বলা যাইতেছে। বটকাকে মোদক, বটিকা, পিণ্ডী, গুড় এবং বর্ত্তিও বলে। লেহ যেরূপ পাক করিতে হয় সেইরূপ গুড় বা চিনিতে গুগ্গুল চূর্ণ নিঃক্ষেপ করত অগ্নিতে পাক করিয়া তাহাতে বড়ি প্রস্তুত করিবে। সেই বড়িকে বটকা বলে। কখন কখন গুগ্গুলকে অগ্নিসিদ্ধ না করিয়াও কোন প্রকার দ্রব পদার্থ অথবা মধুতে বড়ী প্রস্তুত হয়। বড়ীতে চিনি দিতে হইলে চতুর্গুণ, গুড় দ্বিগুণ, চূর্ণ, গুগ্গুল ও মধু সমভাগে এবং দ্রব পদার্থ দ্বিগুণ মাত্রায় দিতে হইবে। ইহার সেবনমাত্রা এক কর্ষ। কিন্তু দেশ, কাল ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

অথ ঘৃততৈলযোর্ব্বিধিঃ।

কল্কাচ্চতুর্গুণীকৃত্য ঘৃতং বা তৈলমেব চ।
চতুর্গুণে দ্রবে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্মিতা॥

মাত্রা পলোন্মিতা ভক্ষণায়।

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েত্তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহস্তেনৈব সাধয়েৎ॥
চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্।
মৃদ্বাদিক্বাথ্যসংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্॥

'মৃদুদ্রব্যে' আর্দ্রদ্রব্যে গুড়ুচ্যাদৌ। 'কঠিনে' শুষ্কদ্রব্যে শুণ্ঠ্যাদৌ। 'অত্যন্ত কঠিনে' চিরশুষ্কে দেবদার্ব্বাদৌ।

কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবৎভবেদষ্টগুণং পয়ঃ।
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারী যাবচ্চতুর্গুণম্॥

ঘৃত ও তৈলের বিধি।

কোন প্রকার কল্কে ঘৃত বা তৈল পাক করিতে হইলে, কল্কের চতুর্গুণ ঘৃত বা তৈল লইয়া চতুর্গুণ দ্রব পদার্থে সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহার সেবন মাত্রা এক পল। কোন প্রকার ক্বাথ্য দ্রব্যে ঘৃতাদি পাক করিতে হইলে প্রথমে ক্বাথ্য দ্রব্যের চতুর্গুণ জলে ক্বাথ পাক করিবে। পাদাবশেষ থাকিতে তাহাতে ঘৃত পাক করিবে। কিন্তু ক্বাথ্য দ্রব্য যদি মৃদু অর্থাৎ গুড়ুচ্যাদির ন্যায় আর্দ্র হয় তাহা হইলে জলের পরিমাণ চারি গুণ এবং শুণ্ঠ্যাদির ন্যায় শুষ্ক বা মৃদ্বাদি মিশ্রিত হয় তাহা হইলে আট্গুণ এবং দেবদারুর ন্যায় কঠিন বা চিরশুষ্ক হইলে ষোড়শ গুণ জল দিতে হইবে। কর্ষ হইতে পল

পরিমাণ পর্য্যন্ত দ্রব্যে এইরূপ ষোড়শ গুণ জল দিবে। পল হইতে কুড়ব পরিমাণে অষ্ট গুণ এবং প্রস্থ বা ততোধিক হইলে চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

পূর্ব্বং চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যইত্যাদিনা ক্বাথ্যদ্রব্যগতমৃদুত্বাদিগুণভেদেন জলগতপরিমাণমুক্তম্। ইদানীং কেচিদাচার্য্যাঃ কর্ষাদিতঃ পলং যাবদিত্যাদিবচনেন ক্বাথ্য-দ্রব্যগতপরিমাণভেদেন জলগতপরিমাণং মন্যন্তে।

'ক্বাথ্য দ্রব্য মৃদু হইলে চারি গুণ জল দিবে' ইত্যাদি বচনদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে ক্বাথ্য-দ্রব্যগত-মৃদুত্বাদি-গুণভেদে জলের পরিমাণের বিভিন্নতা হয় এবং কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত দ্রব্যে ষোড়শ গুণ, ইত্যাদি বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন কোন আচার্য্যের মতে ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণভেদে জলের পরিমাণের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশস্তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্॥

অস্যায়মর্থঃ। অম্বুনা স্নেহসাধনে কল্কং স্নেহস্য চতুর্থমংশং দদ্যাৎ। ক্বাথেন স্নেহসাধনে স্নেহস্য ষষ্ঠভাগং কল্কং দদ্যাৎ। স্বরসৈঃ স্নেহসাধনে স্নেহস্যাষ্টমভাগং কল্কং দদ্যাৎ।

পুনর্ব্বিশেষমাহ।

দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ।
কল্কস্য সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্॥

'কল্কাৎ'। কল্কদ্রব্যাৎ। চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থম্।

দ্রবাণি যত্র স্নেহেষু পঞ্চাদীনি ভবন্তি হি।
তত্র স্নেহসমান্যাহুর্যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥

অস্যায়মর্থঃ। যত্র স্নেহেষু আদীনি পঞ্চ দ্রবাণি দুগ্ধদধিস্বরসতক্রকল্কোপযুক্তজলানি প্রত্যেকং স্নেহসমানি বোদ্ধব্যানি। 'যথাপূর্ব্বম্' দুগ্ধদধিস্বরসতক্রং সমুদিতং স্নেহাচ্চতুর্গুণং ভবতি। দ্রব্যেণ কেবলেনৈব স্নেহপাকোভবেদ্‌যদি। তত্রাম্বুপিষ্টঃ কল্কঃ স্যাজ্জলঞ্চাত্র চতুর্গুণম্।

'অত্র' কল্কদ্রব্যে।

কেবল মাত্র জলের সহিত স্নেহ দ্রব্য পাক করিতে হইলে স্নেহের চতুর্থাংশ, কেবল মাত্র ক্বাথে স্নেহপাক করিতে হইলে স্নেহের ষষ্ঠভাগ এবং কেবল মাত্র স্বরসে স্নেহপাক করিতে হইলে স্নেহের অষ্টম ভাগ কল্ক দিতে হইবে। দধি, দুগ্ধ, রস ও তক্রে পাক করিতে হইলে অষ্টমাংশ কল্ক দিবে। কল্ক অপেক্ষা সম্যক্‌রূপে পাক করিতে হইলে ভালরূপ পেষণ করিবার জন্য কল্কদ্রব্যের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে। আদি পঞ্চ দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে দুগ্ধ, দধি, তক্র, স্বরস ও কল্কোপযুক্ত জল প্রত্যেক স্নেহের সমান পরিমাণে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, স্বরস ও তক্র এই কয় দ্রব্যের সমষ্টি স্নেহের চতুর্গুণ দিতে হইবে। কেবল মাত্র দ্রব্যে স্নেহ পাক করিতে হইলে জলের দ্বারা কল্ক পেষণ করিতে হয় এবং জলের পরিমাণ চারিগুণ দিতে হয়।

ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকোযত্রোদিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে।
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে॥

'কেবলে দ্রবে'। ক্বাথেতরস্মিন্ স্বরসাদিরূপে। পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্। স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কঃ প্রযুজ্যতে।

যেখানে কেবলমাত্র ক্বাথে স্নেহ পাক করিবার উল্লেখ থাকিবে তথায় ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্ক ও প্রয়োগ করা যায়। কল্কহীন স্নেহ কেবলমাত্র দ্রব পদার্থে পাক করিবে। এস্থলে দ্রব পদার্থ বলিতে ক্বাথব্যতিরিক্ত স্বরস পদার্থ বুঝিতে হইবে। পুষ্পকল্কে স্নেহ পাক করিতে হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জল এবং স্নেহের অষ্টমাংশ পুষ্পকল্ক প্রয়োগ করিতে হইবে।

বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদ্‌যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ।
শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেত্তদা।
যদা ফেনোদ্গমে তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধোভবেত্তদা।

অঙ্গুলি দ্বারা স্নেহকল্ক তুলিয়া লইলে যদি বর্ত্তির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে কোন প্রকার শব্দ না-হয় তাহা হইলেই স্নেহ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৈল বা ঘৃত পাক করিতে হইলে যখন ফেনা মরিয়া যাইবে এবং গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইবে তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে।

স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তোমৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
ঈষৎসরসকল্কস্তু স্নেহপাকোমৃদুর্ভবেৎ।
মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে।
ঈষৎকঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকোভবেৎ খরঃ।
তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃস্যাদ্দাহকৃন্নিস্প্রয়োজনঃ।
আমপকশ্চ নির্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ।
নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্।
ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে।
প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতাস্ত্বেতে বিশেষাদ্গুণসঞ্চয়ম্।

স্নেহপাক তিন প্রকার মৃদু, মধ্য ও খর। মৃদুপাকে কল্ক ঈষৎ সরস থাকিবে, মধ্যপাকে কল্ক নীরস ও কোমল এবং খরপাকে কল্ক ঈষৎ কঠিন হইবে। ইহার অতিরিক্ত পাক হইলে দগ্ধ পাক বলা যায়। দগ্ধপক্ক স্নেহ দাহকারী সুতরাং কোন কার্য্যে লাগে না। অপক্ক স্নেহ সেবনে বীর্য্যহানি ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে; কারণ উহা গুরুপাক। নস্যার্থে মৃদুপাক, অভ্যঙ্গার্থে খরপাক এবং অন্যান্য সর্ব্ব কর্ম্মে মধ্যম পাক প্রশস্ত জানিয়া যথোচিত প্রয়োগ করিবে। ঘৃত, তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিনে শেষ করিবে না, কারণ উষিত না হইলে ইহারা বিশেষ গুণকারী হয় না।

অথ সন্ধানবিধিঃ।

দ্রবেষু চিরকালস্থং দ্রব্যং যৎসন্ধিতং ভবেৎ।
আসবারিষ্টভেদৈস্তৎ প্রোচ্যতে ভেষজোচিতম্।
ভেষজেষু যদুচিতং তদ্ভেষজোচিম্।

সন্ধান বিধি।

কোন দ্রব্য দ্রবপদার্থে বহুকাল ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত হইয়া যখন ঔষধোপযোগী হয় তখন তাহাকে আসব বা অরিষ্ট বলে।

তত্র আসবারিষ্টয়োর্লক্ষণমাহ।

যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎতয়োর্মানং পলোন্মিতম্।

সামান্যতোঽরিষ্টবিধিঃ।

অনুক্তমানারিষ্টেষু দ্রবাদ্দ্রোণং গুড়াত্তুলাম্।
ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্গুড়াদর্দ্ধং প্রক্ষেপং দশমাংশিকং।
'দশমাংশিকম্' গুড়স্যৈব দশমাংশং।

আসব ও অরিষ্টের লক্ষণ।

অপক্ক ঔষধি জলে সিদ্ধ করিয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে আসব এবং কাথসাধ্য মদ্যকে অরিষ্ট বলা যায়। ইহাদিগের মাত্রা এক পল। অরিষ্টে দ্রব্যের পরিমাণ উক্ত না থাকিলে দ্রব দ্রব্য এক দ্রোণ, গুড় তুলা পরিমিত, মধু গুড়ের অর্দ্ধেক এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্য গুড়ের দশমাংশ লইবে।

জ্ঞেয়ঃ শীতরসঃ সীধুরপক্কমধুরদ্রবৈঃ।
'মধুরদ্রবৈঃ' ইক্ষুরসাদিভিঃ।
সিদ্ধঃ পক্করসঃ সীধুঃ সম্পক্কমধুরদ্রবৈঃ।
পরিপক্কান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ॥
সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাত্ততঃ কাদম্বরী ঘনা।
তদধোজগলো জ্ঞেয়ো মেদকোজগলাদ্ঘনঃ॥
পক্কসোহৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজং কিরাবকম্।
'সুরাবীজম্' যবগোধূমতণ্ডুলাদি॥
যত্তালখর্জ্জুররসৈঃ সন্ধিতা সা হি বারুণী।
কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রবেণাভিষূয়ন্তে তচ্চুক্তমভিধীয়তে॥
'অভিষূয়ন্তে' দ্রবেণাপ্লাব্য সন্ধীয়ন্তে।
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবঃ।
বিনষ্টঃ সন্ধিতোযত্ত তচ্চুক্তমভিধীয়তে।
গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা॥
সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষতে।
এবমেব হি শুক্তং স্যান্মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা॥
তুষাম্বুসন্ধিতং জ্ঞেয় মামৈর্ব্বিদলিতৈর্যবৈঃ।

অপক্ক ইক্ষুরসাদিতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যকে শীতরস সীধু এবং পক্ক ইক্ষুরসাদিতে প্রস্তুত সীধুকে পক্করস সীধু বলে। পরিপক্ক অন্ন মাতিয়া উঠিলে তাহা হইতে যে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে সুরা বলে। তরল সুরাকে সুরামণ্ড, তদপেক্ষা ঘন হইলে কাদম্বরী, তদপেক্ষা ঘন হইলে জগল এবং ততোধিক ঘন হইলে মেদক বলা যায়। সারহীন মদ্যকে বক্কস এবং যব, গোধূম ও তণ্ডুলাদি-প্রস্তুত সুরাকে কিরাবক বলে। তাল বা খর্জ্জুর রসে সন্ধিত মদ্যকে বারুণী বলে, স্নেহ ও লবণ সংযুক্ত কন্দ, মূল ও ফলাদি, দ্রব দ্রব্যে ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধিত হইলে তাহা হইতে যে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার নাম শুক্ত। বিনষ্ট বা অম্লরস-বিশিষ্ট মদ্য অথবা বিনষ্ট এবং সন্ধিত ইক্ষুরসাদিকে শুক্ত বলা যায়। কন্দ, ফল ও শাক, তৈল ও গুড়ের জলে সন্ধিত হইলে যখন অম্লরসবিশিষ্ট হয় তখন তাহাকে গুড়চুক্র বলে। কেহ কেহ বলেন দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন মদ্যকে অথবা তুষাম্বুতে সন্ধিত বিদলিত (খোসা ছাড়ান) কাঁচা যব হইতে প্রস্তুত মদ্যকে শুক্ত বলে।

যবৈস্তু নিস্তুষৈঃ পক্কৈঃ সৌবীরং সাধিতং ভবেৎ।
আরনালন্তু গোধূমৈ রামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্কৈর্বা সংহিতৈস্তত্তু সৌবীরসদৃশংগুণৈঃ॥
কুল্মাষধান্যমণ্ডাদি-সংহিতং কাঞ্জিকং বিদুঃ।
শিণ্ডাকী সংহিতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ॥

তুষহীন পক্ক যবে সৌবীর এবং অপক্ক নিস্তুষ গোধূমে আরনাল প্রস্তুত

হয়। পক্ক গোধূমে সংহিত আরনাল সৌবীরের তুল্য গুণকারী। কুল্মাষ ধান্যের মণ্ডাদিতে সংহিত দ্রব্যকে কাঞ্জি এবং মূলক ও সর্ষপাদিতে সংহিত দ্রব্যকে শিণ্ডাকী বলে।

অথ ধাতুনাং শোধনমারণবিধিঃ।

তত্র মারণায় যোগ্যং সুবর্ণমাহ।

দাহেরক্তং সিতংচ্ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভং।
তারশুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সং॥
'সৎ'। উত্তমং।

ধাতুর শোধন ও মারণ বিধি।

মারণ যোগ্য সুবর্ণ – যে সুবর্ণে তার বা শুল্ব মিশ্রিত থাকে না, যে সুবর্ণ কোমল, স্নিগ্ধ ও গুরু, যাহা কাটিলে শ্বেত-বর্ণ এবং কষিলে কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয় এবং যাহা পোড়াইলে নষ্ট হয় না এরূপ সুবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তচ্ছেদে কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলং।
দাহে ছেদে সিতং শ্বেতং কষে স্ফুটংলঘুস্ত্যজেৎ॥

যে সুবর্ণ কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, খাদ-যুক্ত, দল, স্ফুট, লঘু এবং যাহা পোড়া-ইলে, ছেদন করিলে বা কষিলে শ্বেতবর্ণ হয় তাহা মারণের যোগ্য নহে, সুতরাং ত্যাগ করিবে।

অথ শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতুনাং শোধনং ভবেৎ॥

শোধন বিধি—স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত প্রথমে অগ্নিতে তপ্ত করিয়া লইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের কষায়ে ক্রমান্বয়ে তিন বার করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। এইরূপ নিয়মে স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুর শোধন করিতে হয়।

অথাশুদ্ধস্য সুবর্ণস্য দোষমাহ।

বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজং পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যে চ সদা সুবর্ণ-
মশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

অশুদ্ধ সুবর্ণের দোষ—অশুদ্ধ সুবর্ণ-সেবনে মনুষ্যের বল ও বীর্য্য হানি হয়, শরীরে নানা প্রকার রোগ ও অসৌখ্য জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিয়া উঠে।

অথ সুবর্ণস্য মারণবিধিঃ।

স্বর্ণস্য দ্বিগুণং সূত মম্লেন সহ মর্দ্দয়েৎ।
তদ্গোলকসমং গন্ধং নিদধ্যাদধরোত্তরম্॥
'স্বর্ণস্য' ইতি তনূকৃতপত্রস্য। 'গন্ধং' গন্ধক-চূর্ণম্।
গোলকঞ্চ ততোরুদ্ধ্বা শরাবদৃঢ়সংপুটে।
ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দ্দদ্যাৎপুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥
'রুদ্ধ্বা' সন্ধকর্দ্দমত-চিক্কণ-মৃত্তিকয়া, বনো-পলঃ গোইঠা ইতি লোকে। 'নিরুত্থং' যৎপুনর্ম্ন জীবতি।

সুবর্ণের মারণ বিধি।

যত স্বর্ণ তাহার দ্বিগুণ পারদ মিশ্রিত

করিয়া অম্লের সহিত খলে মাড়িতে হইবে। এইরূপ মাড়িতে মাড়িতে গোলাকার হইয়া আসিবে। পরে ঐ গোলকের সমপরিমাণে গন্ধক চূর্ণ লইয়া উহার উপর ও নিম্নভাগে দিয়া একটা ভাঁড়ের মধ্যে বন্ধ করিয়া পুটপাকে পোড়াইতে হইবে। এইরূপে চৌদ্দ বার পোড়াইলে স্বর্ণের মারণ সিদ্ধ হয়। প্রতিবারেই গন্ধক দিতে হইবে। কুট্টিত বস্ত্র ও চিকণ মৃত্তিকাদি মিশ্রিত করিয়া ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

অথান্যপ্রকারঃ।

কাঞ্চনে গলিতে নাগং ষোড়শাংশেন নিঃক্ষিপেৎ।
চূর্ণয়িত্বা তথাম্লেন ঘৃষ্ট্বা কৃত্বা তু গোলকম্।
গোলকেন সমং গন্ধং দত্ত্বা চৈবাধরোত্তরম্।
শরাবসম্পুটে ধৃত্বা পুটৈর্ব্বিংশদ্বনোপলৈঃ।
এবং সপ্তপুটৈর্হেম নিরুত্থং ভস্ম জায়তে।
অত্রাপি পূর্ব্ববদ্গন্ধঃ প্রদাতব্যঃ পুনঃ পুনঃ।

দ্বিতীয়—স্বর্ণকে গালাইয়া তাহাতে ষোড়শাংশ নাগ নিঃক্ষেপ করিবে। অনন্তর চূর্ণ করত অম্লের সহিত মাড়িয়া যখন গোলাকার হইয়া আসিবে তখন সেই গোলকের সম পরিমাণে গন্ধক চূর্ণ লইয়া উহার উপর ও নিম্ন ভাগে স্থাপন করিয়া একটা ভাঁড়ের মধ্যে পুরিবে। পরে বিংশতি বনোপল দিয়া পুটপাকে পাক করিবে। এইরূপে সাতবার পাক করিলে সেই স্বর্ণ নিরুত্থ হয় অর্থাৎ উহার জীবন থাকে না। এস্থলেও প্রতিবারে গন্ধক দিতে হইবে।

অন্যচ্চ।

কাঞ্চনাররসৈর্ঘৃষ্ট্বা সমসূতকগন্ধয়োঃ।
কজ্জলীং হেমপত্রাণি লেপয়েৎ সমমাত্রয়া।
'ভস্ম সময়া' 'হেমপত্রসময়া'।
কাঞ্চনারত্বচঃ কল্কৈর্মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
ধৃত্বা তৎসম্পুটে গোলং মৃন্মূষাসম্পুটে চ তৎ।
নিধায় সন্ধিরোধঞ্চ কৃত্বা সংশোষ্য গোলকম্।
বহ্নিং খরতরং কুর্য্যাদেবং দত্ত্বা পুটত্রয়ম্।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ।
কাঞ্চনারপ্রকারেণ লাঙ্গলী হন্তি কাঞ্চনম্।
'লাঙ্গলী' করিহারী।
জ্বালামুখী তথা হন্যাৎ তথা হন্তি মনঃশিলা।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কাঞ্চনার রসে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে স্বর্ণের সমপরিমাণে কজ্জলী লইয়া স্বর্ণপত্র গুলি লেপন করিবে। পরে কাঞ্চনার বৃক্ষের ছালের কল্কে দুইটি মুষা কল্পনা করিবে এবং তাহার মধ্যে সেই গোলাকার স্বর্ণখণ্ডকে পুরিয়া একটি মৃন্ময়পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া গোলকটিকে শুষ্ক করিতে হইবে। পরে খরতর বহ্নিসংযুক্ত পুটে তিনবার পোড়াইতে হইবে। এইরূপ পোড়াইলেই স্বর্ণের তেজ কমিয়া যায়। এইরূপে মারিত স্বর্ণ সকল ঔষধেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাঞ্চনারের ন্যায় করিহারী, জ্বালামুখী, ও মনঃশিলা দ্বারা ও স্বর্ণের মারণ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

শিলাসিন্দুরয়োশ্চূর্ণং সময়োরর্কদুগ্ধকৈঃ।
সপ্তধা ভাবনান্দদ্যাচ্ছোষয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
ততস্তু গলিতে হেম্নি কল্কোঽয়ং দীয়তে সমঃ।
পুনর্ধ্মেদতিতরাং যথা কল্কো বিলীয়তে।
এবং বেলাত্রয়ং দদ্যাৎ কল্কং হেমমৃতির্ভবেৎ।

৪র্থ—মনঃশিলা ও সিন্দূর সমভাগে লইয়া আকন্দের আঠাতে সাতবার ভাবনা দিবে। ভাবনা দিয়া প্রতিবারেই শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর স্বর্ণ গলাইয়া সমভাগে কল্ক দিবে এবং যতক্ষণ না ঐ কল্ক বিলীন হইয়া যাইবে তত ক্ষণ ধমন করিতে হইবে। এইরূপে তিন বেলা কল্ক প্রদান করিলে স্বর্ণ মারিত হয়।

এবংমারিতস্য সুবর্ণস্য গুণাঃ।

সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তং চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলং।
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাগ্বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ॥
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ।
'বৃষ্যং' বৃষায় কামুকায় হিতং॥

মারিত সুবর্ণের গুণ।

মারিত স্বর্ণ শীতল, বলকারক, গুরু, রসায়ন, রসে ও পাকে স্বাদু, তিক্ত, কষায়, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, দৃষ্টিবর্দ্ধক, মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজক, হৃদ্য, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যশুদ্ধিকারী, স্থিরতাজনক, ত্রিদোষঘ্ন, বলবান্ ও কামুক ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী এবং উভয়বিধ বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, জ্বর ও শোষ রোগের শান্তিকারক।

অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্‌যত্নতঃ স্বতঃ॥

সুবর্ণ সম্যক্ প্রকারে মারিত না হইলে বল ও বীর্য্য নাশ করে, বিবিধ রোগ জন্মায় এবং প্রাণ পর্য্যন্তও নাশ করিয়া থাকে। অতএব স্বয়ং অতিশয় যত্ন সহকারে স্বর্ণকে মারিতে হইবে।

ধাত্বাদি-মারণোপযুক্তান্ পুটপ্রকারানাহ রসপ্রদীপে।

লোহাদের পুনর্ভাবত্বমপ্সু প্লবং গুণাঢ্যতা।
সলিলে তরণঞ্চাপি তৎসিদ্ধিঃ পুটনাদ্ভবেৎ।
গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পূরিতং পুনরৌষধম্।
কোষ্ঠে রুদ্ধে প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি ধারয়েৎ।
বনোপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিঃক্ষপেৎ।
বহ্নিং বিনিঃক্ষিপেত্তত্র মহাপুটমিতি স্মৃতম্।
'কোষ্ঠং' মুষা 'গোবিষ্ঠা' গোষ্ঠা।

মহাপুটম্।

অনন্তর রসপ্রদীপে ধাত্বাদিদ্রব্য মারণ করিবার পুটপ্রকার যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বলা যাইতেছে—

মহাপুট।

অপুনর্ভাব ও জলে তরণ এই দুইটিই লোহাদি ধাতু বর্গের প্রধান গুণ এবং পুটনদ্বারা উভয়েরই সাধন হয়।

দুই হস্ত গম্ভীর ও বিস্তৃত চতুষ্কোণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। পরে উহাতে ১০০০ ঘুটে সাজাইবে। পরে একটা মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে ঔষধ পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে এবং ঐ ভাণ্ড ঘুটের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরে ৫০০ শত ঘুঁটে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে উহাতে অগ্নি দিবে। এইরূপ পুটপাককে মহাপুট বলে।

সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনোপলসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ॥
পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।

অথার্জ্জান করস্থানি অর্দ্ধানুপরি নিঃক্ষিপেৎ।
এতদ্গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্॥
হস্তশ্চ চতুর্বিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণঃ। স সপাদঃ তেন ত্রিংশদঙ্গুলপ্রমাণেনেত্যর্থঃ।
অতএবোক্তং।
সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ।

ইতি গজপুটম্।

গজপুট।

সপাদ-হস্ত-পরিমিত গম্ভীর ও সপাদ-হস্ত-পরিমিত আয়ত কুণ্ড নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ১০০০ ঘুঁটে দিয়া পুটনদ্রব্যসংযুক্ত মুদ্রিত ভাণ্ড ঐ ঘুটের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরি ৫০০ ঘুটে নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপ পুটপাককে গজপুট বলে। এই পুট সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এস্থলে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত জানিতে হইবে সুতরাং সপাদ হস্তে ত্রিশ অঙ্গুলি হইবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে সাধারণ মনুষ্যের ত্রিশ অঙ্গুলিতে গজপুট প্রস্তুত হয়।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে।
বিতস্তিমাত্রকে খাতে কথিতং কৌক্কুটং পুটং॥
অরত্নিস্তু কনিষ্ঠেন মুষ্টিনেত্যমরঃ।
নিঃসৃতকনিষ্ঠয়া মুষ্ট্যোপলক্ষিতো হস্তোঽরত্নি-রিত্যর্থঃ।
ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎকৌক্কুটং পুটং॥
যৎপুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্ব্বনোপলৈঃ।
কপোতপুটমেতত্তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ।
গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কং চূর্ণিতগোময়ং।
গোবরং তৎসমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥
বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্যত্র গোবরৈর্দীয়তে পুটং।
তদ্গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতভস্মকৃৎ।
বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ।
বহ্নিপ্রান্তিং প্রজ্বালয়েৎ ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডং পুটমুচ্যতে॥

অরত্নিপরিমিত কুণ্ডস্থ পুটকে বারাহ এবং বিতস্তিপরিমিত কুণ্ডস্থ পুটকে কৌক্কুট পুট বলা যায়। কনিষ্ঠমুষ্টি-পরিমিত মানকে অরত্নি বলে। অর্থাৎ কনিষ্ঠ মুষ্টি নিঃসারণ দ্বারা পরিমিত হস্তকে অরত্নি বলে। কেহ কেহ ষোড়-শাঙ্গুলপরিমিত পুটকেও কৌক্কুট পুট বলিয়া থাকেন। যে পুটে অষ্ট সংখ্যক বনোপল (ঘুঁটে) প্রদান করা যায় পুটজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে কপোত পুট বলিয়া থাকেন। গোষ্ঠস্থিত গোরুর ক্ষুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ এবং চূর্ণিত শুষ্ক গোময়কে গোবর বলে। গোবর রসসাধনে প্রশস্ত। যেখানে বৃহৎ ভাণ্ডস্থিত গোবর দ্বারা পুট প্রদত্ত হয় বৈদ্যগণ তাহাকে গোবর-পুট বলিয়া থাকেন। গোবর পুটে পারা ভস্ম হয়। একটা তুঁষপূর্ণ বৃহৎ ভাণ্ডের মধ্যে মূষা (ঔষধ পূর্ণ পাত্র) স্থাপন পূর্ব্বক আগুণ দিয়া সেই ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে ভাণ্ডপুট বলা যায়।

অথ যন্ত্রপ্রকারানাহ তত্রৈব।

অথ বালুকাযন্ত্রম্।

ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতং॥

অতঃপর উক্ত গ্রন্থে যন্ত্র প্রকার যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বলা যাইতেছে—

বালুকাযন্ত্র।

বিতস্তি পরিমিত গম্ভীর একটী ভাণ্ড বালুকাতে পূর্ণ করিবে। অনন্তর একটি কুপিকার মধ্যে ঔষধ পুরিয়া পরে ঐ কুপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকাতে ডুবাইয়া রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। এই যন্ত্রকে পণ্ডিতেরা বালুকাযন্ত্র বলেন।

দোলাযন্ত্রম্।

নিবদ্ধমৌষধং সূতং ভূর্জ্জে তৎ ত্রিগুণাম্বরে।
রসপোটলিকাং কাষ্ঠে দৃঢ়ং বদ্ধা গুণেন হি।
সন্ধানপূর্ণকুম্ভান্তঃখাবলম্বনসংস্থিতং।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং তত্তদুক্তক্রমেণ হি।
দোলাযন্ত্রমিদং প্রোক্তং স্বেদনাখ্যং তদেব হি।

'সন্ধানং' কাঞ্জিকাদি।

দোলাযন্ত্র।

পারদ মিশ্রিত ঔষধ তিনপুরু ভূর্জ-পত্রে বেষ্টন করত একটি পোটলিকা প্রস্তুত করিবে এবং দড়ি দিয়া এক খণ্ড কাষ্ঠে ঐ পোটলিকা বাঁধিতে হইবে পরে কাঞ্জিকাদিপূর্ণ একটি পাত্রের মুখে ঐ কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করিলে পোটলিকাটি ভাণ্ডমধ্যে ঝুলিতে থাকিবে। অনন্তর তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। এই যন্ত্রকে দোলাযন্ত্র বা স্বেদনাখ্য যন্ত্র বলে।

স্বেদনং যন্ত্রং।

সাম্বুস্থালীমুখে বস্ত্রে বদ্ধে স্বেদ্যং নিধায় চ।
পিধায় পচ্যতে যত্র তদ্যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতং।

স্বেদনযন্ত্র।

একটি জলপূর্ণ স্থালীর মুখ বস্ত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া ঐ বস্ত্রের উপর স্বেদ্য দ্রব্য রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। এই-রূপ পাকযন্ত্রকে স্বেদন যন্ত্র বলে।

বিদ্যাধরযন্ত্রম্।

অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাত্তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্নিরুধ্য মৃদুমৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎপ্রহরপঞ্চকং॥
স্বাঙ্গশীতাত্ততোযন্ত্রাদ্ গৃহ্নীয়াদ্রসমুত্তমং।
বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতং॥

বিদ্যাধরযন্ত্র।

একটি স্থালীতে রস স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরি আর একটি স্থালী ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া উহাতে জল দিতে হইবে। পরে মৃদু মৃত্তিকাদ্বারা সম্যক্‌রূপে সন্ধিস্থান বদ্ধ করিয়া সাবধানে অগ্নির উপর বসা-ইতে হইবে। এইরূপে পাঁচ প্রহর সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহা হইতে উত্তম রস লইবে। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই যন্ত্র-কে বিদ্যাধর যন্ত্র বলেন।

ভূধরযন্ত্রম্।

বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্ত্তে মূষা রসান্বিতা।
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্‌যন্ত্রং ভূধরনামকং।

ডমরুযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাত্তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে।

ভূধর যন্ত্র।

রসাম্বিত পাত্র বালুকাতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর ঘুটে চাপাইয়া অগ্নি দিবে এই যন্ত্রকে ভূধর যন্ত্র বলে। উমক যন্ত্রও এইরূপ কেবলমাত্র বিশেষ এই যে ইহাতে স্থালীর মুখ বন্ধ করিতে হয়।

অথ মারণায় যোগ্যং রূপ্যমাহ।

গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমং।
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং তারং নবগুণং শুভং॥

মারণযোগ্য রৌপ্যের লক্ষণ।

যে রৌপ্য গুরু, স্নিগ্ধ, নরম, এবং যাহা পোড়াইলে বা কাটিলে শ্বেত বর্ণ লক্ষিত হয়, এবং পিটিলে ভাঙ্গে না যে রৌপ্য চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ ও উত্তম বর্ণবিশিষ্ট সেই রৌপ্য উৎকৃষ্ট।

অথাযোগ্যম্।

কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু।
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতং॥

অযোগ্য রৌপ্য।

যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্ত-বর্ণ অথবা পীতবর্ণ খাদযুক্ত, লঘু এবং পোড়াইলে, কাটিলে বা পিটিলে নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে দুষ্ট রৌপ্য বলে।

অথ শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি তারস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং রজতপত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে॥

রৌপ্যের শোধনবিধি।

রৌপ্যের পাতলা পাত তপ্ত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ক্রমান্বয়ে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র ও কুলত্থের কষায় এই কয় দ্রব্যের প্রত্যেকে তিনবার করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ হয়।

অথাশুদ্ধস্য রূপ্যস্য দোষমাহ।

রূপ্যং ত্বশুদ্ধং প্রকরোতি তাপং
বিবন্ধকং বীর্য্যবলক্ষয়ঞ্চ।
দেহস্য পুষ্টিং হরতে তনোতি
রোগাংস্ততঃ শোধনমস্য কুর্য্যাৎ।

অশুদ্ধ রৌপ্যের দোষ।

অশুদ্ধ রৌপ্য সেবন করিলে শরীরে তাপ ও বিবিধ প্রকার পীড়া জন্মে, কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এবং বল, বীর্য্য ও পুষ্টি নাশ করে। অতএব উহা শোধন করা কর্ত্তব্য।

অথ রূপ্যমারণবিধিঃ।

ভাগৈকং তালকং মর্দ্দ্যং যামমম্লেন কেনচিৎ।
তেন ভাগত্রয়ং তারপত্রাণি পরিলেপয়েৎ।
ধৃত্বা মূষাং পুটে রুদ্ধা পুটেৎত্রিংশদ্বনোপলৈঃ।
সমুদ্ধৃত্য পুনস্তালং দত্ত্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
এবং চতুর্দ্দশপুটৈস্তারম্ভস্ম প্রজায়তে।

অথান্যঃ প্রকারঃ।

স্নুহীক্ষীরেণ সম্পিষ্টং মাক্ষিকং তেন লেপয়েৎ।
তালকস্য প্রকারেণ তারপত্রস্য বুদ্ধিমান্।
পুটেচ্চতুর্দ্দশপুটৈস্তারম্ভস্ম প্রজায়তে॥

রৌপ্য মারণ বিধি।

যত রৌপ্যের পত্র তাহার তৃতীয়াংশ হরিতাল লইয়া এক সপ্তাহকাল অম্লে মর্দ্দন করিবে পরে ঐ মর্দ্দিতগন্ধক উক্ত রৌপ্যপত্রে লেপন করিবে। তাহার পর ঐ লেপিত পত্র একটা মৃন্ময় ভাণ্ডে রাখিয়া ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করত ত্রিশ খান বিল ঘুঁটে দিয়া পুটে পাক করিবে। এই রূপে চতুর্দ্দশ বার পোড়াইলে রৌপ্য ভস্ম হইয়া যায়। প্রতিবার পোড়াইবার সময় ঐরূপ হরিতাল মাখাইতে ও ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারেও রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে যথা মনসার আটাতে সম্পিষ্ট মাক্ষিক দ্বারা রৌপ্যপত্রকে পূর্ব্বোক্ত হরিতালবৎ লেপন করিয়া পরে সেই রৌপ্যপত্র উক্তপ্রকারে চতুর্দ্দশ বার ভস্ম করিলেই রৌপ্য ভস্ম হয়।

এবং মারিতস্য রূপ্যস্য গুণাঃ।

রূপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ধ্রুবম্॥

উক্তপ্রকারে মারিত রৌপ্যের গুণ।

মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, রসে, ও পাকে স্বাদু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বাতপিত্তঘ্ন এবং অচিরে প্রমেহাদি রোগ নাশ করে।

অথ মারণযোগ্যং তাম্রমাহ।

জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লোহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।

মারণযোগ্য তাম্র।

যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, এবং স্নিগ্ধ, নরম, বা পিটিলে নষ্ট হয় না অথবা যাহাতে লৌহ বা সীস মিশ্রিত না থাকে সেই তাম্রই মারণের পক্ষে প্রশস্ত।

অথাযোগ্যং তাম্রমাহ।

কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্বচ্ছং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লোহনাগযুতং চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অযোগ্যতাম্র।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় স্বচ্ছ, শ্বেতবর্ণ এবং যাহা পিটিলে নষ্ট হয় ও যাহাতে লৌহ বা সিস মিশ্রিত থাকে সে তাম্র দুষ্ট বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অথ শোধনবিধিঃ।

পত্তলীকৃতপত্রাণি তাম্রস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং তাম্রস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে॥
একোদোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেঽষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ।
বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা॥
ন বিষং বিষমিত্যাহু স্তাম্রন্তু বিষমুচ্যতে।
একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বষ্টৌ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কিরূপে তাম্র শোধন করিতে হয়।

তাম্রের পাতলা পাত অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে ঐ পত্রগু-

লি তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র ও কুলত্থের কষায় এই কয় দ্রব্যে তিন বার করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। বিষাক্ত তাম্রের বিষত্বই একমাত্র দোষ, কিন্তু অশুদ্ধ তাম্রের ভ্রম, বমি, বিরেক, স্বেদ, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আট প্রকার দোষ।

অথ তাম্রস্য মারণবিধিঃ।

সূক্ষ্মাণি তাম্রপত্রাণি কৃত্বা সংস্বেদয়েদধঃ।
বাসরত্রয়মম্লেন ততঃ খল্বে বিনিঃক্ষিপেৎ॥
পাদাংশং সূতকং দত্ত্বা যামমম্লেন মর্দ্দয়েৎ।
তত উদ্ধৃত্য পত্রাণি লেপয়েদ্দ্বিগুণেন চ॥
গন্ধকেনাম্লঘৃষ্টেন তস্য কুর্য্যাচ্চ গোলকম্।
ততঃ পিষ্ট্বা চ মীনাক্ষীং চাঙ্গেরীং স্বরসং তত॥
'চাঙ্গেরী' চতুষ্পত্রাম্ল অবিলোনা এতয়োর্ভেদঃ।
তৎকল্কেন বহির্গোলং লেপয়েদঙ্গুলোন্মিতম্।
ধৃত্বা তদ্গোলকং ভাণ্ডে সরাবেণ চ রোধয়েৎ॥
বালুকাভিঃ প্রপূর্য্যাথ বিভূতিলবণাম্বুভিঃ।
দত্ত্বা ভাণ্ডমুখে মুদ্রাং ততশ্চুল্যাং বিপাচয়েৎ॥
ক্রমবৃদ্ধাগ্নিনা সম্যগ্‌যাবৎযামচতুষ্টয়ম্।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েচ্ছূরণদ্রবৈঃ॥
যামৈকং গোলকং তচ্চ নিঃক্ষিপেচ্ছূরণোদরে।
মৃদা লেপস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ॥
পাচ্যং গজপুটে ক্ষিপ্তং মৃতং ভবতি নিশ্চিতম্।
বমনং চ বিরেকং চ ভ্রমং ক্লমমথারুচিম্।
বিদাহং স্বেদমুৎক্লেদং ন করোতি কদাচন॥

তাম্রের মারণ বিধি।

তাম্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্র লইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। অনন্তর তিন দিবস অম্লে ভিজাইয়া রাখিয়া খলে নিঃক্ষেপ করিবে, পরে চতুর্থাংশ পারদ মিশ্রিত করত একপ্রহরকাল অম্লে মাড়িতে হইবে। পরে দ্বিগুণিত গন্ধক অম্লে মাড়িয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঐ পত্রগুলি প্রলেপ দিয়া মাড়িতে মাড়িতে ক্রমে একটি গোলকের ন্যায় হইয়া আসিবে। অনন্তর স্বরস মীনাক্ষী ও চাঙ্গেরী, শিলাতে পেষণ করত কল্ক প্রস্তুত করিবে এবং ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপর দুই অঙ্গুল পরিমিত প্রলেপ দিবে। ঐ গোলক একটি ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বালুকাদ্বারা ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া উহার মুখে এক খান সরা দিয়া বিভূতি, লবণ ও জল দিয়া ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করত চুলির উপর বসাইয়া চারি প্রহর কাল অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে অগ্নি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। পরে শীতল হইলে গোলকটি বাহির করিয়া ওলের রসে মর্দ্দন করত ওলের মধ্যে পুরিবে। অনন্তর সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক আঙ্গুল পুরু মৃত্তিকার লেপ দিয়া এক প্রহরকাল গজপুটে পাক করিলেই নিশ্চয় তাম্র মরিয়া যাইবে। এইরূপে মারিত তাম্র বমন, বিরেক, ভ্রম, ক্লান্তি, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ প্রভৃতি দোষে কদাচ দূষিত হয় না।

এবং মারিতস্য তাম্রস্য গুণাঃ।

তাম্রং কষায়ং মধুরং সতিক্ত-
মম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং
তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥

পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-
শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি
প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ।

একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বসম্যঙ্মারিতেঽষ্ট তে।
দাহঃ স্বেদোঽরুচির্মূর্চ্ছা ক্লেদো রেকো বমির্ভ্রমঃ।
'রেকঃ' বিরেকঃ।

এইরূপে মারিত তাম্রের গুণ।

মারিত তাম্র রসে কষায়, মধুর, তিক্ত ও অম্ল, পাকে কটু, সারক, পিত্তনাশক, শ্লেষ্মঘ্ন, শীতল, রোপণ, লঘু, ও লেখন। পণ্ডিতেরা কহেন মারিত তাম্র অল্প বৃংহণ এবং সেবন করিলে পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, কৃমি ও শূল রোগ বিনষ্ট হয়। বিষাক্ত তাম্রের বিষত্বই একমাত্র দোষ কিন্তু অসম্যক্ মারিত তাম্রসেবনে দাহকারিতা, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেক, বমি ও ভ্রম এই কয় প্রকার দোষ জন্মে।

অথ বঙ্গস্য স্বরূপনিরূপণম্।

বঙ্গং চ দ্বিবিধং প্রোক্তং খুরকং মিশ্রকং দ্বিধা।
তয়োস্তু খুরকং শ্রেষ্ঠং মিশ্রকং ত্বহিতং মতম্।

বঙ্গের স্বরূপনিরূপণ।

বঙ্গ পর্ব্বতজাত ধাতু। ইহা দ্বিবিধ খুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুরকই শ্রেষ্ঠ। মিশ্রক হিতকারী নহে।

তস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

বঙ্গং বিধত্তে খলু শুদ্ধিহীন-
মথাপ্যপক্বঞ্চ কিলাসগুল্মৌ।
কুষ্ঠানি শূলং কিল বাতশোথং
পাণ্ডু প্রমেহঞ্চ ভগন্দরঞ্চ।
বিষোপমং রক্তবিকারবৃন্দং
ক্ষয়ঞ্চ কৃচ্ছ্রাণি কফজ্বরঞ্চ।
মেহাশ্মরীবিদ্রধিমূত্ররোগান্
নাগোঽপি কুর্য্যাৎকথিতান্ বিকারান্।

অশুদ্ধ বঙ্গের দোষ।

অশুদ্ধ ও অপক্ব বঙ্গ কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাত, শোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, বিষতুল্য রক্তবিকার, ক্ষয়, কৃচ্ছ্র, কফজ্বর, মেহ, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মূত্ররোগ উৎপন্ন করে। সীস সেবনেও পূর্ব্বোক্ত বিকারসমূহ উৎপন্ন হয়।

তস্য শোধনমভিধীয়তে।

বঙ্গনাগৌ প্রতপ্তৌ চ গলিতৌ তৌ নিষেচয়েৎ।
ত্রিধা ত্রিধা বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্রবিদুগ্ধেঽপি চ ত্রিধা।

নিষেচয়েৎ তৈলতক্রকাঞ্জিকগোমূত্রকুলথকা-
থেষু প্রত্যেকং ত্রিধা ত্রিধা ততোঽর্কদুগ্ধেঽপি ত্রিধা।

বঙ্গের শোধনোপায়।

বঙ্গ ও নাগ এই দুই দ্রব্য অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র, কুলত্থের ক্বাথ এবং আকন্দের আটা এই কয়টি দ্রব্যে ক্রমান্বয়ে তিন বার করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়।

অথ বঙ্গস্য মারণবিধিঃ।

মৃৎপাত্রে দ্রাবিতে বঙ্গে চিঞ্চাশ্বত্থত্বচোরজঃ।
ক্ষিপ্ত্বা বঙ্গচতুর্থাংশময়োদর্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ।

'চিঞ্চা' অম্লিকা। 'রজঃ' চূর্ণম্। 'অয়োদর্ব্বী' করছুলী।

ততো দ্বিয়ামমাত্রেণ বঙ্গং ভস্ম প্রজায়তে।
অথ ভস্মসমং তালং ক্ষিপ্ত্বাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ।
ততোগজপুটে পক্ত্বা পুনরম্লেন মর্দ্দয়েৎ।
তালেন দশমাংশেন যামমেকং ততঃ পুটেৎ।
এবং দশপুটৈঃ পক্কং বঙ্গং ভবতি মারিতম্।

বঙ্গের মারণ বিধি।

প্রথমত একটি মৃন্ময় পাত্রে বঙ্গকে গলাইয়া তাহার চতুর্থাংশ তেঁতুল, ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ উহাতে নিঃক্ষেপ করত লোহার হাতা দ্বারা চালনা করিবে। দুই প্রহর এই রূপ করিলেই উহা ভস্ম হইয়া যাইবে। অনন্তর ভস্মের সমাংশ হরিতাল লইয়া উহাতে ক্ষেপণ করত অম্ল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে পুনরায় অম্লে মর্দ্দন করত দশমাংশ হরিতালের সহিত এক প্রহর কাল পুটে পাক করিবে। এইরূপে দশ বার পাক করিলেই বঙ্গের মারণ সিদ্ধ হয়।

এবং মারিতস্য বঙ্গস্য গুণাঃ।

বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষং কুষ্ঠং মেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং নেত্র্যমীষত্তু পিত্তলং।
সিংহোগজৌঘং তু যথা নিহন্তি
তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং
নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্।

মারিত বঙ্গের গুণ।

মারিত বঙ্গ লঘু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, রুক্ষ, নেত্রের পক্ষে হিতকর, ঈষৎ পিত্তকারী এবং কুষ্ঠ, শ্বাস, ক্রিমি, মেহ,কফ ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকারক। সিংহ যেরূপ গজসমূহকে বিনাশ করে তদ্রূপ বঙ্গ সকল প্রকার মেহরোগ নাশ করে। মারিত বঙ্গসেবনে নিশ্চয়ই দেহের পুষ্টি সাধন ও সৌখ্যবৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হয়।

অথ যশদস্য স্বরূপং।

যশদঙ্গিরিজং তস্য দোষাঃ শোধনমারণে।
বঙ্গস্যেব হি বোদ্ধব্যা গুণাংস্তু গণয়াম্যথ।
যশদন্তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।

দস্তার স্বরূপ।

দস্তা এক প্রকার পর্ব্বতজ ধাতু। বঙ্গের শোধন ও মারণ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি বিহিত আছে দস্তার শোধন ও মারণের বিধি ও তদ্রূপ জানিবে। এবং বঙ্গের যে সমস্ত দোষ উক্ত হইয়াছে ইহাও সেই সমস্ত দোষে দূষিত। অতঃপার উহার গুণ বলা যাইতেছে। যশদ কষায়, তিক্ত, শীতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগের শান্তিকারক।

অথ সীসকস্য শোধনম্।

তস্য সাহজিকা দোষা বঙ্গস্যেব নিদর্শিতাঃ।
শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্‌ভি র্দর্শিতং পুরা।

সীসের শোধন বিধি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সীসের সাহজিক দোষ বঙ্গেরই ন্যায় এবং প্রাচীন বৈদ্যগণ ও কহেন যে ইহার শোধন-

বিধি ও বঙ্গের ন্যায়। অতএব উহাদিগের পৃথক্ বর্ণন অনাবশ্যক।

অথ সীসস্য মারণবিধিঃ।

তাম্বুলরসসংপিষ্টশিলালেপাৎপুনঃ পুনঃ।
দ্বাত্রিংশদ্ভি পুটৈর্নাগোনিরুত্থং ভস্ম জায়তে।

'শিলা' মনঃশিলাঃ।

সীসের মারণ বিধি।

পানের রসে মনঃশিলা পেষণ করিয়া সীসের উপর লেপন করত বত্রিশবার পুটপাকে পোড়াইলে সীসের মারণ সিদ্ধি হয়।

অন্যচ্চ।

অশ্বত্থচিঞ্চাত্বক্চূর্ণঞ্চতুর্থাংশেন নিঃক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে বিদ্রুতো নাগো লোহদার্ব্ব্যা প্রচালিতঃ।
যামৈকেন ভবেদ্ভস্ম তত্তুল্যা স্যান্মনঃশিলা।
কাঞ্জিকেন দ্বয়ং পিষ্ট্বা পচেদ্‌গজপুটেন চ।
স্বাঙ্গশীতং পুনঃ পিষ্ট্বা শিলয়া কাঞ্জিকেন চ।
পুনঃ পচেৎ সরাবাভ্যামেবং ষষ্টিপুটৈর্মৃতিঃ।

দ্বিতীয় বিধি—একটা মৃণ্ময় পাত্রে সীস গলাইয়া তাহাতে চতুর্থাংশ চিঞ্চা ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ছালচূর্ণ নিঃক্ষেপ করত লৌহহস্ত দ্বারা চালনা করিলেই এক প্রহরের মধ্যে সীস ভস্ম হইয়া আসিবে। অনন্তর যত ভস্ম তত্তুল্যপরিমিত মনঃশিলা মিশ্রিত করত দ্বিগুণ কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে পুনরায় কাঞ্জিও মনঃশিলার সহিত পেষণ করত পুটে পাক করিবে। এইরূপে ষষ্টিবার পাক করিলে সীসের মারণ সিদ্ধ হয়।

এবং মারিতস্য সীসস্য গুণাঃ।

সীসং বঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্।
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি
ব্যাধিঞ্চ নাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সততং সেবিতঃ সঃ।

মারিত সীসের গুণ।

সীসের গুণ প্রায় বঙ্গেরই তুল্য অধিকন্তু উহা মেহনাশক। সীস সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়, রতিশক্তি প্রবল হয়, সকল প্রকার রোগের শান্তি হয়, দেহে একশত হস্তীর তুল্য বল জন্মে এবং এমন কি মৃত্যু হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অথ লোহস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুকারী
হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাং চ তথা প্রকোপং
কুর্য্যাচ্চ হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্।

অতস্তস্য দোষশান্তয়ে শোধনমভিধীয়তে।—
পত্তলীকৃতপত্রাণি লোহস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং লোহস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে।

অশুদ্ধ লৌহের দোষ।

অশুদ্ধ লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডতা, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস প্রভৃতি নানাবিধ রোগের প্রকোপ হয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। অতএ-

রাং উহার দোষশান্তির জন্য শোধন বিধি বলা যাইতেছে—লৌহের পাতলা পাত অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র ও কুলত্থের কষায়ে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া ভিজাইয়া রাখিলেই লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

অথ লোহস্য মারণবিধিঃ।

শুদ্ধং লোহভবং চূর্ণং পাতালগরুড়ীরসৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা পুটেদ্বহ্নৌ দদ্যাদেবং পুটত্রয়ম্॥
পুটত্রয়ং কুমার্য্যাশ্চ কুঠারচ্ছিন্নিকারসৈঃ।
পুটষট্কং ততোদদ্যাদেবং তীক্ষ্ণমৃতির্ভবেৎ॥

লৌহের মারণ বিধি।

বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণ পাতালগরুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটে তিন বার পাক করিবে। পরে কুমারীর রসে তিন বার এবং কুঠারচ্ছিন্নিকার রসে ছয় বার পুটে পাক করিলেই লৌহের মারণ সিদ্ধ হয়।

অন্যচ্চ।

ক্ষিপেদ্বা দশমাংশেন দরদং তীক্ষ্ণচূর্ণতঃ।
মর্দ্দয়েৎকন্যকাম্ভোবৈর্যামযুগ্মং ততঃ পুটেৎ॥
এবং সপ্তপুটৈর্মৃতুং লোহচূর্ণমবাপ্নুয়াৎ।

২য়—চূর্ণ লৌহে দশমাংশ তীক্ষ্ণ হিঙ্গুলচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিয়া কন্যকার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহর কাল পুটে পাক করিবে। এইরূপে সাত বার পাক করিলে লৌহের মারণ সিদ্ধ হয়।

সত্যোঽদ্ভুতো যোগেন্দ্রৈঃ ক্রমোঽন্যোলোহ-
মারণে।
কথ্যতে রামরাজেন কৌতুহলধিয়াঽধুনা।
সূতকাৎ দ্বিগুণং গন্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্।
দ্বয়োঃ সমং লোহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎকন্যকাদ্রবৈঃ।
যামযুগ্মং ততঃ পিণ্ডং কৃত্বা তাম্রস্য পাত্রকে॥
ঘর্ম্মে ধৃত্বা রুবুকস্য পত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্বুধঃ।
যামদ্বয়াদ্ভবেদুষ্ণং ধান্যরাশৌ ন্যসেত্ততঃ॥
দত্ত্বোপরি সরাবং তু ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ।
পিষ্ট্বা চ গালয়েদ্বস্ত্রাদেবং বারিতরং ভবেৎ॥
দাড়িমস্য দলং পিষ্ট্বা তচ্চতুর্গুণবারিণা।
তদ্রসেনায়সঞ্চূর্ণং সমীয় প্লাবয়েদিতি॥
আতপে শোষয়েত্তত্তু পুটেদেবং পুনঃ পুনঃ।
একবিংশতিবারৈস্তন্ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
এবং সর্ব্বাণি লোহানি স্বর্ণাদীন্যপি মারয়েৎ॥

৩য়—যোগেন্দ্রগণ লৌহ মারণের যে ক্রম প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়াছেন কৌতুহলাক্রান্ত রাজা রাম এক্ষণে সেই ক্রম বলিতেছেন। এক ভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। যত কজ্জলী তাহার সমপরিমাণে লৌহ চূর্ণ নিঃক্ষেপ করত কন্যকার রসে মর্দ্দন করিলেই পিণ্ডাকার হইয়া আসিবে। ঐ লৌহপিণ্ড একটি তাম্র পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক দুই প্রহর কাল রৌদ্রে রাখিবে এবং রুবুকের পত্রে আচ্ছাদিত করিবে। দুই প্রহরের পর ঐ লৌহ পিণ্ড উষ্ণ হইয়া আসিবে। পরে ঐ পিণ্ড ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সরাবে আচ্ছাদন করিয়া তিন দিনের পর বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর উহা পেষণ করত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া অধিকতর তরল হইয়া আসিলে দাড়িম পাতা বাটিয়া চতুর্গুণ জলে গুলিতে হইবে। অনন্তর এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করত তাহাতে লোহচূর্ণ ভিজাইয়া রাখিবে।

পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ একবিংশতি বার করিলে নিশ্চয়ই উহা মরিয়া যাইবে। এইরূপে সকল প্রকার লোহ ও স্বর্ণাদি ধাতু মারিত হয়।

এবং মারিতস্য লোহস্য গুণাঃ।

লোহং তিক্তং সরং শীতং কষায়ং মধুরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ॥
কফং পিত্তজ্বরং শূলং শোফার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥
গুঞ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎস্যুর্নবরক্তিকাঃ।
তাবল্লোহং সমশ্নীয়াদ্যথাদোষানলং নরঃ॥
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলং চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চৈব বর্জ্জয়েল্লোহসেবকঃ॥
শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ।
স্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো (১) যথা॥

মারিত লৌহের গুণ।

লৌহ তিক্ত, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃসংস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বাতবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, শোফ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠের শান্তিকারক। লৌহকিট্টেরও গুণ ঐরূপ। বাতাদির প্রকোপ ও জঠরাগ্নির বল বিবেচনা করিয়া এক কুঁচ হইতে নয় রতি পর্যন্ত লৌহ সেবন করান যাইতে পারে। লৌহসেবীর পক্ষে কুষ্মাণ্ড, তিলের তৈল, মাষান্ন, রাজিকা, মদ্য ও অম্লরস নিষিদ্ধ। গুরু বলেন যে মনঃশিলা, গন্ধক, ও আকন্দের আঠা মাখাইয়া দ্বাদশ বার পুটে পাক করিলে স্বর্ণাদি সমস্ত ধাতুরই মারণ নিশ্চয়ই সাধিত হইয়া থাকে।

(১) দেববচ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

অথোপধাতূনাং মারণপ্রকারমাহ।

তত্র স্বর্ণমাক্ষিকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং
বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
মালাং তথৈব ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ
কুর্য্যাদশুদ্ধং খলু মাক্ষিকঞ্চ॥

অতঃপর উপধাতুর মারণপ্রকার বলা যাইতেছে—

অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ।

অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক সেবনে নিশ্চয়ই অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, অতিশয় বিষ্টম্ভিতা, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, মালা ও ব্রণপূর্ব্বিকা রোগ জন্মে।

অতস্তস্য দোষশান্তয়ে শোধনমভিধীয়তে।
মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ।
চালয়েল্লোহজে পাত্রে যাবৎপাত্রং সুলোহিতং।
ভবেত্ততস্তু সংশুদ্ধিঃ স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি॥

অতএব উহার দোষশান্তির জন্য শোধনপ্রকার বলা যাইতেছে—

তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধবলবণ মাতুলুঙ্গ বা গোঁড়ালেবুর রসে পাক করত একটি লৌহপাত্রে রাখিয়া যতক্ষণ না ঐ পাত্র অত্যন্ত লোহিত বর্ণ হইয়া আসিবে ততক্ষণ চালনা করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হইয়া থাকে।

অথ মারণবিধিঃ।

কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ।
তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকং॥

উহার মারণ বিধি।

কুলত্থের কষায়ে ঘর্ষণ করিয়া তৈল, তক্র বা ছাগমূত্রে পুটন করিলে স্বর্ণমাক্ষিকের মারণ সিদ্ধ হয়।

অথ তারমাক্ষিকস্য শোধনমাহ।

স্বর্ণমাক্ষিকবদ্দোষা বিজ্ঞেয়াস্তারমাক্ষিকে।
অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং শোধনং তস্য কথ্যতে॥
কর্কোটীমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জ্জম্বীরজৈর্দ্দিনং।
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুদ্ধতি ধ্রুবং॥
'বিমলা' তারমাক্ষিকং। 'কর্কোটী' খেখসা। 'মেষশৃঙ্গী' মেড়াশৃঙ্গী।

রৌপ্যমাক্ষিকের শোধনবিধি।

অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের যেরূপ দোষ অশুদ্ধ রৌপ্য মাক্ষিকের ও দোষ তদ্রূপ। অতএব দোষশান্তির জন্য উহার শোধন-প্রকার বলা যাইতেছে। কাঁকরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গোঁড়ালেবুর রসে ভিজাইয়া প্রখর রৌদ্রে এক দিন ভাবনা দিলেই রৌপ্যমাক্ষিক নিশ্চয় সংশোধিত হয়।

অথ মারণম্।

কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেং।
তৈলেন বাজমূত্রেণ তারমাক্ষিক মৃদ্ধতি॥

উহার মারণবিধি।

কুলত্থের কষায়ে ঘর্ষণ করিয়া তৈল তক্র বা ছাগমূত্রে পুটন করিলেই তারমাক্ষিকের মারণ সিদ্ধ হয়।

অথ তয়োর্ব্বিশিষ্টা গুণাঃ।

ন কেবলং স্বর্ণরূপা গুণাস্তাপীজয়োর্ম্মতাঃ।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎসন্ত্যন্যেহপি গুণান্তয়োঃ॥
মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্‌কুষ্ঠং পাণ্ডুমেহবিষোদরম্।
অর্শঃশোফং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষঞ্চ নিষচ্ছতি॥

উহাদিগের বিশিষ্ট গুণ।

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিকের গুণ যদিও স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় বটে, তথাপি দ্রব্যান্তরের সংযোগে উহাদিগের গুণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাক্ষিক মধুর, তিক্ত, স্বরের উৎকর্ষতাজনক, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, এবং বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষ, উদরী, অর্শ, শোফ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

অথ তুত্থস্য শোধনমাহ।

বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েত্তুত্থং মার্জ্জারককপোতয়োঃ।
দশাংশং টঙ্কণং দত্ত্বা পচেল্লঘুপুটে ততঃ।
পুটং দধ্না পুটং ক্ষৌদ্রৈর্দেয়ং তুত্থবিশুদ্ধয়ে॥

তুঁতের শোধন প্রকার।

তুঁতেকে বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠাতে মর্দ্দন করত তাহাতে দশম ভাগ সোহাগা দিয়া দধি বা মধুর সহিত লঘু পুটে পাক করিবে। এইরূপ করিলেই তুঁতে সংশোধিত হয়।

এবং শুদ্ধস্য তুত্থস্য গুণাঃ।

তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতঞ্চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূঘ্নং তদ্বৎ খর্পরং মতম্।

বিশুদ্ধ তুঁতের গুণ।

বিশুদ্ধ তুঁতে কটু, সক্ষার, কষায়, বমনকারী, লঘুপাক, লেখন, ভেদকারী, শীতল, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিষ, অশ্মরী, কণ্ডু ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক। খর্পরের ও গুণ এইরূপ।

অথ কাংস্যস্য রীতেশ্চ শোধনস্তুভিধীয়তে।

পত্তলীকৃতপত্রাণি কাংস্যস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং কাংস্যস্য রীতেশ্চ বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে।

কাঁসা ও পিতলের শোধনপ্রকার।

কাঁসা বা পিতলের পাতলা পাত আগুনে তপ্ত করিয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের কষায়ে যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে উহারা সংশোধিত হয়।

অথ মারণবিধিঃ।

অর্কক্ষীরেন সংপিষ্টো গন্ধকস্তেন লেপয়েৎ।
সমেন কাংস্যপত্রাণি শুদ্ধান্যম্লরসৈর্বুধঃ।
ততোগজপুটে দত্ত্বা পচেদ্গজপুটেন চ।
এবং পুটদ্বয়াৎকাংস্যং রীতিশ্চ ম্রিয়তে ধ্রুবম্।

উহাদিগের মারণবিধি।

যত কাঁংস্যপত্র তাহার সমপরিমাণে গন্ধক লইয়া ঐ গন্ধক আকন্দের আটায় পেষণ করত কাংস্যপত্রে লেপন করিবে। পরে অম্লরসে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর ঐ পত্রগুলি একটী পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে দুই বার পাক করিলেই কাঁসা ও পিত্তলের মারণ সিদ্ধ হয়।

এবং মারিতয়োঃ কাংস্যস্য রীতেশ্চ গুণাঃ।

কাংস্যং কষায়ং তীক্ষ্ণোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরং পরম্।
রীতিকা তু ভবেদ্রুক্ষা সতিক্তা লবণা রসে।
শোধিনী পাণ্ডুরোগঘ্নী কৃমিঘ্নাতি লেখনী।

মারিত কাঁসা ও পিতলের গুণ।

কাঁসা কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লেখন, বিশদ, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, গুরু, দৃষ্টির পক্ষে হিতকারী, রুক্ষ, কফঘ্ন, ও অত্যন্ত পিত্তনাশক এবং পিতল রুক্ষ, ঈষৎ তিক্ত ও লবণরস, সংশোধনকারী, অল্পলেখনী এবং পাণ্ডু ও কৃমিরোগের শান্তিকারক।

অথ সিন্দূরস্য শোধনমাহ।

দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ।

সিন্দূরের শোধনবিধি।

পণ্ডিতেরা কহেন যে দুগ্ধ ও অম্লের যোগে সিন্দুর বিশুদ্ধ হয়।

অথ গুণাঃ।

সিন্দূর উষ্ণোবীসর্পকুষ্ঠকণ্ডূবিষাপহঃ।
ভগ্নসন্ধানজননো ব্রণশোধনরোপণম্‌॥

উহার গুণ।

সিন্দূর উষ্ণ, ভগ্নস্থানের সন্ধানকারী, ব্রণের সংশোধক ও রোপণকারী এবং বিসর্প কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষের শান্তিকারক।

অথ শিলাজতুনঃ শোধনমাহ।

তত্র শোধনযোগ্যং শিলাজতুমাহ।
গোমূত্রগন্ধবৎকৃষ্ণং স্নিগ্ধং মৃদু তথা গুরু।
তিক্তং কষায়ং শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্‌॥

'আয়সম্‌' অয়স উপধাতুঃ।

বিন্ধ্যাদৌ বহুলং তত্তু তত্র লোহং যতোঽধিকম্‌।
তচ্ছোধনমৃতে ব্যর্থমনেকমলমেলনাৎ॥
শিলাজতু সমানীয় সূক্ষ্মং খণ্ডং বিধায় চ।
নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎসুধীঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্নীয়াদ্বস্ত্রগালিতম্‌।
স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥
উপরিস্থং ঘনং যৎস্যাত্তৎক্ষিপেদন্যপাত্রকে।
এবং পুনঃ পুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু॥
ভবেৎকার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমম্ভবেৎ।
নির্দ্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

শিলাজতুর শোধনবিধি।

শোধনযোগ্য শিলাজতু—যে শিলাজতু গোমুত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু, গুরু, তিক্ত, কষায় ও শীতল তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই উপধাতু বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। লৌহের আধিক্য আছে বলিয়া ইহাতে অধিক মল থাকে। সুতরাং শোধন না করিলে ইহা কোন কার্য্যকারক হয় না।

শিলাজতুকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক প্রহরকাল অতিশয় উষ্ণজলে রাখিয়া দিবে। পরে সেই জল উত্তমরূপে মর্দ্দন করত এক থান বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া একটি মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে। অনন্তর সেই জলের উপরিভাগে যে ঘন পদার্থ ভাসিতে থাকিবে তাহা লইয়া অন্য পাত্রে রাখিয়া দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে দুই মাসের মধ্যে উহা কার্য্যক্ষম হইবে। যখন দেখিবে যে উহাকে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে নির্ধূম ও লিঙ্গের ন্যায় হইবে তখন উহাকে বিশুদ্ধ জানিয়া সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

অথান্যঃপ্রকারঃ।

তত্র প্রথমতস্তস্য বহির্ম্মলমপাকর্ত্তুং কেবলজলেন প্রক্ষালনং কর্ত্তব্যং। ততস্তদন্তর্গতমৃত্তিকাসিকতাদিদোষদূরীকরণায় বক্ষ্যমাণক্বাথেন তত্র ভাবনা দেয়া।

দ্বিতীয় উপায়—শিলাজতুর বাহিরের মলা দূর করিবার জন্য প্রথমে কেবল মাত্র জলে প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর অন্তর্গত মৃত্তিকা ও বালুকাদি দোষ নিরাকরণের জন্য বক্ষ্যমাণ কাথে ভাবনা দিবে।

তদাহ বাগ্‌ভটঃ।

ব্যাধিব্যাধিত সাত্ম্যংসমনুসরন্‌ ভাবয়েদয়পাত্রে।
প্রাক্কেবলজলধৌতং শুদ্ধং কাথৈস্তথোভাব্যম্‌॥

তুল্যং গিরিজেন জলে বসুগুণিতে ভাবনৌষধং
ক্বাথ্যম্।
তৎক্বাথে পাদাংশে পূতোষ্ণে প্রক্ষিপেদ্গিরিজম্।
তৎসমরসতাং যাতে সংশুষ্কং প্রক্ষিপেদ্রসে।
ভূয়ঃ স্বৈঃ স্বৈ রেবং ক্বাথৈর্ভাব্যং বারান্ সপ্ত।
অথ নিম্বস্য স্বরসস্য ঘৃতং তিক্তকসাধিতম্।
ত্র্যহং যুঞ্জীত গিরিজমেকৈকেন তথা ত্র্যহম্।
ফলত্রয়স্য যুষেণ পটোল্যা মধুকস্য চ।
শিলাজমেবং দেহস্য ভবত্যত্যুপকারকম্।

বাগভট্ট কহিয়াছেন জীবিতেচ্ছু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি শিলাজতুকে প্রথমতঃ কেবলমাত্র জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করত লৌহপাত্রে রাখিয়া ক্বাথে ভাবনা দিবে। শিলাজতুর সমপরিমাণে ভাবনার উপযোগী ঔষধ লইয়া আটগুণ জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। পাদাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সেই উষ্ণ ক্বাথে শিলাজতু নিঃক্ষেপ করিবে। পরে উহা যখন ক্বাথের সহিত মিলিয়া যাইবে তখন উহাকে শুষ্ক করত রসে ক্ষেপণ করিবে। স্বস্বক্বাথে এইরূপ সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর নিম্বাদি তিক্ত পদার্থে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং তাহার পর পটোলী, ত্রিফলা ও মধুকের যূষে যথাক্রমে তিন দিন করিয়া ভিজাইয়া রাখিলে শিলাজতু দেহের পক্ষে অতিশয় উপকারী হয়।

কাথ্যদ্রব্যানি ভাবনাফলঞ্চাহ
হারীতঃ।

লোহক্বিতং নিম্বগুড়ূচিসর্পি-
র্যবৈর্যথাবৎপরিভাবয়েত্তৎ।
সন্তানিকাকীটপতঙ্গদংশ-
দুষ্টৌষধীদোষনিবারণায়।

'সন্তানিকা' তবহিঃসংলগ্নমৃত্তিকাদিময়ী। এবং ভাবনাং দত্ত্বা সংশোধ্য কেবলেন জলেন শোধনং কর্ত্তব্যম্।

অতঃপর হারীতোক্ত ক্বাথ্যদ্রব্য ও ভাবনার ফল বলা যাইতেছে—শিলাজতুস্থিত-মৃত্তিকাদি-সংলগ্ন কীট বা পতঙ্গের দংশনে দুষ্ট ওষধীর দোষশান্তির জন্য প্রথমতঃ উহাকে নিম্ব, গুড়ূচি, ঘৃত ও যবে যথানিয়মে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করত কেবলমাত্র জলে শোধন করিবে।

তৎপ্রকারমাহ অগ্নিবেশঃ।

উষ্ণে চ কালে রবিতাপযুক্তে
ব্যভ্রে নিবাতে সমভূমিভাগে।
চত্বারি পাত্রাণ্যসিতায়সানি
ন্যস্যাতপে তত্র কৃতাবধানঃ॥
শিলাজতু শ্রেষ্ঠনবাপ্য পাত্রে
প্রক্ষিপ্য তস্মাদ্দ্বিগুণঞ্চ তোয়ম্।
উষ্ণং তদর্দ্ধং ক্বথিতঞ্চ দত্ত্বা
বিশোধয়েত্তৎ মৃদিতং যথাবৎ।
ততস্তু যৎকৃষ্ণমুপৈতি চোর্দ্ধং
সন্তানিকাবস্ত্রবিরশ্মিতপ্তম্।
পাত্রে তদন্যত্র ততো নিদধ্যা-
ত্তত্রাপরং কোষ্ণজলং ক্ষিপেচ্চ।
পুনশ্চ তস্মাদপরত্র পাত্রে
পশ্চাচ্চ পাত্রাদপরত্র ভূয়ঃ।
যদা বিশুদ্ধং জলমেব মূর্দ্ধং
কৃষ্ণং সমস্তং মলমেত্যধস্তাৎ।
তদা ত্যজেত্তৎসলিলং মলঞ্চ
শিলাজতু ন্যাজলাত্তরেদ্ধম্।

জলদ্বারা কিরূপে শোধন করিতে হয় তাহা অগ্নিবেশ মুনি বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন যথা—গ্রীষ্মকালের নির্ম্মেঘ ও নির্বাত দিবসে সমভূমির উপর চারিখান কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্র রৌদ্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর উৎকৃষ্ট শিলাজতু লইয়া একটি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে দ্বিগুণ উষ্ণ জল ও অর্দ্ধেক উষ্ণ কাথ দিয়া যথাবিধি সংশোধিত করিলে উহার মৃত্তিকাদি মল বিদূরিত হইবে। পরে ঐ জল রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া আসিলে যখন উহার উপর কৃষ্ণবর্ণ সর পড়িবে তখন তাহা তুলিয়া দ্বিতীয় পাত্রে স্থাপন করত তাহাতে পুনরায় উষ্ণ জল দিবে। পরে দ্বিতীয় পাত্রেও ঐরূপ সর পড়িলে তাহা তৃতীয় পাত্রে রাখিয়া ঐরূপ উষ্ণ জল প্রদান করত চতুর্থ পাত্রে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে যখন উপরিস্থ জল বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ মল তলায় পড়িবে তখন সেই সমল জল ফেলিয়া দিবে। এইরূপে জলদ্বারা শিলাজতু শোধিত হয়।

এবং শোধিতস্য শিলাজতুনো গুণানাহ।

শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকি চ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্মমেহাশ্মশর্করাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতাম্।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠমপস্মারোদরং হরেৎ॥

বিশুদ্ধ শিলাজতুর গুণ।

শিলাজতু তিক্ত, রসে ও পাকে কটু, উষ্ণ, রসায়ন, যোগবাহী এবং শ্লেষ্ম, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুতা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ রসস্য শোধনবিধিঃ।

তত্র স্বেদনম্।
নানাধান্যৈর্যথাপ্রাপ্তৈস্তুষবর্জ্জ্যৈর্জলান্বিতৈঃ।
মৃদ্ভাণ্ডং পূরিতং রক্ষেদ্ যাবদম্লত্বমাপ্নুয়াৎ॥
তন্মধ্যে ভৃঙ্গরাড্ মুণ্ডী বিষ্ণুক্রান্তা পুনর্নবা।
মীনাক্ষী চৈব সর্পাক্ষী সহদেবী শতাবরী॥
ত্রিফলা গিরিকর্ণী চ হংসপাদী চ চিত্রকম্।
সমূলং কুট্টয়িত্বা তু যথালাভং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
পূর্ব্বাম্লভাণ্ডমধ্যে তু ধান্যাম্লকমিদং স্মৃতম্।
স্বেদনাদিষু সর্ব্বত্র রসরাজস্য যোজয়েৎ॥
বিষ্ণুক্রান্তা গিরিকর্ণী চ অপরাজিতৈব শ্বেতনীল-পুষ্পভেদাৎ।
অত্যম্লমারনালং বা তদভাবে প্রযোজয়েৎ।

'তদভাবে' ধান্যাম্লাভাবে।

ত্র্যূষণং লবণং রাজীরজনীত্রিফলার্দ্রকম্।
মহাবলা নাগবলা মেঘনাদঃ পুনর্নবা॥
মেষশৃঙ্গী চিত্রকঞ্চ নবসারং সমং সমম্।
এতৎসমস্তং ব্যস্তং বা পূর্ব্বাম্লেনৈব পেষয়েৎ॥
প্রলিপ্তেনোক্তেন কল্কেন বস্ত্রমঙ্গুলমাত্রকম্।
তন্মধ্যে নিঃক্ষিপেৎসূতং বদ্ধা তস্মিন্নিমং পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেঽম্লসংযুক্তে জায়তে স্বেদিতো রসঃ॥

'মেঘনাদঃ' চবরাইশাকবিশেষঃ। 'মেষশৃঙ্গী' মেড়াশৃঙ্গী। তদলাভে কর্কটশৃঙ্গী গ্রাহ্যা। 'নবসারং' নবসাদরং।

পারদের শোধনবিধি।

পারদকে শোধন করিবার পূর্ব্বে স্বেদন ও মূর্চ্ছন করিতে হয়।

স্বেদন।

যথালব্ধ নানাবিধ ধান্য লইয়া তুঁষ বর্জ্জনপূর্ব্বক জল দিয়া একটা মৃৎপাত্রে পুরিয়া রাখিবে! পরে উহা অম্লরস হইয়া আসিলে সমূল ভৃঙ্গরাজ, মুণ্ডী, বিষ্ণুক্রান্তা, পুনর্নবা, মীনাক্ষী, সর্পাক্ষী, সহদেবী, শতাবরী, ত্রিফলা, গিরিকর্ণী, হংসপাদী, ও চিত্রক এই কয়টি দ্রব্য কুটিয়া উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে। ইহাকেই ধান্যাম্ল বলে। ইহা সকল প্রকার স্বেদনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে শ্বেতপুষ্প অপরাজিতাকে বিষ্ণুক্রান্তা এবং নীলপুষ্প অপরাজিতাকে গিরিকর্ণী বলে। ধান্যাম্লের অভাবে অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট আরনাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লবণ, রাই সরিষা, হরিদ্রা, ত্রিফলা, আদা, মহাবলা, নাগবলা, মেঘনাদ, (শাকবিশেষ,) পুনর্নবা, মেড়াশৃঙ্গী, চিত্রক ও নবসার এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রেই হউক বা পৃথক্ হউক ধান্যাম্লের সহিত পেষণ করত সেই কল্ক দ্বারা এক আঙ্গুল পরিমিত বস্ত্র লেপন করিবে। পরে ঐ বস্ত্রের মধ্যে পারদ পুরিয়া বাঁধিতে হইবে। অনন্তর সেই অম্লসংযুক্ত ভাণ্ডে দোলাযন্ত্রদ্বারা পারদকে তিন দিন পাক করিলেই পারদের স্বেদন সিদ্ধ হয়। মেড়াশৃঙ্গীর অভাবে কর্কটশৃঙ্গীও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ।

মূলকানলসিন্ধূত্থত্র্যূষণার্দ্রকরাজিকা।
রসস্য ষোড়শাংশেন দ্রব্যং যুঞ্জ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
দ্রব্যেষমুক্তমানেষু মতং মানমিতং বুধৈঃ।
পট্টাবৃতেষু চৈতেষু সূতং প্রক্ষিপ্য কাঞ্জিকে।
স্বেদয়েদ্দিনমেকঞ্চ দোলাযন্ত্রেণ বুদ্ধিমান্।
স্বেদাত্তীব্রোভবেৎসূতোমর্দ্দনাচ্চ সুনির্ম্মলঃ।

'মূলকঃ' মুরই। 'অনলঃ' চিত্রকম্। ত্র্যূষণং ত্রিকটু 'রাজিকা' রাই।

দ্বিতীয় বিধি।—মূলক, চিত্রক, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, রাইসরিষা এই কয়টি দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণে লইবে। যেস্থলে পরিমাণ উক্ত না থাকিবে তথায় পণ্ডিতেরা সমান পরিমাণেই লইয়া থাকেন। অনন্তর ঐ কয়টি দ্রব্য ও পারদ একত্র করিয়া এক খান বস্ত্রে বন্ধন করত কাঁজিতে নিঃক্ষেপ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক দোলাযন্ত্রদ্বারা এক দিন স্বেদ দিতে হইবে। এইরূপ স্বেদদ্বারা পারদ তীব্র হয়। পরে মর্দ্দন করিলেই নির্ম্মল হয়।

অথ মর্দ্দনম্।

ইষ্টিকাচূর্ণচূর্ণাভ্যামাদৌ মর্দ্দ্যোরসস্ততঃ।
দধ্না গুড়েন সিন্ধূত্থরাজিকাগৃহধূমকৈঃ।

অন্যচ্চ।

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ
কৃতৈঃ কষায়ৈ র্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ।
ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো
দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্ব্বিমুচ্যতে॥

মর্দ্দনের বিধি।

প্রথমে চূণ ও সুরকি দিয়া পারদকে মর্দ্দন করিবে। পরে দধি, গুড়, সৈন্ধবলবণ, রাই সরিষা ও বুল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মর্দ্দন করিবে।

কেহ কেহ বলেন যে কুমারিকা, চিত্রক, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলার কষায়ে তিন দিন মর্দ্দন করিলেই পারদের সকল ময়লা কাটিয়া যায়।

অথ মূর্চ্ছনম্।

গৃহধূমং ত্রিফলাবন্ধ্যাকন্দৈঃ ক্ষুদ্রাদ্বয়ান্বিতৈঃ।
চিত্রকোর্ণানিশাক্ষারকন্যার্ককনকদ্রবৈঃ॥
ক্বাথং কৃতেন সূতেন বারান্ সপ্ত বিমর্দ্দয়েৎ।
ইত্থং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎসপ্তাপি কঞ্চুকান্॥

'বন্ধ্যাকন্দঃ' বাম্ভূসেথসাকন্দঃ। 'ক্ষুদ্রাদ্বয়ং' [illegible] বড়ীকটাই। 'ঊর্ণা' ঊর্ণমেষকা। 'নিশা' হরিদ্রা। 'ক্ষারঃ' [illegible]। 'কন্যা' কুমারিকা। 'অর্কঃ' 'অর্কপত্ররসঃ' 'কনকঃ' ধত্তুর-পত্ররসঃ।

মূর্চ্ছন।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকন্দ, ক্ষুদ্রাদ্বয়, চিত্রক, উর্ণা, (উর্ণমেষকা) হরিদ্রা, যবক্ষার, কন্যা, আকন্দ পাতার রস ও ধুঁতুরা পাতার রস এই কয়টি দ্রব্যের ক্বাথে পারদকে সাতবার মর্দ্দন করিবে। এইরূপে সংমূর্চ্ছিত পারদের ময়লা পরিষ্কার হওয়া দূরে থাকুক সাত-পুরু ছাল পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়।

অথোর্দ্ধপাতনম্।

[illegible]
[illegible]

'তাপ্যম্' স্বর্ণমাক্ষী। 'নষ্টপিষ্টীকৃতস্য' কুমারিকাত্ররসযোগেন তাবন্মর্দ্দনং কর্ত্তব্যং যাবৎপারদঃ পৃথক্ ন দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। 'বিদ্যাধরযন্ত্রে' ডমরুযন্ত্রে।

ঊর্দ্ধপাতন।

শুঁঠে ও স্বর্ণমাক্ষিক এবং কুমারিকার রসে পারাকে এরূপ মর্দ্দন করিবে যেন উহা পৃথক দৃষ্ট না হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। পরে ডমরুযন্ত্রদ্বারা উহার ঊর্দ্ধপাতন করিবে।

অথাধঃপাতনম্।

ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ।
নষ্টপিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্॥
দত্ত্বা দীপ্তৈরধঃপাতমুপলৈস্তস্য কারয়েৎ।
যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি॥
স্বেদনাদিক্রিয়াভিস্ত শোধিতোহসৌ যদা ভবেৎ।
তদা কার্য্যাণি কুরুতে প্রযোজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

অধঃপাতন।

ত্রিফলা, সজিনা, চিতা, লবণ, ও রাইসরিষার কষায়ে পারদকে উত্তমরূপে বাড়িয়া ভূধরযন্ত্রের উপরপাত্রে লেপ দিয়া উপরে বিল ঘুঁটের প্রদীপ্ত আগুন জ্বালিয়া দিবে। এইরূপ করিলেই পারদের অধঃপাতন শোধন সিদ্ধ হয়। স্বেদনাদিক্রিয়া দ্বারা যখন পারদ সংশোধিত হয় তখন উহা সকল কর্ম্মে ব্যবহার করা যায়।

অথ মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ।

[illegible]
[illegible]

মুখ্যদোষনাশক শোধনবিধি।

ঘৃতকুমারী দ্বারা মলনাশ এবং ত্রিফলা, অগ্নি, ও চিত্রক দ্বারা বিষ বিনষ্ট হয়, অতএব এই কয়টি দ্রব্য মিশ্রিত করত পারদকে সাত বার মূর্চ্ছিত করিবে।

অথ সর্ব্বদোষহরঃ সংক্ষিপ্ত-শোধনবিধিঃ।

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ
কৃতৈঃ কষায়ৈ বৃ্হতীবিমিশ্রিতৈঃ।
ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো
দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্ব্বিমুচ্যতে॥
কুমার্য্যা চ নিশাচূর্ণৈর্দ্দিনং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ।
এবং কদর্থিতঃ সূতো ষণ্ডো ভবতি নিশ্চিতম্॥
বন্ধ্যৌষধীকষায়েণ স্বেদিতঃ স বলী ভবেৎ।
সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যাভৃঙ্গাব্দৈঃ স্বেদিতো বলী।
ততঃ স পাবকক্বাথৈঃ স্বিন্নঃ স্যাদতিদীপ্তিমান্॥

'সর্পাক্ষী' নাগফণী 'চিঞ্চিকা' অম্লিকা। 'বন্ধ্যা' বাজখেখসা। 'ভৃঙ্গঃ' ভৃঙ্গরাজঃ। 'অব্দঃ' মুস্তা। 'পাবকঃ' চিত্রকম্।

সর্ব্বদোষনাশক সংক্ষিপ্ত শোধনবিধি।

কুমারিকা, চিত্রক, রক্ত সর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা এই কয় দ্রব্যে কষায় প্রস্তুত করিয়া পারদকে তিন দিবস মর্দ্দন করিলেই উহার সকল মলা দূর হইয়া যায়।

কুমারী ও হরিদ্রা চূর্ণ দ্বারা এক দিন মর্দ্দন করিলেই নিশ্চয়ই পারদের মারণ সিদ্ধ হয়; বন্ধ্যৌষধী, নাগফণী, অম্লিকা, বন্ধ্যা, ভৃঙ্গরাজ ও মুথা এই কয় দ্রব্যের কষায়ে স্বেদিত হইলে উহা আরও প্রবল হয় এবং চিত্রকের রসে স্বেদিত হইলে পারদ অতিশয় দীপ্তিমান্ হয়।

অথ রসস্য মারণবিধিঃ।

ধূমসারং রসং তোরীগন্ধকং নবসাদরম্।
যামৈকং মর্দ্দয়েদম্লৈর্ভাগং কৃত্বা সমং সমম্॥
কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য তাঞ্চ মৃদ্বস্ত্রমুদ্রয়া।
বিলিপ্য পরিতো বক্তে মুদ্রাং দত্ত্বা বিশোষয়েৎ॥
অধঃসচ্ছিদ্রপিঠরীমধ্যে কূপীং নিবেশয়েৎ।
পিঠরীং বালুকাপূরৈর্ভৃত্বা চাকূপিকাগলম্॥
নিবেশ্য চুল্যাং তদধো বহ্নিং কুর্য্যাচ্ছনৈঃশনৈঃ।
তস্মাদপ্যধিকং কিঞ্চিৎপাবকং জ্বালয়েৎ ক্রমাৎ॥
এবং দ্বাদশভির্যামৈ র্ম্রিয়তে রস উত্তমঃ।
স্ফোটয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তমূর্দ্ধগংগন্ধকং ত্যজেৎ॥
অধস্থঞ্চ মৃতং সূতং গৃহ্নীয়াত্তস্তু মাত্রয়া।
যথোচিতানুপানেন সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

পারদের মারণ বিধি।

ধূমসার (ঝুল), পারদ, তোরী, গন্ধক, নবসাদর এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল অম্লে মর্দ্দন করত একটি কাঁচের বোতলে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে মাটিও নেকড়া দ্বারা উহার চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর ঐ বোতলটি একটা বালুকাপূর্ণ সচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্যে রাখিয়া চুলীতে বসাইয়া অগ্নি দিবে। অগ্নি একেবারে অধিক খরতর না করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপ দ্বাদশ প্রহর করিলেই পারদের উত্তম-রূপে মারণ সিদ্ধ হয়। যৎকালে উহা [illegible] হইয়া আসিবে তখন উহার উপরিভাগ

হইতে গন্ধকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তলা হইতে মৃত পারদ লইয়া যথামাত্রায় ও যথোচিত অনুপানের সহিত সকল কর্ম্মেই প্রয়োগ করিবে।

অথান্যঃ প্রকারঃ।

অপামার্গস্য বীজানাং মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
তৎসংপুটে ক্ষিপেৎসূতং মলয়ূদুগ্ধমিশ্রিতম্॥
'মলয়ূ' কাষ্ঠোদুম্বরিকা।
দ্রোণপুষ্পীপ্রসূনানি বিড়ঙ্গমরিমেদকঃ।
এতচ্চূর্ণমধশ্চোর্দ্ধং দত্ত্বা মুদ্রাং প্রদীয়তে॥
তদ্গোলং স্থাপয়েৎ সম্যক্ মৃন্মূষাসংপুটে পচেৎ।
এবমেব পুটেনৈব সূতকং ভস্ম জায়তে॥
তৎপ্রয়োজ্যং যথাস্থানে যথামাত্রং যথাবিধিঃ॥

অন্য প্রকার বিধি।

অপামার্গের বীজে দুইটি মূষা কল্পনা করিবে। পরে পারদে যজ্ঞ ডুম্বুরের আটা মাখাইয়া উক্ত মূষাদ্বয়ের মধ্যে ক্ষেপণ করিবে এবং দ্রোণপুষ্পী বিড়ঙ্গ ও অরি-মেদক চূর্ণ করত উহার নিম্নে ও উপরি ভাগে দিয়া সেই মূষা কোন মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পুটে পাক করিবে। এইরূপ করিলেই পারদ ভস্ম হইয়া যায়। এই পারদ ভস্ম পাত্রানুসারে মাত্রা বিবেচনা করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

অথান্যঃপ্রকারঃ।

কাষ্ঠোদুম্বরিকাদুগ্ধে রসং কিঞ্চিদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
তদ্দুগ্ধমৃষ্টহিঙ্গোশ্চ মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বা তৎসংপুটে সূতং তত্র মুদ্রাং প্রদাপয়েৎ।
কৃত্বা তদ্গোলকং আজ্যে মৃন্মূষাসংপুটেহধিকে।
পচেদ্গজপুটেনৈব সূতকং যাতি ভস্মতাম্॥

তৃতীয় বিধি।

প্রথমতঃ যজ্ঞডুম্বুরের আটাতে পার-দকে ঈষৎ মাড়িতে হইবে। পরে যজ্ঞ ডুম্বুরের আটাতে হিং ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে দুইটি মূষা কল্পনা করিবে। অনন্তর ঐ মূষার মধ্যে পারদ পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ মুদ্রিত মূষা একটি মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক গজ পুটে পাক করিলেই পারদ ভস্ম হইয়া যাইবে।

অন্যঃপ্রকারঃ।

নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ।
মৃন্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্॥

চতুর্থ বিধি।

পারদকে নাগবল্লীর রসে ঘর্ষণ পূর্ব্বক কর্কোটির কন্দের মধ্যে পুরিতে হইবে। অনন্তর ঐ মূষা একটি মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পুটে পাক করিলেই পারদ ভস্ম হইয়া আসিবে।

অথ কর্পূররসস্ত বিধিঃ।

তত্র পারদস্য সংক্ষিপ্তং শোধনং কর্ত্তব্যং।
শুদ্ধসূতসমং কুর্য্যাৎপ্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ।
ইষ্টিকাং খটিকাং তদ্বৎস্ফটিকাং সিন্ধুজন্ম চ॥
বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকাম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ॥
'খটিকা' খরী। 'স্ফটিক' ফটকিরী। 'সিন্ধুজন্ম' সৈন্ধবম্। 'বল্মীকম্' ববউর 'ক্ষারলবণম্' খারি-নোন। 'ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকা' কাবিস।
এভিশ্চূর্ণৈর্যুতং সূতং খাল্বমধ্যে বিমর্দ্দয়েৎ।
তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে [illegible]

তস্যা জ্বালয়া মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎসমাং।
সবস্ত্রমৃত্তিকয়া মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্ ॥
সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ভূয়োভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ।
সম্যক্বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্যাং বিধারয়েৎ ॥
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্যন্ত্রং রক্ষেদ্যত্নাদহর্নিশম্ ॥
শনৈরুদ্ঘাটয়েদ্যন্ত্রং মূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্।
কর্পূরবং সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্ গুণবত্তরম্ ॥
তৎদেবকুসুমচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমৈর্যুক্তম্
খাদন্ হরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি।
বিন্দতি বহ্নের্দীপ্তিং পুষ্টিং বীর্যবলং বিপুলম্
রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্ ॥

ইতি কর্পূররসঃ।

কর্পূর রসের বিধি।

প্রথমে পারদকে সংক্ষেপে শোধন করিতে হইবে। অনন্তর গেরীমাটি ইষ্টিকা, খড়ি, ফট্কিরি, সৈন্ধব লবণ, উই-য়ের মাটি, ক্ষার লবণ ও ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা এই কয়টি দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ দ্বারা দুই প্রহর কাল পারদকে মর্দ্দন করিয়া সেই সচূর্ণ পারদ একটি স্থালীর মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ঐরূপ আর একটা স্থালী রাখিবে এবং ছিন্ন বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা উভয় স্থালীর সন্ধিস্থান বন্ধ করিয়া দিবে। শুখাইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ ছিন্ন বস্ত্র ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া শুখাইতে হইবে। এই প্রকারে যতক্ষণ না উত্তম রূপে মুদ্রিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রলেপ দিতে ও শুখাইতে হইবে। পরে প্রলেপ শুষ্ক হইলে ঐ স্থালী চুলীতে স্থাপন করিয়া অগ্নি দিবে। ঐ অগ্নি চারি দিন অনবরত জ্বলিতে থাকিবে। অনন্তর শীতল হইলে আস্তে আস্তে স্থালীর মুখ উদ্ঘাটন করিয়া ঊর্দ্ধ স্থালীতে কর্পূরের ন্যায় যে পরিষ্কার পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহা গ্রহণ করিবে। ইহাকেই রস-কর্পূর বলে। ইহা অত্যন্ত গুণকারী। নিত্য কুসুম, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের সহযোগে রসকর্পূর সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, বিপুল বল, পুষ্টি ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়, ফিরঙ্গ নামক ব্যাধি ও তজ্জনিত উপদ্রবের শান্তি হয় এবং অনায়াসে একশত রমণীর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারা যায়।

অথ সিন্দূররসঃ।

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াদ্বিষগ্‌ভাগচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎকৃত্রিমগন্ধকম্ ॥
অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি।
তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতি যত্নতঃ।
তয়া বারত্রয়ং সম্যক্ কাচকূপীং প্রলেপয়েৎ ॥
মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ।
তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ ॥
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্ ॥

ইতি সিন্দূররসঃ।

সিন্দূর রস।

সিন্দূর রস প্রস্তুত করিতে হইলে, চারি ভাগ শুদ্ধ পারদ, এক ভাগ বিশুদ্ধ

গন্ধক ও এক ভাগ কৃত্রিম গন্ধক লইয়া অথবা যত পারদ তাহার অর্দ্ধেক শুদ্ধ গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া এক দিন মাড়িতে হইবে। ঐ কজ্জলী একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে এবং ছেঁড়া কাপড় কুটিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত করত প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রলেপ দ্বারা সেই কজ্জলীপূর্ণ পাত্রে তিন বার প্রলেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর সেই ঔষধপূর্ণ পাত্রটি বালুকাযন্ত্রে চারি দিন পাক করিবে। ঐ চারি দিন যেন ক্রমাগত অগ্নি জ্বলিতে থাকে। অনন্তর শীতল হইলে ঐ পাত্রের ঊর্দ্ধে সিন্দূরের ন্যায় যে রস সংলগ্ন থাকিবে তাহাই গ্রহণ করিবে।

এবং মারিতস্য মূর্চ্ছিতস্য পারদস্য গুণাঃ।

পারদঃ কৃমিকুষ্ঠঘ্নো জয়দো দৃষ্টিকৃৎসরঃ।
মৃত্যুঘ্নশ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাহরঃ॥
স্মৃত্যোজোরূপদো বৃষ্যো বৃদ্ধিকৃদ্ধাতুবর্দ্ধনঃ।
ষড়্গুণনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ পরঃ॥
পারদঃ সকলরোগহা স্মৃতঃ ষড়্‌্রসো নিখিলযোগ-
বাহকঃ।
পঞ্চভূতময় এব কীর্ত্তিতস্তেন তদ্গুণ গণৈর্ব্বি-
রাজতে॥

রসামৃতে।

যস্য রোগস্য যো যোগস্তেনৈব সহ যোজিতঃ।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥

এইরূপে মারিত ও মূর্চ্ছিত পারদের গুণ।

মূর্চ্ছিত পারদ জয়প্রদ, দৃষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রাদির প্রবর্দ্ধক, মৃত্যুনাশক, অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক, যোগবাহী, বৃষ্য, বৃদ্ধিকারী, জরাপহ, ধাতুবর্দ্ধক, শূর, খেচর, অত্যন্ত সিদ্ধিপ্রদ, কৃমি, ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকারক, এবং স্মৃতি, ওজধাতু ও রূপের উৎকর্ষতাজনক। পারদ ষড়্‌্রসবিশিষ্ট, নিখিল যোগবাহী, সর্ব্বরোগঘ্ন ও পঞ্চভূতময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পারদের অনেক গুণ। রসামৃতে উক্ত আছে মনুষ্য, হস্তি বা অশ্বের যে রোগের যে ঔষধ তাহার সহিত পারদ মিশাইলে নিশ্চয়ই সেই রোগ আরোগ্য হয়।

অথোপরসানাং শোধনবিধিঃ।

তত্র হিঙ্গুলস্য শোধনবিধিঃ।

মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্।
সপ্তবারান্ প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতং॥

উপরসের শোধনবিধি।

হিঙ্গুলের শোধন বিধি।

ভেড়ীদুগ্ধ ও অম্লবর্গে সাতবার যত্নপূর্ব্বক ভাবনা দিলে হিঙ্গুল নিশ্চয়ই শোধিত হয়।

এবং শোধিতস্য হিঙ্গুলস্য গুণাঃ।

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যাৎ
নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাংশ্চ
প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥

শোধিত হিঙ্গুলের গুণ।

বিশুদ্ধ হিঙ্গুল তিক্ত, কষায়, কটু, এবং কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা,

প্লীহা, আমবাত, গর ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ হিঙ্গুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ।

নিম্বুরসৈর্নিম্বপত্ররসৈর্ব্বা যামমাত্রকং।
মৃষ্ট্বা দরদমূর্দ্ধস্তু পাতয়েৎ সূতযুক্তিবৎ॥
তত্রোর্দ্ধপিঠরীলগ্নং গৃহ্নীয়াদ্রসমুত্তমং।
শুদ্ধমেব হিতং সূতং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

হিঙ্গুল হইতে রস বাহির করিবার উপায়।

নেবু বা নিম্বপত্রের রসে হিঙ্গুলকে এক প্রহর কাল মাড়িয়া পারদের ন্যায় ঊর্দ্ধপাতন করিতে হইবে। পরে উপরিস্থ পাত্রলগ্ন রস গ্রহণ করিবে। এই পারদ বিশুদ্ধ ও হিতকারী সুতরাং সকল কার্য্যে ব্যবহার করা যায়।

অথ গন্ধকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

অশুদ্ধো গন্ধকঃ কুর্য্যাৎকুষ্ঠং পিত্তরুজাং ভ্রমং।
হন্তি বীর্য্যং বলং রূপং তস্মাচ্ছুদ্ধঃ প্রযুজ্যতে॥

অশুদ্ধ গন্ধকের দোষ।

অশুদ্ধ গন্ধক দেহের বল, বীর্য্য ও রূপ নাশ করে এবং ভ্রম, কুষ্ঠ ও পিত্তরোগ জন্মায়। অতএব গন্ধক শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অথ শোধনবিধিঃ।

লোহপাত্রে বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্গন্ধকজং রজঃ॥
বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা তদ্দুগ্ধে বিনিঃক্ষিপেৎ।
যথাবস্ত্রাদ্বিনিঃসৃত্য দুগ্ধমধ্যেঽখিলং পতেৎ।
এবং স গন্ধকঃ শুদ্ধো সর্ব্বকার্য্যোচিতো ভবেৎ॥

গন্ধকের শোধন বিধি।

এক খান লৌহপাত্রে ঘৃত চড়াইয়া যখন সেই ঘৃত অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া আসিবে তখন তাহাতে সমপরিমাণে গন্ধক চূর্ণ ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর গন্ধক গলিয়া আসিলে এক খান পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া দুগ্ধে ক্ষেপণ করিবে। এইরূপে গৃহীত গন্ধক বিশুদ্ধ এবং সকল কর্ম্মের উপযোগী।

এবং শুদ্ধস্য গন্ধকস্য গুণাঃ।

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তোবীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবীসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহকফবাতান্ রসায়নঃ॥

এইরূপে শোধিত গন্ধকের গুণ।

বিশুদ্ধ গন্ধক রসায়ন, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, পিত্তল, পাকে কটু এবং কণ্ডু, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতরোগের শান্তিকারক।

অথাভ্রকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

পীড়াংবিধত্তে বিবিধাংনরাণাং
কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ কুর্য্যাৎ।
হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যসহ্যা-
মশুদ্ধমভ্রঞ্চ গুরু বহ্নিহৃৎস্যাৎ॥

অশুদ্ধ অভ্রের দোষ।

অশুদ্ধ অভ্র গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্য-জনক এবং কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, অসহ্য হৃদ্রোগ ও পার্শ্বপীড়া প্রভৃতি মনুষ্য-দেহে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে।

অথাভ্রকস্য শোধনবিধিমাহ।

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিঃক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রং তু তৎকৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ।
ভাবয়েদষ্টয়ামং তদেব মভ্রং বিশুদ্ধ্যতি ॥

অভ্রের শোধন বিধি।

কৃষ্ণ অভ্রকে অগ্নিতে ধমন করত দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিবে। অনন্তর তাহার পত্র বিভিন্ন করত তণ্ডুলীয় ও অম্লের রসে আট প্রহর ভাবনা দিলে অভ্র বিশুদ্ধ হয়।

অথ তস্য মারণম্।

কৃত্বা ধান্যাভ্রকং তচ্চ শোষয়িত্বাথ মর্দ্দয়েৎ।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং খল্বে চক্রাকারং চ কারয়েৎ॥
বেষ্টয়েদর্কপত্রৈশ্চ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ।
পুনর্মর্দ্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্ত বারান্ পুনঃ পুনঃ॥
ততো বটজটাক্কাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ম্।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রয়োজ্যং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
তুল্যং ঘৃতং মৃতাভ্রেণ লোহপাত্রে বিপাচয়েৎ।
ঘৃতে জীর্ণে তদভ্রস্তু সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ॥

অভ্রের মারণ বিধি।

ধান্যাভ্র প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করত আকন্দের আটায় এক দিন খলে মাড়িয়া গোলাকার করিবে। পরে আকন্দের পত্রে উত্তমরূপ বেষ্টন করত গজপুটে পাক করিবে। ঐরূপে সাতবার মাড়িতে ও পাক করিতে হইবে। তাহার পর বটবৃক্ষের জটার কাথে ঐরূপ তিনবার পুট প্রদত্ত হইলে অভ্র নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। তখন উহা সকল কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। যত পরিমাণে মৃত অভ্র তাহার তুল্য পরিমাণে ঘৃত লইয়া একটি লৌহ-পাত্রে পাক করত যখন ঐ ঘৃত জীর্ণ হইয়া আসিবে তখন ঐ অভ্র লইয়া সকল কর্ম্মে ব্যবহার করিবে।

অথ ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ।

পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে।
ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎকরৈঃ॥
কম্বলাদ্গলিতং সূক্ষ্মং বালুকারহিতঞ্চ যৎ।
তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে॥

ধান্যাভ্রকের বিধি।

যত অভ্র তাহার চতুর্থাংশ শালিধান্য লইয়া একখান কম্বলে বাঁধিয়া তিন রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর ক্লিন্ন হইয়া আসিলে হাত দিয়া মর্দ্দন করিলে সেই কম্বল হইতে বালুকারহিত যে সূক্ষ্ম পদার্থ গলিত হইবে তাহাকে ধান্যাভ্রক বলে। ইহাদ্বারা অভ্রের মারণ সিদ্ধ হয়।

এবং মারিতস্যাভ্রকস্য গুণাঃ।

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীত-
মায়ুষ্করন্ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাত্ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠং
প্লীহোদরং গ্রন্থিবিষকৃমীংশ্চ॥
রোগান্ হন্তি দৃঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে।
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব॥
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্‌সিংহতুল্যপ্রভাবান্।
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সুতরাং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥

মারিত অভ্রের গুণ।

মারিত অভ্র কষায়, মধুর, সুশীতল,

আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন এবং ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রমির শান্তিকারক। মৃত অভ্রে সকল রোগ আরোগ্য হইয়া শরীর দৃঢ় হয়, বীর্য্যবৃদ্ধি ও কামপ্রবৃত্তি এতদূর উত্তেজিত হয় যে অনায়াসে প্রত্যহ শতসংখ্যক যুবতীকে রমণ করিতে পারা যায়, সিংহের ন্যায় প্রভাবশালী ও দীর্ঘায়ু পুত্র জন্মে এবং মৃত্যুভয় থাকে না। অতএব মৃত অভ্র সেবন করা উচিত।

অথ তালকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ।

অশুদ্ধং তালমায়ুর্ঘ্নং কফমারুতমেহকৃৎ।
তাপস্ফোটাঙ্গসঙ্কোচং কুরুতে তেন শোধয়েৎ॥

অশুদ্ধ হরিতালের গুণ।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবনে কফ, বায়ুরোগ, মেহ, তাপ, স্ফোট, ও অঙ্গসংকোচ প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিয়া থাকে। অতএব উহার শোধন কর্ত্তব্য।

অথ তালকস্য শোধনমাহঃ।

তালকং কণশঃ কৃত্বা তচ্চূর্ণং কাঞ্জিকে পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজদ্রবৈঃ॥
তিলতৈলে পচেদ্যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলে।
এবংযন্ত্রে চতুর্যামং পক্বং শুধ্যতি তালকম্॥

উহার শোধন বিধি।

হরিতালকে চূর্ণ করিয়া কাঞ্জি, কুষ্মাণ্ডের জল, তিলের তৈল, ও ত্রিফলার জল এই চারিটি দ্রব্যে যথাক্রমে এক এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ চারি প্রহর পাক করিলেই হরিতালের শোধন সিদ্ধ হয়।

অথ তালকস্য মারণবিধিঃ।

সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন তু।
খল্বে বিমর্দ্দয়েদেকং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ॥
ততঃ পুনর্নবাক্ষারৈঃ স্থাল্যার্দ্ধং প্রপূরয়েৎ।
তত্র তদ্গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ॥
আকণ্ঠং পিঠরং তস্য পিধানং ধারয়েন্মুখে।
স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদ্বহ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥
দিনান্যন্তরশূন্যানি পঞ্চ বহ্নিং প্রদাপয়েৎ।
এবং তন্ম্রিয়তে তালং মাত্রা তস্যৈকরক্তিকা॥
অনুপানান্যনেকানি যথাযোগ্যং প্রযোজয়েৎ।

হরিতালের মারণ বিধি।

শুদ্ধ ও সদল হরিতাল পুনর্নবার রস দিয়া এক দিন খলে মাড়িয়া শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর একটী স্থালীর অর্দ্ধাংশ পুনর্নবার ক্ষারে পূর্ণ করত তাহার উপর ঐ গোলকটি রাখিয়া তাহার উপর পুনর্বার উক্ত ক্ষার চাপাইয়া স্থালীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে ও মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া চুলীতে চাপাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিবর্দ্ধিত করিবে। এইরূপ অনবরত পাঁচ দিন অগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপ করিলেই হরিতালের মারণ সিদ্ধ হয়। উহার সেবনমাত্রা একরতি। অনুপানবিশেষে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে।

এবং শোধিতস্য মারিতস্য তালকস্য গুণাঃ।

হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডূকুষ্ঠাস্যরোগাস্রকফপিত্তকচগ্রহান্॥

অন্যচ্চ।
তালকং হরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজরাপহম্।
শোধিতং কুরুতে কান্তিং বীর্য্যবৃদ্ধিং তথায়ুষম্।

এইরূপে শোধিত ও মারিত হরিতালের গুণ।

বিশুদ্ধ হরিতাল কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তজ-রোগ, কফ, পিত্ত, কচ, ব্রণ ও বিষের শান্তিকারক।

মতান্তরে—বিশুদ্ধ হরিতাল সেবনে কুষ্ঠাদি রোগ নাশ করে, জরা ও মৃত্যুভয় থাকে না এবং বীর্য্য, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

অথ মনঃশিলায়া অশুদ্ধায়া দোষমাহ।

তালকস্যৈব ভেদোঽস্তি মনোগুপ্তেত্যনন্তরম্।
তালকং হরিপীতং স্যাদ্রক্তবর্ণা মনঃশিলা॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি
জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলস্য বন্ধং কিল মূত্ররোধং
সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

অশুদ্ধ মনঃশিলার দোষ।

মনঃশিলা হরিতালেরই ভেদমাত্র। হরিতাল অত্যন্ত পীতবর্ণ এবং মনঃশিলা রক্তবর্ণ। অশুদ্ধ মনঃশিলা সেবনে বলের হ্রাস হয়, কৃমি জন্মে, মল ও মূত্র রুদ্ধ হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও শর্করা রোগ জন্মে।

অথ তচ্ছোধনবিধিঃ।

পচেৎ ত্র্যহমজামূত্রে দোলাযন্ত্রে মনঃশিলাম্।
ভাবয়েত্তদজাপিত্তৈঃ [illegible] শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

উহার শোধনবিধি।

ছাগীমূত্রের সহিত মনঃশিলাকে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করত ছাগীর পিত্তে সাতবার ভাবনা দিলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

এবং শোধিতায়া মনঃশিলায়া গুণানাহ।

মনঃশিলা গুরুর্ব্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূতবিষাস্রনুৎ॥

বিশুদ্ধ মনঃশিলার গুণ।

বিশুদ্ধ মনঃশিলা গুরু, শুক্রাদির প্রবর্ত্তক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, ভূতঘ্ন, বর্ণকারী এবং বিষ, রক্তদোষ, শ্বাস, ও কাশরোগের শান্তিকারক।

অথ খর্পরতুত্থভেদ তস্য শোধনবিধিঃ।

নরমূত্রে চ গোমূত্রে সপ্তাহং রসকং পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ শুদ্ধঃ স্যাত্ততঃ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

খর্পরতুঁতের শোধন বিধি।

খর্পর তুঁতেকে মানুষমূত্র ও গোমূত্রে এক সপ্তাহকাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই উহা বিশুদ্ধ হয়। তখন উহা সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

অথ তস্য গুণাঃ।

খর্পরং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূনাং নাশনং পরমং মতম্।

উহার গুণ।

বিশুদ্ধ খর্পর কটু, সক্ষার, কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল, দৃষ্টিবর্দ্ধক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, ও চুলকানির পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অথ সর্ব্বোপরসানাং সাধারণ-শোধনবিধিঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেবদালিকা।
শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্॥
এষামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ।
ভাবয়েদম্লবর্গৈশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ॥
ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলাযন্ত্রে দিনং সুধীঃ।
এবং শুদ্ধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তা উপরসা হি যে॥

সকল প্রকার উপরসের সাধারণ শোধন বিধি।

সূর্য্যাবর্ত্ত, বজ্রকন্দ, কদলী, দেবদালিকা, শিগ্রু, কোশাতকী, বন্ধ্যা, কাকমাচী ও বালক এই কয় দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটির রস, ক্ষারত্রয়, লবণ ও অম্লবর্গ এই কয়দ্রব্যে যত্নপূর্ব্বক এক দিন ভাবনা দিয়া পরে উহাদিগের রসে এক দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপে সকল প্রকার উপরসের শোধন সিদ্ধ হয়।

বিশেষবক্তব্য।

কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকং শঙ্খঃ কাসীসং টঙ্কণং তথা।
নীলাঞ্জনং শুক্তিভেদাঃ ক্ষুল্লকাঃ সবরাটিকাঃ॥
জম্বীরবারিণা স্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা।
শুদ্ধিমায়ান্তামী যোজ্যা ভিষগ্ভির্যোগসিদ্ধয়ে॥
এবং শোধিতানামুপরসানাং পৃথগ্‌গুণা গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্যাঃ।

বিশেষ বিধি।

কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিমাটি, শঙ্খ, হীরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্তিভেদ, ক্ষুল্লক ও বরাটক প্রভৃতি উপরসকে নেবুর রসে স্বিন্ন করত পরে ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করিলেই উহারা শোধিত হয়। এইরূপে শোধিত উপরস ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। বিশুদ্ধ উপরসের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ গুণগ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

অথ রত্নানাং শোধনমারণবিধিঃ।
তত্রাশুদ্ধস্য বজ্রস্য দোষমাহ।

অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা।
পাণ্ডুতাং পঙ্গুতাঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

রত্নের শোধন ও মারণ বিধি।
অশুদ্ধ বজ্রের দোষ।

অশুদ্ধ বজ্রসেবনে কুষ্ঠ, পার্শ্ব ব্যথা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুত্ব প্রভৃতি রোগ জন্মে। অতএব উহাকে শোধন করিয়া মারিতে হইবে।

অথ বজ্রস্য শোধনবিধিঃ।

কুলথকোদ্রবক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্বিশুদ্ধ্যতি॥
'ব্যাঘ্রী' কণ্টকারিকা॥

বজ্রের শোধনবিধি।

বজ্রকে কণ্টকারির কন্দে পুরিয়া কুলখকযায় ও কোদ্রব ধান্যের কাথে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই উহা বিশুদ্ধ হইবে।

অন্যঃ শোধনবিধিঃ।

গৃহীত্বাহ্নি শুভে বজ্রং ব্যাঘ্রীকন্দোদরে ক্ষিপেৎ।
মাহিষীবিষ্ঠয়া লিপ্ত্বা কারীষাগ্নৌ বিপাচয়েৎ॥
ত্রিযাম্যায়াং চতুর্যামং যামিন্যন্তেঽশ্বমূত্রকে।
সেচয়েৎপাচয়েদেবং সপ্তরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি॥

অন্যবিধ শোধনবিধি।

শুভ দিনে বজ্র লইয়া কণ্টকারিকন্দে পুরিতে হইবে। পরে উহার চারিদিকে মাহিষী বিষ্ঠার লেপ দিয়া ঘুটের আগুনে সমস্ত রাত্রি পাক করত প্রাতঃকালে অশ্বমূত্রে সিক্ত করিবে। এইরূপ সাতরাত্রি করিলেই বজ্র বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

অথ বজ্রস্য মারণবিধিঃ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্ষিপেৎক্বাথে কুলথজে।
তপ্তং তপ্তং পুনর্ব্বজ্রং ভবেদ্ভস্ম ত্রিসপ্তধা॥

বজ্রের মারণ বিধি।

হিঙ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত কুলথের ক্বাথ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাতে একবিংশতিবার নিঃক্ষেপ করিলেই বজ্রের মারণ সিদ্ধ হয়।

অন্যঃ মারণপ্রকারঃ।

মেষশৃঙ্গভুজঙ্গাস্থিকূর্ম্মপৃষ্ঠাম্লবেতসান্।
শশদন্তং সমাংশানি পিষ্ট্বা বজ্রীক্ষীরেণ গোলকম্।
কৃত্বা তন্মধ্যগং বজ্রং ম্রিয়তেঽগ্ন্যাতপেন হি।

অন্যবিধ মারণ প্রকার।

মেষশৃঙ্গ, ভুজঙ্গাস্থি, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, অম্লবেতস ও শশদন্ত এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া মনসার আটায় পেষণ করত একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে তন্মধ্যে বজ্র স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিসিদ্ধ করিলেই উহা মৃত হইবে।

মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ।

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥

মারিত বজ্রের গুণ।

মৃত বজ্র সেবন করিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, বল, বীর্য্য ও ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়, বর্ণ সুপ্রসন্ন হয় এবং সৌখ্য জন্মে।

অথ শেষরত্নানাং শোধনমারণবিধিঃ।

বজ্রবৎসর্ব্বরত্নাদি শোধয়েন্মারয়েত্তথা।
শুদ্ধানাং মারিতানাঞ্চ তেষাং শৃণু গুণানপি॥
মণয়ো বীর্য্যতঃ শীতা মধুরা স্তুবরা রসাৎ।
চক্ষুষ্যা লেখনাশ্চাপি সারকা বিষহারকাঃ॥
ধারণাত্তে তু মঙ্গল্যা গ্রহদৃষ্টিহরা অপি।
উপরত্নানাং শোধনমারণবিধিশ্চিন্ত্যঃ॥

অবশিষ্ট রত্নের শোধন ও মারণ বিধি।

অন্যান্য সকল প্রকার রত্নের শোধন ও মারণ করিতে হইলে বজ্রের ন্যায়ই করিতে হইবে।

অতঃপর শোধিত ও মারিত রত্নের

গুণ বলা যাইতেছে রত্নমাত্রেই শীতল-বীর্য্য, মধুর, কষায়রস, দৃষ্টিবর্দ্ধক, লেখম, নাশক, ও বিষঘ্ন। রত্ন ধারণ করিলে মঙ্গল হয় এবং গ্রহদৃষ্টি থাকে না। উপরত্নের শোধন ও মারণ বিধি স্বয়ং স্থির করিয়া লইবে।

অথ বিষাণাং শোধনবিধিঃ।

তত্রবৎসনাভস্য স্বরূপনিরূপণম্।

সিন্দুবারসদৃক্পত্রোবৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা।
যৎপার্শ্বেন তরোর্বৃদ্ধি র্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥

বিষের শোধনবিধি।

বৎসনাভের স্বরূপনিরূপণ।

যে বৃক্ষের আকৃতি বৎসনাভির ন্যায় ও পত্র সিন্দুবার সদৃশ এবং যাহা পার্শ্ব-দিগেই বর্দ্ধিত হয় তাহাকে বৎসনাভ বলে।

বিষস্য শোধনবিধিঃ।

গোমূত্রে ত্রিদিনং স্থাপ্যং বিষং তেন বিশুদ্ধ্যতি।
রক্তসর্ষপতৈলাক্তে তথা ধার্য্যঞ্চ বাসসি॥
যে গুণা গরলে প্রোক্তাস্তেস্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্বিষং প্রয়োগে তু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥

বিষের শোধনবিধি।

বিষকে তিন দিন গোমূত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রক্তসর্ষপের তৈলে আর্দ্রীকৃত বস্ত্রে রাখিলেই উহা শোধিত হয়। বিষের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে সংশোধন করিলে তাহা থাকে না অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অথ বিষস্য গুণাঃ।

বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃৎ যোগবাহি মদাবহম্॥

'ব্যবায়ি' সকলকায়গুণব্যাপনপূর্ব্বকপাকগমন-শীলং। 'বিকাশি' ওজঃশোষণপূর্ব্বক-সন্ধিবন্ধ-শিথিলীকরণশীলম্। 'আগ্নেয়ম্' অধিকাগ্ন্যংশং। 'যোগবাহি' সঙ্গিগুণগ্রাহকম্। 'মদাবহং' তমোগুণপ্রাধান্যেন বুদ্ধিবিধ্বংসকম্।

তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি পরং বাতশ্লেষ্মঘ্নিৎসন্নিপাতহৃৎ॥

বিষের গুণ।

বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী, বিকাশী, আগ্নেয়, বাতহারী, কফঘ্ন, যোগবাহী ও মদাবহ।

সকল শরীরে গুণব্যাপনপূর্ব্বক পরি-পাক প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে ব্যবায়ী, ওজধাতুকে শোষণপূর্ব্বক সন্ধিবন্ধনকে শিথিল করে বলিয়া উহাকে বিকাশী, যাহার সহিত মিশ্রিত হয় তাহারই গুণ গ্রহণ করে বলিয়া উহাকে যোগবাহী এবং তমোগুণের আধিক্য থাকাতে বিষ বুদ্ধিনাশ করে বলিয়া উহাকে মদাবহ বলে।

যথাযুক্তি প্রয়োজিত হইলে বিষ প্রা-ণদায়ী, রসায়ন, অত্যন্ত যোগবাহী এবং বাতশ্লেষ্ম ও সন্নিপাতের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হইয়া থাকে।

অথোপবিষাণাং নিরূপণম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনোধুস্তুরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ।
এতেষাং শোধনং ক্ষিপ্তং [illegible]

উপবিষের নিরূপণ।

আকন্দের আটা, মনসার আটা, লাঙ্গলী, করবী, কুঁচ, আফিঙ, ও ধুঁতরা এই সাতটি উপবিষ। ইহাদিগের শোধনবিধি স্বয়ং স্থির করিয়া লইবে এবং ইহাদিগের গুণ তত্তৎস্থানে দেখিয়া লইবে।

অথ দ্রব্যাণাং গুণবত্তামবধিঃ।

গুণহীনং ভবেদ্বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্।
মাসদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং লভতে হীনবীর্য্যতাম্॥
হীনত্বং গুটিকালেহৌ লভেতে বৎসরং যদি।
হীনা স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকা তথা॥

ঘৃততৈলাদ্যা ইতি যোগবিশেষণম্। ‘চতুর্ম্মাসাধিকাঃ’ বৎসরাদুপরি চত্বারো মাসা অধিকা যেষু তে।

ঘৃততৈলয়োর্বিশেষমাহ তন্ত্রান্তরে।
ঘৃতমব্দাৎপরং পক্কং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৈলং পক্কমপক্কঞ্চ চিরস্থায়ি গুণাধিকম্॥

তদপি ষোড়শমাসাভ্যন্তরিণং পক্কং তৈলং গুণাধিকং বোদ্ধব্যম্।

ওষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎপরম্।

‘ওষধ্যঃ’ ধান্যাদয়ঃ ‘লঘুপাকাঃ’ শীঘ্রপাকাঃ ‘নির্বীর্য্যাঃ স্যুঃ’।

পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবো ধাতবো রসাঃ॥

গুণকারি দ্রব্যের গুণের স্থায়িত্বের সীমা।

এক বৎসরের পর পূর্ব্বোক্ত ঔষধের গুণের লাঘব হয়। চূর্ণ দুই মাসের পর গুটিকা ও লেহ এক বৎসরের পর এবং ঘৃত ও তৈল এক বৎসর চারি মাসের পর গুণহীন হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরে ঘৃত ও তৈলের এইরূপ বিশেষ উক্ত আছে যথা পক্ক ঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হইয়া যায়; কিন্তু অপক্কই হউক বা পক্কই হউক চিরকাল তৈলের গুণের আধিক্য থাকে বস্তুতঃ ষোড়শ মাসের পর পক্ক তৈলের গুণের আধিক্য থাকে না। ধান্যাদি ওষধী সকল এক বৎসরের পর নির্বীর্য্য ও লঘুপাক হয় এবং আসব, ধাতু ও রস যত পুরাণ হইবে ততই গুণকারী হইয়া থাকে।

অথ স্নেহপানবিধিঃ।

স্নেহশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো ঘৃতং তৈলং বসা তথা।
মজ্জা চ তং পিবেন্মর্ত্ত্যঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ॥
স্থাবরো জঙ্গমশ্চৈব দ্বিযোনিঃ স্নেহ উচ্যতে।
তিলতৈলং স্থাবরেষু জঙ্গমেষু ঘৃতং বরম্॥
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বা যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।

অস্যায়মর্থঃ।

দ্বাভ্যাং স্নেহাভ্যাং ঘৃততৈলাভ্যাং যমকাখ্যঃ স্নেহঃ স্যাৎ। ত্রিভিঃ স্নেহৈঃ ঘৃততৈলবসারূপৈস্ত্রিবৃতাখ্যঃ স্যাৎ। চতুর্ভি র্ঘৃততৈলবসামজ্জভির্মহাখ্যঃ স্নেহঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

স্নেহপানবিধি।

স্নেহ চারি প্রকার যথা ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। সূর্য্যোদয়ের ক্ষণকাল পরেই স্নেহপান কর্ত্তব্য। স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় পদার্থেই স্নেহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থাবরজাত স্নেহের মধ্যে তিলের তৈল এবং জঙ্গমজাত স্নেহের মধ্যে ঘৃত উৎকৃষ্ট। দুইটি স্নেহ মিলিত

করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয় তাহাকে যমক, তিনটি স্নেহে মিশ্রিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয় তাহাকে ত্রিবৃত এবং চারিটি স্নেহে যে স্নেহ প্রস্তুত হয় তাহাকে মহা-স্নেহ বলে অর্থাৎ ঘৃত ও তৈলসহ-যোগে প্রস্তুত স্নেহ যমক, ঘৃত তৈল ও বসা মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত স্নেহ ত্রিবিত এবং ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা একত্রিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয় তাহা মহাস্নেহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পিবেৎ ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হানি বা।

মৃদুমধ্যক্রূরকোষ্ঠাপেক্ষয়া ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হানি চেতি।

মধুকম্।
মৃদুকোষ্ঠ স্ত্রিরাত্রেণ স্নিহ্যেৎস্নেহোপসেবয়া।
মধ্যকোষ্ঠশ্চতুর্ভিশ্চ দিবসৈঃ স্নিহ্যতি ধ্রুবম্॥
পঞ্চভির্ব্বাথ ষড়্ভির্ব্বা দিনৈঃ ক্রূরো বিশুদ্ধ্যতি।
সপ্তরাত্রাৎপরং স্নেহঃ সাত্ম্যো ভবতি সেবিতঃ॥

মৃদুমধ্যক্রূরকোষ্ঠানাং সর্ব্বেষাং সপ্তরাত্রাং-পরং সাত্ম্যো ভবতি। বাতানুলোম্য বহ্নিদীপ্তি-কোষ্ঠশুদ্ধি-মৃদুস্নিগ্ধাঙ্গতাঙ্গলাঘব-ধাতুপুষ্টীন্দ্রিয়-দার্ঢ্য-নির্জ্জরতা-বলবর্ণকারী ভবতি। ন তু অরুচ্যুৎক্লেশগ্লান্যাদীন্ করোতি।

দোষকালবয়োবহ্নিবলান্যালোক্য যোজয়েৎ।
হীনাঞ্চ মধ্যমাং জ্যেষ্ঠাং মাত্রাং স্নেহস্য বুদ্ধিমান্॥
অমাত্রয়া তথাঽকালে মিথ্যাহারবিহারতঃ।
স্নেহঃ করোতি শোথার্শস্তন্দ্রানিদ্রাবিসংজ্ঞিতাঃ।

তিন দিন চারি দিন পাঁচ দিন অথবা ছয় দিন স্নেহ পান করিবে অর্থাৎ মন্দা-গ্নি ব্যক্তি তিন দিন, মধ্যমাগ্নি ব্যক্তি চারি দিন এবং ক্রূরাগ্নি ব্যক্তি পাঁচ দিন বা ছয় দিন স্নেহ পান করিবে। কারণ উক্ত আছে যে যাহাদিগের কোষ্ঠস্থিত বহ্নি মৃদু তাহাদিগের তিন রাত্রিতে, যাহাদিগের অগ্নি মধ্যম তাহারা চারি দিনে এবং যাহাদিগের অগ্নি প্রখর তাহারা পাঁচ বা ছয় দিন স্নেহ পান করিলে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ হয়। মৃদু, মধ্যম বা ক্রূর অগ্নি-বিশিষ্ট সকলেরই পক্ষে সাত দিনের পর ঘৃতসেবন সাত্ম্য হয় অর্থাৎ ঘৃত সেবনে অন্নে অরুচি বা দেহের গ্লানি না জন্মাইয়া প্রত্যুত বায়ুর অনুলোম অগ্নির দীপ্তি কোষ্ঠশুদ্ধি, অঙ্গসকল মৃদু, স্নিগ্ধ লঘু ও নির্জ্জর, ধাতু পুষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং বল বৃদ্ধি ও বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়।

বাতাদির প্রকোপ, কাল, বয়স, অগ্নির দীপ্তি ও বল বিবেচনা করিয়া অল্প, মধ্যম ও পূর্ণমাত্রায় স্নেহ সেবন করাইতে হইবে। কারণ অনুপযুক্ত মাত্রায়, বা অকালে স্নেহ সেবন করিলে অথবা মিথ্যা আহার ও বিহারবশতঃ, শোথ, অর্শ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও অচৈতন্য প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে।

জ্যেষ্ঠা দীপ্তাগ্নয়ে মাত্রা স্নেহস্য পলসম্মিতা।
মধ্যমায় ত্রিকর্ষা স্যাজ্জঘন্যায় দ্বিকার্ষিকী॥
'মধ্যমায়' মধ্যমাগ্নয়ে 'জঘন্যায়' হীনাগ্নয়ে।
অথবা স্নেহমাত্রাঃ স্যুস্তিস্রোঽন্যাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
অহোরাত্রেণ মহতী জীর্য্যত্যহ্নি তু মধ্যমা।
জীর্য্যত্যল্পা দিনার্দ্ধেন সা বিজ্ঞেয়া সুখাবহা॥

অয়মর্থঃ।

যাহোরাত্রেণ জীর্য্যতি সা মাত্রা মহতী। এবং মধ্যমা কনিষ্ঠা চ জ্ঞেয়া।
অল্পা ন্যাজ্জীপন্নী বৃষ্যা স্বল্পদোষে প্রশস্যতা।

মধ্যমা স্নেহনী জ্ঞেয়া বৃংহণী ভ্রমহারিণী।
জ্যেষ্ঠা কুষ্ঠবিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশিনী॥

সুশ্রুতঃ পুনরেবাহ।

যা মাত্রা প্রথমে যামে গতে জীর্য্যতি বাসরে।
সা মাত্রা দীপয়ত্যগ্নিমল্পদোষেষু পূজিতা।
যা মাত্রা বাসরস্যার্দ্ধে ব্যতীতে পরিজীর্য্যতি।
সা বৃষ্যা বৃংহণী চ স্যান্মধ্যদোষে প্রপূজিতা।
যা মাত্রা চরমে যামে স্থিতেঽহ্নঃ পরিজীর্য্যতি॥
সা মাত্রা স্নেহনী জ্ঞেয়া বহুদোষেষু পূজিতা।

যাহাদিগের অগ্নির দীপ্তি আছে তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এক পল, মধ্যমাগ্নির পক্ষে তিন কর্ষ এবং মন্দাগ্নির পক্ষে দুই কর্ষপরিমিত স্নেহ সেবন প্রশস্ত। স্নেহপ্রয়োগ বিষয়ে অপর তিন প্রকার মাত্রা ও প্রচলিত আছে এবং এই ত্রিবিধ মাত্রাই সর্ব্বসম্মত। যে মাত্রা অহোরাত্রে জীর্ণ হয় তাহাকে মহতী, সমস্ত দিনে যে মাত্রা জীর্ণ হয় তাহাকে মধ্যম এবং দুই প্রহরের মধ্যে যাহা জীর্ণ হয় তাহাকে অল্পমাত্রা বলা যায়। অল্পমাত্রা সুখাবহ, দীপন, বৃষ্য এবং অল্পদোষে প্রশস্ত, মধ্যম মাত্রা স্নেহন, বৃংহণ ও ভ্রমনাশক এবং পূর্ণমাত্রা কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মারের শান্তিকারক। সুশ্রুত ও কহিয়াছেন দিবসের প্রথম প্রহরে যে মাত্রা জীর্ণ হয় তাহাতে অগ্নির দীপ্তি হয় সুতরাং তাদৃশ মাত্রা অল্পদোষে ও প্রশস্ত। যে মাত্রা অর্দ্ধদিবসের পর জীর্ণ হয় তাহা বৃষ্য, বৃংহণ এবং মধ্যদোষে প্রশস্ত। এবং যে মাত্রা দিবসের শেষ প্রহরে জীর্ণ হয় তাহা স্নেহন এবং বহুদোষে প্রশস্ত।

কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতম্।
দেয়ং বহুকফে বহ্নিব্যোষক্ষারসমন্বিতম্॥
রুক্ষক্ষতবিষার্ত্তানাং বাতপিত্তবিকারিণাম্।
হীনমেধাস্মৃতীনাঞ্চ সর্পিঃপানং প্রশস্যতে।
কৃমিকোষ্ঠানিলাবিষ্টাপ্রবৃদ্ধকফমেদসঃ।
পিবেয়ুস্তৈলসাত্ম্যাশ্চ তৈলং দার্ঢ্যার্থিনশ্চ যে।
ব্যায়ামকর্ষিতাঃ শুষ্করেতোরক্তা মহারুজাঃ।

'ক্রূরাশয়াঃ' ক্রূরকোষ্ঠাঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্নেহাৎ।

পৈত্তিক রোগে কেবল মাত্র ঘৃত, বাতিক রোগে লবণান্বিত ঘৃত এবং কফপ্রধান রোগে বহ্নি, ত্রিকটু ও ক্ষার সংযুক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। যাহাদিগের মেধা ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়াছে এবং বিষার্ত্ত, রুক্ষ, ক্ষত, এবং বাতপিত্ত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত পান প্রশস্ত। কৃমিরোগগ্রস্ত, শ্রমপীড়িত শুষ্করেতা, মহারোগী, অথবা যাহাদিগের কফ ও মেদ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বায়ুনিঃসরণ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না। যাহাদিগের রক্তজ রোগ জন্মিয়াছে এবং যাহারা শরীরকে দৃঢ় করিতে মানস করে তাহাদিগের পক্ষে তৈলপান বিশেষ উপকারী।

শীতকালে দিবাস্নেহমুষ্ণকালে পিবেন্নিশি।
বাতপিত্তাধিকে রাত্রৌ বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবা।
নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষমূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণে।
তৈলং ঘৃতং বা যুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।

শীতকালে বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্মকালে বা বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে রাত্রিকালে স্নেহ সেবন করিবে। এবং

নস্য, অঞ্জন, গণ্ডূষ, মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ রোগে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

ঘৃতে কোষ্ণং জলং পেয়ং তৈলে যূষঃ প্রশস্যতে॥
বসামজ্জে পিবেন্মণ্ড মনুপানং সুখাবহম্।
স্নেহদ্বিষঃ শিশূন্ বৃদ্ধান্ সুকুমারান্ কৃশানপি।
তৃষ্ণাতুরানুষ্ণকালে সহ ভক্তেন পায়য়েৎ।

ঘৃতে ঈষদুষ্ণ জল, তৈলে যূষ, বসা ও মজ্জাতে মণ্ড এই তিন প্রকার স্নেহদ্রব্যে এই তিন প্রকার অনুপান প্রশস্ত ও সুখাবহ। স্নেহদ্বেষী, শিশু, বৃদ্ধ, সুকুমার, কৃশ বা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির পক্ষে এবং উষ্ণকালে অন্নের সহিত ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে।

সর্পিষ্মতী বহুতিলা যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলা॥
সুখোষ্ণা সেব্যমানা তু সদ্যঃ স্নেহনকারিণী।
শর্করাচূর্ণসংযুক্তে দোহনস্থে ঘৃতে তু গাম্॥
দুগ্ধ্বা ক্ষীরং পিবেদ্রূক্ষঃ সদ্যঃ স্নেহনমুত্তমম্।
মিথ্যাচারাদ্বহুত্বাচ্চ যস্য স্নেহো ন জীর্য্যতি॥
বিষ্টভ্য বাপি জীর্য্যেত বারিণোষ্ণেন বাময়েৎ।
স্নেহস্যাজীর্ণশঙ্কায়াং পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ॥
তেনোদ্গারো ভবেচ্ছুদ্ধো ভক্তং প্রতি রুচিস্তথা।

ঘৃত, অধিক পরিমাণে তিল এবং অল্প পরিমাণে তণ্ডুল একত্র মিশ্রিত করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করত অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে সদ্য স্নেহকারি হয়। দোহনপাত্রে শর্করাচূর্ণ ও ঘৃত রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ দোহন করিয়া রূক্ষ ব্যক্তি যদি সেই দুগ্ধ পান করে তাহা হইলে সদ্য স্নেহকারি হয়। মিথ্যাআচারপ্রযুক্ত অথবা অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে স্নেহ যদি জীর্ণ না হয় এবং জীর্ণ হইলেও যদি বিষ্টম্ভিতা জন্মে তাহা হইলে তাহাকে উষ্ণ জল খাওয়াইয়া বমন করাইবে। স্নেহপান করিলে যদি অজীর্ণের আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে উষ্ণ জল পান করিবে কারণ উষ্ণ জল পান করিলে উদ্গারশুদ্ধি ও অন্নে রুচি হয়।

স্নেহেন পৈত্তিকস্যাগ্নির্যদা তীক্ষ্ণতরীকৃতঃ।
তদাসৌ দীরয়েত্তৃষ্ণাং বিষমাম্ভস্য পায়য়েৎ।
শীতং জলং বাময়েচ্চ তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥

স্নেহপান দ্বারা পিত্তাধিক্য ব্যক্তির জঠরস্থ অগ্নি যদি তীক্ষ্ণতর হয় তাহা হইলে তাহার দারুণ পিপাসা জন্মে। এরূপ অবস্থায় শীতল জলপান ও বমন করাইলেই পিপাসার শান্তি হয়।

অজীর্ণী বর্জ্জয়েৎ স্নেহমুদরী তরুণজ্বরী।
দুর্ব্বলোঽরোচকী স্থূলো মূর্চ্ছালো মেহপীড়িতঃ॥
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ বান্তস্তৃষ্ণাশ্রমান্বিতঃ।
অকালপ্রসবা নারী দুর্দ্দিনে চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অজীর্ণরোগী, উদরী, তরুণজ্বরী, দুর্ব্বল, অরোচকী, স্থূল, মূর্চ্ছাল, মেহরোগগ্রস্ত, দত্তবস্তি, বিরিক্ত, বান্ত, তৃষ্ণাতুর, ও শ্রমান্বিত ব্যক্তির অথবা অকালপ্রসবা নারীর পক্ষে এবং দুর্দিনে স্নেহ সেবন নিষিদ্ধ।

স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রীব্যায়ামাশক্তচিন্তকাঃ।
বৃদ্ধবালকৃশা রূক্ষাঃ ক্ষীণাস্রাঃ ক্ষীণরেতসঃ।
বাতার্ত্তাস্তিমিরার্ত্তা যে তেষাং স্নেহনমুত্তমম্।
বাতানুলোম্য দীপ্তাগ্নির্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্।
মৃদুস্নিগ্ধাঙ্গতা গ্লানিঃ স্নেহদ্বেষোঽথ লাঘবম্।
বিমলেন্দ্রিয়তা সম্যক্ স্নিগ্ধে রূক্ষে বিপর্য্যয়ঃ।

কফমেদো মুখস্রাবো গুদে দাহঃ প্রবাহিকা।
তন্দ্রাতীসারঃ পাণ্ডুত্বং ভৃশং স্নিগ্ধস্য লক্ষণম্॥
রুক্ষস্য স্নেহনং স্নেহৈরতিস্নিগ্ধস্য রুক্ষণং।

যাহাদিগের স্বেদন ও সংশোধন আবশ্যক কিম্বা যাহারা মত্ত, স্ত্রীসংসর্গ অথবা ব্যায়ামে আসক্ত তাহাদিগের পক্ষে এবং বৃদ্ধ, বালক, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণরেতা, এবং বাত বা তিমিররোগীর পক্ষে স্নেহসেবন হিতকারী। সম্যক্ প্রকারে স্নেহ সেবিত হইলে বাতের অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠপরিস্কার, অঙ্গের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা, গ্লানি, স্নেহে অরুচি, অঙ্গলাঘব এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা জন্মে। স্নেহপানে রুক্ষতা জন্মিলে উহার বীপরীত ফল হয়। অত্যধিক স্নেহসেবনে অন্নে অরুচি, মুখস্রাব, গুহ্য প্রদেশে দাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতিসার ও ষণ্ডতা জন্মে। রুক্ষব্যক্তির স্নেহপান দ্বারা স্নেহন এবং অত্যধিক স্নেহসেবীর রুক্ষ ক্রিয়া হিতকারী।

শ্যামাকচণকাদ্যৈশ্চ তক্রপিণ্যাকশক্তুভিঃ॥
দীপ্তাগ্নিঃ শুদ্ধকোষ্ঠশ্চ পুষ্টধাতুর্দৃঢ়েন্দ্রিয়ঃ।
নির্জ্জরো বলবর্ণাঢ্যঃ স্নেহসেবী ভবেন্নরঃ॥
স্নেহব্যায়ামসংশীতবেগাঘাতপ্রজাগরান্ (১)।
দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দিরুক্ষান্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

শ্যামাক ধান্য, ছোলা, তক্র, তিলকল্ক ও শক্তুর সহিত স্নেহ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠশুদ্ধি, ধাতুপুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা, নির্জ্জরতা, বলাধিক্য এবং বর্ণের উৎকর্ষতা জন্মে। স্নেহপান করিয়া ব্যায়াম, শীতলক্রিয়া, বেগরোধ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অভিষ্যন্দি ও রুক্ষান্ন বর্জ্জন করিবে।

অথ পঞ্চকর্ম্মাণি।

প্রথমং বমনং পশ্চাদ্বিরেকস্তদনুবাসনং।
এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি নিরূহো নাবনং তথা॥

পঞ্চকর্ম্ম।

বমন, বিরেক, অনুবাসন, নিরূহ ও নাবন এই পাঁচটি কর্ম্ম বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত।

অথ বমনবিধিঃ।

শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাং।
বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎকুশলো ভিষক্॥
বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্।
তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥
বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌ শ্লীপদেহর্ব্বুদে।
হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহাজীর্ণভ্রমেষু চ।
বিদারিকাপচীকাসশ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু।
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেহধিজিহ্বকে।
গলশুণ্ডামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা।
মেদোগদেহরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ ভিষক্॥

(১) স্নেহব্যায়ামসংশীতবেগাঘাতপ্রজাগরান্ ইতি পাঠান্তরং।

বমনবিধি।

কার্য্যকুশল বৈদ্য শরৎ, বসন্ত ও বর্ষাকালে রোগীর বমন ও বিরেচন করাইবেন এবং কফ, হৃল্লাস, বিষদোষ, স্তন্যরোগ, মন্দাগ্নি, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, হৃৎপীড়া, কুষ্ঠ, বিসর্প, মেহ, অজীর্ণ, ভ্রম, বিদারিকা,

প্রলাপী, কাস, শ্বাস, পীনসবৃদ্ধি, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, রক্তাতিসার, অধিজিহ্বক, গলগণ্ড, অতিসার, পিত্তশ্লেষ্ম, মেদরোগ ও অরুচি প্রভৃতি রোগে এবং কর্ণে পূঁজ পড়িলে অথবা নাশিকা, তালু বা ওষ্ঠ পাকিলে বলবান্, বমন-সাত্ম্য, ধীরচিত্ত ব্যক্তির বমন বিধেয়। এস্থলে প্রসূতির দুষ্ট স্তনদুগ্ধের পানে শিশুর যে রোগ জন্মে তাহাকে স্তন্যরোগ বলিতে হইবে।

ন বামনী বর্ত্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধোগর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ।
মদার্ত্তো বালকোরুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ॥
উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্যঃ কেবলানিলী।
পাণ্ডুরোগী কৃমিব্যাপ্তঃ পবনাৎ স্বরঘাতবান্॥
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে বিষপীড়িতাঃ।
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বাম্যা মধুকক্বাথপানতঃ॥

'ঊর্দ্ধরক্তী' যস্য নাসাক্ষিকর্ণাস্যমার্গৈ রক্তং প্রবর্ত্ততে সঃ। ভুক্তরুক্ষকর্কশদ্রব্যো 'দুশ্ছর্দ্যঃ' মধুকস্থানে মধুকেতি দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ॥

তিমির, গুল্ম ও উদররোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী স্ত্রী, ক্ষতরোগী ও স্থূল এই কয়টিকে বমন করাইবে না। মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষ, ক্ষুধিত, নিরূহিত, উদাবর্ত্তী, ঊর্দ্ধরক্তি, দুশ্ছর্দ্দ্য, বায়ুরোগগ্রস্ত, পাণ্ডুরোগী, কৃমিব্যাপ্ত, অজীর্ণব্যথিত, কফব্যাপ্ত বা বিষপীড়িত, এবং বায়ুরোগ জন্য যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তিকে মধুকের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

যাহার নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ হইতে রক্ত নির্গত হয় তাহাকে ঊর্দ্ধরক্তী এবং যে রুক্ষ ও কর্কশ দ্রব্য ভক্ষণ করে তাহাকে দুশ্ছর্দ্য বলা যায়।

সুকুমারং কৃশম্বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ।
পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীরতক্রদধীনি বা॥
অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনাম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে॥

সুকুমার, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ, দুগ্ধ, তক্র বা দধি পান করাইয়া বমন করাইবে। স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ হইলে অসাত্ম্য শ্লেষ্মল ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা তাহার দোষনাশ করত বমন করাইবে।

বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধু বা হিতম্।

সকল প্রকার বামকদ্রব্যের মধ্যে সৈন্ধব লবণ ও মধু হিতকারী।

বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্বিপরীতং বিরেচনম্।
'বীভৎসম্' অরুচ্যং 'বিপরীতম্' রুচ্যম্।

বমনীয় দ্রব্য মুখের অপ্রীতিকর এবং বিরেচক দ্রব্য মুখরোচক হওয়া উচিত।

ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে।
অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষ্ববধারয়েৎ।
ক্বাথপানে নবপ্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥
বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
অর্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ॥
'অর্দ্ধত্রয়োদশপলং' সার্দ্ধবটকম্।
কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্।
মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎকনীয়স্তু পলং ভবেৎ॥

কোন প্রকার ক্বাথ দ্বারা বমন করাইতে হইলে এক আঢ়ক জলে এক কুড়ব পরিমিত ক্বাথ্যদ্রব্য দিয়া আর্দ্ধেক অব-

শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ফেলিবে। এই-রূপে প্রস্তুত কাথই বমনের পক্ষে প্রশস্ত। কাথের পূর্ণমাত্রা নয় প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ছয় প্রস্থ, এবং অল্পমাত্রা তিন প্রস্থ। পণ্ডিতেরা কহেন বমন, বিরেচন এবং শোণিতমোক্ষণ করাইতে হইলে সাড়ে ছয় পল পরিমিত মাত্রাই ব্যবস্থা করা উচিত। কোন প্রকার কল্ক, চূর্ণ বা অবলেহ দ্বারা বমন করাইতে হইলে এই-রূপ মাত্রা ব্যবস্থা করিবে, যথা পূর্ণমাত্রা তিন পল, মধ্যম দুই পল এবং কনিষ্ঠ মাত্রা এক পল।

বমনে চাষ্টবেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্তু তে।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগা চত্বারস্ত্বপরে মতাঃ॥

উত্তম মাত্রায় আট বার, মধ্যম মাত্রায় ছয় বার এবং অল্পমাত্রায় চারিবার বমনের বেগ হয়। উত্তম মাত্রা পিত্তনাশক।

কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জ্জয়েৎ।
সস্বাদুলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্॥

কফের শান্তি করিতে হইলে কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা, পিত্তের শান্তি করিতে হইলে স্বাদু ও শীতল দ্রব্যের দ্বারা এবং বায়ুসংসৃষ্ট কফের শান্তি করিতে হইলে স্বাদু, লবণ, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা বমন বিধেয়।

কৃষ্ণারাটফলং সিন্ধুং কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
পটোলবাসানিম্বাশ্চ পিত্তে শীতজলৈঃ পিবেৎ॥
'রাটফলং' ময়নফলম্।
সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ।
অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎসুধীঃ॥
'মদনং' ময়নফলম্।

কফজ রোগে উষ্ণ জলের সহিত পিপুল, ময়নাফল ও সিন্ধু পান করিবে, পৈত্তিকরোগে শীতল জলের সহিত পটোল, বাসা ও নিম্ব এবং বাতশ্লেষ্ম রোগে দুগ্ধের সহিত ময়নাফল এবং অজীর্ণ রোগে ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত সিন্ধু পান করাইয়া বমন বিধেয়।

বমনং পায়য়িত্বা তু জানুমাত্রাসনে স্থিতম্।
কণ্ঠমেরণ্ডনালেন স্পৃশন্তং বাময়েদ্ভিষক্॥

বমনীয় দ্রব্য পান করিয়া রোগীকে জানুমাত্রাসনে উপবেশন করিতে হইবে। পরে বৈদ্য একটা এরণ্ডের নাল লইয়া তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বমন করাইবেন।

প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দুশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ।
অতিবান্তে ভবেত্তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারো বিসংজ্ঞতা॥
জিহ্বানিঃসরণং চাক্ষ্ণোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ।
রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে॥
'হনুসংহতিঃ' হন্বো রমিলনম্।

রুক্ষ ও কর্কশ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে প্রসেক, হৃদ্গ্রহ, কোট ও কণ্ডু জন্মে এবং অতিশয় বমনে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, জ্ঞানশূন্যতা, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর ব্যাবৃত্তি, হনুর অমিলন (চোল ধরা), রক্তবমন, ষ্ঠীবন ও কণ্ঠপীড়া প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে।

বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্বিরেচনম্।
বমনেন প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহঃ।
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্যূষক্ষীররসৈর্হিতৈঃ॥
রসৈর্মাংসরসৈঃ।
ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ।
নিঃসৃতাঞ্চ তিলদ্রাক্ষাকল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ॥
নিঃসৃতাং জিহ্বাং।

ব্যাবৃত্তেহক্ষি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠর্দ্দীমুপাচরেৎ॥

অতিরিক্ত বমনে মৃদু বিরেচন বিধেয়। বমনদ্বারা যদি জিহ্বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে হৃদ্য, স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ দ্রব্য সহযোগে ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরসের কবল গ্রহণ করিবে এবং তাহার সাক্ষাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অম্লরসবিশিষ্ট ফল ভক্ষণ করিবে। বমনের বেগে যদি জিহ্বা নিঃসৃত হয় তাহা হইলে তিল ও দ্রাক্ষাসংযুক্ত প্রলেপ দিয়া জিহ্বা প্রবেশ করাইবে, চক্ষু বাহির হইয়া আসিলে উহাতে ঘৃত মাখাইয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিবে। হনুমোক্ষণ হইলে বাতশ্লেষ্মঘ্ন স্বেদ ও নস্য প্রয়োজ্য এবং রক্তবমনে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ধাত্রীরসাঞ্জনোশীরলাজাচন্দনবারিভিঃ।
মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতং ক্ষৌদ্রশর্করম্।
শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ॥
'বারি' বালা।
হৃৎকণ্ঠশিরসাং শুদ্ধির্দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্।
কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্বান্তস্য লক্ষণম্॥

আমলকী, রসাঞ্জন, বেণার মূল, খৈ, বালা, চন্দন, ঘৃত, মধু ও চিনি একত্রে মন্থন করত পান করিলে বমনজনিত তৃষ্ণাদির শান্তি হইয়া থাকে। সম্যক্‌প্রকারে বমন সিদ্ধ হইলে অগ্নির দীপ্তি, অঙ্গলাঘব, কফ ও পিত্তের শান্তি এবং হৃদয়, কণ্ঠদেশ ও মস্তক সংশোধিত হয়।

ততোঽপরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গষষ্টিকশালিভিঃ।
হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ।

এইরূপ বমন করাইয়া অগ্নির দীপ্তি হইলে অপরাহ্নে মুগ, এবং ষাইট ও শালি ধান্য সহযোগে জাঙ্গল মাংসের প্রীতিজনক যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

তন্দ্রা নিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডূঞ্চ গ্রহণীং বিষম্।
সুবান্তস্য ন পীড়াঃস্যুর্ভবন্ত্যেতে কদাচন।

বমন সুসিদ্ধ হইলে নিদ্রা, তন্দ্রা, মুখদৌর্গন্ধ্য, কণ্ডু, গ্রহণী ও বিষদোষ প্রভৃতি পীড়া কদাচ জন্মে না।

অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ॥

বমনান্তে এক দিনকাল শীতল পানীয়, পরিশ্রম, মৈথুন, স্নেহাভ্যঙ্গ, ও রোষ বর্জ্জন করিবে।

অথ রেচন বিধিঃ।

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎসম্যগ্বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎকফঃ॥
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈ রামং বলাসং পরিপাচয়েৎ॥

বিরেচনবিধি।

স্নিগ্ধস্বিন্ন ও বান্ত ব্যক্তির বিরেচন কর্ত্তব্য। অবান্ত ব্যক্তির কফ অধোগত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সুতরাং অগ্নিমান্দ্য, গৌরব ও প্রবাহিকা জন্মে। এরূপ অবস্থায় পাচন দ্বারা আম ও শ্লেষ্মের পরিপাক করিতে হইবে।

শরদৃতৌ বসন্তে চ দেহশুদ্ধৌ বিরেচয়েৎ।
অন্যদাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্বুধঃ ॥
'আত্যয়িকে' প্রাণসঙ্কটে।
পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা।

বসন্ত ও শরৎকালে বিরেচনদ্বারা দেহশুদ্ধি করিবে। কিন্তু প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিলে অন্য প্রকারে শোধন কর্ত্তব্য। পৈত্তিক বা আমজরোগে অথবা উদরাধ্মানে বিশেষতঃ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন আবশ্যক।

উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধৌ বিশেষতঃ।
দোষাঃ কদাচিৎকুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ॥

লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা বাতাদিদোষ একবার প্রশমিত বা শোধনীয়দ্রব্য দ্বারা সংশোধিত হইলে আর তাহাদিগের প্রকোপ বা পুনরুদ্ভব হয় না

বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতঃ ক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী ॥
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা ॥

বালক, বৃদ্ধ, অতিশয় স্নিগ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, ভয়ান্বিত, শ্রান্ত, তৃষ্ণাতুর, স্থূল, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা নারী, অগ্নিমান্দ্যরোগী, মদাত্যয়ী, শল্যার্দ্দিত, ও রুক্ষ ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক কদাচ বিরেচন দিবে না।

জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরোগী ভগন্দরী।
অর্শঃপাণ্ডূদরগ্রন্থিহৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ ॥
যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ।
বিদ্রধিচ্ছর্দ্দিবিস্ফোটবিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ ॥
কর্ণনাসাশিরোবক্ত্রগুহ্যমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ।
প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ কৃমিক্ষারানিলার্দ্দিতাঃ।
শূলিনো মূত্রঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ ॥

জীর্ণজ্বরী, বিষাচ্ছন্ন, বাতরোগী, ভগন্দরী, এবং অর্শ, পাণ্ডু, উদর, গ্রন্থি, হৃৎপীড়া, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, বিদ্রধি, ছর্দ্দি, বিস্ফোটক, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, প্লীহা, শোথ, কৃমি, ক্ষার, বায়ুরোগ, শূল, মূত্রাঘাত এবং মুখ, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, মস্তক, গুহ্য ও মেঢ্রসম্বন্ধীয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত।

বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ।
বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্ব্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে।
মৃদ্বী মাত্রা মৃদৌ কোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমাঃ ॥
ক্রূরে তীক্ষ্ণা মতা দ্রব্যৈ মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ।
মৃদুর্দ্রাক্ষাপয়শ্চঞ্চুতৈলৈরপি বিরিচ্যতে ॥
মধ্যমস্ত্রিবৃতাতিক্তারাজবৃক্ষৈর্ব্বিরিচ্যতে।
ক্রূরঃস্নুপয়সা হেমক্ষীরী দন্তী ফলাদিভিঃ ॥
'চঞ্চুতৈলম্' এরণ্ডতৈলম্। 'রাজবৃক্ষঃ' ধন-বহেরা। 'হেমক্ষীরী' চোক। 'দন্তীফলম্'। বৃহদ্দন্তীফলম্, জয়পালেতি প্রসিদ্ধম্।

পিত্তাধিক কোষ্ঠকে মৃদু কোষ্ঠ, শ্লেষ্মাধিক কোষ্ঠকে মধ্যম কোষ্ঠ এবং বাতাধিক কোষ্ঠকে ক্রূরকোষ্ঠ বলে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির সহজে বিরেচন হয় না। মৃদু কোষ্ঠে অল্পমাত্রায় মৃদুদ্রব্যের বিরেচন, মধ্যমকোষ্ঠে মধ্যমমাত্রায় মধ্যম দ্রব্যের বিরেচন এবং ক্রূর কোষ্ঠে তীক্ষ্ণমাত্রায় তীক্ষ্ণ দ্রব্যের বিরেচন প্রশস্ত। দ্রাক্ষা, দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল দ্বারা মৃদুকোষ্ঠের বিরেচন, তেউড়ি, কটুরোহিণী ও সোঁদাল

দ্বারা মধ্যম কোষ্ঠের বিরেচন এবং মনসার আঠা স্বর্ণক্ষীরী, জয়পাল প্রভৃতির দ্বারা ক্রূরকোষ্ঠের বিরেচন সিদ্ধ হয়।

মাত্রোত্তমা বিরেকস্য ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তকঃ।
বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা॥
দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমং চ পলং ভবেৎ।
পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্তু বিরেচনম্॥
কল্কমোদকচূর্ণানাং কর্ষমধ্বাজ্যলেহতঃ।
কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া॥
পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষাকাথাদিভিঃ পিবেৎ।
ত্রিফলাকাথগোমূত্রৈঃ পিবেদ্ব্যোষং কফার্দ্দিতঃ॥
ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ।
বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা॥
এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাকাথেন দ্বিগুণেন বা।
যুক্তং পীতং পয়োভির্বা অচিরেণ বিরিচ্যতে॥
শীঘ্রমেব বিরিচ্যত ইত্যর্থঃ।

পূর্ণমাত্রায় ত্রিশ বার, মধ্যম মাত্রায় বিশ বার এবং হীনমাত্রায় দশ বার ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় কফনাশ হয়। এস্থলে বিরেচক কষায়ের পূর্ণমাত্রার পরিমাণ দুই পল, মধ্যমের পরিমাণ এক পল, এবং হীনমাত্রার পরিমাণ অর্দ্ধ পল। মোদক, কল্ক, চূর্ণ বা ঘৃতলেহন দ্বারা বিরেচন করাইতে হইলে বয়সও রোগাদি বিবেচনা করিয়া দুই কর্ষ, এক কর্ষ ও এক পল পরিমিত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিক রোগে দ্রাক্ষার কাথের সহিত তেউড়ি চূর্ণ, কফজ রোগে ত্রিফলার কাথও গোমূত্রে, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিশ্রিত করিয়া এবং বাতজ রোগে অম্লের সহিত তেউড়ি, সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা মাংসের রস, দুগ্ধ বা দ্বিগুণিত ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়।

ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমৃদ্বীকা রসং ক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্॥
ত্রিবৃদ্দুরালভা মুস্তশর্করোদীচ্য চন্দনম্।
দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলঞ্চ ঘনাত্যয়ে॥
উদীচ্যম্বালা। 'ঘনাত্যয়ে' শরদি।
পিপ্পলীং নাগরং সিন্ধুং শ্যামাং ত্রিবৃতয়া সহ।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্॥
'শ্যামা' কৃষ্ণ সাউ।
ত্রিবৃতা শর্করা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্।
অভয়া মরিচং শুণ্ঠীবিড়ঙ্গামলকানি চ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্‌পত্রং মুস্তমেব চ।
এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ॥
ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্র শর্করা।
মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রাপ্রমাণতঃ॥
একৈকং ভক্ষয়েৎপ্রাতঃ শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্।
তাবদ্বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে॥
পানাহারবিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রণঃ সদা।
বিষমজ্বরমন্দাগ্নি পাণ্ডুকাসভগন্দরান্॥
দুর্নামকুষ্ঠ—গুল্মার্শোগলগণ্ডোদরভ্রমান্।
বিদাহপ্লীহমেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্॥
বাতরোগাংস্তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্।
পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘনজঙ্ঘোদররুজং জয়েৎ।
স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোধঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ॥
অতস্তং শীলনাদেব পলিতানি প্রণাশয়েৎ।
অভয়া মোদকা হ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি অভয়াদিমোদকঃ।

বর্ষাকালে মধু ও তেউড়ি, কুড়চির বীজ, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ করিয়া দ্রাক্ষার রসে মিশ্রিত করত, শরৎকালে দ্রাক্ষার রসও যষ্টিমধুর সহিত তেউড়ি, দুরালভা,

মুথা, শর্করা, পলা ও চন্দন, শীত ও বসন্তকালে পিপুল, নাগর মুথা, সিন্ধু, শ্যামালতা ও তেউড়ি চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করত এবং গ্রীষ্মকালে সমপরিমাণে চিনি ও তেউড়ি চূর্ণ একত্র করত বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলের মূল, তেজপত্র ও মুথা এই কয়টি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক সমপরিমাণে লইতে হইবে। পরে উহাদিগের তিনগুণ জয়পাল, আটগুণ তেউড়ি ও ছয় গুণ চিনি লইয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত মধু দিয়া এক কর্ষপরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে; এই মোদককে রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা অভয়ামোদক বলেন। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন। প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত ইহার একটি মোদক সেবন করিলে যতক্ষণ না উষ্ণ দ্রব্য সেবন করিবে ততক্ষণ ভেদ হইবে। ইহা সেবন করিলে আহার, বিহার ও পানজনিত কোন দোষ ঘটে না এবং বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কাশ, ভগন্দর, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, গলগণ্ড, উদর, ভ্রম, বিদাহ, প্লীহা, মেহ, যক্ষ্মা, নেত্ররোগ, বাতরোগ, আধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী (পাতরী) এবং পৃষ্ঠ, পার্শ্বদেশ, উরু, জঘন, জঙ্ঘা ও উদরের ব্যথার শান্তি হয়। এই মোদক সেবন করিয়া এক দিন স্নেহাভ্যঙ্গ বা ক্রোধ বর্জ্জন করিবে। নিত্য এই মোদক সেবন করিলে কেশ পলিত হয় না।

পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী।
সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্বুধঃ।
নির্ব্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ।
শীতাম্বু ন স্পৃশেৎক্বাপি কোষ্ণনীরং পিবেন্মুহুঃ॥
বলাসৌষধপিত্তানি বায়ুর্ব্বান্তে যথা ব্রজেৎ।
রেকাত্তথা মলং পিত্তং ভেষজঞ্চ কফো ব্রজেৎ॥
দুর্ব্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলকৃৎ।
পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবম্।
বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।
তং পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা স্নিগ্ধন্তু রেচয়েৎ॥
তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তাগ্নির্লঘুতা ভবেৎ।
বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ।
শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্।
মেদোনিভং জলাভাসং রক্তঞ্চাপি বিরিচ্যতে।
তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্ত্বা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ।
মধুমিশ্রৈ তথা শীতৈঃ কারয়েদ্বমনং মৃদু॥
সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেন বা।
পিষ্ট্বা নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্।
সৌবীরং তু যবৈরামৈঃ পক্কৈর্ব্বা নিস্তুষৈঃ কৃতৈঃ।

'সৌবীরং' সন্ধানম্।

অজাক্ষীরং রসঞ্চাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা।
শালিভিঃ ষষ্টিকৈস্তৈন্যৈর্ম্মসূরৈর্ব্বাপি ভোজয়েৎ॥
বর্ত্তিকালাববিষ্কিরকপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ।
চকোরক্রকরাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ।
কপিঞ্জল ইতি খ্যাতো লোকে কপিশতিত্তিরাঃ॥

ক্রকরঃ করাট ইতি লোকে। হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যান্মৃগঃ।

শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎসংগ্রহণং ভিষক্।
লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমগতেঽনিলে।
সুবিরিক্তং নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি॥

বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া চক্ষুদ্বয়ে শীতল জল দিয়া কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করত তাম্বুল মুখে দিয়া নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান করিবে। বেগধারণ,

শয়ন, বা শীতল জল স্পর্শ করিবে না এবং মুহুর্মুহু উষ্ণ জল সেবন করিবে। বমনের পর বায়ু যেমন পিত্ত, কফ ও ঔষধের সহিত মিলিত হয় বিরেচনপ্রযুক্ত কফ সেই রূপ মল, পিত্ত ও ঔষধের সহিত মিলিত হয়। যাহাদিগের সম্যক্ বিরেচন হয় না তাহাদিগের নাভিস্তম্ভ, কুক্ষিশূল, বায়ু ও মলের সঙ্গ, কণ্ডুমণ্ডল গুরুত্ব, বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম, ও ছর্দ্দি প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। এরূপ অবস্থায় পাচক স্নেহদ্রব্য দ্বারা মৃদু বিরেচন বিধেয় তাহা হইলে উক্ত উপদ্রবের শান্তি হইয়া অগ্নির দীপ্তি ও শরীর লঘু হয়। অতিরিক্ত বিরেচনপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, শূল ও কফাধিক্য জন্মে এবং মাংসধৌত জলের ন্যায়, মেদের ন্যায় বা জলের ন্যায় ভেদ হয় এবং অবশেষে রক্তপর্য্যন্তও নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় শরীরে শীতল জল সেচন পূর্ব্বক মধুর সহিত তণ্ডুলের শীতল জলদ্বারা মৃদু বমন কর্ত্তব্য। দধি বা সৌবীরের সহিত আমের ছাল পেষণ পূর্ব্বক কল্ক প্রস্তুত করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে উল্বণ অতিসার আরোগ্য হয়। পক্ব বা অপক্ব তুষরহিত যবে সৌবীর প্রস্তুত হয়। এ অবস্থায় ছাগীদুগ্ধ, বিষ্কির পক্ষী বা হরিণ মাংসের রসের সহিত তুল্য পরিমিত শালি বা ষাইট ধান্য অথবা মসূর মিশ্রিত করত সেবন করিলেও উপকার হইয়া থাকে। বর্ত্তক, লাব, বিষ্কির, কপিঞ্জল, তিত্তির, চকোর ও ক্রকর প্রভৃতি পক্ষিবর্গকে বিষ্কির বলে। কপিসবর্ণ তিত্তিরকে লোকে কপিঞ্জল, ক্রকরকে করট এবং তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ বলে। বিরেচনদ্বারা বায়ুর অনুলোম ও লাঘব হইয়া আসিলে মনস্তুষ্টির জন্য চিকিৎসক শীতল ও সংগ্রাহী দ্রব্য সংগ্রহণ করিবেন। অনন্তর ভালরূপে বিরেচন হইলে রাত্রিতে পাচন পান করাইবে।

ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদো বহ্নিদীপ্ততা।
ধাতুস্থৈর্য্যং বয়স্থৈর্য্যস্তবেদ্রেচনসেবনাৎ।
প্রতাপসেবাং শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গ মজীর্ণতাম্।
ব্যায়ামং মৈথুনঞ্চৈব ন সেবেত বিরেচিতঃ।

বিরেচক ঔষধ সেবনে ইন্দ্রিয় সবল, বুদ্ধি প্রসন্ন, অগ্নি প্রদীপ্ত এবং ধাতু ও বয়স স্থির হয়। বিরেচিত ব্যক্তি প্রতাপসেবা শীতল জল, স্নেহাভ্যঙ্গ, অজীর্ণজনক দ্রব্য, পরিশ্রম ও মৈথুন বর্জন করিবেন।

শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূস্তোজয়েৎ কৃতাম্।
জঙ্গালবিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্।
হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্যবাতায়ুমৃগমাতৃকাঃ।
রাজীবঃ পৃষতশ্চৈব জঙ্গালাঃ সরভাদয়ঃ।

বিরেচনান্তে শালি, ষাইট ধান্য ও মুদ্গাদির সহিত যবের মণ্ড অথবা জঙ্গাল বা বিষ্কির মাংসের রসের সহিত শাল্যন্ন ভক্ষণ বিশেষ হিতকারী। হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, বাতায়ু, রাজীব, পৃষত ও সরভ প্রভৃতি মৃগজাতিকে জঙ্গাল কহে।

অথ স্নেহবস্তিবিধিঃ।

বস্তির্ব্বিধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চ ততঃপরম্।
যঃ স্নেহো দীয়তে সঃ স্যাদনুবাসনসংজ্ঞকঃ।

কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে।
বস্তিভির্দীয়তে যস্মাত্তস্মাদ্বস্তিরিতি স্মৃতঃ।
'বস্তিভিঃ' মৃগাদীনাং মূত্রাশয়ৈঃ।
তত্রানুবাসনাখ্যো হি বস্তির্যঃ সোঽত্র কথ্যতে।
অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবস্তিরুদীরিতঃ।
পলদ্বয়ন্তস্য মাত্রা তস্মাদর্দ্ধাপি বা ভবেৎ॥
অনুবাস্যস্তু রুক্ষঃ স্যাত্তীক্ষ্ণাগ্নিঃ কেবলানিলী।
নানুবাস্যস্তু কুষ্ঠী স্যান্মেহী স্থূলস্তথোদরী॥
নাস্থাপ্যা নানুবাস্যাশ্চ জীর্ণোন্মাদতৃড়র্দ্দিতাঃ।
শোথমূর্চ্ছারুচিভয়শ্বাসকাসক্ষয়াতুরাঃ॥

স্নেহবস্তিবিধি।

বস্তি দ্বিবিধ অনুবাসন ও নিরূহ। স্নেহদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায় তাহাকে অনুবাসন এবং কষায়, দুগ্ধ বা তৈল দ্বারা বস্তি প্রয়োজিত হইলে নিরূহ বলা যায়। বস্তিদেশ অর্থাৎ মৃগাদীর মূত্রাশয়ে প্রদত্ত হয় বলিয়া এই ক্রিয়াকে বস্তিক্রিয়া বলে। অতঃপর অনুবাসন নামক বস্তি কাহাকে বলে তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। মাত্রাবস্তি অনুবাসনের ভেদমাত্র। অনুবাসন বস্তির মাত্রা এক বা দুই পল। রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বায়ু-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুবাসনবস্তি প্রশস্ত কিন্তু স্থূল অথবা মেহ, কুষ্ঠ ও উদর রোগীর পক্ষে এই বস্তি হিতকর নহে। ভীত, তৃষ্ণাতুর, অর্দ্দিত এবং উন্মাদ, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুবাসন বা আস্থাপন হিতকর নহে।

নেত্রং কার্য্যং সুবর্ণাদিধাতুভির্বা নলৈর্দ্ধ্রুমৈঃ।
নলৈর্দন্তৈর্বিষাণাগ্রৈর্মণিভির্বা বিধীয়তে॥
'নেত্রং' নাড়ী।

তথা চোক্তং বিশ্বপ্রকাশে।
নেত্রং মন্থগুণে বস্ত্রে তরুমূলে বিলোচনে।
নেত্রবস্কে চ নাড্যাঞ্চ নেত্রো নেতরি ভেদ্যবদিতি॥

বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে সুবর্ণাদি ধাতু, বংশ, নল, দন্ত, বিষাণের অগ্রভাগ বা মণিদ্বারা নেত্র বা নল প্রস্তুত করিবে। নেত্রশব্দে যে নল বুঝায় বিশ্বপ্রকাশে তাহার প্রমাণ আছে যথা নেত্রশব্দে মন্থগুণ, বস্ত্র, তরুমূল, লোচন, নেত্রবস্ত্র ও নাড়ী বুঝায়।

একবর্ষাত্তু ষড়্বর্ষাদ্ যাবন্মানং ষড়ঙ্গুলম্।
ততো দ্বাদশকং যাবন্মানং স্যাদষ্টসম্মিতম্॥
ততঃ পরং দ্বাদশভিরঙ্গুলৈর্নেত্রদীর্ঘতা।
মুদ্গচ্ছিদ্রং কলায়াভং ছিদ্রং কোলাস্থিরন্ধ্রকম্॥
যথাসংখ্যং ভবেন্নেত্রং শ্লক্ষ্ণং গোপুচ্ছসন্নিভম্।
গোপুচ্ছসন্নিভং মূলে স্থূলং তস্মাৎ ক্রমাৎকৃশম্॥
মুদ্গাচ্ছিদ্রাদিপ্রমাণং নেত্রং ক্রমেণ ষড়্বর্ষা-
য দ্বাদশবর্ষাষতদূর্দ্ধবর্ষায় জ্ঞেয়ম্।
আতুরাঙ্গুষ্ঠমানেন মূলে স্থূলং বিধীয়তে।
কনিষ্ঠিকাপরীণাহমগ্রে চ গুটিকামুখম্॥
পরিণাহোঽত্র স্থৌল্যম্।
তন্মূলে কর্ণিকে দ্বে চ কার্য্যে ভাগাচ্চতুর্থকাৎ।
কর্ণিকা গবাদিকর্ণবৎ।
যোজয়েত্তত্র বস্তিঞ্চ বন্ধদ্বয়বিধানতঃ।
মৃগাজশূকরগবাং মহিষস্যাপি বা ভবেৎ॥
বস্তিরিতি শেষঃ।
মূত্রকোষস্য বস্তিস্তু তদলাভে তু চর্ম্মণঃ।
কষায়রক্তঃ স মৃদুর্বস্তিঃ স্নিগ্ধো দৃঢ়ো হিতঃ॥
ব্রণবস্তেস্তু নেত্রং স্যাৎ শ্লক্ষ্ণমষ্টাঙ্গুলোন্মিতম্।
মুদ্গচ্ছিদ্রং গৃধ্রপক্ষনলিকাপরিণাহি চ॥

এক বৎসর হইতে ছয় বৎসরবয়স্ক রোগীকে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে নলের পরিমাণ ছয় অঙ্গুল, তদূর্দ্ধ দ্বাদশ-বর্ষ-বয়স্ক পর্য্যন্ত রোগীকে আট

আঙ্গুল এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক রোগীর পক্ষে বার আঙ্গুল দীর্ঘ নল দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে। নলের যে মুখ মলদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে তাহার ছিদ্রের পরিমাণ কলাইয়ের ন্যায় এবং অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রের পরিমাণ কুলের আঁটির ন্যায় হইবে। নল শ্লক্ষ্ণ ও গোপুচ্ছাকৃতি হইবে। উহার মূলদেশের পরিমাণ গোপুচ্ছের ন্যায় হইবে তাহার পর যত মুখের দিকে আসিবে ততই সূক্ষ্ম হইয়া আসিবে। এক বৎসর হইতে ছয় বৎসর, ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর, এবং পূর্ণ-বয়স্ক রোগী, এই তিন প্রকার অবস্থা অনুসারে মুখচ্ছিদ্রাদির পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক বা ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের বস্তিক্রিয়া করিতে হইলে নলের মুখের ছিদ্রাদির পরিমাণ যেরূপ হইবে তদধিকবয়স্ক বালকের বস্তিক্রিয়াতে নলমুখের ছিদ্রা-দির পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক হইবে। নলের মূল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল, অগ্র-ভাগ কনিষ্ঠ অঙ্গুলের ন্যায় স্থূল এবং মুখ গুটিকার ন্যায় হইবে। নলের মূলে চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে গোকর্ণবৎ দুইটি কান প্রস্তুত করিবে। এবং উহাতে মৃগ, ছাগ, শূকর, গরু বা মহিষের মূত্র-কোষ যোজনা করিয়া দিবে। মূত্রকো-ষের অভাবে উহাদিগের চর্ম্ম ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বস্তি কষায় বা রক্তবর্ণ, কোমল, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় হইবে। ব্রণরোগে যে বস্তি প্রয়োগ করা যায় তাহার নেত্র (নল) অষ্টাঙ্গুল পরিমিত ও শ্লক্ষ্ণ হইবে। মুখের ছিদ্রের পরিমাণ মুগকলায়ের ন্যায় এবং গৃধ্রপক্ষ বা নালিকার ন্যায় স্থূল হইবে।

শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ।
দিবা শীতে বসন্তে চ স্নেহবস্তিঃ প্রদীয়তে।
গ্রীষ্মবর্ষাশরৎকালে রাত্রৌ স্যাদনুবাসনম্।
ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদং মূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দ্বিধা স্নেহঃ প্রযোজিতঃ।

'দ্বিধা' ভোজনে বস্তৌ চ।

রুক্ষং ভুক্তবতোঽত্যন্তং বলং বর্ণঞ্চ হাপয়েৎ।
যুক্তস্নেহমতো জন্তুং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ॥

'যুক্তস্নেহং' যথোচিতস্নেহং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ।

সম্যক্‌রূপে বস্তিক্রিয়া সমাহিত হই-লে শরীর উপচিত, বর্ণ সুপ্রসন্ন, বল ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং দেহ পরিবর্দ্ধিত ও আ-রোগ্য লাভ হয়। শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে স্নেহবস্তি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিতে অনুবাসন বিধেয়। অত্যধিক স্নেহ দ্রব্য ভোজন করিলে অনুবাসন প্রয়োজ্য নহে। কারণ এক কালে ভোজন ও অনুবাসন এই উভয় প্রকারে স্নেহ প্রযোজিত হইলে মত্ততা ও মূর্চ্ছা জন্মে। অতিশয় রুক্ষ দ্রব্য ভোজনেও বল ও বর্ণের হ্রাস হয়। অত-এব যথোচিত পরিমাণে স্নেহ ভোজন পূর্ব্বক অনুবাসন বিধেয়।

হীনমাত্রা বুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ স্মৃতৌ।
অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ॥

'উভৌ বস্তী' অনুবাসননিরূহাখ্যৌ।

উত্তমা স্যাৎপলৈঃ ষড়্‌ভির্ম্মধ্যমা স্যাৎপলৈ-স্ত্রিভিঃ।

পলব্যর্দ্ধেন হীনা স্যাদুক্তমাত্রানুবাসনে।
শতাহ্বাসৈন্ধবাভ্যাঞ্চ দেয়ং স্নেহে চ চূর্ণকম্।
তন্মাত্রোত্তমমধ্যান্ত্যা ষট্‌চতুর্দ্বয়মাষকৈঃ।

অনুবাসন ও নিরূহ এই উভয়বিধ বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে যদি বস্তি-যোগ্য দ্রব্যের মাত্রা হীন হয় তাহা হইলে কোন ফলোদয় হয় না এবং মাত্রা অতিরিক্ত হইলেও আনাহ, ক্লম, ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। অনুবাসনের পূর্ণ মাত্রা ছয় পল, মধ্যম মাত্রা তিন পল এবং হীন মাত্রা আড়াই পল। যে স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাতে শতাবরীও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহার পূর্ণ মাত্রা ছয় মাষা, মধ্যম মাত্রা চারি মাষা এবং হীন মাত্রা দুই মাষা।

বিরেচনাৎসপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ।
ভুক্তান্নায়ানুবাস্যায় বস্তির্দ্দেয়োঽনুবাসনঃ।
অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তমুষ্ণাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতং চঙ্ক্রমণং ততঃ।
উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা।

'উষ্ণাম্বু স্বেদিতম্' উষ্ণাম্বুনা স্নপিতম্।

সুপ্তস্য বামপার্শ্বেন বামজঙ্ঘাপ্রসারিণঃ।
কুঞ্চিতাপরজঙ্ঘস্য নেত্রং স্নিগ্ধে গুদে ন্যসেৎ।
বদ্ধং বস্তিমুখং সূত্রৈর্ব্বামহস্তেন ধারয়েৎ।
পীড়য়েদ্দক্ষিণেনৈব মধ্যবেগেন ধীরধীঃ।
জৃম্ভাকাসক্ষবাদীংশ্চ বস্তিকালে ন কারয়েৎ।
ত্রিংশন্মাত্রামিতঃ কালঃ প্রোক্তো বস্তেস্তু পীড়নে।
ততঃ প্রণিহিতে স্নেহে উত্তানো বাক্‌শতং ভবেৎ।
স্বজানুনঃ করাবর্ত্তং কুর্য্যাচ্ছোটিকয়া যুতং।
এষা মাত্রা ভবেদেকা সর্ব্বত্রৈবেব নিশ্চয়ঃ।
নিমিষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যা ছোটিকাথবা।
গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ।

বিরেচিত ব্যক্তিকে বস্তিপ্রয়োগ করিতে হইলে বিরেচনান্তে সাত রাত্রির পর যখন অন্ন ভোজন করিয়া শরীরে বলাধান হইবে তখন তাহাকে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। অনুবাস্য ব্যক্তিকে প্রথমে উত্তম-রূপ অভ্যক্ত করিয়া আস্তে আস্তে উষ্ণ জলে স্নান করাইয়া যথাশাস্ত্র ভোজন করা-ইতে হইবে। অনন্তর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বায়ু, মল ও মূত্র নিঃসরণ হইলে স্নেহবস্তি যোজনা করিবে। বস্তি প্রয়ো-গের সময় অনুবাস্য ব্যক্তিকে বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া বামজঙ্ঘা প্রসারিত ও দক্ষিণ জঙ্ঘা কুঞ্চিত করিয়া এবং গুহ্যদেশে স্নেহ মাখাইয়া অবস্থান করিতে হইবে। এইরূপে অবস্থিত হইলে বৈদ্য বস্তির মুখ সূত্রে বন্ধন করত বামহস্তে ঐ মুখ ধারণ করিয়া গুহ্যদেশে যোজনা করত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মৃদুবেগে পীড়ন করি-বেন। ত্রিশ মাত্রার অধিক কাল পীড়ন করিবেন না। বস্তি প্রয়োগ কালে জৃম্ভা (হাইতোলা) কাশ ও হাঁচি প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে বাক্‌শত কাল (শতবাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে) উত্তান হইয়া থাকিবে এবং ছোটিকা দ্বারা স্বীয় জানুর করাবর্ত্তন করিবে। এস্থলে মাত্রার পরিমাণ এইরূপে স্থির করিতে হইবে চক্ষুর নিমীলন বা উন্মীলনে অথবা ছোটি-কাতে (তুড়িদিতে) বা গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে এই পরি-মিত সময়কে বা মাত্রা বলা যায়। সর্ব্ব-ত্রই মাত্রার পরিমাণ এইরূপ জানিবে।

প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈ র্যথাবীর্য্যং প্রসর্পতি ॥
 অত্র বীর্য্যং স্নেহাদি।
তাড়য়েত্তলযোরেনঞ্চীংশ্চীষারাম্ শনৈঃ শনৈঃ।
স্ফিজোশ্চৈবং তথা শ্রোণীং শয্যাঞ্চৈবোৎক্ষিপে-
 ত্ততঃ ॥
স্ফিজোশ্চৈনং স্বপাৰ্ষ্ণিভ্যাং পূর্ব্ববত্তাড়য়েদ্বুধঃ।
শয্যাঞ্চ পাদতস্তস্য ত্রীন্ বারানুৎক্ষিপেত্ততঃ ॥
জাতে বিধানে তু ততঃ কুর্য্যান্নিদ্রাং যথাসুখম্।
সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু।
উপদ্রবং বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ ॥
 • উপদ্রবস্থানে তুষচৌষাবিতি সুশ্রুতে পাঠঃ।
জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ।
লঘ্বন্নং ভোজয়েৎকামং দীপ্তাগ্নিস্ত নরো যদি ॥
অনুবাসিতায় দাতব্যমিতরেঽহ্নি সুখোদকম্।
ধান্যশুণ্ঠীকষায়ং বা স্নেহব্যাপত্তিনাশনম্ ॥
 'সুখোদকম্' উষ্ণোদকং, 'ব্যাপত্তিঃ' ব্যাধিঃ।
অনেন বিধিনা ষড়্ বা সপ্ত চাষ্টৌ নবাপি বা।
বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তে চৈব নিরূহণম্ ॥
দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃ স্নেহয়েদ্বস্তিবঙ্ক্ষণৌ।
সম্যগ্দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলং জয়েৎ ॥
বলং বর্ণঞ্চ জনয়েত্তৃতীয়স্তু প্রয়োজিতঃ।
চতুর্থপঞ্চমৌ দত্তৌ স্নেহয়েতাং রসাসৃজৌ ॥
ষষ্ঠো মাংসং স্নেহয়তি সপ্তমো মেদএব চ।
অষ্টমো নবমশ্চাপি মজ্জানঞ্চ যথাক্রমম্ ॥
 যথাক্রমমিতিবচনাদষ্টমোঽস্থি স্নেহয়েৎ।
এবং শুক্রগতান্দোষান্ দ্বিগুণঃ সাধু সাধয়েৎ।
 'দ্বিগুণঃ' অষ্টাদশদিবসাবধিকবস্তিঃ।
অষ্টাদশাষ্টাদশকাননুবস্তীনাং যো নিষেবতে।
স কুঞ্জরবলোঽশ্বস্য রয়ে তুল্যোঽমরপ্রভঃ ॥
রুক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনে দিনে।
দদ্যাদ্বৈদ্যস্তথান্যেষামগ্ন্যাবাধভয়াৎ ত্র্যহাৎ ॥

স্নেহ দ্রব্য সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইবার জন্য দেহ প্রসারিত করিয়া শয়ন করিবে এবং প্রয়োজিত স্নেহ শরীরের অধোদেশ হইতে ঊর্দ্ধে তাড়িত করিবার জন্য আস্তে আস্তে শ্রোণী ও নিতম্বদ্বয় অথবা শয্যা তিনবার উৎক্ষেপণ করিবে। এইরূপে যথাবিধানে স্নেহ প্রয়োজিত হইলে ইচ্ছামত নিদ্রা যাইবে। যদি কোন প্রকার উপদ্রব ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত স্নেহ বায়ু ও পুরীষ সহযোগে শীঘ্র নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলেই সম্যক্ অনুবাসিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে যদি অগ্নির দীপ্তি হয় তাহা হইলে সায়ংকালে জীর্ণ অন্ন বা লঘু আহার ইচ্ছামত ভোজন করিবে। এবং পরদিন উষ্ণজল অথবা ধান্য ও শুণ্ঠী সহযোগে প্রস্তুত কষায় পান করিবে, তাহা হইলে স্নেহজনিত কোন ব্যাধি জন্মে না। এইরূপ বিধান অনুসারে ছয়, সাত, আট বা নয় বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া অবশেষে নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথম বস্তির দ্বারা বস্তি ও বঙ্ক্ষণ স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয় বস্তিদ্বারা শিরোগত বায়ুর শান্তি এবং তৃতীয় বস্তির দ্বারা বল জন্মে ও বর্ণ সুপ্রসন্ন হয়, চতুর্থ বস্তির দ্বারা রস, পঞ্চম বস্তির দ্বারা রক্ত, ষষ্ঠ দ্বারা মাংস, সপ্তম দ্বারা মেদ, অষ্টম দ্বারা অস্থি এবং নবম বস্তির দ্বারা মজ্জা স্নিগ্ধ হয়। এইরূপ সম্যক্‌রূপে বস্তি প্রয়োজিত হইলে শুক্রগত সকল দোষের শান্তি হয়। অষ্টাদশবারবস্তি প্রয়োগ করিলে হস্তির ন্যায় বলবান্, অশ্বতুল্য বেগগামী এবং দেবতুল্য প্রভাশালী হয়। [illegible] ও বায়ুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন স্নেহ

বস্তি প্রয়োগ করা যায়, অন্যস্থলে অগ্নি-মান্দ্যের আশঙ্কাপ্রযুক্ত তিন দিন অন্তর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্নেহোঽল্পমাত্রো রুক্ষাণাং দীর্ঘকালমনত্যয়ঃ।
'অনত্যয়ঃ' অবাধঃ।
তথা নিরূহঃ স্নিগ্ধানামল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে॥
অথবা যস্য তৎকালং স্নেহো নির্য্যাতি কেবলঃ।
তস্যাপ্যল্পতরো দেয়ো ন হি স্নিগ্ধেঽবতিষ্ঠতি॥
'স্নিগ্ধে তিষ্ঠতি' দত্তঃ স্নেহইতি শেষঃ।
অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ।
তদাঙ্গসদনাধ্মানে শূলং শ্বাসশ্চ জায়তে॥
পক্বাশয়ে গুরুত্বঞ্চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্।
তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণৌষধৈর্যুক্তং ফলবর্ত্তিস্তথাথবা॥
যথানুলোমনো বায়ুর্ম্মলং স্নেহশ্চ জায়তে।
তথা বিরেচনং দদ্যাত্তীক্ষ্ণং নস্যঞ্চ শস্যতে॥

রুক্ষদেহে দীর্ঘকাল অল্পমাত্রায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলেও কোন হানি হয় না এবং স্নিগ্ধ দেহে অল্পমাত্রায় নিরূহ বস্তি প্রয়োগ প্রশস্ত। স্নেহ সম্যক্‌প্রকারে প্রবিষ্ট না হওয়াতে যদি প্রয়োগমাত্রেই নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় তদপেক্ষা অল্পতর মাত্রায় স্নেহ প্রয়োগ করিবে। অসংশোধিত দেহে স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে যদি নির্গত না হয় তাহা হইলে অঙ্গ-সাদ, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও পক্বাশয়ের গুরুত্ব এই কয়টি উপসর্গ জন্মে। এরূপ অবস্থায় নিরূহ বস্তি প্রয়োগ অথবা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহকারে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি এবং যাহাতে বায়ুর অনুলোম, মলশুদ্ধি ও স্নেহন হয় এরূপ বিরেচন ও তীক্ষ্ণ নস্য প্রশস্ত।

যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবর্ত্তিরনিঃসৃতঃ।
সর্ব্বোঽল্পো ব্যাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষ্যঃ স বিজানতা॥
অনায়াতে ত্বহোরাত্রে স্নেহং সংশোধনৈর্হরেৎ।
স্নেহবস্তাবনায়াতে নান্যঃ স্নেহো বিধীয়তে॥

স্নেহবর্ত্তি নির্গত না হইলেও যদি কোন উপদ্রব না ঘটে তাহা হইলে রুক্ষতাপ্রযুক্ত নির্গত হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সে স্থলে কোন প্রতি-কার আবশ্যক করে না। অহোরাত্রের মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত না হইলে দ্বিতীয় বার স্নেহপ্রয়োগ না করিয়া সংশোধন দ্বারা দোষশান্তি করিবে।

গুড়ূচ্যেরণ্ড-পূতীকভার্গীবৃষকরোহিষম্।
শতাবরীসহচরৌ কাকনাসাং পলোন্মিতাং॥
যবমাষাতসীকোলকুলত্থান্ প্রসৃতোন্মিতান্।
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেণ তেন চ॥
পচেত্তৈলাঢকং পিষ্টৈ র্জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
অনুবাসনমেতদ্ধি সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥

'পূতীকঃ' করঞ্জ। 'রোহিষং' ঈষৎ সুগন্ধতৃণ-বিশেষঃ। 'কাকনাসা' কৌয়াঠোঠী। 'প্রসৃতং' পলদ্বয়ং।

নিম্ন লিখিত অনুবাসন সকল প্রকার বাতজ বিকারের শান্তিকারক—গুড়ূচী, এরণ্ড, পূতিক, বামুনহাটী, বৃষক, কর্তৃণ, শতাবরী, সহচর ও কাকনাসা প্রত্যেক ১ পল পরিমিত এবং যব, মাষকলাই, অতসী, কোল ও কুলত্থ প্রত্যেক এক প্রসৃত পরিমিত। এই কয়টি দ্রব্য চারি দ্রোণ জলে পাক করিয়া যখন এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিবে তখন তাহাতে এক আঢ়ক তৈল ও জীবনীয় গণের

প্রত্যেকে একপল পরিমিত লইয়া দ্বিঃক্ষেপ করত পাক করিবে।

ষট্সপ্রভৃতিব্যাপদস্তু জায়ন্তে বস্তিকর্ম্মণঃ।
দুষিতাৎসমুদায়েন তাশ্চিকিৎস্যাস্তু সুশ্রুতাৎ॥
'সমুদায়েন' অনুচিতনেত্রাদিসামগ্র্যা।
পানাহারবিহারাশ্চ পরিহারাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
স্নেহপানসমাঃ কার্য্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

বস্তির উপযোগী দ্রব্যের দোষে সমুদায়ে ছিয়াত্তর প্রকার ব্যাধি জন্মে। সুশ্রুতমতে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে। স্নেহপান করিলে যে নিয়মে স্নান, আহার, বিহার ও যে যে দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয় বস্তি ক্রিয়াতে ও সেইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

অথ নিরূহবস্তিবিধিঃ।

নিরূহবস্তির্বহুধা ভিদ্যতে কারণান্তরৈঃ।
তৈরেব তস্য নামানি কৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
'কারণান্তরৈঃ' সমবায়িকারণভেদৈঃ।
নিরূহস্যাপরং নাম প্রোক্ত মাস্থাপনং বুধৈঃ।
স্বস্থানে স্থাপনাদ্দোষধাতুনাং স্থাপনং মতম্।
নিরূহস্য প্রমাণং তু প্রস্থপাদোত্তরং পরং।
মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনঞ্চ কুড়বাস্ত্রয়ঃ॥
'পরং' শ্রেষ্ঠং।
অতিস্নিগ্ধোঽক্লিষ্টদোষঃ ক্ষতোরস্কঃ কৃশস্তথা।
'অক্লিষ্ট দোষঃ' অদত্তোৎক্লেশন ইতি যাবৎ
'ক্ষতোরস্কঃ' উরঃক্ষতবান্॥
আধ্মানছর্দ্দিহিক্কার্শঃশোথশ্বাসপ্রপীড়িতঃ।
গুদশোফাতীসারার্ত্তো বিসূচীকুষ্ঠসংযুতঃ।
গর্ভিণী মধুমেহী চ নাস্থাপ্যাশ্চ জলোদরী।
বাতব্যাধাবুদাবর্ত্তে বাতাসৃগ্বিষমজ্বরে।
মূর্চ্ছাতৃষ্ণোদরানাহমূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীষু চ।
বৃদ্ধ্যসৃগ্দরমন্দাগ্নিপ্রমেহেষু নিরূহণম্।
শূলেঽম্লপিত্তে হৃদ্রোগে যোজয়েদ্বিধিবদ্বুধঃ।

নিরূহ বস্তির নিয়ম।

সময়বায়ি কারণবিশেষে নিরূহবস্তির যে সমস্ত বিভিন্নতা লক্ষিত হয় মুনিগণ-কর্ত্তৃক তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিলে দেহস্থ দোষ ও ধাতু সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে বলিয়া উহার অপর নাম স্থাপন বা আস্থাপন বলে। নিরূহবস্তির পূর্ণ মাত্রা সপাদ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা এক প্রস্থ এবং হীন মাত্রা তিন কুড়ব। যাহাদিগের দেহ অতিশয় স্নিগ্ধ, উৎক্লেশহীন, ক্ষীণ, কৃশ অথবা উরঃক্ষত, আধ্মান, ছর্দ্দি, হিক্কা, অর্শ, শোথ, শ্বাস, গুহ্যদেশের শোফ, অতীসার, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, জলোদর বা মধুমেহ প্রভৃতি রোগে প্রপীড়িত তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং গর্ভিণী স্ত্রীলোকের পক্ষে আস্থাপন নিষিদ্ধ। বাতব্যাধি, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদর, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বৃদ্ধি, রক্তপ্রদর, শূল, অম্লপিত্ত, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহ রোগে বিধিপূর্ব্বক নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভোজিতং।
মধ্যাহ্নে গৃহমধ্যে চ যথাযোগ্যং নিরূহয়েৎ॥
'স্নিগ্ধং' অভ্যক্তং। 'স্বিন্নম্' উষ্ণাম্বু স্নপিতম্।
স্নেহবস্তিবিধানেন বুধঃ কুর্য্যান্নিরূহণম্।
জাতে নিরূহে চ ততো ভবেদুৎকটুকাসনঃ।
তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তমাত্রঞ্চ নিরূহাগমনেচ্ছয়া॥
অত্র মুহূর্ত্তমাত্রশব্দেনৈতদপি বোধিতং নিরূহ-প্রত্যাগমনকালো মুহূর্ত্তমাত্রঃ।

অনায়াতং মুহূর্ত্তাত্তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ।
নিরূহৈরেব মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসৈন্ধবৈঃ॥
যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্পিত্তকফবায়বঃ।
লাঘবং চোপজায়েত সুনিরূঢ়ং তমাদিশেৎ॥
যস্য স্যাদ্বস্তিরত্যল্পবেগো হীনমলানিলঃ।
মূত্রার্ত্তি জাড্যারুচিমান্ দুর্নিরূঢ়ং তমাদিশেৎ॥
বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ।
আস্থাপনস্নেহবস্ত্যোঃ সম্যগ্দানে তু লক্ষণম্॥

'বিবিক্ততা' দত্তৌষধনিঃসরণম্।
অনেন বিধিনা যুঞ্জ্যান্নিরূহং বস্তিদানবিৎ।
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথোচিতম্॥

মল, মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ হইয়া ও উষ্ণ জলে স্নানকরিয়া মধ্যাহ্ণ কালে গৃহের অভ্যন্তরে যথাযোগ্য নিরূহণ বিধেয়। স্নেহবস্তি প্রয়োগের যেরূপ নিয়ম পণ্ডিতেরা নিরূহ বস্তিও সেইরূপ নিয়মে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নিরূহবস্তি সম্যক্রূপে প্রয়োজিত হইলে বস্তিদ্রব্য প্রত্যাগত হইবার জন্য রোগীকে মুহূর্ত্ত-কাল উৎকটুকাসনে উপবেশন করা-ইবে। কারণ স্নেহপ্রত্যাগমনের কাল এক মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরূহদ্রব্য প্রত্যাগত না হইলে ক্ষার, গোমূত্র, অম্ল ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহের দ্বারা সংশোধন করত দোষশান্তি করিবে। যাহার কফ পিত্ত, বায়ু ও মল ক্রমানুয়ে নির্গত হইয়া দেহ লঘু হয় তাহাকে সুনিরূহ বলা যায়। বস্তি-প্রয়োগে যাহার রোগ অল্প এবং বায়ু ও মল নির্গত না হওয়াতে মূত্ররোধ জড়তা ও অরুচি জন্মে তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলা যায়। আস্থাপন ও স্নেহবস্তি সম্যক্রূপে প্রয়োজিত হইলে প্রয়োজিত ঔষধ নিঃসৃত হয় এবং মনের তুষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধিনাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সস্নেহ একঃ পবনে পিত্তে দ্বৌ পয়সা সহ।
কষায়কটুমূত্রাঢ্যা কফে তুষ্ণাস্ত্রয়ো হিতাঃ॥
পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ।
নিরূহং ভোজয়িত্বা চ ততস্তমনুবাসয়েৎ॥
সুকুমারস্য বৃদ্ধস্য বালস্য চ মৃদুর্হিতঃ।
বস্তিস্তীক্ষ্ণঃ প্রযুক্তস্তু তেষাং হন্যাদ্বলায়ুষী॥
দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যং দোষহরন্ততঃ।
পশ্চাৎসংশমনীয়ঞ্চ দদ্যাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ॥
এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলী সৈন্ধবং বচা।
হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ॥

ইত্যুৎক্লেশনবস্তিঃ।

শতাহ্বা মধুকং বিল্বং কৌটজং ফলমেব চ।
সকাঞ্জিকং সগোমূত্রো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ॥

ইতি দোষহরবস্তিঃ।

প্রিয়ঙ্গুর্মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনং।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ স্মৃতঃ॥

ইতি শমনবস্তিঃ।

ত্রিফলা ক্বাথ গোমূত্র-ক্ষৌদ্রক্ষার-সমাযুতাঃ।
ঊষকাদিপ্রতীবাপার্বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ॥

'ঊষকাদিপ্রতীবাপাঃ' ঊষকাদিগণবিশেষ-চূর্ণপ্রক্ষেপাঃ।

ইতি লেখনবস্তয়ঃ।

বৃংহণদ্রব্যনিক্বাথৈঃ কল্কৈর্মধুরকৈর্যুতাঃ।
সর্পির্মাংসরসোপেতা বস্তয়ো বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি বৃংহণবস্তয়ঃ।

বদরৈরাবতীশেলুশাল্মলীপুষ্পজাঙ্কুরাঃ।

'ঐরাবতী' নারঙ্গী। 'শেলুঃ' বহুয়ার।
ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষারযুক্তা নাম্না পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ।
অজোরভ্রৈণরুধিরৈর্যুক্তা দেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥
'অজঃ' ছাগঃ 'উরভ্রঃ মেষঃ। 'এণঃ' কৃষ্ণমৃগঃ।
মাত্রা পিচ্ছিলবস্তীনাং পলৈর্দ্বাদশভির্ম্মতা।

ইতি পিচ্ছিলবস্তয়ঃ।

বায়ুজন্য পীড়াতে স্নেহ দ্রব্যের সহিত একবার, পৈত্তিক রোগে দুগ্ধের সহিত দুই বার এবং কফজ রোগে কষায়, কটু ও মূত্রাদির সহযোগে তিন বার উক্ত বস্তি দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুরোগে ক্রমান্বয়ে দুগ্ধ, যূষ ও মাংসরসের সহিত নিরূহ ভোজন করাইয়া তাহার পর অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। সুকুমার, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে মৃদু অনুবাসন হিতকারী। কারণ তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগে উহাদিগের বল ও আয়ুর হানি হয়। এরূপ স্থলে প্রথমে উৎক্লেশ বস্তি, মধ্যে দোষঘ্ন বস্তি এবং অবশেষে সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডের বীজ, মধুক, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, বচ ও হবুষা ফলের কল্ককে উৎক্লেশ বস্তি এবং শতাহ্বা, মধুক, বিল্ব, কুড়চির ফল, কাঞ্জি ও গোমূত্র সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে দোষহর বস্তি, প্রিয়ঙ্গু, মধুক, মুথা, রসাঞ্জন ও দুগ্ধ সহকারে প্রস্তুত বস্তিকে শমনীয় বস্তি বলা যায়। উষকাদিগণ বিশেষের চূর্ণ, ত্রিফলার কাথ, গোমূত্র, মধু ও ক্ষার সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে লেখনবস্তি বলে। ঘৃত ও মাংসরস সহযোগে বৃংহণ দ্রব্যের কাথের কল্ক ও মধু মিশ্রিত করিলে বৃংহণ বস্তি বলে। বদরী, নারঙ্গী, বহুবার ও শাল্মলী পুষ্পের অঙ্কুর দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিলে পিচ্ছিল বস্তি বলা যায়। ছাগ, মেষ, ও কৃষ্ণ মৃগের রক্তের সহিত পিচ্ছিল বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিচ্ছিল বস্তির সেবন মাত্রা দ্বাদশ পল। *

দত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ং।
বিনির্ম্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ং ॥
একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ।
সংমূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃপ্রসৃতিসম্মিতম্ ॥
গৃহ্লীয়াচ্চ তদা বাপমন্তে দ্বিপ্রসৃতোন্মিতম্।
ক্ষিপ্ত্বা বিমথ্য দদ্যাচ্চ নিরূহং কুশলো ভিষক্ ॥
এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশ প্রসৃতির্ভবেৎ।
বাতে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং দদ্যাৎ স্নেহস্য ষট্পলম্ ॥
পিত্তে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং স্নেহং দদ্যাৎপলত্রয়ম্।
কফে তু ষট্‌পলং ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেৎ স্নেহং চতুষ্পলম্ ॥

ইতি নিরূহমাত্রা।

প্রথমতঃ এক অক্ষপরিমিত সৈন্ধব লবণ ও দুই প্রসৃত মধু একত্র করিয়া মন্থন করিবে। পরে তিন প্রসৃতি স্নেহ নিঃক্ষেপ করিয়া একীভূত হইলে তাহাতে এক প্রসৃতি কল্ক প্রদান করিবে। সংমূর্চ্ছিত হইয়া আসিলে চারি প্রসৃতি পরিমিত এবং অবশেষে দুই প্রসৃতি পরিমিত কষায় নিঃক্ষেপ করত মন্থন করিয়া নিরূহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে সমুদায়ে দ্বাদশ প্রসৃতি পরিমিত বস্তি প্রস্তুত হইবে। বাতরোগে চারি পল মধু ও তিন পল স্নেহ, পৈত্তিক রোগে চারি পল মধু ও চারি পল স্নেহ

এবং কফজ রোগে ছয়পল মধু ও চারি পল স্নেহ প্রদান করিবে।

এরণ্ডক্বাথতুল্যাংশং মধুতৈলং পলাষ্টকম্।
শতপুষ্পা পলার্দ্ধেন সৈন্ধবার্দ্ধেন সংযুতম্।
মধুতৈলকসংজ্ঞোঽয়ং বস্তির্দারুবিলোড়িতঃ॥
মেদোগুল্ম-কৃমিপ্লীহ-মলোদাবর্ত্তনাশনঃ।
বলবর্ণকরশ্চৈব বৃষ্যোদীপন বৃংহণঃ॥

ইতি মধুতৈলকবস্তিঃ।

মধুতৈলক বস্তি—এরণ্ডের ক্বাথ, মধু ও তৈল আট পল, অর্দ্ধ পল শতপুষ্পা ও অর্দ্ধ পল সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করত কাষ্ঠ-দ্বারা বিলোড়ন করিবে। এইরূপে যে বস্তি প্রস্তুত হয় তাহাকে মধুতৈলক বস্তি বলে। মধু তৈলক বস্তি বৃষ্য, দীপন, বৃংহণ, বলকারক, বর্ণের উজ্জ্বল্যকারক, এবং মেদ, গুল্ম, কৃমি, প্লীহা, মল ও উদাবর্ত্তের শান্তিকারক।

ক্ষৌদ্রাজ্যক্ষীরং তৈলানাং প্রসৃতং প্রসৃতংভবেৎ
হবুষা সৈন্ধবাক্ষাংশো বস্তিঃ স্যাদ্‌যাপনঃ পরঃ॥

'যাপনঃ' সারকঃ, ইতি যাপনবস্তিঃ।

যাপন বস্তি—মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রত্যেক এক প্রসৃতি, এবং হবুষা ও সৈন্ধব লবণ এক অক্ষ পরিমিত এই কয় দ্রব্যের সংযোগে যে বস্তি প্রস্তুত হয় তাহাকে যাপন বস্তি বলে।

এরণ্ডমূলনিক্কাথো মধু তৈলং সসৈন্ধবম্।
এষ যুক্তরথোবস্তিঃ সবচাপিপ্পলীফলঃ॥

ইতি যুক্তরথোবস্তিঃ।

যুক্তরথোবস্তি—এরণ্ডমূলের ক্বাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব লবণ, বচ এবং পিপ্পলী ফলের সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে যুক্ত-রথো বস্তি বলে।

পঞ্চমূলস্য নিক্কাথে তৈলং মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥

ইতি সিদ্ধবস্তিঃ।

সিদ্ধবস্তি—এরণ্ডমূলের ক্বাথ, তৈল, মাগধী, সৈন্ধব লবণ, ও যষ্টিমধু সহযোগে প্রস্তুত বস্তিকে সিদ্ধবস্তি বলে।

স্নানমুষ্ণোদকৈঃ কুর্য্যাদ্দিবাস্বপ্ন মজীর্ণতাম্।
বর্জ্জয়েদপরং সর্ব্বমাচরেৎ স্নেহবস্তিবৎ।

উষ্ণোদকে স্নান, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণজনক দ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি যে সমস্ত আচরণ স্নেহ বস্তিতে বিহিত হইয়াছে নিরূহ বস্তিতেও সেই সমস্ত আচরণ করিবে।

অথোত্তরবস্তি-বিধিঃ।

অতঃপরম্প্রবক্ষ্যামি বস্তিমুত্তরসংজ্ঞিতম্।
নিরূহাদুত্তরো যস্মাত্তস্মাদুত্তরসংজ্ঞকঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলকং নেত্রং মধ্যে চ কৃতকর্ণিকম্।
মালতীপুষ্পবৃন্তাভং ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্॥
পঞ্চবিংশতি বর্ষাণামধো মাত্রা দ্বিকার্ষিকী।
তদূর্দ্ধম্পলমাত্রা চ স্নেহস্যোক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥
অথ স্থাপনশুদ্ধস্য তৃপ্তস্য স্নানভোজনৈঃ।
স্থিতস্য জানুমাত্রে চ পিঠে স্নিগ্ধশলাকয়া॥
স্নিগ্ধয়া মেঢ্রমার্গে তু ততো নেত্রং নিয়োজয়েৎ।
শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং মেঢ্র রন্ধ্রাঙ্গুলানি ষট্॥
ততোঽবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রং বিনির্হরেৎ।
ততঃ প্রত্যাগতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ॥

উত্তর বস্তির বিধি।

অতঃপর উত্তর নামক বস্তির বিধান বলা যাইতেছে। নিরূহ বস্তির পর এই বস্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে বলিয়াই ইহাকে উত্তরবস্তি বলে। উহার মধ্যস্থলে কর্ণিকা থাকে। এই বস্তির নল দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত, অগ্রভাগ মালতী পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় এবং ছিদ্র সর্ষপনির্গমের যোগ্য। বৈদ্যগণ পঞ্চবিংশতি বৎসরের অনধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দুই কর্ষ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক পল পরিমিত স্নেহ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আস্থাপন দ্বারা বিশুদ্ধ এবং স্নানও আহার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া রোগী জানুমাত্রাসনে (উপুড়হইয়া) বসিবে। পরে মেঢ্রে নল যোজনা করিয়া আস্তে আস্তে ছয় আঙ্গুল পরিমিত স্নেহাভ্যক্ত শলাকা মেঢ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। অনন্তর বস্তি পীড়ন করত আস্তে আস্তে নল বাহির করিয়া লইবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহ বস্তির ন্যায় ক্রিয়া করিবে।

স্ত্রীণাং কনিষ্ঠিকাস্থূলং নেত্রং কুর্য্যাদ্দশাঙ্গুলম্।
মুদ্গপ্রবেশযোগ্যঞ্চ যোন্যন্তশ্চতুরঙ্গুলম্॥
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে চ সূক্ষ্মং নেত্রং বিযোজয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানাং ত্বেকমঙ্গুলম্॥
শনৈর্নিষ্কম্পমাধেয়ং সূক্ষ্মং নেত্রং বিচক্ষণৈঃ।
মালতীপুষ্পবৃন্তাভমেব মিত্যুদিতং পুনঃ॥
সূক্ষ্মশব্দাভিধানে বালানাং ততোঽপি নেত্রস্য
সূক্ষ্মতাবোধনার্থং।
যোনিমার্গেষু নারীণাং স্নেহমাত্রা দ্বিপালিকী॥
মূত্রমার্গে পলোন্মানা বালানাং চ দ্বিকার্ষিকী।

রোগী স্ত্রীলোক হইলে দশ আঙ্গুল দীর্ঘ নল নির্ম্মাণ করিবে। উহার ছিদ্র মুদ্গ-প্রবেশযোগ্য হইবে। দশ আঙ্গুল দীর্ঘ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল নেত্র নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীলোকের অপত্যপথের অভ্যান্তরে চারি অঙ্গুল এবং মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুল সূক্ষ্ম নেত্র যোজনা করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র বিকারে বালকের পক্ষে এক অঙ্গুলিপরিমিত সূক্ষ্ম ও মালতী পুষ্পের বৃন্তের ন্যায় নেত্র ব্যবহার করিবে। ব্যাবহারকালে এরূপ আস্তে ধরিবে যেন নল কম্পমান না হয়। স্ত্রীলোকের যোনিদেশে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে স্নেহের মাত্রা দুই পল, মূত্রমার্গে প্রয়োগ করিতে হইলে স্নেহমাত্রা এক পল এবং বালকের পক্ষে দুই কর্ষ ব্যবস্থা করিবে।

উত্তানায়ৈ স্থিতায়ৈ দদ্যাদূর্দ্ধজান্বৈ বিচক্ষণঃ॥
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে।
ভূয়োবস্তিং বিদধ্যাচ্চ সংযুক্তং শোধনৈ র্গুণৈঃ॥
ফলবর্ত্তিং বিদধ্যাদ্বা যোনিমার্গে দৃঢ়াং ভিষক্।
সূত্রৈর্ব্বির্নির্ম্মিতাং স্নিগ্ধাং শোধনদ্রব্যসংযুতাম্॥
দহ্যমানে তথা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিশারদঃ।
ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন বা॥

'দহ্যমানে বস্তৌ' যস্মিন্ স্থানে বস্তির্দত্তস্তস্মিন্দহ্যমানে।

বস্তিশুক্ররুজঃ পুংসাং স্ত্রীণামার্ত্তবজা রুজঃ।
হন্যাদুত্তরবস্তিস্তু নোচিতো মেহিনাং ক্বচিৎ॥
সম্যগ্দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রমমেব চ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানঃ স্নেহবস্তিনা॥

উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবার সময় স্ত্রীলোককে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া জানুদ্বয় ঊর্দ্ধে রাখিয়া প্রয়োগ করিবে।

একবার প্রয়োগ করিলে যদি স্নেহ প্রত্যাগত না হয় তাহা হইলে শোধনীয়গণ সহযোগে পুনরায় বস্তি প্রয়োগ করিবে অথবা সূত্রদ্বারা শোধনদ্রব্যসংযুক্ত, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় ফলবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যে স্থানে বস্তি প্রদত্ত হইবে তাহার প্রদাহ জন্মিলে ক্ষীর বৃক্ষের কষায় বা শীতল দুগ্ধ সহযোগে পুনরায় বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগ দ্বারা পুরুষের বস্তি ও শুক্রজনিত রোগ এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তবসম্বন্ধীয় রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু মেহরোগে উত্তর বস্তি প্রশস্ত নহে। স্নেহবস্তির লক্ষণ, ব্যাপদ ও ক্রম যেরূপ, সম্যক্‌প্রকারে প্রদত্ত উত্তরবস্তির ও লক্ষণাদি তদ্রূপ জানিবে।

অথ ফলবর্ত্তিবিধিঃ।

ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষিপ্তা শ্লক্ষ্ণা ত্বাঙ্গুষ্ঠসম্মিতা।
মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা॥

ফলবর্ত্তিবিধি।

রোগীর অঙ্গুষ্ঠসম্মিত ও শ্লক্ষ্ণ বর্ত্তি যাহা ঘৃতাভ্যক্ত গুহ্যদেশে প্রদান করিতে হয় তাহাকে মলপ্রবর্ত্তিনী বা ফলবর্ত্তি বলে।

অথ নস্যগ্রহণবিধিঃ।

নস্যং তৎকথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্।
নাবনং নস্যকর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্॥

'নস্যকর্ম্ম' নাসিকায়াং 'কর্ম্ম চিকিৎসা যেন তৎ নস্যকর্ম্ম।

নস্যভেদো দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং স্নেহনং তথা।
রেচনং কর্ষণং প্রোক্তং স্নেহনং বৃংহণং মতম্।
কফপিত্তানিলধ্বংসি পূর্ব্বাহ্নং মধ্যেহপরাহ্নকে।
দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রাবপ্যুৎকটে গদে॥
দিনস্য ত্রিধা বিভক্তস্য পূর্ব্বভাগাদৌ।
নস্যন্ত্যজেদ্ভোজনান্তে দুর্দ্দিনে চোপতর্পিতঃ।
তথা নবপ্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী জ্বরদূষিতঃ।
অজীর্ণী দত্তবস্তিশ্চ পীতস্নেহোদকাসবঃ।
ক্রুদ্ধঃ শোকাভিভূতশ্চ তৃষার্ত্তো বৃদ্ধবালকৌ।
বেগাবরোধী স্নাতশ্চ স্নাতুকামশ্চ বর্জ্জয়েৎ।

নস্যমিতিশেষঃ।

নস্যগ্রহণবিধি।

যে ঔষধ নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিতে হয় পণ্ডিতেরা তাহাকে নস্য, নাবন বা নস্যকর্ম্ম বলেন। যদ্দ্বারা নাসিকার চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে নস্যকর্ম্ম বলে। নস্য দুই প্রকার রেচন ও স্নেহন। রেচন নামক নস্য কর্ষণ এবং স্নেহন নস্য বৃংহণ এবং কফ, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, ও অপরাহ্ণে নস্য গ্রহণ করিতে হয়। উৎকট রোগে রাত্রিতেও নস্যগ্রহণ করা যাইতে পারে। উপতর্পিত, নবপ্রতিশ্যায়ী, অজীর্ণরোগী, জ্বরদূষিত, গর্ভিণী স্ত্রী, ক্রুদ্ধ, শোকাভিভূত, তৃষার্ত্ত, দত্তবস্তি, বৃদ্ধ, বালক, বেগাবরোধী, স্নাত বা স্নানেচ্ছু রোগীর পক্ষে অথবা দুর্দ্দিনে, এবং ভোজনান্তে বা স্নেহ, জল ও মদ্য পানের পর নস্যগ্রহণ নিষিদ্ধ।

অষ্টবর্ষস্য বালস্য নস্যকর্ম্ম সমাচরেৎ।
অশীতিবর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ নাবনং নৈব দীয়তে॥
অথ বৈরেচনং নস্যং প্রাস্থং তৈলৈঃ সুতীক্ষ্ণকৈঃ।
তীক্ষ্ণভেষজসিদ্ধৈর্ব্বা স্নেহৈঃ ক্বাথৈঃ রসৈস্তথা॥
নাসিকারন্ধ্রয়োরষ্টৌ ষট্চত্বারশ্চ বিন্দবঃ।
প্রত্যেকং রেচনং যোজ্যং মুখ্যমধ্যাল্পমাত্রয়া॥

অষ্টম বর্ষীয় বালক হইতে অশীতি-বর্ষ বয়স্ক পর্য্যন্ত নস্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অশীতি বৎসরের ঊর্দ্ধে নস্য প্রয়োগ করিবে না। বিরেচন নস্য গ্রহণ করিতে হইলে সুতীক্ষ্ণ তৈলে অথবা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহযোগে সিদ্ধ জল, স্নেহ, ক্বাথ বা রসের দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক নাসিকারন্ধ্রে পূর্ণ, মধ্য ও অল্পমাত্রানুসারে ক্রমান্বয়ে আট, ছয় ও চারি বিন্দু রেচন নস্য প্রয়োগ করিবে।

নস্যকর্ম্মণি দাতব্যং শাণৈকং তীক্ষ্ণমৌষধম্।
হিঙ্গু স্যাদ্যবমাত্রন্তু মাষৈকং সৈন্ধবং মতম্॥
ক্ষীরঞ্চৈবাষ্টশাণং স্যাৎপানীয়ঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্।
কার্ষিকং মধুরদ্রব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ॥

নস্যকর্ম্মে তীক্ষ্ণ ঔষধ এক শাণপরিমিত, হিঙ্গু যবমাত্র, সৈন্ধব লবণ এক মাষা, দুগ্ধ আট শাণ, পানীয় দ্রব্য তিন কর্ষ এবং মধুর দ্রব্য এক কর্ষ পরিমিত প্রয়োগ করিবে।

অবপীড়ঃ প্রধমনং দ্বৌ ভেদাবপরৌ স্মৃতৌ।
শিরোবিরেচনস্যার্থে তৌ তু দেয়ৌ যথাযথম্॥
কল্কীকৃতাদৌষধাদ্যঃ পীড়িতো নিঃসৃতো রসঃ।
সোঽবপীড়ঃ সমুদ্দিষ্টস্তীক্ষ্ণদ্রব্যসমুদ্ভবঃ॥
ষড়ঙ্গুলা দ্বিবক্ত্রা যা নাড়ী চূর্ণস্তয়া ধমেৎ।
তীক্ষ্ণং কোলমিতং বক্ত্রবাতৈঃ প্রধমনং হিতম্॥

শিরোবিরেচনের জন্য অবপীড় ও প্রধমন নামক অপর দুই প্রকার নস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল্কীকৃত তীক্ষ্ণ ঔষধাদি পীড়ন করিলে যে রস নির্গত হয় তাহাকে অবপীড় এবং ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুই মুখ আছে এমন একটি নলে কোল-পরিমিত তীক্ষ্ণ দ্রব্যের চূর্ণ পূরিয়া মুখ-বায়ুদ্বারা ধমনপূর্ব্বক যে নস্য প্রদত্ত হয় তাহাকে প্রধমন বলে।

ঊর্দ্ধজত্রুগতে রোগে কফজে স্বরসংক্ষয়ে।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে চ পীনসে॥
শোফাপস্মারকুষ্ঠেষু নস্যং বৈরেচনং হিতম্।
ভীরুস্ত্রীকৃশবালানাং নস্যং স্নেহেন শস্যতে॥
গলরোগে সন্নিপাতে নিদ্রায়াং বিষমজ্বরে।
মনোবিকারে কৃমিষু যুজ্যতে চাবপীড়নম্॥
অত্যন্তোৎকটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে।
চূর্ণং প্রধমনং ধীরৈস্তদ্ধি তীক্ষ্ণতরং যতঃ॥

স্বরক্ষয়, অরোচক, প্রতিশ্যায়, শিরঃ-শূল, পীনস, শোফ, অপস্মার, কুষ্ঠ এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত ও কফজ রোগে বৈরেচন নস্য প্রশস্ত। বালক, স্ত্রী, কৃশ ও ভীরুস্বভাব রোগীর পক্ষে স্নেহন নস্য এবং গল-রোগ, সন্নিপাত, নিদ্রা, বিষমজ্বর, মনো-বিকার ও কৃমিরোগে অবপীড়ন নস্য প্রশস্ত। অত্যন্ত উৎকট দোষে এবং সংজ্ঞারাহিত্যে পণ্ডিতেরা প্রধমনচূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কারণ উহা অধিকতর তীক্ষ্ণ।

নস্যং বৈরেচনং যথা।

নস্যং স্যাদ্গুড়শুণ্ঠীভ্যাং পিপ্পলীসৈন্ধবেন বা।
জলপিষ্টৈন কর্ণাক্ষিনাসামূর্দ্ধভবা গদাঃ॥

অন্যাহমুগলোদ্ভূতা নশ্যন্তি ভুজপৃষ্ঠজাঃ।
মধুকসারকৃষ্ণাভ্যাং বচামরিচ সৈন্ধবৈঃ।
নস্যং কোষ্ণাম্ভসা পিষ্টং দদ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।
অপস্মারে তথোন্মাদে সন্নিপাতেঽপতন্ত্রকে।
সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপা কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যন্তন্দ্রানিবারণম্॥
'শ্বেতমরিচং' সোভিঞ্জনকবীজং।
রোহিতস্য চ পিত্তেন ভাবিতং মরিচং বচা।
কট্‌ফলং চেতি তচ্চূর্ণং দেয়ং প্রধমনং বুধৈঃ॥

বৈরেচন নস্য।

শুঁঠ ও গুড় অথবা পিপ্পলী ও সৈন্ধব লবণ জলে পেষণ করিয়া যে নস্য প্রস্তুত হয় তাহাতে কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মস্তক, মন্যা, হনু, গলদেশ, হস্ত ও পৃষ্ঠ এই সকল স্থানের পীড়ার শান্তি হয়। মধুকের সার, পিপুল, বচ, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ ঈষৎ উষ্ণজলে পেষণ করত নস্য প্রয়োগ করিলে সংজ্ঞালাভ হয়। এই জন্য উক্ত নস্য অপস্মার, উন্মাদ, সন্নিপাত ও অপতন্ত্রক রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সৈন্ধব, শোভাঞ্জনের বীজ, সর্ষপ ও কুড় বাছুরের মূত্রে পেষণ করত নস্য প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা নিবারণ হয়। রোহিত মৎস্যের পিত্তে মরিচ, বচ ও কট্‌ফল ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিলে প্রধমন নস্য প্রস্তুত হয়।

অথ বৃংহণনস্যস্য কল্পনা কথ্যতেঽধুনা।
মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বৌ ভেদৌ স্নেহনে মতৌ॥
মর্শস্য তর্পণী মাত্রা মুখ্যা শাণৈঃ স্মৃতাঽষ্টভিঃ।
মধ্যমা তু চতুঃশাণৈর্হীনা শাণমিতা মতা॥
একৈকস্মিংস্তু মাত্রেয়ং দেয়া নাসাপুটে বুধৈঃ।
মর্শস্য দ্বিত্রিবেলং বা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্।
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা নস্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
'একান্তরম্' একং দিনমন্তরং নস্যশূন্যং যত্র তদেকান্তরম্।
ত্র্যহং পঞ্চাহমথবা সপ্তাহং বা সুযন্ত্রিতঃ॥
অথবা ত্র্যহম্। ত্রীণ্যহানি যাবৎ প্রতিদিনং। এবং পঞ্চাহং সপ্তাহঞ্চ। 'সুযন্ত্রিতঃ' সাবধানঃ। যথাউচ্ছিষ্কং ন ভবতি।
মর্শ্মে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
দোষোৎক্লেশাৎক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্।
দোষোৎক্লেশনিমিত্তাস্তু যুঞ্জ্যাদ্বমনশোধনম্॥
বমনরূপং শোধনম্।
অথ ক্ষয়নিমিত্তাসু যথাস্বং বৃংহণং হিতম্।
শিরোনাসাক্ষিরোগেষু সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকে।
দন্তরোগে বলে হীনে মন্যাবাহ্বংসজে গদে।
মুখশোষে কর্ণনাদে বাতপিত্তগদে তথা॥
অকালপলিতে চৈব কেশশ্মশ্রুপ্রপাতনে।
পূজ্যতে বৃংহণং নস্যং স্নেহৈর্ব্বা মধুরদ্রবৈঃ।

অতঃপর বৃংহণ নস্যের কল্পনা বলা যাইতেছে; স্নেহন বিষয়ে মর্শ ও প্রতিমর্শ এই দুই প্রকার নস্য অনুমোদনীয়। মর্শের তৃপ্তিকর মাত্রা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ণমাত্রা আটশাণ, মধ্যম মাত্রা চারি শাণ এবং হীন মাত্রা একশাণ। পণ্ডিতগণ প্রত্যেক নাসাপুটে এইরূপ মাত্রানুযায়িক নস্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বৈদ্য দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সাবধানে দুইবেলা, তিন বেলা, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, উপর্য্যুপরি তিন দিন, পাঁচ দিন অথবা সাত দিন নস্য প্রয়োগ করিবেন। দোষের উৎক্লেশ ও ক্ষয়প্রযুক্ত মর্শ্মে ও শিরোবিরেচনে বিবিধ ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে।

দোষের উৎক্লেশ জনিত উপসর্গে বমনরূপ শোধন এবং ক্ষয়ে বৃংহণ নস্য হিতকর। সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধভেদক, দুর্ব্বলতা, মুখশোষ, কর্ণনাদ, কেশের অকালপক্কতা, কেশ ও শ্মশ্রুর প্রপাতন, বাতজ ও পিত্তজ রোগ এবং মস্তক, নাসিকা, চক্ষু, দন্ত, মন্যা, বাহু, ও অংশ এই সকল স্থানে পীড়া জন্মিলে স্নেহ বা মধুর দ্রব্যের সহিত বৃংহণ নস্য প্রশস্ত।

বৃংহণং নস্যং যথা।

সশর্করং পয়ঃপিষ্টং ভৃষ্টমাজ্যেন কুঙ্কুমম্।
নস্যপ্রয়োগতো হন্যাদ্বাতরক্তভবা রুজঃ॥
ভ্রূশঙ্খাক্ষিশিরঃকর্ণসূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকান্।
নস্যং স্যাদণুতৈলেন তথা নারায়ণেন বা।
মাষাদিনা বা সর্পির্ভিস্তত্তদ্ভেষজসাধিতৈঃ।

বৃংহণ নস্য।

ঘৃতভর্জ্জিত কুঙ্কুম ও চিনি দুগ্ধে পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধভেদক, এবং ভ্রূ, শঙ্খ, চক্ষু, মস্তক ও কর্ণের পীড়া এবং বাতজ ও রক্তজ রোগ আরোগ্য হয়। মাষাদির সহযোগে ও ঘৃত অণুতৈল বা নারায়ণ তৈলে অথবা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহযোগে ঘৃতপাক করিয়া বৃংহণ নস্য প্রস্তুত হয়।

অণুতৈলমুক্তং সুশ্রুতেন তদ্যথা।

তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠান্যাহৃত্য যৈরনল্পকালং তিলাঃ পরিপীড়িতাস্তান্যণূনি খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা উদূখলে সঙ্কুট্য কটাহে পানীয়েনাপ্লাব্য ক্বাথয়েৎ। ততস্তৈলং নিঃসরতি তত্তৈলং শীতলং হস্তেন জলাদ্বিঃসার্য্য বাতঘ্নৌষধকল্কেন পচেৎ। তদণুতৈলমিতি। তদ্বাতরোগহরম্।

অণুতৈল প্রস্তুত করিবার বিধান সুশ্রুতে যেরূপ উক্ত আছে তাহা বলা যাইতেছে—যে কাষ্ঠের দ্বারা বহুকালাবধি তিল পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করা হইয়াছে সেই কাষ্ঠ অতি সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উদূখলে কুট্টিত করত জল দিয়া কটাহে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর উহাকে ক্বথিত করিলে জলের উপরিভাগে যে তৈল ভাসিতে থাকিবে তাহা হস্তদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক বাতঘ্ন ঔষধের কল্কে পাক করিবে। ইহাকে অণুতৈল বলে। ইহা বাত রোগের শান্তি কর।

তৈলং কফে সবাতে চ কেবলে পবনে বসা।
দদ্যাৎ সদা পিত্তে সর্পির্মজ্জানমেব চ॥
মাত্রাত্রয়ং প্রোক্তং স্যাৎ ভির্ব্বিন্দুভিঃ কর্ষৈর্হিতৈঃ।
কৃতোঽশ্বগন্ধয়া ক্বাথো হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ।
কোষ্ণে নস্যপ্রযোগেণ পক্ষাঘাতং সকম্পনম্।
জয়েদর্দ্দিতবাতঞ্চ মন্যাস্তম্ভাপবাহুকৌ॥
প্রতিমর্শস্য মাত্রা তু দ্বিত্রিবিন্দু মতা মতা।
প্রত্যেকশো নাসিকায়াঃ স্নেহনেঽতি বিমিশ্রিতম্।
স্নেহপ্রত্থিরয়ং যাবন্নিমগ্না চান্‌তা ততঃ।
তর্জ্জনীয়ং স্রবেদ্বিন্দুং সা মাত্রা বিন্দুসংজ্ঞিতা॥
এবং বিধৈ র্বিন্দুসংজ্ঞৈরষ্টাভিঃ শাণ উচ্যতে।
স দেয়ো মর্শনস্যেষু প্রতিমর্শো দ্বিবিন্দুকঃ॥
সময়াঃ প্রতিমর্শস্য বুধৈঃ প্রোক্তা শ্চতুর্দ্দশ।
প্রভাতে দন্তকাষ্ঠান্তে গৃহান্নির্গমনে তথা॥
ব্যায়ামাধ্বব্যবায়ান্তে বিণ্মূত্রান্তেঽঞ্জনে কৃতে।
কবলান্তে ভোজনান্তে দিবাস্বপ্নোত্থিতে তথা॥
বমনান্তে তথা সায়ং প্রতিমর্শঃ প্রযুজ্যতে।

ঈষদুচ্ছিঙ্ঘনাৎস্নেহো যথাবক্ত্রং প্রপদ্যতে।
নস্যে নিষিক্তন্তং বিদ্যাৎপ্রতিমর্শপ্রমাণতঃ ॥
'প্রমাণতঃ' মাত্রাযুক্তম্।
উচ্ছিষ্টং ন পিবেচ্ছেত্তম্নিষ্ঠীবেন্মুখমাগতম্।
'উচ্ছিষ্টম্' নস্যাবশিষ্টং।
ক্ষীণে তৃষ্ণাস্যশোষার্ত্তে বালে বৃদ্ধে চ পূজ্যতে।
প্রতিমর্শেন শাম্যন্তি রোগাশ্চোর্দ্ধজত্রুজাঃ।
বলীপলিতনাশশ্চ বলমিন্দ্রিয়জং ভবেৎ ॥
বিভীতং নিম্ব গম্ভারী শিবা শেলুশ্চ কাকিনী।
একৈকতৈলনস্যেন পলিতং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥

কফজ ও বাতজ রোগে তৈলের নস্য, বায়ুরোগে বসার নস্য এবং পৈত্তিক রোগে ঘৃত ও মজ্জার নস্য প্রশস্ত। মাষ কলাই, আলকুশির বীজ, রাস্না, বলা, রক্ত এরণ্ড, রৌহিষ ও অশ্বগন্ধা এই কয়টি দ্রব্যে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া হিঙ্ ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে নস্য লইলে সকম্পন পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বাত, মন্যাস্তম্ভ ও অপবাহুকের শান্তি হয়। প্রতিমর্শের মাত্রা এইরূপ, যথা প্রত্যেক নাসিকাতে দুই অথবা তিন বিন্দু পরিমিত স্নেহন নস্য গ্রহণ করিবে। তর্জনীর দুই পর্ব্ব স্নেহে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে যে বিন্দু পতিত হয় তাহাকে বিন্দু বলে। এইরূপ আট-বিন্দুকে শাণ বলে। মর্শনস্যের মাত্রা এক শাণ এবং প্রতিমর্শের মাত্রা দুই বিন্দু। বুধগণ প্রতিমর্শ প্রয়োগের চতুর্দ্দশ প্রকার কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রভাতে, দন্তধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গত হইবার সময়, ব্যায়াম, ব্যবায় বা পথভ্রমণের পর, মল ও মূত্র ত্যাগের পর, কবলগ্রহণ ও অঞ্জন প্রয়োগের পর ভোজনান্তে, বমনান্তে, দিবানিদ্রার পর এবং সায়ংকালে। প্রতিমর্শের মাত্রা-প্রমাণ স্নেহ প্রয়োগ করিলে যদি উহা মুখের ভিতর যায় তাহা হইলেই যথাবিধি নিষিক্ত হইয়াছে জানিবে। নস্যের অবশিষ্ট ভাগ মুখে প্রবিষ্ট হইলে গলাধঃকরণ না করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে। ক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ এবং তৃষ্ণা ও মুখশোষে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিমর্শ প্রশস্ত। ইহাতে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ, বলী ও পলিত নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। বহেড়া, নিম্ব, গাম্ভারী, হরীতকী, শেলু ও কাকিনী ইহাদিগের প্রত্যেকের তৈলে নস্য লইলে নিশ্চয়ই পলিত নাশ হয়।

অথ নস্যবিধিং বক্ষ্যে নস্যগ্রহণহেতবে।
দেশে বাতরজোমুক্তে কৃতদন্তনিঘর্ষণম্ ॥
বিশুদ্ধং ধূমপানেন স্বিন্নভালগলং তথা।
উত্তানশায়িনং কিঞ্চিৎপ্রলম্বশিরসং নরম্ ॥
আস্তীর্ণহস্তপাদঞ্চ বস্ত্রাচ্ছাদিতলোচনম্।
সমুন্নামিতনাসাগ্রং বৈদ্যো নস্যেন যোজয়েৎ ॥
কোষ্ণেনাচ্ছিন্নধারেণ হেমতারাদিশুক্তিভিঃ।
শুক্ত্যা বা যন্ত্র যুক্ত্যা বা প্লোতৈর্ব্বা নস্যমাচরেৎ ॥
'প্লোতৈঃ' বস্ত্রৈস্তদুপলক্ষিতৈস্তূলৈরপি।
নস্যেষ্বাসিচ্যমানেষু শিরো নৈব প্রকম্পয়েৎ।
ন কুপ্যেন্ন প্রভাষেত নোচ্ছিক্কেন্ন হসেত্তথা ॥
এতৈর্হি বিহিতঃ স্নেহো নৈবান্তঃ সম্প্রপদ্যতে।
ততঃ কাশপ্রতিশ্যায়শিরোঽক্ষিগদসম্ভবঃ ॥
শৃঙ্গাটকমভিব্যাপ্য ছাপয়েন্ন গিলেদ্ দ্রবম্।

অতঃপর নস্যগ্রহণের জন্য নস্যের বিধি বলা যাইতেছে—দন্তধাবনান্তর ধূমপান

দ্বারা মুখ ও গলদেশ সংশোধিত ও স্বিন্ন হইলে নির্ব্বাত ও রজোহীন দেশে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। তাহার হস্ত ও পাদ প্রসারিত থাকিবে, মস্তক কিঞ্চিৎ লম্বিত ভাবে থাকিবে এবং চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে। পরে বৈদ্য রোগীর নাসার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া ধরিয়া সুবর্ণ, রজত ও শুক্ত্যাদি পাত্রে বা যন্ত্রযোগে নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ থাকিতে থাকিতে অচ্ছিন্ন ধারাক্রমে বা তুলায় করিয়া প্রয়োগ করিবে। নস্য প্রয়োজিত হইলে শিরঃকম্প, প্রভাষণ, ক্ষবথু ও হাস্য পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু শিরঃকম্পাদি-প্রযুক্ত প্রয়োজিত স্নেহ নাসিকাভ্যন্তরে সম্যকৃরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং কাশ, প্রতিশ্যায় এবং মস্তক ও ও চক্ষুর পীড়া জন্মে। প্রয়োজিত স্নেহ শৃঙ্গাটকে অভিব্যাপ্ত হইলে তাহা গলাধঃকরণ করিবে না।

পঞ্চসপ্তদশৈব স্যুর্মাত্রা স্নেহস্য ধারণে।
উপবিশ্যাথ নিষ্ঠীবেন্নাসাবক্ত্রাগতং দ্রবম্।
বামদক্ষিণপার্শ্বাভ্যাং নিষ্ঠীবেৎসম্মুখং ন হি।
নীতে নস্যে মনস্তাপং রজঃ ক্রোধঞ্চ সন্ত্যজেৎ।
শয়ীত নিদ্রাস্ত্যক্ত্বা চ প্রোত্তানো বাক্‌শতং নরঃ।
তথা শিরোবিরেকান্তে ধূমো বা কবলোহিতঃ।
নস্যে ত্রীণ্যুপদিষ্টানি লক্ষণানি প্রয়োগতঃ।
শুদ্ধিহীনাতিযোগানি বিশেষাচ্ছাস্ত্রচিন্তকৈঃ।
লাঘবং মলসংশুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিসংক্ষয়ঃ।
চিত্তেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধিলক্ষণম্।
কণ্ড্বুপদেহো গুরুতা স্রোতসাং কফসংস্রবঃ।
মূর্দ্ধ্নি হীনাবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্।
'হীনাবিশুদ্ধে' হীনেন নস্যেনাবিশুদ্ধে।
মস্তলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধ্নি গাঢ়ং বিরেচিতে।

'মস্তলুঙ্গম্' মস্তকান্তঃ স্নেহঃ। 'ইন্দ্রিয়বিভ্রমঃ' ইন্দ্রিয়াণামযথাবিষয়গ্রহঃ।

স্নেহ ধারণের পরিমাণ পঞ্চ, সপ্ত বা দশ মাত্রা। উপবিষ্ট হইয়া নাসা ও মুখ হইতে নিঃসৃত দ্রবপদার্থ নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে। নিষ্ঠীবন কালে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে নিষ্ঠীবন বিধেয়, সম্মুখে নিষ্ঠীবন করিবে না। নস্য লইয়া মনস্তাপ, ক্রোধ ও রজ পরিত্যাগ করিবে এবং নিদ্রা না যাইয়া উত্তানভাবে বাক্‌শতকাল শয়ন করিয়া থাকিবে। শিরোবিরেচনের পর ধূম ও কবল হিত-কারী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক শুদ্ধি, হীন ও অতিযোগ, নস্যপ্রয়োগের এই তিন প্রকার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শিরঃশুদ্ধি হইলে মস্তকের লঘুতা, মল-সংশুদ্ধি, স্রোতঃসম্বন্ধীয় ব্যাধিনাশ, এবং ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিরোদেশ ভালরূপে শোধিত না হইলে কণ্ডু, উপ-দেহ, (মুখের চট্‌চটে), মস্তকের গুরুতা, এবং স্রোতঃপথে কফসঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে। মস্তকের অতিরিক্ত বিরেচনে মস্তকের অভ্যন্তরস্থ স্নেহের নিঃসরণ, বাতবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়বিভ্রম, ও মস্তকের শূন্যতা এই সকল উপদ্রব ঘটে।

হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফবাতঘ্ন মাচরেৎ।
তত্র হীনেন নস্যেন শুদ্ধে বাতঘ্ন মাচরেৎ।

সম্যক্‌বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যং নিষেচয়েৎ ॥
কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ।
লক্ষণস্ত্বতিস্নিগ্ধে তত্র রুক্ষং প্রদাপয়েৎ ॥
ভোজয়েচ্ছামভিষ্যন্দিনস্যো বাতিকমাদিশেৎ ।,
'বাতিকম্' বাতলমুপদিশেৎ ।
ইতি পঞ্চকর্ম্মাণি ।

হীন নস্য দ্বারা অতিশুদ্ধিতে কফ ও বাতনাশক প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং হীন নস্যদ্বারা বিশোধিত হইলে বাতঘ্ন প্রক্রিয়া করিবে। মস্তক সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হইলে নস্যে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অতিশয় স্নিগ্ধ হইলে কফপ্রসেক, মস্তক ভার বোধ হওয়া এবং ইন্দ্রিয়ভ্রম ঘটে সুতরাং এস্থলে রুক্ষ প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। অনভিষ্যন্দি নস্যে ভোজন করিবে এবং বাতল ক্রিয়া করিবে।

অথ ধূমপানবিধিঃ।

ধূমস্তু ষড়্‌বিধঃ প্রোক্তঃ শমনো বৃংহণস্তথা।
রেচনঃ কাসহা চৈব বামনো ব্রণধূমনঃ ॥
শমনস্য তু পর্য্যায়ৌ মধ্যঃ প্রায়োগিকস্তথা।
বৃংহণস্য চ পর্য্যায়ৌ স্নেহনো মৃদুরেব চ ॥
রেচনস্যাপি পর্য্যায়ৌ শোধনস্তীক্ষ্ণএব চ।
অধূমার্হাশ্চ খল্বেতে শ্রান্তো ভীতশ্চ দুঃখিতঃ ॥
দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ রাত্রৌ জাগরিতস্তথা।
পিপাসিতশ্চ দাহার্ত্তস্তালুশোষী তথোদরী ॥
শিরোঽভিতাপী তিমিরী ছর্দ্দ্যাধ্মানপ্রপীড়িতঃ।
ক্ষতোরস্কঃ প্রমেহার্ত্তঃ পাণ্ডুরোগী চ গর্ভিণী ॥
রুক্ষঃ ক্ষীণোঽন্যবহৃত-ক্ষীর-ক্ষৌদ্র-ঘৃতাসবঃ।
ভুক্তান্নদধিমৎস্যশ্চ বালো বৃদ্ধঃ কৃশস্তথা ॥
অকালে চাতিপীতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্।
তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং ন্যাবনাঞ্জনতর্পণম্ ॥
সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা।
মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ ॥

ধূমপান বিধি।

ধূম ছয় প্রকার—শমন, বৃংহণ, রেচন, কাশঘ্ন, বামন ও ব্রণধূমন। শমনের মধ্য ও প্রায়োগিক, বৃংহণের স্নেহন ও মৃদু এবং রেচনের শোধন ও তীক্ষ্ণ এই প্রকার পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রান্ত, ভীত, দুঃখিত, দত্তবস্তি, বিরিক্ত, রাত্রিজাগরিত, পিপাসিত, দাহার্ত্ত, রুক্ষ, ক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, গর্ভিণী স্ত্রী এবং তালুশোষ, উদর, শিরোভিতাপ, তিমির, ছর্দ্দি, উরঃক্ষত, আধ্মান, প্রমেহ ও পাণ্ডুরোগে প্রপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অথবা যাহারা দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত পান করে নাই কিম্বা অন্ন, দধি বা মৎস্য ভোজন করিয়াছে এই সকল অবস্থায় ধূমপান নিষিদ্ধ। অকালে অতিরিক্ত ধূমপান করিলে নানাবিধ উপদ্রব ঘটে। সেই সকল উপদ্রব শান্তির পক্ষে ঘৃতপান, নস্য গ্রহণ, ও অঞ্জন প্রয়োগ হিতকারী। এরূপস্থলে ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, শর্করোদক, এবং মধুর ও অম্লরস দ্বারা বমন করাইলে ও বিশেষ উপকার হয়।

ধূমস্তু দ্বাদশাৎ বর্ষাৎ গৃহ্যতে শীতকাৎ নচ।
কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়ামন্যাহনুশিরোরুজঃ ॥
বাতশ্লেষ্মবিকারাংশ্চ হন্যাদ্ধূমঃ সুয়োজিতঃ।
ধূমোপয়োগাৎপুরুষঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ ॥
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধিবদনো ভবেৎ।
ধূমনাড়ী ভবেত্তত্র ত্রিখণ্ডা চ ত্রিপর্ব্বিকা।
কনিষ্ঠিকাপরীণাহা রাজমাষাগমান্তরা ॥
রাজমাষাগমা সমস্তা নাড়ী;

ধূমনাড়ী ভবেদ্দীর্ঘা শমনে রোগিণোহঙ্গুলৈঃ।
চত্বারিংশন্মিতৈস্তদ্বদ্ দ্বাত্রিংশাঙ্গুর্মৃদৌ মতা॥
'মৃদৌ' বৃংহণে।
তীক্ষ্ণে চতুর্ব্বিংশতিভিঃ কাসঘ্নে ষোড়শোন্মিতৈঃ :
'তীক্ষ্ণে' রেচনে।
দশাঙ্গুলৈ র্ব্বামনীয়ে তথা স্যাদ্ব্রণনাড়িকা।
'তথা' দশাঙ্গুলমিতা।
কলায়মণ্ডলস্থূলা কুলত্থাগমরন্ধ্রিকা॥

দ্বাদশ বৎসর হইতে ধুম গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু শীতকালে গ্রহণ করিবে না। ধুম সুযোজিত হইলে কাস শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মন্যা, হনু ও গল দেশের পীড়া এবং বাতশ্লেষ্ম বিকারের শান্তি হয়। ধুম পান করিলে বাক্যস্ফূর্ত্তি, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, কেশ, শ্মশ্রুও দন্ত দৃঢ় এবং মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট হয়। ধুমপ্রয়োগের নলের অগ্রভাগের পরিমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় এবং অভ্যন্তরের ছিদ্র রাজমাষের ন্যায়, ধূমের নলের দীর্ঘতা শমনে রোগীর চত্বারিংশৎ অঙ্গুলি, বৃংহণে দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি, রেচনে চতুর্ব্বিংশতি, কাসঘ্নে ষোড়শাঙ্গুলি এবং বামনীয়ে ও ব্রণধুপনার্থ দশ অঙ্গুলি পরিমিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধূমোপযোগী নলের স্থূলতা কলায়ের ন্যায় এবং ছিদ্রপথ কুলত্থের ন্যায়।

অথেষিকাং প্রলিম্পেচ্চ সুশ্লক্ষ্ণাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্।
'ইষিকাম্' শরকাণ্ডম্।
ধুমদ্রব্যস্য কল্কেন লেপশ্চাষ্টাঙ্গুলঃ স্মৃতঃ।
কল্কং কর্ষমিতং লিপ্ত্বা চ্ছায়াশুষ্কঞ্চ কারয়েৎ॥
ইষিকামপনীয়াথ স্নেহাক্তাং বর্ত্তিমাদরাৎ।
অঙ্গারৈর্দ্দীপিতাং কৃত্বা ধৃত্বা নেত্রস্য রন্ধ্রকে॥
বদনেন পিবেদ্ধূমং বদনেনৈব সংত্যজেৎ।
নাসিকাভ্যাং ততঃ পীত্বা মুখেনৈব বমেৎসুধীঃ॥
শরাবসংপুটে ক্ষিপ্ত্বা কল্কমঙ্গারদীপিতম্।
ছিদ্রে নেত্রং নিবেশ্যাথ ব্রণং তেনৈব ধুপয়েৎ॥
এলাদিকল্কংশমনে স্নিগ্ধং সর্জ্জরসং মৃদৌ।
রেচনে তীক্ষ্ণকল্কঞ্চ শ্বাসঘ্নে ক্ষুদ্রকোষ্ণম্॥
বামনে স্নায়ুচর্ম্মাদ্যং দদ্যাদ্ধূমস্য পানকম্।
ব্রণে নিম্ববচাদ্যঞ্চ ধুপনং সংপ্রশস্যতে।

প্রথমতঃ উত্তমরূপ শ্লক্ষ্ণ ও দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ একটি শরকাণ্ড লইবে। অনন্তর এক কর্ষ পরিমিত ধূমোপযোগী দ্রব্যের কল্কদ্বারা ঐ শরকাণ্ডের উপর আটআঙ্গুল প্রলেপ দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে আস্তে আস্তে শরকাণ্ডটি বাহির করিয়া লইয়া সেই শুষ্ক কল্কের নলে ধুমপান করিবে। ধুমপান করিতে হইলে একটি স্নেহাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিয়া ঐ নলের মুখে ধরিবে এবং মুখের দ্বারা সেই ধুম পান করিয়া মুখ দ্বারাই বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে নাসিকা দ্বারা ধুম গ্রহণ করিয়া মুখদ্বারা নিঃসারিত করিবে। ব্রণধূপনে প্রথমতঃ একটি সরাবে কল্ক রাখিয়া তদুপরি আর এক খান সচ্ছিদ্র শরাব আচ্ছাদিত করিবে। শরাবদ্বয় অগ্নিতে বসাইয়া রাখিবে। যখন সেই ছিদ্র দিয়া ধুম নির্গত হইবে তখন সেই ছিদ্রমুখে নল সংযোজিত করিয়া ব্রণে ধুম প্রয়োগ করিবে। শমনের পক্ষে এলাদিকল্কদ্বারা, বৃংহণের পক্ষে স্নিগ্ধ ধুনো দ্বারা, রেচনের পক্ষে তীক্ষ্ণ দ্রব্যের কল্ক

দ্বারা, শ্বাসশান্তির পক্ষে কুন্দুরু ও উবণ দ্বারা, বমনের পক্ষে স্নায়ুচর্ম্মাদি দ্বারা এবং ব্রণের পক্ষে নিম্ব ও বচাদি দ্বারা ধূপন প্রশস্ত।

অন্যেঽপি ধূপা গেহেষু কর্ত্তব্যা রোগশান্তয়ে ॥
ময়ূরপিচ্ছং নিম্বস্য পত্রাণি বৃহতীফলম্।
মরিচং হিঙ্গু মাংসী চ বীজং কার্পাসসম্ভবম্।
ছাগরোমাহিনির্ম্মোকৌ বিষ্ঠা বৈড়ালিকী তথা ॥
'অহিনির্ম্মোকঃ' সর্পকঞ্চুকঃ।
গজদন্তশ্চ তচ্চূর্ণং কিঞ্চিদ্‌ঘৃতবিমিশ্রিতম্।
গেহেষু ধূপনং দত্তং সর্ব্বান্ বালগ্রহান্ হরেৎ।
পিশাচান্ রাক্ষসান্ হত্বা সর্ব্বজ্বরহরং ভবেৎ ॥
ইত্যপরাজিতো ধূপঃ।

রোগ শান্তির জন্য গৃহমধ্যে অন্যবিধ ধূম ও করিতে হয় যথা—ময়ূরপিচ্ছ, নিম্বপত্র, বৃহতীফল, মরিচ, হিঙ্গু, জটামাংসী, কার্পাস বীজ, ছাগরোম, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা এবং গজদন্ত এই কয়টি দ্রব্যের চূর্ণে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গৃহে প্রধূমিত করিলে সকল প্রকার জ্বর, এবং পিশাচ ও রক্ষোভয় বিদূরিত হয় এবং বালকদিগের কোন প্রকার গ্রহদৃষ্টি থাকে না। ইহাকেই অপরাজিতা ধূপ বলে।

মনস্তাপং রক্তং ক্রোধো ধূমপানে নিবারয়েৎ।
নেত্রাণি ধাতুজান্যাহুর্নলবংশাদিজান্যপি ॥

ধূমপান করিলে মনস্তাপ, রক্ত ও ক্রোধ নিষিদ্ধ। ধূমপানের নল ধাতু নল বা বংশাদিতে প্রস্তুত হয়।

অথ গণ্ডূষকবলপ্রতিসারণবিধিঃ।

তত্র গণ্ডূষকবলপ্রতিসারণানাং ভেদকানি লক্ষণান্যাহ।

তত্র গণ্ডূষঃ।

স্নেহক্ষীরকষায়াদিদ্রবৈঃ সংপূর্ণমাননম্।
আপূর্য্য স্থীয়তে তাবদ্বিধির্গণ্ডূষধারণে ॥
কফপূর্ণস্যতা যাবচ্ছেদো দোষস্য বাময়েৎ।
নেত্রঘ্রাণস্রুতির্যাবত্তাবদ্গণ্ডূষধারণম্ ॥
গণ্ডূষান্ সুস্থিতঃ কুর্য্যাৎ স্বিন্নভালগলাদিকঃ।
মনুষ্যস্ত্রীংস্তথা পঞ্চ সপ্ত বা দোষনাশনাৎ ॥
গলাদিক ইত্যাদিশব্দেন গণ্ডকপোলৌ গৃহ্যেতে সুশ্রুতোক্তত্বাৎ।

গণ্ডূষ, কবল ও প্রতিসারণের বিধি।

প্রথমে উহাদিগের ভেদ ও লক্ষণ বলা যাইতেছে।

গণ্ডূষের ভেদ ও লক্ষণ।

গণ্ডূষধারণের কালের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাবৎকাল স্নেহ দ্রব্য, দুগ্ধ বা কষায়াদি দ্রবপদার্থ দ্বারা মুখ পূরণ করিয়া থাকাকে গণ্ডূষ বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কফ ও দোষের নাশ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বমন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নয়ন ও নাসিকায় জল পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গণ্ডূষধারণ বিধেয়। দোষনাশের জন্য রোগী সুস্থিত হইয়া মুখ ও গলাদি স্বিন্ন করত তিন, পাঁচ বা সাতবার গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে। সুশ্রুতে গণ্ড ও কপোল দেশের উল্লেখ আছে বলিয়া এস্থলে আদিশব্দে গণ্ড ও কপোলদেশ বুঝিতে হইবে।

চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্গণ্ডূষঃ স্নৈহিকশ্চ প্রসাদনঃ।
শোধনো রোপণশ্চৈব কবলশ্চাপি তাদৃশঃ ॥

স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ।
পিত্তে কট্বম্ললবণৈ রুক্ষোষ্ণৈঃ সংশোধনঃ কফে ॥
কষায়তিক্তমধুরৈঃ কটূষ্ণো রোপণো ব্রণে।
দদ্যাদ্ গণ্ডূষে চূর্ণঞ্চ গণ্ডূষে কোলমাত্রকম্ ॥
কর্ষপ্রমাণঃ কল্কশ্চ কবলে দীয়তে বুধৈঃ।
ধার্য্যন্তে পঞ্চমাদ্বর্ষাদ্গণ্ডূষাঃ কবলাদয়ঃ ॥
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ গণ্ডূষে বিধৃতে ভবেৎ ॥
হরেদাস্যস্য বৈরস্যং শোষংপাকং ব্রণং তৃষাম্।
দন্তচালঞ্চ গণ্ডূষো বৈশদ্যং তু করোতি হি ॥

কবল ও গণ্ডূষ চারিপ্রকার যথা স্নৈহিক, প্রসাদন, শোধন ও রোপণ। বাতরোগে উষ্ণ স্নেহদ্রব্য দ্বারা স্নৈহিক গণ্ডূষ, পৈত্তিক রোগে শীতল স্বাদু দ্রব্যের দ্বারা প্রসাদন গণ্ডূষ, কফে উষ্ণ কটু, অম্ল ও লবণাক্ত দ্রব্য দ্বারা সংশোধন গণ্ডূষ এবং ব্রণরোগে কষায়, তিক্ত ও মধুর রসের সহিত কটু ও উষ্ণ রোপণ গণ্ডূষ ব্যবস্থা করিবে। বুধগণ গণ্ডূষোপযোগী দ্রবপদার্থে এক কোল পরিমিত চূর্ণ এবং কবলে এক কর্ষপরিমিত কল্ক প্রদান করিয়া থাকেন। পাঁচ বৎসরের পর গণ্ডূষ ও কবলাদি ধারণ করিবে। গণ্ডূষ ধারণ করিলে ব্যাধির শান্তি, তুষ্টি, বৈশদ্য, মুখলাঘব ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হয় এবং দন্তচালন (দাঁত নড়া), মুখের বিরসভাব, শোষ, পাক ও ব্রণের শান্তি হয়।

অথ কবলঃ।

বাতপিত্তকফঘ্নস্য দ্রব্যস্য কবলং মুখে।
অর্দ্ধং নিঃক্ষিপ্য সংচর্ব্ব্য নিষ্ঠীবেৎকবলে বিধিঃ ॥
কবলঃ কুরুতে কাঙ্ক্ষাং কফোষু হরতে কফম্।
তৃষ্ণাং শোষঞ্চ বৈরস্যং দন্তচালঞ্চ নাশয়েৎ ॥

কবল।

যে দ্রব্য দ্বারা বাত, পিত্ত ও কফের শান্তি হয় তাদৃশ দ্রব্য মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধ চর্ব্বণ করত নিষ্ঠীবন করিবে। এইরূপ বিধানে কবল গ্রহণ করিতে হয়। কবল গ্রহণ করিলে অন্নে রুচি হয় এবং কফ, তৃষ্ণা, মুখের শোষ ও বিরসভাব, এবং দন্তচাল বিদূরিত হয়।

অথ প্রতিসারণম্।

দন্তজিহ্বামুখানাং যচ্চূর্ণকল্কাবলেহকৈঃ।
শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্ ॥
বৈরস্যং মুখদৌর্গন্ধ্যং মুখশোষং তথা তৃষাম্।
অরুচিন্দন্তপীড়াঞ্চ নিহন্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥
হীনে জাড্যং কফোৎক্লেশাবরসজ্ঞানমেব চ।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষতৃষ্ণা বমিঃ ক্লমঃ ॥

প্রতিসারণ।

অঙ্গুলি দ্বারা চূর্ণ কল্ক বা অবলেহ লইয়া দন্ত, জিহ্বা ও মুখে আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। প্রতিসারণ গ্রহণ করিলে তৃষ্ণা, অরুচি, দন্তপীড়া এবং মুখের বিরসভাব, দুর্গন্ধ ও শোষ বিদূরিত হয়। প্রতিসারণ মাত্রায় হীন হইলে জড়তা, কফ, উৎক্লেশ, ও রসজ্ঞানের হীনতা এই সকল উপসর্গ জন্মে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে মুখপাক, মুখশোষ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

অথ স্বেদবিধিঃ।

স্বেদশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তস্তাপোষ্মস্বেদসংজ্ঞিতঃ।
উপনাহো দ্রবঃ স্বেদঃ সর্ব্বে বাতার্ত্তিহারিণঃ॥
উপনাহঃ স্বেদঃ।
তাপস্বেদ উষ্মস্বেদশ্চ তাভ্যাং সংজ্ঞিতঃ।
স্বেদৌ তাপোষ্মজৌ প্রায়ঃ শ্লেষ্মঘ্নৌ সমুদীরিতৌ।
উপনাহস্তু বাতঘ্নঃ পিত্তসঙ্গে দ্রবোহিতঃ॥
'দ্রবঃ' দ্রবস্বেদঃ।
মহাবলে মহাব্যাধৌ শীতে স্বেদোমহান্ স্মৃতঃ।
দুর্ব্বলে দুর্ব্বলঃ স্বেদো মধ্যমে মধ্যমো মতঃ॥
বলাসে রুক্ষণঃ স্বেদোরুক্ষঃ স্নিগ্ধঃ কফানিলে।
'রুক্ষণঃ' রুক্ষয়তীতি রুক্ষণঃ নন্দ্যাদিত্বাদ্যু প্রত্যয়ঃ॥
কফমেদোবৃতে বাতে কোষ্ণং গেহং রবেঃ করান্।
নিযুদ্ধং মার্গগমনঞ্চ গুরুপ্রাবরণং ক্রুধম্॥
চিন্তাব্যায়ামভারাংশ্চ সেবেতামযমুক্তয়ে।
যেষাং নস্যং প্রদাতব্যং বস্তিশ্চাপিহি দেহিনাম্।
শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥
স্বেদ্যা ঊর্দ্ধদ্বয়োঃপীহ ভগন্দর্য্যর্শসস্তথা।
অশ্মর্য্যা চাতুরো জন্তুঃ শময়েচ্ছস্ত্রকর্ম্মণঃ॥
শস্ত্রকর্ম্মণঃ ঊর্দ্ধং পশ্চাচ্চেতি সুশ্রুতে।
পশ্চাৎ স্বেদ্যা হৃতে শল্যে মূঢ়গর্ভগদে তথা।
কালে প্রজাতাঽকালে বা পশ্চাৎ স্বেদ্যা নিতম্বিনী॥
সর্ব্বান্ স্বেদান্ নিবাতে চ জীর্ণেঽন্নে বা বিচারয়েৎ॥
স্বেদাদ্ধাতুস্থিতা দোষাঃ স্নেহক্লিন্নস্য দেহিনঃ।
দ্রবত্বং প্রাপ্য কোষ্ঠান্তর্গত্বা যান্তি বিরেকতাম্॥
স্নেহাভ্যক্তশরীরস্য শীতৈরাচ্ছাদ্য চক্ষুষী।
স্বেদ্যমানশরীরস্য হৃদয়ং শীতলৈঃ স্পৃশেৎ॥
শীতৈরার্দ্রবস্ত্রাদিভিঃ।

স্বেদবিধি।

স্বেদ চারি প্রকার তাপস্বেদ, উষ্মস্বেদ, উপনাহ স্বেদ এবং দ্রবস্বেদ। সাধারণতঃ এই চারি প্রকার স্বেদই বাতঘ্ন। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে তাপজ ও উষ্মজ স্বেদ প্রায় শ্লেষ্মঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনাহ স্বেদ বাতঘ্ন এবং দ্রবস্বেদ পিত্তের পক্ষে হিতকারী। বলবান ব্যক্তি, উৎকট ব্যাধি বা শীতকালের পক্ষে মহাস্বেদ, দুর্ব্বলের পক্ষে দুর্ব্বল স্বেদ এবং মধ্যাবস্থ ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম স্বেদ প্রশস্ত। শ্লৈষ্মিক রোগে রুক্ষস্বেদ এবং কফ ও বায়ু রোগে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ স্বেদ প্রশস্ত। উষ্ণ গৃহ, সূর্য্যের উত্তাপ, নিযুদ্ধ, পথভ্রমণ, গুরুপ্রাবরণ, চিন্তা ও ব্যায়াম-জনিত শ্রম দ্বারা কফ, মেদ বা বাত-জনিত রোগের শান্তি হয়। যাহা-দিগের নস্য বা বস্তিপ্রয়োগ করিতে হইবে অথবা যাহাদিগের শোধন আবশ্যক তাহাদিগকে পূর্ব্বে স্বেদ প্রদান করিবে। ভগন্দর, অর্শ ও অশ্মরী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পরে শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা রোগশান্তি করিবে। সুশ্রুতমতে অর্শাদি রোগীকে শস্ত্রপাতের পূর্ব্বে ও পরে স্বেদ প্রয়োগ বিধেয়। দেহ হইতে শল্য আহরণ করিলে, মূঢ়গর্ভে, অথবা কালে বা অকালে প্রসব হইলে পশ্চাৎ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। অন্নপরিপাক হইয়া আসিলে সকল প্রকার স্বেদই নির্ব্বাত স্থানে প্রয়োগ করিবে। স্নেহ-ক্লিন্ন রোগীকে স্বেদ প্রয়োগ করিলে তাহার ধাতুস্থিত দোষ দ্রব হইয়া কোষ্ঠ-মধ্যে গমন করে এবং তাহাতেই ভেদ হয়। স্নেহাভ্যক্ত ব্যক্তি আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা

চক্ষু আচ্ছাদিত করিবে এবং স্বেদ্যমান ব্যক্তির হৃদয়ে শীতলস্পর্শ করিবে।

অজীর্ণো দুর্ব্বলী মেহী ক্ষতঃ ক্ষীণঃ পিপাসিতঃ।
অতিসারী রক্তপিত্তী পাণ্ডুরোগী তথোদরী।
মেদস্বী গর্ভিণী চৈব ন হি স্বেদ্যা বিজানতা॥
স্বেদাদেষাং যাতি দেহো বিনাশঞ্চাসাধ্যত্বং যান্তি চৈষাং বিকারাঃ।
এতানপি মৃদুস্বেদৈঃ স্বেদসাধ্যানুপাচরেৎ।
মৃদুস্বেদং প্রযুঞ্জীত তথা হৃন্মুষ্কদৃষ্টিষু॥
অতিস্বেদাৎসন্ধিপীড়া দাহস্তৃষ্ণা ক্লমো ভ্রমঃ।
পিত্তাসৃক্‌পিড়কা কোপস্তত্র শীতৈরুপাচরেৎ॥

দুর্ব্বল, ক্ষত, ক্ষীণ বা পিপাসিত ব্যক্তিকে এবং অজীর্ণ, মেহ, অতিসার, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, উদর, বা মেদবৃদ্ধিরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে অথবা গর্ভিণী স্ত্রীকে কদাচ জ্ঞানপূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবে না। কারণ স্বেদদ্বারা উহাদিগের রোগ অসাধ্য হয় এবং প্রাণ বিনষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রোগের মধ্যে যদি কোন রোগ স্বেদ-সাধ্য হয় তাহা হইলে মৃদু স্বেদ প্রয়োগ করিবে। হৃদয়, মুষ্ক বা চক্ষুসম্বন্ধীয় পীড়াতেও মৃদু স্বেদ ব্যবস্থেয়। অতিরিক্ত স্বেদ প্রয়োগ করিলে সন্ধিপীড়া, দাহ, তৃষ্ণা, ক্লম, ভ্রম, এবং রক্তপিত্ত বা পীড়কার প্রকোপ এই সকল উপসর্গ ঘটে। এরূপ হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা শান্তি করিতে হইবে।

তত্র তাপস্বেদমাহ।

তেষু তাপাভিধঃ স্বেদোবালুকাবস্ত্রপাণিভিঃ।
প্রতপ্তৈ রন্নসিক্তৈশ্চ কায়েঽলক্তকবেষ্টিতে।

তাপস্বেদ।

দেহকে অলক্তকদ্বারা বেষ্টন করত, বালুকা, বস্ত্র বা হস্ত অম্লসিক্তও প্রতপ্ত করিয়া যে স্বেদ প্রদত্ত হয় তাহাকে তাপস্বেদ বলে।

উষ্মস্বেদমাহ।

অথবা বাতনির্ন্নাশিদ্রব্যক্বাথরসাদিভিঃ।
উষ্ণৈর্ঘটং পূরয়িত্বা পার্শ্বে ছিদ্রং বিধায় চ॥
বিন্যস্যাস্যং ত্রিখণ্ডাঞ্চ ধাতুজাং কাষ্ঠজামুত।
ষড়ঙ্গুলাস্যাং গোপুচ্ছাং নাড়ীং যুঞ্জ্যাদ্দ্বিহস্তকাম্॥
সুখোপবিষ্টং স্বভ্যক্তং গুরুপ্রাবরণাবৃতং।
হস্তিশুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্বাতরোগিণং॥
ত্রিখণ্ডামিতি স্বেদসৌকর্য্যার্থং। ষড়ঙ্গুলাস্যামিতি মূলে ষড়ঙ্গুলবিশালমুখীং গোপুচ্ছমিব ক্রম-কৃশাং। তেনাগ্রে গোপুচ্ছাগ্রপরিমাণেন কৃশাং নাড়ীং অন্তঃসরন্ধ্রাং দ্বিহস্তিকাং হস্তদ্বয়পরি-মাণাম্। হস্তিশুণ্ডিকয়েতি হস্তিশুণ্ডেব ক্রমকৃশ-ত্বান্নাড্যা ইয়ং সংজ্ঞা।
পুরুষায়ামমাত্রাং বা ভূমিং সংমার্জ্জ্য খাদিরৈঃ।
কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বা তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষীরধান্যাম্লবারিভিঃ॥
বাতঘ্নপত্রৈ রাচ্ছাদ্য শয়ানং স্বেদয়েন্নরং।
এবং মাষাদিভিঃ স্বিন্নৈঃ শয়ানং স্বেদমাচরেৎ॥

উষ্মস্বেদ।

একটা কলসির মধ্যে বাতঘ্ন দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথ ও রসাদি স্থাপনপূর্ব্বক উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর কল-সির এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রের মুখে ধাতুজ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত, ত্রিখণ্ড ও গোপুচ্ছ বা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় একটি নল লাগাইয়া [illegible] পরে

রোগীর দেহ উত্তমরূপে অভ্যক্ত ও শুকবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে সুখে উপবেশন করাইয়া উক্ত নলদ্বারা স্বেদ দিবে। পূর্ব্বোক্ত নল দুই হাত দীর্ঘ ও গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশঃ কৃশ হইয়া আসিবে। এবং মূলদেশের মুখ ছয়অঙ্গুল পরিমিত বিশাল হইবে এবং অভ্যন্তরে ছিদ্র থাকিবে। অন্যপ্রকারেও উষ্ণ স্বেদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। রোগীর শরীরের দৈর্ঘ্যপরিমিত ভূমি খদির কাষ্ঠে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধ, ধান্যাম্ল ও জলে অভিষিক্ত করত তাহার উপর বাতঘ্ন পত্র বিছাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইয়া মাষাদিদ্বারা স্বেদ দিবে। এই স্বেদ বাতরোগের পক্ষে হিতকারী।

উপনাহস্বেদঃ।

তথোপনাহস্বেদঞ্চ কুর্য্যাদ্বাতহরৌষধৈঃ।
প্রদহ্য দেহং বাতার্ত্তং ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ॥
অম্লপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ।
উত গ্রাম্যানূপমাংসৈর্জীবনীয়গণেন চ।
দধিসৌবীরকক্ষীরৈর্বীরতর্ব্বাদিনা তথা॥
কুলত্থমাষগোধূমৈরতসীতিলসর্ষপৈঃ।
শতপুষ্পাদেবদারুসেফালীস্থূলজীরকৈঃ॥
এরণ্ডমূলজীরৈশ্চ রাস্নামূলকশিগ্রুভিঃ।
মিসিকৃষ্ণাকুঠেরৈশ্চ লবণৈরম্লসংযুতৈঃ॥
প্রসারণ্যশ্বগন্ধাভ্যাং বলাভির্দ্দশমূলকৈঃ।
গুড়ূচ্যা বানরীবীজৈর্যথালাভসমাহৃতৈঃ॥
ক্ষুণ্ণৈঃ স্বিন্নৈশ্চ বস্ত্রেণ বদ্ধৈঃ সংস্বেদয়েন্নরম্।
মহাশাল্বণসংজ্ঞোহয়ং যোগঃ সর্ব্বানিলার্ত্তিহৃৎ॥

অস্যায়মর্থঃ। উপনাহস্বেদঞ্চ কুর্য্যাৎ। কেন প্রকারেণ [illegible] তং প্রকারমাহ। বাতহরৌষধৈঃ। কথম্ভূতৈঃ অম্লপিষ্টৈঃ, অম্লেন কাঞ্জিকতক্রাদিনা পিষ্টৈঃ, সলবণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ ক্ষীরমাংসরসান্বিতৈঃ সুখোষ্ণৈঃ, বাতার্ত্তং দেহং প্রদহ্য প্রলিপ্য স্বেদয়েদিত্যর্থঃ। অথবা-ম্লেন সংপিষ্টৈঃ কোষ্ণৈঃ সূক্ষ্মপুটস্থিতৈঃ ভেষজৈঃ স্বেদয়েৎকিংবা স্বিন্নৈঃ কোষ্ণৈঃ পুটস্থিতৈঃ।

উপনাহ স্বেদ।

বাতঘ্ন ঔষধকে কাঞ্জি ও তক্রাদি দ্বারা পেষণপূর্ব্বক দুগ্ধ, মাংসরস, স্নেহদ্রব্য ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে বাতরোগীর অঙ্গে প্রলেপনপূর্ব্বক স্বেদ দিবে। অথবা জীবনীয়গণ, গ্রাম্য ও অনূপ জন্তুর মাংস, দধি, কাঁজি, দুগ্ধ ও বীরতরু পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে পেষণপূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কুলত্থ কলায়, মাষ কলায়, গোধূম, অতসী, তিল, সর্ষপ, শতপুষ্পা, দেবদারু, শেফালিকা, স্থূল জীরক, এরণ্ডমূল, জীরে, রাস্না, মূলক, শিগ্রু, জটামাংসী মরিচ, তুলসী, গন্ধভাদুলে, কুঠের, লবণ, অম্ল, প্রসারণী, অশ্বগন্ধা, বলা, দশমূল, গুড়ূচী ও বানরী বীজ এই কয়টি দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া কুটিয়া একখান বস্ত্রে বাঁধিয়া স্বিন্ন করত স্বেদ প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বাতরোগের শান্তি হয়। এই-রূপ স্বেদকে মহাশাল্বণ স্বেদ বলে। অথবা ঔষধ সকল অম্লে পেষণপূর্ব্বক ঈষৎ উষ্ণ বা স্বিন্ন করত সূক্ষ্ম বস্ত্রে বাঁধিয়া স্বেদপ্রয়োগ করিবে।

দ্রবস্বেদমাহ।

দ্রবস্বেদস্তু বাতঘ্নদ্রব্যক্কাথেন পূরিতে।
কটাহে কোষ্ঠকে বাপি সুপবিষ্টোঽবগাহয়েৎ॥
সৌবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রং লৌহঞ্চ দারুজম্।
কোষ্ঠকন্তত্র কুর্বীতোচ্ছ্রায়ে ষড়্বিংশদঙ্গুলম।
আয়ামে বা তদেব স্যাচ্চতুষ্কোণঞ্চ চিক্কণম্॥

পক্ষান্তরমাহ।

নাভেঃ ষড়ঙ্গুলং যাবন্মগ্নং ক্কাথস্য ধারয়া।
কোষ্ণয়া স্কন্ধয়োঃ সিক্তস্তিষ্ঠেৎ স্নিগ্ধতনূর্নরঃ॥

অয়মর্থঃ।

প্রথমতো বাতঘ্নদ্রব্যক্কাথেন কণ্ঠপূরিতে কোষ্ঠকে কটাহে বা সুপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। অথবা নাভেঃ ষড়ঙ্গুলমূর্দ্ধং যাবৎক্কাথে মগ্ন উপবিষ্টঃ পশ্চাৎক্কাথস্য ধারয়া স্কন্ধয়োঃ সিচ্যমানস্তিষ্ঠেৎ। যাবৎকোষ্ঠকং পরিপূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ। ক্কাথপক্ষে প্রথমতঃ স্নেহাভ্যক্তত্তনুরুরুপবিশেৎ।

মুহূর্ত্তৈকং সমারভ্য যাবৎস্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্।
তাবত্তদবগাহেত যাবদারোগ্যনিশ্চয়ঃ॥
এবং তৈলেন দুগ্ধেন সর্পিষা স্বেদয়েন্নরম্।
একান্তরো দ্ব্যন্তরো বা যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে॥
এতাবতা ক্কাথো দুগ্ধঞ্চ নিত্যমেব যুজ্যতে।
স্নেহস্তু দিনমেকন্ত্বে বা দিনে গময়িত্বা যুক্তঃ।
অগ্নিমান্দ্যশঙ্কয়েতি ভাবঃ।
শিরামুখৈ র্লোমকূপৈ র্ধমনীভিশ্চ তর্পয়েৎ।
শরীরে বলমাধত্তে যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে॥
জলসিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথা মূলেঽঙ্কুরাদয়ঃ।
তথৈব ধাতুবৃদ্ধি র্হি স্নেহসিক্তস্য জায়তে॥
বাতঃপরতরঃ কশ্চিদুপায়ো বাতনাশনঃ।
শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে॥
দীপ্তেঽগ্নৌ মার্দ্দবে জাতে স্বেদনাদ্বিরতি র্মতাঃ।

দ্রবস্বেদ।

বাতঘ্ন ঔষধের ক্কাথে একটা কটাহ বা দ্রোণী পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রোগীকে বসাইয়া অবগাহন করাইবে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ বা কাষ্ঠদ্বারা কোষ্ঠক প্রস্তুত করিবে। উহা উর্দ্ধে ও দৈর্ঘ্যে ষড়্বিংশ অঙ্গুলি পরিমিত এবং চতুষ্কোণ ও চিক্কণ হইবে। অনন্তর রোগীকে স্নেহ মাখাইয়া নাভির ছয় অঙ্গুল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ক্কাথে মগ্ন করিয়া সেই উষ্ণ ক্কাথের ধারায় স্কন্ধদ্বয় সিক্ত করত উপবেশন-পূর্ব্বক স্বেদ দিবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ বাতঘ্ন ঔষধের ক্কাথে কণ্ঠপর্য্যন্ত পরিপূর্ণ কোষ্ঠ বা কটাহে উপবেশন করিয়া থাকিবে অথবা নাভির ছয় আঙ্গুল ঊর্দ্ধ-দেশ পর্য্যন্ত ক্কাথে মগ্ন করিয়া তৎপরে ক্কাথের ধারায় স্কন্ধদেশ সিক্ত করত যতক্ষণ পর্য্যন্ত কটাহ পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। অব-গাহনের কাল চারি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। অথবা যতক্ষণ না নিশ্চয় আরোগ্য হয় তাবৎ কাল ঐরূপ অবগাহন করিবে। এইরূপে তৈল বা দুগ্ধদ্বারা অবগাহন করিবে। কিন্তু ঘৃত সহযোগেএক বা দুই দিন অন্তর অব-গাহন বিধেয়। কারণ প্রত্যহ ঘৃতাভ্যঙ্গে অগ্নিমান্দ্যের আশঙ্কা আছে। অবগাহন দ্বারা প্রয়োজিত স্নেহ শিরামুখ, লোমকূপ ও ধমনীমার্গে প্রবেশ করত শরীরকে পরিতৃপ্ত ও বলিষ্ঠ করে। ভূমি জলসিক্ত হইলে যেমন তাহার উপর মূল ও অঙ্কু-রাদি জন্মে শরীর স্নেহসিক্ত হইলে সেইরূপ দেহস্থ ধাতু পরিবর্দ্ধিত হয়। শৈত্য, শূল, বাত স্তব্ধতা, ও গুরুত্বের

শান্তি বিষয়ে এবং অগ্নিপ্রদীপ্তি ও মৃদু-ভাবাপন্ন হইলে স্বেদন ব্যতিরেকে অধিকতর ফলোপধায়ী উপায় আর নাই।

অথ মূর্দ্ধতৈলবিধিঃ।

অভ্যঙ্গঃ পরিষেকশ্চ পিচুর্ব্বস্তিরিতিক্রমাৎ।
মূর্দ্ধতৈলঞ্চতুর্দ্ধা স্যাদ্‌বলবত্তদ্‌যথোত্তরম্‌॥

মস্তকে তৈলপ্রয়োগের বিধি

অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচু ও বস্তি এই চারি প্রকারে মস্তকে তৈল প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ইহারা উত্তরক্রমে বলবত্তর অর্থাৎ অভ্যঙ্গ অপেক্ষা পরিষেক তদপেক্ষা পিচু এবং তদপেক্ষা বস্তি বলবত্তর।

'অভ্যঙ্গঃ' তৈলেন শিরসো মর্দ্দনম্‌। 'পরিষেকঃ' শিরসি ধারাপাতনং। 'পিচুঃ' তৈলাক্তং তুলং। ফাহা ইতি লোকে। বস্তির্ব্বক্ষ্যমাণঃ।

মস্তকে তৈল মর্দ্দন করাকে অভ্যঙ্গ, মস্তকে তৈলের ধারাপাতনকে পরিষেক এবং তৈলাক্ত তুলা মস্তকে স্থাপন করাকে পিচু বলে। অতঃপর শিরোবস্তির বিধি বলা যাইতেছে।

ত্রয়োঽভ্যঙ্গাদয়ঃ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতাঃ।
শিরোবস্তিবিধিশ্চাত্র প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ।
শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণঃ স্যাদ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
শিরঃপ্রমাণস্তং বদ্ধা মস্তকে মাষপিষ্টকৈঃ॥
সন্ধিরোধং বিধায়াশু স্নেহৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
তাবদ্ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যাল্লাসাকর্ণমুখশ্রুতিঃ।
বেদনোপশমো বাপি মাত্রাণাং বা সহস্রকম্‌।
স্বজানুনঃ করাবর্ত্তঃ কুর্য্যাচ্ছোটিকয়া যুতং।
এষা মাত্রা ভবেদেকা সর্ব্বত্রৈবৈব নিশ্চয়ঃ।

বিনা ভোজনমেবৈষ শিরোবস্তিঃ প্রশস্যতে।
প্রযোজ্যস্তু শিরোবস্তিঃ পঞ্চসপ্ত দিনানি বা।
বিমোচ্য শিরসো বস্তিং গৃহীযাচ্চ সমস্ততঃ।
ঊর্দ্ধকায়ং ততঃ কোষ্ণে নীরে স্নানং সমাচরেৎ॥
অনেন দুর্জ্জয়া রোগা বাতজা যান্তি সংক্ষয়ং।
শিরঃকম্পাদয়স্তেন সর্ব্বকালেষু যুজ্যতে।

পঞ্চ সপ্ত দিনানি বেত্যুক্ত্বা সর্ব্বকালেষ্বিতি শিরঃকম্পাদিরোগানুবৃত্তৌ জ্ঞেয়ং।

পূর্ব্বোক্ত অভ্যঙ্গাদি তিনটি বিধি সচরাচর সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে সুবৈদ্যসম্মত শিরোবস্তির বিধি বলা যাইতেছে—শিরোবস্তি চর্ম্মনির্ম্মিত। ইহার দুই মুখ ও পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলি। মস্তকপ্রমাণ বস্তি মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক মাষপিষ্টক দ্বারা সন্ধিরোধ করত ঈষদুষ্ণ স্নেহদ্রব্যে উহা পূর্ণ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নাসা কর্ণ ও মুখ হইতে জল নিঃসৃত বা বেদনার শান্তি হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অথবা সহস্র মাত্রা পরিমিত কাল মস্তকে বস্তি ধারণ করিতে হইবে। ছোটিকা সহযোগে স্বীয় জানুর করাবর্ত্তনকে মাত্রা বলে। এই পরিমিত মাত্রা সর্ব্বত্র নিশ্চিত জানিবে। অভুক্ত অবস্থায় শিরোবস্তি প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্তরূপে পাঁচ বা সাত দিন মস্তকে বস্তি প্রয়োগ করিবে। মস্তকে বস্তি প্রয়োজিত হইলে সেই বস্তি সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োগপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ জলে দেহের ঊর্দ্ধভাগ অভিষিক্ত করিবে। ইহা দ্বারা দুর্জ্জয় বাতজ রোগ ও শিরঃকম্পাদির শান্তি হয়। শিরোবস্তি সকল সময়েই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অথ কর্ণপূরণবিধি।

স্বেদয়েৎ কর্ণদেশন্তু কিঞ্চিত্তু পার্শ্বশায়িনঃ।
মূত্রৈঃ স্নেহৈঃ রসৈরুষ্ণৈঃ কোষ্ণৈঃ শ্রোত্রং প্রপূরয়েৎ॥
কর্ণঞ্চ পূরিতং রক্ষেচ্ছতং পঞ্চশতানি বা।
সহস্রং বাপি মাত্রাণাং শ্রোত্রকণ্ঠশিরোগদে॥
রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে।
তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে॥

কর্ণপূরণবিধি।

কর্ণ ও কণ্ঠদেশের পীড়াতে অথবা শিরোরোগে কর্ণপূরণ আবশ্যক। উষ্ণ গোমূত্র, স্নেহপদার্থ বা রস কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া এক শত বা পাঁচ শত অথবা সহস্র মাত্রা পরিমিত কাল কিঞ্চিৎ পার্শ্বভাবে শয়ন করিয়া থাকিবে। ভোজনের পূর্ব্বে রসাদিদ্বারা এবং সূর্য্যাস্তের পর তৈলাদিদ্বারা কর্ণপূরণ প্রশস্ত।

তদ্যথা।
কর্ণে শূলাকুলে কোষ্ণং বস্তমূত্রং সসৈন্ধবং।
নিঃক্ষিপেত্তেন শাম্যন্তি শূলপাকাদিকা রুজঃ॥

কর্ণশূল রোগে সৈন্ধব লবণ সহযোগে বস্তমূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিবে। ইহাতে কর্ণশূল ও কর্ণপাক প্রভৃতি কর্ণপীড়ার শান্তি হয়।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতৎ স্যাদ্ বেদনাপহং॥

আদা, যষ্টিমধু, সৈন্ধব লবণ, ও সার্ষপ তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণে বেদনা থাকে না।

পীতার্কপত্রমাজ্যেন লিপ্তং বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তদ্রসঃ শ্রবণে ক্ষিপ্তঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ॥

পীত আকন্দের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূলের বিশেষ উপকার হয়।

অথালেপবিধিঃ।

আলেপস্য তু নামানি লেপো লেপনলিপ্তকৌ।
দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্য স চ লেপস্ত্রিধা মতঃ॥
ত্রিপ্রমাণশ্চতুর্ভাগস্ত্রিভাগার্দ্ধাঙ্গুলোন্নতঃ।
আর্দ্রো ব্যাধিহরঃ স স্যাচ্ছুষ্কো দূষয়তে ছবিং॥

আলেপনবিধি।

আলেপনকে লেপ, লেপন বা লিপ্তক বলে। আলেপন তিন প্রকার, দোষঘ্ন, বিষঘ্ন ও বর্ণ্য। শরীরে অঙ্গুলির চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত পুরু লেপ দেওয়া যাইতে পারে। আর্দ্র লেপদ্বারা ব্যাধির শান্তি এবং শুষ্ক লেপ দ্বারা ছবি দূষিত হয়।

দোষঘ্নো লেপো যথা—
শোথঘ্নীদারুসিদ্ধার্থশুণ্ঠীশোভাঞ্জনত্বচাম্।
আরনালেন পিষ্টানাং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথজিৎ॥
'শোথঘ্নী' পুনর্নবা।

দোষঘ্ন লেপ।

পুনর্নবা, দেবদারু, শ্বেত সরিষা, শুঁঠ ও সজিনার ছাল এই কয়টি দ্রব্য কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শোথ আরোগ্য হয়।

শিরীষং মধুযষ্টি চ তগরং রক্তচন্দনং।
এলা মাংসী নিশাযুগ্মং কুষ্ঠং বালকমেব চ॥
ইতি সংচূর্ণ্য লেপোঽয়ং পঞ্চমাংশঘৃতপ্লুতং।
জলেন ক্রিয়তে সুজ্ঞৈর্দ্দশাঙ্গ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
বীসর্পঞ্চ বিষস্ফোটান্ শোথদুষ্টব্রণান্ জয়েৎ॥

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগর, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই কয়টি দ্রব্য চুর্ণ করিয়া পঞ্চমাংশ ঘৃতে বা জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিস্ফোটক, শোথ, ও দুষ্টব্রণ আরোগ্য হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকে দশাঙ্গ প্রলেপ বলেন।

বিষহা লেপো যথা।

অজাদুগ্ধতিলৈ র্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ।
শোথমারুষ্করং হন্তি লেপো বা কৃষ্ণমৃত্তিলৈঃ॥
নবনীতেনাত্র মাহিষেণ।

বিষঘ্ন লেপ।

ছাগদুগ্ধ, মাহিষী নবনী ও তিল অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকা ও তিল সহযোগে প্রলেপ প্রদান করিলে আরুষ্কর শোথ আরোগ্য হয়।

বর্ণ্যলেপোযথা।

রক্তচন্দন-মঞ্জিষ্ঠা-লোধ্রকুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরাঃ মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥

বর্ণ্য লেপ।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধকাষ্ঠ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটের অঙ্কুর ও মসূর এই কয়টি দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নামক চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয় এবং মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

অথ লেপবিধিশ্চৈব প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ।
প্রলেপশ্চ প্রদেহশ্চ দ্বৌ ভেদৌ তস্য ভাষিতৌ।
চর্ম্মার্দ্রং মাহিষং যদ্বৎ প্রোন্নতং সা মিতিস্তয়োঃ।
শীতস্তনুর্ব্বিশোষী চ প্রলেপঃ পিত্তহৃন্মতঃ।
আর্দ্রো ঘনস্তথোষ্ণঃ স্যাৎ প্রদেহঃ শ্লেষ্মবাতহা॥

অনন্তর সুবৈদ্যসম্মত লেপনবিধি বলা যাইতেছে, লেপন দুই প্রকার প্রলেপ ও প্রদেহ। উভয়ই আর্দ্র মহিষের চর্ম্মের ন্যায় উন্নত হইবে। শীতল আলেপকে প্রলেপ বলা যায়। প্রলেপ দ্বারা শরীর শুষ্ক হয় ও পিত্তনাশ হয় এবং আর্দ্র, ঘন ও উষ্ণ প্রলেপকে প্রদেহ বলে। প্রদেহ প্রলেপ শ্লেষ্ম ও বাতের শান্তিকারক।

ন রাত্রৌ লেপনং কুর্য্যাচ্ছুষ্যমানং ন ধারয়েৎ।
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
তমসা পিহিতো হ্যূষ্মা লোমকূপমুখে স্থিতঃ।
বিনা লেপেন নির্য্যাতি রাত্রৌ ন লেপয়েদতঃ।
'তমসা' রাত্র্যন্ধকারেণ।
রাত্রাবপি প্রলেপাদিবিধিঃ কার্য্যো বিচক্ষণৈঃ।
অপাকিশোথে গম্ভীরে রক্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবে॥

রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না এবং শুষ্ক হইলে আর প্রলেপ ধারণ করিবে না। প্রদেহ শুষ্ক হইলেও কোন ক্ষতি নাই। রাত্রির অন্ধকারে লোমকূপস্থিত উষ্মা লেপব্যতিরেকেও নির্গত হয় সুতরাং রাত্রিতে প্রলেপ নিষিদ্ধ। রক্তশ্লেষ্মসম্ভূত ও গম্ভীর অপাকী শোথে বিচক্ষণ বৈদ্য রাত্রিতে ও প্রলেপাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

প্রলেপোযথা—

মধুকং চন্দনং দূর্ব্বানলমূলঞ্চ পদ্মকম্।
উশীরং বালকং পদ্মং প্রলেপঃ পিত্তশোথহৃৎ॥

প্রদেহো যথা—

বীজপূরজটা হিংস্রা দেবদারু মহৌষধম্।
রাস্নারণিঃ প্রদেহোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ॥
'অরণিঃ' অগ্নিমন্থঃ।

কৃষ্ণা পুরাণপিণ্যাকং শিগ্রুত্বক্ সিকতা শিবা।
মূত্রপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রদেহঃ শ্লেষ্মশোথহা॥

• প্রলেপ—চন্দন, যষ্টিমধু, দূর্ব্বা, চিতার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, বেনার মূল, বালা ও পদ্ম এই কয়টি দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত শোথের শান্তি হয়। টাবা লেবুর মূল, জটামাংসী, দেবদারু, রসুন, রাস্না ও গণিয়ারি একত্র করিয়া প্রদেহ দিলে বাতজ শোথের শান্তি হয় এবং পিপুল, পুরাতন পিণ্যাক, সজিনার ছাল, বালি ও হরীতকী গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মজনিত শোথের শান্তি হয়।

অথ শোণিতস্রাবণ বিধিঃ।

শোণিতং স্রাবয়েজ্জন্তোরাময়ং প্রসমীক্ষ্য চ।
প্রস্থং প্রস্থার্দ্ধমথবা প্রস্থার্দ্ধার্দ্ধমথাপি বা॥
শরৎকালে স্বভাবেন শোণিতং স্রাবয়েন্নরঃ।
ত্বগ্দোষগ্রন্থিশোথাদ্যা ন স্যু রুধিরপাতনাৎ।
ব্যভ্রে বর্ষাসু বিস্রেত শীতে গ্রীষ্মে শরদ্যপি।
মধ্যাহ্নে শীতকালে চ রুধিরং স্রাবয়েদ্বুধঃ॥
মধুরং বর্ণতো রক্তমশীতোষ্ণং তথা গুরু।
শোণিতং স্নিগ্ধবিস্রঞ্চ বিদগ্ধং পিত্তবৃদ্ভবেৎ॥
বিস্রতা দ্রবতা রাগশ্চলনং বিলয়স্তথা।
ভূম্যাদিপঞ্চভূতানামেতে রক্তে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

রক্তস্রাবণের বিধি।

রোগ বিবেচনা করিয়া রোগীর দেহ হইতে এক, অর্দ্ধ বা সিকি প্রস্থ রক্তমোক্ষণ করিবে। শরৎকালে সুস্থশরীরে রক্তমোক্ষণ করিলে ত্বগ্দোষ ও গ্রন্থিশোথ প্রভৃতি রোগ জন্মে না। অতএব এই কালে সুস্থ শরীরেও রক্তমোক্ষণ বিধেয়। বর্ষাকালে গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে নির্ম্মেঘ সময়ে এবং শীতকালে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। যে রক্ত মধুর, রক্তবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, বিস্রও বিদগ্ধ এবং অতিশয় শীতল বা উষ্ণ নহে তাহা পিত্তবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে। বিস্রতা, দ্রবত্ব, রাগ, চলন, ও বিলয় রক্তে ভূম্যাদি পঞ্চভূতের এই কয়টি গুণ থাকে।

রক্তে দুষ্টে ভবেচ্ছোথো রক্তমণ্ডলমেব চ।
ব্যথা দাহশ্চ পাকশ্চ কণ্ডুশ্চ পিড়কোদ্গমঃ।
বৃদ্ধে রক্তাঙ্গনেত্রত্বং শিরাণাং পূর্ণতা তথা।
গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মদোদাহশ্চ জায়তে।
ক্ষীণেঽম্লমধুরাকাঙ্ক্ষা মূর্চ্ছা চ ত্বগ্বিরুক্ষতা।
শৈথিল্যঞ্চ শিরাণাং স্যাদ্বাতাদুন্মার্গগামিতা॥
বাতাৎ রক্তক্ষৈণ্যজনিতাৎ।

• রক্ত দুষ্ট হইলে শোথ, রক্তমণ্ডল, ব্যথা, দাহ, পাক, কণ্ডু ও পিড়কা জন্মে; রক্তবৃদ্ধি হইলে চক্ষু ও অঙ্গ সকল রক্তবর্ণ, শিরা সকল পূর্ণ, দেহ ভার, এবং নিদ্রা, মোহ ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রক্ত ক্ষীণ হইলে অম্ল ও মধুর দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, ও মূর্চ্ছা জন্মে, চর্ম্ম রুক্ষ

হয় এবং রক্তের ক্ষীণতা জন্য বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিরা সকলকে শিথিল ও ঊর্দ্ধগামী করে।

অরুণং ফেনিলং রুক্ষং পরুষং তনু শীঘ্রগম্।
আস্কন্দি সুচিনিস্তোদি রক্তং স্যাদ্বাতদূষিত॥
পিত্তেন পীতং হরিতং নীরং শ্যাবঞ্চ বিস্রকম্।
অস্বাদূষ্ণং মাক্ষিকাণাং পিপীলীনামনিষ্টকম্॥
শীতলং বহুলং স্নিগ্ধং গৈরিকোদকসন্নিভম্।
মাংসপেশীপ্রভং স্কন্দি মন্দগং কফদূষিতম্॥
দ্বিদোষদুষ্টং সংসৃষ্টং ত্রিদুষ্টং পূতিগন্ধকম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভঞ্চ জায়তে॥
বিষদুষ্টং ভবেৎ শ্যাবং নাসিকোন্মার্গগং তথা।
বিস্রং কাঞ্জিকসংকাশং সর্ব্বকুষ্ঠকরং তথা॥
ইন্দ্রগোপপ্রভং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিস্থমসংহতম্।
শোথে দাহেঽঙ্গপাকে চ রক্তবর্ণেঽসৃজঃ স্রুতৌ॥
বাতরক্তে তথা কুষ্ঠে সপীড়ে দুর্জ্জয়েঽনিলে।
যোনিরোগে শ্লীপদে চ বিষদুষ্টে চ শোণিতে॥
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীক্ষুদ্ররোগরক্তাধিমন্থকে।
বিদারীস্তনরোগেষু গাত্রাণাং স্বাদগৌরবে॥
রক্তাভিষ্যন্দতন্দ্রায়াং পূতিঘ্রাণাস্যদাহকে।
যকৃৎপ্লীহবিসর্পেষু বিদ্রধৌ পিড়কোদ্গমে॥
কর্ণৌষ্ঠঘ্রাণবক্ত্রাণাং পাকে দাহে শিরোরুজি।
উপদংশে রক্তপিত্তে রক্তস্রাবঃ প্রশস্যতে॥
এষু রোগেষু শৃঙ্গৈর্ব্বা জলৌকালাবুকৈরপি।
অথবাপি শিরামোক্ষৈঃ কারয়েদ্রক্তপাতনম্॥

বাতদূষিত হইলে রক্ত অরুণবর্ণ, ফেনিল, রুক্ষ, পরুষ, ক্ষীণ, শীঘ্রগামী, ও আস্কন্দী হয় এবং সুচিবিদ্ধের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়। পিত্তদূষিত হইলে রক্ত হরিত, কাল বা পীতবর্ণ, তরল, বিস্রক, অস্বাদু ও উষ্ণ হয় এবং মাক্ষিক বা পিপীলিকা দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হয়। কফদূষিত রক্ত শীতল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গেরিমাটির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মাংসপেশীর ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট, স্কন্দী ও মন্দগতি হয়। রক্ত দ্বিদোষদুষ্ট হইলে সংসৃষ্ট, ত্রিদুষ্ট হইলে পূতিগন্ধবিশিষ্ট এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে কাঁজির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। বিষদুষ্ট হইলে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসাগত বা ঊর্দ্ধগামী হয়। বিস্র ও কাঁজির ন্যায় রক্ত সকল প্রকার কুষ্ঠরোগের উৎপাদক। ইন্দ্রগোপের ন্যায় বর্ণই রক্তের প্রকৃত বর্ণ। সুতরাং তাদৃশ রক্ত নির্দোষ। শোথ, দাহ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, যোনি রোগ, শ্লীপদ, (গোদ) গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, ক্ষুদ্ররোগ, রক্তাধিমন্থক, বিদারী, স্তনরোগ, রক্তাভিষ্যন্দ, তন্দ্রা, যকৃৎ, প্লীহা, বিসর্প, বিদ্রধি, পীড়কোদ্গম, শিরঃপীড়া, উপদংশ, রক্তপিত্ত ও রক্তস্রাব রোগে এবং বায়ু কুপিত হইয়া দুর্জ্জয় ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে, অথবা রক্ত বিষদুষ্ট হইলে বা দেহের কোন স্থান পাকিয়া রক্তবর্ণ হইলে অথবা শরীর অবসন্ন বা ভার বোধ হইলে এবং নাসিকা, কর্ণ ও মুখ পাকিলে বা মুখে দাহ ও পূতিগন্ধ জন্মিলে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। এই সমস্ত রোগে শিরামোক্ষণ, অথবা শৃঙ্গ, জলৌকা বা লাবুক দ্বারা রক্তপাত করিবে।

ন কুর্ব্বীত শিরামোক্ষং কৃশস্যাতি ব্যবায়িনঃ।
ক্লীবস্য ভীরোর্গর্ভিণ্যাঃ সূতায়াঃ পাণ্ডুরোগিণঃ॥
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধস্য পীতস্নেহস্য চার্শসাম্।
সর্ব্বাঙ্গশোথযুক্তানামুদরিশ্বাসকাসিনাম্।

ছর্দ্দ্যতীসারকুষ্ঠানামতি স্নিগ্ধতমোরপি ॥
ঊনষোড়শবর্ষস্য গতসপ্ততিকস্য চ।
আঘাতক্ষতরক্তস্য শিরামোক্ষো ন শস্যতে ॥

'আঘাত ক্ষতরক্তস্য' রক্তপিত্তাদিনা গতরক্তস্য। এষাং চাত্যয়িকে যোগে জলৌকাভির্বিনির্হরেৎ।

তথাপি বিষজুষ্টানাং শিরামোক্ষোঽপি শস্যতে ॥
গোশৃঙ্গেন জলৌকাভিরলাবুভিরপি ত্রিধা।
বাতপিত্তকফৈর্দুষ্টং শোণিতং স্রাবয়েদ্বুধঃ ॥
দ্বিদোষাভ্যান্তু দুষ্টং যৎ ত্রিদোষৈরপি দূষিতম্।
শোণিতং স্রাবয়েদ্ যুক্ত্যা শিরামোক্ষৈঃ পদৈস্তথা ॥

কৃশ, ব্যবায়ী ক্লীব, ভীরু, গর্ভিণী, বা সদ্যপ্রসূতা নারীর এবং ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বা সপ্ততিবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অথবা পাণ্ডু,অর্শ,উদর,শ্বাস, কাশ, ছর্দ্দি, অতিসার ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং স্নেহপান করিলে, দেহ অতিশয় স্নিগ্ধ ও পঞ্চ কর্ম্মদ্বারা সংশোধিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গে শোথ জন্মিলে অথবা রক্ত-পিত্তাদিপ্রযুক্ত দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইলে শিরামোক্ষণ প্রশস্ত নহে। এরূপ স্থলে পীড়া সাংঘাতিক হইলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ বিধেয়। দেহ বিষজুষ্ট হইলে শিরামোক্ষণ প্রশস্ত। দেহবাত, পিত্ত ও কফ দ্বারা দূষিত হইলে গোশৃঙ্গ, জলৌকা বা অলাবু এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শোণিতস্রাব করাইবে। অথবা দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ দোষে দেহ দূষিত হইলে শিরামোক্ষণ বা পদদ্বারা রক্তস্রাব করাইবে।

গৃহ্নাতি শোণিতং শৃঙ্গং দশাঙ্গুলমিত স্থলাৎ।
জলৌকা হস্তমাত্রং তু তুম্বী তু দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥
পদমঙ্গুলমাত্রস্য শিরা সর্ব্বাঙ্গশোধিনী।

বলপূর্ব্বক শৃঙ্গদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের রক্ত টানিয়া লওয়া যায়, জলৌকা হস্ত-পরিমিত স্থানের রক্ত টানে, অলাবু-দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের রক্ত গৃহীত হয়, পদদ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের রক্ত গৃহীত হয় এবং শিরামোক্ষণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সংশোধিত হয়।

শীতে নিরম্রে মূর্চ্ছার্ত্তিনিদ্রাভীতিমদশ্রমৈঃ।
যুক্তানাং ন স্রবেদ্রক্তং তথা বিণ্মূত্রসঙ্গিনাম্ ॥
শোণিতে চাপ্রবৃত্তে তু কুষ্ঠত্রিকটু সৈন্ধবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্‌ব্রণবক্ত্রং তেন রক্তং প্রবর্ত্ততে ॥
তস্মান্ন শীতে নাত্যুষ্ণে নাতি স্নিগ্ধাতিতর্পিতে।
পীত্বা যবাগূং তৃপ্তস্য স্রাবয়েচ্ছোণিতং বুধঃ ॥

অভুক্ত, মূর্চ্ছান্বিত, আর্ত্তিযুক্ত, নিদ্রিত, ভীত, মত্ত, ও শ্রান্ত এবং মল ও মূত্রের বেগে প্রপীড়িত ব্যক্তির রক্তস্রাব করাইবে না। রক্ত না থাকিলে কুড়, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ব্রণের মুখ মর্দ্দন করিবে। তাহা হইলে রক্ত আসিবে। যখন অতিশয় শীত বা গ্রীষ্ম না থাকিবে এবং দেহ অতিশয় স্নিগ্ধ বা তর্পিত না হইবে তাদৃশ অবস্থায় বৈদ্য রোগীকে যবের মণ্ড পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করত শোণিত-স্রাব করাইবেন।

অতিস্নিগ্ধস্যোষ্ণকালে তথৈবাতিশিরাব্যধাৎ।
অতি প্রবর্ত্ততে রক্তং তত্র কুর্য্যাৎপ্রতিক্রিয়াম্।
অতিপ্রবৃত্তে রক্তে তু লোধ্রসর্জ্জরসাঞ্জনৈঃ।
যবগোধূমচূর্ণৈশ্চ ধবধম্বনগৈরিকৈঃ ॥
সর্পনির্ম্মোকচূর্ণৈর্ব্বা ভস্মনা ক্ষৌমবস্ত্রয়োঃ।

মুখং ব্রণস্য বদ্ধা চ শীতৈস্তোপচরেদ্গণম্।
বিধ্যেদূর্দ্ধশিরাস্তাবদ্দহেৎ ক্ষারেণ বহ্নিনা॥
ব্রণং কষায়ং সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমঃ।
ব্রণাস্যং যোজয়েৎক্ষারো দাহঃ সংকোচয়েচ্ছিরাং॥
রক্তে দুষ্টেঽবশিষ্টেঽপি ব্যাধির্নৈব প্রকুপ্যতি।
অতো রক্তেং সাবশেষং রক্তে নাতি স্রুতির্হিতা॥
আন্ধ্যমাক্ষেপকং তৃষ্ণাস্তিমিরং শিরসোরুজং।
পক্ষাঘাতং শ্বাসকাসৌ হিক্কাদাহৌ চ পাণ্ডুতাম্।
কুরুতেঽতিস্রুতং রক্তং মরণং বা করোতি চ॥

অতিশয় স্বিন্ন দেহে বা উষ্ণকালে অথবা অতিশয় শিরা বিদ্ধ হইলে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রকারে প্রতীকার করিবে যথা—লোধ্র, ধুনা ও অঞ্জনদ্বারা অথবা যব ও গোধূম চূর্ণ অথবা ধব, ধন্বন ও গেরিমাটি বা সাপের খোলস চূর্ণ কিম্বা ক্ষৌমবস্ত্রের ভস্ম দ্বারা ব্রণের মুখ বন্ধ করত শীতল ক্রিয়া করিবে এবং ঊর্দ্ধ শিরা বিদ্ধ করত ক্ষার বহ্নিতে দগ্ধ করিবে। কষায় দ্রব্য দ্বারা ব্রণ সংহিত হয়, শীতল দ্রব্য দ্বারা রক্ত থামিয়া যায়, ক্ষার দ্বারা ব্রণের মুখ জোড়া লাগে এবং দাহদ্বারা শিরা সঙ্কুচিত হয়। সমুদায় দুষ্ট রক্ত নির্গত না হইলেও ব্যাধির প্রকোপ হয় না। অতএব নিঃশেষে রক্ত বাহির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহা হইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়াতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবপ্রযুক্ত অন্ধতা, আক্ষেপ, তৃষ্ণা, তিমির, শিরোরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দাহ ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিয়া থাকে।

দেহস্যোৎপত্তিরসৃজো দেহস্তেনৈব ধার্য্যতে।
রক্তং জীবস্য চাধারস্তস্মা ত্রক্ষেদসৃগ্‌বুধঃ॥
শীতোপচারৈঃ কুপিতে স্রুতরক্তস্য মারুতে।
কোষ্ণেন সর্পিষা শোথং সব্যথং পরিষেচয়েৎ॥
ক্ষীণস্যৈণশশোরভ্রহরিণচ্ছাগমাংসজঃ।
রসঃ সমুচিতঃ পানে ক্ষীরং ষষ্টিকয়া হিতম্॥
পীড়াশান্তি র্লঘুত্বংচ ব্যাধেরুদ্রেকসংক্ষয়ঃ।
মনস্বাস্থ্যস্তবেচ্চিহ্নং সম্যক্‌নিঃসারিতেঽসৃজি॥
ব্যায়ামমৈথুনক্রোধশীতস্নানপ্রবাতকান্।
একাশনং দিবানিদ্রা ক্ষারাম্লকটুভোজনম্।
শোকং বাদমজীর্ণঞ্চ ত্যজেদাবলদর্শনাৎ॥

রক্তই দেহোৎপত্তির কারণ রক্তদ্বারাই দেহ রক্ষিত হয় এবং রক্তই জীবনের আধার অতএব যাহাতে দেহ হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত না হয় বুধগণের তদ্বিষয়ে সযত্ন হওয়া উচিত। শীতল উপচারপ্রযুক্ত স্রুতরক্ত ব্যক্তির দেহস্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে উষ্ণ ঘৃত দ্বারা বেদনাযুক্ত শোথ পরিষিক্ত করিবে। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এণ, শশক, উরভ্র, হরিণ বা ছাগমাংসের যূষ অথবা ষাঁইট ধান্যের সহিত দুগ্ধপান হিতকারী। রক্ত সম্যক্‌রূপে নিঃসারিত হইলে যন্ত্রণার শান্তি, লঘুত্ব, ব্যাধির উদ্রেকনাশ ও মানসিক সুস্থতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তনিঃসারণের পর যত দিন না দেহে বলাধান হয় তত দিন পরিশ্রম, মৈথুন, ক্রোধ, শীতল জলে স্নান বা শীতল

বায়ু সেবন, একাহার, দিবানিদ্রা এবং এবং ক্ষার, অম্ল, কটু ও অজীর্ণজনক দ্রব্য ভোজন ও শোকবার্ত্তা শ্রবণ পরিত্যাগ করিবে।

অথ নেত্রপ্রসাদনকর্ম্মাণি।

সেকশ্চাশ্চোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা।
পুটপাকোঞ্জনঞ্চৈভিঃ কল্পৈ নেত্র মুপাচরেৎ॥

নেত্র প্রসাদক কর্ম্ম।

সেক, আশ্চোতন, পিণ্ডী, বিড়াল, তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন এই সাত প্রকার উপায় দ্বারা নেত্র রোগের চিকিৎসা সাধিত হয়।

অথ কাল্পোবিধিঃ।

তত্র সেকবিধিঃ।

সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্নয়নে হিতঃ।
মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয় শ্চতুরঙ্গুলঃ॥
স চাপি স্নেহনো বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ।
লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রাভিধীয়তে॥
ষড়্ভির্ব্বাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিশ্চৈব রোপণে।
তৈস্ত্রিভির্লেখনে কার্য্যঃ সেকো নেত্রপ্রসাদনে॥
নিমেষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যা চ্ছোটিকাথ বা।
গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা বাঙ্মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ॥
সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে।
এরণ্ডপত্রমূলত্বক্ স্বৃতমাজং পয়োহিতম্।
সুখোষ্ণং নেত্রযোঃসিক্তং বাতাভিষ্যন্দনাশনম্॥

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত উপায়ের বিধি ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

সেক বিধি।

সূক্ষ্ম ধারায় সেক সমস্ত নয়নের পক্ষে হিতকর। চক্ষু মিলিত করিয়া চারি অঙ্গুল পরিমিত সেক প্রদান করিবে। বাতরোগে স্নেহন, পৈত্তিক ও রক্তজ রোগে রোপণ এবং কফরোগে লেখন সেক প্রশস্ত। অতঃপর উহাদিগের মাত্রা বলা যাইতেছে। নেত্রপ্রসাদন করিতে হইলে স্নেহে ছয় শত, রোপণে চারিশত এবং লেখনে তিন শত বাঙ্মাত্রা কাল অবস্থান করিতে হইবে। চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন, অঙ্গুলির ছোটিকা (তুড়ি দেওয়া) অথবা গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে বাঙ্মাত্রা বলে। দিবাভাগে সেক প্রয়োগ কর্ত্তব্য। প্রাণের আশঙ্কা থাকিলে রাত্রিতেও সেক প্রদান করা যাইতে পারে।

এরণ্ডের পাতা, মূল ও ছাল পেষণ করিয়া ছাগের দুগ্ধে পাক করত ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে চক্ষুতে সেক দিলে বাতজ পীড়ার শান্তি হয়।

অথাশ্চোতনবিধিঃ।

ক্বাথক্ষৌদ্রাসবস্নেহবিন্দুনাং যত্তু পাতনং।
দ্ব্যঙ্গুলোন্মীলিতে নেত্রে প্রোক্তমাশ্চোতনং হি তৎ॥
বিন্দবোহষ্টৌ লেখনে তু রোপণে দশ বিন্দবঃ।
স্নেহনে দ্বাদশ প্রোক্তাঃ স্তে শীতে কোষ্ণরূপিণঃ।
উষ্ণে তু শীতরূপাঃ স্যুঃ সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ॥
বাতে তিক্তং তথা স্নিগ্ধং পিত্তে মধুরশীতলং।
কফে তিক্তোষ্ণরুক্ষং স্যাৎ ক্রমাদাশ্চোতনং হিতম্।

আশ্চোতন বিধি।

দুই অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করত তন্মধ্যে ক্বাথ, মধু, আসব বা স্নেহের বিন্দু নিঃক্ষেপ করাকে আশ্চোতন বলে। লেখন বিষয়ে আটবিন্দু, রোপণ বিষয়ে দশ বিন্দু এবং স্নেহনবিষয়ে দ্বাদশ বিন্দু আশ্চোতন প্রযোজ্য। শৈত্যজনিত রোগে উষ্ণ করিয়া এবং উষ্ণতাজনিত রোগে শীতল করিয়া বিন্দুপাতন করিবে, সর্ব্বত্র এই নিয়ম জানিবে। বাতে স্নিগ্ধ ও তিক্ত, পিত্তে মধুর ও শীতল এবং কফে তিক্ত, উষ্ণ ও রুক্ষ আশ্চোতন হিতকারী।

আশ্চোতনানাং সর্ব্বেষাং মাত্রা স্যাদ্বাক্শতোন্মিতা।
ততঃপরং লোচনাভ্যাং ভেষজায়নযোগতঃ।
আশ্চোতনং ন কর্ত্তব্যং নিশায়াং কেনচিৎ ক্বচিৎ॥

তদ্‌যথা।

বিল্বাদিপঞ্চমূলেন বৃহত্যোরণ্ডশিগ্রুভিঃ।
ক্বাথ আশ্চোতনে কোষ্ণো বাতাভিষ্যন্দনাশনঃ॥

সকল প্রকার আশ্চোতনেরই মাত্রা বাক্শত পরিমিত। তাহার পর চক্ষুতে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে কখন আশ্চোতন প্রয়োগ করিবে না।

বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ড ও শিগ্রু এই কয়টি দ্রব্যের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুতে বিন্দুক্রমে নিঃক্ষেপ করিলে বাতজনিত অভিষ্যন্দের শান্তি হয়।

অথ পিণ্ডীবিধিঃ।

যুক্তভেষজকল্কস্য পিণ্ডী কবলমাত্রয়া।
বস্ত্রখণ্ডেন সংবদ্ধা নেত্রেঽভিষ্যন্দনাশিনী॥
স্নিগ্ধোষ্ণা পিণ্ডিকা বাতে পিত্তে সা শীতলা মতা।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মণি প্রোক্তা বিধি রুক্তো বুধৈরয়ম্॥

সা যথা।

এরণ্ডপত্রমূলত্বক্‌নির্ম্মিতা বাতনাশিনী।
ধাত্রীবিরচিতা পিত্তে শিগ্রুপত্রকৃতা কফে॥

পিণ্ডীবিধি।

রোগোপযোগী ঔষধের কল্ক কবলের সমপরিমাণে লইয়া বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করত নেত্রে প্রয়োগ করাকে পিণ্ডী বলে। ইহাতে অভিষ্যন্দের শান্তি হয়। বাতজ রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পিণ্ডী, পিত্তজ রোগে শীতল পিণ্ডী এবং শ্লেষ্মজ রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ পিণ্ডী, বুধগণ পিণ্ডীসম্বন্ধে এইরূপ বিধিই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাতরোগে এরণ্ডের পাতা, মূল ও ছাল, পিত্তজ রোগে হরীতকী সহযোগে এবং কফজ রোগে সজিনা পাতার সহিত পিণ্ডী প্রশস্ত।

অথ বিড়ালকবিধিঃ।

বিড়ালকো বহির্লেপো নেত্রে পক্ষ্মবিবর্জ্জিতেঃ।
তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপবিধানবৎ॥
যষ্টীগৈরিকসিন্ধূত্থদার্ব্বীতার্ক্ষ্যৈঃ সমাংশকৈঃ।
জলপিষ্টৈর্ব্বহির্লেপঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ॥

বিড়ালক বিধি।

পক্ষ্মহীন চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক বলে। মুখ লেপের

মাত্রা যেরূপ বিড়ালকের মাত্রাও তদ্রূপ জানিবে। যষ্টীমধু, গেরিমাটি, সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা, ও যবক্ষার সমপরিমাণে লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক চক্ষুতে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগের শান্তি হয়।

অথ তর্পণবিধিঃ।

বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তানশায়িনঃ।
আধারৌ মাষচূর্ণেন ক্লিন্নেন পরিমণ্ডিতৌ।
সমৌ দৃঢ়াবসংবাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোশয়োঃ॥
পূরয়েৎ ঘৃতমণ্ডেন বিলীনেন সুখোদকৈঃ।
সর্পিষা শতধৌতেন ক্ষীরজেন ঘৃতেন বা।
নিমগ্নান্যক্ষিপক্ষ্মাণি যাবৎ স্যুস্তাবদেব হি॥
পূরয়েন্নমীলিতে নেত্রে তত উন্মীলয়েচ্ছনৈঃ।
ভিষগ্ভিরেষ বিখ্যাতৈস্তর্পণস্যোদিতো বিধিঃ॥

তর্পণবিধি।

যে গৃহে বায়ু, আতপ বা ধুলা প্রবেশ করিতে না পারে এমন গৃহের ভিতর রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইতে হইবে। অনন্তর ক্লিন্ন মাষচূর্ণ দ্বারা পরিমণ্ডিত, এবং দৃঢ়রূপে অবসম্বদ্ধ দুইটি সমান আধার প্রস্তুত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না চক্ষুর পক্ষ্ম নিমগ্ন হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুখোদকে বিলীন ঘৃতমণ্ড, শতধৌত ঘৃত, বা দুগ্ধজঘৃত দ্বারা নেত্রকোশ পূরিত করিবে। এইরূপে চক্ষু আবৃত হইলে আস্তে আস্তে উন্মীলন করিবে। এইরূপ করাকে প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণ তর্পণ বলিয়া থাকেন।

যদ্রুক্ষং পরিশুষ্কঞ্চ নেত্রং কুটিলমাবিলম্।
শীর্ণপক্ষ্মশিরোৎপাতকৃচ্ছ্রোন্মীলনসংযুতং॥
তিমিরার্জ্জুনশুক্রাদ্যৈরভিষ্যন্দাধিমন্থকৈঃ।
শুষ্কাক্ষিপাকশোথাভ্যাং যুতং বাতবিপর্য্যয়ৈঃ।
তন্নেত্রং তর্পয়েৎ সম্যগ্ নেত্ররোগবিশারদঃ॥

নেত্র যদি রুক্ষ, পরিশুষ্ক, কুটিল বা আবিল (ঘোলা) হয় অথবা শীর্ণপক্ষ্ম বা শিরোৎপাতপ্রযুক্ত উন্মীলন করিতে কষ্ট বোধ হয় এবং চক্ষুতে তিমির, অর্জ্জুন, শুক্রাদি, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থক, শুষ্কতা, অক্ষিপাক, শোথ বা বাতবিপর্য্যয় প্রভৃতি রোগ জন্মে তাহা হইলে নেত্র-রোগ-বিশারদ পণ্ডিতগণ সেই নেত্রে সম্যক্ প্রকারে তর্পণ প্রয়োগ করিবেন।

তর্পণং ধারয়েদ্বর্ত্মরোগে বাচাং শতং বুধঃ।
স্বস্থে কফে সন্ধিরোগে বাচাং পঞ্চ শতানি চ॥
ষট্‌শতানি কফে কৃষ্ণরোগে সপ্ত শতানি হি।
দৃষ্টিরোগে শতান্যষ্টাবধিমন্থে সহস্রকম্।
সহস্রং বাতরোগেষু ধার্য্যমেবং হি তর্পণম্॥
পূর্ণে চাপাঙ্গতঃ স্নেহং স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ।
স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতং ততঃ॥
যথা স্বং ধূমপানেন কফমস্য বিরেচয়েৎ।
একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহং তর্পণঞ্চরেৎ॥

পণ্ডিতগণ তর্পণের এই রূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যথা বর্ত্মরোগে শত বাঙ্মাত্রা, কফের সুস্থ অবস্থায় বা সন্ধিরোগে পাঁচ শত বাঙ্মাত্রা, কফরোগে ছয় শত বাঙ্মাত্রা, কৃষ্ণরোগে সাত শত বাঙ্মাত্রা, দৃষ্টিরোগে আটশত বাঙ্মাত্রা এবং অধিমন্থে ও বাতরোগে সহস্র বাঙ্মাত্রা কাল তর্পণ ধারণ করিবে। পরে চক্ষুর কোণ দিয়া পূর্ব্বপূরিত স্নেহাদি বাহির করিয়া ফেলিবে এবং স্বিন্ন

যবপিষ্ট দ্বারা স্নেহবীর্য্যনাশ করত চক্ষু সংশোধিত করিবে এবং ধূমপান দ্বারা কফনাশ করিবে। অনন্তর ব্যাধির প্রবলতানুসারে এক, তিন বা পাঁচ দিন তর্পণ প্রয়োগ করিবে।

তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যৈতানি লক্ষয়েৎ।
সুখং স্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং নেত্রপাটবম্।
নির্বৃতির্ব্যাধিশান্তিশ্চ ক্রিয়ালাঘবমেব চ॥

'নির্বৃতিঃ' সুখং। 'ক্রিয়ালঘবম্' নেত্রস্য ক্রিয়ায়াং নিমিষোন্মেষাদৌ লঘুতা।

যখন নিদ্রা বা জাগরণে চক্ষু সুস্থ থাকিবে এবং বৈশদ্য, পটুতা, সুখ, ব্যাধিশান্তি এবং নিমেষও উন্মেষাদি চক্ষুক্রিয়ার লঘুতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইবে তখন তর্পণ সুসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ।
ঘর্ষতোদযুতং নেত্রমতিতর্পিত মাদিশেৎ॥
আস্রাবশোফরাগাদ্যমুপদেহসমাকুলং।
রুক্ষমস্রাবিতং রুগ্নং নেত্রং স্যাদ্ধীনতর্পিতং॥
অনযোর্দ্দোষবাহুল্যাৎপ্রযতেত চিকিৎসিতৈঃ।
রুক্ষস্নিগ্ধোপচারাভ্যামেতয়োঃ স্যাৎপ্রতিক্রিয়া॥

'অনয়োঃ' অতিতর্পিতহীনতর্পিতয়োঃ।

দুর্দ্দিনাত্যুষ্ণশীতেষু চিন্তায়াং সংভ্রমেষু চ।
অশান্তোপদ্রবে চাক্ষ্ণ তর্পণং ন প্রশস্যতে॥

অতিতর্পিত হইলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় যথা চক্ষু ভারবোধ, আবিল (ঘোলা) ও স্নিগ্ধ হয়, অতিশয় চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষু চুলকায়, জোড়া লাগে, এবং ঘর্ষণ করিলে বেদনা বোধ হয়। চক্ষু সম্যক্‌রূপে তর্পিত না হইলে, জলপড়া, শোফ, রক্তিমবর্ণতা, উপদেহ (জুড়েযাওয়া), রুক্ষতা, রুগ্নতা, ও অশ্রু বিহীনত্ব এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। অতিতর্পণ ও হীনতর্পণ জনিত দোষ প্রবল হইলে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা প্রতিকার করিবে। দুর্দ্দিনে অথবা অতিশয় উষ্ণ বা শীতের সময় বা উপদ্রবের শান্তি না হইলে অথবা চিন্তিত ও ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অক্ষিতর্পণ প্রশস্ত নহে।

অথ পুটপাকবিধিঃ।

দ্বে বিল্বে স্নিগ্ধমাংসস্য পরং দ্রব্যং পলং মতম্।
দ্রবস্য কুড়বোর্দ্ধানং সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ॥
তদেকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্।
পুটপাকবিধানেন তৎ পক্ত্বা তদ্রসং বুধৈঃ।
তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদবচারয়েৎ॥
দৃষ্টিমধ্যে নিষেচ্যঃ স্যান্নিত্য মুত্তানশায়িনঃ।
স্নেহনোলেখনশ্চৈব রোপণশ্চেতি স ত্রিধা॥
হিতঃ স্নিগ্ধোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্য স তু লেখনঃ।
দৃষ্টের্ব্বলার্থমিতরঃ পিত্তাসৃগ্‌ব্রণবাতনুৎ॥
ইতরো রোপণঃ।
স্নেহমাংসবসামজ্জমেদঃস্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ।
স্নেহনঃ পুটপাকঃ স্যাদ্ধার্য্যো দ্বে বাক্‌শতে তু সঃ॥
জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যসংযুতৈঃ।
কৃষ্ণলোহরজস্তাম্রশঙ্খবিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ।
সমুদ্রফেনকাসীসস্রোতোঽঞ্জনদধিমস্তুভিঃ॥
লেখনো বাক্‌শতং তস্য পরংধারণ মিষ্যতে।
স্তন্যাজাঙ্গলমধ্বাজ্যতিক্তকদ্রব্যপাচিতঃ।
লেখনাৎ ত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ॥

তিক্তক দ্রব্যাণ্যাহ।

নিম্বামৃতাবৃষপটোলনিদিগ্ধিকাভিঃ স্যাৎ পঞ্চ তিক্তক ইতি প্রথিতো গণোঽয়ম্।
আচরেৎতর্পণোক্তাং তু ক্রিয়াং ব্যাপত্তিদর্শনে।

'ব্যাপত্তিদর্শনে' মিথ্যাকৃতপুটপাকজনিতব্যাধিদর্শনে।

তেজাংস্যনিলমাকাশমাদর্শং ভাস্বরাণি চ।
নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে যশ্চ বা পুটপাকবান্।

পুটপাক বিধি।

দুই পল স্নিগ্ধ মাংসে অপর দ্রব্য ১ পল এবং দ্রব পদার্থ ১ কুড়বপরিমিত এই কয়টি দ্রব্য একত্রে পেষণপূর্ব্বক পত্রের মধ্যে পুরিয়া পুটপাকের বিধান অনুসারে পাক করত তর্পণোক্ত নিয়মানুসারে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া চক্ষুমধ্যে প্রদান করিবে। ইহা তিন প্রকার স্নেহন, লেখন ও রোপণ। অতিশয় রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষে স্নেহন এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে লেখন প্রশস্ত। রোপণ পুটপাকদ্বারা দৃষ্টি সবল এবং রক্তপিত্ত, ব্রণ ও বাতের শান্তি হয়। মাংস, বসা, মজ্জা, মেদ ও স্বাদু ঔষধ সহযোগে স্নেহন নামক পুটপাক প্রস্তুত হয়। এই পুটপাক দুই শত বাক্মাত্রাকাল ধারণ করিবে। জাঙ্গল জন্তুর যকৃৎ ও মাংস এবং লেখন দ্রব্য সহযোগে কৃষ্ণ লোহের গুঁড়া, তাম্র, শঙ্খ, বিদ্রুম, সৈন্ধব লবণ, সমুদ্রের ফেনা, হীরাকস, স্রোতোঞ্জন ও দধির মাত মিশ্রিত করিয়া লেখন নামক পুটপাক প্রস্তুত হয়। ইহার ধারণের কাল এক শত বাক্মাত্রা। জাঙ্গল জন্তুর মাংস, ঘৃত, মধু, স্তনদুগ্ধ, নিম্ব, গুলঞ্চ, বৃষ, পটোল ও কণ্টকারী একত্রে পাক করিয়া রোপণ পুটপাক প্রস্তুত হয়। ইহার ধারণের কাল তিন শত বাক্মাত্রা। অযথাকৃত পুটপাকপ্রযুক্ত রোগ জন্মিলে তর্পণোক্ত ক্রিয়া আচরণ করিবে। চক্ষুতে তর্পণ বা পুটপাক প্রদত্ত হইলে তেজ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ ও রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

অথাঞ্জনবিধিঃ।

অথ সংপকদোষস্য প্রাপ্তে মঞ্জনমাচরেৎ।
অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্দ্রব্যং চাঞ্জনং মতম্॥
তদ্‌যথা।
বটী রসস্তথা চূর্ণমিতি ত্রিবিধমঞ্জনম্।
যথাপূর্ব্বং বলং তেষু শ্রেষ্ঠমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
তৎ প্রত্যেকং ত্রিধা প্রোক্তং লেখনং রোপণং তথা।
স্নেহনঞ্চেতি লিঙ্গানি তেষাং বিস্তরতঃ শৃণু॥
লেখনং ক্ষারতীক্ষ্ণাম্লরসৈরঞ্জন মুচ্যতে।
নেত্রবর্ত্মশিরাজালস্রোতশৃঙ্গাটকস্থিতম্।
মুখনাসাক্ষিভির্দোষ মোজসা স্রাবয়েচ্চ তৎ॥
কষায়ং তিক্তকং চাপি সস্নেহং রোপণং মতম্।
স্নেহস্য শৈত্যাৎবর্ণ্যং স্যাৎ দৃষ্টেশ্চ বলবর্দ্ধনম্॥
মধুরং স্নেহসম্পন্নমঞ্জনং স্যাৎ প্রসাদনম্।
দৃষ্টিদোষপ্রসাদার্থং স্নেহনার্থঞ্চ তদ্বিতম্॥

অঞ্জন বিধি।

যে দ্রব্য দ্বারা অঞ্জিত করা যায় তাহাকেই অঞ্জন বলে। দোষের পরিপাকের জন্যই অঞ্জন ব্যবহৃত হয়। অঞ্জন তিন প্রকার বটী, রস ও চূর্ণ। পণ্ডিতেরা কহেন যে ইহারা পূর্ব্বানুক্রমে বলবত্তর ও শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ চূর্ণ অপেক্ষা রস এবং রস অপেক্ষা চূর্ণ বলবান্, ও শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের প্রত্যেকেই লেখন, রোপণ ও স্নেহন এই তিন প্রকারে বিভক্ত। অতঃপর বিস্তারিতরূপে তাহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে শ্রবণ কর, সক্ষার, তীক্ষ্ণ ও অম্লরসে

প্রস্তুত অঞ্জনকে লেখন বলে। এই অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রবর্ত্ম, শিরা-জাল, বর্ণ ও শৃঙ্গাটকস্থিত দোষ প্রশমিত হইয়া ওজরূপে মুখ, নাসিকা ও চক্ষু দিয়া নির্গত হইয়া যায়। রোপণ অঞ্জন কষায়, তিক্ত ও সস্নেহ। স্নেহজনিত শৈত্যগুণ থাকাতে ইহা বর্ণের উৎকর্ষতাজনক এবং দৃষ্টির বলবর্দ্ধক। স্নেহনাঞ্জন সস্নেহ মধুর ও দৃষ্টিপ্রসাদকর। সুতরাং উহা দৃষ্টিদোষ নিবারণের পক্ষে এবং স্নেহনার্থে হিতকর।

হরেণুমাত্রা বর্ত্তিস্তু লেখনী স্যাৎ প্রমাণতঃ।
সার্দ্ধৈকরেণুকমিতা রোপণী বর্ত্তিরিষ্যতে॥
ক্রিয়তে স্নেহনী বর্ত্তির্দ্বিহরেণুকমাত্রয়া।
রসাঞ্জনস্য মাত্রা তু পিষ্টা বর্ত্তিমিতা মতা॥

লেখনী বর্ত্তি হরেণুমাত্রা পরিমিত, রোপণী বর্ত্তি সার্দ্ধৈকহরেণু পরিমিত, এবং স্নেহনী বর্ত্তি দুই হরেনু পরিমিত হইবে। রসাঞ্জনের মাত্রা পিষ্ট বর্ত্তির তুল্য জানিবে।

চূর্ণং তু লেখনং বৈদ্যৈ র্দ্বিশলাকং প্রদীয়তে।
রোপণং ত্রিশলাকং স্যাচ্চতস্রঃ স্নেহনাঞ্জনে॥
চতস্রঃ শলাকাঃ স্নেহনে চূর্ণে।
মুখযো র্মুকুলাকারা কলায়পরিমণ্ডলা।
অষ্টাঙ্গুলা শলাকা স্যাদশ্মজা ধাতুজাথবা।
'কলায়পরিমণ্ডলা' অগ্রে কলায়বদ্বর্ত্তুলা।
তাম্রলোহাশ্মসংজাতা শলাকা লেখনে মতা॥
সুবর্ণরজতোদ্ভূতা স্নেহনে সমুদাহৃতা।
অঙ্গুলী চ মৃদুত্বেন রোপণে সংপ্রযুজ্যতে।
কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাদপাঙ্গং যাবদঞ্জনম্।

ত্রিবিধ চূর্ণ অঞ্জনের মধ্যে বৈদ্যগণ লেখনে দুইটি, রোপণে তিনটি এবং স্নেহনে চারিটি শালাকা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শলাকা সচরাচর প্রস্তর বা ধাতুতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহার দৈর্ঘ্য আট আঙ্গুল, মুখ মুকুলাকৃতি এবং অগ্রভাগ কলায়ের ন্যায় বর্ত্তুল। লেখনাঞ্জনে তাম্র, লৌহ বা প্রস্তরনির্ম্মিত শলাকা এবং স্নেহনাঞ্জনে সুবর্ণ বা রজতনির্ম্মিত শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শলাকা অপেক্ষা অঙ্গুলি কোমল বলিয়া রোপণাঞ্জনে অঙ্গুলিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষুর কৃষ্ণভাগের নিম্নে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন লেপন করিতে হইবে।

হেমন্তে শিশিরে চৈব মধ্যাহ্নেঽঞ্জন মিষ্যতে।
পূর্ব্বাহ্নে বাপরাহ্নে বা গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে॥
বর্ষাস্বনভ্রে নাত্যুষ্ণে বসন্তে তু সদৈব হি।
অথবা সর্ব্বদা প্রাতঃ সায়ং বাঞ্জন মাচরেৎ।
নাতিশীতোষ্ণবাতাভ্রবেলায়াং তৎ প্রযুজ্যতে।
শ্রান্তেঽথ রুদিতে ভীতে পীতমদ্যে নবজ্বরে।
অজীর্ণে বেগঘাতে চ নাঞ্জনং সংপ্রযুজ্যতে॥
রাগোপদেহৌ তিমিরং শূলং সংরম্ভমেব চ।
নিদ্রাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে নিষিদ্ধে যুক্তমঞ্জনম্॥

হেমন্ত ও শীতকালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে, বর্ষাকালে মেঘ বা অতিশয় উষ্ণতা না থাকিলে এবং বসন্তকালে সকল সময়েই অঞ্জন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন সকল ঋতুতেই প্রাতে ও সায়ংকালে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে ক্ষতি নাই। অতিশয় শীতল বা উষ্ণ সময়ে অথবা বায়ুর প্রাদুর্ভাব বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। শ্রান্ত, রুদিত,

ভীত, পীতমদ্য, নবজ্বরী, অজীর্ণরোগী, ও বেগাবরোধীর পক্ষে অঞ্জন নিষিদ্ধ। নিষেধ না মানিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রোগ, উপদেহ, তিমির, শূল, সংরম্ভ, ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে।

অথ বটীলেখনী যথা।

শঙ্খনাভির্বিভীতস্য মজ্জা পথ্যা মনঃশিলাঃ।
পিপ্পলী মরিচং কুষ্ঠং বচা চেতি সমাংশকম্॥
ছাগক্ষীরেণ সংপিষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাদ্ যবোন্মিতাম্।
হরেণুমাত্রাং সংপিষ্য জলৈঃ কুর্য্যাদ্যথাঞ্জনম্॥
তিমিরং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ কাচং পটলমর্ব্বুদম্।
রাত্র্যন্ধং কাঞ্চিকং পুষ্পং বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া হরেৎ॥

ইতি চন্দ্রোদয়াবর্ত্তির্লেখনী।

লেখনী বটী।

শঙ্খনাভি, বহেড়ার শাঁস, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক যবপ্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর উহার হরেণুমাত্রা লইয়া জল দিয়া পেষণ করত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইহাকে চন্দ্রোদয় লেখনী বর্ত্তি বলে। ইহাতে তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ ও কাঞ্চিক পুষ্প রোগের শান্তি হয়।

অথ রোপণীবর্ত্তিঃ।

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টি পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ।
জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি তু ষোড়শ॥
সূক্ষ্মপিষ্টাম্বুনা বর্ত্তিঃ কৃতা কুসুমিকাভিধা।
তিমিরার্জ্জুনশুক্রাণাং নাশিনী মাংসবৃদ্ধিনুৎ।
এতস্যা অঞ্জনে প্রোক্তা মাত্রা সার্দ্ধহরেণুকা॥
'কুসুমিকা' রোপণীবটী।

রোপণীবর্ত্তি।

তিলপুষ্প ৮০, পিপুলের তণ্ডুল ৬০, জাতিফুল ৫০ এবং মরিচ ১৬ এই কয় প্রকার দ্রব্য জল দিয়া সূক্ষ্মরূপে পেষণ করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাকেই কুসুমিকা রোপণী বর্ত্তি বলে। এই অঞ্জনে তিমির, অর্জ্জুন, শুক্র ও মাংসবৃদ্ধির শান্তি হয়। ইহার মাত্রা দেড় হরেণুকা।

অথ স্নেহনীবর্ত্তিঃ।

ধাত্র্যক্ষপথ্যাবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ।
পিষ্ট্বা বর্ত্তিং জলৈঃ কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্।
নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজন্তথা॥

স্নেহনী বর্ত্তি।

বহেড়া, আমলকী ও হরীতকীর বীজ যথাক্রমে এক, দুই ও তিন ভাগ লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা দুই হরেণুকা। ইহাতে বাতরক্ত ও নেত্রস্রাবের আশু প্রতিকার হয়।

অথ রসক্রিয়া, সা লেখনী যথা।

তুত্থমাক্ষিকসিন্ধুত্থসিতাশঙ্খমনঃশিলাঃ।
গৈরিকং সিন্ধুফেনঞ্চ মরিচং চেতি চূর্ণয়েৎ॥
সংযোজ্য মধুনা কুর্য্যাদঞ্জনার্থং রসক্রিয়াম্।
বর্ত্মরোগার্ম্মতিমিরকাচশুক্রহরীং পরাম্॥

রসক্রিয়া লেখনী।

তুঁতে, মাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, মিস্রী, শঙ্খ, মনঃশিলা, গেরি মাটি, সমুদ্রের

ফেনা ও মরিচ এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করত সমভাগে লইয়া মধুসহযোগে রস ক্রিয়া করিবে। এই অঞ্জন বর্ত্মরোগ, অর্ম্ম, তিমির, কাচ ও শুক্র নামক চক্ষুরোগের মহৌষধ।

অথ রোপণী রসক্রিয়া।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলাঃ।
সমুদ্রফেণং লবণং গৈরিকং মরিচস্তথা॥
এতৎসমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি।
অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥

রোপণী—রসক্রিয়া।

রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রের ফেনা, লবণ, গেরিমাটি, ও মরিচ এই কয়টি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইতে হইবে। পরে ঐ চূর্ণ মধু দিয়া মাড়িয়া ক্লিন্ন বর্ত্মেতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে চক্ষুর ক্লেদ, ও কণ্ডু এবং পক্ষ্মের প্ররোহের শান্তি হয়।

অথ স্নেহনীরসক্রিয়া।

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং স্মৃতং নেত্রপ্রসাদনম্॥

স্নেহনী রসক্রিয়া।

ধুঁতুরার ফল, মধু দিয়া পেষণ করত তাহাতে ঈষৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন চক্ষুর প্রসাদকর।

অথ চূর্ণং তল্লেখনং যথা।

দক্ষাণ্ডত্বক্‌শিলাকাচশঙ্খচন্দনসৈন্ধবৈঃ।
চূর্ণিতৈরঞ্জনং প্রোক্তং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনম্॥

"দক্ষঃ" কুক্কুটঃ। তথাচ নিঘণ্টুঃ।
কৃকবাকুস্তথা দক্ষঃ কালজ্ঞোঽথ শিখণ্ডিক ইতি।

লেখন চূর্ণ।

দক্ষাণ্ডত্বক্ অর্থাৎ কুক্কুটের ডিমের খোসা, মনঃশিলা শঙ্খ, চন্দন ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করত মিশ্রিত করিয়া যে অঞ্জন প্রস্তুত হয় তাহার গুণে পুষ্প ও অর্ম্মাদি রোগের লেখন ক্রিয়া সাধিত হয়।

দক্ষশব্দে যে কুক্কুট বুঝায় তাহার প্রমাণ নিঘণ্টুতে আছে যথা দক্ষশব্দে কৃকবাকু, কালজ্ঞও শিখণ্ডিক বুঝায়।

অথ রোপণচূর্ণম্।

শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা।
গৃহ্ণীয়াত্তজ্জলং সর্ব্বন্ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্॥
শুষ্কং তচ্চ জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎসম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ॥
কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিঃক্ষিপেৎ।
অঞ্জয়েন্নয়নন্তেন সর্ব্বদোষপ্রশান্তয়ে।
সমস্তনেত্ররোগঘ্নং চূর্ণমেতন্ন সংশয়ঃ॥

রোপণ চূর্ণ।

খাপর তুঁতে শিলাতে গুঁড়া করিয়া জলে ফেলিয়া দিবে। অনন্তর জলের নিম্নে যে গুঁড়া পড়িবে তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিবে। পরে সেই জল রৌদ্রে শুষ্ক করিলে পাত্রের উপর পর্পটীর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হইবে। সেই দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করত ত্রিফলার রসে দেড় দিন ভাবনা দিয়া তাহাতে দশম ভাগ কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। এই

চূর্ণদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নিঃসন্দেহ সকল প্রকার দোষ ও নেত্র-রোগের শান্তি হয়।

অথ স্নেহনং চূর্ণম্।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নির্ব্বিষেৎ ত্রিফলারসৈঃ।
সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্॥
'সৌবীরং' শ্বেতমঞ্জনম্।
অঞ্জয়েত্তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুষোর্হিতম্।
সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥

স্নেহন চূর্ণ।

শ্বেতাঞ্জন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করত সাড়ে তিন দিন ত্রিফলার রসে ও স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিবে। এই অঞ্জন প্রত্যহ নয়নে প্রদান করিলে চক্ষুর বিশেষ উপকার হয় এবং নিঃসন্দেহ সকল প্রকার চক্ষুরোগের শান্তি হয়।

অথ প্রত্যঞ্জনবিধিঃ।

গতদোষমপেতাস্রং প্রপশ্যেৎসম্যগক্ষিসি।
প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনন্ততঃ।
ন বা নির্ব্বাতদোষেঽক্ষিধাবনং সম্প্রয়োজয়েৎ।
প্রত্যঞ্জনং তত্র দদ্যাচ্চূর্ণন্তীক্ষ্ণপ্রসাদনম্॥
তদ্‌যথা।
শুদ্ধে নাগে দ্রুতে তুল্যং শুদ্ধং সূতং বিনিঃক্ষিপেৎ।
কৃষ্ণাঞ্জনং তয়োস্তুল্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দশমাংশেন কর্পূরং তস্মিংশ্চূর্ণে বিনিঃক্ষিপেৎ।
এতৎপ্রত্যঞ্জনং নেত্রগদবিধ্বংসনামৃতম্॥
'কৃষ্ণাঞ্জনং' স্রোতোঽঞ্জনং।

তথা চ মদনপালঃ।

স্রোতোঽঞ্জনঞ্চ তদ্বিদ্যাদঞ্জনাভং যদঞ্জনং।

নয়নামৃতং প্রত্যঞ্জনম্।

প্রত্যঞ্জন বিধি।

চক্ষু নির্দ্দোষ ও নিরশ্রু হইলে জলে উন্মীলনপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে প্রক্ষালন করত দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ চক্ষুরোগ জন্মিলে কেবলমাত্র ঐরূপ প্রক্ষালন করিবে। অন্য কারণে রোগ জন্মিলে প্রক্ষালন না করিয়া চক্ষুর প্রসাদজনক তীক্ষ্ণদ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা প্রত্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিবে যথা—বিশুদ্ধ গলিত নাগেন্দ্র ও পারদ এবং কৃষ্ণাঞ্জন সমভাগে লইয়া একত্রে চূর্ণ করত তাহাতে দশম ভাগ কর্পূর নিঃক্ষেপ করিবে। এই প্রত্যঞ্জন নয়নের অমৃতস্বরূপ এবং সকল প্রকার চক্ষুরোগের শান্তিকারক। এস্থলে কৃষ্ণাঞ্জন শব্দে স্রোতোঞ্জন জানিবে কারণ মদনপালে উক্ত আছে কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঞ্জন বলে।

অথ দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা।

ত্রিফলাভৃঙ্গশুণ্ঠীনাং রসৈর্ঘৃতচ্ছ সর্পিষা।
গোমূত্রমধ্বজাক্ষীরৈঃ সিক্তো নাগঃ প্রতাপিতঃ।
তচ্ছলাকাং হরত্যেব সর্ব্বান্ নেত্রভবান্ গদান্।

ইতি ভেষজানাং বিধানানি।

দৃষ্টিপ্রসাদনী-শলাকা।

সীসকে প্রতপ্ত করিয়া ত্রিফলা, ভৃঙ্গ ও শুঁটের রস, ঘৃত, গোমূত্র, মধু এবং ছাগদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া

শলাকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সকল চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

ঔষধের বিধান সমাপ্ত।

অথ ভেষজভক্ষণসময়াঃ।

ভৈষজ্যমভ্যবহরেৎপ্রভাতে প্রায়শো বুধঃ।
কষায়াংস্তু বিশেষেণ তত্র ভেদস্তু দর্শিতঃ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্।
কিঞ্চিৎসূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি॥

ঔষধ সেবনের সময়।

বুধগণ প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বিশেষতঃ কষায় দ্রব্য প্রাতঃকালেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবিষয়ে কালের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঔষধ গ্রহণের কাল পাঁচ প্রকার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে, মধ্যাহ্ন কালে, সায়ংকালীন ভোজনের সময়, মুহুর্মুহু এবং রাত্রিকালে।

তত্র প্রথমঃ কালঃ।

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ।
লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽন্নমাহরেৎ॥

প্রথম কাল—পিত্ত ও কফের উদ্রেক হইলে এবং বমন, বিরেচন বা লেখনের আবশ্যক হইলে প্রাতঃকালে ভোজন না করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অথ দ্বিতীয়ঃ কালঃ।

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ।
সমানবাতে বিগুণে মন্দেঽগ্নাবগ্নিদীপনম্।
দদ্যাদ্ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্।
ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ॥

দ্বিতীয় কাল—অপান বায়ু বিগুণ হইলে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। এরূপ স্থলে অরুচি হইলে নানাবিধ ভক্ষ্য বস্তুদ্বারা রুচি জন্মাইতে হইবে। সমান বায়ু বিগুণ হইলে ও অগ্নিমান্দ্য জন্মিলে সুনিপুণ বৈদ্য ভোজনের মধ্যসময়ে অতিশয় দীপন ঔষধ প্রদান করিবেন। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে আহারান্তে ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্পরোগে আহারের পূর্ব্বে ও অন্তে ঔষধ সেবন করিবে।

অথ তৃতীয়ঃ কালঃ।

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে।
প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥

তৃতীয় কাল—স্বরভঙ্গাদিকারী উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংকালীন ভোজনের সময় প্রতিগ্রাসের পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রাণ বায়ু দুষ্ট হইলে পণ্ডিতগণ প্রায় আহারান্তেই সায়ংকালে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাকেই ঔষধ সেবনের তৃতীয় কাল বলিতে হইবে।

অথ চতুর্থঃ কালঃ।

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্ছর্দ্দিহিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ॥

চতুর্থ কাল—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, হিক্কা, শ্বাস ও গররোগে মুহুর্মুহু এবং অন্নের সহিত ঔষধ প্রদান করিবে। ইহাকে চতুর্থ কাল বলা যায়।

অথ পঞ্চমঃ কালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয় মনন্নং ভেষজং নিশি॥

ইতি পঞ্চমঃ কালঃ।

পঞ্চম কাল—লেখন, বৃংহণ, পাচন বা শমনের পক্ষে অথবা ঊর্দ্ধজত্রু বিকারে রাত্রিতে অন্ন ব্যতিরেকে ঔষধ প্রদান করিবে। ইহাই পঞ্চম কাল।

নিরন্নস্য ভেষজস্য গুণমাহ।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং
হন্যাত্তদাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদুভিশ্চ পীতং
গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥

নিরন্ন ঔষধ সেবনের গুণ।

অন্ন ব্যতিরেকে ঔষধ সেবন করিলে উহার বীর্য্য প্রবল হয় এবং নিঃসংশয়রূপে রোগের আশু প্রতিকার হয়। কিন্তু বালক,বৃদ্ধ, যুবতী স্ত্রী ও মৃদু ব্যক্তির পক্ষে নিরন্ন ঔষধ সেবন প্রশস্ত নহে। যে হেতু তাহাতে শরীরে অত্যন্ত গ্লানি জন্মে এবং শীঘ্র বলের হ্রাস হয়।

সান্নস্য ভেষজস্য গুণমাহ।

শীঘ্রং বিপাক মুপযাতি বলং ন হিংস্যা-
দন্নাবৃতং ন চ মুহুর্ব্বদনান্নিরেতি।
এতদ্ধিতং স্থবিরবালকৃশাঙ্গনাভ্যঃ
প্রাগ্‌ভোজনাদ্যদশিতং কিল তচ্চ তদ্বৎ।
অন্নাবৃতবৎ ভেষজমিতি শেষঃ।

সান্ন ঔষধসেবনের গুণ।

অন্নের সহিত ঔষধ সেবন করিলে উহা শীঘ্র পরিপাক হয়, মুখ হইতে মুহুর্মুহু নির্গত হয় না এবং বলের হানি হয় না। অতএব বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্নের সহিত ঔষধ সেবনই হিতকারী। ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিলেও ঐরূপ গুণকারী হয়।

ঔষধশেষে ভুক্তং ভোজনশেষে যদৌষধং পীতং।
ন করোতি গদোপশমম্ প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ।
পীতমিত্যুপলক্ষণং লীঢ়াদি চ।

ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরে ভোজন করিলে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে ঔষধ সেবন করিলে উপস্থিত রোগের প্রতিকার না হইয়া বরং অন্য রোগের প্রকোপ হয়।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুতৃষ্ণা সুমনস্কতাঃ।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥
ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমমূর্চ্ছা শিরোরুজাঃ।
অরতি র্ব্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোম, দেহের সুস্থতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, সুমনস্কতা, অঙ্গলাঘব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, ও উদ্গারশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এবং ঔষধ জীর্ণ না হইলে ক্লান্তি,

দাহ, অঙ্গসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, অরতি ও বলক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথ ভেষজসেবনবিধিমাহ চরকঃ।

দেবান্ গুরূং স্তথা বিপ্রান্ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ।
আশিষশ্চ সমাদায় শ্রদ্ধয়া ভেষজং ভজেৎ॥

অতঃপর চরকসম্মত ঔষধ সেবনের নিয়ম ও বিধান বলা যাইতেছে—

দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণকে পূজা ও প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের আশিষ-গ্রহণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে ঔষধ সেবন করিবে।

রসায়ন মিবর্ষীণাং দেবানামিব চামৃতং।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্য মিদমস্তু তে॥
ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়ঃ সৌষধিগ্রামা ভূমিদেবাশ্চ পান্তু বঃ॥

ইত্যাদ্যাশিষঃ।

আশীর্ব্বচন—ঋষিগণের পক্ষে যেরূপ রসায়ন, দেবগণের যেরূপ অমৃত, উত্তম নাগগণের যেরূপ সুধা, তোমার পক্ষে এই ঔষধ সেইরূপ গুণকারী হউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বি, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ এবং ওষধি-গ্রামের ঋষি ও দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।

ঔষধং হেমরজতমৃদ্ভাজনপরিস্থিতং।
পিবেদাপ্তজনস্যাগ্রে প্রসন্নবদনেক্ষণঃ॥
প্রশান্তমুপবিশ্যাথ পীত্বা পাত্রমধোমুখং।
নিক্ষিপ্যাচম্য সলিলং তাম্বুলাদ্যুপয়োজয়েৎ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকন-তনয় শ্রীমন্-মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে পঞ্চম-প্রকরণং চিকিৎসায়াং সপ্তাঙ্গানি সম্পূর্ণানি।

বিশ্রান্ত হইয়া প্রসন্ননেত্রে ও প্রসন্ন-বদনে আত্মীয় স্বজনের নিকট উপবেশন-পূর্ব্বক স্বর্ণ, রজত বা মৃত্তিকার পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া পান করত পাত্র অধোমুখে রাখিয়া দিবে এবং জলে আচমন করিয়া তাম্বুলাদি মুখে দিবে।

শ্রীমিশ্রলটকন-তনয় শ্রীমন্-ভাবমিশ্রবিরচিত, ভাবপ্রকাশের পঞ্চম প্রকরণে চিকিৎসার সপ্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ।

অথ চিকিৎসার্থং রোগিণঃ পরীক্ষা
তত্র বাগ্‌ভটঃ।

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্।
আয়ুরাদি দৃশঃ স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম্।

আয়ুরাদি আদিশব্দাৎসাধ্যত্বাসাধ্যত্বাদি। 'দৃশা' দর্শনেন। অত্র সম্পদাদিত্যাশ্চ ভাবে ক্বিপ্। 'স্পর্শনংশীতাদি' শীতোষ্ণমৃদুকঠিনত্বাদি নাড়ী পরীক্ষণঞ্চ। প্রশ্নতঃ উদরলাঘবগৌরব-তৃষাঽতৃষা বুভুক্ষাঽবুভুক্ষাবলাবলাদি।
মিথ্যাদৃষ্টা বিকারা হি দুরাখ্যাতা স্তথৈব চ।
তথা দুষ্পরিপৃষ্টাশ্চ মোহয়েয়ু শ্চিকিৎসকান্॥
তত্র দর্শনং নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্ত্তব্যম্।

চিকিৎসার্থ রোগীর পরীক্ষা।

দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই তিন প্রকারে রোগীকে পরীক্ষা করিবে।

দর্শন দ্বারা রোগীর আয়ু, এবং রোগের সাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে, স্পর্শ দ্বারা দেহের শৈত্য, উষ্ণতা, মৃদুত্ব, কাঠিন্য ও নাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে এবং প্রশ্নদ্বারা উদরের লাঘব বা গৌরব, তৃষ্ণা বা অতৃষ্ণা, ভোজনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং রোগীর বলাবল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতরূপে রোগ দর্শন, বা অবস্থার বর্ণন অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণয় হয় না। দর্শন দ্বারা চক্ষু, জিহ্বা এবং মূত্রাদীরও পরীক্ষা করিতে হইবে।

তত্র নেত্রপরীক্ষা যথা।

নেত্রং স্যাৎ পবনাক্রান্তং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্।
কোটরান্তঃপ্রবিষ্টঞ্চ তথা শুষ্কবিলোকনম্॥
হরিদ্রাখণ্ডবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা।
দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎপিত্তকোপতঃ॥
চক্ষুর্বলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎসলিলপ্লুতম্।
তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্॥
নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎস্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্।
ত্রিদোষলিঙ্গসঙ্গেন তন্মারয়তি রোগিণম্॥
ত্রিদোষদূষিতং নেত্র মন্তর্মগ্নং ভৃশং ভবেৎ।
ত্রিলিঙ্গং সলিলস্রাবি প্রান্তেনোন্মীলয়ত্যপি॥

নেত্র পরীক্ষা।

বায়ুর প্রকোপ হইলে চক্ষু রুক্ষ ও ধূম্র বা অরুণবর্ণ হয়, কোটরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং দৃষ্টি শুষ্ক হয়। পিত্তের প্রকোপ হইলে চক্ষু রক্ত, হরিত বা হরিদ্রাখণ্ডের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, দীপের আলোক সহ্য হয় না এবং দাহ জন্মে। শ্লেষ্মের আধিক্য হইলে চক্ষু স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, হীনজ্যোতি, বলান্বিত ও জলে আপ্লুত হয়। একেবারে দুইটী দোষের আধিক্য হইলে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ত্রিদোষের লক্ষণ লক্ষিত হইলে রোগী বাঁচে না। ত্রিদোষে দূষিত হইলে চক্ষু অত্যন্ত বসিয়া যায়, অনবরত চক্ষু হইতে জল পড়ে এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ মাত্র উন্মীলিত হয়।

অথ জিহ্বাপরীক্ষা।

শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটনা রসনানিলাৎ।
রক্তা শ্যাবা ভবেৎপিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।
সৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণম্॥

জিহ্বা পরীক্ষা।

বায়ুর প্রকোপ হইলে জিহ্বা রুক্ষ, স্ফুটন এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, পিত্তের প্রকোপ থাকিলে জিহ্বা রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কফের প্রকোপ হইলে আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ লেপবিশিষ্ট হয়। ত্রিদোষের আধিক্যে জিহ্বা পরিদগ্ধ, খরস্পর্শও কৃষ্ণ বর্ণ হয়। এবং দুইটী দোষে দূষিত হইলে জিহ্বাতে উভয়েরই লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথ মূত্রপরীক্ষা।

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং রক্তং নীলঞ্চ পিত্ততঃ।
রক্তমেব ভবেদ্রক্তাদ্ধবলং ফেনিলং কফাৎ॥

মূত্র পরীক্ষা।

বাতের আধিক্য হইলে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ,

পিত্তের আধিক্যে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তের আধিক্যে রক্তবর্ণ এবং কফের আধিক্যে মূত্র ফেনিল ও ধবলবর্ণ হয়।

অথ শরীরস্থ শৈত্যোষ্ণত্বাদিজ্ঞানার্থং স্পর্শনং কার্য্যম্।

তত্র নাড়ীপরীক্ষামাহ।

পুংসো দক্ষিণহস্তস্য স্ত্রিয়ো বামকরস্য তু।
অঙ্গুষ্ঠমূলগাং নাড়ীং পরীক্ষেত ভিষগ্বরঃ॥
অঙ্গুলীভিস্ত তিসৃভির্নাড়ী মবহিতঃ স্পৃশেৎ।
তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জানীয়াৎকুশলোঽখিলম্॥
সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশীলিনঃ।
ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যক্ নাড়ী ন বুধ্যতে॥
বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে।
পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে॥
তর্জ্জনীমধ্যমা মধ্যে বাতপিত্তাধিকে স্ফুটা।
অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ॥
মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে।
অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎপ্রব্যক্তা সান্নিপাততঃ॥
বাতাদ্বক্রগতিঞ্চত্তে পিত্তাদুৎপ্লুত্যগামিনী।
কফান্মন্দগতি জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতি দ্রুতা॥
বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ।
বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকং ততঃ॥
উৎপ্লুত্য মন্দঞ্চলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে।
কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবহা ক্ষীণা চিন্তাভয়প্লুতা॥
স্থিত্বা স্থিত্বা চলেদ্যাসা সা হন্তি স্থানচ্যুতা তথা
অতিক্ষীণা চ শীতা চ প্রাণান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥
জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ সৈবং মন্দতরা মতা॥
চপলা ক্ষুধিতস্য স্যাৎ তৃপ্তস্য ভবতি স্থিরা।
সুখিনোঽপি স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা॥

শরীরের শৈত্য ওউষ্ণত্বাদি জানিবার জন্ত রোগীকে স্পর্শ করিবে।

নাড়ী পরীক্ষা।

ভিষগ্বর স্ত্রীলোকের বামহস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলবর্ত্তী নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। তিনটি অঙ্গুলি-দ্বারা মনোযোগের সহিত নাড়ী স্পর্শ করিবেন। সুনিপুণ বৈদ্য নাড়ীর গতি দেখিয়া রোগের ভাল মন্দ সমুদায় বুঝিতে পারেন। সদ্যস্নাত, নিদ্রিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাতুর, আতপে তাপিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী দেখিলে শরীরের অবস্থা সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় না। বায়ুর আধিক্য হইলে তর্জ্জনীতলে, পিত্তের আধিক্য হইলে মধ্যমাঙ্গুলীর নিম্নে এবং কফের আধিক্য থাকিলে তৃতীয় অঙ্গুলীর নিম্নে নাড়ী ব্যক্ত হয়। বাতপিত্তের আ-ধিক্য থাকিলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য-স্থলে,বাতশ্লেষ্মের আধিক্য থাকিলে অনা-মিকা ও তর্জ্জনীর মধ্যে এবং পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে মধ্যম ও অনামিকার মধ্যস্থলে নাড়ী লক্ষিত হয়। সান্নি-পাতিকে তিন অঙ্গুলিদ্বারাই নাড়ী লক্ষিত হয়। দেহে বায়ু প্রবল হইলে নাড়ী বক্রগতি, পিত্ত প্রবল হইলে নাড়ী উৎপ্লুতগতি, এবং কফ প্রবল হইলে মন্দ-গতি ধারণ করে। সান্নিপাতিকে নাড়ী অতিশয় দ্রুতগামিনী হয়। বাতপিত্তের আধিক্যে নাড়ী বক্র ও উৎপ্লুতগতি, বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে বক্র ও মন্দগতি এবং পিত্তশ্লেষ্মের আধিক্যে নাড়ী মন্দ ও উৎপ্লুতগতি ধারণ করে। কামাতুর

ও ক্রুদ্ধ হইলে নাড়ী বেগবতী হয়; এবং চিন্তিত ও ভীত ব্যক্তির নাড়ী ক্ষীণ হয়। নাড়ী যদি অতিশয় ক্ষীণ ও শীতল হয় অথবা কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্য হয় কিম্বা স্থানচ্যুত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। জ্বররোগে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী, অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে নাড়ী মন্দতর, ক্ষুধিত হইলে নাড়ী চঞ্চল, দেহ পরিতৃপ্ত হইলে নাড়ী স্থির এবং সুস্থ শরীরে নাড়ী স্থির ও বলবতী হয়।

অথ যেন যেন রোগাণাং জ্ঞানং স্যাত্তদাহ।

হেতুস্তদনু সংপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বরূপঞ্চ লক্ষণম্।
তথৈবোপশয়ঃ পঞ্চ রোগবিজ্ঞানহেতবঃ।

অতঃপর যদ্দ্বারা রোগনির্ণয় হয় তাহা বলা যাইতেছে—হেতু, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও উপশয় এই পাঁচটী উপায় দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

তত্র হেতোর্লক্ষণ মাহ।

যত্তু ন স্যাদ্বিনা যেন তস্য তদ্ধেতু রুচ্যতে।
শাস্ত্রে সংব্যবহারায় তৎ পর্য্যায়ান্ প্রচক্ষ্মহে।
নিদানং কারণং হেতুর্নিমিত্তং চ নিবন্ধনম্।
মূলমায়তনং তত্র প্রত্যয়োঽপি নিগদ্যতে।

অত্র হেতু র্ব্ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা।

বর্ষারুক্ষশ্রমহিমানশনানি মৈথুনশোকচিন্তা-ভয়াদয়ো বাতপ্রকোপহেতবো বাতজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি। শরৎকটুম্লোষ্ণতীক্ষ্ণক্রোধতৃষাক্ষুধা-ভিঘাতাতপাদয়ঃ পিত্তপ্রকোপহেতবঃ পিত্তজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি। বসন্তমধুরস্নিগ্ধশীতাদয়ঃ কফ-প্রকোপহেতবঃ কফজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি।

হেতুর লক্ষণ।

যে ঘটনা না ঘটিলে অপর ঘটনা ঘটে না তাহাকে সেই অপর ঘটনার হেতু বলা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে হেতুর ব্যবহার আছে বলিয়া উহার পর্য্যায় বা নামান্তর বলা যাইতেছে। হেতুকে নিদান, কারণ, নিমিত্ত, নিবন্ধন, মূল, প্রত্যয় এবং আয়তনও বলে। হেতু যে রোগনির্ণয়ের কারণ তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা বর্ষা, রুক্ষতা, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, শোক, চিন্তা ও ভয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া বাতজ রোগ জন্মায় সুতরাং বর্ষাদি বাতজ রোগের হেতু; শরৎকাল, কটু, অম্ল, উষ্ণ, ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অভিঘাত ও আতপ প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিক রোগ জন্মায়। অতএব উহারা পৈত্তিক রোগের কারণ। বসন্তকাল, মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং শীতাদি কারণে কফ প্রকুপিত হইয়া কফজ ব্যাধি জন্মায় অতএব বসন্তাদি কফজ রোগের হেতু।

অথ সংপ্রাপ্তের্লক্ষণমাহ।

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
উৎপত্তি র্বামযস্যাসৌ সংপ্রাপ্তি র্জ্জাতি রাগতিঃ।

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথাকারণভেদেন দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা। অনেকধা দোষাণাং বিসর্পণা ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগাদিগতিভেদেন। তথা চ বিসর্পতা আময়স্য যা উৎপত্তিঃ অসৌ-সংপ্রাপ্তিঃ। শাস্ত্রব্যবহারায় সংপ্রাপ্তেঃ পর্য্যা-য়ানাহ জাতিরাগতিরিতি।

সংপ্রাপ্তির লক্ষণ।

বাতাদি দোষ কারণবিশেষে কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধ বা তির্য্যগাদি গতি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ জন্মাইলে সংপ্রাপ্তি জাতি বা আগতি বলা যায়।

সংপ্রাপ্তে রৌপাধিকভেদানাহ।
সঙ্খ্যাবিকল্পপ্রাধান্যবলকালবিশেষতঃ।
সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যতেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি।

সঙ্খ্যাদিরূপা যে বিশেষাস্তেভ্যঃ সা সংপ্রাপ্তি র্ভিদ্যতে ভেদবতী ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র সঙ্খ্যাং বিবৃণোতি। যথা জ্বরোঽষ্টধা অতীসারঃ ষড়্বিধ ইত্যাদি। বিকল্পং বিবৃণোতি। দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পনা, সমবেতানাং সমুদিতানাং দোষাণাং অশাংশকল্পনা হীনমধ্যাধিকভেদৈর্ভাগকল্পনা বিকল্পঃ। প্রধানাং বিবৃণোতি।

স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ। ব্যাধেঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাধান্যং পারতন্ত্র্যেণা প্রাধান্যঞ্চ বদেদিত্যর্থঃ। যথা স্বতন্ত্রস্য জ্বরস্য প্রাধান্যং জ্বরাধীনানাং শ্বাসাদীনামপ্রাধান্যম্।

সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল এবং কালের ভেদ অনুসারে সংপ্রাপ্তির ভেদ জানিবে। সংখ্যা—যথা জ্বর, আট প্রকার অতিসার ছয় প্রকার ইত্যাদি। মিলিত বাতাদিদোষের প্রত্যেকের অংশাংশ কল্পনা অর্থাৎ কোন্ দোষের প্রকোপ অধিক কোন্ দোষের প্রকোপ কম বা কোন্ দোষের প্রকোপ মধ্যম ইত্যাদি প্রকার বিবেচনা করাকে বিকল্প বলে। ব্যাধির স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য বিবেচনা করিয়া ব্যাধির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য নির্দ্দেশ করিবে। যেমন স্বতন্ত্র জ্বরে সামান্য শ্বাসাদি সংশ্লিষ্ট থাকিলে জ্বরেরই প্রাধান্য ও শ্বাসাদির অপ্রাধান্য স্বীকার করা যায়।

বলং বিবৃণোতি।

হেত্বাদিকার্ৎস্ন্যাবয়বৈর্বলাবলবিশেষণম্।

অত্রাপি ব্যাধেরিত্যনুবর্ত্ততে। হেত্বাদেঃ হেতু পূর্ব্বরূপরূপাণাম্ কার্ৎস্নেন্য সাকল্যেন অবয়বৈঃ একদেশেন ব্যাধের্বলাবলয়োর্ব্বিশেষণম্ বিশেষবোধঃ।

হেতু, পূর্ব্বরূপ, ও রূপ প্রভৃতি লক্ষণের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা ব্যাধির বলাবল জানা যায়। অর্থাৎ যে ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাহাকে প্রবল এবং যাহার পূর্ব্ব লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পায় তাহাকে অপ্রবল বা সামান্য রোগ বলা যায়।

কালং বিবৃণোতি।

নক্তং দিনর্তুভুক্তাংশৈর্ব্যাধিকালো যথা মলম্।

নক্তমত্রাব্যয়ং রাত্রিবাচকম্। এতৈর্নৈতদুক্তং যস্মিন্নক্তাদিরংশো যস্য দোষস্য প্রকোপ উক্তোঽস্তি সোঽংশস্তস্য দোষজস্য ব্যাধেঃ কাল ইত্যর্থঃ।

রাত্রি, দিবা, আহার ও ঋতু ইহাদিগের যে সময়ে যে দোষের প্রকোপ হয় বলিয়া উক্ত আছে সেই সময়ই তদ্দোষজ ব্যাধির বৃদ্ধ্যাদির কাল জানিবে অর্থাৎ রাত্রির প্রথমে জ্বরের প্রকোপ হইলে কফজ্বর, মধ্যে বৃদ্ধি হইলে পিত্তজ্বর এবং রাত্রিশেষে বৃদ্ধি হইলে বাতজ্বর

জানিবে ইত্যাদি। দিবা, আহার ও ঋতুর পক্ষেও ঐরূপ জানিবে।

নক্তাদেরংশেষু বাতাদিপ্রকোপ উক্তো বাগ্‌ভটেন।

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমা-
দিতি।

'তে' বাতপিত্তকফাঃ।

ঋতুষু বাতাদিকোপো যথা।
বর্ষাসু শিশিরে বায়ুঃ পিত্তং শরদি উষ্ণকে।
বসন্তে তু কফঃ কুপ্যেদেষা প্রকৃতিরার্ত্তবী।

রাত্র্যাদির কোন্ সময়ে কোন্ দোষের প্রকোপ হয় তাহা বাগ্‌ভট কহিয়াছেন, যথা বাত, পিত্ত ও কফ সমস্ত দেহব্যাপী হইলেও তাহারা হৃদয় ও নাভির অধঃ, মধ্য ও উর্দ্ধদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বয়স, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের অন্তে, মধ্যে ও প্রারম্ভে তাহারা যথাক্রমে কুপিত হয় অর্থাৎ বাল্যকালে কফের প্রকোপ, মধ্যবয়সে পিত্তের প্রকোপ এবং বৃদ্ধকালে বায়ুর প্রকোপ হয়। এইরূপ রাত্রি, দিন ও ভোজনের প্রথম, মধ্যম ও শেষকালে যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ হয়। কোন্ ঋতুতে কোন্ দোষের প্রকোপ হয় তাহাও বলা যাইতেছে। বর্ষা ও শীতকালে বায়ুর প্রকোপ, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে পিত্তের প্রকোপ এবং বসন্ত কালে কফের প্রকোপ হয়। স্বভাবতঃ ঋতুতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সংপ্রাপ্তি র্ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা।

মিথ্যাহারবিহারকুপিতবাতাদ্যামাশয়গমন-রসদূষণকোষ্ঠাগ্নিবহির্নিরশনরূপং জ্বরোৎপত্তিপ্রকারং বোধয়তি। তথা ব্যাধীনাং সঙ্খ্যাদোষাংশাংশকল্পনাপ্রাধান্যবলকালংশ্চ বোধয়তি। তেষু জ্ঞাতেষু চিকিসাবিশেষশ্চ স্যাৎ।

সংপ্রাপ্তি রোগজ্ঞানের হেতু অর্থাৎ উহার দ্বারা রোগ জানা যায়। যেমন বাতাদি দোষ আহার ও বিহারের দোষে কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমন, রসদূষণ, কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্দেশে (চর্ম্মাদিতে) বহিষ্করণ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ভাবী জ্বরের আভাষ এবং ব্যাধির সংখ্যা, উৎপন্ন রোগে বাতাদি দোষের পরিমাণ কল্পনা, রোগের প্রাধান্য, বল ও কাল জ্ঞাপন করে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলে সম্যক্‌রূপে চিকিৎসাকার্য্য সমাধা হয়।

অথ পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণমাহ।

পূর্ব্বরূপস্তু তদ্‌যেন বিদ্যাদ্ভাবিনমাময়ম্।
সামান্যং চ বিশিষ্টঞ্চ দ্বিবিধংতদুদাহৃতম্॥
সামান্যং তত্র দোষাণাং বিশেষৈরনধিষ্ঠিতম্।
বিশিষ্টমীষদ্ব্যক্তং স্যাদ্বিশেষৈশ্চ সমন্বিতং॥

দোষাণাং বিশেষাঃ জৃম্ভাতিশয়নেত্রদাহা-গ্নিমান্দ্যাদয়ঃ।

তত্র পূর্ব্বরূপং ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা। শ্রমাদয়ো ভাবিনং জ্বরং বোধয়ন্তি। অথচ শ্রমএব শ্রমাদয়োঽতিশয়িতজৃম্ভায়ুক্তা ভাবিনং বাতজ্বরং, নেত্রদাহযুক্তাঃ ভাবিনং পিত্তজ্বরং বহ্নিমান্দ্যযুক্তা ভাবিনং কফজ্বরং বোধয়ন্তি।

পূর্ব্বরূপের লক্ষণ।

যদ্দ্বারা ভাবী রোগের নিশ্চয় হয় অর্থাৎ রোগ হইবে এরূপ জানা যায় তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ সামান্য ও বিশিষ্ট। যে সকল লক্ষণ-দ্বারা কেবলমাত্র রোগ হইবে জানা যায় কিন্তু কোন্ দোষের প্রকোপজন্য সে রোগ তাহার নিশ্চয় হয় না তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে এবং যে ঈষৎব্যক্ত লক্ষণ দ্বারা দোষবিশেষের প্রকোপ স্থিরীকৃত হয় তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ কহে। শ্রম, বাত, বিবর্ণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা জ্বর হইবে এই মাত্র জানা যায় কিন্তু সে জ্বর বাতজ কি পিত্তজ তাহা স্থির বলা যায় না সুতরাং শ্রমাদিকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলিতে হইবে। জ্বরোৎ-পত্তিসূচক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সত্ত্বে যদি হাই উঠে তাহা হইলে বাতজ্বর,চক্ষু জ্বালা করে তাহা হইলে পিত্তজ্বর এবং অন্নে অরুচি হয় তাহা হইলে শ্লেষ্মজ্বর হইবে বুঝিতে হইবে, সুতরাং হাই উঠা প্রভৃ-তিকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলিতে হইবে। অতএব ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বরূপ রোগনির্ণয়ের হেতু।

অথ লক্ষণস্য লক্ষণমাহ।

পূর্ব্বরূপং বিশিষ্টং যদ্ব্যক্তং তৎ লক্ষণং স্মৃতং।
সংস্থানং লিঙ্গচিহ্নে চ ব্যঞ্জনং রূপমাকৃতিঃ।

বিশিষ্টং পূর্ব্বরূপং ঈষদ্ব্যক্তং রূপং। তদেব সম্যগ্ ব্যক্তং লক্ষণং স্মৃতং। তস্য শাস্ত্রে ব্যব-হারার পর্য্যায়নাহ সংস্থানমিত্যাদি। লক্ষণং ব্যাধেজ্ঞানায় হেতুর্যথা।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণন্তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগে তু স জ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যুগপদেতল্লক্ষণং জ্বরং বোধয়তি।

লক্ষণের লক্ষণ।

বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ (ঈষৎব্যক্ত লক্ষণ) সম্যক্প্রকারে ব্যক্ত হইলে তাহাকে লক্ষণ বলে। লক্ষণের অপর নাম সংস্থাপন, লিঙ্গ, চিহ্ন, ব্যঞ্জন,রূপ ও আকৃতি।

ঘর্ম্মের অবরোধ, সন্তাপ, ও সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ যে রোগে এককালীন এই কয়টি লক্ষণ লক্ষিত হয় তাহাকে জ্বর বলে অর্থাৎ এককালীন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জ্বরের নির্ণয় হয় সুতরাং লক্ষণ যে রোগজ্ঞানের হেতু তাহার আর সংশয় নাই।

অথোপশয়স্য লক্ষণমাহ।

ঔষধান্নবিহারাণামুপয়োগং সুখাবহং।
নৃণামুপশমংবিদ্যাৎ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ।

উপশয়ের লক্ষণ।

সুখাবহ অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর ঔষধ, আহার ও বিহারের অপর নাম উপশয় বা সাত্ম্য।

তত্র বাতস্যোপশয়মাহ।

মধুরলবণসাম্লস্নিগ্ধনস্যোষ্ণনিদ্রা
গুরুরবিকরবস্তিস্বেদসংমর্দ্দনানি।
দহনজলদশোষাভ্যঙ্গসন্তর্পণানি
প্রকুপিতপবমানং শান্তমেতানি কুর্য্যুঃ।

বাতের উপশয়।

স্নিগ্ধ, মধুর, লবণ ও অম্লরস-বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, প্রখর রৌদ্র, স্বেদ, সংমর্দ্দন, স্লেহকে উষ্ণ করণ, নস্যপ্রয়োগ, নিদ্রা, বস্তিকার্য্য, সন্তর্পণ, তৈলাদি দ্বারা অভ্যঙ্গ, দধি ও জল প্রভৃতি আহার বিহার, পানীয় দ্রব্য ও ঔষধ সেবন দ্বারা কুপিত বায়ুর শান্তি হয়।

অথ পিত্তস্যোপশয়মাহ।

তিক্তস্বাদুকষায়শীতপবনচ্ছায়ানিশাবীজনং
জ্যোৎস্নাভূগৃহযন্ত্রবারিজলজস্ত্রীগাত্রসংস্পর্শনম্।
সর্পিঃক্ষীরবিরেকসেকরুধিরস্রাবপ্রদেহাদিকং
পানাহারবিহারভেষজমিদং পিত্তং প্রশান্তিং নয়েৎ॥

পিত্তের উপশয়।

নিম্নলিখিত আহার, বিহার, পানীয় দ্রব্য ও ঔষধ দ্বারা কুপিত পিত্তের শান্তি হয় যথা—তিক্ত, স্বাদু, কষায় ও শীতলদ্রব্য, ঘৃত, দুগ্ধ, শীতলবায়ু, ছায়াযুক্ত স্থান, নিশার বায়ু, জ্যোৎস্না, ভূগৃহ, যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত জল, পদ্ম, স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ, বিরেচন, সেক, রক্তস্রাবও প্রদেহাদি।

অথ কফস্যোপশয়মাহ।

রুক্ষক্ষারকষায়তিক্তকটুকব্যায়ামনিষ্ঠীবনং
ধূমাদ্যুষ্ণশিরোবিরেকবমনস্বেদোপবাসাদিকং।
তৃড়্বাতাধ্বনিযুদ্ধজাগরজলক্রীড়াঙ্গনাসেবনং
পানাহারবিহারভেষজমিদং শ্লেষ্মাণমুগ্রং হরেৎ॥

কফের উপশয়।

নিম্নলিখিত আহার, বিহার পানীয় দ্রব্য ও ঔষধ দ্বারা কফের শান্তি হয় যথা—রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, নিষ্ঠীবন, ধূমসেবন, উষ্ণতা, শিরোবিরেচন, বমন, স্বেদ, উপবাস, স্ত্রীগমন, পথভ্রমণ, বায়ু সেবন, তৃষ্ণা, নিযুদ্ধ, জাগরণ ও জলক্রীড়া।

জলক্রীড়া কফং কথং হরতি তদাহ। জলক্রীড়াজনিতশৈত্যেনাবরুদ্ধোষ্মা পঙ্কলিপ্তাভিতঃ পাকাগ্নিরিবোগ্রো ভূত্বা কফং শোষয়তীতি সমাধিঃ। উপশয়ো ব্যাধেস্তু নায় হেতুর্যত উক্তশ্চরকেণ। গূঢ়লিঙ্গং সংকীর্ণলক্ষণঞ্চ ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং পরীক্ষেদিতি।

জলক্রীড়াদ্বারা কিরূপে কফের শান্তি হয় তাহা বলা যাইতেছে, জলক্রীড়াজনিত শৈত্যপ্রযুক্ত দেহস্থ উষ্মা অবরুদ্ধ হইয়া পঙ্কলিপ্ত পাকাগ্নির ন্যায় প্রখর হইয়া কফকে শুষ্ক করে।

উপশয়দ্বারা রোগ জানা যায়। কারণ চরকে উক্ত আছে যে, যে রোগের লক্ষণ প্রকাশিত বা সম্যকুরূপে ব্যক্ত হয় নাই, উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিবে।

তথা চ সুশ্রুতে।

অভ্যঙ্গস্বেদনস্নেহৈর্ব্বিকারো বাতকোপনঃ।
শাম্যেত্তত্র তু বিজ্ঞেয়ং রক্তমত্রাস্তি দূষিতম্॥
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনং॥

সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং সন্নিকৃষ্টং কারণং কুপিতাঃ স্বহেতুদুষ্টা মলাঃ বাতপিত্তকফা এবেত্যন্বয়ঃ।

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

দোষা এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণামেককারণমিতি।

যদ্যাগন্তুজব্যাধিষু ব্যভিচারঃ স্যাৎ। তন্ন। তত্রাপ্যুৎপত্ত্যনন্তরং দোষপ্রকোপস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। উৎপন্নদ্রব্যেষু গুণযোগস্যেব। উক্তঞ্চ চরকে। আগন্তুর্হি যথা পূর্ব্বো জায়তে পশ্চান্নিজৈর্দ্দোষৈরনুবধ্যত ইতি। তৎপ্রকোপস্য তু, দোষপ্রকোপস্যতু নিদানং। 'বিবিধাহিত সেবনং' বিবিধানি নানাবিধানি যান্যহিতান্যসাত্ম্যান্যাহারবিহারাদীনি। তেষাং সেবনং প্রোক্তং।

সুশ্রুত আরও কহিয়াছেন যে বাতজ রোগ যদি অভ্যঙ্গ, স্বেদ বা স্নেহন দ্বারা আরোগ্য না হয় তাহা হইলে রক্ত দূষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বহেতুদুষ্ট বাতাদি দোষই সকল রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ এবং বিবিধ অহিতাচরণই বাতাদির প্রকোপের কারণ। বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন বাত, পিত্ত ও কফই সকল প্রকার রোগের একমাত্র কারণ। যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে বাতাদি দোষ আগন্তু ব্যাধির কারণ কিরূপ হইবে। তাহার মীমাংসা এই। যেমন কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইলেই তাহাতে গুণের যোগ হয়, সেইরূপ আগন্তুজ রোগ উৎপন্ন হইলে পর তাহাতে অবশ্য বাতাদির প্রকোপ দৃষ্ট হইবে। চরকেও উক্ত আছে আগন্তুজ রোগ পূর্ব্বে জন্মে পশ্চাৎ নিজ দোষে অনুবদ্ধ হয়। অতএব বাতাদি দোষ আগন্তুজ ব্যাধিরও কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

যথা বায়োঃ প্রকোপস্য নিদানানি।

নীবারত্রিপুটঃ সতীনচণকশ্যামাকমুদ্গাঢকী-
নিষ্পাবাশ্চমকুষ্ঠকশ্চ বরটী মঙ্গল্যকঃ কোদ্রবাঃ।
যদ্‌ দ্রব্যং কটুকং সতিক্তুবরং শীতঞ্চ রুক্ষং লঘু
স্বল্পাশো বিষমাশনং নিরশনং ভুক্তে হ্যজীর্ণেঽশনম্‌॥
ভুক্তং জীর্ণতরং পরিশ্রমতরোরোগার্ত্তাদিকোক্তং ঘনম্‌
বাহুভ্যাস্তরণস্তরোঃ প্রপতনং মার্গেঽতিযানপদা।
দণ্ডাদিপ্রহৃতিস্তথোচ্চপতনম্‌ ধাতুক্ষয়ো জাগরঃ
মার্গস্যাবরণং ব্যবায়ভৃশতা বাতাদিবেগাহতিঃ॥
অত্যর্থং বমনং বিরেচন মতিস্রাবোঽধিকশ্চাসৃজো
রোগান্মাংসবিহীনতাতিমদনশ্চিন্তা চ শোকো ভয়ম্‌।
বর্ষা বৈ শিশিরো দিনস্য রজনের্ভাগৌ তৃতীয়ৌ ঘনাঃ
প্রায়াতস্তুহিনং শরীরমরুতো দুষ্টেরমী হেতবঃ॥

'নীবারঃ' প্রসাধিকাঃ। নীভাইতি লোকে। 'ত্রিপুটঃ' খেসারী ইতি লোকে। 'সতীনঃ' বর্ত্তুলকলায়ঃ 'নিষ্পাবঃ' কোলসিম্বীসদৃশফলা। রাজশিম্বিস্তস্যা বীজময়ং ভবতি। 'বরটী' বরাটিকা, কুসুম্ভবীজম্‌, বংরৈ ইতি লোকে। 'মঙ্গল্যকঃ' মসুরঃ।

বিষমাশনম্‌।

বহুস্তোক মকালে বা ভুক্তং তদ্বিষমাশনম্‌।

'অতিযানম্‌' পাদাভ্যামতিচলনম্‌। তরোঃ প্রপতনম্‌। তরোরিত্যুপলক্ষণম্‌। জাগরঃ রাত্রৌ। বাতাদিবেগাহতিঃ। আদিশব্দেন বিণ্মূত্রাশ্রুহিক্কোদ্গারছর্দ্দিশুক্রক্ষুত্তৃষোচ্ছ্বাসনিদ্রাঃ সংগৃহ্যন্তে। দিনস্য ত্রিধা বিভক্তস্য। এবং রজন্যেশ্চ। যস্য যস্য পুনরুক্তিস্তেন তেন বাতস্যাতিদুষ্টির্ব্বোদ্ধব্যা।

বায়ুর প্রকোপের কারণ।

নীবার, খেঁসারি, রাজশিম্বী, শ্যামাক, মুগ, অড়র, ছোলা, কুসুম্ভ বীজ,

নিষ্পাব, বনমুগ, মসুর ও কোদ্রব (কোদ ধান্য) এবং কটু, তিক্ত, কষায়, শীতল, মধু ও রুক্ষ দ্রব্য, অনাহার,অল্প বা বিষম আহার, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইলে ভোজন, পরিশ্রম, উষ্ণতা, রৌদ্র, সন্তরণ,ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতন,অতিশয় পথ চলন, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত, ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, মার্গের আবরণ, অতিরিক্ত মৈথুন, বাতাদির বেগরোধ, অতিরিক্ত বমন, বিরেচন বা রক্তস্রাব, রোগপ্রযুক্ত শীর্ণদেহতা, কামে অতিরিক্ত প্রবৃত্তি, চিন্তা, শোক বা ভয়, বর্ষা ও শীতকাল, দিবস বা রাত্রির শেষভাগ, প্রত্যুষ সময়ের বায়ুসেবন, মেঘ ও হিম এই সমস্ত কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। এস্থলে "বাতাদি" এই শব্দের আদিশব্দে মল, মূত্র, অশ্রু, হিক্কা, উদ্গার, ছর্দ্দি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উচ্ছ্বাস ও নিদ্রা বুঝিতে হইবে। অসময়ে অল্প বা বহু পরিমাণে আহার করাকে বিষম ভোজন বলে। দিবস ও রাত্রিকে তিন ভাগ করিয়া তাহার তৃতীয় ভাগকে শেষ ভাগ বলিতে হইবে। এ স্থলে যে যে আহার ও বিহারাদি পুনরুক্ত হইয়াছে তাহাতে বায়ু অধিক দুষ্ট হয় বুঝিতে হইবে।

অথ পিত্তস্য প্রকোপকারণানি যথা।

কট্বম্লোষ্ণবিদাহিতীক্ষ্ণলবণক্রোধোপবাসাতপ-
স্ত্রীসম্ভোগতৃষ্ণাক্ষুধাভিহননব্যায়ামমদ্যাদিভিঃ।
ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনে চ শরদি গ্রীষ্মে তথা প্রাণিনাম্
মধ্যাহ্নে চ তথার্দ্ধরাত্রসময়ে পিত্তপ্রকোপো ভবেৎ।

বিদাহিলক্ষণম্।

বিদাহিদ্রব্যমুদ্গার মম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎপাকঞ্চ্ছতি তচ্চিরাৎ॥

অন্যচ্চ।

মাষৈস্তিলৈঃ কুলত্থৈশ্চ মৎস্যের্ম্মেষামিষেণ চ।
গব্যেন দধিতক্রেণ নৃণাং পিত্তং প্রকুপ্যতি॥

পিত্তের প্রকোপের কারণ।

নিম্ন লিখিত আহার ও বিহার দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হয় যথা—কটু, উষ্ণ, অম্ল, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র সেবন, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভিঘাত এবং পরিশ্রম বা মদ্যাদি সেবন দ্বারা, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, ভোজনের মধ্যে, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, এবং দিবসের মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধরাত্রে পিত্তের প্রকোপ হয়।

বিদাহির লক্ষণ—যে দ্রব্য ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয় না এবং অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা, ও বুকজ্বালা উপস্থিত হয় তাহাকে বিদাহী দ্রব্য বলে।

গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে মাষ কলাই, তিল, কুলত্থ কলাই, মৎস্য, মেষমাংস, গব্য দধি ও তক্র সেবন করিলে পিত্তের প্রকোপ হয়।

অথ শ্লেষ্মপ্রকোপকারণানি যথা।

গুরুপটুমধুরাম্লস্নিগ্ধমাষৈস্তিলৈশ্চ
দ্রবদধিদিননিদ্রাশীতনিশ্চেষ্টতাভিঃ।

প্রথমদিবসভাগে রাত্রিভাগেঽপি চাদ্যে
ভবতি হি কফকোপো ভুক্তমাত্রে বসন্তে ॥

শ্লেষ্মার প্রকোপের কারণ।

গুরুপাক, পটু, মধুর, অম্ল বা স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, মাষ কলাই, তিল, তরল দধি, দিবানিদ্রা, শীত সেবন, ও নিশ্চেষ্টতা দ্বারা, দিবস ও রাত্রির প্রথম ভাগে ও বসন্ত কালে এবং ভুক্তমাত্রে কফের প্রকোপ হয়।

'প্রথমদিবসভাগে' ত্রিধাবিভক্তস্য দিবসস্য প্রথমভাগে। এবং রাত্রেশ্চাদ্যে ভাগে। ননু সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং দুষ্টা দোষা এব কিমন্যদপ্যস্তীতি সংশয়ে চরক আহ।

নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপলক্ষ্যতে ইতি।

রোগস্য নিদানার্থকরঃ নিদানস্য রোগোঽপি উপলক্ষ্যতে দৃশ্যতে।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ।

তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্ত মুদীর্য্যতে।
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শ্বাসশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোফ এব চ।
অর্শোভ্যো জাঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্রতিশ্যায়াদথোৎকাসঃ কাসাৎসংজায়তে ক্ষয়ঃ।

এস্থলে দিবসের ও রাত্রির প্রথম ভাগ বলিতে দিবস ও রাত্রিকে তিন ভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ বুঝিতে হইবে। যদি এরূপ সংশয় হয় যে, দুষ্ট দোষই সকল রোগের একমাত্র কারণ কি রোগের কারণান্তর আছে। এই সংশয়নিরাকরণের জন্য চরক লিখিয়াছেন একটি রোগও অপর রোগের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে। যথা জ্বরের সন্তাপহেতু রক্তপিত্তরোগ জন্মে, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর এবং জ্বর ও রক্তপিত্ত হইতে শ্বাস উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদরী, উদরী হইতে শোফ, অর্শ হইতে ক্লেশজনক উদরী ও গুল্ম, পীনস হইতে উৎকাশ এবং কাশ হইতে ক্ষয় রোগ জন্মে।

অন্যে ত্বাহুর্ম্মধুকোষে। রোগস্য রোগশ্চেন্নিদানং তথা নিদানমিত্যেবোচ্যতে। তদ্বিহায় নিদানার্থকর ইতি বচনমেতদ্‌বোধয়তি রোগস্য রোগো নিদানার্থকরঃ নিদানকার্য্যকরণে সহায়ঃ। নিদানন্তু রক্তপিত্তাদীন্ কতিচিদ্রোগান্ প্রতি জ্বরাদিরেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। অতএবাগ্রে স্পষ্টমেব চরকঃ। কশ্চিদ্ধি রোগস্য হেতুর্ভূত্বেতি। প্রথমস্য রোগস্য জ্বরাদের্যো দুষ্টো দোষো হেতুঃ স এব পশ্চাদ্ভাবিনো রক্তপিত্তাদেরপি রোগস্য হেতুঃ। সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ ইতি নিয়মাৎ। তন্ন। তদা রক্তপিত্তাদেরুপদ্রবলক্ষণএব যোগেন রোগত্ববিঘাতঃ স্যাত্ততঃ সর্ব্বেষামিতি বচনং সামান্যম্। নিদানার্থকর ইতি বিশেষবচনাৎ।

মধুকোষে উক্ত আছে যে রোগই যদি রোগান্তরের নিদান হইত তাহা হইলে নিদানার্থকর এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া কেবল মাত্র "নিদান" এইরূপ প্রয়োগ থাকিত। অতএব নিদানার্থকর এই শব্দ থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে একটি রোগ অন্য রোগোৎপত্তির কারণের সহকারী মাত্র মূলীভূত কারণ নহে। অতএব জ্বরাদি, রক্তপিত্তাদি কতিপয় মাত্র রোগের হেতু ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এই জন্য পূর্ব্বে চরক স্পষ্ট লিখিয়াছেন

যে "কোন রোগ অপর কোন রোগের হেতু হইয়া ইত্যাদি"। কুপিত বাত, পিত্ত ও কফ সকল রোগেরই নিদান এই বচনপ্রমাণে যদি এরূপ বলা যায় যে দুষ্ট দোষ জ্বরাদি রোগের হেতু সেই দুষ্ট দোষই পশ্চাদ্ভাবি রক্তপিত্তাদি রোগেরও হেতু, তাহা হইলে রক্তপিত্তাদির রোগত্বই থাকে না। যে হেতু নিদানে উক্ত আছে যে জ্বরাদিই রক্তপিত্তাদির উৎপত্তির কারণ সুতরাং জ্বরাদি ভিন্ন কারণে কখনই রক্তপিত্তাদি জন্মাইতে পারে না। অতএব উহা সঙ্গত নহে। অতএব "সর্ব্বেষাম্ "সকল রোগের, এই বচন সামান্য এবং 'নিদানার্থকর' এই বচন বিশেষ।

রোগস্য হেতৌ রোগস্য বৈচিত্র্যমাহ।
কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি।

যথা জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রশাম্যতি। ননু যেন দোষোদ্রেকেণ জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদিতবাংস্তস্মিন্ সতি স তু জ্বরঃ কথং শাম্যতি। তত্র ব্যাধিস্বভাব এব কারণমিতি ন দোষঃ।

রোগের হেতুর জন্য রোগের বৈচিত্র্য বলা যাইতেছে। কোন রোগ রোগান্তরের কারণস্বরূপ হইয়া স্বয়ং প্রশান্ত হয়। যেমন জ্বর রক্তপিত্তকে জন্মাইয়া স্বয়ং উপশম লাভ করে। যদি এরূপ বলা যায় যে, যে দোষোৎপত্তি দ্বারা জ্বর রক্তপিত্তকে উৎপন্ন করিয়াছিল সে দোষ সত্ত্বে সেই জ্বর আরোগ্য হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই রোগের স্বভাবই ইহার কারণ সুতরাং ওরূপ হইবার বাধা কি?

ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেত্বর্থং কুরুতেঽপি চ।
অন্যো হেত্বর্থমপি কুরুতে স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি। যথা প্রতিশ্যায়ঃ উংকাসং করোতি স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি। তথার্শো জঠরগুল্মৌ করোতি স্বয়ঞ্চ ন নিবর্ত্তত ইতি।

এই প্রকারে কোন কোন রোগ অপর রোগকে উৎপন্ন করে কিন্তু স্বয়ং উপশম লাভ করে না। যেমন প্রতিশ্যায় কাসরোগ উৎপন্ন করে কিন্তু স্বয়ং উপশম লাভ করে না। অর্শ, জঠর ও গুল্ম উৎপন্ন করে কিন্তু স্বয়ং নিবৃত্ত হয় না।

অথ দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধানাং ক্ষীণানাঞ্চ চিকিৎসামাহ সুশ্রুতঃ।

অত্যন্তকুৎসিতাবেতৌ সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু স্থূলঃ ক্ষীণো ন পূজিতঃ॥
কর্ষয়েদ্বৃংহয়েচ্চাপি সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ।
রক্ষণঞ্চাপি মধ্যস্য কুর্ব্বীত কুশলো ভিষক্॥
অন্যচ্চ।
ক্ষপয়েদ্ বৃংহয়েচ্চাপি দোষধাতুমলান্ ভিষক্।
নরো রোগান্বিতো যাবদ্রোগেণ রহিতো ভবেৎ॥

'ক্ষপয়েৎ' প্রবৃদ্ধান্দোষধাতুমলাংস্তত্র ক্ষৈণ্যহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈর্হ্রাসয়িত্বা সমীকুর্য্যাৎ। 'বৃংহয়েৎ' ক্ষীণান্দোষাদীংস্তত্তদ্বৃদ্ধিহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈর্বর্দ্ধয়িত্বা সমীকুর্য্যাৎ।

অতঃপর বৃদ্ধ ও ক্ষীণ দোষ, ধাতু ও মলের চিকিৎসা বলা যাইতেছে—স্থূল ও কৃশ এই উভয় প্রকারের মনুষ্যই কুৎসিত। সুতরাং উহারা চিকিৎসার পক্ষে সুখসাধ্য নহে। মধ্যশরীর মনুষ্যই

শ্রেষ্ঠ। সুনিপুণ বৈদ্য স্থূল ও কৃশ ব্যক্তিকে যথাক্রমে কর্ষণ ও বৃংহণ দ্বারা এবং মধ্য-শরীর ব্যক্তিকে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যত দিন না রোগান্বিত ব্যক্তির রোগশান্তি হয় ততদিন পর্য্যন্ত বৈদ্য দোষ, ধাতু ও, মলকে ক্ষপণ ও বৃংহণ করিবে। অর্থাৎ যে সকল আহার, বিহার ও ঔষধ সেবন করিলে দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষীণতা হয় সেই সকল আহার, বিহার ও ঔষধাদির দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষ, ধাতুও মলের হ্রাস করত রোগের শান্তি করিবে এবং যেরূপ আহার, বিহার ও ঔষধ সেবন করিলে দোষাদির বৃদ্ধি হয় সেইরূপ আহার, বিহার ও ঔষধাদির দ্বারা ক্ষীণদোষা-দিকে বর্দ্ধিত করত রোগ শান্তি করিবে।

অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মাধবঃ।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্॥

যে উপায়দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ লাভ করে বৈদ্যের সেই উপায় অবলম্বন করাই উচিত। কারণ স্বাস্থ্য সকলেরই সর্ব্বদা অভিপ্রেত।

স্বস্থস্য লক্ষণমাহ।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে।

'সমক্রিয়ঃ' শরীরানুরূপকর্ম্মা। আত্মাত্র শরীরং।

সুস্থের লক্ষণ।

বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু, ও মল সমভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকিলে এবং যেরূপ শরীর তদনুরূপ কার্য্য করিলে সুস্থ বলা যায়।

তন্ত্রান্তরেঽপি।

বিণ্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতা কাঙ্ক্ষান্নপানে রুচি-
র্ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাববোধৈঃ সুখম্।
গৃহ্নীতে বিষয়ান্যথাসমুচিতান্ বৃত্তিং মনোবৃত্তিভূঃ।
স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তোরিদং লক্ষণম্।
'রুচিঃ' শরীরকান্তিঃ।

তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে যে মল, মূত্র এবং সমস্ত দোষ ও ধাতুর সমতা, অন্ন ও পানীয় দ্রব্যে ইচ্ছা, দেহের কান্তি, ভুক্তবস্তুর পরিপাক এবং পরিপাকানন্তর পুষ্টি, নিদ্রা ও জাগরণে সচ্ছন্দতা, সমুচিত বিষয়গ্রহণ ও মনোবৃত্তির কার্য্য-করণ এই চতুর্দ্দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত হইলে জন্তুকে সুস্থ বলা যায়।

নন্বহর্নিশর্ত্তু ভুক্তবৎসু দোষাণাং বৃদ্ধেঃ কথং সমদোষতা। উচ্যতে। অহোরাত্রপ্রথমভাগা-দিষু তত্তদ্দোষবৃদ্ধেঃ স্বস্থবৃত্তোক্তবিধিভিরুপশ-মাৎসমদোষতেতি ন দোষঃ।

যদি এরূপ বলা যায় যে যখন স্বাভা-বিক অবস্থাতেও দিবা, রাত্রি, ঋতু ও ভোজন কালে দোষের বৃদ্ধি হয় তখন সমদোষতা কিরূপে সম্ভবে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে দিবারাত্রির প্রথমাং-শাদিতে তত্তৎদোষের বৃদ্ধি হইলেও স্বাস্থ্যজনক আহারাদির দ্বারা তাহার

শান্তি হয়। সুতরাং সমদোষতা অসম্ভব নহে।

কিঞ্চ।

যৎসমত্বং হি দোষাণাং ভিষগ্‌ভিরবধার্য্যতে।
ন তৎস্বাস্থ্যং বিনা বক্তুং শক্যমন্যেন হেতুনা॥
তেন সমদোষস্বস্থয়োর্লক্ষণমন্যোন্যাপেক্ষ্যং। স্বস্থঃ সমদোষঃ সমদোষঃ স্বস্থঃ। স্বস্থেভ্যো হিতং চ তৎ দোষধাতুমলানাং স্বপ্রমাণস্থিতানাং সাম্যানুবৃত্তিহেতুর্যদ্দ্রব্যং যচ্চ স্বস্থানুবৃত্তিঙ্করোতি, ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে সেব্যত্বেনোক্তম্, তথা মাত্রা শীলয়েৎ তৃতীয়েঽধ্যায়ে রক্তশালিষষ্টিকযবগোধূমজাঙ্গলমাংসজীবন্তীশাকাদিমোদকক্ষীরাদি। তথাযদোজস্করং রসায়নং বাজীকরণং সর্ব্বদা শীলনীয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টম্।

বৈদ্যগণ যাহাকে দোষের সমতা বলেন তাহা শারীরীক সুস্থতা ব্যতিরেকে অন্য কারণে কখনই সম্ভবে না। সুতরাং সমদোষ ও স্বস্থের লক্ষণ পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ সমদোষ হইলেই সুস্থ এবং সুস্থ হইলেই সমদোষ বলা যায়। যে দ্রব্য দোষ, ধাতু ও মলের সমতার অনুকূল হেতু অথবা যে দ্রব্য স্বাস্থ্যের পরিপোষক বা যে সকল দ্রব্য ঋতুচর্য্যাধায়ে সেবনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে অথবা তৃতীয় অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্যসেবনের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং রক্তশালি, ষাইট ধান্য, যব, গোধূম, জাঙ্গল মাংস, জীবন্তী শাক, মোদক ও দুগ্ধ প্রভৃতি অথবা যে সকল ওজস্কর, রসায়ন ও বাজীকরণ ওষধি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সমস্ত দ্রব্যই স্বাস্থ্যেরপক্ষে হিতকারী।

অথ দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধের্নিদানান্যাহ।

তত্তদ্‌বৃদ্ধিকরাহারবিহারাতিনিষেবনাৎ।
দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥

দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধির নিদান।

বৈদ্যগণ বলেন দোষাদিবৃদ্ধিকর আহার ও বিহার অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলে দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধি হয়।

অতিবৃদ্ধানাং তেষাং লক্ষণান্যাহ।

বাতে বৃদ্ধে ভবেৎকার্শ্যং পারুষ্যং চোষ্ণকামিতা।
গাঢ়ং মলং বলভ্রংশং গাত্রস্ফূর্ত্তি র্বিনিদ্রতা॥
বিণ্মূত্রনেত্রগাত্রানাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্।
শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তেবৃদ্ধেঽল্পমূত্রতা॥
বিড়াদিশৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা।
সন্ধিশৈথিল্য মুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে॥
রসে বৃদ্ধেঽম্ল বৎষো জায়তে গাত্রগৌরবম্।
মুখপ্রসেকশ্ছর্দ্দিশ্চ মূর্চ্ছা সাদো ভ্রমঃ কফঃ॥
প্রবৃদ্ধং রুধিরং কুর্য্যাদ্গাত্রমারক্তবর্ণকম্।
লোচনঞ্চ তথা রক্তং শিরাঃ পূরয়তেঽপি চ॥
অন্যচ্চ।
রক্তস্তু কুরুতে বৃদ্ধং বিসর্পপ্লীহবিদ্রধীন্।
কুষ্ঠং বাতাস্রকং গুল্মং শিরাপূর্ণত্বকামলে॥
গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মদো দাহশ্চ জায়তে।
ব্যঙ্গাগ্নিসাদসংমোহ রক্তত্বঙ্‌নেত্রমূত্রতাঃ॥
গুদমেঢ্রাস্যপাকার্শঃপিড়কামশকাস্তথা।
ইন্দ্রলুপ্তাজমর্দ্দাস্বপ্নরাস্তাপঃ করাঙ্‌ঘ্রিষু॥
শময়েদ্রক্তবৃদ্ধ্যুত্থান্ রক্তস্রুতিবিরেচনৈঃ।

বাতাদির অতিরিক্ত বৃদ্ধি লক্ষণ।

অধিক বায়ুবৃদ্ধি হইলে গাত্র কৃশ ও কর্কশ হয়, উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে,

মল গাঢ় হয়, বল হ্রাস হয়, গাত্র স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট হয় এবং নিদ্রা হয় না। পিত্ত-বৃদ্ধি হইলে মল, মূত্র, চক্ষু ও গাত্র হরিদ্রাবর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হয়, শীতলদ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, মূত্রের পরিমাণ অল্প হয় এবং মূর্চ্ছা ও তাপ জন্মে। কফাধিক্যে মলমূত্রাদি শুক্লবর্ণ হয়, শীতবোধ হয় ও শরীর ভার হয়, গাঢ় নিদ্রা হয়, এবং সন্ধি-শৈথিল্য, উৎক্লেদ ও মুখসেক জন্মে। রসাধিক্যে গাত্র ভার বোধ হয় এবং আহারে রুচি থাকে না, মুখ হইতে লালা স্রাব হয়, গা বমি বমি করে, এবং মূর্চ্ছা,অবসন্নতা,ভ্রম ও কফোৎপত্তি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। দেহে রক্তাধিক্য হইলে গাত্র ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শিরা পূর্ণ হয়। রক্তবৃদ্ধি হইলে অন্যান্য পীড়াও জন্মে। যে হেতু উক্ত আছে যে রক্তবৃদ্ধি হইলে শিরা সকল পূর্ণ ও গাত্র ভার হয় এবং ত্বক্, চক্ষু ও মূত্র রক্তবর্ণ হয়, হস্তপদাদি উষ্ণ হয় এবং নিদ্রাবেশ, মত্ততা, দাহ, অঙ্গসাদ ও সম্মোহ এবং কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, ব্যঙ্গ, গুহ্যদেশ, মেঢ্র ও মুখের পাক, অর্শ, পিড়কা, মশকা, ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ জন্মে। রক্ত-স্রাব ও বিরেচনই রক্তবৃদ্ধিজনিত উপদ্রবের শান্তির উপায়।

মাংসবৃদ্ধস্তু গণ্ডৌষ্ঠস্ফিগুপস্থোরুবাহুষু।
জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে বৃদ্ধিং তদ্বৎ গাত্রস্য গৌরবম্॥
উদরে পার্শ্বয়োর্বৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদয় স্তথা।
দৌর্গন্ধ্যং স্নিগ্ধতা গাত্রে মেদোবৃদ্ধৌ ভবেদিতি॥
অন্যচ্চ।
প্রবৃদ্ধং কুরুতে মেদঃ শ্রমমল্পেঽপি চেষ্টিতে।
তৃট্স্বেদগলগণ্ডৌষ্ঠরোগমেহাদিকন্ম চ॥
শ্বাসং স্ফিগুদরগ্রীবাস্তনানাং লম্বনং তথা।
বৃদ্ধান্যস্থীনি কুর্ব্বন্তি অস্থীন্যন্যানি চাস্থিষু॥
আচরন্তি তথা দন্তান্ বিকটান্মহত স্তথা॥
মজ্জবৃদ্ধৌ সমস্তাঙ্গনেত্রগৌরবমাচরেৎ॥
শুক্রাশ্মরী শুক্রবৃদ্ধৌ শুক্রস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্।
মলপ্রবৃদ্ধাবাটোপো জায়তে জঠরে ব্যথা॥
মূত্রে বৃদ্ধে মুহুর্মূত্রমাধ্মানং বস্তিবেদনা।
স্বেদে বৃদ্ধে তু দৌর্গন্ধ্যং ত্রুটি কণ্ডূশ্চ জায়তে॥
আর্ত্তবাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাদ্দৌর্গন্ধ্যঞ্চার্ত্তবে ভবেৎ।
অঙ্গমর্দ্দশ্চ জায়েত লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবেঽধিকে॥
স্তনয়ো রতিপীনত্বং ক্ষীরস্রাবো মুহুর্মুহুঃ।
তোদশ্চ তত্র ভবতি স্তন্যাধিক্যস্য লক্ষণম্॥
উদরাদিপ্রবৃদ্ধিস্তু বৃদ্ধেগর্ভেঽভিজায়তে।
স্বেদস্তু গর্ভবত্যাঃ স্যাৎপ্রসবে ব্যসনং মহৎ॥

মাংসবৃদ্ধি হইলে গাত্র ভার এবং গণ্ড, ওষ্ঠ, স্ফিক্, উপস্থ, উরু, বাহু ও জঙ্ঘা বর্দ্ধিত হয়। মেদবৃদ্ধি হইলে গাত্র দুর্গন্ধ ও স্নিগ্ধ হয়, উদর ও পার্শ্ব-দেশ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং শ্বাস ও কাশাদি রোগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন মেদবৃদ্ধি হইলে অল্প আয়াসেই শ্রম-বোধ, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্মনিঃসরণ হয়, স্ফিক্, জঠর, গ্রীবা ও স্তনদ্বয় লম্বমান হয় এবং গলগণ্ড, ওষ্ঠরোগ ও মেহ প্রভৃতি রোগ জন্মে। অস্থি বর্দ্ধিত হইলে অস্থি হইতে নূতন অস্থি জন্মে এবং দন্ত সকল মহৎ ও বিকটাকার হয়। মজ্জা বৃদ্ধি হইলে চক্ষু ও অঙ্গ সকল ভার বোধ হয়। শুক্র বৃদ্ধি হইলে অধিক শুক্রক্ষরণ হয় ও শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে। মল বৃদ্ধি হইলে

আটোপ ও উদরে বাধা জন্মে, মূত্রের আধিক্যে মুহুর্মুহু মূত্রনিঃসরণ, উদরাধ্মান ও বস্তিদেশ বেদনাযুক্ত হয়, স্বেদাধিক্যে শরীর দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় এবং গাত্রে চুলকানি জন্মে, আর্ত্তবের আধিক্যে অধিক পরিমাণে আর্ত্তব নিঃসরণ, আর্ত্তবে দুর্গন্ধ, ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। স্তনদুগ্ধের আধিক্যে স্তনদ্বয় অতিশয় পীন ও বেদনাযুক্ত হয় এবং মুহুর্মুহু দুগ্ধস্রাব হয়। গর্ভ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে উদরাদি বৃদ্ধি, স্বেদ ও প্রসবেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথাতিবৃদ্ধানাং দোষাণাং মলানাং হ্রাসনমাহ।

তত্তদ্হ্রাসকরাহারবিহারপরিষেবণৈঃ।
দোষধাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্॥
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোতিবৃদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধয়েদ্ধি পরংপরম্।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্॥

অতিবৃদ্ধ দোষ ও মলাদির হ্রাস করিবার উপায়।

দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাসজনক আহার বিহার সেবন করিলেই দোষ, ধাতু ও মলের হ্রাস হয়। অতিবৃদ্ধ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দোষাদি পরপর দোষাদিকে ও বর্দ্ধিত করে। সুতরাং প্রবৃদ্ধ ধাতুর হ্রাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অথ দোষধাতুমলানাং ক্ষয়স্য নিদানান্যাহ।

অসাত্ম্যাম্বসদাক্রোধশোকচিন্তাভয়শ্রমৈঃ।
অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি॥
বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভিঘাততঃ।
দোষাণামথ ধাতূনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ॥

দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয়ের কারণ।

অস্বাস্থ্যকর আহার, সর্ব্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয় ও শ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, অনশন, অতিশয় সংশোধন, বেগধারণ, সাহস ও অভিঘাত এই কয়টি কারণে দোষ, ধাতু ও মলের ক্ষয় হয়।

তেষাং ক্ষীণানাং লক্ষণান্যাহ।

বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা।
পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ॥
সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যান্দাহঃ কফক্ষয়ে।
হৃৎপীড়া কণ্ঠশোষশ্চ ত্বক্ শূন্যা তৃট্ রসক্ষয়ে।
শিরাঃ শ্লথা হিমাম্লেচ্ছা ত্বক্ পারুষ্যং ক্ষয়েঽসৃজঃ॥
গণ্ডৌষ্ঠকক্ষরাস্কন্ধবক্ষোজঠরসংক্থিষু।
উপস্থশোথপিণ্ডীষু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা।
তোদো ধমন্যঃ শিথিলা ভবেয়ুর্মাংসসংক্ষয়ে॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনাং শূন্যতা তনুরুক্ষতা।
প্রার্থনা স্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে॥
অস্থিশূল ভনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তক্রুটিস্তথা।
অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্বৈদ্যৈ রাদৌরুদাহৃতম্॥
শুক্রাল্পত্বং পূর্ব্বভেদস্তোদঃ শূন্যত্বমস্থ্নি।
লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে॥
শুক্রক্ষয়ে রতৌ শক্তির্ব্বাধা শেফসি মুষ্কয়োঃ।
চিরেণ শুক্রসেকঃ স্যাৎসেকে রক্তাল্পশুক্রতা॥

ক্ষীণ দোষাদির লক্ষণ।

দোষ, ধাতু ও মলাদি ক্ষীণ হইলে যে যে লক্ষণ ঘটে তাহা ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে যথা, বাতক্ষয়ে আলস্য, মন্দ-

বাক্য ও সংজ্ঞারাহিত্য; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মাধিক্য, অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাক্ষয়; কফক্ষয়ে সন্ধির শিথিলতা, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা, ও দাহ; রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া, কণ্ঠশোষ, তৃষ্ণা ও শূন্যগাত্রতা; রক্তক্ষয়ে শিরাশৈথিল্য, শীতল ও অম্ল দ্রব্যে ইচ্ছা, ও কর্কশগাত্রতা; মাংসক্ষয়ে গণ্ড, ওষ্ঠ, কন্ধর, স্কন্ধ, বক্ষস্থল, উদর, সন্ধি, উপস্থ, শোফ ও পিণ্ডী প্রভৃতি স্থানের শুষ্কতা ও গাত্রের রুক্ষতা, বেদনা, এবং ধমনীর শৈথিল্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। মেদক্ষয় হইলে প্লীহা বর্দ্ধিত, সন্ধি সকল শূন্য, গাত্র রুক্ষ ও স্নিগ্ধ মাংসে অভিলাষ জন্মে, প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন যে অস্থিক্ষয় হইলে অস্থিতে বেদনা, গাত্র রুক্ষ এবং নখ ও দন্ত স্ফুটিত হয়। মজ্জাক্ষয় হইলে ভেদ হয়, শুক্র অল্প, অস্থি শূন্য ও গাত্রে বেদনা হয় এবং শুক্রক্ষয়ে মৈথুনেচ্ছা, এবং লিঙ্গ ও মুষ্কদেশে বেদনা জন্মে, অধিক বিলম্বে শুক্রক্ষরণ হয় এবং শুক্র ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়।

অথৌজঃক্ষয়স্য নিদানমাহ।

ওজঃ সংক্ষীয়তে কোপাচ্চিন্তাশোকশ্রমাদিভিঃ।
রুক্ষতীক্ষ্ণোষ্ণকটুকৈঃ কর্ষণৈরপরৈরপি।

ওজঃক্ষয়ের কারণ।

ক্রোধ, চিন্তা, শোক ও শ্রমাদি অথবা রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু প্রভৃতি কর্ষণ দ্রব্য সেবন দ্বারা ওজধাতুর ক্ষয় হয়।

অথ ক্ষীণৌজসো লক্ষণমাহ।

বিভেতি দুর্ব্বলোঽভীক্ষ্ণং ধ্যায়তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনা রুক্ষঃ ক্ষামঃ স্যাদোজসঃ ক্ষয়ে।
পুরীষস্য ক্ষয়ে পার্শ্বে হৃদয়ে চ ব্যথা ভবেৎ।
সশব্দস্যানিলস্যোর্দ্ধগমনং কুক্ষিসংবৃতিঃ।

'কুক্ষিসংবৃতিঃ' উদরসঙ্কোচঃ।

মূত্রক্ষয়েঽল্পমূত্রত্বং বস্তৌ তোদশ্চ জায়তে।
স্বেদনাশস্ত্বচো রৌক্ষ্যঞ্চক্ষুষোরপি রুক্ষতা।
স্তব্ধাশ্চ রোমকূপাঃ স্যুর্লিঙ্গং স্বেদক্ষয়ে ভবেৎ।
আর্ত্তবস্য স্বকালে চাভাবস্ত্বস্যাল্পতাথ বা।
জায়তে বেদনা যোনৌ লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবক্ষয়ে।
অভাবঃ স্বল্পতা বা স্যাৎ স্তন্যস্য ভবেত্তথা।
ম্লানৌ পয়োধরাবেতল্লক্ষণং স্তন্যসংক্ষয়ে।
অনুন্নতো ভবেৎকুক্ষির্গর্ভস্যাস্পন্দনন্তথা।
ইতি গর্ভক্ষয়ে প্রাজ্ঞৈর্লক্ষণং সমুদাহৃতম্।

ওজঃক্ষয়ের লক্ষণ।

ওজঃক্ষয় হইলে সর্ব্বদা ভীত, চিন্তিত, ব্যথিতেন্দ্রিয়, দুশ্ছায়, দুর্ম্মণা, রুক্ষ, দুর্ব্বল ও কাতর হয়।

মলক্ষয় হইলে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে ব্যথা জন্মে, উদর সঙ্কুচিত হয় এবং শব্দসহকারে বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়। মূত্রক্ষয়ে মূত্রের অল্পতা, ও বস্তিদেশে বেদনা জন্মে। স্বেদক্ষয়ে ঘর্ম্মনিঃসরণ হয় না, চক্ষু ও গাত্র রুক্ষ হয় এবং রোমকূপ সকল স্তব্ধ হয়। আর্ত্তবের ক্ষয় হইলে যোনিদেশে বেদনা জন্মে এবং যথোচিত সময়ে আর্ত্তবের অভাব বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। স্তন্যক্ষয়ে স্তনদ্বয় বিবর্ণ হয় এবং হয় একেবারে স্তনে দুগ্ধ থাকে না অথবা অল্প পরিমাণে দুগ্ধ

থাকে। পণ্ডিতগণ কহেন যে গর্ভক্ষয় হইলে গর্ভ স্পন্দিত ও কুক্ষিদেশ উন্নত হয় না।

অথ ক্ষীণানাং ধাতুদোষমলানাং বর্দ্ধনমাহ।

তত্তৎসংবর্দ্ধনাহারবিহারাতিনিষেবণাৎ।
তত্তৎ প্রাপ্য নরঃ শীঘ্রং তত্তৎ ক্ষয়মপোহতি॥
ওজস্তু বর্দ্ধতে নৄণাং সুস্নিগ্ধৈঃ স্বাদুভিস্তথা।
বৃষ্যৈ র্বন্যৈ র্বিশেষাত্তু ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ॥
অন্যচ্চ।
দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি মানবঃ।
তত্তৎসংবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি॥
যদ্যদাহারজাতন্তু ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ।
তস্য তস্য স লাভেন তত্তৎক্ষয়মপোহতি॥

ক্ষীণবাতাদি বৃদ্ধি করিবার উপায়।

যে সমস্ত আহার ও বিহার দ্বারা দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধি হয় বলিয়া বৈদ্য শাস্ত্রে উক্ত আছে সেই সমস্ত আহার ও বিহার সেবন করিলে শীঘ্র তত্তৎ ক্ষয় নিবারণ এবং পুষ্টিকর, সুস্নিগ্ধ ও স্বাদু দ্রব্য বিশেষতঃ ক্ষীর, ও মাংসরসাদি দ্বারা ওজধাতুর বৃদ্ধি হয়।

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে দেহে দোষ, ধাতু, মল ও বল ক্ষীণ হইলে তত্তদ্বৃদ্ধিকর আহার ও পানীয়ে অভিলাষ জন্মে। অর্থাৎ দোষাদির ক্ষীণতা হইলে যে যে আহারীয় দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধি হয় সেই সেই দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে সুতরাং সেই সেই দ্রব্য সেবন করিলেই তত্তদ্দোষাদির ক্ষীণতা দূর হয়।

তত্র কেন ক্ষীণঃ কিম্বাতক্রতীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ।

কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
যবমুদ্গপ্রিয়ঙ্গুশ্চ বাতক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
তিলমাষকুলত্থাদি পিষ্টান্নবিকৃতিস্তথা।
মস্তু-শুক্তাম্ল-তক্রাণি কাঞ্জিকঞ্চ তথা দধি॥
কট্বম্ললবণোষ্ণানি তীক্ষ্ণং ক্রোধং বিদাহি চ।
সময়ং দেশযুক্তঞ্চ পিত্তক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
দধি ক্ষীরং দিবাস্বপ্নং কফক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি।
রসক্ষীণো নরঃ কাঙ্ক্ষত্যম্ভোঽতিশিশিরং মুহুঃ।
রাত্রিনিদ্রাং হিমং চন্দ্রং স্তোকঞ্চ মধুরং রসম্॥
ইক্ষুং মাংসরসং মদ্যং মধুসর্পির্গুড়োদকম্।
দ্রাক্ষাদাড়িমশুক্তানি সস্নেহলবণানি চ॥
রক্তসিদ্ধানি মাংসানি রক্তক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি।
অন্নানি দধিসিদ্ধানি খাড়বাংশ্চ বহূনপি।
স্থূলক্রব্যাদমাংসানি মাংসক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
'খাড়বা' মধুরাম্লাদিরসসংযোগপাচিতাঃ গুড়াবপ্রভৃতয়ঃ।
মেদঃসিদ্ধানি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ।
সক্ষারাণি বিশেষেণ মেদঃক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
অস্থিক্ষীণস্তথা মাংসং মজ্জাস্থিস্নেহসংযুতম্।
স্বাদ্বম্লসংযুতং দ্রব্যং মজ্জাক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
শিখিনঃ কুক্কুটস্যাণ্ডং হংসসারসয়োস্তথা।
গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ শুক্রক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
যবান্নং যবকান্নঞ্চ শাকানি বিবিধানি চ।
মুদ্গমাষযূষঞ্চ মলক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
পেয়মিক্ষুরসং ক্ষীরং সগুড়ম্বদরোদকম্।
মূত্রক্ষীণোঽভিলষতি ত্রপুসৈর্ব্বারুকাণি চ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে মদ্যং নিবাতশয়নাসনে।
গুরু প্রাবরণং চৈব স্বেদক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি॥
কট্বম্ললবণোষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
ফলশাকান্নপানানি স্ত্রী বাঞ্ছত্যার্ত্তবক্ষয়ে॥
সুরাশাল্যন্নমাংসানি গোক্ষীরং শর্করাস্তথা।
আসবং দধি মন্ডানি স্তন্যক্ষীণোঽভিবাঞ্ছতি॥

মৃগাজাবিবরাহাণাং গর্ভানুবাঞ্ছতি সংস্কৃতান্।
রসাশূল্যপ্রকারাদীন্ ভোক্তুং গর্ভপরিক্ষয়ে॥

অতঃপর কোন্ দোষ ক্ষীণ হইলে কি কি দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে তাহা বলা যাইতেছে—বায়ুর ক্ষীণতা হইলে কষায় কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্য অথবা যব, মুগ ও প্রিয়ঙ্গুতে স্পৃহা জন্মে। পিত্তের ক্ষীণতা হইলে তিল, মাষকলাই ও কুলত্থ প্রভৃতি কলায়, পিষ্টান্নের বিকৃতি, মস্তু, অম্ল, তক্র, কাঁজি, দধি প্রভৃতি শুক্ত দ্রব্যে এবং কটু, উষ্ণ লবণাক্ত, তীক্ষ্ণ ও বিদাহী দ্রব্যে, উষ্ণকালে, ও উষ্ণদেশে অভিলাষ জন্মে এবং ক্রোধের উদ্রেক হয়। কফের ক্ষীণতা হইলে মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরু দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতিতে অভিলাষ জন্মে। রসক্ষীণ হইলে মুহুর্মুহু শীতল জল পান, রাত্রিনিদ্রা, হিম, জ্যোৎস্না, মধুর রস, ইক্ষু, মস্তু, মধু, ঘৃত ও গুড়ের পানা, দ্রাক্ষা, দাড়িম, শুক্ত স্নেহসংযুক্ত লবণ এবং মাংসরসে অভিলাষ জন্মে। রক্ত ক্ষীণ হইলে রক্তসিদ্ধ মাংসে অভিলাষ জন্মে। মাংস ক্ষীণ হইলে দধিস্নিগ্ধ অন্ন, স্থূল ক্রব্যাদের মাংস এবং মধুর ও অম্লাদিরসের সহিত পরিপক্ক গুড়াদিতে অভিলাষ জন্মে। মেদক্ষীণ হইলে মেদঃসিদ্ধ মাংস এবং গ্রাম্য ও অনূপদেশজ জলে বিশেষতঃ সঙ্কার জলে স্পৃহা জন্মে। অস্থিক্ষীণ হইলে মজ্জা, অস্থি ও স্নেহসংযুক্ত মাংসে এবং মজ্জাক্ষীণ হইলে স্বাদু ও অম্লসংযুক্ত দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। শুক্র ক্ষীণ হইলে ময়ূর, কুক্কুট, হংস ও সারসের ডিম, এবং গ্রাম্য ও অনূপদেশস্থ জলে, মলক্ষীণ হইলে যবাম্ল, যবকাম্ল, বিবিধ প্রকার শাক, এবং মসূর ও মাষকলাইয়ের যূষে, মূত্রক্ষীণ হইলে ইক্ষুরস, দুগ্ধ, গুড়সংযুক্ত কুলের পানা এবং ত্রপুসসংযুক্ত বাকক প্রভৃতি শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। স্বেদক্ষীণ হইলে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, মদ্য, নির্ব্বাত স্থানে শয়ন ও উপবেশন, মোটা কাপড় গাত্রে দেওয়া প্রভৃতিতে অভিলাষ জন্মে। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবের ক্ষীণতা হইলে কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, বিদাহী ও গুরুপাক ফল, শাক, অন্ন ও পানীয় দ্রব্যে স্পৃহা হয়। স্তনদুগ্ধের ক্ষীণতা জন্মিলে সুরা, হৃদ্য শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাংস, গোদুগ্ধ, চিনি, আসব ও দধি ভোজনে ইচ্ছা হয় এবং গর্ভের ক্ষয় হইলে হরিণ, ছাগ, মেষ ও বরাহের গর্ভ, বসা ও মাংস বিবিধপ্রকারে পাক করিয়া ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়।

অথ বললক্ষণমাহ সুশ্রুতমতে।

রসাদিশুক্রপর্য্যন্তং পুষ্টধাতুনিমিত্তকম্।
চেষ্টাসু পাটবং যত্তু বলং তদভিধীয়তে॥

সুশ্রুতোক্ত বলের লক্ষণ।

যদি রসাদি শুক্রপর্য্যন্ত দেহস্থ ধাতু সমূহের পুষ্টিলাভ হয় এবং দেহক্রিয়ার পটুতা জন্মে তাহা হইলে শরীরে বলাধান হইয়াছে জানিবে।

অথ বলক্ষয়স্য নিদানমাহ।

অভিঘাতাদ্ভয়াৎ ক্রোধাচ্চিন্তয়া চ পরিশ্রমাৎ।
ধাতুনাং সঙ্ক্ষয়াচ্ছোকাদ্‌বলং সংক্ষীয়তে নৃণাম্॥

বলক্ষয়ের কারণ।

অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, ধাতুক্ষয় ও শোক এই সকল কারণে বলের হ্রাস হয়।

অথ বলক্ষয়স্য লক্ষণম্।

গৌরবং স্তব্ধতা গাত্রে মুখম্লানি র্বিবর্ণতা।
তন্দ্রা নিদ্রা বাতশোথো বলব্যাপত্তিলক্ষণম্॥

বলক্ষয়ের লক্ষণ।

দেহ স্তব্ধ ও ভার বোধ হওয়া, মুখ ম্লান ও বিবর্ণ হওয়া এবং নিদ্রা তন্দ্রা, বাত ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিলে বলক্ষয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অথ বলবৃদ্ধিনিদানমাহ।

দোষসাম্যকরং যত্তু বহ্নিসাম্যকরঞ্চ যৎ।
ধাতুপুষ্টিকরং দ্রব্যং বলস্তদভিবর্দ্ধয়েৎ॥

বল বৃদ্ধির কারণ

যে দ্রব্য দ্বারা দোষও অগ্নির সমতা এবং ধাতু পুষ্ট হয় তাহাতে বল বৃদ্ধি করে।

অথ বলাবললক্ষণমাহ।

কৃশোঽপি বলবান্ কশ্চিৎ স্থূলোঽপ্যল্পবলো যতঃ।
তস্মাচ্চেষ্টাপটুত্বেন বলবন্তং বিদুর্বুধাঃ॥

ইতি শ্রীমিশ্র-লটকন-তনয়শ্রীমম্মি-শ্রভাব-বিরচিতে ভাবপ্রকাশে ষষ্ঠ প্রকরণং সম্পূর্ণং।

পূর্ব্বখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

বলাবলের লক্ষণ

কৃশ ব্যক্তি কখন কখন বলবান্ এবং স্থূলকায় ব্যক্তিও কখন কখন দুর্ব্বল হয়। অতএব দেহক্রিয়ার পটুতা দেখিয়া বলবান্ স্থির করিবে।

শ্রীমিশ্র লটকন-তনয়-শ্রীমম্মিশ্র ভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ষষ্ঠ প্রকরণ সম্পূর্ণ।

ভাবপ্রকাশ-মধ্যখণ্ডঃ।

প্রথমোভাগঃ।

তত্রাদৌ জ্বরাধিকারমাহ।

যতঃ সমস্তরোগাণাং জ্বরো রাজেতি বিশ্রুতঃ।
অতো জ্বরাধিকারোঽত্র প্রথমং লিখ্যতে ময়া॥

তত্র জ্বরস্য প্রথমমুৎপত্তিমাহ সুশ্রুতঃ।

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধরুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভবঃ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্বসঙ্ঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ॥

অস্যায়মর্থঃ। দক্ষকর্ত্তৃকো যোঽপমানস্তেন সংক্রুদ্ধো যো রুদ্রস্তস্য যো নিঃশ্বাসস্তস্মাৎসম্ভব উৎপত্তির্যস্য স জ্বরঃ। ক্রুদ্ধরুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভূতত্বেন জ্বরঃ স্বভাবাৎপৈত্তিক ইতি বোধ্যতে। যত উক্তংচরকেণ, 'ক্রোধাৎপিত্তমিত্যাদি' তেন সর্ব্বজ্বরেষু পিত্তোপশমকারিণী চিকিৎসা কর্ত্তব্যা। অত এব বাগ্ভটঃ।

উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মণা বিনা।
তস্মাৎপিত্তবিরুদ্ধানি ত্যজেৎপিত্তাধিকেঽধিকম্॥

অধিকমিতি রুদ্রসম্ভূতত্বেন জ্বরস্য দেবতাত্মকত্বাৎপূজার্হত্বংচোপদর্শিতম্। অতএব বৈদেহঃ।
"জ্বরঃ সংপূজনৈর্ব্বাপি সহসৈবোপশাম্যতীতি"।

মূর্ত্তিরপ্যস্যোক্তা সুশ্রুতেন।

রুদ্রকোপাগ্নিসম্ভূতঃ সর্ব্বভূতপ্রনাশনঃ।
ত্রিপাত্ত্র্যক্ষপ্রহরণস্ত্রিশিরাঃ সুমহোদরঃ।
বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনঃ কপিলো মাল্যবিগ্রহঃ।
পিঙ্গেক্ষণো হ্রস্বজঙ্ঘো বীভৎসো বলবাননং।
পুরুষো লোকনাশার্থমসৌ জ্বর ইতি স্মৃতঃ।
তৈ স্তৈর্নামভিরন্যেষাং সত্ত্বানাং পরিকীর্ত্ত্যতে।
জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়োবিশতি দেহিনাম্।
ঋতে দেবমনুষ্যাভ্যাং নান্যো বিসহতে হি তম্।

তস্য জ্বরস্য সংখ্যারূপাং সম্প্রাপ্তিমাহ। জ্বরোঽষ্টধেতি। অষ্টবিধং বিবৃণোতি পৃথগিতি বাতিকঃ পৈত্তিকঃ শ্লৈষ্মিকশ্চেতি ত্রয়ঃ। দ্বন্দ্বজাশ্চ ত্রয়ঃ বাতপৈত্তিকঃ বাতশ্লৈষ্মিকঃ পিত্তশ্লৈষ্মিকশ্চেতি সঙ্ঘাতজঃ সান্নিপাতিক এক এব।

জ্বর সকল রোগের রাজরূপে বিখ্যাত বলিয়া প্রথমে জ্বরাধিকার লিখিত হইতেছে। সুশ্রুতে জ্বরোৎপত্তির বিষয় যেরূপ উক্ত আছে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষরাজকর্ত্তৃক অবমানিত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন তাহা হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। পৃথক্‌জাত, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজভেদে জ্বর আট প্রকার। পৃথক্‌জাত তিনটি বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। দুইটি দোষের প্রকোপে যে জ্বর জন্মে তাহাকে দ্বন্দ্বজ বলে। দ্বন্দ্বজ জ্বর তিনটি-বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক। বাত,

পিত্ত, ও কফ এই ত্রিবিধ দোষের প্রকোপে যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে সান্নিপাতিক এবং অভিঘাতাদিজনিত জ্বরকে আগন্তুজ বলে। ক্রুদ্ধ মহাদেবের নিঃশ্বাস হইতে জ্বরের উৎপত্তি হওয়াতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে জ্বর স্বভাবতঃ পৈত্তিক। কারণ চরকে উক্ত আছে যে ক্রোধপ্রযুক্ত পিত্তবৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। সুতরাং সকল প্রকার জ্বরেই পিত্তোপশমকারিণী চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এই জন্য বাগ্ভটও কহিয়াছেন পিত্ত ব্যতিরেকে উষ্মার উৎপত্তি এবং উষ্মা ব্যতিরেকে জ্বরের উৎপত্তি হয় না। অতএব পিত্তাধিক্যে অধিক পিত্তবিরুদ্ধ ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। রুদ্রনিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্বর দেবতাত্মক সুতরাং পূজার্হ। বৈদেহ ও কহিয়াছেন পূজাদ্বারাও সহসা জ্বরের শান্তি হয়।

সুশ্রুতে জ্বরের মূর্ত্তিরও উল্লেখ আছে যথা—রুদ্র-কোপাগ্নি-সম্ভূত, সর্ব্বভূতের সংহর্ত্তা, বীভৎস্যরূপী, বলবান্ মহাপুরুষ যিনি লোকনাশার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; যিনি প্রাণীগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায় শরীরে প্রবেশ করেন এবং দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন যাহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না তাহাকে জ্বর বলে। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, উদর প্রকাণ্ড, গায়ে ভস্ম মাখা, পরণে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কপিলবর্ণ, দেহ উজ্জ্বল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এবং জঙ্ঘা হ্রস্ব। অন্যান্য জন্তুগণের মধ্যে জ্বর তত্তৎনামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"দ্ব্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্ স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্। সমশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ"।

ইতি চরকেণ ত্রয়োদশ সন্নিপাতা উক্তাস্তেযথা। বাতোল্বণঃ। পিত্তোল্বণঃ। কফোল্বণঃ। বাতপিত্তোল্বণঃ। বাতশ্লেষ্মোল্বণঃ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণঃ। এবং ষট্। অধিকবাতো মধ্যপিত্তো হীনকফঃ। অধিকবাতো মধ্যকফো হীনপিত্তঃ। অধিকপিত্তো মধ্যবাতঃ হীনকফঃ অধিককফো মধ্যবাতো হীনপিত্তঃ অধিককফো মধ্যপিত্ত, হীনবাত শ্চেতি ষট্। উল্বণ একঃ এবং ত্রয়োদশ। অত্র তু ত্রিদোষজত্বেন সাম্যাৎসান্নিপাতিক এক এব গণিতঃ।

চরকে সান্নিপাতিক জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার উক্ত আছে। এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার যথা বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ ও কফোল্বণ। দুই দোষের অধিক্যে তিন প্রকার বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, ও পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ, দোষের হীন, মধ্য ও আধিক্যে ছয় প্রকার অধিকবাত, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ, অধিকবাত, মধ্যকফ ও হীনপিত্ত, অধিকপিত্ত, মধ্যবাত ও হীনকফ এই কয় প্রকারেই দোষত্রয়ের সঙ্ঘাত থাকাতে প্রকৃত পক্ষে সান্নিপাত একটি বলিতে হইবে।

আগন্তুজইতি। অত্রাগন্তুজশব্দেনাভিঘাতাদয়ো হেতব উচ্যন্তে। কুত্রচিদ্ব্যাধয়ঃ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ আগন্তুজা অভিঘাতাদ্যনেককারণযোগাদনেকে ভবন্তি। তথাপ্যাগন্তুজত্বেন সাম্যাদাগন্তুকোঽপ্যেক এব গণিতঃ। নন্বাগন্তুজেঽপি জ্বরে বাতাদিলক্ষণদর্শনাদাগন্তুজঃ কথং দোষজাদ্ভিন্নঃ। উচ্যতে, উত্তরকালং দোষোৎপত্তেঃ। তথা চ চরকে। 'আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বং জায়তে পশ্চাদ্বিজৈর্দোষৈরনুবধ্যতে' ইতি।

'ব্যথাপূর্ব্বং' আগন্তুব্যাধিরপদুঃখপূর্ব্বকঃ

আগন্তুজ জ্বরও উক্তপ্রকারে গণিত হইয়া থাকে। এস্থলে আগন্তু শব্দে অভিঘাতাদি হেতু বুঝিতে হইবে। কার্য্যকারণের বিভিন্নতা না থাকাতে কোন কোন রোগকেও আগন্তুজ বলা যায়। এবং অভিঘাতাদি বিবিধ প্রকার কারণে উৎপন্ন বলিয়া আগন্তুজ ব্যাধিও বিবিধ প্রকার। বিবিধ প্রকার হইলেও আগন্তুজত্বের সমতাপ্রযুক্ত আগন্তুজ ব্যাধি এক প্রকার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে আগন্তুক জ্বরে যখন বাতাদি লক্ষণ লক্ষিত হয় তখন উহাকে দোষজ হইতে কি প্রকারে ভিন্ন বলা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে জ্বরোৎপত্তির পরে দোষোৎপত্তি হয় বলিয়া উহাকে দোষজ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু চরকে উক্ত আছে যে আগন্তুক ব্যাধি প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পরে দোষে অনুবদ্ধ হয়।

অথ জ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট-কারণকথন-পূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যু রসানুগাঃ॥

'মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং' অনুচিতাহারচেষ্টাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং দোষাঃ বাতপিত্তকফাঃ আমাশয়াশ্রয়াঃ আমাশয়ং গতা রসানুগাঃ রসদূষকাঃ বহির্নিরস্য 'কোষ্ঠাগ্নিং' কোষ্ঠগতাগ্নেরুষ্মাণং নতু সমস্তমগ্নিং, তদা দোষপাকাসম্ভবঃ স্যাৎ। বহিঃপ্রক্ষিপ্য জ্বরদাঃ জ্বরকারিণো ভবেয়ুরিত্যর্থঃ।

অতঃপর জ্বরের বিপ্রকৃষ্ট কারণ উল্লেখপূর্ব্বক উহার সম্প্রাপ্তি বলা যাইতেছে।

অনুচিত আহার ও বিহার দ্বারা বাত, পিত্ত ও কফ আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ রসকে দূষিত এবং কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বহির্ভাগে (চর্ম্মে) তাড়ন করাতেই জ্বর হয়।

এস্থলে অগ্নিশব্দে কোষ্ঠস্থিত অগ্নির উষ্মা বলিতে হইবে নতুবা সমস্ত অগ্নি বহির্গত হইয়া গেলে দোষ পরিপাক হওয়া অসম্ভব হয়।

অথ জ্বরস্য সামান্যং বিশিষ্টঞ্চ পূর্ব্বরূপমাহ।

"শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দ্দাহঃ কফান্নান্নাভিনন্দনম্॥

শ্রমো ব্যাপারং বিনৈব। 'অরতিঃ' অস্বস্থচিত্তত্বম্। 'বিবর্ণত্বং' ম্লানগাত্রতা। 'বৈরস্যং' মুখস্যাপ্রকৃতরসতা। 'নয়নপ্লবঃ' নয়নয়োরশ্রুপূর্ণত্বম্। শীতবাতাতপাদিষু মুহুরিচ্ছাদ্বেষৌ। আদিশব্দাজ্জ্বলনে জলে চ।

যত উক্তং চরকেণ।

জ্বলনাতপবায়ম্বুভক্তিদ্বেষাবনিশ্চিতাবিতি।
'শয়নাসনাদিষিত্যন্যে। 'অঙ্গমর্দ্দঃ' অঙ্গমোটনম্। গুরুতা গাত্রস্য। 'রোমহর্ষঃ' রোমাঞ্চতা। অরুচির্ভোক্ত্যে, 'তমঃ' তমোমগ্নস্যেব জ্ঞানম্। 'অপ্রহর্ষঃ' হর্ষাভাবঃ। শীতং লগতি। চকারাদালস্য-

ভোগদেশবেষাদয়োঽপি ভবন্তি। তৃতীয়শ্লোকস্থম্ সামান্যত ইতি পূর্ব্বশ্লোকাভ্যাং সম্বন্ধনীয়ং। তেন সামান্যতো জ্বরে উৎপৎস্যতি ভবিষ্যতি শ্রমাদয়ঃ পূর্ব্বমেব ভবন্তীত্যর্থঃ। উৎপৎস্যতী-ত্যাত্মনেপদিনোঽপি শতৃ আর্ষত্বাৎ। বিশেষাত্তু সমীরণাৎ জ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থ মতিশয়েন জৃম্ভাচ ভবতি। পিত্তজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থং নয়নযোর্দ্দাহো ভবতি। কফজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থমন্নাভিনন্দনম্ অন্নাকাঙ্ক্ষা ন ভবতি। জৃম্ভাদয়োঽপি শ্রমাদিপূর্ব্বা ভবন্তি। যতঃ সামা-ন্যধর্ম্মাক্রান্তো বিশিষ্টোধর্ম্মোভবতি।

জ্বরের সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ।

জ্বর হইবার পূর্ব্বে বিনা আয়াসে পরিশ্রম বোধ, চিত্তের অসুস্থতা, ম্লান-গাত্রতা, মুখের বিরসভাব বা অপ্রকৃত রসতা, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং শীত, বায়ু, রৌদ্র, জ্বলন ও জলে কখন ইচ্ছা বা কখন অনিচ্ছা, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্র বেদনা), গাত্রভার, দেহ রোমাঞ্চ, আহারীয় দ্রব্যে অরুচি, অন্ধকারে মগ্ন বোধ, বিষণ্ণতাও শীতবোধ, বালকদিগকে উপদেশদান এবং দ্বেষে প্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। এই গুলি জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ। অতঃপর উহার বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যাইতেছে অতিশয় জৃম্ভা হইলে বাতজ্বর, অতিশয় গাত্রদাহ জন্মিলে পিত্তজ্বর এবং অন্নে অরুচি হইলে কফজ্বর হইবে জানিবে। বিশিষ্ট ধর্ম্ম সামান্য ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং জৃম্ভাদির পূর্ব্বেও শ্রমাদিলক্ষণ অসম্ভব নহে। এস্থলে শীতবাতাত-পাদিষু" এই আদিশব্দে জ্বলন ও জল বুঝিতে হইবে। কারণ সুশ্রুতে উক্ত আছেযে রৌদ্র বায়ু, জল ও জ্বলনে কখন ভক্তি বা কখন দ্বেষ জন্মে। কেহ কেহ "শয়ন ও উপবেশনাদিতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা" এইরূপ বলেন।

দ্বন্দ্বজপূর্ব্বরূপমাহ।

রূপৈরন্যতরাভ্যাং তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ।

অন্যতরাভ্যাং জৃম্ভানেত্রদাহাভ্যাম্। জৃম্ভা-ন্নারুচিভ্যাং নেত্রদাহান্নারুচিভ্যাং বা সংসৃষ্টৈ রূপৈঃ শ্রমাদিভিঃ দ্বন্দ্বজং দ্বিদোষজং পূর্ব্বরূপং বিদুঃ জানীয়ুঃ।

দ্বন্দ্বজ জ্বরের পূর্ব্বরূপ।

পূর্ব্বোক্ত দোষের মধ্যে দুইটি দোষের লক্ষণ যুগপৎ লক্ষিত হইলে দ্বন্দ্বজ জ্বর বলা যায়। যেমন এককালে জৃম্ভা ও অন্নে অরুচি হইলে বাতশ্লেষ্মা এবং এককালে দাহ ও অন্নে অরুচি হইলে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর হয় ইত্যাদি।

ত্রিদোষজপূর্ব্বরূপমাহ।

সর্ব্বলিঙ্গসমবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে।

সর্ব্বদোষপ্রকোপজে সর্ব্বলিঙ্গসমবায়ঃ। অতি-শয়িতজৃম্ভানেত্রদাহান্নারুচিসহিতানাং শ্রমাদীনাং সমবায়ো ভবতি।

ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বরূপ।

ত্রিদোষের প্রকোপে জ্বর উৎপন্ন হইলে এককালীন সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এককালীন অতিশয়

তৃষ্ণা, নেত্রদাহ, অরে অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলেই ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর হইবে স্থির জানিবে।

অথ জ্বরস্য সামান্যলক্ষণমাহ।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্‌যত্র রোগে তু স জ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

'স্বেদাবরোধঃ' প্রস্বেদানির্গমঃ। ননু পিত্তজ্বরে স্বেদনির্গমাদেতল্লক্ষণং ব্যভিচরতি। তত্রোৎসর্গাপবাদভাবাদিতি জৈজ্জটকার্ত্তিককুণ্ডাদয়ঃ। অন্যেতু স্বিদ্যতে উৎস্বিদ্যতে অনেনেতি স্বেদঃ অগ্নিস্তস্যাবরোধো দোষৈরাচ্ছন্নতা। 'সন্তাপঃ' তাপ ইতিবক্তব্যে সন্তাপাভিধানং দেহেন্দ্রিয়মনসাং সন্তাপবোধনার্থং। যত উক্তং চরকেণ জ্বরবিশেষণম্ দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপীতি। তত্র দেহসন্তাপো দেহোষ্ণতা। ইন্দ্রিয়সন্তাপঃ ইন্দ্রিয়বৈকৃত্যং।

যত উক্তং।

ইন্দ্রিয়াণাং তু বৈকৃত্যং যত্তৎ সন্তাপলক্ষণম্।
বৈচিত্ত্যমরতির্গ্লানির্ম্মনঃসন্তাপলক্ষণমিতি॥

'সর্ব্বাঙ্গগ্রহণম্' সর্ব্বেষামঙ্গানাং বেদনয়া গ্রহণং সর্ব্বাণ্যঙ্গানি স্তম্ভেন গৃহীতানীব বা ভবন্তি। যুগপদিতি মিলিতমেতল্লক্ষণম্। প্রত্যেকশো ব্যভিচারাৎ। যথা স্বেদাবরোধঃ কুষ্ঠস্যপূর্ব্বরূপে তথা সন্তাপো দাহব্যাধৌ। তথা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং সর্ব্বাঙ্গরোগাখ্যে বাতব্যাধৌ।

জ্বরের সামান্য লক্ষণ।

যে রোগে ঘর্ম্মরোধ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও সন্তাপ যুগপৎ দৃষ্ট হয় তাহাকে জ্বর বলে। এস্থলে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে ঘর্ম্মরোধ যদি জ্বরের লক্ষণ হয় তাহা হইলে পিত্তজ্বরে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হওয়াতে উক্ত লক্ষণের ব্যাভিচার হয়। জৈজ্জট, কার্ত্তিক ও কুণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা করেন যে পিত্তজ্বর উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভুত নহে। সুতরাং উক্ত লক্ষণের ব্যভিচার সম্ভব নহে। কেহ কেহ যদ্দ্বারা স্বিন্ন হয় এই অর্থে স্বেদশব্দে অগ্নি এবং অবরোধশব্দে দোষদ্বারা আচ্ছন্নতা বলিয়া থাকেন। এস্থলে তাপ এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সন্তাপ শব্দ প্রয়োগ করাতে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপ বুঝিতে হইবে। যেহেতু চরকে "দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী" এইরূপ জ্বরের বিশেষণ প্রয়োগ আছে। দেহসন্তাপ বলিতে দেহের উষ্ণতা এবং ইন্দ্রিয়সন্তাপ বলিতে ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাবই উহার সন্তাপ এবং চিত্তের বৈলক্ষণ্য, অসুস্থতা ও গ্লানিকে মনের সন্তাপ বলা যায়। এস্থলে যুগপৎ এই শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পাইবে, নতুবা উহাদিগের মধ্যে যে কোন একটি লক্ষণ লক্ষিত হইলে অপর রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। যথা কেবলমাত্র ঘর্ম্মাবরোধ কুষ্ঠ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ, সন্তাপ দাহ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ এবং সর্ব্বাঙ্গবেদনা সর্ব্বাঙ্গনামক বাতব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ জানিবে।

প্রস্বেদানির্গমনপক্ষে কারণমাহ।

রুণদ্ধি চাপ্যগান্ ধাতূন্ যস্মাত্তস্মাজ্জ্বরাতুরঃ।
ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ স্বিদ্যতে ন চ সর্ব্বশঃ॥

যস্মাজ্জ্বর অপাং ধাতূন্ রসধাতূন্ রুণদ্ধি তস্মাদ্ধেতো জ্বরাতুরোঽত্যুষ্ণগাত্রো ভবতি সর্ব্বশঃ স্বিদ্যতে চ ন।

ঘর্ম্মনিঃসরণ না হইবার কারণ।

জ্বরকালে রসধাতু সকল অবরুদ্ধ হয় বলিয়া জ্বররোগীর গাত্র উষ্ণ হয় এবং সর্ব্বত্র ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় না।

অথ সামান্যতো জ্বরস্য চিকিৎসামাহ।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্নুয়াৎ।
সাধারণীং ক্রিয়াং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥
সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাতমাযুষো বৃদ্ধি মারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥
ব্যজনানিল্যংকার্য্যমেব।

অথ ব্যজনানিলস্য গুণাঃ।

ব্যজনস্যানিল তৃষ্ণাস্বেদমূর্চ্ছা শ্রমাপহঃ।
তালবৃন্তভবো বাত স্ত্রিদোষশমনো মতঃ।
বংশব্যজনজঃ সোষ্ণো রক্তপিত্তপ্রকোপনঃ॥
চামরো বস্ত্রসম্ভূতো মায়ূরো বেত্রজস্তথা।
এতে দোষজিতা বাতাঃ স্নিগ্ধা হৃদ্যাঃ সুপূজিতাঃ॥
নবজ্বরী ভবেদ্‌যত্নাদ্গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ।
যথর্ত্তু পক্বপানীয়ং পিবেৎকিঞ্চিন্নিবারয়ম্॥
বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥

অতঃপর সামান্যতঃ জ্বরের চিকিৎসা বলা যাইতেছে—

যে জ্বরে কোন্ দোষ কত পরিমাণে কুপিত হইয়াছে জানা যায় না সেস্থলে সাধারণ চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। জ্বরের লক্ষণ লক্ষিত হইলে রোগী প্রথমতঃ নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান করিবে। কারণ তাহাতে আরোগ্যলাভ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পাখার বাতাস জ্বররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকারী। কারণ বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে ব্যজনসম্ভূত বায়ুদ্বারা তৃষ্ণা, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রমের শান্তি হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে তালবৃন্তের বায়ু ত্রিদোষনাশক, বংশনির্ম্মিত ব্যজনের বায়ু অতিশয় উষ্ণ ও রক্তপিত্তের প্রকোপজনক এবং চামর, বস্ত্র, ময়ূরপিচ্ছ বা বেত্রজ ব্যজনের বায়ু দোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, হৃদ্য ও সুপ্রশস্ত। নবজ্বরে গুরু ও উষ্ণ বসনে গাত্র আবৃত রাখিবে এবং অত্যন্ত পিপাসা হইলে ঋতু অনুসারে পক্ব জল অল্পমাত্রায় পান করিবে। কখন কখন ঔষধ না দিয়া কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়। অতএব রোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা না হইলে শত শত ঔষধেও কোন ফল হয় না।

ততো জ্বরে বর্জ্জনীয়ান্যাহ সুশ্রুতঃ॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্নংব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥
ক্রোধপ্রবাতভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণজ্বরী।

'পরিষেকঃ' স্নানাদিঃ. প্রদেহোঽনুলেপনাভ্যঙ্গাদিঃ। 'স্নেহান্' পানে নিষিদ্ধান্।

নবজ্বরে কি কি বর্জন করিবে তাহা সুশ্রুতে এইরূপ উক্ত আছে যথা— স্নানাদি, প্রদেহ অর্থাৎ অনুলেপন ও

অভ্যঙ্গাদি নিষিদ্ধ স্নেহপান, সংশোধন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, পরিশ্রম, শীতল জল, ক্রোধ, বায়ুসেবন ও আহার নবজ্বরে এই সকল বর্জ্জন করিবে।

নিষেধাচরণাদ্দোষমাহ।

শোষশ্ছর্দ্দির্ম্মদো মূর্চ্ছা ভ্রমস্তৃষ্ণাপ্যরোচকম্।
প্রাগেোক্তাপজ্বরাদেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ॥

আদিশব্দেন প্রদেহাদয়ো গৃহ্যন্তে। হারিতেন প্রত্যেকদূষণমুক্তঞ্চ।

ব্যায়ামাজ্জ্বরসংবৃদ্ধির্ব্যবায়াৎ স্তম্ভমূর্চ্ছনম্।
মৃতিশ্চ স্নেহপানাত্তু মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দির্ম্মদোঽরুচিঃ।
গুর্ব্বন্নভোজনাৎ স্বপ্নাদ্বিষ্টম্ভো দোষকোপনম্।
অগ্নিসাদঃ খরত্বঞ্চ স্রোতসাং চ প্রবর্ত্তনম্॥

মৃতিরিতি ব্যবায়াদিত্যত্র সম্বধ্যতে। 'স্বপ্নাৎ' দিবাস্বাপাৎ।

নিষিদ্ধ আচরণের দোষ।

পরিষেকাদি নিষিদ্ধ আচরণ করিলে শোষ, ছর্দ্দি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, ও অরুচি এই সকল উপদ্রব ঘটে। এস্থলে আদিশব্দে প্রদেহাদি বুঝিতে হইবে। হারীতও স্নানাদির প্রত্যেকের দোষ দেখাইয়াছেন যথা—নবজ্বরে পরিশ্রম করিলে জ্বর বর্দ্ধিত হয়, মৈথুন আচরণ করিলে স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। স্নেহপানাদি দ্বারা মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, অজ্ঞানতা ও অরুচি হয়, গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে ও দিবাভাগে নিদ্রা গেলে বিষ্টব্ধতা, দোষাদির প্রকোপ অগ্নিমান্দ্য, খরত্ব ও স্রোতের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

অন্যচ্চ বর্জ্জয়েৎ।

সজ্বরো জ্বরমুক্তো বা বিদাহীনি গুরূণি চ।
অসাত্ম্যান্যন্নপানানি বিরুদ্ধান্যশনানি চ॥
ব্যায়ামমতিচেষ্টাং চাভ্যঙ্গং স্নানং চ বর্জ্জয়েৎ।
তেন জ্বরঃ শমং যাতি শান্তশ্চ ন পুনর্ভবেৎ॥

অপর বর্জ্জনীয়।

জ্বর সত্ত্বে বা অসত্ত্বে বিদাহী ও গুরুপাক দ্রব্য, আত্মার অস্বাস্থ্যকর অন্ন ও পানীয়, বিরুদ্ধ, বা অতিরিক্ত আহার, ব্যায়াম, অতিরিক্ত পরিশ্রম, তৈলাদি অভ্যঙ্গ ও স্নান বর্জ্জন করিবে। এইরূপ করিলে জ্বরের শান্তি হয় এবং পুনরায় জ্বর আসে না।

জ্বরী লঙ্ঘনং কুর্য্যাদিত্যাহ চরকো বাগ্ভটশ্চ।
আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ।

অস্যায়মর্থঃ। যতোহেতোরামাশয়স্থো দোষো বাতপিত্তকফরূপঃ স্বহেতুদুষ্ট অগ্নিং হত্বা আচ্ছাদ্য সামঃ অপক্বাহার-সার-সহিতঃ মার্গং রসমার্গং পিধাপয়ন্ অত্রার্ষত্বাদহেতাবপি কর্ত্তরি শতৃ, তেন পিদধতীত্যর্থঃ, জ্বরং করোতি তস্মাদ্ধেতো লঙ্ঘনং জ্বরী আচরেদিত্যর্থঃ।

ত্রিবিধং ত্রিবিধে দোষে তৎসমীক্ষ্য প্রয়োজয়েৎ।
দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘনপাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

চক্রদত্তশ্চ।

তরুণং তু জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ।
আমদোষ মলিপ্তাত্মা লঙ্ঘনীয়ং যথাবিধি।

অন্যচ্চ।

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ জ্বরমধ্যে তু পাচনং।
জ্বরান্তে রেচনং দদ্যাৎ কোষ্ঠশুদ্ধৌ যথাবলং॥
দোষশেষস্য পাকার্থমগ্নেঃ সন্ধুক্ষণায় চ।

লঙ্ঘিতশ্চাপ্যদোষশ্চেৎ যবাগূপানমাচরেৎ।
শালি-ষষ্টিক-মুদ্গানাং যূষং বা শক্তমাচরেৎ॥
পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধাং যবাগূং মধ্যলঙ্ঘনে।
অত্যর্থং লঙ্ঘিতং দৃষ্ট্বা তস্মৈ সন্তর্পণং হিতম্॥
দ্রাক্ষা-দাড়িম-খর্জ্জুরপিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ।
তর্পণার্হেতু কর্ত্তব্যস্তর্পণং জ্বরশান্তয়ে॥

অত্র লঙ্ঘনশব্দেনানশনমুচ্যতে।

যত আহ সুশ্রুতঃ।

আনদ্ধস্তিমিতৈর্দ্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ।
তাবত্ত্বনশনং কুর্য্যাত্ততঃ সংসর্গমাচরেৎ॥

আনদ্ধস্তিমিতৈর্দ্দোষৈঃ নিশ্চলৈর্দ্দোষৈঃ সম্বদ্ধঃ। সংসর্গং ঔষধান্নাদিপ্রসঙ্গম্।

চরক ও বাগভটে জ্বরে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা আছে যথা—স্বহেতুদুষ্ট বাত, পিত্ত ও কফ আমাশয়স্থ হইয়া অপক্ক আহারের সারের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসমার্গ অবরোধ এবং অগ্নিনাশ করত জ্বর জন্মায়। অতএব জ্বরে লঙ্ঘন আবশ্যক। প্রকোপের ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া ত্রিবিধ দোষে এই তিন প্রকার কার্য্য করিবে। যথা দোষের ন্যূনতা থাকিলে লঙ্ঘন, মধ্যম দোষে লঙ্ঘন ও পাচন এবং দোষের আধিক্য থাকিলে শোধন হিতকারী। সংশোধন দ্বারা মল সমূলে বিনষ্ট হয়। চক্রদত্তও কহিয়াছেন প্রথমতঃ লঙ্ঘন দ্বারা নবজ্বরকে ক্ষীণ করিবে। অসমর্থ পক্ষে যথাবিধি দোষের পরিপাক করিবে। অন্যত্রে উক্ত আছে জ্বরের প্রারম্ভে লঙ্ঘন, জ্বরের মধ্যঅবস্থায় পাচন এবং কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য জ্বরের অন্তে বল বিবেচনা করিয়া বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। অবশিষ্ট দোষের পরিপাক ও পাচকাগ্নির উত্তেজনার জন্য লঙ্ঘন দিলেও যদি নির্দ্দোষ না হয় তাহা হইলে যবাগূ অথবা শালি, যাইট ধান্য ও মুগের যূষ পান করাইবে। পঞ্চ কোলের সহিত সিদ্ধ যবাগূই মধ্য-লঙ্ঘনে প্রশস্ত। যে অধিক লঙ্ঘন দিয়াছে তাহার পক্ষে সন্তর্পণ হিত-কারী। তর্পণার্হ রোগীর জ্বরশান্তির নিমিত্ত দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, পিয়াল ও পরূষ প্রভৃতি ফল দ্বারা রোগীকে পরিতৃপ্ত করত রোগশান্তি করিবে।

এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে অনশন বলিতে হইবে। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন যত দিন রোগী দোষের প্রকোপে বিহ্বল হইয়া থাকিবে ততদিন অনাহারে রাখিবে। পরে দোষের লাঘব হইয়া আসিলে ঔষধ ও আহারাদির ব্যবস্থা করিবে।

যত চরকঃ প্রাহ।

চতুঃপ্রকারাঃ সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥

চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধি বমন বিরেচন নিরুহ-বস্তিশিরোবিরেচনানি, নত্বনুবাসনং, তস্য বৃং-হণত্বাৎ। অত্র লঙ্ঘনং কর্ষণমিত্যর্থঃ।

তথাচ সুশ্রুতঃ।

শরীরলাঘবকরং যদ্দ্রব্যং কর্ম্ম বা পুনঃ।
তল্লঙ্ঘনমিতি জ্ঞেয়ং বৃংহণং তু পৃথগ্বিধম্॥

লঙ্ঘনাৎকর্ষণাদন্যং শরীরপোষকমিত্যর্থঃ।

চরক বলেন বমন, বিরেচন, নিরুহবস্তি ও শিরোবিরেচন এই চারি[illegible]

সংশুদ্ধি,পিপাসা, বায়ু, আতপ, পাচন, উপবাস ও ব্যায়ামএই কয় প্রকার লঙ্ঘন অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা শরীর কর্ষিত হয়। অনুবাসন কর্ষণ নহে উহা বৃংহণ। কারণ সুশ্রুত ও কহিয়াছেন যে দ্রব্য বা কর্ম্ম দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয় তাহাকে লঙ্ঘন বলে। বৃংহণ অন্যবিধ অর্থাৎ লঙ্ঘনের ন্যায় কর্ষণ নহে বরং শরীরের পোষণকারী।

* ননু আনদ্ধত্বিমিতৈর্দ্দোষৈরিত্যাদিপূর্ব্বোক্ত-সুশ্রুতবচনাৎসামান্যতো জ্বরিণো যথাঽনশনরূপং লঙ্ঘনং ক্রিয়তে তথা চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ ইত্যাদি চরকবচনাদ্বমনাদিরূপং লঙ্ঘনং সর্ব্ব-জ্বরিভিঃ কথং ন ক্রিয়তে। তত্রোচ্যতে। বমনা-দিকমবস্থাবিশেষেষু ক্রিয়তে নতু সর্ব্বজ্বরেষু।

তথাচ সুশ্রুতঃ।

সোৎক্লেশে বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকজ্বরে।
পিত্তপ্রায়ে বিরেকস্তু কার্য্যঃ প্রশিথিলাশয়ে॥

'সোৎক্লেশে' বমনেচ্ছাবতি। প্রশিথিলাশয়ে অত্র প্রোপসর্গবৈপরীত্যেন গাঢ়াশয় ইত্যর্থঃ।

সরুক্কেঽনিলজে কার্য্যং সোদাবর্ত্তে নিরূহণম্।
কফাভিপন্নে শিরসি কার্য্যং মূর্দ্ধবিরেচনম্॥

'সোদাবর্ত্তে' উদরপূরণবতি।

যদি এরূপ বলা যায় যে "কুপিত দোষে বিহ্বল রোগীর যত কাল না দোষের লাঘব হয়" ইত্যাদি সুশ্রুত বচনে সামান্যতঃ জ্বররোগীর যেমন অনশনরূপ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা আছে সেইরূপ "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি চরক-বচনপ্রমাণে সকল জ্বররোগীকে বমনাদিরূপ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা কেন না করা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে জ্বরের অবস্থাভেদে বমনাদি ব্যবস্থা করা যায়, সকল জ্বরে নহে। এ বিষয়ে সুশ্রুত ও কহিয়াছেন শ্লৈষ্মিকজ্বরে বমনেচ্ছা থাকিলে বলিষ্ঠ রোগীকে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য হইলে ও আশয় প্রশিথিল অর্থাৎ গাঢ় হইলে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বায়ুতে উদর পূর্ণ হইয়া পীড়াদায়ক হইলে নিরূহণ ব্যবস্থা করিবে এবং মস্তক কফপূর্ণ হইলে শিরো-বিরেচন আবশ্যক।

অপিচ।

সর্ব্বজ্বরিভিঃ পিপাসানিগ্রহশ্চ ন কার্য্যঃ।

যত আহ হারীতঃ।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥

অতোঽবস্থাবিশেষ এব পিপাসাসহনং জ্বরি-ভির্মারুতসেবনং চ ন কার্য্যং। সুশ্রুতেন প্রবাত-সেবনস্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধত্বাৎ। অতো মারুত-সেবনমপ্যবস্থাবিশেষ এব উক্তং। আতপসেবনং বাবস্থাবিশেষ এব সংগৃহীতম্।

লঙ্ঘনাম্বুযবাগূভির্য্যদা দোষো ন পচ্যতে।
তদা তং মুখবৈরস্য-তৃষ্ণারোচকনাশনৈঃ।
জ্বরঘ্নৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈঃ কষায়ৈঃ সমুপাচরেৎ॥

ইত্যত্র লঙ্ঘনপাচনয়োঃ স্ফুট এব ভেদঃ। ব্যায়ামোঽপি ন কার্য্যস্তস্যাভিনিষিদ্ধত্বাৎ। অব-স্থাবিশেষে পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিরূপঃ সোঽপি কর্ত্তব্যঃ। তস্মাচ্চতুঃপ্রকারাঃ সংশুদ্ধিরিত্যাদি-শ্লোকে লঙ্ঘনপদং কর্ষণপর্য্যায়মিতি নির্ণীতম্।

সকল জ্বরেপিপাসানিগ্রহ কর্ত্তব্য নহে। কারণ হারীত কহিয়াছেন যে সাতিশয়

পিপাসা অতি ভয়ানক এবং সদ্য প্রাণ-নাশক। অতএব তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিকে জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিবে। কিন্তু রোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন পিপাসা সহ্য করিতে ও বায়ুসেবন হইতে বিরত থাকিতে হয়। কারণ সুশ্রুত জ্বরে বায়ুসেবন এককালে নিষেধ করিয়াছেন। আবার অবস্থাবিশেষে বায়ুসেবন এবং আতপ সেবন ও আবশ্যক হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে লঙ্ঘন,জল, ও যবের মণ্ড দ্বারা যদি দোষের সমতা না হয় তাহা হইলে যাহাতে জ্বর, মুখশোষ, তৃষ্ণা ও অরুচির শান্তি হয় এরূপ কষায় ওষধ্য পাচন ব্যবস্থা করিবে। এতদ্দ্বারা লঙ্ঘন ও পাচনের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইতেছে। জ্বরে ব্যায়াম ও কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিরূপ ব্যায়ামও অনুমোদনীয়। "অতএব চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকস্থ লঙ্ঘন শব্দ কর্ষণবাচক জানিবে।

অনশনরূপস্য লঙ্ঘনস্য গুণমাহ।

লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সন্ধুক্ষিতেঽনলে।
বিজ্বরত্বং লঘুত্বং চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে।
লঙ্ঘনেন অনশনেন দোষে প্রবৃদ্ধে ক্ষয়ন্নীতে।

যত প্রাহ।

আহারংপচতি শিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ।

পচতীতি সন্ধুক্ষিতেঽনলে আচ্ছাদকদোষ ক্ষীণেঽগ্নৌ প্রদীপ্তে যথোক্তসম্প্রাপ্তিসামগ্রী-বিঘটনাৎ বিজ্বরত্বং শরীরস্য গৌরবাভাবেন লঘুত্বম্। ক্ষুৎ বুভুক্ষা চ জায়তে ইত্যর্থঃ।

অস্যাহ সুশ্রুতঃ।

অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্।

অতঃপর, অনশনরূপ লঙ্ঘনের ফল বলা যাইতেছে। লঙ্ঘন দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষের ক্ষয় হইয়া আসিলে এবং দোষাচ্ছন্নপ্রযুক্ত—ক্ষীণ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া আসিলে যথোক্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা শরীর বিজ্বর ও লঘু হয় এবং ক্ষুধা জন্মে। স্থানান্তরেওউক্ত আছে যে অনশনপ্রযুক্ত অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া আসিলে আহারীয় বস্তু এবং দোষের পরিপাক হয়। সুশ্রুত ও কহিয়াছেন অনবস্থিত—দোষাগ্নি জ্বররোগীর পক্ষে লঙ্ঘন দোষের পাচক, জ্বরঘ্ন, দীপক, কাঙ্ক্ষা, রুচি ও লাঘবের উৎপাদক।

'অনবস্থিতদোষাগ্নেঃ' অনবস্থিতঃ স্বস্থানাদিতস্ততো গতোদোষোঽগ্নিশ্চ যস্য তস্য জ্বরিণঃ, 'কাঙ্ক্ষা' অন্নাভিলাষঃ। 'রুচিঃ' লঙ্ঘনেনামপাকামুখশোষাদিনাশে মুখস্য যৎপ্রকৃতত্বং সৈব রুচিঃ শোভা। "রুচিঃ স্ত্রী দীপ্তিশোভায়ামভিষঙ্গাভিলাষয়োরিতি মেদিনীকারঃ"।

"অনবস্থিত-দোষাগ্নি" এই বিশেষণ থাকাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জ্বর হইলে দেহস্থ দোষ ও অগ্নি স্বস্থানে না থাকিয়া ইতস্তত ব্যাপ্ত হয়। কাঙ্ক্ষা শব্দে অন্নে ইচ্ছা। লঙ্ঘনপ্রযুক্ত আমের পারিপাক হইলে মুখশোষাদি থাকে না সুতরাং মুখ প্রকৃতভাব প্রাপ্ত হয় সেই জন্য রুচিশব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। রুচিশব্দে শোভাও বুঝায়।

কারণ মেদিনীকার লিখিয়াছেন যে রুচি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং দীপ্তি, শোভা, অভিষঙ্গ ও অভিলাষ বুঝায়।

হৃদয়স্য শুদ্ধিরনবরোধঃ। 'উদ্গারশুদ্ধিঃ' সধূমাম্লোদ্গারাভাবঃ। 'কণ্ঠস্য শুদ্ধিঃ' কফাদ্যলিপ্তত্বম্। 'আস্যশুদ্ধিঃ' মুখস্য প্রকৃতরসত্বম্। 'তন্দ্রাক্লমে' তন্দ্রাচ ক্লমশ্চ তস্মিন্, 'তন্দ্রা' নিদ্রা ক্লমোঽত্র গ্লানিঃ। 'ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে' ক্ষুৎপিপাসয়োঃ সহ যুগপদুদয়ে। 'অন্তরাত্মনি' মনসি। এতানি লক্ষণানি মিলিতান্যেব সম্যক্কৃতং লঙ্ঘনং বোধয়ন্তি। ন তু প্রত্যেকম্।

সম্যক্কৃতস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে।
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি।

সম্যক্‌রূপে কৃত লঙ্ঘনের লক্ষণ।

সম্যক্‌রূপে বায়ু, মূত্র, ও মল নিঃসরণ হইলে, দেহ লঘু হইলে, হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধি হইলে, নিদ্রা ও গ্লানি না থাকিলে, ঘর্ম্মনিঃসরণ হইলে, রুচি জন্মিলে এবং এককালীন ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় হইলে এবং মন ব্যথাহীন অর্থাৎ সুস্থ হইলে সম্যক্‌রূপে লঙ্ঘন সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

এস্থলে হৃদয়ের শুদ্ধি বলিতে হৃদয়ের অনবরোধ, সধূম অম্ল উদ্গার না হইলেই উদ্গারশুদ্ধি, কফ না থাকিলেই কণ্ঠশুদ্ধি, এবং মুখে প্রকৃত রস জন্মিলেই মুখশুদ্ধি হইয়াছে বুঝিবে। এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলেই সম্যক্ লঙ্ঘন সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে, একটি লক্ষণদ্বারা লঙ্ঘন সিদ্ধ নহে।

হীনস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ।

কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনং চ মুহুর্মুহুঃ।
কণ্ঠস্য হৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্ধীনলঙ্ঘনে।

'কফোৎক্লেশঃ' কফস্য বমনায়োপস্থিতিঃ। 'হৃল্লাসঃ' হৃদয়াৎ কটম্লনির্গমঃ।

হীন লঙ্ঘনের লক্ষণ।

কফ তুলিবার চেষ্টা, হৃদয় হইতে কটু ও অম্ল উদ্গার, মুহুর্মুহু ষ্ঠীবন, কফলীন কণ্ঠ, হৃদয়ের অবরোধ এবং নিদ্রাবেগ সম্যক্‌রূপে লঙ্ঘন সিদ্ধ না হইলে এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অতিশয়িতস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।
মনসঃ সংভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ।

'দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ' কর্ণনেত্রয়োঃ স্ববিষয়গ্রহণাসামর্থ্যং। 'মনসঃ সংভ্রমঃ' ভ্রান্তিঃ। 'ঊর্দ্ধবাতঃ' উদ্গারবাহুল্যম্। 'হৃদি তমঃ' অন্ধকারপ্রবিষ্টস্যেব জ্ঞানম্।

অতিরিক্ত লঙ্ঘনের লক্ষণ।

অতিরিক্ত লঙ্ঘনপ্রযুক্ত পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাশ, মুখশোষ, অরুচি, অক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষু ও কর্ণের বিষয়গ্রহণে অসামর্থ্য, ভ্রান্তি, উদ্গারবাহুল্য, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় জ্ঞান, অগ্নিমান্দ্য ও বলের হ্রাস হয়।

বলরক্ষণং লঙ্ঘনং কারয়েদিত্যাহ।
বলাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

অয়মর্থঃ। এনং জ্বরিণং বলাবিরোধিনা অনতিবলক্ষয়কারিণা লঙ্ঘনেন উপপাদয়েৎ উপচরেৎ। কুতইতি চেত্তত্রাহ। যদর্থঃ যস্মৈ আ-রোগ্যায় অয়ং ক্রিয়াক্রমঃ চিকিৎসোপক্রমঃ। তত আরোগ্যং বলাধিষ্ঠানং বলাশ্রয়মিত্যর্থঃ।

রোগীকে এরূপ লঙ্ঘন করাইবে যাহাতে তাহার বলের হানি না হয়। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে যেরূপ লঙ্ঘনে রোগীর সাতিশয় বলক্ষয় না হয় তাদৃশ লঙ্ঘন দ্বারা রোগীর উপচার করিবে। যেহেতু বলের জন্যই চিকিৎসা। অতএব বল ব্যতিরেকে কখন আরোগ্য লাভ হয় না।

কেষাঞ্চিদনশনস্য নিষেধমাহ সুশ্রুতঃ।

তত্তি মারুততৃষ্ণাক্ষুৎমুখশোষভ্রমান্বিতৈঃ।
ন কার্য্যং গর্ভিণী–বাল–বৃদ্ধ–দুর্ব্বল–ভীরুভিঃ।
ন ক্ষয়াধ্বশ্রমক্রোধকামশোষচিরজ্বরী॥

তত্র অনশনং উল্বণমারুতযুক্তেন জ্বরিণাং ন কার্য্যং। মারুতোত্র নিরামোবোদ্ধব্যঃ। সামে তু মারুতে লঙ্ঘনং কার্য্যমেব।

যত আহ তন্ত্রান্তরে।

অবশ্যমেব কুর্ব্বীত জ্বরী সামে সমীরণে।
লঙ্ঘনং হ্যামপাকার্থং ন তদূর্দ্ধং যথা কফে॥

'তদূর্দ্ধং' আমপাকাদূর্দ্ধং। অতএবোক্তম্।
কফপিত্তে দ্রবে ধাতুঃ সহেত লঙ্ঘনং বহু।
আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥

সুশ্রুতমতে নিম্নলিখিত জ্বর রোগীর পক্ষে অনশন নিষিদ্ধ। যথা বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পথশ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ভীরু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক, এবং যে সকল রোগী ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বায়ু, মুখশোষ, ভ্রম, ক্ষয়, কাম ও শোষ প্রভৃতিতে প্রপীড়িত, চিরজ্বরী এবং বাতোল্বণ জ্বর রোগীর পক্ষে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। এস্থলে বাতশব্দে নিরাম বায়ু বুঝিতে হইবে, সামবায়ুরোগে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ নহে। কারণ তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে আমযুক্ত বাতিক জ্বরে আম-পাকজন্য লঙ্ঘন অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমের পরিপাক হইলে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। কফের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে কফ ও পিত্ত দ্রব থাকিলে ধাতুতে বহু লঙ্ঘন সহ্য হয়। কিন্তু কফ ও পিত্ত গাঢ় অর্থাৎ পক্ক হইয়া আসিলে লঙ্ঘন সহ্য হয় না। সেইরূপ আমের অপক্ক অবস্থায় বাতজ্বরীর লঙ্ঘন সহ্য হয় কিন্তু পক্ক অবস্থার ক্ষণমাত্রও লঙ্ঘন সহ্য হয় না।

আমস্য লক্ষণমাহ।

আহারস্য রসঃ সারো যো ন পক্বোঽগ্নিলাঘবাৎ।
আমসংজ্ঞা স লভতে বহুব্যাধিসমাশ্রয়ঃ॥

তন্ত্রান্তরে তু।

আমমন্নরসং কেচিৎকেচিত্তু মলসঞ্চয়ম্।
প্রথমাং দোষদুষ্টিং বা কেচিদামং প্রচক্ষতে।
অন্যচ্চ।
অবিপক্কমসংযুক্তং দুর্গন্ধং বহুপিচ্ছিলং।
সদনং সর্ব্বগাত্রাণামাম ইত্যভিশব্দিতঃ॥
তেনামেন সমাযুক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ তাদৃশাঃ।
তদুদ্ভবা আময়াশ্চ সামা ইতি বুধৈঃ স্মৃতাঃ॥

আমের লক্ষণ।

ভুক্ত বস্তুর সারভাগ যদি অগ্নির হীনবলপ্রযুক্ত পক্ক না হয় তাহা হইলে তাহাকে আম বলা যায়। আম নানাবিধ ব্যাধির কারণ। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে কেহ অপক্ক অন্নরসকে কেহ বা মলসঞ্চয়কে, কেহ বা প্রথম দোষদুষ্টিকে আম বলেন। শাস্ত্রান্তরের মতে অপক্ক, অসংশক্ত, দুর্গন্ধ, অতিশয় পিচ্ছিল ও সর্ব্বাঙ্গের পীড়াজনক হইলেই আম বলা যায়। অতএব আমসংযুক্ত দুষ্ট দোষও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট এবং তদ্দোষজ ব্যাধিকেও বুধগণ সাম ব্যাধি বলিয়া থাকেন।

তত্র সামস্য বাতস্য লক্ষণমাহ।

বায়ুঃ সামো বিবন্ধাগ্নিসাদতন্দ্রান্ত্রকূজনৈঃ।
বেদনাশোথনিস্তোদৈঃ ক্রমশোঽঙ্গানি পীড়য়েৎ ॥
বিচরেদ্‌যুগপচ্চাপি গৃহ্লাতি কুপিতো ভৃশম্।
স্নেহাদ্যৈর্ব্বৃদ্ধিমায়াতি মেঘসূর্য্যোদয়ে নিশি ॥

'বিচরেদ্‌ যুগপৎ' বায়ুরামশ্চৈককালং বিচরেৎ কুপিতঃ সামো বায়ুঃ। ভৃশমতিশয়েন গৃহ্লাত্যঙ্গানীত্যর্থঃ।

আমসংযুক্ত বাতের লক্ষণ।

সাম বায়ু বিবন্ধ, অগ্নিসাদ, তন্দ্রা, অন্ত্রকূজন, বেদনা, শোথ, ও নিস্তোদ প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা ক্রমশঃ অঙ্গপীড়ন করে। আম ও বায়ু এককালে বিচরণ করে এবং উক্ত বায়ু কুপিত হইলে অতিশয় অঙ্গপীড়া জন্মে এবং মেঘ, সূর্য্যোদয় ও রাত্রিকালে স্নেহাদিসেবনদ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

তস্যৈব নিরামস্য লক্ষণমাহ।

নিরামো বিশদো রুক্ষো নির্গন্ধোঽল্পবেদনঃ।
বিপরীতগুণৈঃ শান্তিং স্নিগ্ধৈর্যাতি বিশেষতঃ ॥

নিরাম বায়ুর লক্ষণ।

নিরাম বায়ু বিশদ, রুক্ষ, নির্গন্ধ, অল্প পীড়াদায়ক এবং বিপরীতগুণকারী আচরণদ্বারা বিশেষতঃ স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবনদ্বারা উপশমিত হয়।

অথ প্রসঙ্গাৎসামস্য পিত্তস্য লক্ষণমাহ।

পিত্তং সামং ভবেদম্লং দুর্গন্ধং হরিতং গুরু।
অম্লিকা-কণ্ঠহৃদ্দাহ-করং শ্যাবং তথা স্থিরম্ ॥
'অম্লিকা' অম্বিলীচুকীতিলোকে।

অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে সাম পিত্তের লক্ষণ বলা যাইতেছে—আমসংযুক্ত পিত্ত অম্ল, দুর্গন্ধ, হরিতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, স্থির ও গুরুপাক। সুতরাং উহাতে অম্লাধিক্য হয় এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের দাহ জন্মে।

তস্য নিরামস্য লক্ষণমাহ।

নিরামং পিত্তমাতাম্রমত্যুষ্ণং কটুকং সরম্।
দুর্গন্ধি রুচিকৃদ্বহ্নিবলবর্দ্ধনমীরিতম্ ॥

নিরাম পিত্তের লক্ষণ।

নিরাম পিত্ত তাম্রবর্ণ, অতিশয় উষ্ণ, কটু, সর, সুর্গন্ধি, আগ্নের এবং রুচিকারক, ও বলবর্দ্ধক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অথ সামস্য কফস্য লক্ষণমাহ।

আবিলস্তন্তুলঃস্ত্যানঃ কণ্ঠদেশে চ তিষ্ঠতি।
সামোবলাসো দুর্গন্ধস্তুট্‌ক্ষুধোরুপঘাতকৃৎ ॥
'স্ত্যানঃ' সংহতঃ।

সাম কফের লক্ষণ।

আমসংযুক্ত কফ আবিল, তন্তুবৎ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কণ্ঠদেশে সংহত হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নাশ করে।

তস্য নিরামস্য লক্ষণ মাহ।

শ্লেষ্মানিরামো নির্গন্ধঃ ফেনবান্ ছেদবানপি।
ভবেৎসপিণ্ডিতঃ পাণ্ডুরাস্যবৈরস্যনাশকৃৎ ॥

নিরাম কফের লক্ষণ।

নিরাম কফ নির্গন্ধ, সফেন, ছেদবান্, পিণ্ডবৎ, পাণ্ডুবর্ণ, এবং মুখশোষের শান্তিকারক।

অথ সামস্য ব্যাধের্লক্ষণমাহ।

আলস্যতন্দ্রাহৃদয়াবিশুদ্ধি-
র্দোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ।
গুরূদরত্বারুচিসুপ্ততাভি-
রামান্বিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি ॥

সাম ব্যাধির লক্ষণ।

আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়াশুদ্ধি, দোষাপ্রবৃত্তি, আবিলমূত্রতা, পেট ভারবোধ হওয়া, অরুচি ও নিদ্রালুতা এই কয়টি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমান্বিত রোগ বলা যায়।

আমঘ্নয়েল্লঙ্ঘনকোষ্ণপেয়া-
লঘ্বন্নযূষোদনতিক্তযূষৈঃ।
বিরুক্ষণস্বেদনপাচনৈশ্চ
সংশোধনৈ রূর্দ্ধমধস্তথৈব।

লঙ্ঘন, ঈষদুষ্ণ জলপান, লঘু আহার, যূষ, ওদন ও তিক্ত যূষ, অথবা রুক্ষ ক্রিয়া, স্বেদন ও পাচন এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশের সংশোধন দ্বারা আমের শান্তি করিবে।

তৃদ্ধি মারুতকুৎতৃষ্ণেত্যাদি শ্লোকে তৃষ্ণাপি নিরামৈব বিবক্ষিতা। তেন নিরামতৃষ্ণান্বিতেন লঙ্ঘনং ন কার্য্যং। সামায়াস্তু তৃষ্ণায়াং লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। তথা মুখশোষভ্রমাবপি নিরামাবেব বিবক্ষিতৌ সামযোস্তু তয়োর্লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। গুর্ব্বিণীবালবৃদ্ধাদিভিরপি নিরামৈরেব লঙ্ঘনং ন কার্য্যং। সামৈঃ পুনস্তৈরপি লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। 'ক্ষয়ঃ' ধাতুক্ষয়ো রাজযক্ষ্মা। বাতজে জ্বরে লঙ্ঘনং কার্য্যং।

এস্থলে বক্তব্য এই যে 'নিরাম বায়ু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও ভ্রমান্বিত রোগীর পক্ষে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা নিরাম তৃষ্ণা বুঝিতে হইবে, অতএব নিরামতৃষ্ণান্বিত রোগীর পক্ষেই লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। সুতরাং আমান্বিত তৃষ্ণাতে লঙ্ঘন অনুমোদনীয়। সেইরূপ নিরাম মুখশোষ ও ভ্রমের পক্ষেও লঙ্ঘন নিষিদ্ধ এবং আমান্বিত মুখশোষ ও ভ্রমে লঙ্ঘন অনুমোদনীয় বলিতে হইবে।

এইরূপ গর্ভবতী স্ত্রী, বালক, ও বৃদ্ধাদি রোগীর পক্ষেও নিরামের লঙ্ঘন নিষিদ্ধ এবং সামের লঙ্ঘন অনুমোদনীয় বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ক্ষয়শব্দে ধাতুক্ষয় অর্থাৎ রাজযক্ষ্মা বুঝিতে হইবে। বাতজ্বরেও লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে।

জ্বরী লঙ্ঘনেঽপি জলং পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ।
তৃষিতো মোহ মায়াতি মোহাৎপ্রাণান্বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বারয়েৎ ॥

হারিতশ্চ।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্।

জ্বররোগী লঙ্ঘনকালেও যে জলপান করিতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শিত হইতেছে। সুশ্রুত কহিয়াছেন তৃষিত ব্যক্তির মোহ জন্মে এবং মোহপ্রযুক্ত প্রাণ বিয়োগ হয়। অতএব সকল অবস্থাতেই জলপান করিতে দিবে। কদাচ জলপান করিতে নিষেধ করিবে না। হারীত ও কহিয়াছেন অতিশয় তৃষ্ণা অতি ভয়ানক ও প্রাণনাশক। অতএব যাহাতে প্রাণ রক্ষা হয় তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে এরূপ পানীয় প্রদান করিবে।

অবশ্যং পেয়মপি জলং জ্বরী কিঞ্চিদ্বারয়ন্ পিবেৎ॥

যত আহ সুশ্রুত এব।

জীবনং জীবিনাং জীবো জগৎসর্ব্বং তু তন্ময়ম্।
অতোঽত্যন্ততয়া সুস্তো ন কচিদ্বারি বারয়েৎ॥
জীবনং জলং কিঞ্চিত্তু বারয়েদেব।
তথাচ।
জ্বরে নেত্রাময়ে কোষ্ঠে মন্দেঽগ্নাবুদরে তথা।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
ব্রণেচ মধুমেহেচ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ॥
'প্রসেকে' মুখপ্রসেকে। 'মন্দমাচরেৎ' অল্পং পিবেৎ।

যত আহ।

অতিযোগেন সলিলং তৃষ্যতেঽপি প্রয়োজিতম্।
প্রয়াতি শ্লেষ্মপিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ॥
উষ্ণ জলং জ্বরী শীতলং ন পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ।
নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে।
সদ্যঃশুদ্ধৌ তথাধ্মানে ব্যাধৌ বাতকফোত্থিতে।
অরুচিগ্রহণীগুল্মশ্বাসকাশেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানেচ শীতং বারি বিবর্জ্জয়েৎ॥

অত্রচ স এব।

সেব্যমানেন শীতেন জ্বরস্তোয়েন বর্দ্ধতে।
অত্র শীতং জলং অকথিতং নিষিদ্ধম্। তথা সতি কথিতংগ্রাহ্যমায়াতম্।

জ্বররোগীর পক্ষে পানীয় জলের নিষেধ থাকিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পান করিতে পারে। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন জলই প্রাণীদিগের জীবন এবং সমস্ত জগৎই জলময়। অতএব জ্বরে একেবারে জলপান করিতে কখন নিবারণ করিবে না। রোগবিশেষে অধিক জলের নিষেধও আছে যথা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, উদর, অরুচি, প্রতিশ্যায়, মুখপ্রসেক, শ্বয়থু, ক্ষয়, ব্রণ ও মধুমেহ রোগে অল্পজল পান করিবে। রোগীর পিপাসা থাকিলে বিশেষতঃ জ্বররোগে পিপাসার সময় যদি অধিক পরিমাণে জল দেওয়া যায় তাহা হইলে শ্লেষ্মপিত্ত জন্মে। নবজ্বরে শীতল জল পান করিবে না। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন নবজ্বর, প্রতিশ্যায়, পার্শ্বশূল, গলগ্রহ, আধ্মান, বাতশ্লেষ্ম, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাশ, বিদ্রধি, হিক্কা, অরুচি প্রভৃতি রোগে এবং স্নেহ পান করিলে বা দেহ সদ্যশুদ্ধ হইলে শীতল জল পান করিবে না। তিনি আরও কহিয়াছেন যে শীতল জল পান করিলে জ্বর বৃদ্ধি হয়। এস্থলে বক্তব্য

এই যে অক্কথিত শীতল জলই নিষিদ্ধ সুতরাং ক্কথিত শীতল জল পান করিলে ক্ষতি নাই।

তত্র ক্কথিতস্য বিধিগু ণাশ্চ।

ক্কাথ্যমানং তু নির্ব্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলঞ্চ যৎ।
তত্তোয়ং ক্কথিতং জ্ঞেয়ং দোষঘ্নং পাচনং লঘু॥
নির্ব্বেগং শনৈঃ। ক্কথিতস্য বিধানমাহ সুশ্রুতঃ।
বাতশ্লেষ্মজ্বরার্ত্তায় হিতমুষ্ণাম্বু তৃষ্যতে॥
দীপনঞ্চ কফচ্ছেদী বাতপিত্তানুলোমনম্।
শুদ্ধি মার্দ্দবকৃদ্দোষস্রোতসাং শীতমন্যথা॥

বাগ্‌ভটশ্চ।

তৃষ্ণায়াং প্রাগুমুষ্ণাম্বু পিবেদ্বাতকফজ্বরে।
তৎকফং বিলয়ং নীত্বা তৃষ্ণামাশু নিবর্ত্তয়েৎ॥
উদীর্য্য চাগ্নিং স্রোতাংসি মৃদূকৃত্য বিশোধয়েৎ।
বাতপিত্তকফস্বেদসকৃন্মূত্রাণি সারয়েৎ॥

ক্কথিত জলপানের বিধি ও লক্ষণ।

যাহাতে ফেনা না জন্মে এবং মলা না থাকে এরূপ অল্প অগ্নিতে পক্ক জলকে ক্কথিত বলা যায়। ক্কথিত জল দোষঘ্ন, পাচক ও লঘু। তৃষ্ণার্ত্ত বাতশ্লেষ্ম জ্বরীর পক্ষে উষ্ণ জল হিতকারী। কারণ উহা দীপন, কফঘ্ন, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমকারী, এবং বাতাদি দোষ ও স্রোতের মৃদুতাজনক। শীতল জল বীপরীতগুণকারী। বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন বাতশ্লেষ্ম জ্বরে তৃষ্ণার সময় উষ্ণ জল পান করিলে কফ বিলীন হইয়া শীঘ্র তৃষ্ণার শান্তি, অগ্নি উদীরিত, স্রোতসকল মৃদু ও সংশোধিত হয় এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, স্বেদ, মল ও মূত্র নিঃসরণ হয়।

অথোষ্ণোদকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ক্কাথ্যমানন্তু নির্ব্বেগং নিষ্ফেণং নির্ম্মলং তথা।
অর্দ্ধাবশিষ্টং যত্তোয়ং তদুষ্ণোদকমুচ্যতে॥
জ্বরকাশ-কফশ্বাস-বাতাপিত্তামমেদসাম্।
নাশনং বস্তিসংশোধি পথ্যমুষ্ণোদকং সদা॥

উষ্ণো দকের লক্ষণ ও গুণ।

যাহাতে ফেনা না জন্মে এবং মলা না থাকে এরূপভাবে অল্প অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া যখন অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিবে তখন তাহাকে উষ্ণজল বলিবে। এই জল জ্বর, কাশ, কফ, শ্বাস, বাত, পিত্ত, আম ও মেদের শান্তিকারক, বস্তিশুদ্ধিকারী, এবং সর্ব্বদা পথ্য।

অথর্ত্তুভেদে জলস্য পাকভেদঃ।

ত্রিপাদশেষং সলিলং গ্রীষ্মে শরদি শস্যতে।
হিমেঽর্দ্ধশেষং শিশিরে তথা বর্ষাবসন্তয়োঃ।

অন্যে তু।

নিদাঘে ত্বর্দ্ধপাদোনং পাদহীনন্তু শারদম্।
শিশিরে চ বসন্তে চ হিমে চার্দ্ধাবশেষিতম্॥
অষ্টমাংশাবশেষন্তু বারি বর্ষাসু শস্যতে।
ইতি কেচিদ্বুধাঃ প্রাহুর্ব্বৈজ্জটাগমদর্শনাৎ॥

কেচিত্তু।

বসুষ্বঙ্গেষু বাণেষু বেদেষু ত্রিষু পক্ষয়োঃ।
একভাগাবশেষং স্যাদম্বু বর্ষাদিষু ক্রমাৎ॥

ঋতুভেদে জলের পাকভেদ।

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে ত্রিপাদশেষ এবং শীত, হেমন্ত, বর্ষা ও বসন্ত কালে অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণ জল প্রশস্ত। কেহ

কেহ কেহ জটা নামক আগম দর্শন-পূর্ব্বক বলেন গ্রীষ্মকালে সার্দ্ধত্রিপাদ-শেষ এবং শরৎকালে পাদহীন, হেমন্ত বসন্ত ও শীতকালে অর্দ্ধাবশিষ্ট এবং বর্ষাকালে অষ্টমাংশাবশিষ্ট উষ্ণোদক প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন বর্ষাদিঋতুতে ক্রমান্বয়ে অষ্টমাংশ, অষ্টমাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশও অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট উষ্ণ জল পান করিবে।

অত্র দোষাণাং যথোল্বণতা হীনতা বা তথা ব্যবস্থা কল্পনীয়া।
তৎপাদহীনং পিত্তঘ্নমর্দ্ধহীনন্তু বাতনুৎ।
ত্রিপাদহীনং শ্লেষ্মঘ্নং সংগ্রাহ্যগ্নিপ্রদং লঘু॥
পাদহীনস্ত তন্ত্রান্তরে আরোগ্যাম্বুসংজ্ঞা

তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

পাদশেষং তু যত্তোয়মারোগ্যাম্বু তদুচ্যতে।
আরোগ্যাম্বু সদা পথ্যং কাশশ্বাসকফাপহম্॥
সদ্যোজ্বরহরং গ্রাহি দীপনং পাচনং লঘু।
আনাহ পাণ্ডু শূলার্শোগুল্মশোথোদরাপহম্॥

দোষের আধিক্য ও হীনতা অনুসারে ও উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করিবে। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে পাদহীন উষ্ণ জল পিত্তঘ্ন, অর্দ্ধহীন বাতঘ্ন, এবং ত্রিপাদ-হীন শ্লেষ্মঘ্ন, সংগ্রাহী, লঘু ও অগ্নির উদ্দীপক। পাদহীন জল তন্ত্রান্তরে আরোগ্যাম্বু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতঃপর উহার লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে যথা পাদাবশিষ্ট জলকে আরোগ্যাম্বু বলা যায়। আরোগ্যাম্বু সকল সময়েই হিতকারী। এই জল সংগ্রাহী, দীপন, পাচক, লঘু, সদ্য জ্বরঘ্ন এবং শ্বাস, কাশ, কফ, আনাহ, পাণ্ডু, শূল, অর্শ, গুল্ম, শোথ ও উদর রোগের শান্তিকারক।

অথ ঋতুভেদে জলস্য গ্রহণায় দেশভেদঃ।

হেমন্তে শিশিরে চাম্বু সারসং বা তড়াগজম্।
বসন্তগ্রীষ্ময়োঃ কৌপ্যং বাপ্যং বা নৈর্ঝরং হিতম্॥
নাদেয়ং বারি নাদেয়ং বসন্তগ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ।
বিষবৎপত্রপুষ্পাদি-দুষ্টনির্ঝর-যোগতঃ॥
ঔদ্ভিদং চান্তরীক্ষং বা কৌপ্যংবা প্রাবৃষি স্মৃতম্।
শস্তং শরদি নাদেয়ং নীরসমংশূদকং পরম্॥
দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ।
জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্॥
অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষমান্তরীক্ষজলোপমম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্॥
অন্যচ্চ।
শরদ্যাগস্ত্যেরুদয়াদখিলং সলিলং হিতম্।

বৃদ্ধসুশ্রুতশ্চ।

কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষেচ পয়োমাত্রং প্রশস্যতে।

কোন্ কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন্ স্থানের জল প্রশস্ত তাহা বলা যাই-তেছে।

হেমন্ত ও শীতকালে সরোবর বা তড়াগের জল, বসন্ত ওগ্রীষ্মকালে কূপ, বাপী বা ঝরণার জল, বর্ষাকালে উদ্ভিদ্, অন্তরীক্ষ, বা কূপের জল এবং শরৎকালে নদীর জল বা নীরস অংশূদক প্রশস্ত। বসন্ত ওগ্রীষ্মকালে কখন নদীর জল সেবন করিবে না। যেহেতু ঐ সময়ে বিষাক্ত পত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা ঝরণার জল দূষিত হয় এবং নদীর সহিত ঝর-

পার যোগ থাকাতে নদীর জলও ঐ সময়ে দূষিত হইয়া থাকে। যে জলে দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপ এবং রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ পড়ে তাহাকে অংশূদক বলে। অংশূদক স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, অনভিষ্যন্দি, নির্দ্দোষ বলকারক, রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, শীতল, লঘু, সুধাতুল্য এবং অন্তরীক্ষের জলের ন্যায় নির্দ্দোষ। শরৎকালে সূর্য্যোদয়ের পর সকল প্রকার জলই হিতকারী। বৃদ্ধ সুশ্রুত বলেন যে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল প্রকার জলই প্রশস্ত।

অথর্ত্তুপক্কমপি জলং বিষয়বিশেষে শীতলং পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ।
দাহাতিসারপিত্তাস্রমূর্চ্ছামদ্যবিষার্ত্তিষু।
মূত্রকৃচ্ছ্রে পাণ্ডুরোগে তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিভ্রমেষু চ।
মদ্যপানাৎসমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা।
সন্নিপাতসমুত্থে চ শৃতং শীতং প্রশস্যতে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে অবস্থাবিশেষে ঋতুপক্ক জলও শীতল করিয়া পান করিবে।

দাহ, অতিসার, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ্য ও বিষে প্রপীড়িত হইলে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু রোগ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, এবং পিত্তজ ও মদ্যপানজনিত বা সান্নিপাতিক রোগে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিবে।

অথ কথিতস্য জলস্য শীতলীকরণবিশেষে গুণবিশেষমাহ সুশ্রুতঃ।

শৃতাম্বু [illegible] দোষঘ্নং যদন্তর্ব্বাষ্পশীতলম্।
অরুক্ষ মনভিষ্যন্দি কৃমিতৃট্ জ্বরহৃল্লঘু।
ধারাপাতেন বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং পবনাহতম্।

অন্যচ্চ।

ভিনত্তি শ্লেষ্মসংঘাতং মারুতঞ্চাপকর্ষতি।
অজীর্ণং জরয়ত্যাশু পীতমুষ্ণোদকং নিশি।

'অন্তর্ব্বাষ্পশীতলম্' পিহিতমেব শীতলম্।

সুশ্রুত শীতলীকৃত উষ্ণ জলের অবস্থাভেদে গুণের বিশেষও লিখিয়াছেন যথা উষ্ণ জলকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শীতল করিয়া পান করিলে রুক্ষতা বা অভিষ্যন্দ জন্মে না, লঘুপাক হয় এবং তৃষ্ণা, ক্রিমি, জ্বর ও ত্রিদোষের শান্তি হয়। ধারানুক্রমে পতিত জল বিষ্টম্ভি এবং বাতাহত জল দুর্জ্জর। রাত্রিতে উষ্ণ জল পান করিলে বায়ু কর্ষিত এবং শ্লেষ্মসংঘাত ও অজীর্ণ আশু নাশ হয়।

অত্রাপরেঽপি বিশেষাঃ।

দিবাশৃতং পয়োরাত্রৌ গুরুতামধিগচ্ছতি।
রাত্রৌ শৃতং দিবা শীতং গুরুত্ব মধিগচ্ছতি।
তত্তু পর্য্যুষিতং বহ্নিগুণোঽস্পৃষ্টং ত্রিদোষকৃৎ।
গুর্ব্বম্লপাকং বিষ্টম্ভি সর্ব্বরোগেষু নিন্দিতম্।
শৃতং শীতং পুনস্তপ্তং তোয়ং বিষসমং ভবেৎ।
নির্য্যূহোঽপি তথা শীতঃ পুনস্তপ্তো বিষোপমঃ।

এই জলের অন্যরূপ বিধি ও আছে যথা দিবাভাগের উষ্ণ জল রাত্রিতে পান করিলে অথবা রাত্রিকালের উষ্ণ জল তৎপরদিবস পান করিলে গুরুপাক হয়। উষ্ণ জল অধিক পর্য্যুষিত হইলে তাহাতে অগ্নির গুণ থাকে না সুতরাং তাদৃশ জল গুরু, অম্লপাক, বিষ্টম্ভী ও বাতাদির প্রকোপজনক। অতএব সকল রোগেই

পর্য্যুষিত উষ্ণ জল অপকারী। উষ্ণ জল শীতল হইলে পুনরায় তাহা উষ্ণ করিলে বিষতুল্য হয়। ঐইরূপ নির্য্যূহ (কোন বস্তুর ক্বাথ,) শীতল হইলে পুনরায় তপ্ত করিলেও বিষতুল্য হয়।

রাত্রৌ তূষ্ণোদকস্য লক্ষণমন্যদাহ।
অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেন দ্বিকেন (১) বা।
অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ॥

রাত্রিপেয় উষ্ণোদকের বিশেষ লক্ষণ।

অর্দ্ধেক, চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে অথবা ক্বাথের নিয়মানুসারে পক্ক হইলে উষ্ণোদক বলা যায়।

অথ তস্য গুণাঃ।

শ্লেষ্মানিলামমেদোঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনম্।
শ্বাসকাশজ্বরহরং পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥

উক্তরূপ জলের গুণ।

রাত্রিতে উষ্ণ জল পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, বস্তি সংশোধিত হয় এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, আম, মেদ, শ্বাস, কাশ ও জ্বরের শান্তি হয়।

রাত্রাবুষ্ণোদকঞ্চ তপ্তমেব পিবেদিত্যাহ।
উষ্ণং তদগ্নিজননং লঘুচ্ছং বস্তিশোধনম্॥
পার্শ্বরুক্‌পীনসাধ্মানহিক্কানিলকফাপহম্।
শস্তং তৃট্‌শ্বাসশূলেষু সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥

রাত্রিতে উষ্ণ জল উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই পান করা বিধেয়। কারণ উক্ত আছে যে রাত্রিতে উষ্ণ জল পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, শীঘ্র পরিপাক হয়, বস্তিশুদ্ধি করে এবং পার্শ্ববেদনা, পীনস, আধ্মান, হিক্কা, বায়ু ও কফের শান্তি হয়। সুতরাং তাদৃশ জল লঘু ও অচ্ছ এবং তৃষ্ণা, শ্বাস, শূল, সদ্যশুদ্ধি ও নবজ্বরে প্রশস্ত।

বিষয়বিশেষে হ্যামমেব জলং শীতলং পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ।
মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
ভ্রমশ্রমপরীতেষু তমকে শ্বয়থৌ তথা॥
ধূমোদ্গারেঽবিদগ্ধেঽম্লে শোষে চ মুখকণ্ঠয়োঃ।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে॥
শীতলমম্ভঃ আমমেব নতু ক্বথিতম্, ক্বথিতস্তু শীতং দাহাদিষু যদুক্তং তৎসজ্বরেষু, বিজ্বরেষু তু দাহাদিষ্বামং শীতং প্রশস্যতে ইতি ভেদঃ।

সুশ্রুতে বিষয়বিশেষে অপক্ক শীতল জল ও পান করিবার বিধান আছে যথা-দেহ উষ্ণ বা বিষাক্ত হইলে, এবং দাহ, মূর্চ্ছা, পিত্তবৃদ্ধি, মদাত্যয়, রক্তজ রোগ, ভ্রম, শ্রম, অন্ধতা, শ্বয়থু, ঊর্দ্ধগ, রক্তপিত্ত এবং মুখ ও কণ্ঠদেশের শোষ প্রভৃতিতে প্রপীড়িত হইলে অথবা অন্ন বিদগ্ধ হইয়া সধূম উদ্গার উঠিলে শীতল জল প্রশস্ত।

এস্থলে শীতল জল বলিতে শীতল পক্ক জল নহে, শীতল অপক্ক জল এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে দাহাদিতে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে বলা হইয়াছে উহা জ্বরকালীন দাহ বুঝিতে হইবে। বিজ্বর দাহে অপক্ক শীতল জল প্রশস্ত।

(১) চতুর্থেনার্দ্ধকেন বেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আমাদিজলানাং জঠরাগ্নিনা
পাককালাবধিমাহ।

আমং জলং পাকমুপৈতি যামং
পক্বং পুনঃ শীতলমর্দ্ধযামম্।
পক্বং কদুষ্ণঞ্চ ততোঽর্দ্ধকালং
কালাদ্ধয়ং শীতজলস্য পাকে॥

অতঃপর পক্ক ও অপক্ক জল জঠরাগ্নিতে পরিপাক প্রাপ্ত হইতে কত সময় অপেক্ষা করে তাহা বলা যাইতেছে যথা।

অপক্ক শীতল জল এক প্রহরে, পক্ক শীতল জল অর্দ্ধ প্রহরে এবং ঈষদুষ্ণ পক্ক জল তদর্দ্ধ সময়ে পরি াক প্রাপ্ত হয়। শীত জল জীর্ণ হইবার এই তিন প্রকার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

রোগবিশেষে জলসংস্কারমাহ।

পিত্তমদ্যবিষোত্থেষু তিক্তকৈঃ শৃতশীতলম্।
জলং হিতমিতি শেষঃ।

রোগবিশেষে জলের পাকের বিশেষ আছে যথা পিত্ত, মদ্যপান বা বিষজনিত রোগে, তিক্ত দ্রব্য সহযোগে পরিপক্ক জল শীতল করিয়া পান করিবে।

তিক্তানি বহুলানি তেভ্যোনির্দ্ধার্য্য
যোগমাহ সুশ্রুতঃ।

মুস্তপর্পটকোদীচ্যচ্ছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ।
শৃতং শীতং জলং দদ্যাত্তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে তিক্ত দ্রব্য অনেক আছে তন্মধ্যে সুশ্রুত নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্যকে প্রশস্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যথা তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরশান্তির জন্য মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ছত্রা, বেনারমূল ও চন্দন এই কয়েকটি দ্রব্যসংযুক্ত সিদ্ধ শীতল জল পান করিতে দিবে।

ছত্রাত্র ধান্যকঃ। যত আহ নিঘণ্টৌ ধন্বন্তরিঃ।
কুস্তুম্বরুঃ স্বর্ণিকা চ ছত্রা ধান্যং বিতুন্নকমিত্যাদি॥

এস্থলে ছত্রা শব্দে ধান্যক (ধনে) বলিতে হইবে। কারণ ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে লিখিয়াছেন ছত্রা, কুস্তুম্বুরু, স্বর্ণিকা, ধান্য ও বিতুন্নক এই কয়টি শব্দ একার্থ।

তদ্গুণাশ্চ।

ধান্যকং দীপনং রুচ্যং পাচনং স্বাদুপাকি চ।
দোষত্রয়তৃষাদাহশ্বাসকাশজ্বরপ্রণু‍দিত্যাদি॥

ধনের গুণ।

ধনে দীপন, রুচ্য, পাচন স্বাদুপাক, ত্রিদোষঘ্ন এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্বাস, কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক।

চক্রদত্ত–বঙ্গসেন–বৃন্দাদয় শ্ছত্রাস্থানে নাগরং পঠ‍ন্তি তদ্যথা মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্য নাগরৈরিতি। নাগরং কটুকমপি নাত্র পিত্তজনকং মধুরপাকিত্বাদিতি তেষাম‍ভিপ্রায়ঃ। নাগরং মুস্তকমিতি কেচিৎ। কচিদেকদেশেন সমুদায়োঽবগম্যতে। যথা ভীমো ভীমসেন ইতি ভীসটৈস্তু এতস্য প্রক্রিয়া। চন্দনৈরিত্যত্র সহার্থে তৃতীয়া তেন মুস্তাদিভিঃ ষড়্ভিরপ্যমৈরেব ক্ষুন্নৈঃ সহিতং জলম্ শৃতং জলমেব কেবলং যথর্ত্তু পক্বং পশ্চাত্তচ্ছীতলীকৃতং দদ্যাৎ।

তথাচ বঙ্গসেনঃ।

যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং গ্রাহয়েৎপ্রাস্থিকেঽম্ভসি॥

অঙ্গাম্বমর্থঃ। যাদ্ধাতোরণ্যু জলে শৃতশীতাম্বু শৃতাম্বু কেবলামেব ষড়র্ত্তু পক্কাম্বু শীতাম্বু তাম্বু শীতলীকৃতাম্বু ষড়ঙ্গাদিদ্রব্যং প্রযুজ্যতে আমমেব সংক্ষুদ্য জলে স্থাপ্যতে ততঃ প্রক্ষেপ্যত্বাৎ কর্ষমাত্রং দ্রব্যং সম্প্রতি ষড়ঙ্গাদি প্রাস্থিকেহম্ভসি প্রস্থমাত্রে কৃথিতশীতলে জলে ক্ষেপ্তুং গ্রাহয়েৎ। অতএব ষড়ঙ্গমভিধায় ষড়ঙ্গপানীয়মিতি বঙ্গসেনাদিভিরুক্তম্। অস্মিনপক্ষে চন্দনং শ্বেতামেব গ্রাহ্যং নতু রক্তং, তৎকষায়লেপযোরেব প্রয়োক্তু যুক্তম্।

ষড়ঙ্গ জল।

কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনমিতি।

ষড়ঙ্গপানীয়মিদং ষড়ঙ্গাদেঃ পানে তু বিধাতব্যে প্রক্রিয়া বিহিতা মহাবঙ্গসেনেন।
কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং গ্রাহয়েৎপ্রাস্থিকেহম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধৌ॥
আদিশব্দেন যূষযবাগূবিলেপীভক্তানি গৃহ্যন্তে।
পানপ্রক্রিয়াং শার্ঙ্গধরোঽপ্যেতামেবাহ।
ক্ষুণ্নং দ্রব্যং পলং সাধ্যং চতুঃষষ্টিপলে জলে।
অর্দ্ধশিষ্টন্তু তদ্দেয়ং পানে পেয়াদিসংবিধৌ॥

পানপ্রয়োগঞ্চ ষড়ঙ্গমুক্তবান্।, অস্মিনুপক্ষে চন্দনং রক্তং গ্রাহ্যম্। কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনমিতি বচনাৎ।

চক্রদত্ত, বঙ্গসেন ও বৃন্দাদি আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ছত্রার পরিবর্ত্তে নাগর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই নাগর কটুরস হইলেও পাকে মধুর। কেহ বা নাগরশব্দে নাগরমুথা বলেন। কারণ শব্দের এক দেশ প্রয়োগ থাকিলেও কখন কখন সমুদায় শব্দের অবগতি হয়। যেমন ভীমশব্দে ভীমসেনকে বুঝায় সেইরূপ নাগর শব্দপ্রয়োগদ্বারাই নাগরমুস্তক বুঝাইবে। কেহ বা নাগরের পরিবর্ত্তে পদ্মকশব্দ প্রয়োগ করেন। টীসতে পূর্ব্বোক্ত জলের প্রক্রিয়া উক্ত আছে—এস্থলে "চন্দনৈঃ" সহার্থে তৃতীয়া। অতএব মুস্তাদি ষড়্বিধ দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় কুটিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে যেমন ঋতু তদনুসারে সেই জল পাক করত শীতল হইলে পান করিবে। বঙ্গসেনও বলেন জলকে ঋতু অনুসারে পক্ক করিয়া শীতল করিবে। পরে প্রস্থপরিমিত সেই জল লইয়া তাহাতে এককর্ষ পরিমিত ষড়ঙ্গাদি কুটিয়া ক্ষেপণ করিবে। ইহাকেই ষড়ঙ্গপানীয় বলে। এস্থলে শ্বেতচন্দ্রনই গ্রহণ করিবে কারণ শাস্ত্রে কষায় ও লেপনেই রক্তচন্দ্রনের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা "কষায় ও লেপন বিষয়ে প্রায় রক্তচন্দ্রনই প্রয়োজিত হইয়া থাকে।" মহা বঙ্গসেন ষড়ঙ্গপানীয়ের অন্য প্রকার প্রক্রিয়াও লিখিয়াছেন যথা "পেয়াদিসম্বন্ধে এক প্রস্থ জলে কর্ষমাত্র দ্রব্য নিঃক্ষেপ করত অর্দ্ধপক্ক করিয়া পান করিতে দিবে। এস্থলে আদি শব্দে যূষ, যবের মণ্ড, বিলেপ ও ভক্ত বুঝিতে হইবে। শার্ঙ্গধর পানের প্রক্রিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন যথা "পেয়াদিসম্বন্ধে চতুঃষষ্টি পল পরিমিত জলে এক পল কুট্টিত দ্রব্য নিঃক্ষেপ করত অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। পানপ্রয়োগে ষড়ঙ্গই অনুমেদনীয় এবং কষায় ও লেপনের পক্ষে রক্তচন্দ্রনই ব্যবহৃত

হইয়া থাকে” এই বচনপ্রমাণে এস্থলে রক্তচন্দনই গ্রাহ্য।

তথা রক্তচন্দনস্য গুণাঃ।

রক্তং হিমং স্বাদুপাকং ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তজিৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্॥

ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যেত ইত্যাদিশব্দেন বক্ষ্যমাণা-দয়োযোগা উচ্যন্তে যথা।

শ্রীপর্ণীচন্দনোশীরসমধুকং পরূষকং।
পানং পিত্তজ্বরং হন্যাচ্ছারিবাদ্যং সশর্করম্।
অত্র শ্রীপর্ণীপরূষকয়োঃ ফলং গ্রাহ্যং মধুকস্য তু পুষ্পম্॥

অন্যচ্চ।

হন্যাৎসযষ্টিমধুকং তথৈবোৎপলপূর্ব্বকম্।
পানং শৃতং জলং কিংবা সোৎপলং শর্করাযুতম্।

হন্যাৎপিত্তজ্বরমিতি শেষঃ। উৎপলমত্র কম-লমিত্যাদি।

রক্তচন্দনের গুণ।

রক্তচন্দন শীতল, স্বাদুপাক, তিক্ত, বৃষ্য, দৃষ্টির পক্ষে উপকারী এবং তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষের শান্তিকা-রক। ষড়ঙ্গাদি এই আদিশব্দে নিম্ন-লিখিত দ্রব্য বুঝিতে হইবে যথা শ্রীপর্ণী, চন্দন, বেনার মূল, পরুষক, মধূক এবং শর্করামিশ্রিত সারিবাদি এই কয়টি দ্রব্য-সংযুক্ত পানীয় পিত্তজ্বরের শান্তিকারক। এস্থলে শ্রীপর্ণী ও পরূষকের ফল এবং মধুকের পুষ্প গ্রহণ করিবে। গ্রন্থা-ন্তরেও উক্ত আছে, যষ্টিমধু, মধুকও কমল সহকারে অথবা শর্করাও কমল সহ-কারে পক্ব জল শীতল করিয়া পান করাইলে পিত্তজ্বরের শান্তি হয়।

দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎকফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে॥
উচিতো হি দিবাস্বাপো নিত্যং যেষাং শরীরিণাম্।
বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥

জ্বরাদিতে দিবসে নিদ্রা যাইবে না তাহা হইলে কফ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং গ্রীষ্মকাল ভিন্ন আর সকল ঋতুতেই দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা যাহা-দের অভ্যাস আছে দিবসে নিদ্রা না যাইলে তাহাদিগের বাতাদির প্রকোপ হয়।

দিবসচর্য্যাধ্যায়ে দিবাস্বপ্নোচিতানাং দিবাস্বাপঃ।
যেষাং দিবাস্বপ্নমুচিতং তানাহ।

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতান্ ক্লান্তানতীসারিণঃ
শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্।
ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্মদহতান্ বৃদ্ধান্ তথাজীর্ণিনো
রাত্রৌ জাগরিতাস্তরানিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥

দিবসচর্য্যাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত আছে যাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা উচিত তাহারা দিবানিদ্রা যাইবে। নিম্ন-লিখিত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা উচিত—যাহারা ব্যায়াম, মৈথুন, পথ-ভ্রমণও যানারোহণে ক্লান্ত অথবা অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা বা বায়ু-রোগে প্রপীড়িত; এবং যাহারা কফক্ষীণ, মদহত, দুর্ব্বল, অজীর্ণরোগী, রাত্রিজাগ-রিত, উপবাসী এবং শিশু ও বৃদ্ধ তাহারা ইচ্ছাগত দিবসে নিদ্রা যাইতে পারে।

অথ বাতিকজ্বরাণাং পাকাবধিমাহ।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকঃ।
শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশাহেন জ্বরঃ পাকমুপৈতি হি।
রসস্যামত্বেঽবধিমতিক্রম্যাপি জ্বরস্তিষ্ঠতি।

যত আহ সুশ্রুতঃ।

বহুদোষস্য মন্দাগ্নেঃ সপ্তরাত্রাৎপরং জ্বরে।
লঙ্ঘনাম্বুযবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে॥
তদা তং মুখবৈরস্য–তৃষ্ণা–রোচক–নাশনৈঃ।
কষায়ৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈ র্জ্বরঘ্নৈঃ সমুপাচরেদিতি॥

বাতিকাদি জ্বরের পরিপাকের কাল।

বাতিক জ্বর সাত দিনে, পৈত্তিক জ্বর দশদিনে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বর বার দিনে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যদি রসের পরিপাক না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সীমা অতিক্রম করিয়াও জ্বর থাকে। কারণ সুশ্রুত কহিয়াছেন যে জ্বরে দোষের আধিক্য ও অগ্নিমান্দ্য থাকে লঙ্ঘন, জল ও যবাগূ দ্বারা সাতদিনের পর যদি তাদৃশ জ্বরের পরিপাক না হয় তাহা হইলে যাহাতে মুখের বিরসভাব, তৃষ্ণা ও অরুচি নাশ হয় এরূপ কষায় ও হৃদ্য জ্বরঘ্ন পাচন দ্বারা সেই জ্বরের উপচার করিবে।

অথ জ্বরস্য তারুণ্যমধ্যাবস্থাজীর্ণতাবধি।
আসপ্তরাত্রান্তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।
দ্বাদশাহমতিব্যাপ্য মধ্যং জীর্ণং ততঃ পরম্।

আসপ্তরাত্রাদিতি। অত্র আং মর্য্যাদায়াং। রাত্রিশব্দো দিবসস্যোপলক্ষকঃ। তেন সপ্তম-দিবসাদর্ব্বাগ্জ্বরস্তরুণ ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে।
জ্বরে ব্যতীতে ষড়হে জীর্ণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
দ্বাদশাহাৎপরং জীর্ণমাহুরন্যে মনীষিণঃ॥
অতএব জাতুকর্ণঃ, জীর্ণস্ত্রয়োদশে দিবস ইতি।

জ্বরের তরুণ, মধ্য ও জীর্ণ অবস্থার সীমা।

পণ্ডিতগণ কহেন যে সাতরাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণ অবস্থা, দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্য অবস্থা এবং তদনন্তর জীর্ণ অবস্থা বলা যায়। এস্থলে রাত্রিশব্দ দিবসের উপলক্ষণ মাত্র। অতএব সাত রাত্রি বলাতে সাত দিবস বুঝিতে হইবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে কোন কোন পণ্ডিত ছয় দিবসের পর এবং কেহ বা দ্বাদশদিবসের পর জীর্ণজ্বর বলেন। সেই জন্য জাতুকর্ণ ও কহেন যে ত্রয়োদশ দিবসে জ্বর জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অথ জ্বরে ভেষজপ্রয়োগসময়ঃ।

বাতিকে সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্।
সপ্তরাত্রেণেত্যত্র রাত্রিশব্দো দিবসস্যোপলক্ষকঃ।

অতএবোক্তম্।

পায়য়েদাতুরং সামমৌষধম্ সপ্তমে দিনে।
শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামং তমুপাচরেদিতি।

জ্বরের ঔষধ প্রয়োগের কাল।

বাতিক জ্বরে সাত দিনের পর, পৈত্তিক জ্বরে দশ দিনের পর এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ দিবসের পর ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে রোগীর ভুক্ত বস্তুর সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে সপ্তম দিবসে ঔষধ সেবন করাইবে অথবা প্রথমে শমনীয় দ্রব্য দ্বারা আমের পরিপাক হইয়া আসিলে পরে ঔষধ দ্বারা উপচার করিবে।

শার্ঙ্গধরেণাপ্যুক্তম্।

গুড়ূচী-পিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং শৃতম্।
বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনি॥

হারিতেনাপ্যুক্তম্।

এতাং ক্রিয়াং প্রযুঞ্জীত ষড়্রাত্রং সপ্তমেঽহনি।
পিবেৎকষায়সংযোগাৎপেয়াং জ্বরবিনাশিনীম্॥

এতাং ক্রিয়াং লঙ্ঘনাদিরূপাং কষায়সংযোগাৎ কষায়েণ সাধিতাং পেয়ামিত্যর্থঃ।
খরনাদেনাপ্যুক্তম্।
ইতি ষড়্রাত্রিকঃ প্রোক্তো নবজ্বরহরো বিধিঃ।
ততঃপরং পাচনীয়ং শমনীয়ং জ্বরে হিতম্।
'ততঃপরং' সপ্তমেঽনীত্যর্থঃ।
বাগ্ভটশ্চ।
সপ্তাহাদৌষধং কেচিদাহুরন্যে দশাহতঃ।
লঘ্বন্নে ভোজিতে কেচিদ্দেয়মামোল্বণে ন তু॥

সপ্তাহাৎসপ্তাহমারভ্যেত্যর্থঃ অত্র ল্যপ্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী।
অতএব সুশ্রুতঃ।
দশরাত্রাৎপরং সর্ব্বৈ র্দাতব্যমিতি নিশ্চিতম্।

অতএব দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেনেতি লঙ্ঘনবতা ব্যতীতেনইত্যর্থঃ।

অত্র চরকস্ত্বেবমাহ।

জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তং।

অস্যায়মর্থঃ। জ্বরিতং ষড়হে লঙ্ঘনেন ব্যতীতে সপ্তমেঽহনি ভোজিতং লঘ্বন্নং অষ্টমে দিনে কষায়ং পায়য়েদিত্যর্থঃ।

তথাচ সুশ্রুতঃ।

সপ্তরাত্রাৎপরং কেচিন্মন্যতে দেয়মৌষধমিতি।

সপ্তরাত্রাৎপরম্ অষ্টমেঽহনীত্যর্থঃ। কেচিচ্চরকাদয়ঃ।

চক্রদত্তোঽপি।

সপ্তরাত্রেণ পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ।
নিরামশ্চ ততঃ প্রোক্তো জ্বরপ্রায়োঽষ্টমেঽহনি॥

এবংসতি কষায়দানে সপ্তমাষ্টময়োর্দ্দিবসয়োর্ব্বিকল্পঃ। তত্রাপি বয়োবলাগ্নিদোষদেশকালোচিতং কুর্য্যাৎ।

ভেষজমমঞ্চ দোষপাকং দৃষ্ট্বা দদ্যাদিত্যাহ সুশ্রুতঃ।
পৈত্তিকে চ জ্বরে দেয় মল্পকালসমুত্থিতে।
অচিরজ্বরিতস্যাপি ভেষজং দোষপাকত ইতি॥

অস্যায়মর্থঃ। অল্পকালসমুত্থিতে পৈত্তিকে জ্বরে দোষপাকংদৃষ্ট্বা ভেষজং দেয়ং, নতু তত্র দশরাত্রাপেক্ষা। তথা অচিরজ্বরিতস্যাপি পৈত্তিকেতরনবজ্বরযুক্তস্যাপি দোষপাকংদৃষ্ট্বা ভেষজ্যং দেয়মিত্যর্থঃ।

শার্ঙ্গধর বলেন বাতজ্বরে সপ্তম দিবসে গুড়ূচী, পিপুলের মূল ও নাগর মুথা অথবা কালিঙ্গের পাচন সেবন করাইবে। হারীত ও কহিয়াছেন ছয় দিবস এইরূপ লঙ্ঘনাদি আচরণপূর্ব্বক সপ্তম দিবসে কষায় দ্রব্য পাচিত জ্বরঘ্ন পাচন সেবন করিবে। খরনাদও কহেন ছয় দিবস নবজ্বরে লঙ্ঘনাদি বিধি বিহিত আছে। তদনন্তর অর্থাৎ সপ্তম দিবসে জ্বরে শমনীয় বা পাচন হিতকারী। বাগ্ভট

বলেন কেহ কেহ সাতদিন হইতে, কেহ বা দশ দিন হইতে, অপরে লঘু অন্ন আহার করিলে পর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাবৎ আমদোষ থাকিবে তাবৎকাল ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। সুশ্রুত ও কহিয়াছেন দশদিনের পর সকলে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন ইহাই স্থির জানিবে। পূর্ব্বোক্ত বচনস্থ "দশরাত্রেণ" দ্বাদশাহেন এই প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে প্রথমে দশ বা দ্বাদশ দিবস লঙ্ঘন দেওয়া হইলে তাহার পর ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। চরকও কহিয়াছেন জ্বররোগী ছয় দিবস লঙ্ঘন আচরণ করিলে সপ্তম দিবসে লঘু আহার দিয়া অষ্টম দিবসে পাচন বা শমনীয় কষায় ব্যবস্থা করিবে। কারণ সুশ্রুত লিখিয়াছেন যে চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অষ্টম দিবসে ঔষধ প্রদানের বিধান করিয়াছেন। চক্রদত্ত ও বলেন সাত দিবসে সপ্তধাতুগত মলের পরিপাক হয়। অনন্তর অষ্টম দিবসে জ্বরকে নিরাম জ্বর বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সপ্তম বা অষ্টম দিবস কষায়দানের প্রশস্ত কাল। এইরূপ কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বয়স, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। সুশ্রুত কহিয়াছেন দোষের পরিপাক হইয়া আসিলে ঔষধ ও আহারের ব্যবস্থা করিবে যথা "অল্প-কালসম্ভূত পৈত্তিক এবং অন্তবিধ নবজ্বরে দশরাত্রি অপেক্ষা না করিয়া দোষের পরিপাক হইলেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

দোষপাকলক্ষণমাহসুশ্রুতঃ।

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধমিতি॥

জ্বরে মৃদৌ স্বল্পীভূতে মলেষু বাতপিত্ত-কফমূত্রপুরীষেষু প্রচলেষু স্বমার্গসঞ্চারিষু। 'পক্বং' নিরামম্। দোষপ্রকৃতিবৈকৃতামেভেষাং পক্ব-লক্ষণম্। 'দোষানাং' দুষ্ট-বাতপিত্ত-কফানাং প্রকৃতিঃ। জ্বরস্য উপদ্রবাণাং চোৎপাদনম্ তস্যাঃ বৈকৃতং বৈপরীত্যং। তস্মাদ্দোষপাক-জ্ঞানম্ একেষাং মতে এবং।

ক্ষুৎক্ষামতা লধুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রকৃতিরুৎসাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্॥
'দোষপ্রকৃতিঃ' দোষাণাং স্বমার্গসঞ্চারঃ।

সুশ্রুত দোষপাকের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন যথা জ্বর স্বল্প, দেহ লঘু ও মল অর্থাৎবাত, পিত্ত, কফ, ও মূত্র স্বীয় মার্গে সঞ্চারণ করিলে দোষের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া জ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাত, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইলেই জ্বরে উপদ্রব জন্মায়। অত-এব সেই সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইলেই দোষেব পরিপাক হইয়াছে বুঝিবে। কাহার মতে ক্ষুৎক্ষামত্ব, গাত্রলাঘব, জ্বরের ন্যূনতা, দোষের প্রকৃতাবস্থা অর্থাৎ স্বীয় মার্গে সঞ্চরণ এবং উৎসাহ এই কয়টি নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্॥
তত্রানুক্তে প্রভাতং স্যাৎকষায়েষু বিশেষতঃ॥
মুখাভৈষজ্যসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণজ্বরে॥

তোয়পেয়াদিসংস্কারৈর্নির্দ্দোষং তত্র ভেষজম্।
'মুখ্যভেষজং' ক্বাথঃ তস্য সম্বন্ধঃ পানম্।

যত আহ।

ন কষায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণে জ্বরে।
কষায়েনাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুস্তরাঃ।

'আকুলীভূতাঃ' প্রবৃদ্ধাঃ স্বমার্গং পরিত্যজ্য ইতস্ততোগতাঃ। অত্র কষায়শব্দেন ক্বাথো গৃহ্যতে। উক্তাশ্চ ক্বাথস্য পর্য্যায়াঃ।
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্যূহঃ স নিগদ্যতে।

তোয়পেয়াদিসংস্কারৈর্নির্দ্দোষং তত্র ভেষজমিতি। তত্র তরুণজ্বরে ভেষজম্ মুখ্যভেষজং ক্বাথরূপং তোয়পেয়াদিসংস্কারৈর্নির্দ্দোষং নতু কম্পনমুদ্দিশ্য কষায়ঃ প্রতিষিধ্যত ইতি যত আহ 'কম্পনং' তোয়পেয়যবাগ্বাদিকম্।

ঔষধ গ্রহণের পাঁচ প্রকার কাল উক্ত আছে। যেখানে কোন কালের উল্লেখ না থাকিবে সেখানে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ কষায় ঔষধের পক্ষে ঐরূপ নিয়ম জানিবে। তরুণজ্বরে ক্বাথপান নিষিদ্ধ। কিন্তু যবাগূ প্রভৃতি পেয়াদি দ্বারা দেহ সংশোধিত হইলে ক্বাথপানে দোষ নাই। কারণ উক্ত আছে যে তরুণ জ্বরে কষায় অর্থাৎ ক্বাথ প্রশস্ত নহে। যেহেতু এই জ্বরে কষায় সেবন করিলে বাতাদি দোষ স্বীয় মার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ গমন করে। সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় দোষশান্তি সুকঠিন হইয়া উঠে।

এস্থলে কষায়শব্দে ক্বাথ বলিতে হইবে কারণ অভিধানে ক্বাথের পর্য্যায় এইরূপ উক্ত আছে যথা ক্বাথকে শৃত, কষায়, বা নির্য্যূহ বলে।

সংস্কৃত তোয়পেয়াদির দ্বারা দেহ নির্দ্দোষ হইলে ক্বাথসেবনে দোষ নাই তদ্বিষয়ে প্রমাণ এই "কম্পন যোজিত হইলে কষায় দোষাবহ হয় না" এস্থলে কম্পন শব্দে সংস্কৃত পেয় ও যবাগূ প্রভৃতি পেয় বুঝিবে।

ননু

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়া কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরং।
ইতি বচনাৎস্বরসাদয়োঽপি কষায়ং ন নিষিধ্যন্তে।
তন্ন। যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎস বর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে ইতি।

যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ চতুর্থভাগাবশেষকরণেনাষ্টমভাগাবশেষকরণে বা কষায়বর্ণঃ কষায়রসশ্চ স্যাৎ স কষায়ঃ ক্বাথঃ তরুণজ্বরে নিষিদ্ধঃ।

যদি এরূপ সংশয় হয় যে নবজ্বরে যদি কষায়ের নিষেধ হইল তাহা হইলে "স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্টক এই পাঁচ প্রকার কষায়। ইহারা উত্তরক্রমে লঘু" এই বচনপ্রমাণে যখন স্বরসাদি ও কষায়ের মধ্যে পরিগণিত হইল তখন স্বরসাদিরও ত নিষেধ হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে যে কষায় বা ক্বাথ অগ্নিতে পাক করিয়া চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে এবং যাহার বর্ণ বা রস কষায় হইবে সেই ক্বাথই নবজ্বরে নিষিদ্ধ।

ক্বাথবাচকস্ত কষায়স্য লক্ষণমাহ।

পাদশিষ্টঃ কষায়ঃ স্যাৎ যঃ ষোড়শগুণাম্ভসা।
কথিতোঽতঃ বস্তুজাদির্ন্নিষিদ্ধো নবজ্বরে।

অস্যায়মর্থঃ। যঃ ক্বাথ্যদ্রব্যাৎ ষোড়শগুণেনাম্ভসা ক্বথিতঃ পক্ব অথচ পাদশিষ্টঃ চতুর্থভাগাবশেষঃ সঃ কষায়ঃ স্যাৎ। অতঃ ষড়ঙ্গাদিস্তরুণজ্বরে ন নিষিদ্ধঃ। অপাকাদর্দ্ধপাকাচ্চোক্তলক্ষণাভাবেন কষায়ত্বাভাবাৎ।

ক্বাথবাচক কষায়ের লক্ষণ।

যে ক্বাথ ক্বাথ্যদ্রব্যের ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে কষায় বলা যায়। অতএব "ষড়ঙ্গাদি তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ নহে"। এই বচন প্রমাণে তরুণ জ্বরে ষড়ঙ্গাদি নিষিদ্ধ নহে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যেহেতু উহা কষায়-লক্ষণাক্রান্ত নহে অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদি কখন অর্দ্ধপক্ব করিতে হয় এবং কখন বা আদৌ পাক করিতে হয় না।

অথ তরুণজ্বরে কষায়স্য দোষমাহ।

দোষা বৃদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিতাস্তরুণজ্বরে।
স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরম্।
'কষায়েণ স্তম্ভিতাঃ' প্রবৃত্তয়ে নিবারিতাঃ।

যত আহ কষায়রসগুণান্।

কষায়স্তম্ভনঃ শীতোরুক্ষঃ পিত্তকফাপহ ইত্যাদিনা
'স্তভ্যন্তে' আত্মানং কুর্ব্বন্তি। ন বিপচন্তে সুখেন ন বিপচ্যন্তে দুঃখং দত্বা বিলম্বেন বিপচ্যন্ত ইতি যাবৎ।

অন্যচ্চ।

ন চ্যবন্তে ন পচ্যন্তে কষায়ৈঃ স্তম্ভিতা মলাঃ।
তির্য্যগ্বিমার্গগা বাতে ঘোরং কুর্য্যুর্নবজ্বরম্।
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহংচ কুরুতে ভৃশম্।

অয়মর্থঃ।

কফাদিদোষোপস্থিতৌ স্বয়মেব চেদ্ভবতি বমনং ন তদ্দোষায়। অনুপস্থিতদোষাণাস্তু তরুণজ্বরে বমনং যত্নকৃতং হৃদ্রোগাদীন্‌করোতীত্যর্থঃ। এতেন বচনেন তরুণজ্বরে যত্নাদ্বমনং নিষিদ্ধম্।

অতঃপর নবজ্বরে কষায় সেবন করিলে কি দোষ হয় তাহা বলা যাইতেছে। তরুণজ্বরে কষায় সেবন করিলে প্রবৃদ্ধ বাত, পিত্ত ও কফ স্তম্ভিত হওয়াতে অর্থাৎ স্বীয় মার্গে সঞ্চরণ করিতে না পারাতে সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং উদর আধ্মাত হয় এবং জ্বর বিষম জ্বরে পরিণত হয়। কারণ গুণগ্রন্থে কষায় রসের এইরূপ গুণ উক্ত আছে যথা কষায় স্তম্ভন, রুক্ষ, শীতল এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকারক ইত্যাদি। "সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না" অর্থাৎ অনেক কষ্টে ও বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে কষায় সেবন করিলে বাতাদি মল স্তম্ভিত হয়। এবং চ্যবন ও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না প্রভুত বায়ু দ্বারা তির্যগ্‌গামী হইয়া নবজ্বরকে উৎকট করিয়া ফেলে। তরুণজ্বরে কফাদি দোষ উপস্থিত থাকিলে যদি স্বয়ং বমি হয় তাহা হইলে কোন হানি হয় না। কিন্তু যদি কোন দোষ বর্ত্তমান না থাকে এবং যত্নপূর্ব্বক বমন করান হয় তাহা হইলে তরুণজ্বরে হৃৎপীড়া, শ্বাস, আনাহ ও মোহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। এই বচন প্রমাণে ইহাই

প্রতিপন্ন হইতেছে তরুণ জ্বরে যত্নপূর্ব্বক বমন নিষিদ্ধ।

অবস্থাবিশেষে তদপি কর্ত্তব্যমিত্যাহ।
সদ্যো ভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভটঃ॥

বমনং চেতি বিকল্পো লঙ্ঘনাপেক্ষয়া। বমনার্হস্যেত্যনেন গর্ভিণ্যতিকৃশাতি-বৃদ্ধাদিনিরাসঃ।

অত্র বৃদ্ধ বাগ্‌ভটঃ।

বমিতং লঙ্ঘয়েৎপ্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং নতু বাময়েৎ।
বমনং ক্লেশবাহুল্যাদ্ধন্যাল্লঙ্ঘনকর্ষিতম্।
ন কার্য্যং গুর্ব্বিণীবালবৃদ্ধদুর্ব্বলভীরুভিঃ॥
অনশনমিতিশেষঃ। অনেন বচনেন গুর্ব্বিণ্যাদীনামনশন নিষেধাৎ জ্বরে সামে পাচনং নিরামে শমনং পথ্যান্নমণ্ডাদিকঞ্চ দদ্যাৎ।
পাচনলক্ষণং পশ্চাৎ গুণপ্রস্তাবে বোদ্ধব্যম্॥

পাচনসমনয়োঃসম্প্রদানকালঞ্চাহ।

পায়য়েদাতুরং সামং পাচনং সপ্তমে দিনে।
শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামন্তমুপাচরেৎ॥
অন্যচ্চ।
কৃশং চৈবাল্পদোষঞ্চ শমনীয়ৈরুপাচরেৎ।

অবস্থাবিশেষে আবার যত্নপূর্ব্বক বমন করাইবার বিধিও শাস্ত্রে আছে। যথা বাগ্‌ভট কহিয়াছেন সদ্যভোজনের পর জ্বর হইলে অথবা সন্তর্পণজনিত জ্বর হইলে বমনার্হ রোগীর পক্ষে বমন প্রশস্ত অর্থাৎ লঙ্ঘন অপেক্ষা হিতকারী। 'বমনার্হ' এই শব্দ থাকাতে গর্ভিণী, অতিশয় কৃশ ও বৃদ্ধ প্রভৃতির পক্ষে বমন নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। এবিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন বিজ্ঞ চিকিৎসক বমনান্তর রোগীকে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিতে পারেন কিন্তু লঙ্ঘনান্তর বমন করাইবেন না। কারণ লঙ্ঘনপ্রযুক্ত শরীর অত্যন্ত কর্ষিত হয় অতএব তাদৃশ অবস্থায় বমন করাইলে প্রাণের অশঙ্কা আছে। এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভীরু রোগীকে কদাচ অনাহারে রাখিবে না। এতদ্দ্বারা যখন গর্ভিণী প্রভৃতির লঙ্ঘন নিষিদ্ধ হইল তখন অন্যবিধ উপায়ে তাহাদিগের দোষের পরিপাক করিতে হইবে। যথা আমজ্বরে পাচন এবং নিরাম জ্বরে অন্নমণ্ডাদি পথ্য দ্বারা দোষের শান্তি করিবে। পাচনের লক্ষণ গুণপ্রস্তাবে দৃষ্ট হইবে। অতঃপর পাচন ও শমনের প্রয়োগের কাল বলা যাইতেছে। সপ্তম দিবসে আমজ্বরে পাচন দ্বারা এবং নিরাম জ্বরে শমন দ্বারা উপচার করিবে। গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে যে, রোগী যদি কৃশ হয় অথবা দোষের আধিক্য না থাকে তাহা হইলে শমনীয় প্রয়োগ করিবে।

ননু।
লালাপ্রসেকৌ হৃল্লাসো হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকৌ।
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্যবৈরস্যং গুরুগাত্রতা।
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্‌জ্বরঃ॥
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্।
ভেষজং আমদোষস্য ভূয়ো জনয়তি জ্বরম্॥
'ভূয়ঃ' বাহুল্যেন।
অন্যচ্চ।
পাযয়েদ্দোষহরণং মোহাদামজ্বরে তু যঃ।
সুসুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥
ইতি বচনাদামজ্বরে ভেষজনিষেধাৎকথং সামে জ্বরে বা পাচনং দেয়ম্? উচ্যতে। নিরু-

পদ্রবে সামজ্বরে পাচনং দেয়ম্। সোপদ্রবে তু সামে ভেষজং নিষিদ্ধম্।

তথাচ বাগ্‌ভটঃ।

সপ্তাহাৎপরতোঽদুষ্টে সামে স্যাৎপাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥

'অদুষ্টে' নিরুপদ্রবে। 'স্তব্ধে' সোপদ্রবে।

যদি এরূপ বলা যায় যে "লালাস্রাব, হৃল্লাস, হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অজীর্ণতা, মুখের বিরসভাব, গাত্রের গুরুতা, অক্ষুধা, বহুমূত্রত্ব, স্তব্ধতা ও জ্বরের আধিক্য, এই কয়টি আমজ্বরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থকিলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ আমজ্বরে ঔষধ সেবন করিলে জ্বর অধিক প্রবল হয়। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যিনি মোহপ্রযুক্ত আমজ্বরে দোষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করেন তিনি নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে অঙ্গুলি দ্বারা জাগরিত করিয়া দেন।" ইত্যাদি বচনে যখন আমজ্বরে ঔষধের নিষেধ রহিয়াছে তখন আমজ্বরে পাচনের ব্যবস্থা কিরূপে সম্ভবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যে আমজ্বরে কোন উপদ্রব না থাকিবে তথায় পাচন দিলে ক্ষতি নাই, উপদ্রব থাকিলে পাচন নিষিদ্ধ। বাগ্‌ভট ও কহিয়াছেন সাতদিনের পরে নিরুপদ্রব আমজ্বরে পাচন এবং নিরাম জ্বরে শমনীয় প্রয়োগ করিবে। উপদ্রববিশিষ্ট আমজ্বরে ঔষধ দিবে না।

অথ সামান্যজ্বরে পাচনকষায়-মাহ সুশ্রুতঃ।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধান্যকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাৎপাচনকং পূর্ব্বংজ্বরিতেভ্যো জ্বরাপহম্॥

'ধান্যকং' লৌহিষং, তদলাভাদুশীরং দদ্যাৎ। বৃহতীদ্বয়ং বৃহৎফলা সূক্ষ্মফলা বৃহতী ক্ষুদ্রা বৃহতী চেতি কণ্টকারীদ্বয়ংবা দদ্যাৎ। কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারুচেতি শার্ঙ্গধরেণোক্তত্বাৎ। নাগরাদিক্বাথঃ।

সামান্যজ্বরে সুশ্রুত কষায় পাচনের ব্যবস্থা কহিয়াছেন যথা—নাগর, দেবদারু, ধান্যক ও বৃহতীদ্বয়, পূর্ব্বে জ্বরীকে এই পাচন দিলে জ্বরের শান্তি হয়। ধান্যক শব্দে কর্ত্তৃণ তদলাভে বেনার মূল দিবে। বৃহতীদ্বয় অর্থাৎ বৃহৎফল ও সূক্ষ্মফল বা ক্ষুদ্রবৃহতী অথবা কণ্টকারীদ্বয়। যেহেতু শার্ঙ্গধরে "শুণ্ঠী, ধান্যক, দেবদারু ও কণ্ঠকারীদ্বয়" এইরূপ উক্ত আছে। এই নাগরাদি ক্বাথ সর্ব্বজ্বরে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সর্ব্বজ্বরেষু সামান্যতঃ সংশোমনীয়ান্যাহ সুশ্রুতঃ।

অথ সংশমনীয়াণি কষায়াণি নিবোধ মে।
সর্ব্বজ্বরেষু দেয়ানি যানি বৈদ্যেন জানতা।
বৃশ্চীববিল্ববর্ষাভুপয়ঃসোদকমেব চ॥
পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্।
'বৃশ্চীবঃ' শ্বেতপুনর্নবা। 'বর্ষাভুঃ' রক্তপুনর্নবা।

তথাচ মদনপালঃ।

পুনর্নবঃ শ্বেতমূলো বৃশ্চীবো দীর্ঘপত্রকঃ।
পুনর্নবাপরা রক্তা বর্ষাভুরক্তপুষ্পকঃ॥

সুশ্রুত সামান্যতঃ সংশমনীয়ের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা যে

সংশমনীয় কষায় সুবিজ্ঞ বৈদ্য সকল প্রকার জ্বরে ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা বলা যাইতেছে শ্রবণ কর। শ্বেত ও রক্ত পুনর্নবা, এবং বিড়ঙ্গ সজল দুগ্ধে পাক করিয়া জলীয়াংশ মরিয়া গেলে নামাইয়া ফেলিবে। এই সংশমনীয় সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। মদনপাল বলেন, যে পুনর্নবার মূল শ্বেতবর্ণ ও পত্র দীর্ঘ তাহাকে বৃশ্চীব এবং রক্তপুষ্প পুনর্নবাকে বর্ষাভু বলা যায়।

পাকপ্রকারমাহ।

ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষং পাতব্যং ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥
'দ্রব্যাৎ' পলপরিমিতাৎ।
অন্যচ্চ।
উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেবচ।
তৎক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

ক্ষীরপাকের বিধি।

একপল দ্রব্যে আট পল দুগ্ধ ও ৩২ পল জল দিয়া পাক করত সমুদায় জল মরিয়া গিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে। ক্ষীরপাকের এইরূপ নিয়ম।"

গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যত জল তাহার দ্বিগুণ দুগ্ধ, শিশু ও বেণার মূল একত্রে পাক করিবে। সমুদায় জল মরিয়া গেলে নামাইয়া ফেলিবে। এই কাথ সকল প্রকার জ্বরের শান্তিকারক।

গুড়ূচীধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষাং কাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
দীপনো দাহহৃল্লাসতৃষ্ণাচ্ছর্দ্দ্যরুচিং হরেৎ॥
ইতি গুড়ূচ্যাদি কাথঃ।

গুড়ূচ্যাদি কাথ।

গুড়ূচী ও ধনের অরিষ্ট, পদ্মক, ও রক্ত চন্দন এই কয়টি দ্রব্যের কাথ অতিশয় সুপ্রসিদ্ধ। এই কাথ সর্ব্বজ্বরহর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দীপন, এবং দাহ, হৃল্লাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দী ও অরুচির শান্তিকারক।

সংশোধনং তরুণজ্বরে নিষিদ্ধম্। তদাহ সুশ্রুতঃ।
ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদংমোহ ভ্রমতৃড়্ বিষমজ্বরান্।
সংশোধনস্য পানেন প্রাপ্নোতি তরুণজ্বরী॥

তরুণজ্বরে যে সংশোধন নিষিদ্ধ সুশ্রুতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে যথা তরুণজ্বরে সংশোধন পান করিলে ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, মদ, মোহ, ভ্রম, তৃষ্ণা ও বিষম-জ্বর জন্মে।

নিষিদ্ধমপি সংশোধনমবস্থাবিশেষে দেয়ম্।

যত আহ।

রোগে শোধনসাধ্যে তু যং বিদ্যাদ্দোষদুর্ব্বলং।
তং সমীক্ষ্য ভিষক্কুর্য্যাদ্দোষপ্রচ্যাবনং মৃদু॥

সংশোধনের নিষেধ থাকিলেও অবস্থাবিশেষে সংশোধন ব্যবস্থা করা যায়। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে শোধন-সাধ্য রোগে দোষের আধিক্যে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৈদ্য মৃদু সংশোধন দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। উপবাসাদিতে কৃশ হইলে সংশোধন নিষিদ্ধ।

শোধনসাধ্যরোগমাহ।

সদ্যোজ্বরে বিষেঽজীর্ণে মন্দেঽগ্নাবরুচৌ তথা।
স্তন্যরোগে চ হৃদ্রোগে কাশে শ্বাসেচ বাময়েৎ॥
জীর্ণজ্বরগরচ্ছর্দ্দিগুল্মপ্লীহোদরেষু চ।
শূলে শোথে মূত্রঘাতে কৃমিরোগে বিরেচয়েৎ॥
'দোষদুর্ব্বলং' দোষৈরুপচিতৈর্দুর্ব্বলং ন তু-পবাসাদিকৃশম্। অতএব সমীক্ষ্যেতি।

শোধনসাধ্য রোগ।

সদ্যজ্বর, বিষ, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, অরুচি, স্তন্যরোগ, হৃৎপীড়া, কাশ ও শ্বাসরোগে বমন এবং জীর্ণ জ্বর, বিষ, ছর্দ্দি, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শূল, শোথ, মূত্রাঘাত ও ক্রমিরোগে বিরেচন করাইবে।

অন্যচ্চ।

চলে দোষে মৃদৌ কোষ্ঠে নেক্ষেতত্র বলং নৃণাম্।
অব্যাপদ্ দুর্ব্বলস্যাপি শোধনং হি তদা ভবেৎ॥
কুতোবলং নাপেক্ষণীয়মিতাশঙ্কায়ামাহ, তদা তস্যামবস্থায়াং শোধনং দুর্ব্বলস্যাপি দোষদুর্ব্বলস্যাপি অব্যাপদ্ভবেৎ। ছর্দ্দ্যাদিব্যাধিকৃন্ন ভবতীত্যর্থঃ।

গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে বাতাদি দোষ তরল অবস্থায় থাকিলে এবং কোষ্ঠ মৃদু হইলে রোগীর বলের অপেক্ষা করিবে না। কারণ তাদৃশ অবস্থায় দোষাধিক্যপ্রযুক্ত দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে ও শোধন অনিষ্টকারী হয় না অর্থাৎ ছর্দ্দ্যাদি ব্যাধি উৎপন্ন করে না।

বলবতঃ পুরুষস্য পক্কস্য দোষস্য স্বস্থানস্থিতস্য শোধনাবিধানে দোষমাহ সুশ্রুতঃ।

পাকোঽপ্যনির্হৃতো দোষো দেহে তিষ্ঠন্মহাত্যয়ম্।
বিষমং বা জ্বরং কুর্য্যাদ্বলব্যাপদমেব বা॥

'পক্কঃ' লঙ্ঘনতিক্তাম্বুপানপেয়াদিভিঃ। 'অনির্হৃতঃ' অধোমার্গেণামুৎসৃষ্টঃ। মহাত্যয়ং বিষমং জ্বরং চাতুর্থিকং তস্যৈব মহাত্যয়ত্বাদিতি গদাধরঃ। গম্ভীরমিতি কার্ত্তিকঃ। মহাত্যয়ং মহাকষ্টং বা। 'বলব্যাপদং' বলক্ষয়ম্।

সুশ্রুত কহিয়াছেন বলবান্ রোগীর দেহে বাতাদি দোষ পরিপক্ক হইয়া স্বস্থানে অবস্থান করিলে যদি শোধন প্রয়োগ না করা যায় তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটে যথা "পরিপক্ক দোষও যদি লঙ্ঘন, জলপান ও অন্যবিধ পেয়াদি সেবন দ্বারা অধোমার্গক্রমে নির্গত না হইয়া দেহে অবস্থান করে তাহা হইলে বিষমজ্বর বা মহাত্যয় ও বলক্ষয় হয়। গদাধর মহাত্যয় শব্দে চাতুর্থিক বিষমজ্বর বলেন। কার্ত্তিক মহাত্যয় শব্দে গম্ভীর এবং অপরে মহাত্যয় শব্দে মহাকষ্ট বলেন।

সংশোধনমাহ।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্তা-
হরিতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতপক্তে
জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

'আরগ্বধঃ' ধনবহেরা।

নিম্নলিখিত সংশোধনকে আরগ্বধাদি ক্বাথ বলে যথা—আরগ্বধ (সোঁদাল), পিপুলের মূল, মুতা, কট্কী ও হরীতকী সিদ্ধ করিয়া যে কষায় প্রস্তুত হয় তাহা দীপন, পাচন এবং সশূল কফজ, পিত্তজ ও বাতজনিত আমজ্বরের পক্ষে হিতকারী।

অন্যচ্চ।
পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
পাচনং সারকঞ্চোক্তং মুনিভির্জীর্ণজ্বরে সামে॥

ইতি আরোগ্যপঞ্চকদ্বয়ম্।

আরোগ্য পঞ্চক।

হরীতকী, সোঁদাল, কট্‌কী, তেউড়ি ও আমলকী জলে সিদ্ধ করিয়া যে কষায় প্রস্তুত হয় তাহাকে আরোগ্যপঞ্চক বলে। এই কষায় পাচক, সারক এবং আমান্বিত জীর্ণ জ্বরের শান্তিকারক বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে।

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণী।
পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসংমিতম্॥
কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎসর্ব্বজ্বরাময়ান্।
বিদধ্যাৎকোষ্ঠসংশুদ্ধিং দীপয়েচ্চ হুতাশনম্॥
'অনন্তা' সারিবা।

সারিবাদিকল্কঃ।

সারিবাদি কল্ক।

অনন্তমূল, বালক, মুতা, শুঁঠ ও কট্‌কী এই কয়টি দ্রব্য সমভাবে লইয়া যথাযোগ্য জলে কল্ক প্রস্তুত করিয়া ২ পল পরিমাণে সেবন করিবে। এই কল্ক সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই সকল প্রকার জ্বররোগ আরোগ্য হয়।

সংশোধনং সংশমনংচ যেষাং নিষিদ্ধং তানাহ।
পীতাম্বুর্লঙ্ঘনক্ষামো জীর্ণো ভুক্তঃ পিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ॥
'পীতাম্বুঃ' পীততিক্তাম্বুঃ। ভুক্তো ভুক্তবান্ নিত্যার্থঃ। অত্রাধ্যবসিতাদিত্বাৎকর্ত্তরি ক্তপ্রত্যয়ঃ। ইতরং সংশমনং।

অতঃপর যে সকল রোগীর পক্ষে সংশোধন ও সংশমনীয় নিষিদ্ধ তাহা বলা যাইতেছে যথা ভুক্ত, পিপাসিত ও জীর্ণ ব্যক্তির পক্ষে অথবা যে রোগী লঙ্ঘনপ্রযুক্ত ক্ষীণ হইয়াছে বা তিক্ত কষায় পান করিয়াছে তাহার পক্ষে সংশোধন ও সংশমনীয় ঔষধ নিষিদ্ধ।

ত্রিফলা রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগং শঠী।
ত্রিকটুঃগ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুড়ূচীধন্বয়াসকঃ॥
কটুকা পর্পটো মুস্তং ত্রায়মাণা চ বালকম্।
নিম্বঃ পুষ্করমূলঞ্চ মধুযষ্টী চ বৎসকঃ॥
যবানীন্দ্রযবো ভার্গী শিগ্রুবীজং সুরাষ্ট্রজা।
বচাত্বক্‌পদ্মকোশীরচন্দনাতিবিষাবলাঃ॥
শালিপর্ণী পৃষ্টিপর্ণী বিড়ঙ্গন্তগরং তথা।
চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ চব্যং পত্রং পটোলকং॥
জীবকর্ষভকৌ চৈব লবঙ্গং বংশলোচনম্।
পুণ্ডরীকঞ্চ কাকোলীপত্রকং জাতিপত্রকম্॥
তালীসপত্রমেতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
অর্দ্ধাংশং সর্ব্বচূর্ণস্য কিরাতং প্রক্ষিপেৎসুধী॥
এতৎসুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষত্রয়াপহম্।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
পৃথগ্‌দ্বন্দ্বাগন্তুজাংশ্চ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্।
সন্নিপাতোদ্ভবাংশ্চাপি মানসানপি নাশয়েৎ॥
শীতাদীনাপি দাহাদীন্মোহংতন্দ্রাং ভ্রমং তৃষাম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ হৃদ্রোগং কামলামপি॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানুপার্শ্বশূলং নিবারয়েৎ।
শীতাম্বুনা পিবেদেতৎসর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে॥
সুদর্শনং যথাচক্রং দানবানাং বিনাশনম্।
তদ্বজ্জ্বরাণাং সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতৎপ্রণাশনম্॥

পুষ্করমূলাভাবে তু কুষ্ঠমপি দদ্যাৎ। ভার্গ্যাভাবে কণ্টকারীমূলম্। সৌরাষ্ট্র্যভাবে স্ফটিকাং দদ্যাৎ। তগরালাভে কুষ্ঠং দেয়ং। জীবকর্ষভয়োরলাভে বিদারীকন্দস্য ভাগদ্বয়ং দদ্যাৎ। 'পুণ্ডরীকং' শ্বেতকমলং। কাকোল্যভাবে অশ্বগন্ধা-

মূলং, তালীসপত্রকাভাবে স্বর্ণতালী প্রদীয়ত ইতি। অথবা কণ্টকারী জটা দেয়া।

ইতি সুদর্শন-চূর্ণম্।

সুদর্শন-চূর্ণ।

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারীদ্বয়, শঠী (বনআদা), ত্রিকটু, পিপুলের মূল, মূর্ব্বা, গুড়ূচী, দুরালভা, কটকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, ত্রায়মাণা, বালক, নিম্ব, পুষ্কর মূল, যষ্টী মধু, কুড়, জোয়ান্, ইন্দ্রযব, বামুনহাটি, সজিনার বীজ, সুরাষ্ট্রজা, বচ, গুড়ত্বক্, পদ্মক, বেনার মূল, চন্দনকাষ্ঠ, আতইচ, বলা, শালিপর্ণী পৃষ্টিপর্ণী, বিড়ঙ্গ, তগর, চিত্রক, দেবদারু, চই, পলতা, জীবক, ঋষভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরীক, কাকোলী পত্র, জাতি পত্র, ও তালিস পত্র এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং ঐসমগ্র চূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিরাতা তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এইরূপে প্রস্তুত চূর্ণকে সুদর্শন চূর্ণ বলে। শীতল জল দিয়া এই চূর্ণ সেবন করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয় এবং পৃথক্ জাত, দ্বন্দ্বজ, আগন্তুজ, ধাতুস্থ, বিষম, সন্নিপাতজ ও মানস প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন উহাতে শীত ও দাহাদি, মেহ, তন্দ্রা, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, হৃৎপীড়া, কামলা এবং ত্রিক, পৃষ্ঠ, কটি, জানু ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানের শূল আরোগ্য হয়। সুদর্শন চক্র যেরূপ দানবগণের বিনাশকারী এই চূর্ণও তদ্রূপ সকল প্রকার জ্বরের উপশমকারী।

এই চূর্ণে পুষ্কর মূলের অভাবে কুড়, ভার্গীর অভাবে কণ্টকারীর মূল, সৌরাষ্ট্রের অভাবে স্ফটিকা, তগরের অভাবে কুড়, জীবক ও ঋষভের অভাবে বিদারী কন্দের ভাগদ্বয়, পুণ্ডরীকের অভাবে শ্বেতপদ্ম, কাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধার মূল, এবং তালীস পত্রের অভাবে স্বর্ণতালী বা কণ্টকারীর জটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্বপত্রং বরাব্যোষজবানীলবণত্রয়ম্।
ক্ষারোদিগ্‌ঘ্নিরামেষুত্রিনেত্রক্রমশোঽংশকাম্॥
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং প্রত্যূষে ভক্ষয়েন্নরঃ।
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসজ্বরম্।
চাতুর্থকং মহাঘোরং সততং সন্ততং দিবা।
ধাতুস্থঞ্চ ত্রিদোষোত্থং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

ইতি নিম্বাদিচূর্ণম্।

নিম্বাদি-চূর্ণ।

নিম্বপত্র ১০ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, লবণত্রয় ৩ ভাগ এবং ক্ষার ২ ভাগ এই কয়টি দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া প্রত্যূষে সেবন করিলে একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, ধাতুস্থ ও ত্রিদোষজ জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

শঠী নিশাদ্বয়ং দারু শুণ্ঠী পুষ্করমূলকম্।
এলা গুড়ূচী কটুকা পর্পটশ্চ যবাসকঃ।
শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলী ভটৈবচ।

ক্বাথমেষাং পিবেৎ কোষ্ণং সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ জয়ত্যাশু হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ইতি শঠ্যাদিক্বাথঃ।

শঠ্যাদি ক্বাথ।

বনআদা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, পদ্মের মূল, এলাইচ, গুড়ূচী, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়া শৃঙ্গী; চিরাতা, দশমূলী এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। অতঃপর সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া ঐ ক্বাথ পান করিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

অনুষ্টুভ মিদম্।

হরীতকী ত্রিবৃদ্বঙ্গদারুকাণাং পৃথগ্‌ভবেৎ।
পলদ্বয়ং কণা শুণ্ঠী গুড়ূচী গোক্ষুরী বরী॥
সহদেবী বিড়ঙ্গঞ্চ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
মধুনা বটিকাং কৃত্বা খাদেজ্জ্বর মপোহতি।
কাসং শ্বাসং মলস্তম্ভং বহ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি॥

ইতি হরিতক্যাদি গুটী।

হরিতক্যাদি গুটী।

হরীতকী, তেউড়ি, বঙ্গ, দেবদারু প্রত্যেক দুই পল, পিপুল, শুঁঠ, গুড়ূচী, গোক্ষুর, শতাবরী, সহদেবী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক এক পল একত্রে চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাশ, মলস্তম্ভ ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়।

অনুষ্টুভম্।

লাক্ষাদশাক্ষা ত্বরুণা ষড়ঙ্ক্ষা
সচন্দনং লোহিতচন্দনঞ্চ।
ত্বক্‌পত্রকং বারি মুরা সমুস্তা
প্রত্যেকমেতানি পলোন্মিতানি॥
কিরাততিক্তাস্ত্রিবৃতা সতিক্তা-
মৃতাকণাপর্পটকণ্টকার্য্যঃ।
বিড়ঙ্গবিশ্বামলকানি বাসা
রসা নিশাবীরণসিন্ধুবারাঃ॥
এতানি দেয়ানি পৃথক্‌পলার্দ্ধ-
মানানি সর্ব্বাণি চ ভেষজানি।
কল্কানমীষাং বিদধীত গব্য-
দুগ্ধেন বৈ সার্দ্ধতুলামিতেন॥
তৈলং তিলানাং তু তুলানুমানং
তেনৈব কল্কেন শনৈঃপচেচ্চ।
হন্যাজ্জ্বরাংস্তৈলমিদং সমস্তান্
কুর্য্যাদ্‌বলং বীর্য্যমতীব পুষ্টিম্॥
বিমর্দ্দনাদাশু পরিশ্রমং শ্রমং
শমং নয়েৎসজ্জনয়েৎ দ্যুতিং তনোঃ।
তথা ব্যথামস্থিসমুদ্ভবামপি
প্রহৃত্য নিদ্রাং সমুপার্জ্জয়েৎসুখম্॥
'অরুণা' মঞ্জিষ্ঠা 'বারি' বালং 'রসা' রাস্না।

লাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষা, দশাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, ষড়ঙ্ক্ষা, চন্দন, রক্তচন্দন, তেজপত্র, বালা, মুরা, ও মুথা, প্রত্যেক এক পল; চিরাতা, তেউড়ি, ক্ষেতপাপড়া, হরীতকী, পিপুল, পর্পট, কণ্ঠকারী, বিড়ঙ্গ; শুঁঠ, আমলকী, বাসব, রাস্না, হরিদ্রা, বেণার মূল ও নিসিন্দা, এই কয়টি দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধপল, এবং গব্য দুগ্ধ অর্দ্ধ তুলা একত্র

মিশ্রিত করত কল্ক প্রস্তুত করিবে। অনন্তর তাহাতে তুলা পরিমিত তিলের তৈল প্রক্ষেপ করত অল্পে অল্পে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে সকল প্রকার জ্বর, পরিশ্রম ও ভ্রমের শান্তি হয়, শরীরের বল, বীর্য্য, পুষ্টি ও কান্তিবৃদ্ধি হয় এবং অস্থিজাত ব্যথার শান্তি হওয়াতে রোগী সুখে নিদ্রা যায়।

লাক্ষারসসমং তৈলং তৈলান্মস্তু চতুর্গুণম্।
অশ্বগন্ধানিশাদারুকৌন্তীকুষ্ঠাব্দচন্দনৈঃ॥
সমূর্ব্বারোহিণীরাস্নাশতাহ্বামধুকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধং লাক্ষাদিকং নাম তৈলমভ্যঙ্গনাদিনা॥
সর্ব্বজ্বরক্ষয়োন্মাদশ্বাসাপস্মারবাতনুৎ।
যক্ষরাক্ষসভূতঘ্নং গর্ব্ভিণীনাঞ্চ শস্যতে॥

'মস্তু' দধিজলং। 'কৌন্তী' রেণুকা। চন্দনমত্র শ্বেতমেব নতু রক্তচন্দনম্। 'রোহিণী' কটুকা।

ইতি লাক্ষাদি তৈলং।

লাক্ষাদি।

যত লাক্ষারস তাহার সমান তৈল, তৈলের চতুর্গুণ দধির জল দিয়া তাহাতে অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুকা, কুড়, মুতা, শ্বেতচন্দন, মূর্ব্বালতা, কট্‌কী, রাস্না, শতাবরী ও মধুক প্রত্যেক সমভাগে নিঃক্ষেপ করত সিদ্ধ করিবে। ইহাকে লাক্ষাদি তৈল বলে। এই তৈল মাখিলে সকল প্রকার জ্বর, ক্ষয়, উন্মাদ, শ্বাস, অপস্মারও বাত প্রভৃতি রোগের শান্তি হয় এবং যক্ষ, রাক্ষস ও ভূতের ভয় থাকে না। এই তৈল গর্ভিণী স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রশস্ত।

মহালাক্ষাদি তৈলং।

লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ফেনিলং মধুকং বলা।
লামজ্জকং চন্দনঞ্চ চম্পকং নীলমুৎপলম্॥
প্রত্যেকমেষাং ষট্‌মুষ্টী পক্ত্বা তোয়ে চতুর্গুণে।
চতুর্ভাগাবশেষে তু গর্ভে চৈতৎসমাবপেৎ॥
রেণুকা পদ্মকঞ্চৈব বাজিগন্ধা তথৈব চ।
বেতসঞ্জীরকং কুষ্ঠং দেবদারু নখং ত্বচম্॥
শতপুষ্পা পুণ্ডরীকং মাংসী মধুকমেব চ।
এভিরক্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ কষায়েণৈব পেষিতৈঃ॥
মস্তুশুক্তারনালানামাঢ়কাংশং সমাবপেৎ।
ক্ষীরাঢ়কসমাযুক্তং তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অভ্যঙ্গাত্তৈলমেতদ্ধি শীঘ্রং দাহমপোহতি।
ব্যপোহতি তথা বাতপিত্তশ্লেষ্মভবং জ্বরম্॥
সপ্রলাপং সতৃষ্ণঞ্চ তালুশোষভ্রমান্বিতম্।
গ্রহোপসৃষ্টা যে বালা লক্ষ্মসংদূষিতাশ্চ যে।
তেষাং কষ্টং প্রশময়েত্তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ॥

'ফেনিলং' বদরং। 'লামজ্জকং' উশীরবৎপীতচ্ছবিতৃণবিশেষঃ। লামজ্জকং যদা ন স্যাদুশীরন্দীয়তে তদা। চম্পকমিত্যস্য স্থানে কুত্রাপি গৈরিকমিতি পাঠঃ। নীলোৎপলস্যালাভে তু কুমুদং দেয়মিষ্যতে। 'সমাবপেৎ' প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ। 'চোরকঃ গ্রন্থিপর্ণস্য ভেদো ভটিউর ইতি নেপালদেশে ভবতি, তদলাভে গ্রন্থিপর্ণং দেয়ং। 'পুণ্ডরীকং' শ্বেতকমলম্। 'মস্তু' দধিজলম্। 'শুক্তঃ' সন্ধানভেদঃ। 'আরনালঃ' সোঽপি সন্ধানভেদঃ।

মহালাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বদরী, মধুক, বলা, লামজ্জক (বেণার ন্যায় শীতচ্ছবি তৃণবিশেষ,) চন্দন, চাঁপা, নীলপদ্ম, প্রত্যেক ছয় মুষ্টি লইয়া চতুর্গুণ জলে পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে রেণুকা, পদ্ম, অশ্বগন্ধা, বেতস, জীরে,

কুড়, দেবদারু, মধী, গুড়ত্বক্, শতপুষ্পা, পুণ্ডরীক, জটামাংসী ও মধুক, এই কয়টি দ্রব্যের এক অক্ষ পরিমিত কল্ক লইয়া পূর্ব্বোক্ত কষায়ে পেষণ করত তাহাতে এক আঢ়কপরিমিত দধির জল, অম্ল ও কাঁজি নিঃক্ষেপ করিবে। অতঃপর উহাতে এক আঢ়ক দুগ্ধ ও এক প্রস্থ তৈল নিঃক্ষেপ করত পাক করিবে। ইহাকে মহালাক্ষাদি তৈল বলে। ইহা ব্যবহার করিলে দাহের আশুপ্রতীকার হয় এবং প্রলাপ, তৃষ্ণা, তালুশোষ, ও ভ্রমসংযুক্ত বাতজ, পিত্তজ ও কফজ জ্বরের শান্তি হয়। এই তৈল ব্যবহারে বালকদিগের গ্রহ ও রক্ষদোষজনিত কষ্ট নিবারিত হয়।

এস্থলে লামজ্জকের অভাবে বেণার মূল প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন পুস্তকে চম্পকের স্থানে গৈরিক শব্দ প্রয়োগ আছে। নীলপদ্মের অভাবে কুমুদ দিতে হইবে। চোরক গ্রন্থিপর্ণের জাতিবিশেষ। এই বৃক্ষ নেপাল দেশে জন্মে, হিন্দীতে উহাকে ভটিউর বলে। উহার অভাবে গ্রন্থিপর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুণ্ডরীক শব্দে শ্বেতপদ্ম, মস্তুশব্দে দধির জল এবং শুক্ত ও আরনালশব্দে সন্ধান-বিশেষ বুঝিতে হইবে।

অথ নবজ্বরে রসাঃ

সূতোগন্ধটঙ্কণঃ শোষণশ্চ
সর্ব্বৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ।
ভূয়ো ভূয়োমর্দ্দয়েত্তন্ত্রিরাত্রং
বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরদ্রবেণ॥
তোয়ং শীতং বীজনৈস্তক্রভক্তং
বৃন্তাকাঢ্যং পথ্যমেতৎপ্রদিষ্টম্।
অহ্নৈবোগ্রং হন্তি সদ্যোজ্বরন্তু
পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি তোয়ং চ দদ্যাৎ॥

অস্য প্রক্রিয়া। পারা শুদ্ধভাগ ১ গন্ধকশুদ্ধভাগ ১. সোহাগাভৃষ্টভাগ ১, মরিচভাগ ১, শর্করাভাগ ৪. রোহিত মৎস্য-পিত্তভাগ ২ সর্ব্বং দিনত্রয়ং মর্দ্দয়েৎ। রসমিমং রক্তিকাত্রয়মিতমার্দ্রকরসেন দদ্যাৎ। ওদনং তক্রং বৃন্তাকফলঞ্চ ভোক্তুং দ-দ্যাৎ। ব্যঞ্জনাদ্যৈঃ শীতলমুপচারং কুর্য্যাৎ। উদকমঞ্জরীরসো নবজ্বরেষু সর্ব্বেষু রসরত্নপ্রদীপে।

নবজ্বরে রস প্রয়োগ।

শুদ্ধ পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ভর্জ্জিত সোহাগা ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, চিনি ৪ ভাগ, রোহিত, মৎস্যের পিত্তে তিন দিন মর্দ্দন করত তিন রতি আদার রসে মিশ্রিত করিয়া এই রস সেবন করিলে এক দিনে উগ্র নবজ্বরের শান্তি হয়। সেবনান্তর শীতল জল পান এবং তক্র, বৃন্তাক ও অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ, শীতল প্রক্রিয়া ও পাখার বাতাস করিবে। পিত্তাধিকা থাকিলে মস্তকে জল দিবে। রসপ্রদীপে এই রসকে উদকমঞ্জরীরস বলে।

অদ্যাৎসমং সূতসমুদ্রফেণং
হিঙ্গুলগন্ধং পরিমৃদ্য যামম্।
নবজ্বরে বল্লযুগং ত্রিঘস্রমার্দ্রা-
ম্ভসাহ্বয়ং জ্বরধূমকেতুঃ॥

অথ প্রক্রিয়া—পারাশুদ্ধগন্ধকশুদ্ধহিঙ্গুলশুদ্ধ-সমুদ্রফেণ-সমভাগং সর্ব্বংযামমেকমার্দ্রকরসেন

সংমর্দ্দ্য রক্তিকাষট্‌কমিতমার্দ্রকরসেন দিনত্রয়ং নবজ্বরী ভক্ষয়েৎ। দিনত্রয়ান্নবজ্বরোনশ্যেৎ। ইতি জ্বরধূমকেতুঃ রসেন্দ্রচিন্তামণৌ।

জ্বরধূমকেতু।

শুদ্ধ পারা, গন্ধক ও হিঙ্গুল এবং সমুদ্রের ফেনা সমভাগে লইয়া এক প্রহর আদার রসে মাড়িতে হইবে। এই রস ছয় রতিপরিমিত আদার রসের সহিত তিন দিন সেবন করিলে নবজ্বর আরোগ্য হয়।

শুদ্ধঃ সূতো বিষো গন্ধঃ প্রত্যেকং শাণসংমিতঃ।
ধূর্ত্তবীজং ত্রিশাণং স্যাৎ সর্ব্বেভ্যোদ্বিগুণা ভবেৎ॥
হেমাহ্বাকারয়েদেষাং সূক্ষ্মং চূর্ণং প্রযত্নতঃ।
জম্বীরজীরকৈর্দ্দেয়ং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্‌॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি জ্বরং হন্তি ত্রিদোষজম্‌।
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্‌॥
বিষমঞ্চ জ্বরংহন্যান্নবংজীর্ণঞ্চ সর্ব্বথা।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম্না রসোঽয়ং সর্ব্বসম্মতঃ॥

প্রক্রিয়া। শুদ্ধপারা—শুদ্ধগন্ধক—শুদ্ধবিষ প্রত্যেকং টঙ্ক ১। ধত্তূরবীজটঙ্ক, ৩, চোকটঙ্ক ১২, সর্ব্বেষাং চূর্ণমতিসূক্ষ্মংকর্ত্তব্যম্‌।

ইতি মহাজ্বরাঙ্কুশঃ। সর্ব্বজ্বরেষু শার্ঙ্গধরে।

মহাজ্বরাঙ্কুশ রস।

শোধিত পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক শাণ, ধুতুরার বীজ তিন শাণ, স্বর্ণজীবন্তী ১২ শাণ এই কয়টি দ্রব্য সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে। সেবন মাত্রা দুই কুঁচ। অনুপান গোঁড়া লেবুর রস, আদার রস ও জীরে ভাজার গুঁড়। ইহাকেই মহাজ্বরাঙ্কুশ রস বলে। বৈদ্যমাত্রেই স্বীকার করেন যে এই রস সেবন করিলে একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক জ্বর, নবজ্বর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বরের শান্তি হয়।

একো ভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলী শিবা।
আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ॥
ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যা শ্চতুর্ভাগমিতা অমী।
একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ॥
মাষোন্মিতাং বটীংকৃত্বা দদ্যাৎসদ্যোজ্বরে(১)বুধঃ।
ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটিকা মতা॥

'শৈলেয়ঃ' ছর ইতিলোকে। শিবাত্র হরীতকী। আকারকরভঃ অকরকরা ইতি লোকে। চতুর্ভাগমিতা অমী শৈলেয়াদয়ঃ। যট্‌সম্মুদিতা ভাগচতুষ্টয়মিতাঃ॥

জ্বরঘ্নীবটিকা শার্ঙ্গধরে।

শার্ঙ্গধরোক্ত জ্বরঘ্নী বটিকা।

শোধিত পারা এক ভাগ, শৈলেয়, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা বচ এবং কটু তৈলে সংশোধিত গন্ধক ও ইন্দ্রবারুণীর ফল এই কয় দ্রব্যের সমষ্টি চারি ভাগ একত্রে চূর্ণ করত ইন্দ্রবারুণীর রসে মর্দ্দন করত মাষপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী গুলঞ্চের রসের সহিত সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হয়। ইহাকে জ্বরঘ্নী বটিকা বলে।

রসং গন্ধঞ্চ দরদং জৈপালং ক্রমবর্দ্ধিতম্‌।
দন্তীরসেন সংপিষ্য বটী গুঞ্জামিতা ভবেৎ॥
প্রভাতে সিতয়া সার্দ্ধমশিতা শীতবারিণা।
একেন দিবসেনৈষা নবজ্বরহরী ভবেৎ॥

ইতি জ্বরঘ্নী বটিকা রসরত্নপ্রদীপে।

শোধিত পারা এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ ও জয়পাল ৪ ভাগ

(১) সর্ব্বজ্বরে ইতি কচিৎ পাঠঃ।

এই কয়টি দ্রব্য জয়পালের রসে পেষণপূর্ব্বক এক কুঁচপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রভাতে চিনি ও শীতল জল দিয়া সেবন করিলে এক দিনেই নবজ্বর আরোগ্য হয়। রসরত্নপ্রদীপে ইহাকে জ্বরঘ্ন বটিকা বলে।

রসোগন্ধো বিষং শুণ্ঠীপিপ্পলীমরিচানি চ।
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজং চ শোধিতম্॥
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পীরসৈঃ পুটেৎ।
বটীং মাষমিতাং কুর্য্যাদ্ধন্তুয়েৎ নূতনে জ্বরে॥
নবজ্বরহরীবটী।

নবজ্বরহরীবটী।

শোধিত পারা, গন্ধক, বিষ, জয়পালের বীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইবে। তাহার পর দ্রোণপুষ্পীর রসে পুটে পাক করত এক মাষ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে নূতন জ্বর আরোগ্য হয়।

একভাগো রসোভাগদ্বয়ং শুদ্ধঞ্চ গন্ধকম্।
গরলস্য ত্রয়োভাগা চতুর্ভাগা হিমাবতী॥
জৈপালকঃ পঞ্চভাগো নিম্বুদ্রববিমর্দ্দিতঃ।
কৃমিঘ্নপ্রমিতাবতাঃ কার্য্যাসর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ॥
শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা দিনে দিনে।
জীর্ণে জ্বরে তথাজীর্ণে সামে বা বিষমে তথা॥
জ্বরং সর্ব্বং নিহন্ত্যাসৌ দাবোবনমিবানলঃ।
ইতি নবজ্বরে রসঃ।

অন্য প্রকার বটী।

বিশুদ্ধ পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, বিষ তিন ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ, ও জয়পালের বীজ ৫ ভাগ একত্র মিশ্রিত করত লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া কৃমিঘ্ন বটিকার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। দাবানল দ্বারা বন যেরূপ দগ্ধ হয়, সেইরূপ প্রতিদিন আদার রস দিয়া ইহার এক একটি বটিকা সেবনদ্বারা জীর্ণজ্বর, নবজ্বর, সমজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

ইতি নবজ্বরে রসপ্রয়োগ সমাপ্ত।

অথ সামান্যজ্বরে রসাঃ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসৈঃ কিম্বা জম্বীরস্য রসৈর্যুতম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম্না সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্।
বিষমঞ্চ ত্রিদোষঞ্চ জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
প্রক্রিয়া। শুদ্ধপারদটঙ্ক ১, শুদ্ধবিষটঙ্ক ১, শুদ্ধগন্ধকটঙ্ক ১, ধর্ত্তূরবীজটঙ্ক ৩, ত্রিকটু প্রত্যেক টঙ্ক ৪. সর্ব্বেষাং চূর্ণমতিসূক্ষ্মং কর্ত্তব্যম্।
ইতি মহাজ্বরাঙ্কুশঃ সর্ব্বজ্বরেষু।

সামান্যজ্বরোচিত রস।

মহাজ্বরাঙ্কুশ রস।

শোধিত পারদ, বিষ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগে লইবে, ধুঁতুরার বীজ উহাদিগের সমষ্টির তিন গুণ, এবং ত্রিকটু উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের দ্বিগুণ, একত্রে চূর্ণ করত এক কুঁচপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদা বা গোঁড়া লেবুর রস। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ রস। এই রস সেবন করিলে একাহিক,

দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, ত্রিদোষজ ও বিষম প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

উহার সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া।

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, শুদ্ধ বিষ ১ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ, ধুতুরার বীজ ৯ ভাগ, এবং ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ ভাগ একত্র করিয়া সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে।

সুতং গন্ধং বিষং চৈব টঙ্গণঞ্চ মনঃশিলা।
এতানি টঙ্কমাত্রাণি মরিচং ত্বষ্টটঙ্ককম্॥
কটুত্রয়ং টঙ্কষট্কং খল্লে ক্ষিপ্ত্বা বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং শ্বাসসর্ব্বজ্বরাপহঃ॥
ইতি শ্বাসকুঠারোরসঃ শ্বাসে সর্ব্বজ্বরে রসরত্নাকরে।

শ্বাস-কুঠার-রস।

শোধিত পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা ও মনঃশিলা প্রত্যেক ১ টঙ্ক পরিমিত, মরিচ ৮ টঙ্ক এবং ত্রিকটু ছয় টঙ্ক এই কয় দ্রব্য খলে ফেলিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণকে শ্বাসকুঠাররস বলে। এই চূর্ণ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

দারুমুখীং শিখিগ্রীবাং রসকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
টঙ্কত্রয়ানুমানেন গৃহীত্বা কনকদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং কার্য্যা বটী চণকমাত্রয়া।
মরিচৈরেকবিংশত্যা সপ্তভিস্তুলসীদলৈঃ॥
খাদেদ্বটীদ্বয়ং পথ্যং দুগ্ধভক্তং সশর্করম্।
তরুণং বিষমঞ্জীর্ণং হন্যাৎসর্ব্বজ্বরং ধ্রুবম্॥

'দারুমুখী' দারুমুসী। 'শিখিগ্রীবা' তুথং। রসকঞ্চ খপরিয়া। প্রত্যেকং স্যাৎ টঙ্ক ৩, ধত্তুরপত্রস্য রসেন মর্দ্দয়েৎ।

ইতি জ্বরাঙ্কুশঃ সর্ব্বজ্বরেষু।

রসরত্নাকরধৃত জ্বরাঙ্কুশ।

দারুমুখী তুঁতে, খাপর তুঁতে প্রত্যেক তিন টঙ্ক পরিমিত লইয়া ধুঁতুরার রসে তিন দিন মর্দ্দন করত চনকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। উহার দুইটি বটি একুশটা মরিচ ও সাতটি তুলসী পাতার সহিত সেব্য। পথ্য শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ ও অন্ন। ইহাতে নূতন, পুরাতন ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

নাগরং কর্ষমাত্রং স্যাৎ টঙ্কণং কর্ষমাত্রকং।
মরিচং সার্দ্ধকর্ষং স্যাত্তাবদ্দগ্ধবরাটকম্॥
বিষং কর্ষচতুর্থাংশং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
রসো হুতাশনো নাম্না খাদ্যো গুঞ্জামিতো জ্বরে॥

ইতি হুতাশনোরসঃ।

হুতাশন রস।

শুঁঠ ১ কর্ষ, সোহাগা ১ কর্ষ, মরিচ আধ কর্ষ, কড়ি ভস্ম আধ কর্ষ এবং বিষ সিকি কর্ষ একত্রে চূর্ণ করিবে। ইহাকে হুতাশন রস বলে। সেবনমাত্রা এক কুঁচ। ইহাতে জ্বর আরোগ্য হয়।

শুদ্ধজৈপালটঙ্কংতু কট্বীটঙ্কদ্বয়োন্মিতাম্।
গৈরিকং টঙ্কমেকঞ্চ কন্যার্নীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
কলায়সদৃশী কার্য্যা বটিকা তাঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
শীতলেন জলেনৈব বটী জীর্ণজ্বরাপহা॥

ইতি জীর্ণজ্বরঘ্নী বটিকা।

জীর্ণজ্বরঘ্নী বটিকা।

শুদ্ধ জয়পাল ১ টঙ্ক, কট্বী দুই টঙ্ক, গেরিমাটি ১ টঙ্ক একত্র করিয়া, ঘৃত কুমারীর

রসে মাড়িয়া কলায়ের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান শীতল জল। এই বটিকা সেবন করিলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়।

দ্বিভাগতালেন হতং চ তাম্রং
রসংচ গন্ধং চ সমীনমায়ুঃ।
বিষং সমং চ দ্বিগুণঞ্চ তাম্রং
ত্রিঃসপ্তবারেণ দিবাকরাংশৈঃ॥
বিমর্দ্দ্য চারিষ্টরসেন চূর্ণং
গুঞ্জৈকদত্তং সিতয়া সমেতম্।
জ্বরাঙ্কুশোঽয়ং রবিসুন্দরাখ্যো
জ্বরানিহন্ত্যষ্টবিধান্ সমস্তান্॥

অস্য প্রক্রিয়া। পারাটঙ্ক ১, গন্ধটঙ্ক ১, বিষটঙ্ক ১, দ্বিগুণ তালকহততাম্রটঙ্ক ২, রোহিত-মৎস্যপিত্তটঙ্ক ১ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়িত্বা নিম্বপত্ররসৈ-র্ভাবয়িত্বা ২১ উষ্ণে সংশোষ্য রক্তিকামাত্রং ১ শ্বেতশর্করয়া ভক্ষণীয়ং।

সর্ব্বজ্বরে রবিসুন্দরোরসঃ।

রবিসুন্দর রস।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দ্বিগুণ হরিতাল দ্বারা মারিত তাম্র ২ ভাগ ও রুই মাছের পিত্ত ১ ভাগ একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহাকে নিম পাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান শাদা চিনি। ইহাকে রবিসুন্দর জ্বরাঙ্কুশ বলে। ইহাতে আট প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং খল্বে তাবদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সূতং ন দৃশ্যতে যাবৎকিন্তু তৎকজ্জলং ভবেৎ॥
এষা কজ্জলিকা খ্যাতা বৃংহণী বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
নানানুপানযোগেন সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী॥

কজ্জলিকা।

বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক খলে এরূপে মর্দ্দন করিবে যেন পারা পৃথক্‌রূপে দেখিতে না পাওয়া যায় এবং কজ্জলের ন্যায় হইয়া আসে। এই কজ্জল বৃংহণ ও বীর্য্য-বর্দ্ধক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনুপান-বিশেষে ইহা সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করে।

কজ্জলিকাবিধানং তদ্‌গুণাশ্চ রসরত্নপ্রদীপে।]
জপাপত্ররসেনাথ বর্দ্ধমানরসৈন চ
ভৃঙ্গরাজরসেনাপি কাকমাচ্যা রসেনচ।
রসং সংশোধ্য যত্নেন তৎসমংশোধয়েদ্বলিম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ পিষ্ট্বা শোষয়েদর্করশ্মিভিঃ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্চূর্ণন্তু কারয়েৎ॥
চূর্ণয়িত্বা সমং তেন রসেন সহ মর্দ্দয়েৎ।
নষ্টসূতং যদা চূর্ণং ভবেৎকজ্জলসন্নিভম্॥
নির্দ্ধূমবদরাঙ্গারে দ্রবীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
তত্র তং মহিষীবিষ্ঠাস্থাপিতে কদলীদলে॥
নিঃক্ষিপ্য তদুপর্য্যন্যৎপত্রং দত্ত্বা প্রপীড়য়েৎ।
শীতলাং তাং ততঃ পত্রাৎসমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
এবং সিদ্ধা ভবেদ্ব্যাধিঘাতিনী রসপর্পটী।
জ্বরাদিব্যাধিভির্ব্যাপ্তং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ॥
চকার কৃপয়া যুক্তঃ সুধাচন্দ্রসপর্পটীম্।
রক্তিকাসংমিতাং তাবদ্ভৃষ্টজীরকসংযুতাম্॥
গুঞ্জার্দ্ধভৃষ্টহিঙ্গ্বাঢ্যাং ভক্ষয়েদ্রসপর্পটীম্।
রোগানুরূপৈর্ভেষজ্যৈ রপি তাং ভক্ষয়েদ্বুধঃ॥
পিবেত্তদনু পানীয়ং শীতলঞ্চুলুকত্রয়ম্।
প্রত্যহং বর্দ্ধয়েত্তস্যা একৈকাং রক্তিকাং ভিষক্॥
নাধিকাং দশগুঞ্জাতো ভক্ষয়েত্তাং কদাচন।
একাদশদিনাদ্ভ্রাস্তাং তথৈবাপকর্ষয়েৎ॥
এবমেতাং সমশ্নীয়ান্নরো বিংশতিবাসরান্।
শিবজ্বরং তথা বিপ্রান্ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ
শ্রদ্ধয়া ভক্ষয়েদেতাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
জ্বরঞ্চ গ্রহণীঞ্চাপি তথাতীসারমেবচ॥

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শূলপ্লীহজলোদরম্।
এবমাদীন্ গদান্ হত্বা হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ বীর্য্যবান্॥
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।

ইতি রসপর্পটী।

রসরত্নপ্রদীপে কজ্জলিকার বিধান ও গুণ বর্ণিত আছে যথা জবা, এরণ্ড, কাকমাচী ও ভীমরাজের পাতার রসে পারদ ও গন্ধক সংশোধন করিবে। পরে উভয়কে ভীমরাজের রসে পেষণপূর্ব্বক সূর্য্যের উত্তাপে তিন বা সাতবার শুষ্ক করিবে। অনন্তর চূর্ণ করত তৎসমপরিমিত পারার সহিত মর্দ্দন করিবে। যখন সেই নষ্ট পারদচূর্ণ কজ্জলের ন্যায় হইয়া আসিবে তখন নির্ধূম কুলকাষ্ঠের আগুণে উহাকে অতি যত্নে গলাইতে হইবে। পরে মাহিষ বিষ্ঠার উপর স্থাপিত একখান কলাপাতায় ঢালিয়া তাহার উপর আর এক খান কলাপাত দিয়া পীড়ন করত শীতল হইলে সেই কলার পাতা হইতে ঐ রস উদ্ধৃত করত চূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপে রোগনাশক রসপর্পটী প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবী জ্বরাদি রোগে অভিব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই সময় দেবাদিদেব মহাদেব রোগীদিগের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সুধাতুল্য এই রসপর্পটী প্রস্তুত করেন। এক রতি রসপর্পটী, এক রতি জীরে ভাজা ও আদ কুঁচ হিঙ্গু ভাজার সহিত সেবন করিবে। যেমন রোগ তদনুরূপ ঔষধের সহিত পণ্ডিতগণ এই পর্পটী সেবন করিবার পর তিন চুমুক শীতল জল পান করিবেন। প্রতিদিন উহার মাত্রা এক রতি করিয়া বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে দশ কুঁচের অধিক আর বর্দ্ধিত হইবে না। পরে একাদশ দিবস হইতে প্রতিদিন এক রতি করিয়া কমাইতে হইবে। বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত ঐরূপ সেবন করিতে হইবে। শিব, গুরু ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও পূজা করিয়া দুগ্ধ ও মাংস রসের সহিত শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত ঔষধ সেবন করিবে। এই পর্পটী সেবন করিলে মন হৃষ্ট, এবং দেহ, পুষ্ট ও বীর্য্যবান্ হয় এবং জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু, শূল, প্লীহা ও জলোদর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় এবং বলী ও পলিতবিহীন হইয়া এক শত বৎসর জীবন ধারণ করে।

অথ জ্বরিণোঽন্নদানসময়ঃ।

তত্র চরকঃ।

ক্ষুৎসম্ভবতি পক্বেষু রসদোষমলেষু চ।
কালে বা যদিবাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ।

অন্যচ্চ।

আমে পাকং গতে নৃণাং যদা ভোজনলালসা।
ভবেৎকালে হ্যকালে বা সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥

তত্র কালমাহ। জ্বরস্য পাকাবস্থান্নদানকালঃ।
তত্র জ্বরস্য পাককালশ্চ।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রেণ দশ রাত্রেণ পৈত্তিকঃ।
শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশাহেন জ্বরঃ পাকমুপৈতি হি।

জ্বররোগীর অন্নদানের কাল।

চরক বলেন কালেই হউক বা অকালেই হউক যখন রস, দোষ ও মলের পরিপাক

এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইবে তখনই জ্বররোগীকে অন্ন ব্যবস্থা করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে আমের পরিপাক হইলে কালেই হউক বা অকালে হউক যখনই ভোজনের ইচ্ছা হইবে তাহাকেই অন্নকাল বলা যায়। উক্তগ্রন্থে আরও উক্ত আছে যে জ্বরের পরিপাক অবস্থাই অন্নদানের কাল। জ্বরের পরিপাকের সময় এইরূপ উক্ত আছে যথা বাতিক জ্বর সাত দিনে, পৈত্তিক জ্বর দশ দিনে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বর বার দিনে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

জ্বরস্য পাক উপশমঃ। জ্বরপাকেনৈব রসপাকো দোষপাকোঽপি কথিতঃ। যথা দোষপাকং বিনা জ্বরপাকো ন ভবতি রসপাকং বিনা দোষপাকশ্চ ন ভবতি। ননু যথা পৈত্তিকজ্বরোদশাহোরাত্রেণ পাকং যাতি। একাদশদিনেঽন্নং দীয়তে। তথা শ্লৈষ্মিকোজ্বরো দ্বাদশাহোরাত্রেণ পাকং যাতি। ত্রয়োদশে দিবসেঽন্নং দীয়ত ইতি। তথা বাতিকোপি জ্বরঃ সপ্তাহোরাত্রেণ পাকং যাতি অষ্টমে দিবসেঽন্নং কথং ন দীয়তে। কথং সপ্তমএব দিবসেঽন্নং দীয়ত ইতি।

উচ্যতে।

কফপিত্তে জ্বরে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু।
আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্।

ইতিবচনাদামরসপাকে জাতে আহারলাভং বিনা বায়ুঃ ক্ষণমাত্রমপি সোঢ়ুং ন শক্নোতি। স আশুকারিত্বাৎ ক্ষণাদাক্ষেপকাদীন্ বিকারান্ সঞ্জনয়তি। অতো বাতিকে জ্বরে পাকদিনানামন্তিমে সপ্তমএব দিনেঽন্নং দীয়তে।

তথাচ ধন্বন্তরিঃ।

জ্বরাভিভূতঃ ষড়হে ব্যতীতে
বিপক্কদোষঃ কৃতলঙ্ঘনাদিঃ।
যো ভেষজং খাদতি বৈদ্যবশ্যো
নিঃসংশয়ং হন্ত্যচিরাৎস রোগান্॥

'জ্বরাভিভূতঃ' বাতজ্বরাভিভূতঃ। 'বিপক্কদোষঃ' পক্কবাতঃ। কৃতলঙ্ঘনাদিঃ আদিশব্দাৎ কৃতপক্কজলপানানির্ব্বাতগৃহবাসগুরুবসনধারণাদিঃ। ভেষজমিত্যন্নস্যাপ্যুপলক্ষণম্।

অতএবাহ চরকঃ।

জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তুতম্। ইতি।

'জ্বরিতং' বাতজ্বরিণম্। ষড়হেঽতীত ইত্যুপলক্ষণম্। পিত্তজ্বরিণং দশাহেঽতীতে। শ্লেষ্মজ্বরিণং দ্বাদশাহেঽতীতে। লঘ্বন্নং ভোজিতং জ্বরিণম্। পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েৎ পুনঃ। সএব সর্ব্বজ্বরিণং দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।

জ্বরের পাক বলিতে জ্বরের উপসম বলিতে হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে জ্বরের পরিপাক হইলেই রসের ও দোষের পরিপাক হয় যথা, দোষের পরিপাক ব্যতিরেকে জ্বরের পরিপাক এবং রসের পরিপাক ব্যতিরেকে দোষের পরিপাক হয় না।

এক্ষণে বক্তব্য এই পৈত্তিক জ্বর যেমন দশ দিবসে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং একাদশ দিবসে অন্ন দেওয়া যায়, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বর দ্বাদশ দিবসে পরিপাক পায়, পরে ত্রয়োদশ দিবসে পথ্য ব্যবস্থা করা যায়, সেইরূপ সাত দিনে বাতিক জ্বরের পরিপাক হইলে আট দিনে পথ্য না দিয়া সাত দিনেই পথ্য দেওয়া যায় কেন? তাহার কারণ এই যে আমের পরিপাক হইলেও কফ ও পিত্ত এই দুই ধাতুতে বহু লঙ্ঘন সহ্য

হয় কিন্তু আমক্ষয়ের পর বায়ুতে ক্ষণ মাত্র লঙ্ঘন সহ্য হয় না”। এই বচন-প্রমাণে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আমের পরিপাক হইলে আহার ব্যতিরেকে বায়ু ক্ষণমাত্র লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না অর্থাৎ উহার আশুকারিতা গুণ থাকাতে উহা অল্পক্ষণের মধ্যেই আক্ষেপাদি বিকার জন্মায়। অতএব বাতিকজ্বরে আমপাকের শেষ দিবসে অর্থাৎ সপ্তম দিবসেই আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধন্বন্তরি ও কহিয়াছেন বাতজ্বরাভিভূত ব্যক্তি লঙ্ঘনাদি আচরণ দ্বারা বায়ুর পরিপাক হইলে পর যদি ঔষধ সেবন করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হয়। এস্থলে “লঙ্ঘনাদি” এই শব্দের আদিশব্দে উষ্ণ জল পান, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গুরু ও উষ্ণ বসন ধারণ প্রভৃতি বুঝিবে। এস্থলে ঔষধ শব্দ অন্নের উপলক্ষণ মাত্র। অতএব চরক কহিয়াছেন বাতজ্বরীকে ছয় দিনের পর, পিত্তজ্বরীকে দশ দিনের পর এবং শ্লেষ্মজ্বরীকে দ্বাদশ দিবসের পর লঘু আহার দিয়া শমনীয় পাচন বা কষায় পান করাইবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে আমের পরিপাক হইলে বাতজ্বরীকে শমনীয় পাচন বা কষায় পান করাইবে এবং দিনান্তে লঘু আহার দিবে।

‘দিনান্তে’ অন্তশব্দোঽত্র মধ্যবাচী। তেন ত্রিধাবিভক্তস্য দিবসস্য মধ্যভাগে পিত্তস্য প্রাধান্যসময়ে।

উক্তঞ্চ বাগ্ভটেন।

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধ-সংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানাংতেঽন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ।
‘তে’ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ।

“দিনান্তে” এস্থলে অন্ত শব্দের অর্থ মধ্যে। অতএব দিনান্তে বলিতে ত্রিধা-বিভক্ত দিবসের মধ্যভাগে অর্থাৎ পিত্তের প্রাধান্যসময়ে বুঝিতে হইবে। এবিষয়ে বাগ্ভট ও কহিয়াছেন বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ক্রমান্বয়ে হৃন্নাভির অধোদেশ, মধ্যস্থল ও ঊর্দ্ধদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বয়স, দিবা ও রাত্রিকালে ও ভোজনের পর উহারা ক্রমান্বয়ে অন্তে, মধ্যে ও আদিতে অবস্থান করে। অর্থাৎ বাল্যকালে শ্লেষ্মার আধিক্য, মধ্যবয়সে পিত্তের আধিক্য এবং বৃদ্ধ বয়সে বায়ুর আধিক্য হয়। ঐরূপ দিবসের প্রথমভাগে শ্লেষ্মার, মধ্যভাগে পিত্তের এবং শেষভাগে কফের আধিক্য, রাত্রির প্রথমভাগে শ্লেষ্মা, মধ্য ভাগে পিত্ত এবং শেষভাগে বায়ুর আধিক্য এবং ভোজনের পরই শ্লেষ্মার, তাহার পর পিত্তের এবং তাহার পর বায়ুর আধিক্য হয়।

পিত্তকালোঽপি মধ্যাহ্নাদর্ব্বাক্।

যত আহ।

যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয়ঃ॥

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বক্ষণই পিত্তের কাল। কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে এক প্রহরের মধ্যে ও দুই প্রহরের পরে ভোজন করি-

বে না। যেহেতু এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি এবং দুই প্রহরের পর ভোজন করিলে বলক্ষয় হয়।

এতৎসংখ্যাপরমিতি চেত্তন্ন। যত আহ।
শ্লেষ্মক্ষয়ে প্রবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা।
বেগাপায়েঽন্যথা ভুক্তি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্।
'তদা' পিত্তপ্রাধান্যসময়ে, 'অন্যথা' উক্তসময়ান্যথা, 'বেগাপায়ে' জঠরাগ্নিবেগনাশে, তদ্ভোজনং জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং ভবতীত্যর্থঃ।

যদি বলা যায় যে উক্ত বচন কালবোধক না হইয়া সংখ্যাবোধক হউক না কেন? তাহা নহে। কারণ বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলে পিত্ত প্রবল ও অগ্নি বলবান্ হয়। সুতরাং সেই সময়েই ভোজন প্রশস্ত। নতুবা জঠরাগ্নির বেগ নাশ হইলে যদি ভোজন করা যায় তাহা হইলে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হয়।

অত্র বিষমজ্বরিণোঽন্নদানকালবিশেষমাহ চরকঃ।
সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং মাত্রাবল্লঘু ভোজয়েৎ।
বেগাপায়েঽন্যথা ভুক্তি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্।
'সর্ব্বজ্বরেষু' সর্ব্ববিষমজ্বরেষু, 'বেগাপায়ে' জ্বরবেগাপায়ে ভোজয়েৎ। 'অন্যথা' জ্বরবেগাপায়ং বিনা, তদ্ভোজনং জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং ভবতি।

অতঃপর বিষমজ্বরীর অন্নদানের কালসম্বন্ধে বিশেষ বলা যাইতেছে। চরক বলেন সকল প্রকার বিষমজ্বরে জ্বরের বেগ কমিয়া আসিলে সাত দিনকাল যথামাত্রায় লঘু আহার দিবে। কারণ জ্বরের বেগ থাকিতে আহার দিলে বেগ বর্দ্ধিত হয়।

অথান্নগ্রহণার্থ স্থানমাহ।

আহারনির্হারবিহারযোগাঃ
সদৈব সদ্ভির্বিজনে বিধেয়া ইতি।

অন্ন গ্রহণের স্থান।

আহার, বিহার, যোগ ও মলমূত্রাদি ত্যাগ এই কয়টি কার্য্য সাধু লোকেরা নির্জ্জনে আচরণ করিবেন।

অত্যাবলস্য জ্বরিতস্য ভোজনায়োপবেশনপ্রকারমাহ সুশ্রুতঃ।

জ্বরে প্রমেহোভবতি স্বল্পেঽপি বিচেষ্টিতৈঃ।
নিষণ্নং ভোজয়েত্তস্মান্মূত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ।
'নিষণ্নং' যথাস্থানস্থিতমেব ন তু স্থানান্তরং নীতম্।

জ্বররোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে কিরূপে বসিয়া আহার করিবে সুশ্রুত তাহা লিখিয়াছেন যথা "জ্বরে অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলেও প্রমেহ জন্মে, অতএব জ্বর রোগীকে স্থানান্তরিত না করিয়া যেখানে শুইয়া থাকিবে সেই খানেই উপবেশন করাইয়া ভোজন ও মলমূত্র ত্যাগ করাইবে।"

অন্নগ্রহণসময়ে প্রথমং জ্বরিতেন কবলঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ।
যথাদোষোচিতৈর্দ্রব্যৈঃ কর্ত্তব্যঃ কবলগ্রহঃ।
অরোচকাস্যবৈরস্যমলপূতিপ্রসেকজিৎ।
ভৃষ্টজীরকচূর্ণেন সিন্ধুকল্পযুতেন চ।
জিহ্বাদন্তান্মুখস্যান্তর্ঘৃষ্ট্বা কবলমাচরেৎ।
মুখে মলং বিনাশকৃৎ বিরসত্বঞ্চ নশ্যতি।
মনঃ প্রসন্নং ভবতি ভোজনেঽতিরুচির্ভবেৎ।
জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালেহ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপি চ।

অনুমর্থঃ।

যদ্যপি জ্বরিতস্য হিতে ভক্ষ্যেঽরুচির্ভবেৎ
তথাপি জ্বরিতো হিতমেবাশ্নীয়াদিতি নিয়মঃ।

যত আহ সুশ্রুতঃ।

গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎকথঞ্চন।
নতু তস্যাহিতংভুক্তমায়ুষে বা সুখায় চ॥
আমর্দ্দস্তিমিতৈর্দ্দোষৈ র্যাবন্তং কালমাতুরঃ।
তাবৎকালং স লঘ্বন্নমশ্নীয়াৎসবিরক্তবৎ॥
'আমর্দ্দস্তিমিতৈর্দ্দোষৈঃ' অপক্বৈর্দ্দোষৈর্ব্ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ।

অন্নগ্রহণকালে অগ্রে জ্বররোগীর কবল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ বৈদ্য-শাস্ত্রে উক্ত আছে দোষোচিত দ্রব্য দ্বারা জ্বররোগীর কবল গ্রহণ কর্ত্তব্য। যেহেতু তাহাতে অরুচি, এবং মুখের বিরস-ভাব, মলা, দুর্গন্ধ ও প্রসেক দূর হয়। জীরে ভাজার গুঁড় ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া জিহ্বা, দন্ত ও মুখের অভ্যন্তর ভাগ ঘর্ষণ করত কবলগ্রহণ করিলে মুখস্থিত মল, দুর্গন্ধ, ও বিরসভাব থাকে না, মন প্রসন্ন হয় এবং আহারে অত্যন্ত রুচি জন্মে। হিতকর আহারীয় বস্তুতে জ্বর-রোগীর রুচি না থাকিলেও তাহা ভোজন করিবে। কারণ আহারের সময় অল্পমাত্র আহার করিলে দেহ ক্ষয় হয় ও মৃত্যু ঘটে। সুশ্রুতও কহিয়াছেন জ্বররোগী কখন গুরুপাক ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্য অথবা অকালে ভোজন করিবে না। যে সকল দ্রব্য শরীরের পক্ষে হিতকারী নহে তাহা ভোজন করিলে দেহ অসুস্থ ও আয়ুঃক্ষয় হয়। অতএব যাবৎকাল অপক্ব বাত, পিত্ত ও কফ দ্বারা দেহ আচ্ছন্ন থাকিবে তাবৎকাল ইচ্ছা না থাকিলেও লঘু অন্ন ভোজন করিবে।

ননু হিতে বস্তুনি কথমরুচিঃ স্যাদত আহ।
সাতত্যাৎসাদ্বভাবাচ্চ পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতমিতি।
'সাতত্যাৎ' একস্যৈব ভক্ষ্যস্য সর্ব্বদোপভোগাৎ।
'স্বাদ্বভাবৎ' ভক্ষ্যান্তরাদপি বিস্বাদুত্বঃ পথ্যম-প্রিয়ং স্যাত্তথাপি তদেব পথ্যম্ কল্পনাবিধি-ভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎপুনরিতি।
অথচ জ্বরিতোঽন্নকালেঽশ্নীয়াদেবেতি দ্বিতীয়ো নিয়মঃ কৃত ইতি চেৎ। হি যতো হেতোঃ অভু-ঞ্জানঃ ক্ষীয়তে পক্বদোষধাতুর্ভবতি ততঃ ম্রিয়-তেঽপি চ।

যদি এরূপ বলা যায় যে হিতকারী দ্রব্যে কিরূপে অরুচি সম্ভবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই এক বস্তু সর্ব্বদা ভোজন করাতে অথবা অস্বাদুত্বপ্রযুক্ত, ভক্ষ্য দ্রব্যে অনিচ্ছা হয় অর্থাৎ এক দ্রব্য সর্ব্বদা ভোজন করিলে তাহাতে অরুচি হয় বিস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও আহারের অরুচি হয়। অতএব যাহাতে সেইসকল দ্রব্যে রুচি হয়, বৈদ্যের তাহা করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ বলা যায় যে কি নিমিত্ত জ্বররোগী অন্নের উপযুক্ত কালে অর্থাৎ দোষের পরিপাক হইলে অবশ্য ভোজন করিবে? কারণ তাহা না করিলে দেহ ক্ষীণ হয় ও মৃত্যু ঘটে।

জ্বরিতায় হিতান্যন্নাদীন্যাহ।
রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥
মুদ্গাম্মসূরাংশ্চণকান্কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্।

যূষার্থে যূষসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ।
পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্।
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ুচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহম্॥

জ্বরের পক্ষে হিতকর পথ্য।

যবাগূ, অন্ন ও লাজের উপযোগী রোগীর পক্ষে পুরাতন রক্তশালি বা ষাইট ধান্য প্রশস্ত ও জ্বরঘ্ন। যূষসাত্ম্য রোগীর পক্ষে মুগ, মসুর, ছোলা, কুলত্থ ও বনমুগের যূষ ব্যবস্থা করিবে। শাকার্থী রোগীর পক্ষে পলতা, বার্ত্তাকু, কুলক, করলা উচ্ছে, কাঁকরোল, ক্ষেত পাপড়া, গড়্-গড়ে, ক্ষুদ্রমূলক ও গুলঞ্চের পত্র প্রশস্ত।

লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণান্ পৃষতাংশ্চশশান্।
কুরঙ্গান্ কালপুচ্ছাংশ্চ তথৈব মৃগমাতৃকান্।
মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ॥
সারস-ক্রৌঞ্চ-শিখিনস্তথা তিত্তির-কুক্কুটান্।
গুরূষ্ণত্বান্ন সংশন্তি কেচিদেবং ব্যবস্থিতাঃ॥
তিত্তির ইত্যত্র কৃষ্ণতিত্তিরঃ।

মাংসাশী জ্বররোগীকে লাব, কপিঞ্জল, এণ, হরিণ, পৃষত, শশক, কুরঙ্গ, কালপুচ্ছ ও মৃগমাতৃক এই কয়টি জন্তুর মাংস ব্যবস্থা করিবে। কেহ কেহ বলেন যে সারস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, কৃষ্ণ তিত্তির ও কুক্কুটের মাংস জ্বররোগীর পক্ষে প্রশস্ত নহে, কারণ উক্ত মাংস গুরুপাক ও উষ্ণ।

জ্বরিতানাং প্রকোপং তু যদা যাতি সমীরণঃ।
তদৈতেঽপি হি শস্যন্তে মাত্রাকালোপপাদিতাঃ॥
নিম্বুকং দাড়িমং ধাত্রীফলমম্লং প্রকাঙ্ক্ষতে।
প্রদদ্যাদম্লসাত্ম্যায় কাঞ্জিকং বা পুরাতনম্॥
এতেষাং গুণনামাদি পূর্ব্বোক্তানি।

জ্বররোগীর যদি বায়ুর প্রকোপ হয় তাহা হইলে উপযুক্ত মাত্রায় ও যথাকালে পূর্ব্বোক্ত মাংসও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অম্লসাত্ম্য ব্যক্তির অম্লে অভিলাষ থাকিলে লেবু, দাড়িম, আমলকী বা পুরাতন কাঞ্জি প্রদান করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যের নাম ও গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অথান্নসাধন প্রক্রিয়ামাহ।

তত্র মণ্ডস্য লক্ষণং বিধিগুণাশ্চ।

তণ্ডুলানাং সুসিদ্ধানাং চতুর্দ্দশগুণে জলে।
রসঃসিক্থৈর্বিরহিতোমণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥
শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুক্তো দীপনঃ পাচনশ্চ সঃ।
অন্নস্য সম্যক্ সিদ্ধাত্র জ্ঞেয়া মণ্ডস্য সিদ্ধতা।
পেয়াযূষযবাগূনাং বিলেপীভক্তয়োরপি॥
মণ্ডোগ্রাহীলঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ।
জ্বরঘ্ন স্তর্পণোবল্যঃ পিত্তশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ॥

অন্ন সিদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া।

এস্থলে প্রথমে মণ্ডের লক্ষণ ও বিধি বলা যাইতেছে। যথা চতুর্দ্দশ গুণ জলে সুসিদ্ধ তণ্ডুলের সিটেবর্জ্জিত রসকে মণ্ড বলা যায়। ইহাতে শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিলে উহা দীপন ও পাচন হয়। যে অন্নে মণ্ড প্রস্তুত হয় সেই অন্ন সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইলেই মণ্ড সুসিদ্ধ হইল জানিবে। পেয়া, যূষ, যবাগূ, বিলেপী ও ভক্তের সিদ্ধতাও ঐরূপ জানিবে। মণ্ড গ্রাহী, লঘু, শীতল, দীপন, ধাতুর সাম্যকারী, জ্বরঘ্ন, তৃপ্তি-

অনক, বলকারক এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শ্রমের শান্তিকারক।

অথ পেয়ায়া বিধিগুণাশ্চ।

চতুর্দ্দশগুণেনীরে রক্তশাল্যাদিভিঃ কৃতা।
দ্রবাধিকা স্বল্পসিক্থা পেয়া প্রোক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥
সাতিলঘ্বী গ্রাহিণী চ ধাতুপুষ্টিবিধায়িনী।
তৃট্‌জ্বরানিলদৌর্ব্বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী।
স্বেদাগ্নিজননী জ্ঞেয়া বাতবর্চ্চোঽনুলোমনী॥
শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুক্তা দীপনী পাচনী চ সা।
আমশূলহরী রুচ্যা স্যাদ্বিবন্ধবিনাশিনী॥

পেয়ার বিধি ও গুণ।

চতুর্দ্দশ গুণ জলে রক্তশাল্যাদি সিদ্ধ করিয়া যখন সিটে অল্প ও দ্রবাংশ অধিক থাকিবে তদবস্থ অন্নকে বৈদ্যগণ পেয়া বলেন। পেয়া অতিশয় লঘু, গ্রাহী, ধাতুর পুষ্টিকারী, ঘর্ম্ম ও অগ্নির উৎপাদক, বায়ু ও মলের অনুলোমকারী এবং তৃষ্ণা, জ্বর, বায়ু, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষি রোগের শান্তিকারক। শুঠ ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে উহা দীপন, পাচন, রুচিকারক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারী এবং আমদোষ ও শূলের শান্তিকারক হয়।

অথ প্রমথ্যায়া বিধিগুণাশ্চ।

প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্যপলাৎকল্কীকৃতা শৃতা।
তোয়েঽষ্টগুণিতে তস্যাঃ পানমাহুঃ পলদ্বয়ম্॥
'দ্রব্যং' পাচ্যদ্রব্যং। 'তস্যাঃ' পলদ্বয়শেষায়াঃ।
গুণৈঃ প্রমথ্যা পেয়াবত্ততো লঘ্বী বিশেষতঃ॥

প্রমথ্যার বিধি ও গুণ।

একপল কল্কীকৃত দ্রব্য অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুই পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ফেলিলে পেয়া বলা যায়। পেয়া ও প্রমথ্যা উভয়েই প্রায় তুল্যরূপগুণকারী তবে প্রমথ্যা অপেক্ষাকৃত লঘু।

অথ যূষস্য বিধিগুণাশ্চ।

অষ্টাদশগুণে নীরে শিম্বীধান্যস্ততো রসঃ।
বিরলোঽদ্রবোঘনঃ কিঞ্চিৎপেয়াতো যূষ উচ্যতে।
উক্তঃ সরাবনির্য্যূহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ॥

যূষের বিধি ও গুণ।

অষ্টাদশ গুণ জলে সিদ্ধ শিম্বী ধান্যের রসকে যূষ বলা যায়। যূষ পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন এবং উহাতে অন্নের ভাগ অতি বিরল। ইহাকে সরাবনির্য্যূহও বলে। ইহা রুচিকর।

যূষস্য প্রকারান্তরমাহ।

কল্কদ্রব্যং পলং শুণ্ঠী পিপ্পলী চার্দ্ধকার্ষিকী।
বারিপ্রস্থেন বিপচেত্তদ্রবো যূষ উচ্যতে॥

অয়মর্থঃ।

যূষান্নং পলমিতং তৎকল্কং কৃতম্। শুণ্ঠী পিপ্পলী চ সম্মুদিতার্দ্ধকর্ষমিতাৎকল্কীকৃতাৎ। উভয়মপি প্রস্থমিতেন বারিণা পচেৎ। তদ্দ্রবো যূষঃ।

যূষো বল্যোলঘুঃ পাকে রুচ্যঃ কণ্ঠ্যঃ কফাপহঃ।

যূষের প্রকারান্তর।

এক পল কল্ক দ্রব্যে অর্দ্ধ কর্ষ শুঠ ও পিপুল দিয়া কল্ক প্রস্তুত করত সেই কল্ক এক প্রস্থ জলে সিদ্ধ করত যূষ প্রস্তুত করিবে। যূষ বলকারক, পাকে

লঘু, রুচিকর, কণ্ঠশুদ্ধিকারী এবং কফঘ্ন।

অথ মুদ্গযূষবিধিঃ।

বৃন্দটীকায়ান্তরান্তরে।

মুদ্গানাং দ্বিপলং তোয়ে শৃতমষ্টাংশকোম্মিতে।
পাদস্থং মর্দ্দিতং পূতং দাড়িমস্য পলেন তৎ॥
যুক্তং সৈন্ধববিশ্বাহ্বধান্যকৈঃ পাদকাঞ্জিকৈঃ।
কণাজীরকয়োশ্চূর্ণাদ্ধাণেকেনাবচূর্ণিতম্।
সংস্কৃতো মুদ্গযূষোঽয়ম্ পিত্তশ্লেষ্মহরো মতঃ॥

মুদ্গযূষ বিধি।

বৃন্দটীকাতে মুদ্গযূষের এইরূপ বিধি বিহিত আছে দুই পল মুগ আর্দ্ধ আঢ়ক জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে উহা এক পল দাড়িমের রসে মর্দ্দিত ও পূত করত সৈন্ধব লবণ পিপুল, ধনে ও জীরে এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে সংস্কৃত যূষকে মুদ্গযূষ বলে এই যূষ পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক।

অথ মুদ্গযূষগুণাঃ।

মুদ্গানাং যূষমো যূষো দীপনঃ শীতলো লঘুঃ।
ব্রণোর্দ্ধজত্রুদাহ-কফ-পিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥

মুদ্গযূষের গুণ।

মুগের অতি উত্তম যূষ দীপন, শীতল, লঘু, এবং ব্রণ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর এবং রক্তজ ও ঊর্দ্ধজত্রু রোগের শান্তিকারক।

অথ মুদ্গামলকযূষগুণাঃ।

মুদ্গামলকযূষস্তু ভেদী পিত্তানিলাপহঃ।
তৃড়্দাহশমনঃ শীতো মূর্চ্ছাশ্রমমদাপহঃ॥

মুদ্গামলকযূষের গুণ।

মুগ ও আমলকীর যূষ ভেদী, শীতল, এবং বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্রম ও মত্ততার শান্তিকারক।

অথ মসূরযূষগুণাঃ।

মসূরযূষঃ সংগ্রাহী বৃংহী স্বাদুঃ প্রমেহনুৎ।

মসূরযূষের গুণ।

মসূরের যূষ সংগ্রাহী, বৃংহণ, স্বাদু ও প্রমেহ রোগের শান্তিকারক।

অথ যবাগ্বাদিবিধিগুণাশ্চ।

যবাগূঃ ষড়্গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা ঘনসিক্থকা।
পৃথক্ দ্রবৈস্তু বিরলৈঃ স যুক্তা জ্বরিণে হিতা॥
যবাগূর্দীপনী লঘ্বী তৃষ্ণাঘ্নী বস্তিশোধিনী।
শ্রমগ্লানিহরী পথ্যা জ্বরে চৈবাতিসারিকে॥

যবের মণ্ডাদির বিধি ও গুণ।

যবকে ছয় গুণ জলে সুসিদ্ধ করত ঘন করিলে যবাগূ কহে। যবাগূতে অল্প জল মিশ্রিত করিলে জ্বর রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। যবাগূ দীপন, লঘুপাক, বস্তিশুদ্ধিকারী, এবং তৃষ্ণা, শ্রম, ও গ্লানির শান্তিকারক। ইহা জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকারী।

অথ বিলেপ্যা বিধিগুণাশ্চ।

চতুর্দ্দশগুণে সিদ্ধা বিলেপী ঘনসিক্থকা।
পৃথক্দ্রবেণ রহিতা খ্যাতা শিথিলসিক্থিকা।

'সংসিন্না' স্বাতীবসিদ্ধা। 'বিলেপীগিলহথী' ইতি লোকে।'
বিলেপী দীপনী হৃদ্যা বল্যা সংগ্রাহিণী লঘুঃ।
ব্রণাক্ষিরোগিণাং পথ্যা তর্পণী তৃড্‌জ্বরাপহা॥

বিলেপীর বিধি ও গুণ।

চতুর্গুণ জলে সুসিদ্ধ অন্নাদি ঘন হইয়া আসিলে যখন তাহাতে দ্রবভাগ পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট না হইবে তখন তাহাকে বিলেপী বা শিথিল ভক্ত বলে। ইহাকে হিন্দীতে গিলহথী বলে। বিলেপী দীপন, বলকারক, হৃদ্য, সংগ্রাহী, লঘু, তৃপ্তিজনক, তৃষ্ণানাশক, জ্বরঘ্ন এবং ব্রণ ও চক্ষুরোগের পক্ষে হিতকারী।

অথ ভক্তস্য বিধিগুণাঃ।

জলে চতুর্দ্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুষ্পলম্।
বিপচেৎস্রাবয়েন্মণ্ডং তদ্ভক্তং মধুরং লঘু॥
চক্রদত্তস্তু।
অন্নম্পঞ্চগুণে তোয়ে যবাগূংষড়্‌গুণে পচেৎ।
তত্রান্নং ভক্তং।
তথাচ।
ভিস্সান্ধী ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী স দীদিবিরি—ত্যমরঃ।
ভক্তংবহ্নিকরংপথ্যং তর্পণংমূত্রলং লঘু।
সুধৌতং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদন্তুণবত্তরম্॥
অধৌতমস্রুতংশীতং বৃষ্যগুরু কফপ্রদম্।
অত্যুষ্ণং বলহৃদ্ভক্তং শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরম্।
অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং দুর্জ্জরন্তণ্ডুলান্বিতম্।
'অতিক্লিন্নং' সজলং বংপর্য্যুষিতম্।
ভৃষ্টতণ্ডুলজংরুচ্যং সুগন্ধি কফহল্লঘু।
বাতাম্বাপিতমন্দাগ্নিবিরিক্তানাং প্রশস্যতে॥

ভক্তের বিধি ও গুণ।

চারি পল তণ্ডুল চতুর্দ্দশ গুণ জলে সিদ্ধ করত তাহার মণ্ড অর্থাৎ ফেন ফেলিয়া দিবে। এইরূপে সংস্কৃত ভক্ত লঘুপাক ও মধুর। চক্রদত্তও কহেন পাঁচ-গুণ জলে অন্ন ও ছয় গুণ জলে যবাগূ পাক করিবে। এস্থলে অন্নশব্দে ভক্ত। কারণ অমরকোষে ভক্ত, অন্ন, অন্ধ, ওদন, দীদিবি ও ভিস্সা এই কয়টি শব্দ একার্থ বলিয়া উক্ত আছে এবং সুধৌত, প্রস্রুত, উষ্ণ ও বিশদ ভক্ত আগ্নেয়, পথ্য, তর্পণ, মূত্রল, লঘু ও অধিকতর গুণকারী। অধৌত ও অস্রুত অন্ন শীতল, বৃষ্য, গুরুপাক ও কফজনক। অতিশয় উষ্ণ ভক্ত বলনাশক। শীতল ও শুষ্ক ভক্ত দুর্জ্জর; সজল ও পর্য্যুষিত ভক্ত গ্লানিজনক এবং তণ্ডুলান্বিত ভক্ত দুর্জ্জর। ভর্জ্জিত-তণ্ডুল-জাত ভক্ত সুগন্ধি, কফঘ্ন ও রুচিকারক এবং বাত, অম্বায়ী, মন্দাগ্নি ও বিরিক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত।

তথা রসৌদনবিধিঃ বৃন্দটীকায়াং-তন্ত্রান্তরে।

মাংসলং সকৃথিজং মাংসং তথানস্থি চ তৈত্তিরম্।
চতুঃপলোন্মিতং সূক্ষ্মকল্পিতংক্ষালিতঞ্জলে॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং শুণ্ঠীজীরকধান্যকৈঃ।
হিশাংশৈঃ সংযুতে তোয়ে ক্বাথ্যংতন্বাচকোন্মিতে।
পাদস্থিতং জলং তত্র দাড়িম্বাম্লং ক্ষিপেত্ততঃ।
তংরসং মর্দ্দিতং হিঙ্গুভৃষ্টসৈন্ধবজীরকৈঃ।
যুক্তং প্রধূপিতং পথ্যং ক্ষতানাং শুক্রকামিনাম্।

মাংসরসের বিধি।

উরুদেশের মাংসল মাংস অথবা তিত্তির পক্ষির অস্থিহীন মাংস চারি পল পরিমাণে লইয়া সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ধৌত করিয়া লইবে। অনন্তর এক আঢ়ক পরিমিত জলে দুই শাণ পরিমিত পিপুল, পিপুলের মূল, শুঁঠ, জীরে ও ধনে মিশ্রিত করত সেই জলে উক্ত মাংস সিদ্ধ করিবে। পাদাবশিষ্ট থাকিতে মামাইয়া ফেলিয়া ঐ রস উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। অবশেষে উহাকে হিঙ, জীরে ভাজা ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করত প্রধূপিত করিবে। এই রস শুদ্ধ রাশুদ্ধ্যভিলাষীগণের পক্ষে হিতকারী।

অথ রসৌদনবিধিঃ।

রসৌদনো গুরুর্বৃষ্যো বল্যোবাতজ্বরাপহঃ।

কেবলং জলসাধ্যান্মণ্ডাদীনভিধায় ঔষধস-ন্যানাং তেষাং প্রক্রিয়ামাহ।

আঢ়কে চতুঃপলং দ্রব্যং চতুঃষষ্টিপলেঽম্বুনি।
তৎকাথেনার্দ্ধশিষ্টেন মণ্ডপেয়াদিসাধয়েৎ॥
বৃদ্ধবৈদ্যাঃ পলদ্রব্যং গ্রাহয়ন্ত্যাঢকেঽম্ভসি।
তেষজস্যাতিবাহুল্যাৎকদাচিদরুচির্ভবেৎ॥
যৈর্যৈর্যেরৌষধৈর্যৈশ্চ কৃতা মণ্ডাদয়ো বুধৈঃ।
বিচার্য্য তদ্গুণানেতাংস্তদ্গুণানেব নির্দ্দিশেৎ॥

মাংস রসের গুণ।

মাংসরস গুরু, বৃষ্য, বলকারক এবং বাতজ্বরের শান্তিকারক।

কেবলমাত্র জলসাধ্য মণ্ডাদির বিধি কথনান্তর ঔষধসাধ্য মণ্ডাদির প্রক্রিয়া বলিতেছেন। চৌষট্টি পল জলের সহিত চারি পল দ্রব্য সিদ্ধ করত অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে মণ্ড ও পেয়াদি সিদ্ধ করিবে। প্রাচীন বৈদ্যগণ এক আঢ়ক জলে এক পল দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন। কখন কখন ঔষধের আধিক্যপ্রযুক্ত অরুচি জন্মে। যে অন্ন বা যে ঔষধের দ্বারা মণ্ডাদি প্রস্তুত হইয়াছে সেই অন্ন ও ঔষধের গুণ যেরূপ মণ্ডাদির গুণ ও তদ্রূপ জানিবে।

অথৌষধসিদ্ধাপেয়ায়াঃ গুণাঃ।

অন্নকালে হিতা পেয়া যথাস্বং পাচনৈঃ কৃতা।
দীপনী পাচনী লঘ্বী জ্বরার্ত্তানাং জ্বরাপহা॥

'যথাস্বং পাচনৈঃ কৃতা' যথাদোষং পাচনৈঃ কৃতা। অর্থাৎ।

পঞ্চমূল্যাঃ কষায়স্ত পাচনং বাতিকজ্বরে।
সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকে মুস্তকটুকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥
পিপ্পল্যাদিকষায়স্ত পাচনং কফজে জ্বরে।
লঘুনা পঞ্চমূলেন পিপ্পল্যা সহ-ধান্যয়া॥
মহত্যা পঞ্চমূল্যাথ ব্যাঘ্রীদুস্পর্শগোক্ষুরৈঃ।
সিদ্ধানি ভিষগন্নানি প্রযুঞ্জীত যথাক্রমম্।
বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফবাতে ত্রিদোষজে॥

অয়মর্থঃ। বাতপিত্তেষু লঘুনা পঞ্চমূলেন সিদ্ধান্যন্নানি ভিষক্ প্রযুঞ্জীত।

শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী কণ্টকারীদ্বয়ং তথা।
গোক্ষুরঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমূলমিদং লঘু॥

শ্লেষ্মপিত্তে পিপ্পল্যা সহ ধান্যয়া। কফবাতে মহত্যা পঞ্চমূল্যা।

শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা পাটলা গণিকারিকা।
শ্যোনাকঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥

ত্রিদোষজে ব্যাঘ্রীদুস্পর্শগোক্ষুরৈঃ। 'ব্যাঘ্রী' কণ্টকারিকা। 'দুস্পর্শা' যবাসঃ।

ঔষধসিদ্ধ পেয়দ্রব্যের গুণ।

দোষানুযায়ী পাচন দ্বারা কৃত পেয় অল্পকালে হিতকারী, দীপন, পাচক, লঘু এবং জ্বররোগীর জ্বরের শান্তিকারক।

"দোষানুযায়ী পাচন দ্বারা কৃত" অর্থাৎ যেরূপ দোষের প্রকোপ তদনুরূপ পাচনে প্রস্তুত পেয়। যথা— বাতিকজ্বরে পঞ্চমূলীর কষায় বা পাচন, পৈত্তিকজ্বরে মধু, মুথা, কট্‌কী ও ইন্দ্রপচীতে প্রস্তুত পাচন, কফজজ্বরে পিপল্যাদি কষায়ের পাচন, বাতপৈত্তিক জ্বরে লঘুপঞ্চমূলের পাচন, পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বরে পিপুল, ও ধনের পাচন, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে মহৎ পঞ্চমূলীয় পাচন এবং ত্রিদোষজজ্বরে ভুম্পার্শ ও গোক্ষুরে প্রস্তুত পাচন প্রয়োগ করিবে।

লঘুপঞ্চমূল—শালিপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, কণ্টকারীদ্বয়, ও গোক্ষুর এই কয়টির মূলকে লঘু পঞ্চমূল বলে।

মহৎ পঞ্চমূল—গাম্ভারী, শ্রীফল, পাটলা, গণিকারী, ও শ্যোনাক এই পাঁচটি মূলকে মহৎ পঞ্চমূল বলে।

পেয়াং বা রক্তশালীনাং বস্তিপার্শ্বশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রা কণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরীং পিবেৎ।
বিবদ্ধবর্চ্চাঃ সযবাং পিপ্পল্যামলকৈঃ শৃতাম্।
সর্পিষ্মতীং পিবেৎপেয়াং জ্বরী দোষানুলোমিনীম্।
কাসী শ্বাসী চ হিক্কী চ পঞ্চমূলীশৃতং পিবেৎ।
যবোহত্রান্নঃ। অত্র পঞ্চমূলী বৃহতী লঘ্বী চ হিতা।

যবাশৃতাং পেয়াং পিবেদিত্যর্থঃ।

বস্তি, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা থাকিলে রক্তশালি, গোক্ষুর ও কণ্টকারীদ্বয়ে সিদ্ধ জ্বরঘ্ন পেয় পান করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে যব, পিপুল ও আমলকী সহকারে সিদ্ধ, দোষের অনুলোমকারী পেয় ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। কাশ, শ্বাস ও হিক্কা বর্ত্তমান থাকিলে পঞ্চমূলী সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। এস্থলে যব শব্দে অন্ন এবং বৃহৎ ও লঘু উভয়বিধ পঞ্চমূলই হিতকারী জানিবে।

পেয়া ভেষজসংযোগাল্লঘুত্বাচ্চাগ্নিদীপনী।
বাতমূত্রপুরীষাণাং দোষাণাং বানুলোমিকাম্।
স্বেদনায় চ সোষ্ণত্বা দ্রবত্বাত্তৃট্‌ক্ষয়ায় চ।
আহারভাবাংপ্রাণায় সরত্ব লাঘবায় চ।
জ্বরঘ্নী হেতুসামান্যা জন্যাত্তাং পূর্ব্বমাচরেৎ।
'হেতুসামান্যত্বাৎ' হেতবঃ বাতপিত্তকফাস্তেষাং সামান্যত্বাৎ।

লঘুত্ব ও ঔষধের সংযোগপ্রযুক্ত পেয়া অগ্নির উদ্দীপক এবং বাত, মূত্র, ও মলের অনুলোমকারী; উষ্ণত্ব গুণ থাকাতে উহা স্বেদকারক; দ্রবত্বপ্রযুক্ত উহা তৃষ্ণার শান্তিকারক; আহারোপযোগী বলিয়া উহাতে প্রাণ রক্ষা হয়; সরত্বগুণ আছে বলিয়া উহা লাঘবজনক, এবং সেবন করিলে বাত, পিত্ত ও কফের সমতা হয় বলিয়া উহা জ্বরঘ্ন। অতএব জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই পেয় পান করিবে।

যবকোলকুলত্থানাং মুদ্গামূলকশুণ্ঠয়োঃ।
একৈকমুষ্টিমাদায় পচেদষ্টগুণে জলে।
পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষ বাতপিত্তকফাপহঃ।
শূলে প্রশস্যতে গুল্মে কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে জ্বরে।

ইতি পঞ্চমুষ্টিক যূষঃ।

পঞ্চমুষ্টিক যূষ।

যব, কোল, কুলত্থ, মুগ, মূলক, ও শুঁঠ প্রত্যেক মুষ্টিপরিমিত লইয়া অষ্ট গুণ জলে পাক করিবে। ইহাকে পঞ্চমুষ্টিক যূষ বলে। এই যূষ বাত, পিত্ত ও কফের শান্তিকারক এবং শূল, শ্বাস, কাশ, ক্ষয়, গুল্ম ও জ্বররোগে প্রশস্ত।

রুদ্ধমূত্রপুরীষস্য গুদে বর্ত্তিং নিধাপয়েৎ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলযবানীচরাম্রাধিতাম্।
পায়য়েদ্বা যবাগূর্ব্বা মারুতাদ্যনুলোমনীম্॥

মল ও মূত্র রুদ্ধ হইলে পিপুল, পিপুলের মূল, যোয়ান, ও চই এই কয়টি দ্রব্যে প্রস্তুত বর্ত্তি গুহ্যদেশে স্থাপন করিবে অথবা বাতাদির অনুলোমকারী যবাগূ পান করিবে।

পেয়াযবাগ্বোশ্চ কচিদপবাদমাহ।
মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফো যতে।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূর্ন হিতা জ্বরে॥

সময়বিশেষে পেয়া ও যবাগূর নিষেধ ও উক্ত আছে যথা—মদাত্যয়, মদ্যপানে, গ্রীষ্মকালে, পিত্তজ ও কফজ জ্বরে অথবা ঊর্দ্ধগ ও রক্তপিত্ত রোগে যবাগূ হিতকারী নহে।

দাহচ্ছর্দ্দ্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্।
ঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপঞ্চাপি তোয়ালোড়িতশক্তুকম্।
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণম্॥
'লাজতর্পণং' লাজশক্তুরূপং তর্পণম্।
তথাচ।
দাহচ্ছর্দ্দ্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্।
ঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপঞ্চাপি তোয়ালোড়িতশক্তুকম্।
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণম্।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তমম্লং হিতং কচিৎ॥

দাহ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্মে প্রপীড়িত অথবা পরিশ্রান্ত, নিরন্ন, অর্দ্দিত বা মদ্যপায়ী রোগীকে জল, শর্করা ও মধুসংযুক্ত খৈএর ছাতু সেবন করাইবে। তাদৃশ রোগীর পক্ষে জ্বরঘ্ন ফলের রসের সহিত অম্লও দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তর্পণস্বরূপমাহ ধন্বন্তরিঃ।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরমৃদিতাম্বু সশর্করম্।
লাজচূর্ণং সমধ্বাজ্যং সন্তর্পণমুদাহৃতম্॥
লাজচূর্ণ-দ্রাক্ষাদি-জলশর্করা-মধ্বাজ্য-সহিতং তর্পণং যুক্তমিত্যর্থঃ।
লাজশক্তুগুণাঃ গুণাধিকারে।
লাজানাং শক্তবঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুক্তা বিশেষতঃ।
ছর্দ্যতীসারতৃড়্দাহবিষমূর্চ্ছাজ্বরাপহাঃ॥

চরকস্তু।

তত্র তর্পণমেবাদৌ প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥
জ্বরঘ্নানি ফলান্যাহ চরক এব।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরপ্রিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ।
তর্পণার্হস্য দাতব্যং তর্পণং জ্বরনাশনম্॥
প্রিয়ালমত্র পক্বফলং, ন তন্মজ্জা, গুরুত্বাৎ।
'তর্পণার্হস্য' দাহচ্ছর্দ্দিতৃষার্ত্তস্য লঙ্ঘিতস্য ক্ষীণস্যেত্যর্থঃ।

ধন্বন্তরি সন্তর্পণের স্বরূপ কহিয়াছেন যথা। দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা-সংযুক্ত জল, শর্করা, লাজ চূর্ণ ও মধু এই কয়টি দ্রব্যে সন্তর্পণ প্রস্তুত হয়। লাজশক্তুর গুণ গুণাধিকারে এইরূপ উক্ত আছে। খৈএর ছাতুর সহিত মধু, ও চিনি মিশ্রিত করিলে ছর্দ্দী, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ, বিষরোগ, মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তি হয়। চরকও কহিয়াছেন প্রথমে জ্বরঘ্ন

ফলের রস, মধু ও চিনিসংযুক্ত মাজ্রগন্ডুর সন্তর্পণ ব্যবস্থা করিবে। তিনি আরও কহিয়াছেন দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, পিয়াল, ও পরুষক তর্পণার্হ রোগীকে এই কয়টি ফলে প্রস্তুত জ্বরঘ্ন তর্পণ ব্যবস্থা করিবে। এস্থলে ছর্দ্দি, দাহ ও তৃষ্ণাতে প্রপীড়িত, লঙ্ঘিত বা ক্ষীণ রোগীকে তর্পণার্হ বলিতে হইবে। প্রিয়ালের মজ্জা না লইয়া উহার পক্ক ফল লইবে। কারণ মজ্জা গুরুপাক।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতং নিত্যং রসৌদনম্ ॥

রসোঽত্র মাংসস্য রসঃ। তেন সিক্তো ওদনো রসৌদনঃ। অন্নেন ব্যঞ্জনমিশ্রানেন সমাসঃ।
মুদ্গযূষৌদনশ্চৈব হিতং কফসমুত্থিতে।
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ।

স এব মুদ্গযূষৌদনমেব।

পরিশ্রান্ত, উপবাসী ও বায়ুজনিত রোগীর পক্ষে মাংসরসে সিক্ত অন্ন হিতকারী। কফজ্বরে মুদ্গযূষসংযুক্ত অন্ন হিতকারী। উহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিলে শৈত্যগুণবিশিষ্ট হয় সুতরাং পিত্তজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে।

কৃশোঽল্পদোষো যঃ ক্ষীণকফো জীর্ণজ্বরান্বিতঃ।
বিবদ্ধশকৃদ্দোষশ্চ রুক্ষপিত্তানিলজ্বরী।
পিপাসার্ত্তঃ সদাহশ্চ পয়সা স সুখীভবেৎ ॥
অন্যচ্চ।
অজাদুগ্ধং গুড়োপেতং পাতব্যং জ্বরশান্তয়ে।
তদেব তু পয়ঃ পীতং তরুণে হন্তি মানবম্।
তরুণে জ্বরে
অন্যচ্চ।
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥

কৃশ, অল্পদোষ, ক্ষীণকফ, জীর্ণজ্বরী, রুক্ষ, পিত্তজ্বরী, বাতজ্বরী, কোষ্ঠবদ্ধ, দোষাচ্ছন্ন, পিপাসার্ত্ত ও দাহপ্রপীড়িত রোগী দুগ্ধপানদ্বারা স্বচ্ছন্দলাভ করে। গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে জ্বরশান্তির জন্য গুড়সংযুক্ত ছাগদুগ্ধ পান করিবে। কিন্তু তরুণ জ্বরে উক্ত দুগ্ধ সেবন করিলে বিষবৎ কার্য্য করে ও প্রাণনাশ হয়। আরও উক্ত আছে। জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণতা জন্মিলে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় গুণকারী হয়। কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান করিলে বিষবৎ প্রাণনাশক হয়।

অথ জ্বরিণো নিয়মানাহ।

ন দিবাস্বপ্নং পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন।
ন তীক্ষ্ণং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী।
ন জাতু তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্ষিতম্।
তেন সংশমিতোঽপ্যস্য পুনরেব ভবেৎ জ্বরঃ ॥

জ্বররোগীর নিয়ম।

তরুণজ্বরে বা পূর্ব্বাহ্ণে, দিবসে দুইবার অথবা অভিষ্যন্দজনক, তীক্ষ্ণ, ও অধিক গুরুপাক দ্রব্য কদাচ ভোজন করিবে না। বুদ্ধিমান বৈদ্য জ্বরকর্ষিত ব্যক্তিকে সহসা তর্পণ ব্যবস্থা করিবেন না। কারণ তাহাতে প্রশমিত জ্বরেরও পুনরুৎপত্তি হয়।

অথ জ্বরবিমুক্তেঃ পূর্ব্বরূপমাহ।

দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পবিড্ভেদসংজ্ঞিতাঃ।
কুজনঞ্চাতিবৈবর্ণ্যমাকৃতির্জ্বরমোক্ষণে ॥

'বিড্ভেদঃ' মলপ্রবৃত্তিঃ। অত্র সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্। 'কূজনং' কুহুনং। অতিবৈগন্ধ্যং পাত্রনা।

জ্বরমুক্তৌ ভবিষ্যন্ত্যামে তল্লক্ষণং ভবতি। ননু দোষক্ষয়ংবিনা ন ব্যাধিনিবৃত্তিঃ, ক্ষীণশ্চ দোষঃ কথমেবংবিধং রূপং করিষ্যতি।

উচ্যতে। কশ্চিৎক্ষীণোঽপি বিনাশকালে স্বশক্তিং দর্শয়তি। যথা নির্ব্বাণাবস্থায়াং দীপো বিশেষাৎপ্রজ্বলতি।

বাগ্‌ভটোঽপ্যাহ।

ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালে বিলীয়তে।
ততো নরঃ শ্বসন্ কূজন্ বমন্ স্বিদ্যন্নচেষ্টত ইতি॥
'ন চেষ্টতে' অচেষ্টঃ স্যাৎ।
ত্রিদোষজে জ্বরে হ্যেতদন্তর্ব্বেগে চ ধাতুগে।
লক্ষণং মোক্ষকালে স্যাদন্যস্মিন্ স্বেদদর্শনম্॥

এতদ্দাহাদিকং লক্ষণং মোক্ষকালে এতেষেব জ্বরেষু স্যাৎ। কেষু ত্রিদোষজেষু। অন্তর্ব্বেগে ধাতুগে জ্বরে। অন্যস্মিন্ স্বেদমাত্রদর্শনং ভবতি।

জ্বরবিমুক্তির পূর্ব্বরূপ।

গাত্রদাহ, স্বেদনিঃসরণ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলপ্রবৃত্তি, সংজ্ঞতা, কূজন, অতিশয় গাত্রদৌর্গন্ধ্য, জ্বর মোক্ষণের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বরের আমাবস্থাতেই পূর্ব্বোক্ত ভাবী জ্বরমুক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। দোষক্ষয় ব্যতিরেকে রোগশান্তি হয় না সুতরাং জ্বরমুক্তিকালে অবশ্যই বাতাদি দোষ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব তাদৃশ অবস্থায় এবম্প্রকার বৃদ্ধির লক্ষণ লক্ষিত হইবার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে দীপ যেরূপ নির্ব্বাণকালে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত হয় তদ্রূপ কখন কখন ক্ষীণদোষও বিনাশকালে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করে। বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন বাতাদিদোষ ধাতুসকলকে প্রক্ষোভিত করত মোক্ষকালে বিলীন হয় এবং সেই জন্যই শ্বাস, কূজন, বমন, ও স্বেদনির্গমন এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং রোগী নিশ্চেষ্ট হয়। ত্রিদোষজ ও অন্তর্ব্বেগবিশিষ্ট ধাতুগত জ্বরের মুক্তিকালেই পূর্ব্বোক্ত দাহাদি লক্ষণ লক্ষিত হয় কিন্তু অন্য প্রকার জ্বরে কেবলমাত্র স্বেদনির্গমন হইয়া থাকে।

অথ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণমাহ।

দেহো লঘু র্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ।
পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্॥
স্বেদক্ষয়ঃ প্রকৃতিযোগিমনোঽন্নলিপ্সা।
কণ্ডূশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগত জ্বরলক্ষণানি।

সুশ্রুতোঽপ্যাহ।

স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূ পাকো মুখস্য চ।
ক্ষবথুশ্চান্নকাঙ্ক্ষা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্॥

জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

ক্লান্তি, মোহ, উত্তাপ, ও ব্যথার শান্তি হইয়া দেহ লঘু ও মন প্রকৃতিস্থ হইলে এবং মুখের পাক, ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব, স্বেদক্ষয়, অন্নে অভিলাষ ও মস্তকে কণ্ডূ জন্মিলে জ্বরত্যাগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুশ্রুত কহিয়াছেন স্বেদনিঃসরণ, লঘুতা, শিরঃকণ্ডূ, মুখপাক, হাঁচি ও অন্নে অভিলাষ এই কয়টি জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

অথ জ্বরমুক্তস্য নিয়মাঃ।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানঞ্চ চঙ্ক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ।

অন্যচ্চ।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ প্রবাতং শিশিরং জলম্।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ।
জন্তো র্জ্বরবিমুক্তস্য স্নানং কুর্য্যাৎপুনর্জ্বরম্।
তস্মাজ্জ্বরবিমুক্তোঽপি স্নানং বিষমিব ত্যজেৎ।
বলবর্ণাগ্নিবপুষাং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ।
তাবজ্জ্বরেণ মুক্তোঽপি বর্জ্জনীয়ানি বর্জ্জয়েৎ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তির প্রতি নিয়ম।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যত দিন না সবল হইবে তত দিন ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণ বর্জন করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যত দিনে শরীরে বলাধান না হইবে জ্বরমুক্ত ব্যক্তি তত দিন পরিশ্রম, মৈথুন, বায়ু সেবন ও শীতল জল বর্জন করিবে। জ্বরমুক্ত ব্যক্তি স্নানও বিষবৎ বর্জন করিবে। কারণ তাদৃশ অবস্থায় স্নান করিলে পুনরায় জ্বর হইবার সম্ভাবনা। যে পর্য্যন্ত না দেহে স্বাভাবিক বল, বর্ণ ও অগ্নি জন্মে জ্বরবিমুক্ত হইলে তাবৎকাল নিষিদ্ধ [illegible] হবে না।

অথ বাতজ্বরাধিকারমাহ।

তত্র বাতজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্টকারণ-কথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ।

বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং [illegible]রামাশয়াশ্রয়ঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎস্যাদ্রসানুগঃ॥

বাতজ্বরাধিকার।

এস্থলে প্রথমে বাতজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথনপূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি বলা যাইতেছে। বাতল আহার ও বিহার দ্বারা রসানুগত বায়ু আমাশয়স্থ হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বাহির্দেশে তাড়ন করে এবং তাহাতেই জ্বর হয়।

অথ তস্য পূর্ব্বরূপমাহ।

জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাদিতি সমীরণজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থং জৃম্ভা স্যাৎ। জৃম্ভা চ শ্রমাদিপূর্ব্বিকা ভবতি।

বাতিকজ্বরের পূর্ব্বরূপ।

"বাতিক জ্বরে অতিশয় জৃম্ভা হয়" এই বচনপ্রমাণে ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে বাতিকজ্বর হইবার পূর্ব্বে অতিশয় হাই উঠে। এই জৃম্ভা শ্রমাদিলক্ষণের পর হইয়া থাকে।

অথ বাতজ্বরস্য লক্ষণমাহ।

বেপথু র্ব্বিষমোবেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষণম্।
নিদ্রানাশঃক্ষয়স্তম্ভোগাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্গাত্ররুক্‌বক্ত্রবৈরস্যং বদ্ধবিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে॥

এতানি লক্ষণানি প্রায়োভাবিত্বেন সুশ্রুতে নির্দ্দিষ্টানি। চকারাদন্যান্যপি চরকনিদানোক্তানি বোদ্ধব্যানি।

তান্যেব শ্লোকেন প্রদর্শয়তি।

ভবন্তি বিবিধা বাতবেদনাঃ স্যাদসুপ্ততা।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্রকষায়তা॥
গাত্রসাদো হনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজানুনোঃ।
শুষ্ককাসো বমির্লোমহর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ॥

অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্ প্রলাপোষ্ণগাত্রতা ।

।'বিষমোবেগঃ' শরীরোষ্ণতাদিরূপো জ্বরবেগো বিষমো ভবতীত্যর্থঃ । 'ক্ষয়থুঃ' হিক্কায়া অভাবঃ।

তথাচ বাগ্ ভটঃ ।

হর্ষো রোমাঙ্গদন্তেষু বেপথুঃ ক্ষয়থুগ্রহ ইতি ।

চরকোঽপি ক্ষয়থুদ্গারবিনিগ্রহ ইতি ।

শিরোহৃদ্গাত্ররুক্ । গাত্রপদে প্রযুক্তে শিরোহৃচ্ছব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র বিশেষেণ বেদনা-বোধনার্থঃ ।

বাতজ্বরের লক্ষণ ।

কম্প, বিষম বেগ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, ক্ষয়থুস্তম্ভ গাত্রকক্ষতা, মস্তক, হৃদয় ও গাত্রে বেদনা, মুখবৈরস্য, মলাবরোধ,শূল,আধ্মান ও জৃম্ভা এই কয়টী বাতিকজ্বরের লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ সুশ্রুতে নির্দ্দিষ্ট আছে । এতদ্ব্যতিত চরক-নিদানোক্ত অন্যান্য লক্ষণও লক্ষিত হয় । যথা বাতিকজ্বরে বিবিধপ্রকার বেদনা, অনিদ্রা, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টন,কর্ণে বিবিধ প্রকার শব্দ শ্রবণ, মুখে কষায়বোধ, গাত্রসাদ, হনুস্তম্ভ, সন্ধিস্থল ও জানুর বিশ্লেষ, শুষ্ক কাশ, বমি, লোমও দন্ত-হর্ষ, শ্রম, ভ্রম, মূত্র ও নেত্রাদির অরুণ-বর্ণতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ ও উষ্ণগাত্রতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থলে "বিষমবেগ" শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে যে শরীরের উষ্ণতাদিরূপ জ্বরবেগ বিষম হইয়া থাকে। এবং 'ক্ষয়থুস্তম্ভ' শব্দে হিক্কার অভাব জানিবে । বাগ্ ভটও কহিয়াছেন বাতজ্বরে,রোম,অঙ্গ ও দন্তে হর্ষ জন্মে এবং কম্প, হাঁচি ও উদ্গার বাক্য বেদনা হয়।" চরকেও "জৃম্ভা, ক্ষয়থু ও গাত্রবেদনা" এই প্রকার উক্ত আছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে গাত্রবেদনা বলিতে যখন হৃদ-য়াদি সমস্ত স্থানের বেদনা বুঝায় তখন সুশ্রুতবচনে মস্তক ও হৃদয়ের বেদনা এরূপ পৃথক্ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় কি? এরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে উক্ত দুই স্থানে বিশেষরূপ বেদনা জন্মে।

অথ বাতজ্বরচিকিৎসা ।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধাপয়ন্ ।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥

ইতি বচনাৎসামান্যতো জ্বরিতগাত্রস্য যাব-দারোগ্যদর্শনং লঙ্ঘনাভিধানং ।

বাতজ্বরিণো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষমাহ চরকঃ ।
জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্ ।
পাচনং শমনীয়ঞ্চ কষায়ং পায়য়েদ্ভিষক্ ॥

সুশ্রুতোঽপ্যাহ ।

বাতিকে সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকে ।
শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্ ॥

বাতজ্বরের চিকিৎসা ।

"অপক বাতাদি দোষ আমাশয়স্থ হইয়া জঠরাগ্নি নষ্ট ও স্রোতঃপথ রুদ্ধ করত জ্বর জন্মায়। সুতরাং জ্বরে লঙ্ঘন আচরণ করিবে" এই বচনপ্রমাণে সামান্যতঃ জ্বররোগীর আরোগ্যকাল পর্য্যন্ত লঙ্ঘন বিধান করা হইয়াছে। অতঃপর চরক বাতজ্বরীর যেরূপ বিশেষ লঙ্ঘন বিধান করিয়াছেন তাহা বলা

যাইতেছে। যথা, ছয় দিন লঙ্ঘনের পর বাতজ্বরীকে লঘু আহার দিবেন এবং শমনীয় পাচন ও কষায় পান করাইবেন। সুশ্রুতও কহিয়াছেন বাতিক জ্বরে সপ্তম দিনে, পৈত্তিকজ্বরে দশম দিবসে এবং শ্লেষ্মাঘটিত জ্বরে দ্বাদশ দিবসে ঔষধ সেবন করাইবেন।

অন্নমং বৈ প্রাণিনাং প্রাণা ইতি শ্রুতিঃ। তদন্নং
বিনা প্রাণিভিঃ কথং স্থাতব্যমিত্যাহ।
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎসহতে লঙ্ঘনং মহৎ॥
কফপিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু।
আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥

এক্ষণে যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে "অন্ন প্রাণীদিগের জীবন" যখন এই শ্রুতি রহিয়াছে তখন অন্ন ব্যতিরেকে কিরূপে মনুষ্যের জীবন রক্ষা হয়? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে জ্বর হইলে বাতাদিদোষ প্রবল হয় এবং তাহাদিগের প্রভাবেই রোগী লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে সুতরাং দোষক্ষয় হইলে আর অধিক লঙ্ঘন সহ্য হয় না। কফ ও পিত্ত দ্রব্য অবস্থায় থাকিলে ধাতু বহু লঙ্ঘন সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরসের পরিপাক হইলে বায়ু ক্ষণমাত্র লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

তত্র ভেষজমাহ।

দশমূলাদি কাথঃ।

শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা কামদুঘা চ শোণকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলশী স্থিরা।
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ।
মুস্তা বলামৃতা বালগ্রাক্ষায়সশতাহ্বিকাঃ।
এষাং কাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম্।
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥

'শ্রীফলঃ' বিল্বঃ। 'সর্ব্বতোভদ্রা' গম্ভারী 'কামদুঘা' পাটলা। 'শোণকঃ' শোনাপাঠা ইতি লোকে। 'তর্কারী' গণিকারী। 'কলশী' পৃশ্নিপর্ণী। 'স্থিরা' শালিপর্ণী। 'বলা' সুগন্ধবলা। 'গ্রাক্ষায়াসঃ' যবাসঃ।

বাতজ্বরের ঔষধ।

দশমূলাদি কাথ।

বিল্ব, গাম্ভারী, পাটলা, গণিকারী, শালিপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, শোনাক, গোক্ষুর, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কণ্টকারী, রাস্না, পিপুল, পিপুলের মূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথো, বলা, হরীতকী, বালা, দুরালভা, ও শতাহ্বা এই কয় দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে সোপদ্রব বাতজ্বরের শান্তি হয়। এই মুষ্টিযোগটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

বৃহৎ পঞ্চমূলাদিকাথঃ।

সুশ্রুতঃ।

পঞ্চমূলীকষায়স্তু পাচনং বাতিকে জ্বর ইতি।

অত্র 'পঞ্চমূলী' বৃহৎপঞ্চমূলী। অতএব ত্রিশতী।
শ্রীপর্ণী তর্কারী শ্রীফলটুণ্টুক পাটলামূলৈঃ।
পাচনমুচিতং মারুতজনিতজ্বরহারি বারিণা কথিতৈঃ॥

বৃহৎ পঞ্চমূলী কাথ।

সুশ্রুতে বাতিকজ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলী কষায়ের পাচন ব্যবস্থিত আছে। বিল্ব,

গাম্ভারী, সোনা, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের মূলকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে। এই পাঁচটি মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে বাতজ্বরের শান্তি হয়।

কিরাতাদি কাথঃ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্যবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
ত্রিপর্ণীকলশীবিল্বৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ।
'উদীচ্যং' বালকং। ত্রিপর্ণী কলশীপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী।

কিরাতাদি কাথ।

চিরাতা, অব্দ, হরীতকী, বালা, কণ্টকারীদ্বয়, গোক্ষুর, শালিপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী ও বিল্ব এই কয় দ্রব্যের কাথ বাতজ্বরঘ্ন।

বিশ্বাশুণ্ঠীকাথঃ।

গুড়ূচীপিপ্পলীমূলনাগরৈঃ পাচনং শৃতম্।
বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনি।
কালিঙ্গ মিস্রযবস্তস্য শৃতং। ত্রিশতী।

বিশ্বামৃতা প্রস্থিকসিদ্ধতোয়ং
মরুজ্বরঃস্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্।
কাথোঽথ কুস্তুম্বুরুদেবদারু-
কুত্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু।
'পঞ্চমূলী' বিল্বাদিঃ।

উত্তমং শুণ্ঠীকাথঃ পাচনমিতিবেদাঃ প্রমাণ—মিতিবং।

বিশ্বা ও শুণ্ঠীকাথ।

গুড়ূচী, পিপুলের মূল, ও শুঁঠ অথবা কালিঙ্গ সিদ্ধ করিয়া সেই পাচন সেবন করিলে বাতজ্বরের শান্তি হয়। পিপুল, হরীতকী ও গ্রন্থিক অথবা কুস্তুম্বুরু, দেবদারু ও কণ্টকারী সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলেও বাতজ্বরের শান্তি হয়।

বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিকাথঃ।

পঞ্চমূলী বলা রাস্না কুলত্থৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ।
কাথো হন্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্।

বৃহৎপঞ্চমূলীকাথ।

পঞ্চমূলী, (বিল্বাদি) বলা, রাস্না, কুলত্থ, ও পদ্মের মূল, এই কয় দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে শিরঃকম্প, পর্ব্বভেদ ও বাতজ্বরের শান্তি হয়।

কণাদিকাথঃ।

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা-
নির্দগ্ধিকাসিন্ধুকভূমিনিম্বৈঃ।
সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো
হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু।
জ্বরং মরুদ্দুষ্টসমুদ্ভবং তথা
বলাসজং চানলমন্দতাঞ্চ।
কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং
স্বেদঞ্চ রোমূগাঞ্চ হিমঞ্চ মোহান্।

কণাদি কাথ।

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, জীরে, কণ্টকারী, সিন্দুবার, ভূমিনিম্ব, ও মুথা ইহাদিগের কষায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠাবরোধ, হৃদয়াবরোধ, লোমকূপ হইতে স্বেদ নিঃসরণ, শৈত্য, মোহ এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের শান্তি হয়।

কম্পান্তকরসঃ।

শুদ্ধং শঙ্করশুক্রমক্ষতুলিতং [illegible]রিনারীরজ-
স্তত্তাবদুমাপতি[illegible]লালঙ্কাররজ শুভম্।

তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবত্তথা টঙ্কণম্।
শুণ্ঠী দ্ব্যঙ্কমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পালসং-
খ্যাঙ্ককম্।

বিষাদিবসুনি শিলোপরিষ্টাদ্
বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ।
ততস্তু খল্বে রসগন্ধকৌ চ
চূর্ণঞ্চ তদ্‌যামযুগং বিমর্দ্দ্যং॥

কল্পতরুর্নামধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ।
সমীরণশ্লেষ্মগদান্‌ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঞ্জৈকা॥

আর্দ্রকেণ সমন্বেষ ভক্ষিতো
হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরম্।
শ্বাস-কাস-মুখসেকশীততা-
বহ্নিমান্দ্যবিসুচীংশ্চ নাশয়েৎ॥

নস্যেনাস্যৈব হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাম্।
মোহং মহাস্তমপিচ প্রলাপং ক্ষয়থুগ্রহম্॥

ইতি কল্পতরুরসঃ।

কল্পতরু রস।

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক অঙ্কপরিমিত। তাবৎপরিমিত বিশুদ্ধ মনঃশিলা ও সোহাগা, দুই অঙ্ক পরিমিত শুঁঠ ও জীরে এবং মরিচ দশ অঙ্ক পরিমাণে লইতে হইবে। পারদ ও গন্ধক ভিন্ন আর সমস্ত বস্তু প্রথমতঃ শিলাতে চূর্ণ করত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উক্ত চূর্ণ পারদ ও গন্ধক সহকারে দুই প্রহর কাল মাড়িয়া লইবে। সেবন মাত্রা এক কুঁচ। ইহাকেই কল্পতরু রস বলে। এটি একটি প্রধান ঔষধ। ইহার নাম যেরূপ গুণও তদ্রূপ। ইহাতে বাতজ ও শ্লেষ্মজ ব্যাধির শান্তি হয়। এই রস আদার সহিত সেবন করিলে শ্বাস কাশ, মুখসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের শান্তি হয়। ইহার নস্য লইলে কফজ ও বাতজ শিরঃপীড়া, মহামোহ, প্রলাপ, এবং ক্ষয়থু গ্রহের আশু শান্তি হয়।

সামান্যজ্বরচিকিৎসোক্তো মহাজ্বরাঙ্কুশঃ প্রদেয়োঽত্র।

বাতিকজ্বরে সামান্য-জ্বর-চিকিৎসোক্ত মহাজ্বরাঙ্কুশ ব্যবস্থা করিবে।

বিষমহৌষধমাগধিকোষণদ্যুমণিরক্তকমার্দ্রক-
মর্দ্দিতং।
ক্রমবিবর্দ্ধিতমুদ্দলিতং জ্বরজিৎপুরভৈরব এষ
রসোবরঃ।

'দ্যুমণি' মারিতং তাম্রং। তস্য ভাগাঃ পঞ্চ-রক্তকং। হিঙ্গুলং তস্য ভাগাঃ ষট্। মাত্রাস্য রক্তিকার্দ্ধং।

ইতি ত্রিপুরভৈরবো রসোজ্বরে।

ত্রিপুরভৈরব রস।

বিষ ১ রতি, মহৌষধ ২ রতি, মাগধিক ৩ রতি, পিপুল ৪ রতি, মারিত তাম্র ৫ রতি ও হিঙ্গুল ৬ রতি, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই প্রস্তুত ঔষধকে ত্রিপুরভৈরব রস বলে। ইহা জ্বরঘ্ন। ইহার সেবন মাত্রা অর্দ্ধ রতি।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদং জঙ্ঘাপার্শ্বাস্থিশূলিনি।
পীনসশ্বাসবাধির্য্যে কারয়েত্তদ্বিধানবিৎ।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্।
হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদোজ্বরমপোহতি॥

বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং জঙ্ঘা ও পার্শ্ব-দেশস্থ অস্থির শূল, পীনস, শ্বাস, ও বধিরতা প্রভৃতি রোগে স্বেদ ব্যবস্থেয়।

কারণ স্বেদন দ্বারা দেহস্থ স্রোত সকল মৃদু হয়, অগ্নি স্বস্থানে থাকে, স্তব্ধ বায়ু ও কফ সরল হয় সুতরাং জ্বরেরও শান্তি হয়।

খর্পরভৃষ্টপটস্থিতকাঞ্জিকসংসিক্তবালুকাস্বেদঃ।
শময়তি বাতকফাময়মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্।
কম্পে শিরোহৃদয়গাত্রব্যথায়াম্ জৃম্ভায়াং
পাদসুপ্ততায়াম্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনেঽঙ্গসাদে হনুস্তম্ভে চ লোমহর্ষে চ।

ইতি বালুকারসস্বেদঃ।

বালুকা স্বেদ।

যে পটে খর্পর ভর্জিত হইয়াছে সেই পটস্থিত কাঁজিসংসিক্ত বালুকা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে কম্প, মস্তক, হৃদয় ও গাত্রের বেদনা, জৃম্ভা, পাদসুপ্ততা, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টন, অঙ্গসাদ, হনুস্তম্ভ, লোমহর্ষ, বাতজ ও কফজ রোগ, শিরঃশূল এবং অঙ্গভঙ্গাদির উপশম হয়।

মাতুলুঙ্গফলকেশরোদ্ভবঃ
সিন্ধুজন্মমরিচান্বিতো মুখে।
হন্তি বাতকফরোগমাস্যগং
শোষমুগ্র জড়তামরোচকম্।

ইতি কবলঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষে।

অন্যচ্চ।
শর্করাদাড়িমাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষাদাড়িময়োস্তথা।
কল্কং বিধারয়েদাস্যে শোষবৈরস্যনাশনম্।
দ্রাক্ষামলকয়োঃ কল্কং সঘৃতং বদনে ক্ষিপেৎ।
তেন ঘৃষ্টা মুখস্যান্তঃ কুর্ব্বীত প্রতিসারণম্।
তেন জিহ্বাগলান্তস্থঃ সংশোষশ্চৈব (১) শাম্যতি।
সুরসং জায়তে বক্ত্রং রুচিশ্চৈবাতি ভোজনে।

(১) জিহ্বাতালুগালাস্যস্য সংশোষশ্চেনেতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শোষনাশক কবল।

সৈন্ধব লবণ ও মরিচের সহিত মাতুলুঙ্গ ফলের কেশর মুখে রাখিলে বাতজ ও কফজ রোগ, এবং অরুচি, মুখের শোষ ও জড়তা আশু নিবারিত হয়। গ্রন্থান্তরে ও উক্ত আছে চিনি ও দাড়িম অথবা দ্রাক্ষা ও দাড়িমের কল্ক মুখে রাখিলে মুখের শোষ ও বিরসতা নাশ হয়। সঘৃত দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্কে মুখের অভ্যন্তর ঘর্ষণপূর্ব্বক প্রতিসারণ করিলে জিহ্বা ও গলার অভ্যন্তরস্থ শোষের শান্তি হয়, মুখে সুরস জন্মে এবং আহারে রুচি হয়।

নিদ্রানাশস্য নিদানমাহ।

আমনং লঙ্ঘনং চিন্তা ব্যায়ামঃ শোকভীক্রুধঃ।
এভিরেব ভবেন্নিদ্রানাশঃ শ্লেষ্মাতিসংক্ষয়াৎ।

নিদ্রানাশের কারণ।

আমন, লঙ্ঘন, চিন্তা, পরিশ্রম, শোক, ক্রোধ ও ভয় এই সকল কারণে এবং শ্লেষ্মার অতিরিক্ত ক্ষয় হইলে নিদ্রা হয় না।

অথ তস্য চিকিৎসামাহ।

ভৃষ্টস্তু বিজয়াচূর্ণং মধুনা নিশি ভক্ষয়েৎ।
নিদ্রানাশেঽতিসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে।
গুড়ং পিপ্পলিমূলস্য চূর্ণেনালোড়িতং লিহেৎ।
চিরাদপি চ নষ্টাং নিদ্রামাপ্নোতি মানবঃ।
বায়সজঙ্ঘামূলং বা শিরসি কাকমাচ্যাশ্চ।
বিধৃতং নিদ্রাজনকং হস্তমূলং বা শৃতং সগুড়ম্।

পীতমিতি শেষঃ।

মূলন্তু কাকমাচ্যা বদ্ধং সূত্রেণ মস্তকে নিয়তম্।
বিদধাতি অতিনিদ্রাং নিদ্রামাশ্বেব সিদ্ধমিদম্॥
শীলয়েন্মন্দনিদ্রস্তু ক্ষীরমদ্যরসাংদধি।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনস্নানমূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণম্॥

'রসং' মাংসরসম্।

কান্তাবাহুলতা শ্লেষ্মানিবৃত্তিঃ (১) কৃতকৃত্যতা।
মনোনুকূলবিষয়াঃ কামং নিদ্রাসুখপ্রদাঃ॥
রসে শাকে চ সূপে চ সর্পির্যবপয়ঃসু চ।
নিদ্রাং সঞ্জনয়ত্যাশু পলাণ্ডুরুপয়োজিতঃ॥

• 'রসে' মাংসরসেঽ।

পিষ্টকং পোতকী মাষাঃ সুরা মাংসরসঃপয়ঃ।
গোধূমতিলমৎস্যাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাম্॥

নিদ্রানদশের চিকিৎসা।

নিদ্রানাশ, অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য হইলে রাত্রিতে মধু দিয়া হরীতকী চূর্ণ সেবন করিবে। পিপুলের মূল চূর্ণ করত গুড়ের সহিত লেহন করিলে চিরকাল বিনষ্ট নিদ্রা আবির্ভূত হয়। কাকজঙ্ঘা বা কাকমাচীর মূল মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে অথবা ত্বকের মূল সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত পান করিলে নিদ্রাকর্ষণ হয়। কাকমাচীর মূল সূত্র দ্বারা নিয়ত মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে অশ্বের ন্যায় নিদ্রা হয়। ভালরূপ নিদ্রা না হইলে, তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, এবং কর্ণ, চক্ষু ও মস্তকে তর্পণ আচরণ করিবে এবং দুগ্ধ, মদ্য, মাংসরস ও দধি ভোজন করিবে। সহধর্ম্মিণীর বাহুলতা স্পর্শ করিলে, দেহে শ্লেষ্মার অভাব না হইলে, কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে নিদ্রা সুখপ্রদ হয়। মাংসরস, শাক, সূপ, ঘৃত, যব ও দুগ্ধের সহিত পলাণ্ডু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে আশু নিদ্রাকর্ষণ হয়। গুড়, পুঁইশাক, মাষকলাই, মদ্য, মাংসরস, দুগ্ধ, গোধূম, তিল ও মৎস্য ভোজন করিলে ও নিদ্রা আইসে।

নিদ্রানাশে।

দারু-হৈমবতী-কুষ্ঠশতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
লিম্পেৎকোষ্ণৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্ (১)

'হৈমবতী' শ্বেতবচা।

দারুষট্কলেপঃ শূলাধ্মানে।

দেবদারু, বচ, কুড়, শতাহ্বা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ এই কয়টী দ্রব্য অম্লের সহিত পেষণ করত উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উদরের শূল ও আধ্মানা আরোগ্য হয়।

কটুতৈলং কণাহিঙ্গুবচালসুনসাধিতম্।
উষ্ণং বিনিহিতং হন্তি কর্ণয়োর্নিস্বনং ব্যথাম্॥

ইতি তৈলং কর্ণস্বনে।

পিপুল, হিঙ্গু, বচ ও লশুন, কটু তৈলে সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে প্রদান করিলে বধিরতা ও কর্ণব্যথার শান্তি হয়।

কণা সুগন্ধিবচয়া যবান্যা চ সমন্বিতা।
তাম্বূলসহিতা হন্তি শুষ্ককাসং মুখে ধৃতা॥

ইতি শুষ্ককাসে।

(১) কান্তাবাহুলতাশ্লেষানিবৃত্তিরিতি বা পাঠঃ।

(১) শূলাধ্মানজলোদরমিতি বা পাঠঃ।

শুষ্ক কাশের মুষ্টিযোগ।

পিপুল, সুগন্ধি বচ ও যোয়ান পানের সহিত মুখে রাখিলে শুষ্ককাশ আরোগ্য হয়।

অথান্নমাহ।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গামলকযূষস্তু বদ্ধবিট্কায় দীয়তে॥
'রসঃ' বিহিতমাংসরসঃ।
পেয়াং বা রক্তশালীনাং বস্তিপার্শ্বশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরীং পিবেৎ।
কাসী শ্বাসী চ হিক্কী চ পঞ্চমূলীশৃতং পিবেৎ॥
পেয়ামিতিশেষঃ।

ইতি বাতজ্বরাধিকারঃ।

উপযোগী অন্ন।

পরিশ্রান্ত, উপবাস জন্য কৃশ এবং বাতরোগীর পক্ষে মাংসরসের সহিত অন্ন হিতকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে মুগ ও আমলকীর যূষ ব্যবস্থা করিবে।

বস্তি, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা হইলে, রক্তশালি বা গোক্ষুর ও কণ্টকারীতে সিদ্ধ জ্বরঘ্ন পেয় পান করিবে।

শ্বাস, কাশ ও হিক্কারোগগ্রস্ত রোগী পঞ্চমূলীর কাথ পান করিবে।

বাতজ্বরাধিকার সমাপ্ত।